মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য

(বঙ্গানুবাদ)

প্রথম খণ্ড

অধ্যায় ১-৩

অনুবাদক—শ্রীভূতনাথ সপ্ততীর্থ

মূল্য—নয় টাকা

মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য

(বঙ্গানুবাদ)

প্রথম খণ্ড

অধ্যায় ১-৭

অনুবাদক—শ্রীভূতনাথ সপ্ততীর্থ

ভূমিকা

দমূলক ধর্ম্মসংহিতাসকলের মধ্যে মনুস্মৃতির প্রামাণ্য সর্ব্বাধিক। এইজন্য চার্য্যগণ বলিয়াছেন—

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতেঃ।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥

বেদবিরুদ্ধ স্মৃতি যেমন অনুসরণীয় নহে সেইরূপ মনুস্মৃতির সহিত যাহার হয় তাদৃশ অন্য কোন স্মৃতিও আদরণীয় নহে। ভিন্ন ভিন্ন বেদশাখার সহিত মনুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধই ইহার কারণ। পাছে শাখাসাঙ্কর্য্য ঘটিয়া যায় এবং ফলে বেদশাখার উচ্ছেদ ঘটে এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন বেদশাখায় উপদিষ্ট কর্ত্তব্যগুলি মনু নিজ ভাষায় নিবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ব কোন লৌকিক প্রমাণ নিরূপণ করা যায় না; কারণ বেদাতিরিক্ত প্রমাণসকল অন্বয়ব্যতিরেকমূলক। ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বরূপ অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ নহে। এমনকি ঋষিগণেরও যে র্ম্মবিষয়ক উপদেশ তাহাও আর্ষদৃষ্টি প্রত্যক্ষ জন্য নহে, কিন্তু তাহাও বেদ- অন্যথা তাহা অগ্রাহ্য, উপেক্ষণীয়—ইহাই বৈদিক আচার্য্যগণের সুবিচারিত ত। এইজন্য বাক্যপদীয় গ্রন্থেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"ঋষীণামপি যজ্‌জ্ঞানং তদপ্যাগমপূর্ব্বকম্"

ন্ধে বিশেষ কথা মীমাংসাদি শাস্ত্র হইতে জ্ঞাতব্য।

মনুসংহিতার উপর যে অতি প্রাচীন অনেক ব্যাখ্যা ছিল, তাহা পরবর্ত্তিকালীন গণের উক্তি হইতে অবগত হওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে যে কয়টী ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তন্মধ্যে ভট্টমেধাতিথিকৃত মনুভাষ্যই অতি বিস্তৃত, শ্রেষ্ঠ এবং তম। অপরাপর ব্যাখ্যাগুলি অতি সংক্ষিপ্ত—রঘুবংশাদি কাব্যের মল্লিনাথকৃত ন্যায়। সেগুলির মধ্যেও আবার কুল্লুকভট্টকৃত ব্যাখ্যাটীই উৎকৃষ্ট। কুল্লুক- মন্বর্থমুক্তাবলী' নামক টীকাটীর মধ্যেও কিন্তু যেখানেই কোন বিশেষ কথা আছে তাহাও যে ঐ মেধাতিথিভাষ্যেরই ছায়ামাত্র, ইহা মেধাতিথিভাষ্য আলোচনা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়।

াতিথি সম্বন্ধে কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন, "সারাসারবচঃপ্রপঞ্চনবিধৌ মেধা- তুরী" অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়টী সারবৎই হউক কিংবা তাদৃশ সারযুক্ত নাই তথাপি সে সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিতে মেধাতিথির নৈপুণ্য আছে। ট্ট যে অর্থেই কথাটী বলুন না কেন শাস্ত্রার্থের, বিশেষত ধর্ম্মসংহিতাগ্রন্থের আলোচনা যে অতি আবশ্যক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে স্মৃতিনির্দ্দেশের রি বর্ণের চারি আশ্রমের শ্রৌতকর্ম্মাতিরিক্ত সকল কর্ম্মই, সকল ব্যবহারই রিতেছে তাহার প্রত্যেকটীর সম্বন্ধেই বিস্তৃত আলোচনা না থাকিলে সন্দিগ্ধ দ্ধান্ত কি—কর্ত্তব্য কি, তাহা নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। যেমন,

পরিশেষে বক্তব্য, এমন একখানি সুন্দর গ্রন্থের রসাস্বাদনে যাহাতে সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও বঞ্চিত না হন সেজন্য ইহা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত এবং মুদ্রিত করিয়া বিদ্যোৎসাহী মহামান্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকার বাহাদুর সকলের অশেষ ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। ইতি—

শ্রীসদানন্দ ভাদুড়ী,
অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ,
কলিকাতা

সংস্কৃত কলেজ,
কলিকাতা;
২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩

নিবেদন

মনুসংহিতার মেধাতিথিভাষ্য একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ। বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা ইহার মধ্যে দৃষ্ট হয়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই গ্রন্থখানির বিশুদ্ধ সংস্করণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান আকারে যে গ্রন্থখানি আমরা দেখিতেছি ইহাও মূল গ্রন্থ নহে—জীর্ণোদ্ধারমাত্র। গ্রন্থশেষে যে শ্লোকটী আছে তাহা হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। তাহাতে বলা হইয়াছে, ''জীর্ণোদ্ধারমচীকরৎ তত ইত স্তৎপুস্তকৈর্লেখিতৈঃ''—দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থখানি লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় মদন নামক একজন রাজা বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থখানির জীর্ণোদ্ধার করাইয়াছেন। এই কারণে গ্রন্থটী বহু স্থলে খণ্ডিত রহিয়াছে। এমনকি প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লুকভট্ট স্থলে স্থলে ভাষ্যের যে কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও বর্ত্তমান গ্রন্থখানিতে অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না। বহু স্থলের ভাষ্যও অত্যন্ত অসংলগ্ন। এমনও বহু স্থল আছে যেখানে বক্তব্য বিষয়টী মোটেই দুরূহ নহে, তথাপি ভাষ্যের পংক্তি হইতে কোন সঙ্গত অর্থ বাহির করা যায় না।

গুরুর অভয়বাণী লইয়া আমি এই কঠিন কার্য্যে—গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। এ বিষয়ে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে মুদ্রিত ডাঃ গঙ্গানাথ ঝা মহোদয় কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও প্রকাশিত পুস্তকখানি আমার প্রধান অবলম্বন। সঙ্গত অর্থের অনুরোধে তাহারও বহু স্থলে বহু পাঠ পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। সেগুলি প্রায়ই যথাস্থানে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছি। মদীয় গুরু পরম-পূজ্যশ্রীচরণ শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থদেবের উপদেশ অনুসারেই সেরূপ করিয়াছি। অনেক জটিল স্থলের সঙ্গত অর্থও তাঁহারই নিকট মীমাংসা করিয়া লইয়াছি। এরূপ একখানি গ্রন্থের অনুবাদকার্য্যে স্খলন ঘটা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক। এই অনুবাদমধ্যে যদি কোন গুণপণা পরিলক্ষিত হয় তাহা হইলে তাহা সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশমান আমার গুরুরই। ইহার মধ্যে যেসকল দোষ দৃষ্ট হইবে সেগুলি আমারই মতিমান্দ্যসম্ভূত। সহৃদয় সুধী পাঠকবর্গের নিকট আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহারা ইহার মধ্যে যে ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিতে পাইবেন কৃপাপূর্ব্বক সেগুলি আমায় জানাইলে আমি সংশোধন করিতে যত্নপর হইব। আমার সাঞ্জলিবন্ধ প্রার্থনা—''আগমপ্রবণশ্চাহং নাপবাদ্যঃ স্খলন্নপি''। ইতি কৃষ্ণার্পণমস্তু।

প্রশ্রয়াবনত,

শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়,
দক্ষিণ নবদ্বীপ (আন্দুলমৌড়ি)

রাসপূর্ণিমা,

১৩৫৩ সাল

ওঁ নমঃ শিবায়

মেধাতিথিভাষ্যের বিষয়সূচী

প্রথম অধ্যায়

পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

মনুসংহিতার
মেধাতিথিভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

প্রথম অধ্যায়

ওঁ নমঃ শিবায়

শ্রীমদ্‌যোগেন্দ্রদেবাঙ্ঘ্রিদ্বয়মদ্বয়মব্যয়ম্।
মৎস্বান্তধ্বান্তপাথোধিতরণির্জয়তাদ্ ভুবি॥

পরব্রহ্মকে নমস্কার। তিনি অবিদ্যা এবং তৎকার্য্যকৃত সকল প্রকার দোষ সংস্পর্শ বিবর্জ্জিত; তিনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়ের কারণ; তাঁহার তত্ত্ব (স্বরূপ) একমাত্র বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষৎ হইতেই বিদিত হওয়া যায়।

এই মনুসংহিতারূপ শাস্ত্র যাহাতে জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করে সেজন্য চারিটী শ্লোকে প্রথমে বলা হইতেছে যে, এই শাস্ত্রের রচয়িতা একজন বিশিষ্ট পুরুষ এবং ইহাতে পুরুষার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে; সেই যে পুরুষার্থ তাহা শাস্ত্র ছাড়া অন্য কোন প্রমাণের সাহায্যে অবগত হওয়া যায় না। (এই শাস্ত্র প্রতিষ্ঠালাভ করুক এরূপ আশা করিবার কারণ এই যে) স্বরচিত শাস্ত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিলে সেই সকল শাস্ত্রের যাঁহারা রচয়িতা তাঁহারা স্বর্গ এবং যশ লাভ করেন এবং তাঁহাদের সেই লব্ধ স্বর্গ এবং যশ যতদিন জগতের স্থিতি ততদিন অনপায়ী (অবিনশ্বর) হয়। (তাঁহাদের রচিত) শাস্ত্রও আবার তবেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে যদি কতক কতক লোক সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন, সেই শাস্ত্র শ্রবণ এবং তাহা চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হয়। আবার যাহারা বিচার-বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহারা সেই সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন, শ্রবণ এবং চিন্তনাদিতে (আলোচনা করা প্রভৃতিতে) ততক্ষণ প্রবৃত্ত হয় না যতক্ষণ না তাহারা উহার প্রয়োজন সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করে। (অর্থাৎ এই শাস্ত্র কিংবা এই পুস্তক পড়িলে আমার এই উদ্দেশ্য সফল হইবে, এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, ইহা যতক্ষণ না বুঝে ততক্ষণ কোন বিবেচক লোক সেই শাস্ত্র অথবা সেই বই পড়িতে প্রবৃত্ত হয় না—পড়িতে চায় না।) এই কারণে, পুরুষার্থসিদ্ধির উপায় জানিবার জন্যই যে এই শাস্ত্র বলা হইতেছে ইহা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত আচার্য্য (গ্রন্থকার) প্রথম চারিটী শ্লোক বলিয়াছেন। (অর্থাৎ, পুরুষার্থ হইতেছে চারি প্রকার—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ:—ইহাই পুরুষের কাম্য বলিয়া এইগুলিকে পুরুষার্থ বলা হয়। কি উপায়ে উহা সিদ্ধ হয় লাভ করা যায়, তাহা এই শাস্ত্রে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাজেই ইহা সকলের পাঠ করা উচিত। এই কথাটীই গ্রন্থের প্রথম চারিটী শ্লোকে বলা হইয়াছে। কারণ, ইহা জানিলে লোকে এই শাস্ত্র পড়িতে এবং আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবে।)

কেহ হয়তো বলিতে পারেন যে, এই শাস্ত্র রচনার প্রয়োজন কি তাহা গোড়াতে বলা না হইলেও বক্ষ্যমাণ শাস্ত্রটীর পৌর্ব্বাপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া—আগাগোড়া আলোচনা করিয়াই যখন ইহা নিরূপণ করা যায় (যে এই শাস্ত্রটী এই প্রয়োজনে রচিত হইয়াছে) তখন গোড়াতেই তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য কষ্ট করিবার দরকার কি? অধিক কি, শাস্ত্ররচনার প্রয়োজন যে কি তাহা প্রথমে বলা হইলেও যতক্ষণ না পরবর্ত্তী অংশ পর্য্যালোচনা করা হয় ততক্ষণ পাঠক সে সম্বন্ধে নিশ্চিত, নিঃসন্দেহ হইতে পারে না। কারণ, মানুষের কথা মাত্রেই যে তাহার বক্তব্য বিষয়ে নিঃসন্দেহ জ্ঞান জন্মাইয়া দেয় তাহা নহে (অর্থাৎ সকল লোকের কথাই নির্ভরযোগ্য নহে)। আর এমন কোন নিয়মও নাই যে, সব জায়গাতেই প্রথমে প্রয়োজনটী ভাল করিয়া জানা হয়, তাহার পর সেই বিষয়ে লোকে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, যেহেতু এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বাধ্যায় (বেদ) অধ্যয়নে যে (ত্রৈবর্ণিক—বর্ণত্রয়ের উপনীত বালক) প্রবৃত্ত হয় তাহা প্রয়োজন-পরিজ্ঞান-নিবন্ধন নহে—প্রথমতঃ প্রয়োজন অবগত হইয়াই যে উপনীত বালকটী স্বাধ্যায় গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় তাহা নহে। (ইহা তো গেল অপৌরুষেয় বেদ অধ্যয়নে প্রয়োজন না জানার কথা।) এমনকি, মনুষ্যরচিত সকল গ্রন্থেও যে (গোড়াতে) প্রয়োজন উল্লেখ করা আদৃত হয় তাহাও নহে। যেহেতু মহাভাষ্যকার যেমন "অথ শব্দানুশাসনম্" এই বলিয়া প্রথমেই প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন ভগবান্ পাণিনি কিন্তু সেভাবে কোন প্রয়োজন উল্লেখ না করিয়াই ব্যাকরণের সূত্রনিচয়

রচনা করিয়াছেন। (অতএব এইসমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোন শাস্ত্র আরম্ভ করিতে গেলে গোড়াতেই যে তাহার প্রয়োজন বলিয়া দিতে হইবে, ইহা কোন কাজের কথা নহে।)

যাঁহারা এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন তাঁহাদের ঐপ্রকার আপত্তির উত্তরে বলা যায়,—গ্রন্থের আরম্ভে যদি তাহা পাঠ করিবার প্রয়োজন ঠিকমত জানা না যায় তাহা হইলে প্রথমতঃ লোকেরা সেই গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য গ্রহণই করিবে না। আর গ্রন্থই যদি গৃহীত না হয় তাহা হইলে তাহা সমগ্রভাবে পর্য্যালোচনা করা কিরূপে সম্ভব? (কাজেই প্রথমতঃ গ্রন্থের প্রয়োজন নির্দ্দেশ করা উচিত।) আরও কথা,—গ্রন্থের অগ্রপশ্চাৎ পর্য্যালোচনা করিয়া যে অর্থ (প্রয়োজন) নিরূপিত হয় তাহা যদি গোড়াতেই সংক্ষেপে বলিয়া দেওয়া থাকে তবে তাহা গ্রহণ করাও (বুঝিয়া লওয়াও) সহজ হয়। এইজন্য (মহাভারতে) কথিত হইয়াছে "বক্তব্য বিষয়টীকে 'সমাসতঃ' (সংক্ষেপে) বলিয়া পুনরায় তাহা 'ব্যাসতঃ' (বিস্তৃতভাবে) বলা, ইহাই হইতেছে পণ্ডিতগণের প্রিয় রীতি"। আর যে বলা হইয়াছে, গ্রন্থের প্রথমেই তাহার প্রয়োজন বলা থাকিলেও সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না, কারণ, মানুষের কথা শুনিয়া তৎকথিত কোন বস্তু সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না,—। (এইজন্য মীমাংসা দর্শনের ভাষ্যে শবরস্বামী বলিয়াছেন) কোন আপ্ত অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য লোকের কথা শুনিয়া কেহ কোন কাজে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে অপরে যখন সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করে তখন সে ব্যক্তি তাহার উত্তরে সেই আপ্ত পুরুষের উল্লেখ করিয়া বলে যে, "ইনি এ সম্বন্ধে এইরূপ জানেন", কিন্তু সে ব্যক্তি এ কথা বলে না যে, "এ বস্তুটী এইরূপ", ইহা আমি জানিয়াছি। সুতরাং আপ্ত পুরুষের কথা শুনিয়াও "এ ব্যক্তি এইরূপ অবগত আছেন", এইরূপ জ্ঞানই উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাঁহার কথা হইতে "বস্তুটী এইরূপ" এ প্রকার জ্ঞান জন্মে না। (কাজেই গ্রন্থকার যদি গোড়াতেই তাঁহার গ্রন্থের প্রয়োজন বলিয়া দেন তাহা হইলেও সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।),—এইপ্রকার আপত্তির উত্তরে বক্তব্য, আপ্ত লোকের কথা শুনিয়া নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয়, কি হয় না, সে সম্বন্ধে (এখানে) বিবাদ (বিচার) করিব না; কারণ তাহাতে গ্রন্থগৌরব (গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধি) হইবে। মানুষের কথা শুনিয়া তাহার বক্তব্য বিষয়টী সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান না হইয়া সন্দেহাত্মক জ্ঞান জন্মিলেও যদি চ সেই বিষয়টীতে লোক প্রবৃত্ত হয় তথাপি প্রয়োজন উল্লিখিত না হইলে নিশ্চিত বিষয়েও সংশয় উৎপন্ন হইয়া থাকে।* যেহেতু প্রয়োজন বলা না হইলে, ইহা কি ধর্ম্মশাস্ত্র, না অর্থশাস্ত্র,—অথবা ইহা ঢ-পরীক্ষাস্বরূপ (কাকের কতগুলি দাঁত আছে তাহা নিরূপণ করিবার জন্য সে সম্বন্ধে চনা)—এই প্রকার সংশয়ও হইতে পারে। কিন্তু যদি গোড়াতে প্রয়োজন বলিয়া দেওয়া থাকে তাহা হইলে পাঠকের মনে এইরূপ ধারণা হইবে যে, "ইনি (গ্রন্থকার) তো বলিতেছেন, তোমাদের শ্রেয়োলাভের পথ দেখাইয়া দিব, বলিয়া দিব। আমি যদি ইহা পাঠ করিতে থাকি তবে তাহাতে আমার কোন ক্ষতি তো নাই। হউক, পর্য্যালোচনা করিই না কেন!"—এইভাবে গ্রন্থপাঠে লোকের প্রবৃত্তি জন্মিবে। (আর যে বলা হইয়াছে, স্বাধ্যায়াধ্যয়নে প্রবৃত্তি অর্থাৎ উপনীত বালক বেদাধ্যয়নে যে প্রবৃত্ত হয় তাহা প্রয়োজনজ্ঞানপূর্ব্বক নহে অর্থাৎ প্রয়োজন না জানিয়াই সে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, এরূপ আপত্তিও কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ,) স্বাধ্যায় (বেদ) অধ্যয়নে উপনীত বালক যে প্রবৃত্ত হয় তাহা, আচার্য্য—যিনি উপনয়ন-সংস্কার সম্পাদন করেন তাঁহার প্রেরণাতেই, তাঁহার আদেশেই সে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার (সেই উপনীত বালকের) স্বাধিকার প্রতিপত্তি—"আমার এখন এই কর্ম্ম করিবার অধিকার, ইহা আমার কর্ত্তব্য, অতএব ইহা সম্পাদন করি"—এই প্রকার জ্ঞান যে তাহাকে সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়—ঐ প্রকার জ্ঞানবশতই যে সে উহাতে প্রবৃত্ত হয়, এরূপ নহে। কারণ, তখন সে (অষ্টম বর্ষীয়) বালক; কাজেই নিজের অধিকার বিবেচনা করিবার উৎসাহ তখন তাহার হইতে পারে না। সুতরাং অপরের, অর্থাৎ আচার্য্যের প্রযুক্তি অর্থাৎ নিয়োগ বা আদেশ অনুসারেই সেস্থলে তাহার প্রবৃত্তি (বেদপাঠে প্রযত্ন) জন্মিয়া থাকে। তাহার কাছে তাহার স্বাধিকার** প্রতিপাদন করিয়া—"এইবার তোমার এই কার্য্য করিবার অধিকার,

*এস্থলে ভাষ্যটির পাঠ এইরূপ—"অর্থসংশয়েঽপি প্রবৃত্তিসিদ্ধৌ নিয়তবিষয়সংশয়োৎপত্তির্নান্তরেণ প্রয়োজনম্"। এরূপ পাঠ গ্রহণ করিলে সঙ্গত অর্থ হয় না। "নান্তরেণ" এস্থলে "ন"কার বাদ দিয়া অর্থ করা হইয়াছে। তাহাতেও অর্থটী বেশ সংলগ্ন হয় না। ভাষ্যমধ্যে কোন অংশ পড়িয়া যাওয়া সম্ভব।

**"স্বাধিকারপ্রতিপাদনেনাপি"—এইরূপ পাঠ ধরিয়া অর্থ করা হইল। মুদ্রিত পুস্তকে "নাধিকার-প্রতিপাদনেনাপি" এই প্রকার পাঠ দৃষ্ট হয়। ইহাতে অর্থ সঙ্গত হয় না।

অতএব ইহা তোমার করা উচিত,—তুমি এখন থেকে এই কাজ করিতে থাক" এইভাবে তাহাকে তাহার অধিকার (কর্ত্তব্য) বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে আবেদনও করা হয়। এইরূপে সেই কর্ম্মে সে প্রবৃত্ত হইলে পরে (কিছুদিন কাটিয়া গেলে—পড়িতে পড়িতে বয়স বাড়িলে) তাহার নিকট উহার প্রয়োজন বিদিত হইয়া যায় এবং তখন সেই গৃহীত (অধীত) বেদের অর্থজ্ঞানও তাহার হয়। সুতরাং এইভাবে তথায় প্রবৃত্তি (কার্য্য করিবার প্রযত্ন) সাধিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে এই মনুসংহিতা পাঠ সম্বন্ধে ওকথা বলা চলে না। কারণ, "যে দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করে" ইত্যাদি বচনে (এই মনুসংহিতাতেই) বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার নিন্দা থাকায় বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তির বেদগ্রহণ করা হইয়াছে তাহারই এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার অধিকার। সুতরাং বেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে তখন (বয়স বাড়িয়া যাওয়ায়) সে 'অভ্যুৎপন্নবুদ্ধি'—তখন তাহার বুদ্ধিও বেশ বাড়িয়া গিয়াছে; কাজেই তখন সে এই গ্রন্থ পড়িতে গেলে নিশ্চয়ই প্রথমে ইহার প্রয়োজন জানিয়া লইতে ইচ্ছা করিবে। (কাজেই গোড়াতেই এই গ্রন্থের প্রয়োজন বলিয়া দেওয়া উচিত।) আর, ভগবান (অতি পূজনীয়) পাণিনি যে তাঁহার ব্যাকরণের প্রথমে কোন প্রয়োজন উল্লেখ করেন নাই তাহার কারণ এই যে, তাঁহার সূত্রগুলি অতিশয় সংক্ষিপ্ত। কাজেই সেখানে অন্য কোন (অবান্তর) বিষয় বলা হইবে, এরূপ শঙ্কাই হইতে পারে না। (যেহেতু প্রতিপাদ্য মূল বিষয়টীই যিনি সর্ব্বাধিক সংক্ষিপ্ত অক্ষরে নিবন্ধ করিয়াছেন তিনি যে সেখানে অন্য কোন বাজে কথা বলিতে থাকিবেন, ইহা হইতেই পারে না)। অধিক কি ভগবান পাণিনির যশ, সুখ্যাতি বালকদের মধ্যে পর্য্যন্তও বিশেষ প্রসিদ্ধ; কাজেই তাঁহার রচিত গ্রন্থের প্রয়োজনও সুপ্রসিদ্ধ। এজন্যও তাঁহার গ্রন্থের প্রয়োজন তাঁহার স্বয়ং বলিয়া দেওয়া দরকার হয় নাই। পক্ষান্তরে, এই যে মনুসংহিতাগ্রন্থ, ইহা অতি বিস্তৃত; ইহাতে বহু অর্থবাদ (বক্তব্য বিষয়ের প্রশংসা এবং নিন্দা উভয়ই) রহিয়াছে; এবং ইহা সকল প্রকার (চতুর্ব্বিধ) পুরুষার্থেরও উপযোগী। কাজেই, ইহার প্রয়োজন যাহাতে অনায়াসে বুঝিয়া লওয়া যায় সেজন্য (গোড়াতেই) তাহা বলা থাকিলে কোনও ত্রুটি বা ক্ষতি হয় না।

শাস্ত্রবোদ্ধা লোকসকল দুই জাতীয়; একদল 'ন্যায়প্রতিসরণ' অর্থাৎ যুক্তি অনুধাবন করিয়া প্রবৃত্ত হন; আর একদল 'প্রসিদ্ধিপ্রতিসরণ' অর্থাৎ গ্রন্থরচয়িতার প্রসিদ্ধি অনুসরণ করিয়া, তাহা দেখিয়া তাঁহার গ্রন্থ আলোচনা করিয়া থাকেন। (তন্মধ্যে প্রথম দলের যাঁরা তাঁদের জন্য বেদে বলা হইয়াছে)—"মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা ভেষজ অর্থাৎ ঔষধস্বরূপ অর্থাৎ লোকের হিতকর"; স্মৃতিমধ্যেও কথিত হইয়াছে—"ঋক্, যজুঃ, সাম, মন্ত্র এবং অথর্ব বেদোক্ত বিষয় সকল এবং সপ্তর্ষিগণও যাহা বলিয়া গিয়াছেন তৎসমুদয়ই মনু বলিয়াছেন"। ইত্যাদি প্রকারে ইতিহাস এবং পুরাণাদিতে মনুর প্রভাব বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। আর প্রসিদ্ধিপ্রতিসরণ শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ) ব্যক্তিগণ এইটুকু মাত্র জানিয়াই এই গ্রন্থ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন যে, এই শাস্ত্র প্রজাপতি কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে; ইহার মূল যে বেদবচননিচয় সেগুলি কোথায় পড়িয়া আছে তাহা তাঁহার নিকট নিরূপিত অর্থাৎ বিদিত; আর, লোকমধ্যে তাঁর প্রসিদ্ধিও সুস্থিত। এইভাবে রচয়িতার প্রসিদ্ধি অনুসারে যাঁরা গ্রন্থ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন তাঁদের কাছে বিশেষ কর্ত্তার সহিত গ্রন্থের যে সম্বন্ধ তাহার জ্ঞানও সেস্থলে কারণ। অর্থাৎ তাদৃশ স্থলে গ্রন্থখানি বিশিষ্ট একজন ব্যক্তির রচনা এইরূপ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই কারণেই এখানে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রয়োজন উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এখানে মহর্ষিগণ প্রশ্নকর্ত্তা, আর প্রজাপতি হইতেছেন বক্তা; প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে ধর্ম্ম, যাহার স্বরূপ কোন লৌকিক প্রমাণের সাহায্যে (অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা) অবগত হওয়া যায় না। ইহা একমাত্র শাস্ত্র হইতেই জানিতে হয় বলিয়া কেবল শাস্ত্রেরই বিষয়; সুতরাং ইহা এমনই একটী বস্তু যাহার স্বরূপ সম্বন্ধে মহর্ষিগণও সংশয়াকুল। এই গ্রন্থমধ্যেই এইভাবে নির্দ্দেশও রহিয়াছে, যথা—"স তৈঃ পৃষ্টঃ" অর্থাৎ তিনি তাঁহাদিগ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া; কিন্তু "অহং পৃষ্টঃ" অর্থাৎ আমি (মনু) জিজ্ঞাসিত হইয়া (এই শাস্ত্র বলিতেছি) এরূপ বলা হয় নাই। আর তিনি নিজে অকৃত্রিম ব্রহ্মপ্রতিম—স্বয়ম্ভু ভগবান। (ইত্যাদি প্রকারে প্রতিপাদ্য বিষয়ের গুরুত্ব বোধিত হইয়াছে।) কাজেই তাহা বিবৃত করিবার নিমিত্ত এই শাস্ত্র বলিতে আরম্ভ করা সমীচীন—ইহাই প্রথম চারিটী শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ। এই শ্লোকচতুষ্টয় দ্বারা কিরূপে এই শাস্ত্রটীর পুরুষার্থপরতা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ পুরুষার্থবিষয়ক উপদেশ প্রদানই যে এই শাস্ত্রটীর তাৎপর্য্য তাহা কিরূপে প্রথম চারিটী শ্লোকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা ঐ শ্লোকগুলির প্রত্যেক পদের অর্থ যোজনা করিবার সময় প্রতিপাদন করিব।

এস্থলে, মনুর নিকট উন্মুখ হইয়া গিয়া মহর্ষিগণ এই কথা বলিলেন যে, আমাদের আপনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিন, আর তিনিও জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর দিলেন, বেশ, আপনারা শুনুন (এইভাবে চারিটী শ্লোকের একবাক্যতা বুঝিতে হইবে)। যেহেতু এইভাবেই প্রশ্ন এবং উত্তরে তাৎপর্য্যতঃ একই বিষয় প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। অতএব এস্থলে ইহাই বলা হইল যে, ধর্ম্মতত্ত্ব এখানে বিবৃত করা হইতেছে। আর 'ধর্ম্ম' শব্দটী শ্রেয়ঃসাধনরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ ধর্ম্ম শব্দের অর্থ শ্রেয়ঃসাধন—যাহা শ্রেয়ের সাধন বা উপায়—যাহা দ্বারা শ্রেয়ঃ সাধিত হয়, তাহাকে ধর্ম্ম বলে। এই যে শ্রেয়ঃসাধনতা ইহা কিন্তু 'শব্দ' ছাড়া অর্থাৎ শব্দপ্রমাণরূপ বেদ ছাড়া প্রত্যক্ষ অনুমানাদি লৌকিক প্রমাণের দ্বারা বোধিত হয় না, হইতে পারে না। অতএব সেই ধর্ম্মের তত্ত্ব আপনারা শ্রবণ করুন, এইভাবে শ্লোকগুলির সম্বন্ধ যোজনা করা হইলে এই শাস্ত্রটী যে বিশিষ্টপুরুষার্থপ্রতিপাদক তাহাও বলা হইল।

মনু—(মনু একাগ্রচিত্তে বসিয়া আছেন। মহর্ষিগণ তাঁহার সমীপে অভিগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া এই কথা বলিলেন)। ১

(ভাষ্য)—"মনুম্ অভিগম্য"=মনুর নিকট অভিগমন করিয়া। 'মনু' হইতেছেন স্মৃতিপরম্পরাপ্রসিদ্ধ একজন বিশিষ্ট পুরুষ; বেদের অনেক শাখা তাঁহার অধ্যয়ন করা আছে, তাহার অর্থও তাঁহার বিশেষভাবে জানা আছে এবং সেই সেই বেদবিহিত কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠানও তিনি করিয়াছেন। সেই মনুর নিকট "অভিগম্য"=আভিমুখ্য অর্থাৎ উন্মুখতাসহকারে (আগ্রহের সহিত) গিয়া—।তাঁহারা যে যদৃচ্ছাক্রমে আকস্মিকভাবে প্রসংগক্রমে গিয়া পড়িয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু অন্য কাজ ছাড়িয়া কেবল একটী উদ্দেশ্য লইয়াই গিয়াছিলেন (ইহা বুঝাইবার জন্যই "গত্বা" না বলিয়া "অভিগম্য" বলা হইয়াছে)। এস্থলে, এই অভিগমন প্রযত্নের দ্বারা জিজ্ঞাস্য বস্তুটীর গুরুত্ব এবং যিনি তাহা ব্যাখ্যা করিবেন সেই বক্তারও প্রামাণ্য জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কারণ, যিনি উত্তরদানে নিপুণ নহেন, জিজ্ঞাস্য বিষয়টী ভালভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতে যিনি পারেন না তাঁহার কাছে যত্নসহকারে গিয়া কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করে না।

(মনু কি রকম অবস্থায় ছিলেন তাহাই বলিতেছেন,—) "একাগ্রম্ আসীনম্"=তিনি একাগ্র হইয়া বসিয়াছিলেন। এখানে "আসীন" পদের দ্বারা ব্রতিগণের যে আসনবিশেষ যাহাকে 'বৃসী' বলা হয় সেরূপ কিছু বুঝাইতেছে না, কারণ তাহার কোন উপযোগিতা নাই এখানে। "উপবেশন করিয়াছিলেন" এইরূপ বলায় তাঁহার স্বস্থবৃত্তিতা—তিনি যে অব্যাকুলচিত্ত অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ ছিলেন তাহা বোধিত হইতেছে। যেহেতু তাদৃশ ব্যক্তিই প্রতিবচনে—জিজ্ঞাস্য বস্তুর উত্তরদানে সমর্থ হন। এখানে, 'কেবল' মনুই অর্থাৎ বিশেষণ শূন্য মনুই "অভিগম্য" এই ক্রিয়ার কর্ম্ম। আর 'একাগ্র' এবং 'আসীন' এই বিশেষণ দুইটী প্রশ্নক্রিয়ার কর্ম্ম। (অর্থাৎ মনুর নিকট অভিগমন করিয়া একাগ্রচিত্ত উপবিষ্ট সেই মনুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।) তিনি (মনু) যখন তাঁহাদিগকে কুশল প্রশ্ন করিয়া অনুরূপ কথার অবতারণা করিয়াছেন ইত্যাদি প্রকারে তাঁহাকে "একাগ্র"=অবিক্ষিপ্তমনস্ক জানিয়া (তাঁহার মন বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ নানা বিষয়ে ব্যাপৃত নহে বুঝিয়া), সুতরাং তাঁহাদের প্রশ্ন শুনিতে তিনি অবহিত জানিয়া তাঁহারা এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। 'একাগ্র' বলিতে রূঢ়ি (প্রসিদ্ধি বা ভূরিপ্রয়োগ) অনুসারে নিশ্চলতা বুঝায়। প্রত্যাহারপ্রভাবে* অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলের বহির্বিষয়বিমুখতা বশতঃ বিষয়ানুরাগ প্রভৃতি দোষসম্বন্ধ পরিত্যক্ত হইলে বস্তুবিষয়ক সংশয়াত্মক জ্ঞানরূপ বিকল্প না থাকায় তত্ত্বজ্ঞান-চিন্তায় মনের যে স্থিরতা তাহাই একাগ্রতা। সেই রকম একাগ্রতাযুক্ত ব্যক্তিই ইন্দ্রিয়সন্নিহিত শব্দ প্রভৃতি বিষয়ের স্বরূপ অবধারণ করিতে সমর্থ হন; কিন্তু সদসদ্ বিকল্পযুক্ত ব্যক্তি—বস্তুটী আছে কি নাই, এই প্রকার সংশয়যুক্ত লোক কোন বস্তুর স্বরূপ অবধারণ করিবার উপযুক্ত নহে।

*প্রত্যাহার—যোগের যে আট প্রকার অঙ্গ আছে প্রত্যাহার তন্মধ্যে একটী। "স্ববিষয়াঽসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইব ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ" (পাতঞ্জল দর্শন—২।৫৪) অর্থাৎ বহির্বিষয়ের দিকে সতত ধাবিত হওয়াই ইন্দ্রিয়সকলের স্বভাব, আর তত্ত্বাভিমুখতা চিত্তের স্বভাব। দৃঢ়তর বৈরাগ্যবশতঃ যোগী পুরুষ যোগ-প্রভাবে ইন্দ্রিয়সকলের ঐ প্রকার বহির্বিষয়তা নিরুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে তত্ত্বাভিমুখ করিয়া দেন। ইহারই নাম 'প্রত্যাহার'। তত্ত্ব অর্থাৎ সত্য বা যথার্থ বস্তুকে অবলম্বন করিয়া থাকাই চিত্তের স্বভাব।

অথবা 'একাগ্র' শব্দের অর্থ 'একমনাঃ'। অগ্র শব্দের যৌগিক অর্থ মন ; কারণ মনই বিষয়গ্রহণ-কর্ম্মে চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অগ্রগামী। যেহেতু লোকব্যবহারেও দেখা যায়, যে ব্যক্তি কোনও কর্ম্মে সকলের আগে প্রবৃত্ত হইয়া আগাইয়া যায় তাহাকে অগ্র বলা হয়। 'একাগ্র'—ইহার ব্যাসবাক্য এইরূপ—একটী ধ্যেয় (চিন্তনীয়) কিংবা গ্রাহ্য (গ্রহণীয়) বিষয়ে 'অগ্র' যাঁহার, তিনি একাগ্র। এস্থলে ব্যধিকরণপদেরও (ভিন্ন বিভক্তিযুক্ত পদেরও) বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে; কারণ তাহাও অর্থের গমক অর্থাৎ বোধক হইতেছে। এরূপ অর্থ গ্রহণ করা হইলেও একাগ্রতা বলিতে ব্যাক্ষেপনিবৃত্তি অর্থাৎ মনের চাঞ্চল্যরাহিত্যই বোধিত হইতেছে।

"প্রতিপূজ্য যথান্যায়ম্"=যথান্যায়ে পূজা করিয়া। 'ন্যায়' অর্থ শাস্ত্রবিহিত মর্য্যাদা ; অর্থাৎ শাস্ত্রোপদিষ্ট নিয়ম বা পদ্ধতি। সেই ন্যায়কে অতিক্রম (লঙ্ঘন) না করিয়া=যথান্যায়। গুরুর নিকট প্রথম অগ্রসর হইবার সময় যেরূপ অভিবাদন, উপাসন প্রভৃতি পূজা (সম্মান প্রদর্শন) শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে সেইভাবে পূজা করিয়া অর্থাৎ ভক্তি এবং আদর দেখাইয়া।

"মহর্ষয়ঃ"=মহর্ষিগণ। ঋষি অর্থ বেদ; সেই বেদ অধ্যয়ন, তাহার অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান এবং তৎপ্রতিপাদিত কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান এইসমস্তের অতিশয় যোগ-সম্পর্ক থাকায় ঋষি শব্দ পুরুষকেও বুঝায়। যাঁহারা মহান্ অথচ ঋষি তাঁহারা মহর্ষি। সুতরাং ঋষিগণই মহর্ষি হইবেন যখন ঐ সমস্ত গুণগুলির অত্যন্ত আতিশয্য (আধিক্য) তাঁহাদের মধ্যে থাকিবে। যেমন বলা হয়—"যুধিষ্ঠির কুরুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম"। অথবা বিশেষ তপস্যা থাকিলে কিংবা পূজা ও খ্যাতি থাকিলে ঐ ঋষিগণই মহান্ হন—মহর্ষি হইয়া থাকেন।

"ইদং বচনম্ অব্রুবন্"=এই 'বচন' বলিয়াছিলেন। যাহা দ্বারা বলা হয় তাহাই বচন ; সুতরাং বচন বলিতে দ্বিতীয় শ্লোকের প্রশ্নবাক্য। তাহাই প্রত্যাসন্ন (অতিশয় সন্নিহিত) বলিয়া "ইদং" শব্দের দ্বারা তাহাই উল্লিখিত হইতেছে (যেহেতু সর্ব্বনাম পদ সন্নিহিতকে বুঝায়)। যাঁহাদের মতে 'ইদং' শব্দ প্রত্যক্ষবস্তুকেই নির্দ্দেশ করে তাঁহাদের মতানুসারেও বলা যায় যে, এস্থলে পরবর্ত্তী প্রশ্নবাক্যটী বুদ্ধিস্থ রহিয়াছে: কাজেই তাহার প্রত্যক্ষতাও থাকিতেছে। (সুতরাং পরে উল্লিখিত বচনকে লক্ষ্য করিয়া "ইদং বচনং" বলিলে দোষ হয় না।) অথবা, 'যাহা বলা হয় তাহা বচন' এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'বচন' বলিতে পৃচ্ছ্যমান বস্তু—যাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইতেছে সেই বস্তু বুঝায়। সুতরাং 'বচন' অর্থে যদি 'বাক্য' ধরা যায় তাহা হইলে "ইদং বচনম্ অব্রুবন্" ইহার অর্থ হইবে "বক্ষ্যমাণ বাক্য উচ্চারণ করিলেন"। আর 'বচন'কে যদি কর্ম্মবাচ্যে ল্যুট্ (অনট্) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে ধরা যায় তবে উহার অর্থ হইবে, "এই বিষয়টী জিজ্ঞাসা করিলেন"। তখন 'ব্রূ' ধাতু দ্বিকর্ম্মক; এবং 'মনু' এই পদটী হইবে উহার 'অকথিত' কর্ম্ম—(গৌণ কর্ম্ম)। আর সে পক্ষে 'মনু' এই পদটী "অভিগম্য", "প্রতিপূজ্য" এবং "অব্রুবন্" এই তিনটী ক্রিয়ারই কর্ম্ম। ১

মনু—(ভগবন্! আপনি চারিবর্ণের এবং সঙ্কীর্ণজাতিগণের ধর্ম্মাধর্ম্মের তত্ত্ব এবং অনুষ্ঠানক্রম অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের নিকট বর্ণনা করুন)। ২

(মেঃ)—তাঁহারা মনুর নিকট অভিগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিয়া কি বলিয়াছিলেন—এই প্রকার জিজ্ঞাসা হইলে তাহার উত্তরে দ্বিতীয় শ্লোকটী বলা হইতেছে "ভগবন্" ইত্যাদি। 'ভগ' শব্দটী ঐশ্বর্য্য (ঈশ্বরত্ব বা প্রভুত্ব), ঔদার্য্য (উদারতা), যশ, বীর্য্য প্রভৃতি অর্থ বুঝায়। সেই 'ভগ' যাঁহার আছে এই অর্থে 'মতুপ্' প্রত্যয় করিয়া 'ভগবান্' এই পদটী হইয়াছে। উহারই সম্বোধনে হয় 'ভগবন্'। "সর্ব্ববর্ণানাং"=সকল বর্ণের। 'বর্ণ' শব্দটী ব্রাহ্মণাদি তিনটী জাতিকে বুঝায়। (সুতরাং চতুর্থ বর্ণ শূদ্র পাছে বাদ পড়িয়া যায় এইজন্য) শূদ্রকেও বুঝাইবার নিমিত্ত এখানে 'সর্ব্ব' শব্দটীর প্রয়োগ করা হইয়াছে। কারণ, তাহা না হইলে এখানে মহর্ষিগণ যখন প্রশ্ন-কর্ত্তা তখন (উপনয়নসংস্কারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই) ত্রৈবর্ণিক বিষয়েই—এই বর্ণত্রয়েরই কর্ত্তব্য ধর্ম্ম বিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়া পড়ে (কারণ মহর্ষিগণ ত্রৈবর্ণিকের অন্তর্গত)। "অন্তরপ্রভবাণাং চ"=যাহারা অন্তরে (মধ্যে) উৎপন্ন তাহাদেরও—। 'অন্তর' অর্থ মাঝখান; (ঐ যে চারিবর্ণ উল্লিখিত হইল উহাদের মধ্যবর্ত্তী)। পূর্ব্বোক্ত বর্ণচতুষ্টয়ের যে-কোন দুইটী বর্ণের সঙ্কর (মিশ্রণ) হইলে একটী জাতিও পরিপূর্ণ হয় না। "অন্তরে" অর্থাৎ উহাদের মাঝখানে "প্রভব" অর্থাৎ উৎপত্তি (জন্ম) যাহাদের তাহারা "অন্তরপ্রভব"। সুতরাং অনুলোমক্রমে উৎপন্ন কিংবা

প্রতিলোমক্রমে উৎপন্ন মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, ক্ষত্তা, বৈদেহক প্রভৃতিরা 'অন্তরপ্রভব'। কারণ, তাহাদিগকে তাহাদের মাতার জাতিই কি, আর পিতার জাতিই কি কোনটীর দ্বারাই উল্লেখ করা উচিত হয় না। যেমন রাসভ এবং অশ্ব ইহাদের মিলনে যে প্রাণীটী উৎপন্ন হয় সেটী গাধাও নয় এবং ঘোড়াও নয়, কিন্তু তাহা অন্যজাতীয়ই হইয়া থাকে। এই কারণে কেবলমাত্র "বর্ণাণাং" বলিলে এইসমস্ত সঙ্করজাতিকে পাওয়া যায় না বলিয়া এখানে আবার "সর্ব্ব" পদটীকে আলাদা করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে—"সর্ব্ববর্ণানাং" বলা হইয়াছে, এবং তাহা দ্বারা সঙ্কর জাতিগুলিকেও গ্রহণ করা হইয়াছে।

যদি বলা হয়, বর্ণসঙ্করমধ্যে যাহারা অনুলোমসঙ্কর তাহাদিগকে তাহাদের মাতার জাতি বলিয়া স্বীকার করা হয় তো? ইহার উত্তরে বলিব, না, তাহা নহে। "তাহাদিগকে সদৃশ জাতিই বলিয়া থাকেন" এই বচন অনুসারে তাহারা তাহাদের মাতার জাতির সদৃশ জাতীয় কিন্তু মাতৃ-জাতীয় নহে। তাহাদের এই যে মাতৃজাতিসদৃশজাতীয়তারূপ ধর্ম্ম তাহাও বস্তুস্বভাব অনুসারে নিরূপিত হয় না, কিন্তু শাস্ত্রবচন হইতেই তাহা সিদ্ধ হয়। অতএব তাহাদের জাতি কি ইহা যখন অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা নিরূপিত হয় না কিন্তু কেবলমাত্র শাস্ত্রবচন অনুসারেই সিদ্ধ হয় তখন তাহারাও যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারী তাহাও শাস্ত্র হইতেই নির্ণীত হইবে ; কাজেই তাহারাও নিশ্চয়ই শাস্ত্রোপদেশের যোগ্য। আর যাহারা প্রতিলোমসঙ্কর তাহাদেরও (বিশেষ ধর্ম্ম না থাকিলেও) যে অহিংসা প্রভৃতি সামান্য ধর্ম্ম (সর্ব্বজাতীয় মানবের সাধারণ ধর্ম্ম) আছে তাহা অগ্রে বলা হইবে। তবে যে প্রতিলোমসঙ্কর মানবগণকে ধর্ম্মহীন বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা ব্রত, উপবাস প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্ম তাহাদের নাই, এই অভিপ্রায়েই বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এস্থলে "সর্ব্ববর্ণানাং" বলায় ইহাও দেখান হইল যে, এই শাস্ত্রটী সকল মানবেরই উপকারী।

"যথাবৎ"=যেমন করা উচিত। এস্থলে "অর্হতি" অর্থে=উচিত বা প্রকার অর্থে "বতি" প্রত্যয় ; সুতরাং "যথাবৎ" ইহার অর্থ যে প্রকারে অনুষ্ঠান করা উচিত। ইহা নিত্যকর্ম্ম, এটী কাম্য কর্ম্ম, এইটী প্রধান কর্ম্ম এবং এটী অঙ্গকর্ম্ম :—(এইরূপ), দ্রব্য, দেশ, কাল, এবং কর্ত্তা প্রভৃতির যে নিয়ম (ব্যবস্থা) তাহাই এস্থলে প্রকার এবং তাহাই এখানে "অর্হতি"র অর্থ। "অনুপূর্ব্বশঃ"=ক্রম অনুসারে। "অনুপূর্ব্ব" অর্থ ক্রম। যে ক্রমে অনুষ্ঠান করা উচিত তাহাও বলুন। এস্থলে ক্রম হইতেছে জাতকর্ম্মের পর চূড়াকরণ, তাহার পর মৌঞ্জীবন্ধন ইত্যাদি প্রকার পারম্পর্য্য। 'যথাবৎ' ইহা দ্বারা অনুষ্ঠেয় কর্ম্মকলাপের সমগ্রতা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ক্রম কোন অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নহে ; এইজন্য তাহা আবার আলাদাভাবে বলা হইল "অনুপূর্ব্বশঃ"।

বিধি এবং নিষেধ—কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য এবং তাদৃশ কর্ম্ম এই প্রকার অর্থেই "ধর্ম্ম" শব্দটীর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এই যে কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য ইহা অদৃষ্টার্থ অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা ইহাদের অর্থ=প্রয়োজন এবং কার্যকারণভাব নিরূপিত হয় না। বিধি এবং নিষেধ —দুইটীই কি ধর্ম্মশব্দের মুখ্য অর্থ, অথবা উহাদের মধ্যে একটী ধর্ম্মশব্দের গৌণ অর্থ, সে বিচার এখানে করা হইতেছে না, কারণ, অন্য গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে সে বিচার করা হইয়াছে, আর তাদৃশ বিচার করার এখানে কোন উপযোগিতাও নাই। মোটের উপর কিন্তু "অষ্টকাঃ কর্ত্তব্যাঃ" =অষ্টকা শ্রাদ্ধ করা উচিত এবং "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ"=কলঞ্জ ভক্ষণ করা উচিত নহে ইত্যাদি বাক্যে অষ্টকার কর্ত্তব্যতারূপ বিধি এবং কলঞ্জ ভক্ষণের অকর্ত্তব্যতারূপ নিষেধ প্রতীত হইয়া থাকে। সেই অষ্টকারূপ কর্ম্মটীই ধর্ম্ম হউক অথবা তাহার যে কর্ত্তব্যতা তাহাই ধর্ম্ম হউক তাহাতে ফলের কোন পার্থক্য নাই। "ধর্ম্মের বিষয় উপদেশ দিন" এইরূপ উক্ত হওয়ায় তাহার যাহা বিপরীত কর্ম্ম তাহাই যে অধর্ম্ম, ইহাও অর্থতঃ সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম উভয়ই যে এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য তাহা বলা হইল। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, অষ্টকার অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম এবং ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি বর্জ্জন করাই ধর্ম্ম। এইরূপ, অষ্টকা প্রভৃতির অনুষ্ঠান না করা অধর্ম্ম এবং ব্রহ্মহত্যা করাই অধর্ম্ম। ইহাই ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের পার্থক্য। "অর্হসি" ='পারেন, (বলিবার) উপযুক্ত অধিকারী'—এই কথা দ্বারা জানান হইল এই যে, আচার্য্যের (মনুর) তাদৃশ উপদেশ দিবার সামর্থ্যরূপ যোগ্যতা আছে ; অতএব তিনি ইহা উপদেশ দিবার অধিকারযুক্ত। সুতরাং এখানে অর্থটী দাঁড়াইতেছে এইরূপ,—যেহেতু আপনি ধর্ম্ম উপদেশ দিতে সমর্থ, অতএব আপনার নিকট প্রার্থনা করা যাইতেছে আপনি এ বিষয়ে অধিকৃত, আপনি

বলুন; যিনি যে বিষয়ে অধিকৃত (তাঁহার করা উচিত বলিয়া শাস্ত্রে নিরূপিত) তাহা তাঁহার করা উচিত; এই সামর্থ্য (শব্দশক্তি) অনুসারে এস্থলে "ব্রূহি"='বলুন' এই প্রার্থনাসূচক পদটী অধ্যাহার করা হয়। ২

মনু—(এই যে অপৌরুষেয় অচিন্ত্য অপ্রমেয় বেদ, 'কার্য্য'ই ইহার প্রতিপাদ্য। হে প্রভো! একমাত্র আপনিই ইহার তত্ত্বার্থ বিদিত আছেন)। ৩

(মেঃ)—ধর্ম্ম শব্দটী যে অদৃষ্টার্থক ক্রিয়াবিশেষকে বুঝায় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেরূপ স্থলে ধর্ম্ম বলিতে যেমন অষ্টকা প্রভৃতি অর্থ বুঝায় সেইরূপ 'চৈত্যবন্দন' প্রভৃতি ক্রিয়াও ধর্ম্ম শব্দের দ্বারা অভিহিত হইতে পারে। সুতরাং ইহাদের মধ্যে কোন্‌গুলি আসল ধর্ম্ম যাহা এখানে বলা হইবে, এই প্রকার সংশয় হইলে সেই বিশেষ ধর্ম্ম যে কি তাহা জানাইয়া দিবার নিমিত্ত এবং তাঁহার যে তাহা বলিবার সামর্থ্য আছে তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য বলিতেছেন "ত্বমেকঃ" ইত্যাদি। "ত্বম্ একঃ"=আপনি একলা, অন্যসহায়নিরপেক্ষ হইয়া—। অর্থাৎ দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সাহায্য না লইয়া,—। "সর্ব্বস্য বিধানস্য কার্য্যতত্ত্বার্থবিৎ"="সমস্ত বিধানের কার্যতত্ত্বার্থবিৎ"—। যাহা দ্বারা কর্ম্মসকল বিহিত হয় তাহাই 'বিধান', এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'বিধান' শব্দের অর্থ শাস্ত্র। তাহা (সেই বিধান) হইতেছে স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ নিত্য (চিরন্তন); তাহা কাহারও রচনা নহে; সেই বিধানের অর্থাৎ তাদৃশ অপৌরুষেয় বেদের—। "সর্ব্বস্য বিধানস্য"=সমগ্র বেদের, —এস্থলে "সর্ব্বস্য" বলায় প্রত্যক্ষ এবং অনুমেয় উভয় প্রকার বেদেরই নির্দ্দেশ করা হইল। "অগ্নিহোত্র করিবে", "অয়ং সহস্রমানবঃ" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রের দ্বারা আহবনীয় অগ্নির পূজা করিবে;- এস্থলে এই প্রত্যক্ষবেদই হোমের বিধান করিতেছে। "এতয়া" এস্থলে যে তৃতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে তাহা দ্বারা ঐ মন্ত্রটীর আহবনীয় অগ্নির পূজায় বিনিয়োগ (অঙ্গত্ব) বোধিত হইতেছে। আর ঐ মন্ত্রটী এখানে প্রত্যক্ষ পঠিত হওয়ায় উহা প্রত্যক্ষ বেদ। এইরূপ, "অষ্টকা-শ্রাদ্ধ করিবে" এই যে স্মৃতিবচন ইহা দ্বারা এতাদৃশ বেদবচন অনুমান করা হয় (কাজেই সেটী অনুমেয় বেদ, যেহেতু তাহা প্রত্যক্ষপঠিত নহে)।* এইরূপ "বর্হির্দেবসদনং দামি"='দেবগণের আসনস্বরূপ কুশ ছেদন করি' এই যে মন্ত্র, এস্থলে লিঙ্গের দ্বারা অর্থাৎ মন্ত্রটীর অর্থপ্রকাশন শক্তি দ্বারা—"অনেন বর্হির্লুনাতি"=ইহা দ্বারা কুশ ছেদন করিবে, এই প্রকার একটী শ্রুতি (বেদ) অনুমান করা হয় (সুতরাং ইহাও অনুমেয় বেদ)। কারণ, এই মন্ত্রটী শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস নামক যজ্ঞের প্রকরণে পঠিত হইয়াছে। আর সেখানে কুশ ছেদন করিবার বিধান আছে। কিন্তু এই মন্ত্রটী দ্বারাই যে কুশ ছেদন করিতে হইবে, এ কথা সেখানে বলা নাই। পক্ষান্তরে ঐ মন্ত্রটী নিজ অর্থপ্রকাশনশক্তি দ্বারা কুশচ্ছেদনরূপ অর্থপ্রকাশ করিতে সমর্থ। আবার উহা দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে পঠিত হওয়ায় দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞের সহিত উহার যে একটা সম্বন্ধ আছে তাহা প্রকরণবলে সাধারণভাবে সিদ্ধ। কিন্তু উহার যে বিশেষ সম্বন্ধ অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাস-যাগের কুশচ্ছেদনরূপ বিশেষ পদার্থের (অনুষ্ঠানের) সহিত সম্বন্ধ তাহা ঐ মন্ত্রটীর অর্থপ্রকাশন-শক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয় বলিয়া ঐ বিশেষ কর্ম্মটীতেই মন্ত্রটী প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ মন্ত্রবাক্যটী হইতে এখানে যে প্রতীতি (অর্থবোধ) জন্মায় তাহা এইরূপ ;—। প্রকরণ অনুসারে জানা যায় যে, এই মন্ত্রটী দ্বারা দর্শপূর্ণমাসযাগ করিতে হইবে। কিভাবে তাহা করিতে হইবে? ঐ মন্ত্রটী দ্বারা যেভাবে যাগ করিতে পারা যায়—যে কাজে উহার শক্তি আছে সেই কাজে উহাকে প্রয়োগ করিয়া যাগ করিতে হইবে। যেহেতু, শক্তি বচনদ্বারা সাক্ষাৎ বিজ্ঞাপিত না হইলেও সকল স্থলেই অর্থবোধে সহকারিণী হইয়া থাকে (কারণ অশক্য অর্থের বোধ হইতে পারে না)। ঐ

*প্রত্যেকটি স্মৃতিবচনের মূলে একটী করিয়া বেদবচন আছে। বেদশাখা উৎসাদনপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, তাহা প্রচ্ছন্ন (অপ্রচলিত) হইয়াছে বলিয়া অথবা শাখাসাঙ্কর্য্য হইয়া পড়ে বলিয়া মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ, যাঁহাদের নিকট সকল বেদশাখাই অধীত ও জ্ঞাত সুতরাং প্রত্যক্ষ ছিল তাঁহারা সেগুলি স্মৃতি আকারে নিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন। কাজেই, একটী স্মৃতিবচন থাকিলেই তাহা দ্বারা তাহার মূলীভূত একটী বেদবচনও আছে, ইহা অনুমান করা হয়। এইজন্য ঐসকল বেদবচনকে 'অনুমেয় বেদ' বলা হয়। আর এ কথা বলা সঙ্গত হইবে না যে, মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ আর্ষজ্ঞানের দ্বারা ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কারণ, ধর্ম্ম প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় নহে। একারণে মনুবচন বলিয়া মনুস্মৃতি প্রমাণ নহে, কিন্তু বেদমূলক বলিয়াই মন্বাদি স্মৃতির প্রামাণ্য।

মন্ত্রটী কোন্ কাজ করিতে পারে—কোন্ কাজে উহার শক্তি? উহা কুশচ্ছেদনরূপ অর্থ প্রকাশ করিতে পারে। কাজেই তখন প্রকরণ অনুসারে এবং মন্ত্রটীর স্বীয় অর্থপ্রকাশনশক্তিবলে—এই প্রকার একটী শব্দ (বাক্য) মনের মধ্যে উপস্থিত হয় যে "এই মন্ত্রটী দ্বারা কুশচ্ছেদন করিবে"। যেহেতু সর্ব্বত্র সবিকল্পক জ্ঞানে প্রথমতঃ শব্দেরই প্রতীতি হইয়া থাকে (তাহার পর অর্থের জ্ঞান জন্মে)।* এই যে বুদ্ধিস্থ শব্দ—মনের মধ্যে ঐ যে বাক্যটী প্রথমতঃ উপস্থিত হয়, উহাকেই এখানে 'অনুমেয় বেদ' বলা হইয়া থাকে। আর উহা যে বেদবাক্যই হইবে তাহার কারণ, (উহা কোন মনুষ্যের ইচ্ছা অনুসারে উপস্থিত হয় নাই কিন্তু) দর্শপূর্ণযাগবিধায়ক যে শ্রুতিবাক্য এবং ঐ যে মন্ত্রবাক্য উহাদের নিজ নিজ অর্থপ্রকাশনশক্তিবলে শ্রুতিরই আকাঙ্ক্ষা অনুসারে উহা উত্থাপিত হয়। ইহাই হইল মীমাংসক আচার্য্য কুমারিলভট্টের সিদ্ধান্ত। [তাৎপর্য্যঃ—এইসমস্ত আলোচনার সার কথা এই যে, বেদ দুই প্রকার—প্রত্যক্ষ বেদ এবং অনুমেয় বেদ। অনুমেয় বেদ আবার দুই প্রকার,—স্মৃতিবচন হইতে তাহার মূলীভূত বেদবচন অনুমান করা হয়; যেমন অষ্টকা প্রভৃতি কর্ম্ম স্মৃতিবিহিত; অথচ যাহা বেদে নাই তাহা বৈদিক সম্প্রদায়মধ্যে ধর্ম্মরূপে অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না। কাজেই তাহার মূলীভূত কোন বেদবচন অবশ্যই আছে যাহা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে না। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। আর এক রকম অনুমেয় বেদ আছে যেগুলি স্মৃতিবচন হইতে অনুমান করা হয় না, কিন্তু বেদমধ্যেই যে কর্ম্ম—তাহার অঙ্গোপাঙ্গের সহিত বিহিত হইয়াছে তাহার ন্যূনতা পূরণের জন্য—পূর্ব্বাপর বেদবচনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ বিধি কল্পনা (অনুমান) করিতে হয়। তাহারই একটীর উদাহরণ দর্শপূর্ণযাগের কুশচ্ছেদনমন্ত্রের বিধি। সেখানে কুশচ্ছেদন করিবার বিধি আছে; আবার এমন একটী মন্ত্রও সেখানে পঠিত আছে যাহার অর্থ কুশচ্ছেদন। কিন্তু 'এই মন্ত্রটী দ্বারা কুশচ্ছেদন করিবে' এইরূপ বিধি যতক্ষণ না শ্রুত হয় ততক্ষণ ঐ মন্ত্রটীকে কুশচ্ছেদনকর্ম্মে প্রয়োগ করা শাস্ত্রসঙ্গত হয় না—কারণ যে কর্ম্মে যে পদার্থ প্রয়োগ করিবার বিধি নাই তাহা সেখানে প্রয়োগ করিলে উহা স্বেচ্ছাচারই হইবে—শাস্ত্রার্থ হইবে না। এজন্য ওরূপ স্থলে একটী বেদবিধি কল্পনা করা হয়। এই যে কল্পিত বিধি ইহাও অনুমেয় বেদ—ইহা প্রত্যক্ষ বেদ নহে। তবে অনুমেয় বেদ বলিতে প্রধানতঃ স্মৃতি-বচনানুমেয় বেদই বুঝায়।]

অথবা "সর্ব্বস্য বিধানস্য" ইহার অর্থ এইরূপঃ—"বিধানস্য" ইহার অর্থ বিধি, অনুষ্ঠান বা প্রয়োজনসম্পাদন (উদ্দেশ্যসাধন)। সেই যে 'বিধান' তাহা স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ নিত্য, অনাদি গুরু-শিষ্যপারম্পর্য্যক্রমে আগত। অথবা স্বয়ম্ভূ (অপৌরুষেয়) বেদের যাহা প্রতিপাদ্য—। "সর্ব্বস্য" ইহার অর্থ প্রত্যক্ষত উপলভ্যমান শব্দাত্মক বেদের যাহা প্রতিপাদ্য এবং সেই প্রতিপাদিত অর্থের (বিষয়ের) শক্তিবলে ঊহনীয়, যাহা ঊহ্য করা হয় (তাদৃশ সকল প্রকার বিধানের)—। বেদবিধি দুই প্রকার। কোন বিধিটী হইতেছে সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত অর্থাৎ প্রত্যক্ষত উপলভ্যমান শব্দাত্মক বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত। যেমন, "যে ব্যক্তি ব্রহ্মবর্চ্চস কামনা করিবে সে সূর্য্যদেবতার উদ্দেশে চরুপাক করিয়া যাগ করিবে";—এস্থলে সৌর্য্যচরুযাগ করিতে ব্রহ্মবর্চ্চসকামী ব্যক্তিকে অধিকারী বলা হইতেছে। সেই যে যাগ যাহা ব্রহ্মবর্চ্চসরূপ ফল সাধন করিবে তাহার 'ইতি-কর্ত্তব্যতা' (কি প্রকারে ঐ যাগটী সম্পন্ন হইবে তাহার পরিপাটী) হইতেছে "আগ্নেয়বৎ"—আগ্নেয় যাগের ন্যায় অর্থাৎ আগ্নেয় নামক যাগ যেভাবে নিষ্পন্ন করিবার পরিপাটী বেদমধ্যে দর্শপূর্ণ-মাসযাগের প্রকরণে বলিয়া দেওয়া আছে সেই প্রকারে সৌর্য্যযাগটীও নিষ্পন্ন করিতে হইবে, ইহাও অবগত হওয়া যায়। ঐ যে প্রত্যক্ষ বেদবিহিত সৌর্য্যযাগ এবং 'আগ্নেয়বৎ' এই ঊহ্য শব্দবিহিত তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা, এই দুইটী অর্থ স্থলেই যে জ্ঞান জন্মে তাহার মূলে ঐ প্রকার শব্দ (বেদ)

*জ্ঞান দুই প্রকার—সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক। যে জ্ঞানে জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে ধর্ম্মধর্ম্মিভাব প্রকাশ পায় না, কিন্তু বস্তুর শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ (জাতি, গুণাদি বিশেষণ শূন্যরূপে) স্বরূপটী ভাসমান হয় তাহার নাম নির্ব্বিকল্প জ্ঞান। ইহাকে 'আলোচনজ্ঞান'ও বলা হয়। এই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের পর বস্তুটী জাতি প্রভৃতি ধর্ম্ম বা বিশেষণ-যুক্তরূপে প্রকাশিত হয়। ইহাই সবিকল্পক জ্ঞান। এই সময় তাহার নামও স্মরণ হইয়া থাকে। কারণ সবিকল্পক জ্ঞান হইতে গেলেই সেই বস্তুটীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত শব্দও সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ মনে উদিত হয়, ইহাই অনুভব-সিদ্ধ। এইজন্য কথিত আছে—"ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে। অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্ব্বং শব্দেন ভাসতে॥" অর্থাৎ জগতে এমন কোন সবিকল্পক জ্ঞান নাই যাহার মধ্যে শব্দ অনুগত না আছে: সকল জ্ঞানই (সূত্রের দ্বারা মাল্যের ন্যায়) শব্দের দ্বারা অনুস্যূত হইয়াই প্রকাশিত হয়।

শ্রবণজন্য জ্ঞান রহিয়াছে ; কাজেই ঐ দুই জায়গাতেই শব্দ হইতেই প্রতীতি (জ্ঞান) জন্মিয়া থাকে। ঐ দুই প্রকার অর্থই যে শব্দ হইতে অভিধানশক্তিবলে প্রতীত হইয়া থাকে, তাহার কারণ অভিধেয় অর্থটীর সামর্থ্যেই সেই প্রকার প্রতীতি জন্মে। কাজেই একটী প্রতীতিতে অভিধেয়ের ব্যবধান প্রভৃতি থাকার কারণ সৌর্য্যবাক্যে এবং আগ্নেয়বাক্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা উহার (ঐ আগ্নেয় বাক্যের) শব্দত্বের (বেদত্বের) কোন ক্ষতি করে না অর্থাৎ তাহার ফলে 'আগ্নেয়বৎ' এই আগ্নেয় বাক্যটী অবেদ হইয়া যায় না।* (ইহার উদাহরণ) যেমন, সরোবরের জল একটী জায়গায় হস্তের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অন্য জায়গায়ও গিয়া আঘাত করে, আর তাহাতে আঘাতপ্রাপ্ত সেই অন্য জায়গাটীও বস্তুতঃ হস্তসংযোগবশতই আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ; তবে এরূপ স্থলে দেশান্তরের সহিতও ঐ যে হস্তসংযোগ তাহা সাক্ষাৎ নহে, কিন্তু ব্যবহিত। অথবা পার্ব্বত্যপ্রদেশে উপর থেকে নুড়ি ফেলিয়া দিলে সেগুলি যেমন লাফাইয়া লাফাইয়া নীচু দিকে পড়ে, সেগুলির যে চরম পতন তাহা পুরুষের প্রথম ক্রিয়ারই ফল, ইহাও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। বিকৃতিযাগসকলে বিশিষ্ট ইতিকর্ত্তব্যতার সহিত সাক্ষাৎ শব্দবিহিত কর্ম্মটীর সম্বন্ধ ঐভাবে (ব্যবধানযুক্ত) হইয়া থাকে। এইরূপ, "বিশ্বজিৎ যাগ করিবে" এই যে কর্ম্মবিধি ইহাও ফলাধিকারশূন্য হইতে পারে না—ফল নাই অথচ কর্ম্ম ইহা হইতে পারে না ; কাজেই 'স্বর্গকামনাযুক্ত পুরুষ' (বিশ্বজিৎযাগ করিবে) এইভাবে ফলাধিকারও প্রতীত হইয়া থাকে এবং এই যে ফলাধিকারজ্ঞান ইহা ঐ বিধি-বোধিত পদার্থের সামর্থ্য হইতেই জন্মে। ফল কথা স্মৃতিশাস্ত্রসকল বেদমূলক—বেদই স্মৃতিশাস্ত্র-সকলের মূল, ইহা জানাইয়া দিবার জন্য এখানে "সর্ব্বস্য" এই পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে, এইরূপই ইহার তাৎপর্য্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে (৬ষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যায়) ইহা বিস্তৃতভাবে দেখাইব।

কেহ হয়তো প্রশ্ন করিতে পারেন যে, বিধি হইতেছে "যজেত, যষ্টব্যঃ" ইত্যাদি লিঙ্লকার, তব্য প্রত্যয় প্রভৃতি প্রত্যক্ষ শব্দের প্রতিপাদ্য ; সকল স্থলেই ইহা এইভাবে একই প্রকারের। তাহাই যদি হয় তবে বিধি দ্বিবিধ (প্রত্যক্ষ ও অনুমেয়) ইহা কিরূপে বলা সঙ্গত হয়? "সৌর্য্যং চরুং নির্ব্বপেৎ" এই বাক্যে "নির্ব্বপেৎ" এই পদের দ্বারা কর্ত্তব্যতা অবগত হওয়া যায় ; ইহা করা উচিত, এই প্রকার মাত্র বোধ জন্মে ; পরন্তু ঐ কর্ত্তব্যকর্ম্মের যে ইতিকর্ত্তব্যতা (তাহা অনুমেয় বিধিগম্য নহে কিন্তু) তাহা বিধিবিহিত অর্থের সামর্থ্য অনুসারেই প্রতীত হইয়া থাকে, পূর্ব্বে যেমন ইহা দেখান হইল। ইহার উত্তরে বক্তব্য, ইতিকর্ত্তব্যতার বোধও যে শব্দগম্য ইহা স্বীকার করায় কোন দোষ নাই। কারণ, "নির্ব্বপেৎ" অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ্যে চরুপাকের জন্য ব্রীহি প্রভৃতির মুষ্টিগ্রহণ করিবে (এক এক মুটা করিয়া পাত্রমধ্যে রাখিবে), কিংবা "যজেত"=যাগ করিবে ইত্যাদি স্থলে ধাতুর অর্থ যে 'নির্ব্বাপ', কিংবা 'যাগ' প্রভৃতি কেবলমাত্র সেইটুকু জানা

*অভিপ্রায় এই যে, সৌর্য্যযাগসম্বন্ধীয় বিধিটীর ব্যাপার আগ্নেয়যাগসম্বন্ধীয় আর একটী বিধিকে না পাইয়া, না বুঝাইয়া নিবৃত্ত হয় না। কারণ, অন্নপাক প্রভৃতি কোন কাজ করিবার আদেশ করা হইলে সেই কাজটী উনুন ধরান, হাঁড়ি চাপান, জল ফুটান, চাল সিদ্ধ করা প্রভৃতি সব কয়টী ক্রিয়াকেই বুঝায়। সুতরাং এস্থলে 'আদেশ'বাক্য হইতে পাকক্রিয়ার কর্ত্তব্যতা অব্যবহিত শব্দ হইতে জানা যায়, আর সেই পাকক্রিয়ারূপ অভিধেয় অর্থ হইতে অবশিষ্ট ক্রিয়াগুলির জ্ঞান হয় বলিয়া ঐ পরবর্ত্তী জ্ঞানটী অভিধেয় অর্থ যে পাকক্রিয়া তাহা দ্বারা ব্যবহিত। কিন্তু এই যে ব্যবধান ইহার দ্বারা ঐ যে প্রথম আদেশ 'পাক কর' উহার বোধকতা শক্তির বাধা জন্মাইতে পারে না। কাজেই, 'পাক করা' এই অর্থটী যেমন 'পাক কর' এই আদেশ বা শব্দের অভিধেয়, ঐ অপর ক্রিয়াগুলিও সেইরূপ ঐ 'পাক কর' এই একই আদেশের অভিধেয়; প্রভেদ এই যে, একটী অর্থ শব্দ হইতে সাক্ষাৎ (অব্যবহিতভাবে) প্রতীত হয়, আর অপরটী ঐ প্রথম অর্থকে দ্বার করিয়া মাঝখানে রাখিয়া প্রতীত হয়। সৌর্য্যযাগাদি বিধিস্থলেও আগ্নেয়যাগাদির ইতিকর্ত্তব্যতা ঠিক ঐভাবেই প্রথম বিধিবাক্য হইতেই বোধিত হইয়া থাকে। এখানেও সৌর্য্যযাগরূপ ক্রিয়াটী প্রধান বিধি—ইহা সাক্ষাৎ শব্দবোধিত; আর ঐ সৌর্য্যযাগটী আগ্নেয়-যাগাদির কতকগুলি অবান্তর ব্যাপার বা ক্রিয়ার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নহে বলিয়া প্রথম বিধিটীর অভিধেয় যে সৌর্য্যযাগ তাহারই অর্থপ্রকাশনশক্তিবলে ঐ আগ্নেয়যাগাদিগুলিও প্রথম বিধিরই ব্যাপার হইতেই বোধিত হয়; তবে এইগুলির প্রতীতি হইবার আগে সৌর্য্যযাগরূপ অভিধেয়টী প্রতীত হওয়া আবশ্যক বলিয়া উহা মাঝখানে ব্যবধানরূপে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু আসলে ঐ দ্বিতীয় অর্থটীও প্রথম যে বিধি তাহারই প্রতিপাদ্য। ভাষ্যে এই দ্বিতীয় অর্থটীকে "প্রতিপন্নার্থসামর্থ্যগম্য" বলা হইয়াছে। 'প্রতিপন্ন' অর্থাৎ প্রথম বিধিদ্বারা সাক্ষাৎ বোধিত যে 'অর্থ' (সৌর্য্যযাগাদিরূপ অভিধেয় বিষয়) তাহার 'সামর্থ্য' (অর্থপ্রকাশনশক্তিবলে) 'গম্য' অর্থাৎ জ্ঞেয়—যাহা 'অনুমান' দ্বারা বুঝিয়া লওয়া যায়। বিধির অভিধেয় অর্থ হইতেছে ঐ দুইটীই; কারণ, ঐ দুইটী অর্থই একই বিধির প্রতিপাদ্য। এজন্য ঐ দ্বিতীয় অর্থটীর কর্ত্তব্যতাবোধক "আগ্নেয়বৎ কর্ত্তব্য" এই যে অনুমানগম্য বিধি ইহাও বেদই হইবে।

হইলে কর্ত্তব্যতা পরিপূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না তাহার অপরাপর অংশগুলির জ্ঞান হয়। আর সেই অংশগুলি হইতেছে কর্ম্মের ফলসম্বন্ধ, কর্ম্মের পরিপাটী এবং কর্ম্মের ক্রম বা অনুষ্ঠানের পারম্পর্য্য। যাগাদির কর্ত্তব্যতারূপে যে বিধি তাহার যখন প্রতীতি হয় তখন তাহা এইসমস্ত অংশের দ্বারা পরিবেষ্টিতরূপেই হইয়া থাকে। অর্থাৎ 'যাগ কর্ত্তব্য' বলিলে, কোন্ ফলের জন্য, কিভাবে, কোন্ কোন্ অঙ্গকর্ম্মাদি সহকারে যাগ করিতে হইবে, এইসব বিষয়গুলি পরিবেষ্টিত হইয়াই যাগের কর্ত্তব্যতা বোধ হয়; কেবলমাত্র 'কর্ত্তব্য' বলিলে তাহার স্বরূপবিষয়ে কোন জ্ঞান জন্মে না। কাজেই ঐ যে অধিকার, ইতিকর্ত্তব্যতা প্রভৃতি, ঐগুলি বিধির অংশস্বরূপ হইলেও উহাদিগকেও বিধিশব্দের দ্বারাই উল্লেখ করা বিরুদ্ধ বা দোষের নহে।

এইসমস্ত কথাই মূলে "অচিন্ত্যস্য" এই পদের দ্বারা বলা হইয়াছে। "অচিন্ত্যস্য" ইহার অর্থ অপ্রত্যক্ষ; যেহেতু যাহা প্রত্যক্ষ তাহাকে 'অনুভূত হইতেছে' এইরূপ বলা হয়। আর, যাহা চিন্তা করা যায় না, যাহা স্মরণ করা যায় না তাহা অচিন্ত্য। "অপ্রমেয়স্য"=যাহা কল্পনা (অনুমান) করা হয়; সাধারণতঃ তাহা স্মৃতিবাক্যের মূল (যেহেতু প্রত্যেকটী স্মৃতিবাক্যের মূলে একটী করিয়া বেদবচন আছে এইরূপ কল্পনা করা হয়; এইজন্য এতাদৃশ বেদকে "কল্প্য" বেদ বলা হইয়া থাকে।) তাহা প্রত্যক্ষত উপলভ্যমান হয় না; এ কারণে তাহাকে 'অপ্রমেয়' বলা হয়। অথবা, "অপ্রমেয়স্য" ইহার অর্থ যাহার ইয়ত্তা (পরিমাণ) করা যায় না, কারণ তাহা অতি বিশাল। যেহেতু বেদ হইতেছে বহু বহু শাখাভেদে বিভক্ত; কাজেই সকলে তাহার পরিমাণ করিতে পারে না। আর এই কারণেই তাহা "অচিন্ত্য"। যাহা অতি বহুল তাহার স্বরূপ বুঝিয়া উঠা অতিশয় কষ্টকর; এজন্য তাহাকে 'অচিন্ত্য' বলা হয়। যেমন লৌকিক ব্যবহারেও এইরূপ বলিতে দেখা যায়—"অপর সকলের দশা কি, ইহা চিন্তাও করিতে পারা যায় না"। মন সকল বস্তু গোচরীভূত করে (ধারণা বা জ্ঞানগম্য করিয়া লয়); কিন্তু ইহা এত বিশাল যে ইহা সেই মনেরও গ্রহণশক্তির বাহিরে। এস্থলে "অচিন্ত্যস্য" এবং "অপ্রমেয়স্য" এই দুইটী পদ প্রয়োগ করিয়া আচার্য্যকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হইতেছে। কারণ, উহা দ্বারা বলা হইতেছে যে ঐ বিষয়টীর মহত্ত্ব (বিশালতা) বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় উভয়েরই গ্রহণশক্তির বাহিরে; আর আপনিই একমাত্র পুরুষ যিনি তাহার "কার্য্যতত্ত্বার্থবিৎ"=কার্য্যরূপ যে তত্ত্বার্থ তাহা অবগত আছেন।

"কার্য্যতত্ত্বার্থবিৎ" এস্থলে 'কার্য্য' বলিতে অনুষ্ঠেয় বিষয় অভিহিত হয়। যাহাতে একজন পুরুষকে (কোন ব্যক্তিবিশেষকে) অনুষ্ঠানকর্ত্তারূপে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে, 'তুমি ইহা করিবে', 'তুমি ইহা করিবে না'—যেমন 'অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্ম করিবে', 'কলঞ্জভক্ষণ প্রভৃতি করিবে না' —এইভাবে যাহাতে প্রবৃত্ত অথবা যাহা হইতে নিবৃত্ত করা হয় তাহা 'কার্য্য'; তাহাই হইতেছে অনুষ্ঠেয়। নিষেধও একপ্রকার অনুষ্ঠান। নিষিদ্ধ যে ব্রাহ্মণবধ তাহার যে অননুষ্ঠান (তাহা যে না করা), তাহাই নিষেধের অনুষ্ঠান। যেহেতু কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যেমন ক্রিয়া, কোন কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়াও সেইরূপ এক প্রকার ক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, পরিস্পন্দন-যুক্ত করণের (হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়ের) দ্বারা যাহা নিষ্পন্ন হয় কেবল তাহাকেই অনুষ্ঠান বলা হয় না, কিন্তু সেই রকমের অনুষ্ঠান উপস্থিত হইলে তাহা থেকে যে নিবৃত্তি—তাহা যে না করা, তাহাও এক প্রকার অনুষ্ঠানই হইয়া থাকে। যেমন, 'যে ব্যক্তি হিতসেবী সে দীর্ঘজীবী হয়', এরূপ বলিলে ইহাই বুঝায় যে, যে ব্যক্তি ঠিকমত সময়ে ভোজন করে এবং বেঠিক সময়ে (অসময়ে) ভোজন করে না সে দীর্ঘজীবী হয়। এই যে অসময়ে না খাওয়া, ইহাও হিতসেবিত্বের সেবন ক্রিয়ার কর্ম্মস্বরূপ 'হিত'ই (কারণ ইহা দ্বারাও তাহার হিতসেবাই করা হয়)।

অথবা, 'কার্য্য' (অনুষ্ঠেয়) শব্দটী একটী দৃষ্টান্তমাত্র—বিধি এবং নিষেধ এই দুইটীকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ 'কার্য্য' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহাই অর্থাৎ কার্য্যার্থতাই, ক্রিয়াপ্রতি-পাদন করাই "তত্ত্বার্থ"=কেবল বেদের তত্ত্বরূপ পারমার্থিক অর্থ—আসল প্রয়োজন বা তাৎপর্য্যার্থ। তবে যে বেদমধ্যে ইতিবৃত্তবর্ণনাদিরূপ অর্থও দেখা যায়,—যেমন, "তিনি রোদন করিয়াছিলেন; যেহেতু রোদন করিয়াছিলেন এইজন্যই তাঁহার রুদ্রত্ব, এইজন্যই তিনি রুদ্র"—ইহা কিন্তু বেদের তাৎপর্য্যার্থ নহে। (অর্থাৎ কোন এক ব্যক্তি রোদন করিয়াছিলেন ইত্যাদি ঘটনা প্রতিপাদন করা বেদের তাৎপর্য্য নহে, কারণ, উহাতে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না)। যেহেতু ঐসকল বাক্য অন্য একটী বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতাপ্রাপ্ত হইয়া সেই বিধিবাক্যার্থেরই প্রশংসা প্রকাশ করিয়া

থাকে ; কাজেই উহাদের স্বার্থপরতা নাই, স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই অর্থাৎ বাক্যটী হইতে যে একটী বৃত্তান্ত বর্ণনা বুঝাইতেছে তাহা কিন্তু আসলে ঐ বাক্যটীর প্রতিপাদ্য নহে। কারণ ঐ বাক্যটীর সঙ্গে সঙ্গে একটী বিধিবাক্য রহিয়াছে। "অতএব বর্হিঃ নামক যজ্ঞে রজত দিবে না"—ইহাই সেই বিধিবাক্য। "তিনি রোদন করিয়াছিলেন" এই বলিয়া ঐ অর্থবাদ বাক্যটীর আরম্ভ হইয়াছে এবং "সম্বৎসরের মধ্যে তাহার গৃহে রোদনধ্বনি হইতে থাকে" এই বলিয়া উহা সমাপ্ত হইয়াছে। ঐ বাক্যগুলি পূর্ব্বোক্ত "বর্হিঃ নামক যজ্ঞে রজত দিবে না" এই বাক্যের সহিত একবাক্যতাযুক্ত হইয়া (মিলিত হইয়া) ঐ যে রজতদানের নিষেধ তাহারই স্তুতি (প্রশংসা) করিতেছে ; আর ঐ যজ্ঞে রজতদানের নিন্দা দ্বারাই ঐ নিষেধটীর প্রশংসা সাধিত হইতেছে। এইজন্য এইরূপ কথিত আছে, যে, সাধ্য বিষয়েই অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রতিপাদন করাতেই বেদের প্রামাণ্য থাকে, কিন্তু যাহা ক্রিয়াস্বরূপ নহে তাদৃশ বস্তু প্রতিপাদন করিলে বেদের প্রামাণ্য থাকে না ; কাজেই সাধ্যবিষয়েই বেদ প্রমাণ কিন্তু সিদ্ধবস্তুবর্ণনা স্থলে বেদের স্বার্থে প্রামাণ্য নাই, সুতরাং তাহাতে তাৎপর্য্য নাই। বেদের অর্থবাদবাক্যসকলের বর্ণনীয় অর্থ সিদ্ধস্বরূপ। আর সেই যে সিদ্ধস্বরূপ অর্থ তাহা কর্ত্তব্য বা নিষ্পাদ্য (ক্রিয়া দ্বারা সাধ্য) হইতে পারে না ; তবে ঐগুলি যে বিধিবাক্যের অঙ্গীভূত তাহা বুঝিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে, অর্থবাদবাক্যগুলি স্বার্থপর —অর্থাৎ স্বীয় বর্ণনীয় বিষয়ে তাৎপর্য্যযুক্ত, এরূপ যদি হয়, তাহা হইলে উহাদের বিধিপরত্ব ব্যাহত হইয়া পড়ে, ঐগুলি আর বিধিবাক্যের অঙ্গ হইতে পারে না। আর তাহা হইলে বিধি-বাক্যের সহিত উহাদের যে একবাক্যতা প্রতীত হইতেছিল তাহাও বাধা পাইয়া থাকে। কিন্তু একবাক্যতা রক্ষা করা যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে বাক্যভেদ—একটী শ্রূয়মাণ বাক্য হইতে একাধিক অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক বাক্যের প্রাধান্য স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আবার, যাহা সাধ্য বা ক্রিয়ানিষ্পাদ্য তাহাকে সিদ্ধবস্তুর অনুগুণ করিয়া যে একবাক্যতা করা হইবে তাহাও সম্ভব নহে ; কারণ সেরূপ হইলে বেদমধ্যে কোন কর্ত্তব্যেরই উপদেশ থাকিতে পারে না। আর তাহা হইলে বেদ অপ্রমাণই হইয়া পড়ে ; এবং তাহাতে লিঙ্ প্রভৃতির বিধিপ্রতিপাদকতারূপ যে অর্থ প্রতীত হইতেছিল তাহাও পরিত্যাগ করিতে হয়। অতএব বেদের তাৎপর্য্যার্থ হইতেছে ক্রিয়া প্রতিপাদন করা, ইহাই ভগবান্ মনু বলিয়া দিতেছেন। মহর্ষি জৈমিনিও মীমাংসাদর্শনে বলিয়াছেন "বেদবিধি-প্রতিপাদ্য অর্থই ধর্ম্ম"; ইহা দ্বারা তিনি এই কথাই বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, ক্রিয়াপ্রতিপাদন করাতেই বেদের প্রামাণ্য ; যেহেতু বেদবিধি দ্বারা ক্রিয়াই—কর্ত্তব্যতাই উপদিষ্ট হইয়া থাকে।*

আর এই কারণে, তাঁহাকে (মনুকে) "প্রভো" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন; কারণ, প্রভু অর্থ সামর্থ্যযুক্ত। সকল পদার্থের সমগ্রভাবে বিশেষ জ্ঞান থাকায় তাদৃশ আধিক্যসম্পন্ন হওয়ায় তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ দিবার সামর্থ্য সিদ্ধই আছে, ইহা ধরিয়া লইয়াই তাঁহাকে ঐভাবে সম্বোধন করা হইয়াছে। হে 'প্রভো'=আপনি ধর্ম্ম উপদেশ দিতে সমর্থ ; অতএব আপনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে

*কেবল ক্রিয়া (অনুষ্ঠান) রূপ সাধ্যবস্তু প্রতিপাদন করাতেই কি বেদের তাৎপর্য্য, না তাহা ছাড়া অন্য বিষয় (সিদ্ধবস্তু) বিজ্ঞাপিত করাতেও বেদের তাৎপর্য্য,—ইহা লইয়া মতভেদ আছে। মীমাংসক আচার্য্য কুমারিলভট্টের মতে, সাধ্যবস্তুর ন্যায় সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদনও বেদের তাৎপর্য্যার্থ। অদ্বৈতবেদান্তিগণও এই মতের পক্ষপাতী। কিন্তু, প্রভাকরমতাবলম্বিগণ বলেন যে, সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদনে বেদের তাৎপর্য্য স্বীকার করিলে বেদের প্রামাণ্য থাকে না। এজন্য বেদমধ্যে সাধ্যবস্তু অর্থাৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানই প্রতিপাদিত হইয়াছে; তাহাতেই বেদের তাৎপর্য্য। যে যে স্থলে বেদমধ্যে সিদ্ধবস্তু বর্ণনা করা হইয়াছে তথায় বর্ণিত সেই সিদ্ধ-বস্তুসকল পূর্ব্বে বা পরে যে বিধি বা কর্ত্তব্যতারূপ সাধ্যবিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে তাহারই কোন না কোন গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে। এইজন্য অর্থবাদবাক্যসকল স্বার্থে তাৎপর্য্যশূন্য—স্বার্থে অপ্রমাণ; কিন্তু বিধি-বাক্যের সহিত মিলিত হইয়া সেই বিধিবিহিত অনুষ্ঠানের কোন না কোন উপকার করিয়া ঐগুলি সার্থকতালাভ করে। বেদ যে ক্রিয়াপ্রতিপাদক ইহা "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" (মীঃ দঃ ১।১।২ সূত্রে) এই সূত্রে বলা হইয়াছে। আর "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যম্ অতদর্থানাম্" (মীঃ দঃ ১।২।১ সূত্রে) এই সূত্রে শঙ্কা উত্থাপন করা হইয়াছে যে, বেদ ক্রিয়াপ্রতিপাদক হওয়ায় যেসমস্ত বেদবাক্য ক্রিয়াপ্রতিপাদনপর নহে সেগুলি অনর্থক, সুতরাং অপ্রমাণ। ইহার কয়েকটী সূত্র পরে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে "বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ" (মীঃ দঃ ১।২।৭ সূত্রে) অর্থাৎ যেসমস্ত বেদবাক্যে ক্রিয়া প্রতিপাদন করা হয় নাই সেগুলি বিধিবাক্যেরই প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রশংসাদি করিয়া থাকে; এইভাবে বিধিবাক্যেরই অনুকূলতা করায় সেগুলি বিধিবাক্যেরই অঙ্গ; কাজেই, সেগুলি স্বার্থে তাৎপর্য্যশূন্য হইলেও অপ্রমাণ নহে, কিন্তু বিধিবাক্যের উপকারক হওয়ায় সেগুলিও প্রমাণ। যেহেতু বিধিবাক্যের সহিত সেগুলির একবাক্যতা রহিয়াছে।

উপদেশ দিন। এইভাবে এই তিনটী শ্লোকে তাঁহাকে ধর্ম্মবিষয়ে প্রশ্ন করা হইলে তিনি পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। ৩

(সেই সকল মহাত্মা মহর্ষিগণকর্ত্তৃক সেইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া অমিতৌজাঃ মনু তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিয়া প্রসন্নভাবে বলিলেন—তবে আপনারা শ্রবণ করুন।)

(মেঃ)—সেই মনু অমিতৌজাঃ; তিনি মহাত্মা মহর্ষিগণকর্ত্তৃক সেইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'আপনারা শুনুন'। "তথা"=সেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে। "তথা" শব্দটী প্রকারবাচক। উহা দ্বারা জিজ্ঞাস্য বস্তু এবং জিজ্ঞাসার বিধি (পদ্ধতি) উভয়ই বুঝায়। সুতরাং (জিজ্ঞাস্যবস্তুপক্ষে) ইহার অর্থ এইরূপ,—"তথা পৃষ্টঃ"=সেই ধর্ম্মসম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া, "প্রত্যুবাচ"=উত্তর দিলেন। অথবা, "তথা" ইহা কেবল প্রকার-রূপ অর্থই বুঝাইতেছে (সেই প্রকারে); আর "পৃষ্টঃ"=জিজ্ঞাসিত হইয়া, ইহার সহিত পূর্ব্বশ্লোকে কথিত জিজ্ঞাসিত বিশেষ বস্তুটী মনের মধ্যে (স্মৃতিরূপে) উপস্থিত থাকিয়া অন্বিত হইতেছে। আর তাহা হইলে, তাঁহারা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তিনিও 'আপনারা শুনুন" বলিয়া তাহার উত্তর দিলেন—এইরূপে প্রশ্ন করা এবং উত্তর দেওয়া এই দুইটী ক্রিয়ারই কর্ম্ম এক হয়। কিন্তু, এরূপ অর্থ করিলে 'তথা' শব্দটীর কোন সার্থকতা থাকে না, উহা কেবল শ্লোক পূরণ করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিতে হয়। পক্ষান্তরে প্রথমে যে ব্যাখ্যা করা হইল তাহাতে প্রশ্ন এবং উত্তরের এককর্ম্মতা 'তথা' শব্দ দ্বারা বোধিত হয়। "সম্যক্" শব্দটী এখানে উত্তর দিলেন এই ক্রিয়ার বিশেষণ; সুতরাং উহার অর্থ সম্যক্‌ভাবে উত্তর দিলেন। অর্থাৎ প্রসন্নচিত্তেই উত্তর দিলেন; কিন্তু ক্রোধাদিসহকারে উত্তর দেন নাই। তিনি "অমিতৌজাঃ"=তাঁহার বাক্‌পটুতা অক্ষুন্ন; 'অমিত'=অপরিসীম হইয়াছে 'ওজঃ'=বীর্য্য অর্থাৎ বক্তৃত্বশক্তি যাঁহার তিনি 'অমিতৌজাঃ'। মহর্ষিগণ 'মহাত্মা'; কাজেই তাঁহারা ধর্ম্মজিজ্ঞাসা করিলেও ইহাতে তাঁহাদের মহর্ষিত্বের সহিত কোন বিরোধ হয় না। (অর্থাৎ তাঁহারা যখন মহর্ষি তখন সমগ্র বেদই তাঁহাদের জানা আছে। আর ধর্ম্ম বেদেই বর্ণিত। সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্বও তাঁহারা জানেন; তবে আবার তাঁহারা সে বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন কেন? যেহেতু যাহা জানা নাই তাহা জানিবার জন্যই প্রশ্ন করা হয়। আবার তাঁহারা ধর্ম্ম জানেন না অথচ মহর্ষি, একথা বলিলে বিরোধ হয়। ইহার উত্তরে বলিতেছেন —না, ইহাতে কোন বিরোধ নাই; কারণ তাঁহারা মহাত্মা বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।) যেহেতু, যিনি সতত পরোপকারে নিরত তিনি মহাত্মা বলিয়া কথিত হন। কাজেই যদিও তাঁহারা স্বয়ং ধর্ম্মতত্ত্ব জানেন, কেন না তাহা না হইলে তাঁহারা মহর্ষি হইতে পারেন না, তথাপি তাঁহারা পরের উপকারের জন্যই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল এই যে, মনুর প্রামাণ্য সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ; কাজেই ইঁনি যাহা বলিবেন লোকে তাহা আদর যত্ন করিয়া গ্রহণ করিবে। ইঁহার উপর প্রত্যয় (বিশ্বাস) আছে বলিয়া ইঁহার উপাসনা করা যাইতেছে; ইঁহাকেই শাস্ত্রব্যাখ্যার জন্য অধ্যাপকরূপে বরণ করি। আর আমরা (মহর্ষি হইয়াও) যদি ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলে জনসাধারণ ইঁহাকে সর্ব্বাধিক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবে। এই কারণেই, "আর্চ্চ্য তান্ সর্ব্বান্"=তাঁহাদের সকলকে অর্চ্চনা (সম্মান প্রদর্শন) করিয়া, এইভাবে শিষ্য স্থানীয় প্রশ্নকর্ত্তাদের পূজা করার কথা বলাতেও কোন বিরোধ হয় নাই, বিপরীত কিছু বলা হয় নাই। যেহেতু তাহা না হইলে অধ্যাপকের নিকট হইতে শিষ্যের আবার অর্চ্চনা (পূজাসম্মান পাওয়া) কিরূপ? আঙ্‌পূর্ব্বক 'অর্চ্চি' ধাতুর উত্তর 'ল্যপ্' প্রত্যয় করিলে 'আর্চ্চ্য' হয়। এস্থলে "আর্চ্চ্য তান্"এর বদলে "অর্চ্চয়িত্বা তান্" এইরূপ পাঠান্তরও আছে।

এখানে কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন, মনুই যদি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তবে "তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন" এইভাবে অপরের উক্তির ন্যায় উল্লেখ করা কিরূপে সঙ্গত হয়? কারণ, তিনিই যখন এই শাস্ত্রের উপদেষ্টা তখন তাঁহার পক্ষে "আমি জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিতে লাগিলাম" এইপ্রকার বলাই ত উচিত? আর যদি বলা হয়, অন্য ব্যক্তিই এই গ্রন্থের প্রণেতা, তাহা হইলে 'ইহা মানব (মনুপ্রোক্ত) শাস্ত্র' এরূপ বলা হয় কিপ্রকারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—এই প্রকার প্রশ্ন সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, প্রাচীনগণের এই প্রকার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশ স্থলেই গ্রন্থকারগণ নিজ মতটীকে অপরের উক্তির ন্যায় উল্লেখ করিয়া থাকেন। যেমন প্রাচীন গ্রন্থ মধ্যে দেখা যায় আচার্য্যগণ নিজ কথাকে "এসম্বন্ধে বলিতেছেন", "ইহার পরিহার

(আপত্তির উত্তর) দিতেছেন"—এইভাবে উল্লেখ করেন। এইজন্য এই রীতি অনুসরণ করিয়াই এখানে এরূপ বলা হইল না যে, "আমি জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলাম"। আরও কথা, যাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য, লোকমধ্যে তাঁহাদের প্রামাণ্য অধিক বলিয়া স্বীকৃত হয়। যেমন মহর্ষি জৈমিন মীমাংসাদর্শনের সূত্রে প্রমাণ সম্বন্ধে নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন "তৎ প্রমাণং বাদরায়ণস্য"=পরমর্ষি বাদরায়ণের মতে ইহাকে প্রমাণ বলা হয়। (এস্থলে তিনি পূর্ব্বতন আচার্য্যের মত উল্লেখ করিয়া সূত্রে বর্ণিত নিজ সিদ্ধান্তটীকে দৃঢ় করিয়াছেন।) অথবা এই যে সংহিতাটী (গ্রন্থখানি) ইহা আসলে মহর্ষি ভৃগুদ্বারা কথিত হইয়াছে। তবে ভগবান্ মনুর স্মৃতিই তিনি নিজ ভাষায় বলিয়াছেন; এইজন্য ইহাকে মানব (মনুসম্বন্ধীয়) বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তিনি সেই ঋষিগণকে উত্তর দিলেন। কি সে উত্তরটী? "আমায় যাহা আপনারা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা শুনুন" (ইহাই সেই উত্তর)। ৪

(সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অন্ধকারের ন্যায় ছিল। ইহার তৎকালীন স্বরূপ প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমানের দ্বারা জানা যায় না, তাহা কল্পনা করাও সম্ভব নহে; সেই অবস্থা অবিজ্ঞেয়; যেন সমস্তই প্রসুপ্তবৎ।)

(মেঃ)—কোথায় নিক্ষেপ করা হইল আর কোথায় গিয়া পড়িল? বেদোক্ত ধর্ম্মসকল বেদমধ্যে (ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে) পতিত ছিল (ছড়াইয়া ছিল); সেই সকল ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে সেইগুলিরই উত্তর দেওয়া উচিত; এবং তাহাই বলিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া (বক্তব্য বিষয়ের নির্দ্দেশ করিয়া) জগতের অতি সূক্ষ্ম অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন; ইহা কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক এবং ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ কোনটীই সিদ্ধ বা জ্ঞাত না হওয়ায় ইহা পুরুষার্থেরও অনুপযোগী। ইহাতে মনে হয়, 'এক ব্যক্তিকে আমগাছের কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে আর সে কোবিদার বৃক্ষের বর্ণনা করিতেছে' এই প্রকার যে প্রবাদ প্রচলিত আছে (যেমন এখনকার সময়ের প্রবাদ--'কতকের ঢেঁকি—কত দামের ঢেঁকিটী? উত্তর—বাবলা কাঠ'), ইহা ঠিক সেইরূপ হইতেছে। কারণ এক বিষয়ের প্রশ্ন করা হইল অথচ অন্য বিষয়ের উত্তর দেওয়া হইল। আর এই যে বিষয়টী বর্ণনা করা হইতেছে ইহার সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই এবং ইহা জানিয়াও কোন প্রয়োজন নাই। এই কারণে এই অধ্যায়টীর সমগ্র অংশই পড়িবার কোন দরকার নাই।

এইপ্রকার আপত্তি হইলে ইহার উত্তরে এইরূপ বলা যাইতেছে,—। এই শাস্ত্রের প্রয়োজন যে মহৎ তাহা এই সমস্ত বর্ণনীয় বিষয়ের দ্বারা জানাইয়া দেওয়া হইতেছে। কারণ, এই অধ্যায়ে ইহাই প্রতিপাদন করা হইতেছে যে, ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া বৃক্ষাদি স্থাবর পর্যন্ত যে সংসার গতি তাহার কারণ হইতেছে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম। গ্রন্থকার স্বয়ং এ কথা অগ্রে (১।৪৯, ১২।২৩ ইত্যাদি) শ্লোকে বলিবেন, "নানাবিধ দুঃখানুভবের কারণ হইতেছে অসৎকর্ম্ম—অধর্ম্ম জন্য তমোগুণের প্রাবল্য; ইহারা সেই তমোগুণের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে"; "জীবের এই যে সমস্ত গতি, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মই ইহার কারণ; নিজ বুদ্ধি প্রভাবে ইহা বিচার বিবেচনা করিয়া মানুষের উচিত সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠানে মন দেওয়া"। অতএব ধর্ম্মই নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যের কারণ এবং অধর্ম্ম তাহার বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম্মই সকল প্রকার অধোগতির এবং দুঃখ-দুর্দ্দশার মূল। আর সেই ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের স্বরূপ জানিবার জন্য এই অতি প্রয়োজনীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত, ইহাই এই অধ্যায়টীর তাৎপর্য্যার্থ।

"এই জগৎ অন্ধকারের ন্যায় ছিল" ইত্যাদি প্রকার যে বর্ণনা ইহার মূল হইতেছে বেদের মন্ত্র এবং অর্থবাদ এবং "সামান্যতোদৃষ্ট" নামক অনুমান। এ সম্বন্ধে বেদের মন্ত্রে (ঋগ্বেদের "নাসদাসীয়" সূক্তে) এইরূপ বলা হইয়াছে, যথা "তম আসীৎ" ইত্যাদি। ইহার অর্থ :—মহা-প্রলয়ে বাহিরের প্রকাশক চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি (যে সমস্ত পদার্থ বাহিরের বস্তুকে প্রকাশ করে তাহা) এবং অন্তরের প্রকাশক জ্ঞান নষ্ট হইয়া গেলে কেবল 'তম'ই ছিল। সেই যে 'তমঃ' তাহাও আবার স্থূলরূপ তমোদ্বারা 'গূঢ়' অর্থাৎ আবৃত ছিল, (তাহা অজ্ঞেয় বা অজ্ঞাত ছিল); যেহেতু তখন জ্ঞানকর্ত্তা কেহ ছিল না; অতএব জ্ঞান ক্রিয়া সম্পাদন করিবার কেহ না থাকায় (কোন বিষয়ে) কাহারও জ্ঞানও ছিল না; এইজন্য বলা হইয়াছে "তমসা গূঢ়ম্"—তমো দ্বারা

আবৃত ছিল। "অগ্রে" ইহার অর্থ আকাশাদি মহাভূত সকলের সৃষ্টির পূর্ব্বে। "সর্ব্বং"= সমস্ত পদার্থ, "অপ্রকেতম্"=অজ্ঞাত, "আঃ"="আসীৎ"=ছিল। "ইদং"=এই, "সলিলং"=সরণ-ধর্ম্মক অর্থাৎ চেষ্টাযুক্ত, ক্রিয়াশীল যে কোন বস্তু তৎসমুদয়ই ক্রিয়াহীন অবস্থায় ছিল। "আভু"= স্থূল বস্তু, "তুচ্ছেন"=সূক্ষ্ম বস্তু দ্বারা, "অপিহিতং"=ঢাকা ছিল অর্থাৎ সমস্ত বস্তুরই বিশেষ বিশেষ স্বরূপটী প্রকৃতির স্বরূপ মধ্যে লীন ছিল। এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা দ্বারা জগতের অব্যাকৃত অবস্থাই সূচিত হইল। মন্ত্রটীর চতুর্থ চরণে সৃষ্টির প্রথম অবস্থার কথা বলা হইতেছে "তপসস্তৎ মহিনাজায়তৈকম্"। যাহা 'এক' ছিল তাহাই "তপসঃ"=কর্ম্মপ্রভাবে "মহিনা"='মহৎ'রূপে "অজায়ত"=জন্ম লইল—বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হইল। অথবা সেই অবস্থায় 'তপঃ' কর্ম্মপ্রভাবে হিরণ্যগর্ভ 'মহৎ'রূপে স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন। গ্রন্থকারও এই কথা অগ্রে "ততঃ স্বয়ম্ভুঃ" ইত্যাদি (১।৬) শ্লোকে বলিবেন।

সামান্যতোদৃষ্ট নামক অনুমানের দ্বারাও মহাপ্রলয় থাকা সম্ভাবিত হয়। সেই অনুমানটী এই প্রকার, যথা ;—। যে পদার্থের কোন একটী অংশবিশেষের ধ্বংস দেখা গিয়াছে সেটীর সমগ্র অংশেরই বিনাশও দেখা যায়। যেমন কুটীর হইতেছে গ্রামের একটী অংশবিশেষ; সেই কুটীর কখন কখন দগ্ধ হইয়া নষ্ট হইতে দেখা যায় ; আবার কখন এমনও হয় যে, সমস্ত গ্রামটাই পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। গৃহ, প্রাসাদ প্রভৃতি যে সমস্ত ভাবপদার্থ কর্ত্তার ব্যাপার (ক্রিয়া বিশেষ) দ্বারা নিষ্পন্ন হয় সেগুলি সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। নদী, সমুদ্র, পর্ব্বতাদির সমষ্টিরূপ এই যে জগৎ, ইহাও কোন একজন কর্ত্তার ব্যাপার দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব ইহাও গৃহাদির ন্যায় নাশপ্রাপ্ত হইবে, ইহাই সম্ভব। যদি বলা হয়, জগৎ যে কর্ত্তার ব্যাপার দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহাই ত নিরূপিত হয় নাই, তাহা হইলে বক্তব্য, এই জগতেরও যে কর্তৃজন্যত্ব আছে—গৃহাদির ন্যায় জগতেরও সন্নিবেশের যে বৈচিত্র্য রহিয়াছে তাহা দ্বারা উহাও প্রমাণিত করা হয়। ইহাই হইল এখানে 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমান। কিন্তু, আমরা এখানে উক্ত প্রমাণের উপর অন্য বাদিকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত (আরোপিত) দোষ উদ্ধার করিতে কিংবা তাঁহারা যে বিপরীত প্রমাণ প্রয়োগ করিবেন তাহার দোষ দেখাইতে যত্ন করিব না ; কারণ, এই শাস্ত্রটীর তাহা বিষয় নহে। তবে একথা ঠিক যে, যতক্ষণ না বিচার করিয়া ইহা নিরূপণ করা হয় ততক্ষণ এসম্বন্ধে সম্যক্ (নিঃসন্দেহ) জ্ঞান হইতে পারে না। আবার এখানে তাহা নিরূপণ করিতে গেলে ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র না হইয়া তর্কশাস্ত্র হইয়া পড়ে। (কাজেই আমরা এখানে তর্কশাস্ত্রের সিদ্ধান্তটী মাত্র দেখাইলাম। কোন বাদ-প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলাম না।)

এই সমস্ত বিষয়গুলি (সৃষ্টিতত্ত্বগুলি) এই গ্রন্থে বহুপ্রকার প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া দেখান হইবে। কোথাও সাংখ্যপ্রক্রিয়ায় কোথাও বা পৌরাণিক প্রক্রিয়ায়। কিন্তু ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি জানা হউক আর নাই হউক তাহাতে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের কোন প্রকার ইতরবিশেষ হইবে না ; এইজন্য ঐ সমস্ত বিষয়গুলি নিপুণভাবে নিরূপণ করা হইবে না। তবে যদি কাহারও উহা জানিবার আগ্রহ থাকে তাহা হইলে তিনি উহা সেই সেই শাস্ত্র হইতেই জানিতে পারেন। এখানে এই অধ্যায়ের কেবলমাত্র পদার্থযোজনা এবং তাহার ব্যাখ্যা করা আমাদের দরকার, তাহাই কেবল করিব। শ্লোকটীর তাৎপর্য্য কি তাহা আগেই দেখান হইয়াছে।

"ইদং"=এই জগৎ, "তমোভূতং"=তমের ন্যায়, "আসীৎ"=ছিল। 'ভূত' শব্দটীর অর্থ অনেক-রকম ; এখানে উহা উপমা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন "যৎ তদ্ভিন্নেষু অভিন্নং" ইত্যাদি উক্তির মধ্যে যে "সামান্যভূত" কথাটী আছে উহার অর্থ 'সামান্যের মত' (সাধারণ ধর্ম্মের ন্যায়, এইভাবে উহা উপমা বুঝাইতেছে)। অন্ধকারের সহিত জগতের সাদৃশ্য কিরূপ তাহাই বলিতেছেন "অপ্রজ্ঞাতম্"। কার্য্যাত্মক বিকার পদার্থসকলের যে বিশেষ বিশেষ স্বভাব তাহা প্রকৃতির মধ্যে লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল, এজন্য উহা প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা যাইত না। আচ্ছা, প্রত্যক্ষের সাহায্যে জানা না যাক্, অনুমানের দ্বারা জানা যাইবে? উত্তর,—তাহাও সম্ভব নহে; যেহেতু তাহা "অলক্ষণম্"=লক্ষণশূন্য ছিল। 'লক্ষণ' অর্থ লিঙ্গ=চিহ্ন ; সেই চিহ্নও সেই প্রলয়াবস্থায় একেবারে লয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কারণ, সমস্ত কার্য্যপদার্থই তৎকালে স্ব স্ব বিশেষ স্বরূপ লইয়া বিনষ্ট হইয়াই ছিল। তাহা "অপ্রতর্ক্যম্"=তর্কের (অনুমানের) অযোগ্য। তখন যেরূপে যে অবস্থায় জগৎ ছিল সেইরূপে সেই অবস্থার স্বরূপ অনুমান করিতেও পারা যায় না। ইহা দ্বারা, সেই অবস্থা সম্বন্ধে সকল প্রকার অনুমানই নিষিদ্ধ হইল। (অযোগ্য,

বলিয়া দেওয়া হইল।) সে সম্বন্ধে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান নাই। বিশেষতোদৃষ্ট অনুমানও সেই অবস্থার জ্ঞাপক নহে। এই কারণে তাহা "অবিজ্ঞেয়ম্"। এমনই যদি হয় তাহা হইলে তাহা ছিলই না, সে অবস্থায় ত কিছুই ছিল না; সুতরাং 'অসৎ', যাহার সত্তা নাই তাহাই জন্মিয়াছিল, ইহাই (এইরূপ অর্থই) তাহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়? এই প্রকার শঙ্কার নিষেধ করিয়া বলিতেছেন "প্রসুপ্তম্ ইব সর্ব্বতঃ",—। অসৎ হইতে সৎ পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না। এইজন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে আম্নাত হইয়াছে "হে সৌম্য, এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎই ছিল", তাহা না হইলে "অসৎ থেকে সৎ কিরূপে জন্মিতে পারে?"—ইত্যাদি। এই কারণে তাহা "অবিজ্ঞেয়ম্"=স্বরূপ নির্ণায়ক প্রমাণের দ্বারা জানিবার যোগ্য নহে; (যেহেতু পরিচ্ছিন্ন বস্তু সকলই প্রমাণের বিষয় হয়; এই 'সৎ' বস্তু কিন্তু পরিচ্ছিন্ন নহে।) ইহা কেবল তাদৃশ বেদবচন হইতেই অবগত হওয়া যায়। "প্রসুপ্তম্ ইব"=যেন প্রসুপ্ত ছিল;—জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন অবস্থাকে ছাড়িয়া সুখস্বরূপ সুষুপ্তি অবস্থাকে (এখানে) দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সকল প্রাণীর এই আত্মা যেমন সুষুপ্তি (গাঢ় নিদ্রা) অবস্থায় সকলপ্রকার ক্লেশানুভূতিশূন্য এবং বিকল্প (সংশয়) বিরহিত হইয়া থাকে, সেই আত্মা যে তখন থাকে না, তাহাও বলা যায় না, যেহেতু জাগিয়া উঠিয়া সকলেরই 'আমি বেশ সুখে ঘুমাইয়াছিলাম' এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা (জ্ঞান, স্মরণ) হইয়া থাকে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎও এইরূপ ছিল, ইহা সিদ্ধার্থ প্রকাশক বেদবচন হইতে এবং তার্কিকগণের আভাস অনুমান হইতে নিরূপিত হয়। "আসীৎ" বলায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, সেইরূপ অবস্থা তখন থাকিলেও তাহা কাহারও জ্ঞানগম্য নহে। এইজন্য বলা হইয়াছে "অবিজ্ঞেয়ম্"। "সর্ব্বতঃ" ইহার অর্থ সমগ্রভাবে; কিন্তু আংশিক প্রলয়ে ঐরূপ অবস্থা নহে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।* ৫

(তদনন্তর অব্যক্তরূপী ভগবান্ সেই অন্ধকারাবস্থা দূর করিবার জন্য স্বেচ্ছায় প্রকটিত হইয়া মহাভূতাদির মধ্যে শক্তি আধান করিয়া স্থূল জগতের রূপ দিলেন।)

(মেঃ) সেই মহারাত্রির (প্রলয়ের) অবসানে—। যিনি স্বয়ং উৎপন্ন হন তিনি "স্বয়ম্ভু"; সুতরাং স্বয়ম্ভু অর্থ যিনি নিজ ইচ্ছানুসারে শরীরগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু সংসারী জীবের ন্যায় তাঁহার শরীরধারণ কর্ম্মাধীন নহে। তিনি "অব্যক্তঃ"; যাহারা ধ্যানবর্জ্জিত এবং যোগাভ্যাস-ভাবনারহিত তাহাদের নিকট তিনি প্রকাশমান হন না। অথবা এস্থলে

*এই যে প্রলয়কালীন জগতের অবস্থা বর্ণনা করা হইতেছে ইহার প্রমাণ কি? উত্তর—বেদই এ বিষয়ে প্রমাণ। বেদ ত ক্রিয়াপ্রতিপাদক—কেবল কর্ত্তব্যতা উপদেশ করাতেই বেদের তাৎপর্য্য এবং প্রামাণ্য; জগতের প্রলয়াবস্থা বর্ণনা দ্বারা কোন অনুষ্ঠানেরই ত উপদেশ করা হয় না; তবে, বেদ সে বিষয়ে প্রমাণ হইবে কিরূপে? উত্তর—কর্ত্তব্যতা উপদেশের বিশেষণ হইয়া ঐপ্রকার সিদ্ধ বস্তু—যাহা অনুষ্ঠানযোগ্য নহে তাদৃশ অক্রিয়াত্মক বস্তু যে সমস্ত বেদবচনে বর্ণিত হইয়াছে তাহাও প্রমাণ। সে বেদবচনগুলি কিরূপ? উত্তর- ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদের "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ উঃ ৬।১।১), "নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ ....মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ (বৃহদাঃ উঃ ১।২।১), এবং ঋগ্বেদের 'নাসদাসীয় সূক্ত' প্রভৃতিও এ বিষয়ে প্রমাণ। (প্রশ্ন)—এ সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ আছে কি? (উত্তর)—তার্কিকগণ—সাংখ্যমতাবলম্বিগণ বা নৈয়ায়িকগণ, অনুমান প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু সে অনুমান নির্দ্দোষ নহে —এজন্য ভাষ্যমধ্যে উহাকে 'আভাস অনুমান' বলা হইয়াছে। (প্রশ্ন)—ঐ অবস্থার কি কোন দৃষ্টান্ত মিলিবে? (উত্তর)—কিছুটা সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য সুষুপ্তিকালীন আত্মার অবস্থা উল্লেখ করা যাইতে পারে। জাগ্রৎকালে বহির্জগতের সহিত নানাবিধ অনুকূল-প্রতিকূল সম্পর্ক থাকায় এবং স্বপ্ন-অবস্থাতেও মন সক্রিয় থাকায় ব্যাকুলভাব থাকে; আত্মা স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না। কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থার লয় হয় ইন্দ্রিয়সকলের বিরতি দ্বারা; স্বপ্নদশা অন্তর্হিত হয় মনেরও ক্রিয়া লোপ পাওয়ায়; তখন 'সম্প্রসাদ' অবস্থা। বেদান্তদর্শনের শঙ্করভাষ্যে ("ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ—বেঃ দঃ ১।৩।৮ সূত্রে) বলা হইয়াছে "সম্যক্ প্রসীদতি অস্মিন্", —যে স্থানে জীবাত্মা সম্যক্ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয় তাহাই 'সম্প্রসাদ'; সুষুপ্তস্থানকেই সম্প্রসাদ বলা হয়। তখন কোন প্রকার ক্লেশসম্বন্ধ থাকে না, সংশয়াদি কোন রূপ বিকল্পও থাকে না, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় শান্ত স্বচ্ছ সেই অবস্থা। তাহা আছে ইহাও অনুভব করা যায় না, কারণ কোন প্রকার প্রমাণজ্ঞানই তখন থাকে না, আবার তাহা নাই, ইহাও বলা চলে না; কারণ, জাগিয়া উঠিয়া সকলেই এই প্রকার 'প্রত্যভিজ্ঞা' বা স্মরণ প্রকাশ করে যে, 'আমি সুখে (ভালভাবে বেশ চমৎকার) ঘুমাইয়াছি'। আমি যদি সে সময় জ্ঞানস্বরূপ অবস্থায় বিদ্যমান না থাকি, জ্ঞান যদি না থাকে, তাহা হইলে কি ঐপ্রকার স্মৃতি হইতে পারে? সুতরাং আত্মার সুষুপ্তি-কালীন অবস্থার সাদৃশ্যে জগতের প্রলয়াবস্থা কথঞ্চিৎ বোদ্ধব্য।

"অব্যক্তঃ" না বলিয়া "অব্যক্তং" এইরূপ পাঠই গ্রহণ করা উচিত। তাহা হইলে উহার অর্থ হইবে, এই অব্যক্তাবস্থাপন্ন জগৎকে, "ব্যঞ্জয়ন্"=স্থূলরূপ বিকার (কার্য্যাবস্থা) সকলের দ্বারা প্রকাশিত করিয়া—। যাঁহার ইচ্ছানুসারে জগৎ পুনরায় স্থূলরূপে প্রকাশিত হইল তিনি নিজে, "প্রাদুরাসীৎ"=আবির্ভূত হইলেন। 'প্রাদুঃ' এই অব্যয় শব্দটীর অর্থ প্রকাশ হওয়া। তিনি "তমোনুদঃ"—। তমঃ হইতেছে মহাপ্রলয়ের অবস্থা; সেই তমঃ যিনি বিনাশ করেন, অর্থাৎ পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করেন, এই কারণে তিনি "তমোনুদ"। "মহাভূতাদি"-পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূত সকল। "মহাভূতাদি" এস্থলে "আদি" শব্দটী থাকায় আকাশাদি মহাভূত এবং তাহাদের গুণ, শব্দ, স্পর্শাদিও লক্ষিত হইতেছে। সেই সমস্ত পদার্থে 'বৃত্ত' অর্থাৎ প্রাপ্ত (প্রবৃত্ত) হইয়াছে 'ওজঃ' অর্থাৎ বীর্য্য বা সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য যাঁহার তাঁহাকে "মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ" এইরূপ বলা হইল। মহাভূত সকল স্বয়ং জগৎ নির্ম্মাণে অসমর্থ। তবে তিনি যখন সেই মহাভূতাদির মধ্যে শক্তি আধান করেন তখন সেগুলি বৃক্ষ প্রভৃতি বিকাররূপে পরিণত হয়। কিন্তু প্রকৃতির স্বরূপ প্রাপ্ত, প্রকৃতির শক্তি অবস্থায় স্থিত মহাভূত সকল জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে স্বতই সমর্থ, এরূপ অর্থ 'মহাভূত' শব্দের দ্বারা বুঝাইতেছে না অর্থাৎ সাংখ্যমতে প্রকৃতি স্বয়ংই জগৎরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহাতে কোন কর্ত্তার আবশ্যকতা নাই, এরূপ অর্থ এখানে অভিপ্রেত নহে। এখানে "মহাভূতানুবৃত্তৌজাঃ" এইরূপ পাঠান্তর আছে। সেপক্ষে অনুবৃত্ত অর্থ অনুগত; যাঁহার ওজঃ মহাভূতাদিতে অনুবৃত্ত অর্থাৎ অনুগত; —এই প্রকারে পূর্ব্বে যে অর্থ বলা হইল ইহাতেও তাহাই পাওয়া যায়। ৬

(শাস্ত্রৈকগম্য সেই ভগবান্‌কে যোগজশক্তি প্রভাবে সংস্কৃত মন দ্বারাই গ্রহণ করা যায়। তিনি সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সনাতন, চরাচরাত্মক নিখিল প্রপঞ্চের কারণ; তিনি অচিন্ত্য-স্বরূপ। তিনি স্বয়ংই উদ্‌ভূত হইলেন—প্রকটিত হইলেন।)

(মেঃ)—"যঃ অসৌ" এই দুইটী সর্ব্বনাম পদের দ্বারা পরব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতেছেন, তিনি যেন সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ আছেন। (কারণ যাহা একেবারেই অপ্রসিদ্ধ সর্ব্বনাম শব্দের দ্বারা তাহার উল্লেখ করা চলে না।) উপনিষৎ মধ্যে এবং অপরাপর অধ্যাত্মবিদ্যাপ্রতিপাদক শাস্ত্রে এবং ইতিহাসপুরাণ মধ্যে যিনি প্রসিদ্ধ, সেই তিনিই বক্ষ্যমাণ ধর্ম্ম (গুণ) বিশিষ্ট রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। "স্বয়ম্ উদ্‌বভৌ"=আপনা আপনিই উদ্ভূত হইয়াছিলেন অর্থাৎ শরীর গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'ভা' ধাতুর অনেকগুলি অর্থ আছে বলিয়া এখানে উহা 'উদ্‌ভব' অর্থ বুঝাইতেছে। অথবা উহার অর্থ দীপ্তি পাওয়াই; সুতরাং "উদ্‌বভৌ" ইহার অর্থ স্বতঃ প্রকাশ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রকাশ আদিত্যাদির আলোকসাপেক্ষ ছিল না। "অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ"—যাহা ইন্দ্রিয় সকলের অতীত তাহা অতীন্দ্রিয়; অব্যয়ীভাব সমাস। আর, "অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য" ইহা সুপ্‌সুপা সমাস; ইহার অর্থ, যাহা ইন্দ্রিয় সকল অতিক্রম করিয়া গৃহীত (জ্ঞানগম্য) হয়, কিন্তু কখনও ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না। যে জ্ঞানের দ্বারা তিনি গৃহীত হন তাহা যোগজ জ্ঞান—যোগ প্রভাবসঞ্জাত জ্ঞান; তাহা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র। অথবা, যাহা ইন্দ্রিয় সকলকে অতিক্রম করিয়া থাকে তাহা অতীন্দ্রিয়; এইভাবে ইহা মনকে বুঝায়; মন অতীন্দ্রিয়, কারণ উহা পরোক্ষ (প্রত্যক্ষযোগ্য নহে); এইজন্য তাহা ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় বা গ্রাহ্য নহে। এই কারণে বৈশেষিক দর্শনে মনকে অনুমান-প্রমাণগম্য বলা হইয়াছে; তাই ন্যায় দর্শনের সূত্রে বলা হইয়াছে, "একই সময়ে যে একটীর বেশী বিষয়ের জ্ঞান হয় না, ইহাই মনের অণুত্বের অনুমাপক"। সেই যে অতীন্দ্রিয় (মন) তাহার দ্বারা যাহা গৃহীত হয় তাহা 'অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য'। এইজন্য ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, "তিনি চক্ষুর দ্বারা গ্রহণযোগ্য নহেন; অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়গণও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী পুরুষগণ 'প্রসন্ন' মনের দ্বারাই তাঁহাকে সাক্ষাৎকার করেন"। 'প্রসন্ন মন' অর্থ রাগ (বিষয়াসক্তি) প্রভৃতি দোষের দ্বারা যাহা কলুষিত হয় নাই, এমন মনের দ্বারা। 'সূক্ষ্মদর্শী' বলিতে যাঁহারা তাঁহারই (ভগবানেরই) উপাসনায় নিরত থাকিয়া সূক্ষ্মদর্শনশক্তি লাভ করিয়াছেন।

"সূক্ষ্মঃ"=সূক্ষ্মের মত অর্থাৎ অণু; বাস্তবিক কিন্তু তিনি সূক্ষ্ম বা অণু প্রভৃতি বিকল্পের আশ্রয় নহেন (কারণ পরব্রহ্ম নির্গুণ; কাজেই তিনি "অস্থূলম্ অনণু"=স্থূলও নহেন, অণুও নহেন), কিন্তু তিনি সকল প্রকার বিকল্পের অতীত। এইজন্য কথিত আছেঃ—"সকল প্রকার কল্পনা কিংবা কাল্পনিক (আরোপিত) ধর্ম্ম তাঁহারই সত্তায় এবং প্রকাশে প্রকাশিত হইলেও তিনি

(সেই পরব্রহ্ম) উহার কোনটীর দ্বারা কোন প্রকার অবস্থা (বিকার বা গুণ) প্রাপ্ত হন না; তর্ক, আগম এবং অনুমান তাঁহার উপর বহু প্রকার কাল্পনিক ধর্ম্মের আরোপ করে (নানাভাবে কল্পনা করে); তিনি ভেদসম্বন্ধ রহিত, এবং ভাব, অভাব, ক্রম, অক্রম, সত্য ও মিথ্যা ইত্যাদি সকল প্রকার ধর্ম্ম শূন্য, তিনি বিশ্বাত্মা অর্থাৎ জগদ্‌ভ্রমের অধিষ্ঠান হওয়ায় সকল পদার্থের মধ্যেই সৎ-রূপে অনুস্যূত: তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই তিনি জীবের অন্তঃকরণে প্রকাশিত হন"। তিনি সূক্ষ্ম বলিয়া অব্যক্ত এবং "সনাতনঃ"—অর্থাৎ অব্যক্তের স্বভাবসিদ্ধ যে অনাদি-অনন্ত ঐশ্বর্য্য (ঈশ্বরত্ব) তাহা তাঁহাতে আছে। যাঁহাদের মতে হিরণ্যগর্ভের পদ কর্ম্ম দ্বারা লাভ করা যায় তাঁহাদের মতানুসারেও 'সনাতন' বলিলে কোন দোষ হয় না ; কারণ তাহা কর্ম্মলভ্য ; এজন্য তাহার আদি থাকিলেও অন্ত নাই ; যেহেতু তাঁহার স্বর্গাদি ফল ভোগ করিবার যে যোগ্যতা তাহার কখনও হানি ঘটে না। (এই অংশটী অসংলগ্ন।)

"সর্ব্বভূতময়ঃ"=সকল ভূতবর্গ আমায় সৃষ্টি করিতে হইবে এইরূপ ভাবনা যাঁহার চিত্তে আছে; এই প্রকার গুণযুক্ত যিনি তাঁহাকে 'ভূতাত্মা' বলা হয়; তিনিই 'সর্ব্বভূতময়' বলিয়া কথিত হন। যেমন, মৃন্ময় ঘট মৃত্তিকার বিকার (মাটীর তৈয়ারি) বলিয়া তাহার অবয়ব মৃত্তিকার দ্বারাই নির্ম্মিত, সেইরূপ যে কেহ কোন কিছু অত্যন্ত ভাবনা (চিন্তা) করে তাহাকেও গৌণভাবে 'তন্ময়' বলা হয়। যেমন স্ত্রীময় এই লোকটা; ঋঙময়, যজুর্ময় ইত্যাদি। অথবা, অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতানুসারে বলা যায়,—চেতনই হউক আর অচেতনই হউক কোন পদার্থই পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্রভাবে নাই (তাহাদের কোন স্বতন্ত্রসত্তা নাই); যেহেতু এই জগৎ তাঁহারই বিবর্ত্ত। এই কারণে এই বিবর্ত্ত সকল যখন ভূতময় আর ইহার অধিষ্ঠানভূত কারণস্বরূপ সেই যে পরমাত্মা তিনি ইহাদের সহিত ভেদরহিত কাজেই তাঁহাকে যে 'ভূতময়' বলা হইয়াছে ইহা সঙ্গতই হইয়াছে। যিনি স্বরূপত এক তাঁহার নানাপ্রকার বিবর্ত্ত বলা হয় কিরূপে, ইহার উপপত্তি (যুক্তি) কি? কারণ বহুত্ব একত্বের বিরোধী। ইহার উত্তরে বিবর্ত্তবাদিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন :—যেমন সমুদ্র বায়ু দ্বারা তাড়িত হইলে তাহা হইতে বহু তরঙ্গ উত্থিত হয়, সেই তরঙ্গগুলি কিন্তু সেই সমুদ্র হইতে ভিন্ন নহে কিংবা সমুদ্রও স্বরূপত সেই তরঙ্গের দোষে অথবা গুণে লিপ্ত হয় না, সেই তরঙ্গগুলি পরমার্থতঃ সমুদ্র হইতে ভিন্ন নয় কিংবা অভিন্নও নয় (সেগুলিকে ভিন্নও বলা যায় না, আবার অভিন্নও বলা যায় না) এই জগৎপ্রপঞ্চকেও ঐরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বলা যায় না এবং অভিন্নও বলা যায় না।*

"সর্ব্বভূতময়ঃ" ইহার পর একটী "অপি" শব্দ ধরিয়া লইতে হইবে। সুতরাং তাহাতে অর্থ হইবে,—তিনি সর্ব্বভূতময় হইয়াও 'অচিন্ত্য'। তিনি যখন স্বীয় নিষ্প্রপঞ্চ নির্গুণস্বরূপে থাকেন তখন তিনি অগ্রাহ্য—জ্ঞানের অবিষয়; কিন্তু তিনি যখন বিবর্ত্তাবস্থায় থাকেন তখন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। এইরূপ, তিনি সূক্ষ্ম; 'অপি' শব্দ অধ্যাহার করিয়া এরূপ অর্থও পাওয়া যায় যে, তিনি স্থূলাবস্থায় স্থূল। তিনি অব্যক্ত, আবার ব্যক্তও বটে ; তিনি শাশ্বত, আবার অশাশ্বতও বটে; তিনি ভূতময়, আবার তাহাদের রূপরহিত। এইভাবে বিবর্ত্তের অবস্থাভেদেই তাঁহার অবস্থার ভেদ হয়, পারমার্থিকভাবে কিন্তু কোন ভেদ বা পরিবর্ত্তন নাই। (যেমন রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম ঘটে তখন সেই রজ্জুটী সর্পরূপে বিবর্ত্ত প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সর্পের কোন দোষ বা গুণ কোনরূপেও সেই রজ্জুকে স্পর্শ করে না, এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।) এইভাবে বিবর্ত্তের অবস্থাভেদেই একই পদার্থে একত্ব এবং নানাত্ব যে বিরুদ্ধ নহে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া লইতে হইবে। তিনি "অচিন্ত্যঃ" অর্থাৎ অত্যন্ত আশ্চর্য্যরূপ; কারণ, সকল বস্তু হইতে স্বতন্ত্র প্রকার যে শক্তি, তিনি সেই শক্তিযুক্ত। ৭

(তিনি অনন্তপ্রকার এই চরাচর সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় সংকল্প করিয়া নিজ শরীর হইতে প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীজ নিক্ষিপ্ত করেন।)

(মেঃ)—"সঃ"=তিনি, পূর্ব্বের বিশেষণগুলি যাঁহার সম্বন্ধে বলা হইল, এবং ঋগ্বেদের "প্রথমে হিরণ্যগর্ভ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন" ইত্যাদি মন্ত্রে যাঁহাকে 'হিরণ্যগর্ভ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে,—।

---

*বেদান্তদর্শনের "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (বেঃ দঃ ২।১।১৩ সূঃ) ইত্যাদি সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য দ্রষ্টব্য। তথায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

"বিবিধাঃ"=নানা প্রকার "প্রজাঃ"=প্রাণী "সিসৃক্ষুঃ"=সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া "আদৌ"=প্রথমে "অপঃ"=জল "সসর্জ্জ"=উৎপাদন করিলেন; "শরীরাৎ স্বাৎ"=যে শরীর তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই নিজ শরীর হইতে। অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে, প্রধানই (মায়াই) তাঁহার সেই শরীর, কারণ তাহা (সেই প্রধান) তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে চলে এবং তাহাই জড়স্বরূপ হওয়ায় স্বভাবতঃ জড় শরীর নির্ম্মাণের কারণ হইয়া থাকে। আচ্ছা, তিনি যে, সমস্ত জীবের শরীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা কি লোকে যেমন কুদ্দাল প্রভৃতি দ্বারা ভূমি খনন করে সেইরূপ জড়পদার্থের ব্যাপার দ্বারা করিয়াছিলেন? (উত্তর)—না, সেরূপ করেন নাই। তবে কিরূপে? (উত্তর)—"অভিধ্যায়"= অভিধ্যানপূর্ব্বক করিয়াছিলেন; 'জল উৎপন্ন হউক' এই প্রকার ইচ্ছামাত্রেই—কেবল ইচ্ছা দ্বারাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এস্থলে কেহ কেহ এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন—তখন পৃথিবী প্রভৃতি না থাকায় জল যে সৃষ্টি করা হইল তাহার আধার কি ছিল? অর্থাৎ পৃথিবীর উপরই জল থাকে; কিন্তু তখন পৃথিবী সৃষ্টি হয় নাই; তাহা হইলে জল রহিল কোথায়? ইহার উত্তরে সেই বাদিগণকে একথা বলা যায়, আচ্ছা বল ত জিজ্ঞাসা করি স্রষ্টা পরমেশ্বরও যে শরীর গ্রহণ করিলেন তাঁহারই বা থাকিবার আশ্রয় কি? ইহারও ত উত্তর বলা উচিত! আর যদি বলা হয় কর্ত্তা পরমেশ্বরের যে শক্তি তাহার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করা চলে না, কারণ তাঁহার যে ঈশ্বরত্ব এবং আতিশয্য আছে তাহা বিলক্ষণ অর্থাৎ স্বতন্ত্র প্রকার (অন্যের সহিত সমান নহে)। ইহার উত্তরে বক্তব্য, ঐরূপ ধর্ম্মের সাদৃশ্য এই জল সৃষ্টির বেলায়ও ত রহিয়াছে; তবে আপত্তি কেন? "তাসু"=সেই জলমধ্যে "বীজম্"=শুক্র "অবাসৃজৎ"=নিষেক করিলেন। ৮

(তাহাই সুবর্ণকান্তি সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মাণ্ড হইল। তাহাতে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং উৎপন্ন হইলেন।)

(মেঃ)—প্রথমতঃ প্রধান (প্রকৃতি বা মায়া) সর্ব্বব্যাপী মূর্ত্তিকারূপে পরিণত হইল। হিরণ্যগর্ভের বীর্য্যের সংযোগে তাহা কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। তাহাই বলা হইতেছে "তৎ অণ্ডং সমভবৎ"=তাহা অণ্ডরূপে পরিণত হইল। যাহা হেম (স্বর্ণ) সম্বন্ধীয় তাহা হৈম; সুতরাং 'হৈম' অর্থ স্বর্ণময়। স্বর্ণের উজ্জ্বলতার সহিত সাদৃশ্য থাকায় ইহাকে স্বর্ণময় বলা হইয়াছে। কেহ হয়ত এখানে প্রশ্ন করিতে পারেন, এই যে বিষয়টী এখানে বর্ণনা করা হইতেছে ইহার স্বরূপ কেবল শাস্ত্র হইতেই জানা যায়। কিন্তু শাস্ত্রে ত এখানে 'ইব' শব্দ পঠিত হয় নাই। তাহা হইলে কিরূপে 'ইব' শব্দের অর্থ ধরিয়া লইয়া ঐভাবে গৌণার্থকরূপে ব্যাখ্যা করা হইল—'স্বর্ণের ন্যায়' এইরূপ বলা হইল? কারণ, মূলে আছে 'তাহা স্বর্ণময় হইল'। এরূপ ব্যাখ্যা করিবার অনুকূলে অন্য কোন প্রমাণও ত নাই? ইহার উত্তরে বলা যায়,—১৩ শ্লোকে আচার্য্য স্বয়ং বলিবেন "তিনি সেই দুইটী খণ্ডের দ্বারা দ্যুলোক এবং ভূলোক নির্ম্মাণ করিলেন"। এই যে ভূমি—ভূলোক, ইহা মৃৎস্বরূপই; কিন্তু ইহা সর্ব্বত্র সুবর্ণময় নহে। এই কারণে এখানেও 'হৈম' পদের ঔপচারিক অর্থই গ্রহণ করা হইয়াছে। "সহস্রাংশু"=সূর্য্য। অংশু অর্থ রশ্মি (কিরণ); সেই অণ্ডের প্রভা (দীপ্তি) তাহার তুল্য। সেই অণ্ডমধ্যে ব্রহ্মা স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন। হিরণ্যগর্ভই ব্রহ্মা। "স্বয়ম্" ইহার অর্থ আগেই বলা হইয়াছে। তিনি যোগশক্তিবলে, প্রথমে যে শরীর গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করিয়া অণ্ডমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অথবা, তিনি শরীরহীন হইয়াই জল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার পর অণ্ডমধ্যে নিজ শরীর ধারণ করিলেন।

অথবা, "যোঽসৌ" ইত্যাদি সপ্তম শ্লোকে যাহার কথা বলা হইয়াছে তিনি আলাদা, আর এইখানে যাঁহাকে 'অণ্ডমধ্যে জাত ব্রহ্মা' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে তিনিও আলাদা। আচার্য্য স্বয়ং "তদ্বিসৃষ্টঃ" ইত্যাদি শ্লোকে এই কথা বলিবেন। 'তদবিসৃষ্ট' অর্থ সেই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট। (প্রশ্ন) তাহা হইলে, 'তিনি স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন' ইহা বলা হইল কিরূপে? কারণ, ঐস্থলে ত ব্রহ্মাকেই স্বয়ম্ উৎপন্ন বলা হইয়াছে? (উত্তর) ইহা দোষের নহে; কারণ, পিতার নামে পুত্রকেও উল্লেখ করা হয়। যেহেতু, আত্মাই আত্মা হইতে জন্মিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে আসল কথা এই যে, আচার্য্য এই সমস্ত বিষয়গুলি যে সকল বেদবচন অনুসারে লিখিয়াছেন সেগুলির তাৎপর্য্য ইহাতে নাই; (এই প্রকার সৃষ্টি প্রতিপাদন করা সেগুলির তাৎপর্য্য নহে)। কাজেই এই সমস্ত বর্ণনার তাত্ত্বিকত্বের উপর আগ্রহ না রাখাই উচিত। কারণ, তিনি স্বয়ংই জন্ম গ্রহণ করুন অথবা আলাদা একজন তাঁহা দ্বারা সৃষ্টই হউন, ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ করিবার সহিত তাহার কোন উপযোগিতা নাই—তাহাতে কিছু আসে যায় না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সমস্ত লোকের

তিনি পিতামহ। তাঁহার এই যে পিতামহ সংজ্ঞা (নাম) ইহা ঔপচারিকভাবে অর্থাৎ সাদৃশ্যমূলক গৌণভাবে বলা হয়; ইহা মুখ্য বা আসল নহে। কারণ, বস্তুগত্যা এরূপ দৃষ্ট হয় না (যে তিনি পিতার পিতা)। তবে পিতামহ যেমন পিতা অপেক্ষাও অধিক পূজনীয় (তিনিও সেইরূপ অধিক পূজনীয়)। ৯

(অপ্‌কেই 'নর' বলা হয়। কারণ, অপ্‌ হইতেছে নরের—পরম পুরুষের সন্তান। সেই অপ্‌ ইঁহার প্রথম অয়ন বা আশ্রয়। সেইজন্য—ঐ প্রজাপতি 'নারায়ণ' নামে স্মৃত।)

(মেঃ)—ক্রিয়াশক্তি এবং জ্ঞানশক্তির আধিক্য অনুসারে যিনি জগৎকারণ পুরুষ, যাঁহাকে বেদমধ্যে 'নারায়ণ' বলা হইয়াছে তিনিই এখানে বর্ণিত এই ব্রহ্মা। শব্দের ভেদ (নামের পার্থক্য) রহিয়াছে বলিয়া বস্তুর কোন ভেদ হইবে না। ব্রহ্মা, নারায়ণ, মহেশ্বর—ইঁহারা একই বস্তু, উপাস্যরূপে ইঁহাদের ভেদ প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ কিন্তু ইঁহাদের কোন ভেদ নাই। দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহা দেখান হইবে। কিরূপে ইহা সঙ্গত হয় তাহাই বলিতেছেন,—। জলকে 'নর' এই শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে—সুতরাং 'নর' অর্থ জল। আচ্ছা, জলকে যে 'নর' বলা হইল ইহা ত সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিগণের ব্যবহার নহে; আর এ রকম প্রসিদ্ধিও ত নাই? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "আপো বৈ নরসূনবঃ" অর্থাৎ জল হইতেছে 'নরের' সন্তান। সেই পরমেশ্বর কিন্তু 'নর' অর্থাৎ 'পুরুষ' এই নামে প্রসিদ্ধ (যেমন বেদে তাঁহার সম্বন্ধে কতকগুলি যে বিশেষ মন্ত্র আছে তাহাকে 'পুরুষসূক্ত' বলা হয়)। আর জল হইতেছে তাঁহার 'সূনু' অর্থাৎ সন্তান। এইজন্য জলকে 'নর' বলা হয়। পিতার নামে সন্তানকেও যে উল্লেখ করা হয় ইহা সংস্কৃত ভাষায় বহুস্থলে প্রয়োগ দেখা যায়; যেমন, বশিষ্ঠের সন্তান 'বশিষ্ঠ', ভৃগুর সন্তান 'ভৃগু', 'বভ্রুমণ্ডলক' ইত্যাদি। পিতা এবং সন্তানের মধ্যে ঔপচারিকভাবে অভেদ ধরিয়া লইয়া এইভাবে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। "তাঃ"=সেই যে অপ্‌ (জল), যাহাকে 'নর' শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়,—। "যৎ"=যে প্রকারে (যেহেতু) "অস্য"=এই গর্ভস্থ প্রজাপতির, "পূর্ব্বম্‌ অয়নম্‌"=প্রথম সৃষ্টি অথবা প্রথম আশ্রয়, "তেন"=সেই হেতু "নারায়ণঃ স্মৃতঃ"= তিনি 'নারায়ণ' বলিয়া অভিহিত হন। 'নর যাঁহার অয়ন' এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে শব্দটী হয় 'নরায়ণ'। "অন্যেষামপি' দৃশ্যতে" এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে এখানে 'নরায়ণ' শব্দের প্রথম অকারটী দীর্ঘ হইয়া 'নারায়ণ' হইয়াছে। যেমন 'পুরুষ' শব্দের আদি উকারটী দীর্ঘ হইয়া 'পূরুষ' হয়, ইহাও সেইরূপ। অথবা 'নরায়ণ' শব্দের উত্তর সামূহিক (সমষ্টি) অর্থে 'অণ্‌' প্রত্যয় হইয়াছে। (আর তদনুসারে প্রথম অকারটী দীর্ঘ হইয়াছে। তিনি সমষ্টিশরীরাত্মক বিরাট্‌ পুরুষ—এই প্রকার অভিপ্রায়ে সামূহিক অর্থ বলা হইয়াছে। তিনি সকল স্থূল শরীরের সমষ্টিস্বরূপ।) ১০

(সেই যে জগৎকারণ যিনি অব্যক্ত, যিনি নিত্য, যিনি 'সদসদাত্মক', তাঁহা হইতেই ঐ পুরুষ—নারায়ণ উৎপন্ন; তিনি লোকমধ্যে ব্রহ্মা এই নামে অভিহিত হন।)

(মেঃ)—"যৎ তৎ কারণম্‌"=সেই যে কারণ (জগৎ কারণ), তিনি সকল সময় কারণই থাকেন, কখন কার্য্য হন না, কিংবা তাঁহার শরীর পরের ইচ্ছা অনুসারে হয় না; কিন্তু সেই 'কারণ' স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ মহিমযুক্ত হইয়া "অব্যক্তং"=নিত্যমুক্ত, এ অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। "সদসদাত্মকম্‌"= তিনি সৎস্বরূপও বটে আবার অসৎস্বরূপও বটে। সৎ এবং অসৎ—'সদসৎ'; সেই সৎ এবং অসৎ হইয়াছে 'আত্মা' অর্থাৎ স্বভাব যাহার তাহাকে এইরূপ (সদসদাত্মক) বলা হয়। (প্রশ্ন) একই বস্তুর (একই সময়ে) পরস্পর বিরুদ্ধ দুই প্রকার ধর্ম্ম কিরূপে সম্ভব? ইহার উত্তর বলা যাইতেছে। যাহারা স্থূলদর্শী তাহারা তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না; কাজেই তাহাদের কাছে সেই পরমাত্মা 'সৎ'রূপে প্রতীয়মান হন না; এজন্য তাহাদের দৃষ্টি অনুসারে তিনি অসৎস্বরূপ। আবার শাস্ত্র হইতে তাঁহাকে এই নিখিল প্রপঞ্চের কারণ বলিয়া জানা যায়; এজন্য তিনি সদাত্মক (সৎস্বরূপ)। কাজেই যাহারা অনুভব করে তাহাদের অনুভবের পার্থক্য থাকায় তদনুসারে পরমাত্মাকে যে পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবদ্বয়যুক্ত বলা হয় ইহাতে কোন বিরোধ নাই।

আচ্ছা, সমস্ত ভাবপদার্থই ত এই প্রকার, সেগুলি নিজ স্বরূপতঃ 'সৎ' এবং অন্যের আরোপিত রূপে 'অসৎ'; সুতরাং সদসদাত্মকত্ব কেবল পরব্রহ্মে থাকিলে কোন বিরোধ নাই, এরূপ কথা কিজন্য

বলা হইতেছে? ইহার উত্তরে বলা যায়, অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কোন পদার্থই নাই। কাজেই 'পর' বলিয়া আর অন্য কিছুই থাকিতে পারে না ; সুতরাং তাহার স্বরূপ অনুসারে ঐ 'পররূপে' ব্রহ্মে অন্য পদার্থের স্বরূপের পারমার্থিক অভাব আছে ইহা কিরূপে বলা যাইবে?

"তদ্বিসৃষ্টঃ"=সেই পরম পুরুষের দ্বারা বিসৃষ্ট অর্থাৎ সেই অণ্ডমধ্যে নির্ম্মিত যে পুরুষ তিনিই জগতে 'ব্রহ্মা' এই নামে অভিহিত হন। দেবগণ কিংবা অসুরগণ অথবা মহর্ষিগণ উগ্র তপস্যা করিতে থাকিলে যিনি তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিবার নিমিত্ত সেই সেই স্থানে আবির্ভূত হন—ইত্যাদি প্রকারে যাঁহার বর্ণনা মহাভারত প্রভৃতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনিই সেই মহাপুরুষ পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে সৃষ্ট হইয়াছেন।

কেহ কেহ "ত্বমেবৈকঃ" ইত্যাদি শ্লোকগুলি অন্য প্রকারে যোজনা করিয়া অর্থ করেন। তাঁহাদের মতানুসারে "ত্বমেবৈকঃ" ইত্যাদি তৃতীয় শ্লোকটীর অর্থ এইরূপ—। "অস্য"=এই জগতের:—প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান জগৎকে নির্দ্দেশ করিয়া এখানে "অস্য" বলা হইতেছে ('ইদম্' শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে)। এই সমগ্র জগতের যে 'বিধান' অর্থাৎ নির্ম্মাণ তাহা স্বয়ম্ভূর সৃষ্টি। ইহা 'অচিন্ত্য' অর্থাৎ অতি অদ্ভুত, বিচিত্র ইহার রূপ। ইহা 'অপ্রমেয়' অর্থাৎ অতি মহৎ, সকলে ইহা জানিতে সমর্থ নহে। তাই ঋষি (ঋগ্বেদে) বলিতেছেন "কে ঠিক ইহা জানেন, কেই বা বলিবেন? এই জগৎ কোথা হইতে জন্মিল, ইহা কোথায় আছে"? এই জগৎ কি কোন উপাদান কারণ হইতে জন্মিয়াছে? অথবা ইহা আকস্মিক—বিনা কারণে হঠাৎ জন্মিয়া গিয়াছে? যেমন বুদ্ধের (চার্ব্বাক?) দর্শনে বলা হইয়াছে। ইহা কি ঈশ্বরের ইচ্ছায় সৃষ্ট হইয়াছে অথবা কেবল কর্ম্মবশে উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ ভগবদিচ্ছাই কি ইহার উৎপত্তির কারণ অথবা কর্ম্ম (জীবের অদৃষ্ট) ইহার উৎপত্তির হেতু? অথবা ইহা কি স্বভাবতঃই উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহা কি অপ্রমেয়? এইরূপ, ইহা কি মহদাদিক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে অথবা দ্ব্যণুকাদিক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে?* আপনিই ইহার 'কার্য্য', ইহার 'তত্ত্ব' এবং ইহার 'অর্থ' অবগত আছেন (আপনি 'কার্য্যতত্ত্বার্থবিৎ')। (কার্য্য কি তাহাই সাংখ্যমতে ব্যাখ্যা করিতেছেন—) অহঙ্কার মহৎ-তত্ত্বের কার্য্য। তন্মাত্র সকল 'অবিশেষ' নামে অভিহিত হয়; সেগুলি অহঙ্কারের কার্য্য। পঞ্চ মহাভূতকে বলা হয় 'বিশেষ'; সেগুলি তন্মাত্র সকলের কার্য্য। একাদশ ইন্দ্রিয়ও অহঙ্কারের কার্য্য। 'বিশেষ' নামক মহাভূত সকলের কার্য্য হইতেছে স্থূল দেহ—ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় পদার্থ। ঐগুলিরও যখন প্রত্যয় (জ্ঞান) হয় তখন উহাদেরও 'তত্ত্ব' অর্থাৎ স্বভাব, যেমন, মহত্তের 'তত্ত্ব' (স্বভাব) কেবল মূর্ত্তি (বিকার) ; কাজেই সমস্ত প্রকৃতির যে বিকারাবস্থা তাহাকে 'মহৎ' বলা হয়। এইজন্য (সাংখ্যদর্শনে এবং সাংখ্যকারিকায়) বলা হইয়াছে প্রকৃতি হইতে 'মহান্' অর্থাৎ মহৎ তত্ত্ব হইয়াছে। প্রকৃতি ও প্রধান দুইটী শব্দেরই অর্থ এক। অহঙ্কার তত্ত্ব হইতেছে "অস্মি"=আমি আছি ইত্যাকার জ্ঞানমাত্র। আর, 'অবিশেষ' (তন্মাত্র) সকলের স্বরূপ হইতেছে এই যে, সেগুলি

*কার্য্যকারণতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনটী মতবাদ আস্তিকদর্শনে প্রসিদ্ধ। পরমাণুকারণতাবাদ অথবা আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ এবং বিবর্ত্তবাদ। নাস্তিকদর্শনে বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়মতে, সংঘাতবাদ প্রভৃতিও স্বীকৃত হয়। তন্মধ্যে পরমসূক্ষ্ম অবিভাজ্যস্বরূপ দুইটী পরমাণুর সংযোগে জন্মে একটী দ্ব্যণুক, অধিক স্থূল; ঐরূপ তিনটী দ্ব্যণুকে হয় একটী ত্রসরেণু, ইহা তদপেক্ষাও স্থূল—স্থূলতর। এবং সেই ত্রসরেণু হইতে স্থূলতম চতুরণুকাদি উৎপন্ন হইয়া সকল দৃশ্যমান কার্য্য এবং জগৎ সৃষ্ট হয়; ইহাই আরম্ভবাদীয় সিদ্ধান্ত। আর সাংখ্যসিদ্ধান্তে পরিণামবাদ স্বীকৃত। এই মতে প্রত্যেকটী কার্য্যই তাহার আসল যে কারণ তাহারই পরিণাম বা অবস্থান্তরমাত্র। যেমন, একটী মৃৎপিণ্ড হইতে যখন একটী কলস উৎপন্ন হয় তখন প্রথমতঃ মৃত্তিকার ঐ যে পিণ্ডাবস্থা উহাও একটী কার্য্য, উহা নিজ কারণ মৃত্তিকায় অদৃশ্য হয়; তখন পুনরায় প্রকৃতিভূত যে মৃত্তিকা, যাহা অখণ্ডস্বরূপে তাহাই, ঐ কলসরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে,—দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। দধি দুগ্ধের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকে; সকল কার্য্যই এইরূপ। সুতরাং এমতে ছোট থেকে বড় জন্মে না, কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যের যাহা প্রকৃতি তাহা বড়—তাহা বিশ্বব্যাপক; সেই বড় থেকেই ছোট ছোট কার্য্য জন্মিয়া থাকে। জগতের মূল কারণ প্রকৃতি। সৃষ্টিকালে তাহার যে প্রথম পরিণাম তাহার নাম 'মহৎ'; ইহাই প্রকৃতির প্রথম কার্য্য। সেই মহৎ হইতে অহঙ্কার; তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্রাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাই মহদাদিক্রমে জগৎসৃষ্টি। আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ 'বিবর্ত্তবাদ' স্বীকার করেন।

'অবিশেষ' ইত্যাকারে জ্ঞানের বিষয় হয়।** "অর্থঃ"=প্রয়োজন; এই বস্তু পুরুষার্থ, ইহা এই প্রকারে পুরুষের উপকারে লাগে এবং ইহা এই প্রয়োজন সাধন করে। এস্থলে বক্তব্য এই যে, যাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়ে আচার্য্যের নিকট জানিতে গিয়াছেন তাঁহাদের নিকট, জগৎ কিভাবে সৃষ্ট হইয়াছে, আচার্য্যের পক্ষে তাহা জানা অথবা না জানাতে কোন কিছু আসে যায় না যদিও, এবং তাহা এখানে প্রশ্নের বিষয়ও নহে যদিও, তথাপি যাহা অন্য প্রকারে জানা কঠিন, এমন কি মহর্ষিগণও যে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি সেই সকল বিষয় অবশ্যই জিজ্ঞাস্য এবং মনুর পক্ষেও তাহা ব্যাখ্যা করা উচিত। যে বস্তু ছয়টী প্রমাণের সাহায্যেও জানা যায় না, তাহাও আপনি জানেন—আপনি আর্যজ্ঞান প্রভাবে তাহাও অবগত আছেন; পক্ষান্তরে ধর্ম্ম ত বেদ হইতে জানা যায়; কাজেই আপনি অবশ্যই তাহা বিশেষভাবে জ্ঞাত আছেন—এইভাবে এস্থলে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বক্তার প্রশংসা প্রকাশ করিবার জন্যই সৃষ্টিতত্ত্বের অবতারণা। (কাজেই ইহাতে কোন অপ্রাসঙ্গিকতা দোষ হয় নাই।) এই প্রকারে প্রশংসা দ্বারা তাঁহাকে উৎসাহিত করা হইলে তিনি প্রথমতঃ জগৎ সৃষ্টির বিষয়ই বলিতেছেন "আসীদিদম্" ইত্যাদি।

"ততঃ স্বয়ম্ভূঃ" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। স্বয়ম্ভূ ইত্যাদি শব্দগুলি দ্বারা সাংখ্যসম্মত যে প্রধান (প্রকৃতি) তাহাকেই নির্দ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে। প্রধানকে স্বয়ম্ভূ বলা হইয়াছে; কারণ প্রধান স্বয়ংই (স্বতই) "ভবতি"=পরিণাম প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মহৎতত্ত্বরূপ বিকার বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। সাংখ্যমতে স্বভাবসিদ্ধ (নিত্য) ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই। কাজেই অচেতন বা জড় প্রকৃতি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসরণ করিয়া যে চলিবে তাহা স্বীকার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। দুগ্ধ অচেতন জড়পদার্থ হইলেও যেমন ঘন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দধি হইয়া যায় সেই রকম প্রকৃতিরূপ প্রধানও বিকারভাব প্রাপ্ত হয়; ইহা বস্তুর স্বভাব ছাড়া আর কিছু নহে। এই মতানুসারে, 'ভগবান্' ইহার অর্থ নিজ ব্যাপারে যাহার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে। "মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ"=মহাভূতাদিকে দ্বার করিয়া প্রকাশমান স্বীয় কার্য্যে যে উৎসাহ অর্থাৎ উন্মুখতা তাহাই "ওজঃ"; তাহাকেই সামর্থ্য বলা হয়। 'আদি' শব্দটী এখানে প্রকার ও ব্যবস্থা বুঝাইতেছে। (কি প্রকারে এবং কি নিয়মে প্রধান হইতে সৃষ্টি হয় তাহা বুঝাইতেছে।) সুতরাং 'অব্যক্ত' 'মহৎ'-তত্ত্ব প্রভৃতির কারণ হইতেছে। সেই 'অব্যক্ত' যখন বিকারভাব প্রাপ্ত হয় তখন তাহা নিজের সেই যে সূক্ষ্ম পূর্ব্বাবস্থা তাহা হইতে প্রচ্যুত হয়; তখন তাহা (সত্ত্বগুণের আধিক্যবশতঃ) প্রকাশময় হইয়া থাকে; এইজন্য তাহা তমোগুণকে অভিভূত করে বলিয়া 'তমোনুদ' নামে উল্লিখিত হয়। 'প্রধান' শব্দটী ক্লীবলিঙ্গ হইলেও এখানে যে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ করা হইয়াছে সেজন্য এখানে একটী 'অর্থ' শব্দের অধ্যাহার করিতে হইবে। আবার, প্রধান প্রভৃতিকে বুঝাইবার জন্যও 'পুরুষ' শব্দের প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ পুরুষ বলিতে প্রধানকেও বুঝায়। যেমন "তেষামিদং তু" (১।১৯) ইত্যাদি শ্লোকে পুরুষ শব্দটীকে প্রধান প্রভৃতিকে বুঝাইবার জন্য ঐপ্রকার অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে দেখা যায়।

"যোঽসৌ" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। "সোঽভিধ্যায়" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ,—। অভিধ্যান এখানে উপচারিক (গৌণ); কারণ প্রধান অচেতন; কিন্তু ইচ্ছাত্মক অভিধ্যান হইতেছে চেতনের ধর্ম্ম। সুতরাং প্রধানের পক্ষে অভিধ্যান করা সম্ভব নহে। যেমন কোন চেতনাবান্ ব্যক্তি অভিধ্যান করিয়াই কার্য্য সম্পাদন করে। সচেতন পদার্থের সহিত প্রধানের অভিধ্যান বিষয়ে এইমাত্র সাদৃশ্য যে, ইহা অন্য কোন কার্য্যের সাহায্য না লইয়া এবং ঈশ্বরের ইচ্ছারও অপেক্ষা না রাখিয়া স্বীয় স্বভাববশতই মহদাদি বিকাররূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়; এই যে অন্যানিরপেক্ষভাবে কার্য্যজনকত্ব ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে "অভিধ্যায়"= অভিধ্যান করিয়া।

**'বিশেষ' অর্থাৎ মহাভূত সকলের বিশেষত্ব এই যে, সেগুলি সকল সময়েই কোন না কোন একটী বিশেষ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নরূপে জ্ঞানগোচর হয়। যেমন,—ভূমি নয়, পিণ্ড নয়, ঢেলা নয়, ঘট শরাবাদিও নয় অথচ মৃত্তিকা, কিংবা নীল নয়, পীত নয়, লোহিত নয় অথচ রূপ—এভাবে কেবলমাত্র সামান্যধর্ম্মসহকারে মৃত্তিকা (পৃথিবী) কিংবা রূপ প্রভৃতির প্রতীতি হইতে পারে না। কিন্তু 'অবিশেষ' ঐপ্রকার বিশেষ অবস্থাসহকারে জ্ঞানগোচর হয় না, তাহাদের ঐপ্রকার বিশেষ অবস্থা নাই। এইজন্য সেগুলি কেবল যোগজ প্রত্যক্ষেরই বিষয় হইয়া থাকে কিংবা অনুমান দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে। এই কারণে উহাদিগকে 'তন্মাত্র' বলা হয়।

"অপ আদৌ সসর্জ্জ"=প্রথমে জল সৃষ্টি করিলেন। এখানে ক্ষিতিরূপ যে মহাভূত তাহার সৃষ্টির পূর্ব্বে জল সৃষ্টি করিলেন, এইভাবেই ঐ জল সৃষ্টির প্রথমত্ব; তাই বলিয়া যে 'মহৎ প্রভৃতি তত্ত্বের উৎপত্তির পূর্ব্বেই জল সৃষ্ট হইল, এরূপ নহে। আচার্য্য স্বয়ং ইহা "তেষামিদং তু" (১।১৯ শ্লোঃ) ইত্যাদি শ্লোকে বলিবেন। সুতরাং প্রথমে তত্ত্বগুলির উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার পর মহাভূত সকলের সৃষ্টি হয়। "তাসু বীর্য্যম্" ইত্যাদির অর্থ,—সেই জল সকলের মধ্যে 'বীর্য্য' অর্থাৎ শক্তি সৃষ্টি করিলেন। ঐ সৃষ্টি করার কর্ত্তা হইতেছেন প্রধানই।

পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূত উৎপত্তিকালে প্রধানই সর্ব্বত্র কঠিনতা প্রাপ্ত হইল—কঠিন হইয়া গেল; এইভাবে তাহা অণ্ডরূপে পরিণত হইল। "তদণ্ডম্" ইত্যাদির অর্থ,—। স্ত্রী পুরুষের সংযোগ ব্যতীতই যেমন তত্ত্ব সকল প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল ব্রহ্মাও সেইরূপ আগেকার কর্ম্মের প্রভাবে নিজ মহিমাতেই উৎপন্ন হইলেন। দংশ (ডাঁশ), মশক প্রভৃতির শরীর যেমন যোনিসম্ভূত নহে তাঁহার শরীরও সেইরূপ; তাহা অযোনিজ। "তদ্বিসৃষ্টঃ" অর্থ সেই প্রধানের দ্বারা সৃষ্ট। শরীর সেই প্রধানেরই বিকার; এজন্য উহাকে 'তদ্বিসৃষ্ট' বলা হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশের অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। এই শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য কি, তাহা আমরা আগেই ব্যাখ্যা করিয়াছি। আসলে কিন্তু এগুলি অর্থবাদ; কাজেই গুণবাদ অবলম্বন করিয়া এগুলির যাহা হয় একটা অর্থ দেখান যায়। ১১

(সেই ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অণ্ড মধ্যে এক বৎসরকাল থাকিয়া নিজ ইচ্ছায় নিজেই সেটীকে দুই ভাগ করিলেন।)

(মেঃ)—"স ভগবান্"=সেই ভগবান্ ব্রহ্মা "পরিবৎসরং"=সম্বৎসর কাল "উষিত্বা"=থাকিয়া "তৎ অণ্ডম্ অকরোৎ দ্বিধা"=সেই অণ্ডটীকে দুই ভাগ করিলেন, যেহেতু ঐ পরিমাণ সময়েই গর্ভ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আর সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মা সেই অণ্ড মধ্যে থাকিয়া 'আমি কিরূপে ইহার ভিতর হইতে বাহির হইব' এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন। আবার সেই অণ্ডটীও সেই সময়ের মধ্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ায় ভাঙিগয়া গেল। এইভাবে কাকতালীয়ন্যায়ে বলা হইতেছে যে, তিনি উহা দ্বিখণ্ড করিলেন। ১২

(তিনি সেই দুইটী খণ্ড হইতে দ্যুলোক এবং ভূলোক নির্ম্মাণ করিলেন। আর মধ্যস্থলে ব্যোম এবং আটটী দিক্ এবং জলের চিরস্থায়ী স্থান নির্ম্মাণ করিলেন।)

(মেঃ)—'শকল' অর্থ খণ্ড—অণ্ডটীর এক একটী অংশ। অণ্ডের সেই দুইটী কপালের দ্বারা,—। উপরের অংশটী দিয়া দ্যুলোক সৃষ্টি করিলেন এবং নিম্নের খণ্ডটী দিয়া ভূলোক সৃষ্টি করিলেন। আর মধ্যভাগে আকাশ, এবং অগ্নিকোণাদি অবান্তর দিক্ সমন্বিত পূর্ব্ব পশ্চিম প্রভৃতি আটটী দিক্, অন্তরিক্ষমধ্যে জলের স্থান (মেঘলোক), এবং পৃথিবী ও পাতাল সংলগ্ন সমুদ্র ও আকাশ সৃষ্টি করিলেন। ১৩

(তিনি নিজ স্বরূপ হইতে সদসদাত্মক সূক্ষ্ম মন উৎপাদন করিলেন। সেই মনঃ-সৃষ্টির পূর্ব্বে সকল কার্যের কর্তৃত্বযুক্ত অভিমানকর্ত্তা অহঙ্কারতত্ত্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন।)

(মেঃ)—এক্ষণে তত্ত্বসৃষ্টির বিষয় বলিতেছেন। সৃষ্টির কথা আগে যেরূপ বলা হইয়াছে কিংবা অর্থ অনুসারে পরে যেরূপ বলা হইবে উহা সেইরূপই বুঝিতে হইবে। (কাজেই এখানে যে ক্রমটী রহিয়াছে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে)। প্রকৃতিরূপ নিজ স্বরূপ হইতে তিনি মন সৃষ্টি করিলেন। এই যে তত্ত্বোৎপত্তির কথা এখানে বলা হইল ইহা বিপরীতক্রম অনুসারে বুঝিতে হইবে (কারণ, মনের উৎপত্তি অহঙ্কারতত্ত্ব সৃষ্টির আগে নয় কিন্তু পরে; অথচ এখানে আগেই মনের সৃষ্টি বলা হইল)। "মনসঃ"=মনের উৎপত্তির পূর্বে, "অহঙ্কারম্ অভিমন্তারম্"=অভিমানকর্ত্তা অহঙ্কার (সৃষ্টি করিলেন)। 'অহম্'='আমি' এইপ্রকার যে অভিমানিতা সেই যে বৃত্তি বা অসাধারণ জ্ঞান তাহাই অহঙ্কারের ক্রিয়া। "ঈশ্বরম্"=সেই অহঙ্কার হইতেছে 'ঈশ্বর' অর্থাৎ জীবের স্ব স্ব কার্য্যসম্পাদন করিবার কর্ত্তা (যে হেতু অহংবৃত্তি না থাকিলে কেহ কোন কাজ করিতে পারে না)। ১৪

(তিনি অহঙ্কারের পূর্ব্বে 'মহান্ আত্মা' অর্থাৎ মহৎ-তত্ত্ব সৃষ্টি করিলেন। তদনন্তর ত্রিগুণাত্মক সকল বস্তু সৃষ্টি করিলেন এবং রূপরসাদি স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানজনক পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ও ক্রমে সৃষ্টি করেন।)

(মেঃ) "মহান্তম্" ইত্যাদি। 'মহান্' এই নামে সাংখ্যশাস্ত্রের একটী 'তত্ত্ব' প্রসিদ্ধ। "আত্মানম্" ইহা 'মহৎ'-তত্ত্বের সহিত অভেদে অন্বিত হইবে ('মহানাত্মা'=মহত্তত্ত্ব)। সমস্ত শরীরের মধ্যে উহা 'মহৎ'-রূপে অনুগত; এই জন্য উহাকে 'আত্মা' বলা হইল। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অহঙ্কারের পূর্ব্বে ঐ 'মহৎ'কে সৃষ্টি করিলেন বুঝিতে হইবে। "সর্ব্বাণি ত্রিগুণানি চ"= ত্রিগুণাত্মক সকল বস্তু যাহার বিষয় আগে বলা হইয়াছে অথবা পরে বলা হইবে (সেগুলিও সৃষ্টি করিলেন)। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটী হইতেছে গুণ। (সকলই ত্রিগুণ) কেবল, ক্ষেত্রজ্ঞগণ (জীবাত্মা সকল) ত্রিগুণ নহে কিন্তু নির্গুণ। প্রকৃতি হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন তৎসমুদয়ই ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণাত্মক। রূপ, রস প্রভৃতি স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের গ্রাহক (জ্ঞানজনক) পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ও সৃষ্টি করিলেন। "শ্রোত্রং ত্বক্" ইত্যাদি শ্লোকে ইহাদের বিশেষ বিশেষ নাম পরে বলা হইবে। "পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ" এখানে "চ" শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় এবং পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূত, এ সকলও যে সৃষ্টি করিলেন, ইহাও বলা হইল। ১৫

(সকল প্রকার কার্য্য উৎপাদনে প্রভূত শক্তিশালী ঐ ছয়টী তত্ত্বের সূক্ষ্ম অবয়বগুলিকে উহাদের সকল প্রকার বিকারের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া তিনি মহাভূত, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কার্য্য পদার্থ সৃষ্টি করিলেন।)

(মেঃ) "তেষাং ষণ্ণাং"=ঐ ছয়টীর যে 'আত্মমাত্রা' তাহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম অবয়ব সকল যোজনা করিয়া চরাচরাত্মক সর্ব্বভূত সৃষ্টি করিলেন। এস্থলে "তেষাং ষণ্ণাং" ইহা দ্বারা বক্ষ্যমাণ পঞ্চ তন্মাত্র এবং পূর্ব্ববর্ণিত যে অহঙ্কার তত্ত্ব উহাদেরই উল্লেখ করা হইতেছে। 'আত্মমাত্রা' অর্থ উহাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব বিকার বা কার্য্য। যেমন, তন্মাত্র সকলের কার্য্য পঞ্চ ভূত, অহঙ্কারের কার্য্য ইন্দ্রিয়। পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূতগুলি শরীররূপে পরিণত হইলে তন্মধ্যে সূক্ষ্ম অবয়বসকল অর্থাৎ তন্মাত্র এবং অহঙ্কার "সন্নিবেশ্য"=যথাস্থানে যোজনা করিয়া দেব, তির্য্যক্ (পশু), পক্ষী, স্থাবর (বৃক্ষাদি অচর) প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিলেন। এখানে যাহা বলা হইল তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ :—পঞ্চ তন্মাত্র এবং অহঙ্কার এই ছয়টী 'অবিশেষ' হইতেছে জগতের অবয়ব; এগুলি সমগ্র জগতের প্রত্যেকটী বিশেষ বিশেষ অংশেরই আরম্ভক (উৎপাদক); কারণ সমগ্র জগৎ ঐগুলি হইতেই উৎপন্ন। আর এগুলি যে সূক্ষ্ম তাহা ইহাদের 'তন্মাত্র' এই নাম হইতেই প্রমাণিত হয়। সেইগুলিকে সন্নিবিষ্ট করিয়া অর্থাৎ সংহত (একত্র) করিয়া, তাহাদেরই যে 'আত্মমাত্রা' অর্থাৎ বিকার বা কার্য্য মহাভূত এবং ইন্দ্রিয় তাহা নির্ম্মাণ করিলেন। আর তাহা দ্বারা দেহ সৃষ্টি করিলেন। এখানে "মাত্রাসু"র বদলে "মাত্রাভিঃ" এইরূপ পাঠও আছে। সেই পাঠটীই সঙ্গত। ১৬

(যেহেতু শরীরোৎপাদক অহঙ্কার এবং ঐ অবিশেষ নামক অবয়ব এই ছয়টী তত্ত্ব ঐ পাঁচ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূতকে আশ্রয় করে সেই জন্যই জ্ঞানিগণ এই মূর্ত্তিকে সেই প্রধানের শরীর বলিয়া থাকেন।)

(মেঃ) "যৎ"=যেহেতু, "মূর্ত্ত্যবয়বাঃ"=মূর্ত্তিসম্পাদক অবয়বগুলি; 'মূর্ত্তি' অর্থ শরীর; সেই শরীরের নিমিত্ত অর্থাৎ সেই শরীর সম্পাদক অবয়ব=মূর্ত্ত্যবয়ব; সেগুলি সূক্ষ্ম এবং সেগুলি সংখ্যায় ছয়টী। পূর্ব্বোক্ত ছয়টী 'অবিশেষ' নামক পদার্থই হইতেছে সেই ছয়টী মূর্ত্ত্যবয়ব। সেগুলিকে এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং বক্ষ্যমাণ পাঁচটী মহাভূত আশ্রয় করে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত এগুলি ঐ ছয়টী 'অবিশেষ' হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ঐ অবিশেষগুলিকে ঐ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিরা আশ্রয় করে, এইরূপ বলা হইয়াছে; যে হেতু উহাদের উৎপত্তি 'তদাশ্রয়া' অর্থাৎ ঐ অবিশেষ পদার্থকে আশ্রয় করিয়াই হয়। এই জন্য সাংখ্যকারিকায় উক্ত হইয়াছে "পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ ভূত জন্মিয়াছে।" "যৎ"=যেহেতু উহা ছয়টীকে আশ্রয় করে সেই কারণে এই যে মূর্ত্তি ইহা "তস্য"=তাহার অর্থাৎ ঐ প্রধানের (প্রকৃতির) "শরীরম্" আহুঃ"=শরীর

বলিয়া থাকেন। ('ষড়াশ্রয়নাৎ শরীরম্' অর্থাৎ ছয়টীকে আশ্রয় করে বলিয়া শরীর।) "মনীষিণঃ"=মনীষা অর্থ বুদ্ধি; মনীষিগণ অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ অর্থাৎ পণ্ডিতগণ ঐরূপ বলেন।

অথবা এখানে কর্ত্তা এবং কর্ম্ম বিপরীতভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। সেপক্ষে, 'সূক্ষ্মাঃ' হইবে কর্ত্তা এবং 'ইন্দ্রিয়াণি' হইবে কর্ম্ম। আর তাহা হইলে, ঐ সূক্ষ্ম অবয়বগুলি ইন্দ্রিয় সকলের আশ্রয়ভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহারা ইন্দ্রিয়গুলিকে আশ্রয় করে এইরূপ বলা হইয়াছে। যেমন, সে লোকটী 'অনেককে খাওয়াইয়াছে' এই প্রকার অর্থে 'বহুভির্ভুক্তঃ' (অনেক ব্যক্তি কর্ত্তৃক সে লোকটী ভুক্ত হইয়াছে) এইরূপ বলা হয়। অথবা, ধাতুসকলের অর্থ অনেক প্রকার বলিয়া এখানে 'আশ্রয়ন্তি" ইহার অর্থ উৎপাদন করে। ১৭

(যাহা সকল ভূতের উৎপাদক এবং যাহা কারণস্বরূপে অবিনশ্বর সেই প্রধানকেই সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল সমন্বিত মন এবং স্ব স্ব কর্ম্মযুক্ত ভূত সকল আশ্রয় করিয়া থাকে।)

(মেঃ) সেই যে এই প্রধান উহা 'সর্ব্বভূতকৃৎ' অর্থাৎ সকল ভূতের উৎপত্তির কারণ হয়। ইহা 'অব্যয়'=কারণস্বরূপে ইহার বিনাশ নাই। তাহা ভূত সকলকে উৎপাদন করে কিরূপে? যে হেতু "তৎ আবিশন্তি ভূতানি"=ঐ ভূতসকল তাহাতে আবিষ্ট হয়। সেইগুলি কি কি? "মনঃ সূক্ষ্মৈঃ অবয়বৈঃ সহ"=বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়রূপ সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলির সহিত মন.—। তাহার পর পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ এই মহাভূতগুলি—। "সহ কর্ম্মভিঃ"= ইহাদের স্ব স্ব কর্ম্মের সহিত—। ধৃতি, সংহনন, পক্তি, ব্যূহ এবং অবকাশ এইগুলি হইতেছে যথাক্রমে পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটী মহাভূতের কার্য্য। তন্মধ্যে, 'ধৃতি' অর্থ ধারণ;—সরিয়া যাওয়া এবং পড়িয়া যাওয়া যাহাদের স্বভাব তাহাদিগকে এক জায়গায় আটক করিয়া রাখা। সংগ্রাহক পদার্থ হইতে যে বস্তু ছড়াইয়া পড়ে তাহাকে সংহত (জড়) করার নাম সংহনন; যেমন ধূলিগুলি ছড়াইয়া আছে, জল সেগুলিকে সংহত করিয়া পিণ্ড করিয়া দেয়। 'পক্তি' অর্থ অন্ন, ওষধি, তৃণ প্রভৃতির পরিপাক; ইহা তেজঃ পদার্থের কার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। 'ব্যূহ' অর্থ বিন্যাস বা সন্নিবেশ অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ স্থানে স্থাপন করা বা সরাইয়া দেওয়া। 'অবকাশ' অর্থ ফাঁক—অন্য কোন মূর্ত্তিযুক্ত পদার্থের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হওয়া। কারণ, যেখানে একটী মূর্ত্ত পদার্থ বিদ্যমান থাকে সেখানে অন্য কোন মূর্ত্ত পদার্থের স্থান হইতে পারে না। যেমন একটী সোনার ডেলার ভিতরে আর কোন জিনিষ থাকিতে পারে না। এখানে শ্লোকে যে কেবল 'মন'ই উল্লিখিত হইয়াছে উহা একটী উদাহরণ মাত্র; উহা দ্বারা সব কয়টী ইন্দ্রিয়েরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অথবা "সহ কর্ম্মভিঃ" এইরূপে 'কর্ম্ম' শব্দের দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অথবা, সূক্ষ্ম অবয়ব সকলের সহিত যুক্ত হইয়া "তৎ"=ঐ কার্য্য পদার্থটী পরে মহাভূত সকলকে আশ্রয় করে, এভাবেও শ্লোকটীর পদযোজনা হইতে পারে। এখানে 'মনঃ' শব্দটী দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ মাত্র; উহা দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়কেও বুঝান হইতেছে অর্থাৎ তাহা কেবল মহাভূতই নয় কিন্তু সকল ইন্দ্রিয়কেও আশ্রয় করে, এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। ১৮

(নিজ নিজ কার্য্যোৎপাদনে অমিত শক্তিশালী ঐ সাতটী তত্ত্ব হইতে, সূক্ষ্ম হইতে স্থূল এই ক্রমে অব্যয় প্রধান হইতে এই নশ্বর জগৎ উৎপন্ন হয়।)

(মেঃ) সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি হয়, 'অব্যয়' হইতে 'ব্যয়' সৃষ্ট হয়, মাত্র ইহাই এস্থলে প্রতিপাদ্য; কিন্তু ছয়টী তত্ত্বের মাত্রা সকল হইতে, কি সাতটী তত্ত্বের মাত্রা হইতে ঐ সৃষ্টি হয় তাহা এখানে বক্তব্য নহে। যেহেতু তত্ত্ব হইতেছে চব্বিশটী। স্থূল সকলবস্তুর সৃষ্টিতেই ঐগুলিই সকলের কারণ। অথবা, দেহের উৎপত্তি বিষয়ে ছয়টী অবিশেষ এবং মহৎ এই সাতটীই হইতেছে প্রধান কারণ। ঐগুলি থেকেই শরীরারম্ভক ভূত এবং ইন্দ্রিয়সকল উৎপন্ন হয়; আর সেইগুলি উৎপন্ন হইলে তবেই শরীর পিণ্ডভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "অব্যয়াৎ"= প্রধান হইতে; সর্ব্বপ্রকার বিকার যাহার মধ্যে একীভূত হইয়া আছে, এইভাবে একত্ব প্রাপ্ত সেই প্রকৃতি হইতে। "ইদং"=এই জগৎ, যাহা বহু প্রকারে ছড়াইয়া থাকিয়া অনন্তরূপ হইয়া আছে সেই জগৎ, উৎপন্ন হয়। (প্রশ্ন)—প্রধানের যে বিক্রিয়া (কার্য্যরূপতা প্রাপ্তি) তাহা

কি সকল প্রকার স্থূলসূক্ষ্ম কার্য্যপদার্থরূপে যুগপৎ ঘটিয়া থাকে? (উত্তর)—না, তাহা হয় না। তাহাই বলিতেছেন "তেষামিদম্" ইত্যাদি। পূর্ব্বে যে ক্রম বলা হইয়াছে সেই ক্রম অনুসারেই প্রধানের পরিণাম হইয়া থাকে। "প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার এবং সেই অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ষোলটী 'গণ' উৎপন্ন হয়"—সাংখ্য-কারিকায় ঐ ক্রম বলা হইয়াছে। "পুরুষাণাং" এখানে 'পুরুষ' শব্দটীকে 'তত্ত্ব' অর্থ বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। আর ঐ তত্ত্বগুলি পুরুষার্থের সাধক বলিয়াই উহাদিগকে 'পুরুষ' বলা হইয়াছে। "মহৌজসাম্"=নিজ নিজ কার্য্যে ঐগুলি শক্তিশালী; আর অনন্ত-প্রকার কার্য্য উৎপাদন করে বলিয়াই ঐগুলির মহত্ত্ব—ঐগুলি মহৌজাঃ। তাহাদের যে সমস্ত সূক্ষ্ম মূর্ত্তিমাত্রা—। মূর্ত্তি অর্থ শরীর: সেই শরীরের নিমিত্ত 'মাত্রা' সকল, সেইগুলি হইতে এই শরীর বা জগৎ জন্মে। এইজন্য বলা হইয়াছে 'অব্যয় হইতে ব্যয় উৎপন্ন হয়'। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, তাহাদের আবার সূক্ষ্ম মাত্রা কিরূপ? কারণ, তন্মাত্রসকলের ত আর অন্য কোন মাত্রা বা সূক্ষ্ম অংশ সম্ভব নহে যে 'তাহাদের সূক্ষ্ম মাত্রা' এই প্রকার ভেদ নির্দ্দেশ সংগত হইবে? (উত্তর)—তন্মাত্র সকলের স্ব স্ব সূক্ষ্ম অংশকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলা হয় নাই; কিন্তু তন্মাত্র অপেক্ষা সূক্ষ্ম মহৎ; আবার মহৎ অপেক্ষা সূক্ষ্ম প্রকৃতি—ইহাই এস্থলে বক্তব্য। ১৯

(এই ভূতগুলির মধ্যে পরবর্ত্তীগুলি পূর্ব্ববর্ত্তীগুলির গুণ প্রাপ্ত হয়। ফল কথা ইহাদের মধ্যে যে ভূতটী প্রথম, দ্বিতীয় প্রভৃতি যে স্থানবর্ত্তী বলিয়া উল্লিখিত তাহার গুণও ততগুলি, এইরূপ কথিত হয়।)

(মেঃ) আগেকার শ্লোকে যে সাতটী 'পুরুষের' কথা বলা হইয়াছে কেহ কেহ ঐ সাত সংখ্যাটীকে অন্য রকমে পূরণ করিয়া থাকেন। চক্ষুঃ প্রভৃতি পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে সমষ্টিরূপে এক বলিয়া ধরা হইয়াছে; কারণ ঐগুলির প্রত্যেকটীই জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়া জ্ঞানজনকত্বরূপ একই ধর্ম্ম উহাদের মধ্যে বিদ্যমান। এইরূপ বাক্, পায়ু, পাণি, পাদ ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ও একটী বর্গ; (কারণ কর্ম্মনিষ্পাদকত্বরূপ একই ধর্ম্ম উহাদের মধ্যে বর্ত্তমান)। এই দুইটী বর্গকে দুইটী পুরুষ বলিয়া ধরিতে হইবে। আর পঞ্চ ভূতগুলিকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে পাঁচটী পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ, উহাদের প্রত্যেকের কার্য্য ভিন্ন প্রকার। এইভাবে সাতটী পুরুষ হইবে। শরীর উৎপাদনের নিমিত্ত ঐ সাতটী পুরুষের যে সকল সূক্ষ্ম মাত্রা, অর্থাৎ ঐগুলি যাহাদের নির্ম্মাণ কার্য্য সেগুলি হইতেছে তন্মাত্র এবং অহঙ্কার। বাকী সব অর্থ সমান। কাজেই এখানে "এষাম্" বলিতে পঞ্চ ভূতকেই বুঝাইতেছে, কেন না ঐগুলিই এখানে পূর্ব্বশ্লোকে সন্নিহিত (কাছাকাছি) রহিয়াছে। (আর যাহা সন্নিহিত তাহাই সাধারণতঃ সর্ব্বনামপদের দ্বারা অভিহিত হয়।) যদিও কিছু ব্যবধানে (তফাতে) এতদর্থবোধক অনেকগুলি বচনই (শ্লোকই) সন্নিহিত হইতেছে তথাপি এখানে বিশিষ্ট (নির্দিষ্ট) সংখ্যা এবং কর্ত্তৃত্ব ও গুণবত্ত্বই প্রতিপাদ্য; কাজেই অন্য অনেক বিষয় এখানে বর্ণিত হইলেও ঐ বিশিষ্টসংখ্যা, কর্ত্তৃত্ব, গুণবত্ত্ব মহাভূতগুলিরই ধর্ম্মরূপে প্রতিপাদ্য হইতেছে বলিয়া "এষাম্" এই সর্ব্বনাম পদের দ্বারা অন্য কোন পদার্থ অভিহিত না হইয়া ঐ মহাভূতগুলিই গ্রহণীয়। অতএব শ্লোকটীর অর্থ দাঁড়াইতেছে এইরূপ—এই মহাভূতগুলির মধ্যে যেটী যাহার আদ্য অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তীরূপে উল্লিখিত মহাভূতটী সেই পূর্ব্বতন মহাভূতের গুণ গ্রহণ করিবে। 'গুণ' বলিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী বিষয়কে বুঝান হইতেছে। আর আদ্যত্ব (প্রথমত্ব) নিজের ইচ্ছামত নহে, কিন্তু যে ব্যবস্থা বা ক্রম বলা হইবে সেই অনুসারেই প্রাথম্য গ্রাহ্য। আর শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতিগুলি যে গুণ তাহা ঐখানেই বলিবেন। "যো যঃ"=আকাশাদিরূপ যে যে পদার্থ, "যাবতিথঃ"=যে পরিমাণ;—'বৎ'—ভাগান্ত (বতুপ্রত্যয়ান্ত) শব্দের উত্তর 'ইথুক্' প্রত্যয় করিয়া হইয়াছে 'যাবতিথ'—। যাহা দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত—তাহা "তাবদ্‌গুণঃ"=ততগুলি গুণ তাহার হইবে। যেমন, যাহা দ্বিতীয় স্থানে আছে তাহার গুণ হইবে দুইটী (যেমন বায়ু দ্বিতীয় স্থানে উল্লিখিত হওয়ায় উহার গুণ দুইটী-শব্দ ও স্পর্শ; এইরূপ অন্যগুলি)। এই শ্লোকটীর প্রথমার্দ্ধে বলা হইয়াছে যে, পরবর্ত্তী মহাভূত পূর্ব্বতন মহাভূতের গুণ প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে "তাহার গুণ শব্দ", "তাহার গুণ সেইরূপ" ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ শ্লোকে যে মহাভূতের যে বিশেষ গুণ বলা হইয়াছে তাহা এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভূতের যে বিশেষ গুণ তাহা প্রাপ্ত হওয়ার

আকাশ ছাড়া প্রত্যেকটী মহাভূতই কেবলমাত্র দুইটী করিয়া গুণ বিশিষ্ট হইয়া পড়ে; ইহা কিন্তু অভিপ্রেত নহে। এই জন্য বলিতেছেন "যো যো যাবতিথঃ"। সুতরাং এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় ইহাই বলিয়া দেওয়া হইল যে, বায়ুর গুণ দুইটী, তেজের গুণ তিনটী, জলের গুণ চারিটী এবং পৃথিবীর গুণ পাঁচটী। আচ্ছা, "আদ্যাদ্যস্য" এই পদটী সঙ্গত হয় কিরূপে? কারণ, "নিত্যবীপ্সয়োঃ" এই সূত্র অনুসারে এখানে দ্বিরুক্তি হইয়া "আদ্যস্যাদ্যস্য" এই প্রকার প্রয়োগ হওয়া উচিত, যেমন "পরঃ পরঃ" ইত্যাদি প্রয়োগ আছে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, স্মৃতিসকলও বেদেরই সমান (কাজেই এখানেও ছান্দস অর্থাৎ বৈদিক প্রয়োগের ন্যায় প্রয়োগ স্বীকার করা হয়)। আরও কথা, "সুপাং সুপ্‌লুক্‌" এই সূত্রে বিশেষ বিশেষ স্থলে 'সুপ্‌' বিভক্তির লোপ হইবার বিষয়ও বলা হইয়াছে। সুতরাং তদনুসারে প্রথম "আদ্যস্য" ইহার সুপ্‌ বিভক্তি লোপ হওয়ায় 'আদ্য' থাকে; তাহার পর দ্বিতীয় 'আদ্যস্য' পদটীর সহিত উহার সন্ধি হইয়া "আদ্যাদ্যস্য" এইরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে। ২০

(সেই প্রজাপতি সমস্ত পদার্থের নাম, পৃথক্‌ পৃথক্‌ কর্ম্ম এবং সে সম্বন্ধে পৃথক্‌ পৃথক্‌ যে ব্যবস্থা—এ সমস্তই বেদ মধ্যে যেরূপ শব্দ আছে তদনুসারেই প্রথমে ঠিক করিয়া দেন।)

(মেঃ) সেই প্রজাপতি সমস্ত পদার্থের নাম রাখিলেন। যেমন নবজাত পুত্রের নামকরণ হয় কিংবা ব্যবহারের সুবিধার জন্য যেমন (পাণিনি ব্যাকরণ প্রভৃতিতে) "ধী", "শ্রী", "স্ত্রী", "বৃদ্ধিরাদৈচ্‌"=বৃদ্ধি প্রভৃতি সংজ্ঞা করা হয়। শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধও তিনি সেইভাবে স্থির করিয়া দিলেন: যেমন "গোঃ" এটী শব্দ, আর গলকম্বল বিশিষ্ট চতুষ্পদ প্রাণিবিশেষ ইহার অর্থ বা অভিধেয়, এই প্রকার বাচ্য-বাচকতা সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিলেন। গো, অশ্ব, পুরুষ (গরু, ঘোড়া, মানুষ) ইত্যাদি শব্দ ও অর্থ এইভাবে স্থিরীকৃত হইল। আর তিনি অগ্নিহোত্রাদি অদৃষ্টার্থক কর্ম্মসকলও ঠিক করিয়া দিলেন; কর্ম্ম বলিতে এখানে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম উভয়ই বুঝাইতেছে। আবার কর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহার 'সংস্থা' অর্থাৎ ব্যবস্থাও ঠিক করিয়া দিলেন। যেমন, এই কর্ম্ম এই সময়ে ঐ ফলের জন্য কেবল ব্রাহ্মণেরই কর্ত্তব্য হইবে ইত্যাদি। অথবা যে ব্যবস্থার প্রয়োজন এই জগতেই দৃষ্টিগোচর হয় তাদৃশ যে মর্যাদা (নিয়ম) তাহাই এখানে 'সংস্থা' শব্দের অর্থ। যেমন, 'এই স্থানে গরু চরান চলিবে না,' 'যতক্ষণ না ঐ গ্রামটী হইতে আমাদের এই উপকার পাওয়া যায় ততক্ষণ ঐ গ্রামে (আমাদের) এই জল শস্যে সেচ দিবার জন্য দেওয়া হইবে না' ইত্যাদি। আর, তিনি সেই সমস্ত কর্ম্মও ঠিক করিয়া দিলেন যাহাদের ফল ইহলোকেই পাওয়া যায়। আবার, যে সকল কর্ম্ম অদৃষ্টার্থক সেগুলি "বেদশব্দেভ্যঃ"=বৈদিক শব্দ সকল হইতে, সৃষ্টি করিলেন। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, সমস্ত পদার্থ যখন তাঁহার দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে, আর সকল বিষয়ে তাঁহারই যখন স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে তখন এইরূপই ত বলা উচিত ছিল যে, 'কর্ম্মানুষ্ঠান পরিপালনের নিমিত্ত তিনি বেদ সৃষ্টি করিলেন'? তিনি যে বেদ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অগ্রে "অগ্নিবায়ুরবিভ্যশ্চ" (১।২৩ শ্লোক) এই স্থলে বলিবেন। এই প্রকার শঙ্কার উত্তরে বক্তব্য,—এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন, অন্য কল্পে (সৃষ্টিতে) তিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মহাপ্রলয়ে সেই বেদও লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরে অন্য সৃষ্টিতে আবার তাহা 'সুপ্তপ্রতিবুদ্ধ' ন্যায়ে তাঁহার অন্তরে প্রথমেই সমগ্রভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল; যেমন কেহ যদি স্বপ্নে কোন শ্লোক পাঠ করে তাহা সে জাগিয়া উঠিয়া স্মরণ করে—। কারণ, বেদমধ্যেও "অনুবন্ধযাগীয় গো", "অশ্ব, তূপর (শৃঙ্গহীন) গোমৃগ" ইত্যাদি নাম রহিয়াছে। সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তা বেদের ঐ সমস্ত বাক্য হইতে পদার্থের বাচক শব্দ বা নাম স্মরণ করত সেই সেই বস্তুও স্মরণ করেন। তখন যে যে বস্তু উৎপন্ন হইতেছে সেগুলিকে দেখিয়া পূর্ব্ব সৃষ্টিতে এই শব্দটী এই বস্তুটীর নাম ছিল, অতএব এখনও এই শব্দটী এই বস্তুরই নাম রাখা যাউক; এইভাবে তিনি বেদ শব্দ হইতেই নাম এবং কর্ম্ম উভয়ই সৃষ্টি করেন। অথবা, অন্য কেহ কেহ বলেন, মহাপ্রলয়েও বেদ কিছুতেই লয়প্রাপ্ত হয় না। কাহারও কাহারও মতে যেমন প্রলয়েও একজন পুরুষ (পরমেশ্বর) বিদ্যমান থাকেন বেদও ঠিক সেইভাবে তখনও থাকিয়া যায়। আর তিনিই সৃষ্টি-কালে অণ্ডমধ্যে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁহাকে বেদ অধ্যাপনা করেন। এইভাবে সেই ব্রহ্মা

আবার বেদবাক্যসকল স্মরণ করিয়াই সমস্ত নির্ম্মাণ করিলেন। এখানকার যাহা প্রতিপাদ্য তাৎপর্যার্থ তাহা আমরা আগেই বলিয়াছি। আর এ সম্বন্ধে পৌরাণিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা (অনুসরণ করা) হয় যদি, তাহা ত দেখানই যাইতেছে (অর্থাৎ এসব বিষয়ে পুরাণে যেরূপ বর্ণনা আছে তাহাই বলা হইতেছে)। তবে আসল কথা এই যে, এগুলি সমস্তই যে অর্থবাদমাত্র ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শ্লোকে যে "আদৌ" শব্দটী আছে উহার অর্থ জগৎসৃষ্টিকালে। অথবা, "আদৌ" ইহার অর্থ যে সমস্ত নাম অপভ্রংশরূপে পরিণত হইয়া যায় নাই সেই সমস্ত নাম। এখনকার নামগুলি অধিকাংশই উচ্চারণের অসামর্থ্যবশত (লোকে ঠিক ঠিক মত উচ্চারণ করিতে না পারায়) অপভ্রংশতা প্রাপ্ত হইয়াছে; যেমন 'গো' শব্দটী 'গাবী' প্রভৃতিরূপে অপভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত অপভ্রষ্ট নাম কিন্তু পরমেশ্বরের সৃষ্ট নহে। "পৃথক্" ইহার অর্থ আলাদা আলাদা করিয়া (নির্ম্মাণ করিলেন), কিন্তু শরীর যেমন তত্ত্বসমষ্টিস্বরূপ সেভাবে একীভূত করিয়া নহে। ২১

(সেই প্রভু কর্ম্মাধিকারী মনুষ্যগণের জন্য সনাতন যজ্ঞ, দেবগণ এবং সূক্ষ্ম সাধ্যগণ নামক বিশেষ স্তরের দেবগণকেও সৃষ্টি করিলেন।)

(মেঃ) 'কর্ম্মাত্মা' বলিতে কর্ম্মে ব্যাপৃত শরীরযুক্ত জীব অর্থাৎ মনুষ্য বুঝাইতেছে। তাহাদের প্রয়োজন সাধন করিবার নিমিত্ত তিনি যজ্ঞ সৃষ্টি করিলেন। যাহারা ব্রহ্ম উপাসনায় আগ্রহশূন্য কিন্তু পুত্র, পশু প্রভৃতি ফললাভের জন্য উন্মুখ তাহারা দ্বৈতবাদেরই পক্ষপাতী; তাহারা কর্ম্মানুষ্ঠানে আসক্ত বলিয়া তাহাদিগকে 'কর্ম্মাত্মা' বলা হয়। (চতুর্থী বিভক্তির ন্যায়) ষষ্ঠী বিভক্তিও নিমিত্তার্থ প্রকাশ করে; কাজেই "কর্ম্মাত্মনাং" ইহার অর্থ 'কর্ম্মাসক্ত মানবগণের নিমিত্ত' যজ্ঞ সৃষ্টি করিলেন, এইরূপ অর্থ লাভ করা যায়। আর সেই যজ্ঞেরই জন্য দেবতাদের 'গণ'—এক একটী সঙ্ঘ সৃষ্টি করিলেন। এখানে "কর্ম্মাত্মনাং চ" এই 'চ' শব্দটী অস্থানে (বেজায়গায়) বসিয়াছে। উহার আসল স্থান হইতেছে "দেবানাং" ইহার পরে।

তিনি যজ্ঞ সৃষ্টি করিলেন। আর, অগ্নি, অগ্নীষোম, ইন্দ্রাগ্নি ইত্যাদি দেবগণকেও যজ্ঞ সিদ্ধির জন্য সৃষ্টি করিলেন। আবার, 'সাধ্য' নামে প্রসিদ্ধ দেবতাদের গণও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এখানে 'সাধ্যগণ' নামক দেবগণকে যে ভিন্নভাবে আলাদা করিয়া উল্লেখ করা হইল তাহার কারণ, ইঁহারা 'হবির্ভাক্' নহেন- ইঁহারা যজ্ঞের হবির্দ্রব্য গ্রহণ করেন না, কিন্তু কেবল স্তুতিই গ্রহণ করেন বলিয়া ইঁহারা 'স্তুতিভাক্'। "যেখানে সাধ্য নামক প্রথম স্থানীয় দেবগণ আছেন" ইত্যাদি বেদমন্ত্রে এবং "সাধ্য ইঁহারা দেবগণ", এবং "সাধ্য নামক দেবগণ ছিলেন" ইত্যাদি বচনে সাধ্য নামে প্রসিদ্ধ দেবতাদের কথা বলা হইয়াছে। অথবা, যদিও ব্রাহ্মণই পরিব্রাজক (সন্ন্যাসী) হইয়া থাকেন তথাপি যেমন (বিশেষ নির্দ্দেশ করিবার জন্য) বলা হয় 'ব্রাহ্মণও পরিব্রাজক' এখানেও সেইরূপ বিশেষত্ব বুঝাইবার জন্য সাধ্যগণকে পৃথক্ভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "সূক্ষ্মম্"; মরুৎ, রুদ্র, আঙ্গিরস প্রভৃতি দেবগণ অপেক্ষা সাধ্যগণ সূক্ষ্ম স্তরের; এইজন্য উহাদের সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে। এখানে সাধ্যগণের নামত উল্লেখ থাকিলেও হবির্দ্রব্যের সহিত যাঁহাদের সম্পর্ক নাই সেই জাতীয় 'বেনোস্তুনীতি'(?) প্রভৃতি অপরাপর দেবতাদেরও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

কেহ কেহ "কর্ম্মাত্মনাং দেবানাং প্রাণিনাং" এই পদগুলিকে বিশেষণ বিশেষ্যরূপে অন্বিত করিয়া থাকেন। এপক্ষে অর্থ দাঁড়ায়--'কর্ম্মাত্মা প্রাণবান্ দেবতাগণ',—কর্ম্ম হইয়াছে 'আত্মা' অর্থাৎ স্বভাবস্বরূপ যাঁহাদের তাঁহারা কর্ম্মাত্মা; অথবা যাগাদি কর্ম্মনিষ্পাদনে তাঁহাদের প্রধান ভূমিকা থাকে বলিয়া তাঁহারা কর্ম্মাত্মা।

ইন্দ্র, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি কতকগুলি দেবতা আছেন যাঁহারা স্বরূপতই যাগাদি কর্ম্মে অপেক্ষিত; ইঁহাদের কথা ইতিহাস পুরাণাদিতে শুনা যায়। (ইঁহারা প্রাণবান্ দেবতা।) আর কতকগুলি আছেন যাঁহারা স্বরূপত দেবতা নহেন কিন্তু যখন যাগে স্তুতি প্রভৃতির কর্ম্ম হইয়া যাগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হন কেবল তখনই মাত্র তাঁহাদের দেবতাত্ব উৎপন্ন হয়; যেমন যাগ-সম্বন্ধযুক্ত অক্ষ, গ্রাবা, রথাঙ্গ (চক্র) প্রভৃতি। (ইঁহারা প্রাণহীন দেবতা।) মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে বৃত্রাদি অসুরের সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণের যেমন যুদ্ধ প্রভৃতি কর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে অক্ষ প্রভৃতিরা দেবতা হইলেও তাহাদের সেরূপ কোন কর্ম্মের বর্ণনা কুত্রাপি বর্ণিত হয় নাই। তবে

বৈদিক সূক্তে ঐ অক্ষাদিরও যাগীয় হবির্দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ উপদিষ্ট হওয়ায় উহাদেরও তৎকালে দেবতা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যেমন ঋগ্বেদের "প্রাবেপামা", "প্রৈতে বদন্তু", "বনস্পতে বীড্বঙ্গঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে যথাক্রমে অক্ষা, গ্রাবা এবং রথাঙ্গ ইহাদের যাগীয় হবির্দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। মূল শ্লোকে এই কারণেই "প্রাণিনাং" এই পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। কারণ, দেবতা দুই প্রকার—প্রাণবিশিষ্ট এবং প্রাণশূন্য। যেমন, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা প্রাণবান্, মানুষের ন্যায়ই তাঁহাদের আকৃতি, ইহা ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু অক্ষাদি দেবতা ঐরূপ প্রাণবান্, এবং মনুষ্যাকৃতি নহে। বস্তুতঃ এখানে আচার্য্য সৃষ্টি সম্বন্ধে এই যে সমস্ত বর্ণনা করিতেছেন, ইহা ইতিহাস মধ্যে যেরূপ বর্ণনা দেখা যায় তাহা অবলম্বন করিয়াই বলিতেছেন। (এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, বেদেরই বিশেষ বিশেষ অংশকে ইতিহাস ও পুরাণ বলা হয়। মহর্ষি বেদব্যাস তাহা অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তিকালে নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন।) এখানে একটী 'চ' শব্দ ধরিয়া লইতে হইবে ; আর তাহা হইলে অর্থ হইবে—প্রাণ সহিত এবং প্রাণ রহিত দেবতাগণের সৃষ্টি। নিরুক্তকার যাস্কের মতেও দেবতা দুই প্রকার। ঋগ্বেদের "মা নো মিত্র", "কনিক্রদৎ", "আ গাবো অগ্মন্" ইত্যাদি মন্ত্রে যথাক্রমে অশ্ব, শকুনি, গরু প্রভৃতির যে স্তুতি আছে তাহারা প্রাণ সহিত দেবতা। আর প্রাণ রহিত দেবতাদের উদাহরণ পূর্ব্বে দেওয়াই হইয়াছে। মূলে যে বলা হইয়াছে "সনাতনম্" উহা যজ্ঞের বিশেষণ। যজ্ঞ সনাতন, কারণ পূর্ব্ব সৃষ্টিতেও যজ্ঞ ছিল; কাজেই প্রবাহনিত্য ন্যায়ে যজ্ঞেরও সনাতনত্ব (নিত্যত্ব) সিদ্ধ হয়। ২২

(তান যজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত, অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য্য এই তিন দেবতার উদ্দেশে মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক দ্রব্য ত্যাগ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিবার জন্য ঋক্, যজুঃ ও সাম নামক সনাতন বেদত্রয় দোহন করিলেন। অথবা অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য্য এই তিন দেবতা হইতে উক্ত বেদত্রয় প্রকাশ করিলেন।)

(মেঃ) নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, অগ্নি প্রভৃতি তিনজন মাত্রই দেবতা, তবে নাম আলাদা আলাদা নানাপ্রকার আছে বটে। এই কারণে ঐ সিদ্ধান্ত অনুসারে বলা হইতেছে "অগ্নিবায়ুরবিভ্যঃ" ইত্যাদি। উঁহারা যাগে সম্প্রদান হন বলিয়া এখানে চতুর্থী বিভক্তি দ্বারা উল্লিখিত হইলেন। ঐ তিনজন দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত,—। "ত্রয়ং ব্রহ্ম"= ঋক্, যজুঃ এবং সাম নামক তিন বেদ "দুদোহ"=দোহন করিলেন। এই 'দুহ' ধাতুটী দ্বিকর্ম্মক। 'ত্রয়ম্' এইটী উহার প্রধান কর্ম্ম। আর দ্বিতীয় অপ্রধান কর্ম্মটী থাকা উচিত; কিন্তু সেটী এখানে উল্লিখিত হয় নাই। কাজেই "অগ্নিবায়ুরবিভ্যঃ" এখানে যে বিভক্তি আছে তাহা, আমরা মনে করি, পঞ্চমীই হইবে (কিন্তু পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে যাগের সম্প্রদান হওয়ায় "অগ্নিবায়ু-রবিভ্যঃ" ইহা সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি তাহা ঠিক নহে)। অগ্নি প্রভৃতির নিকট হইতে 'দোহন করিলেন' অর্থাৎ দুগ্ধের ন্যায় ক্ষরণ করাইলেন অর্থাৎ উৎপাদন করিয়া প্রকাশিত করিলেন। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, বেদ মন্ত্রবাক্য এবং ব্রাহ্মণবাক্যরূপ হওয়ায় বর্ণাত্মক শব্দস্বরূপ, অর্থাৎ বেদ শব্দাত্মক। সুতরাং তাহা কিরূপে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, তাহা কি যুক্তিসঙ্গত নয়?—(কেনই বা তাহা সম্ভব হইবে না)? বস্তুর শক্তি অদৃষ্ট, অপ্রত্যক্ষ; কে তাহাকে অস্তিত্বশূন্য বলিতে পারে ('ন স্যাৎ' বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে)? ইহাতে কেহ কেহ শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন ক্রিয়াপদের অর্থের বিকল্প করা ত সঙ্গত নহে।' তবে পঞ্চমী বিভক্তি কিজন্য হইল? ব্যাকরণের "দুহি-যাচি" ইত্যাদি নিয়ম অনুসারে দ্বিতীয়াই ত হওয়া উচিত। আরও কথা, যে ঘটনা পূর্ব্বে (কোন কালে) হইয়া গিয়াছে তাহা যদি বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধী হয় তবে এখন তাহা বর্ণনা করিলে প্রমাণ-পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ তাহা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন না। (কাজেই বর্ণাত্মক শব্দস্বরূপ বেদ অগ্নি প্রভৃতি দেবতা হইতে উৎপন্ন হইল, ইহা বলিলে তাহা শুনিয়া যুক্তিপক্ষপাতী ব্যক্তির মন সন্তুষ্ট হয় না।) (ইহার উত্তরে বলা হইতেছে) 'অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ হইল, বায়ু হইতে যজুর্বেদ সৃষ্ট হইল এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ জন্মিল' এই বেদবচনটীর স্বার্থে তাৎপর্য্য আছে, ইহা স্বীকার করিয়াই কিভাবে বিরোধের পরিহার করা যায় তাহা দেখান হইয়াছে (অদৃষ্ট শক্তির প্রভাব অচিন্ত্য এবং অসীম, ইহা বলিয়া)। অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ ঐশ্বর্য্য (ঈশ্বরত্ব, প্রভুত্বশক্তি) সম্পন্ন; আবার সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির শক্তিও অসীম। কাজেই, তিনি যে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ

হইতে ঋগ্বেদাদি সৃষ্টি করিবেন, ইহাতে অসঙ্গতি কি আছে? সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অনুসারে "অগ্নিবায়ুরবিভ্যঃ" এখানে পঞ্চমী বিভক্তিও বলা যাইতে পারে। আর, পাণিনীয় মহাভাষ্যেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়; কারণ, তথায় অপাদানবিবক্ষায় এইরূপ বলা আছে, "এখানে কথিত কারকসকল অপাদান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে"।

(কেহ প্রশ্ন করিতেছেন, বেশ তাহা না হয় মানিলাম কিন্তু) অন্যান্য বাদীর মতে এস্থলে সমাধান কিরূপ? (ইহার উত্তরে বলা হইতেছে) তাঁহাদের মতে চতুর্থী বিভক্তি, ইহা ত বলাই হইয়াছে। (উক্ত বেদবাক্যের স্বার্থে তাৎপর্য্য আছে ইহা স্বীকার করিয়া এইসব কথা বলা হইল।) বস্তুতঃপক্ষে এগুলি অর্থবাদ মাত্র। (কাজেই স্বার্থে ইহাদের তাৎপর্য্য নাই।) দ্বিকর্ম্মকপক্ষ স্বীকার করিলে "ত্রয়ং ব্রহ্ম" হয় প্রধান কর্ম্ম, আর দ্বিতীয় কর্ম্মটী হইবে ঊহ্য 'আত্মানং' এই পদটী; তাহার অর্থ আত্মাই; প্রজাপতি আত্মাকে (নিজেকে) দোহন করিলেন। এখানে 'দোহন' বলিতে অধ্যাপন বুঝিতে হইবে। কারণ, দোহনে যেমন গাভীর শরীর মধ্যস্থিত পদার্থ অন্যস্থলে সংক্রমণ করান হয় অধ্যাপনাতেও সেইরূপ গুরু নিজদেহস্থিত শব্দরাশি (বেদ) শিষ্যের মধ্যে সংক্রমণ করাইয়া থাকেন; এই প্রকার সাদৃশ্য অনুসারে দোহন শব্দের ঐরূপ অর্থ করা হয়। আর যদি "অগ্নিবায়ুরবিভ্যঃ" এখানে পঞ্চমী বিভক্তি ধরা যায় তাহা হইলে "অগ্নেঃ ঋগ্বেদঃ" ইত্যাদি বেদবচনের তাৎপর্য্য হইবে এইরূপ—ঋগ্বেদের প্রথমেই অগ্নিদেবতার সম্বন্ধে মন্ত্র আছে বলিয়াই শ্রুতি বলিতেছেন "অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ জন্মিয়াছে"। যজুর্বেদেও প্রথম মন্ত্র "ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা" ইত্যাদি। ইহার "ইষে"=অন্নের নিমিত্ত; 'ইট্' অর্থ অন্ন। আর বায়ু থাকেন দ্যুলোক এবং ভূলোকের মধ্যস্থানে; কাজেই, ঐ বায়ু মধ্যস্থানে থাকিয়া বৃষ্টিপাত করেন। এইরূপ "ঊর্জ্জে" ইহার অর্থ বলের নিমিত্ত; যেহেতু 'ঊর্ক্' অর্থ প্রাণ (বল); আর বায়ু প্রাণ (বল) স্বরূপ। কাজেই, যজুর্ব্বেদের প্রথমেই বায়ুর কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ বর্ণিত হওয়ায় উপমাচ্ছলে বলা হইয়াছে 'বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ'। অথবা, যজুর্ব্বেদ হইতেছে অধ্বর্য্যুবেদ; যজ্ঞে অধ্বর্য্যু ঋত্বিকের কার্য্য বহুপ্রকার, বায়ুরও কার্য্য নানাপ্রকার। এই সাদৃশ্যের জন্য বলা হইয়াছে যে 'যজুর্ব্বেদ বায়ু হইতে জন্মিয়াছে'। যে ঠিকমত উপযুক্ত হয় নাই সে সামগানের অযোগ্য। সুতরাং সাম উত্তম ব্যক্তির অধ্যেয় বলিয়া তাহার অধ্যয়নও উত্তম। আর আদিত্যও থাকেন উত্তমস্থানে—দ্যুলোকে (এইজন্য বলা হইয়াছে সামবেদের উৎপত্তি হইয়াছে সূর্য্য হইতে)। ২৩

(তিনি কাল, কালের বিভাগ, নক্ষত্র, গ্রহ, সরিৎ, সমুদ্র, শৈল এবং সম ও বিষম স্থল সকলও নির্ম্মাণ করিলেন।)

(মেঃ) সৃজ্যমানস্বরূপ ধর্ম্মের সাদৃশ্য অনুসারে বর্ণনা করিতেছেন। বৈশেষিকগণের মতে, কাল দ্রব্যস্বরূপ, অন্য সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে কাল ক্রিয়াস্বরূপ। সূর্য্যাদির যে পুনঃ পুনঃ গতি-প্রবাহ তাহাই কাল। 'কালবিভক্তি' অর্থ মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর প্রভৃতি কালবিভাগ। 'নক্ষত্র'—কৃত্তিকা, রোহিণী প্রভৃতি। 'গ্রহ'—আদিত্যাদি। "সরিতঃ"=নদীসকল। "সাগরাঃ"=সমুদ্রসকল। "শৈলাঃ"=পর্ব্বতসকল। "সমানি"=খানা, ঢিপি নাই এরূপ সমতলভূমি। "বিষমাণি"=তরাই উৎরাই—উঁচুনীচু ভূভাগ। ২৪

(তিনি এই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া, তপঃ, বাক্, রতি, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি সৃষ্টি করিলেন।)

(মেঃ) "রতিঃ"=মনের পরিতৃপ্তি। "কামঃ"=অভিলাষ অথবা মদন। বাকীগুলির অর্থ প্রসিদ্ধ। ইত্যাদি প্রকার "ইমাং সৃষ্টিং সসর্জ্জ"=এই সৃষ্টি সৃষ্টি করিলেন। 'এই সৃষ্টি' অর্থাৎ এই শ্লোকে এবং পূর্ব্ব শ্লোকে যে সৃষ্টি বলা হইল তাহা—। "ইমাঃ প্রজাঃ স্রষ্টুম্ ইচ্ছন্"=এইসকল প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া। এইসকল প্রজা বলিতে দেব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি। তাহার উপকরণ অর্থাৎ যাহা ইহাদের উপকার সম্পাদন করিতে পারে এমন ঐসমস্ত আত্মা ও ধর্ম্মযুক্ত শরীর এবং ধর্ম্মও প্রথমে সৃষ্টি করিলেন,—ইহাই ফলিতার্থ। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, "সৃষ্টিং সসর্জ্জ" (অর্থাৎ সৃষ্টি সৃষ্টি করিলেন) এ উক্তিটী কিরূপ হইল? (উত্তর)—"সৃষ্টিং কৃতবান্"—অর্থাৎ সৃষ্টি করিলেন বলিলে যে অর্থ বুঝায় ইহা দ্বারাও তাহাই বুঝাইতেছে। কারণ, সকল ধাতুই 'কৃ' ধাতুর অর্থেরই এক একটী বিশেষ ভাব প্রকাশ করে। যেমন, পচতি

অর্থ 'পাকং করোতি'=পাক করিতেছে, 'যজতি' অর্থ 'যাগং করোতি'=যাগ করিতেছে। এরূপ হইলে পর 'যাগং করোতি', 'পাকং করোতি' প্রভৃতি প্রয়োগে কৃৎ প্রত্যয় দ্বারা 'কৃ' ধাতুর সেই বিশেষ ভাবটী (পাক, যাগ প্রভৃতি) অবগত হওয়া যায়; তখন তিঙ্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুটী কেবল 'কৃ' ধাতুরই অর্থ বুঝাইয়া থাকে। আবার ঐ 'কৃ' ধাতুর অর্থও যদি অন্য কোনরকমে বোধিত হয় তখন ঐ 'কৃ' ধাতুর প্রয়োগের দ্বারা পুনরায় তাহা প্রতিপাদন করিতে গেলে অনুবাদ অর্থাৎ পুনরুক্তি দোষ হইয়া পড়ে; কাজেই, তাহা পরিহার করিতে হইলে ঐ ক্রিয়াটী অতীত প্রভৃতি কালবোধক অথবা একত্বাদিবিশিষ্ট কর্তৃবোধক হওয়ায় তখন কাল, কারক প্রভৃতিতেই উহার তাৎপর্য্য থাকে। অথবা, "সসর্জ্জ" ইহা দ্বারা সামান্যসৃষ্টি বা সাধারণভাবে সৃষ্টি বলা হইয়াছে; আর 'সৃষ্টিং' ইহা দ্বারা বিশেষ বিশেষ সৃষ্টি কথিত হইতেছে। আর ঐ বিশেষসৃষ্টি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হইয়া পরিচ্ছিন্নভাবে উক্ত সামান্যসৃষ্টির কর্ম্ম হয়। যেমন "স্বপোষং পুষ্টঃ"=ধনের মত পোষণ করা হইয়াছে, ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে। (এখানে "পুষ্টঃ" ইহা দ্বারা সাধারণভাবে পোষণ করিবার বিষয় বলা হইয়াছে; আর "স্বপোষং" ইহা দ্বারা ধনের দৃষ্টান্তে বিশেষভাবে পোষণ বলা হইল। সেইরূপ এখানেও বলা হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা যে বিশেষ বিশেষ সৃষ্টি—সৃষ্ট-পদার্থ উপলব্ধি করা যাইতেছে তাহা সৃষ্টি করিলেন—বিশেষ বিশেষ বস্তু সৃষ্টি করিলেন)। ২৫

(সেই প্রজাপতি কর্ম্মফলসকলের ভেদ সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠানসকলও পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এবং সেই কর্ম্মানুসারে এই জীবগণকে সুখদুঃখাদি নামে পরিচিত দ্বন্দ্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া দিলেন।)

(মেঃ) "ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ব্যবেচয়ৎ"=ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম এ দুইটী পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ঠিক করিয়া দিলেন- ইহা ধর্ম্ম, ইহা অধর্ম্ম, এই প্রকারে ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, 'এটী কেবল ধর্ম্মই এবং এটী কেবল অধর্ম্মই' এইরূপ অবিমিশ্র পার্থক্য ত সকল স্থলে হইতে পারে না? কারণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম—উভয়স্বরূপ বহু কর্ম্মও ত আছে অর্থাৎ এমন সব কর্ম্ম আছে যেগুলি কেবল বিশুদ্ধ ধর্ম্ম নহে, আবার কেবল অধর্ম্মও নহে; সুতরাং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে অসঙ্কীর্ণভাবে আলাদা করিয়া দেওয়া কিরূপে সম্ভব? এইজন্য কথিত আছে 'বৈদিক কর্ম্মসকল মিশ্রস্বরূপ, কারণ সেগুলিতে জীবহিংসা অঙ্গরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে'। যেমন, জ্যোতিষ্টোমযজ্ঞ স্বীয় প্রধানকর্ম্মস্বরূপে ধর্ম্ম বটে কিন্তু জীবহিংসা তাহার অঙ্গ হওয়ায় তাহা অধর্ম্মও বটে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"কর্ম্মণাং তু বিবেকায়"। 'কর্ম্ম' শব্দের দ্বারা এখানে প্রয়োগ (কর্ম্ম-কলাপের অনুষ্ঠান) বুঝাইতেছে। একই কর্ম্ম যদি ঠিকভাবে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহা ধর্ম্ম হইবে; কিন্তু তাহাই আবার যদি অন্যরূপে অবৈধভাবে করা হয় তাহাতে তাহা বিপরীতস্বভাব হওয়ায় অধর্ম্ম হইবে। সুতরাং একই কর্ম্ম বিধিসঙ্গত হইয়া ধর্ম্ম হয় আবার তাহাই বিধিবিরুদ্ধ হইলে অধর্ম্ম হইয়া পড়ে। হিংসাও ঠিক সেইরূপ। হিংসা যদি বিধিবিহিত না হয় এবং বিধিবিহিত কর্ম্মের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে তাহা অবৈধভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া অধর্ম্মই হইয়া থাকে; কারণ, সেরূপ হিংসা কোন যাগাদির অঙ্গ না হওয়ায় অবৈধ। আর অবৈধ হিংসা 'কোনও প্রাণীকে হিংসা (বিনাশ) করিবে না' এই বেদবচনে নিষিদ্ধ হইয়াছে। পক্ষান্তরে অগ্নীষোমদেবতার উদ্দেশে যে পশুবধ করা হয় তাহা অন্তর্বেদি অর্থাৎ যজ্ঞের অঙ্গরূপেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। একারণে, তাহা বিধিবিহিত হওয়ায় ধর্ম্মই হইবে। (যেহেতু "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" এই বেদবিধিদ্বারা ঐ হিংসা জ্যোতিষ্টোমযাগের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে।) এইরূপ, তপস্যা করা ধর্ম্ম বটে; কিন্তু ঐ তপই আবার যদি দাম্ভিকতাবশতঃ কিংবা অসামর্থ্যসত্ত্বেও অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহা অধর্ম্ম হইবে। এইরূপ, স্ত্রীলোকদের পক্ষে দেবরগমন অধর্ম্ম; কিন্তু নিঃসন্তান নারী পুত্রলাভের অভিলাষে গুরুজনের আদেশে যদি দেবরগমন করে এবং ঘৃতাক্ত হইয়া উপবাসাদি নিয়মপূর্ব্বক যদি তাহা করা হয় তাহা হইলে উহা ধর্ম্ম। অতএব, কর্ম্ম স্বরূপতঃ একই রকম যদিও, তথাপি অনুষ্ঠান-প্রকারের পার্থক্য থাকায় তাহা ধর্ম্মও হয় আবার অধর্ম্মও হইয়া পড়ে—এইভাবে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের ব্যবস্থা (ভেদ) নিরূপিত হইবে। যদিও উভয়-স্থলেই বাহ্যদৃষ্টিতে (লৌকিক দৃষ্টিতে) লৌকিক প্রমাণে কর্ম্মটী একই তথাপি (শাস্ত্রের দৃষ্টি অনুসারে) তাহার স্বরূপ যে অবশ্যই ভিন্ন হইয়া গিয়াছে তাহা জ্ঞাতব্য; (যেহেতু এই ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ব শাস্ত্র ছাড়া অন্য প্রমাণদ্বারা নিরূপিত হয় না)।

আবার, "কর্ম্মণাং বিবেকায়" এস্থলে 'কর্ম্মফল' অর্থে কর্ম্মশব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। অনেক সময় কার্য্যটীকে বুঝাইবার জন্য কারণটীর উল্লেখ করা হয়, ইহা ঔপচারিক বা গৌণ প্রয়োগ। তাহা হইলে, এখানে যাহা বলা হইল তাহা এইরূপ দাঁড়ায়,—সেই প্রজাপতি কর্ম্মফল-সকল বিভাগ করিবার নিমিত্ত কর্ম্মকলাপও পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কর্ম্মের ফলবিভাগ আবার কিরূপ? ইহার উত্তরে বলিয়াছেন 'দ্বন্দ্বৈঃ অযোজয়ৎ"=সুখদুঃখাদিরূপ দ্বন্দ্ব, তাহার সহিত যুক্ত করিয়া দিলেন। ধর্ম্মের ফল সুখ, আর অধর্ম্মের ফল দুঃখ। কাজেই, যাহারা ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম উভয়ই করে তাহারা ঐ সমস্ত দ্বন্দ্বের সহিত যুক্ত হয়—তাহারা ধর্ম্ম করিয়াছিল বলিয়া সুখযুক্ত হয়, আবার অধর্ম্ম করিয়াছিল বলিয়া দুঃখযুক্ত হইয়া থাকে। এই যে দ্বন্দ্ব শব্দটী ইহা দ্বারা পরস্পরবিরুদ্ধ শীত-উষ্ণ, বৃষ্টি-রৌদ্র, ক্ষুধা-তৃপ্তি প্রভৃতি পদার্থ অভিহিত হয়; কারণ, ঐপ্রকার অর্থেই উহা রূঢ় (বহুপ্রয়োগযুক্ত)। "সুখদুঃখাদিভিঃ" এস্থলে যে 'আদি' শব্দটী দেওয়া হইয়াছে তাহা দ্বারা সামান্য-বিশেষ ভাব বুঝাইতেছে। (সামান্যসুখ কি এবং সামান্যদুঃখ কি?) কোন প্রকার বিশেষণ না দিয়া যদি কেবল সুখ বা দুঃখ বলা হয় তাহা হইলে ঐ দুইটী শব্দ যথাক্রমে স্বর্গ ও নরক বুঝাইবে, কিংবা নিরতিশয় আনন্দ এবং পরম পরিতাপ বুঝাইবে; ইহাই সামান্যসুখ এবং সামান্যদুঃখ। আর স্বর্গ, গ্রাম, পুত্র, পশু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বস্তুলাভজনিত যে সুখ তাহা বিশেষ সুখ, এবং ঐ সমস্ত বস্তু হইতে বিচ্যুত হইলে যে পরিতাপ তাহা বিশেষ দুঃখ। পূর্ব্বে ২১শ শ্লোকে কর্ম্মের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে আর এই শ্লোকে প্রজাপতি কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠানের ভেদ এবং ফলের পার্থক্য বলিয়া দিলেন, এইভাবে প্রতিপাদ্য বিষয়টী ভিন্ন হওয়ায় ইহাদের পুনরুক্তি হইল না। ২৬

(পঞ্চ মহাভূতের যে সূক্ষ্ম অবয়ব সেগুলিও বিনাশশীল বলিয়া কথিত; সেইগুলির সহিত এই সমগ্র জগৎই পূর্ব্বোক্ত ক্রম অনুসারে উৎপন্ন হয়।)

(মেঃ) এ শ্লোকটী উপসংহারস্বরূপ। "দর্শার্দ্ধানাং"=দশের অর্দ্ধেক অর্থাৎ পাঁচটী মহাভূতের যে "অণবঃ"=সূক্ষ্ম "মাত্রাঃ"=অবয়বসকল যেগুলিকে তন্মাত্র বলা হয় সেগুলি "বিনাশিন্যঃ"= বিনাশশীল; সেগুলির পরিণামরূপ ধর্ম্ম আছে বলিয়া এবং সেগুলির মধ্যেও পূর্ব্বতত্ত্বাপেক্ষা স্থূলত্ব-প্রতীতি হয় বলিয়া সেগুলিকে বিনাশশীল বলা হইতেছে। সেইগুলির সহিত এই জগৎ সমগ্রটাই উৎপন্ন হয়। "অনুপূর্ব্বশঃ"=ক্রম অনুসারে;—যেমন সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, স্থূল হইতে স্থূলতর। অথবা আগে সৃষ্টির যে ক্রম বর্ণনা করা হইয়াছে সেই ক্রম অনুসারে। ২৭

(সেই প্রভু প্রজাপতি জীবের কর্ম্ম অনুসারে যে প্রাণীকে যে কর্ম্মে প্রথমে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন সে প্রতিবার জন্মিয়া সেই কর্ম্মই স্বভাবতঃ অনুসরণ করে।)

(মেঃ) "যং তু কর্ম্মণি" ইত্যাদি শ্লোকটীর অর্থ এইরূপ,—সত্য বটে প্রজাপতি সকলেরই ঈশ্বর, কাজেই তিনি জগৎ সৃষ্টিকালে নিজ ইচ্ছা অনুসারে প্রাণীদের সৃষ্টি করিতে পারেন, তথাপি জীবগণ পূর্ব্বসৃষ্টিতে যে কর্ম্ম করিয়াছিল তাহা বাদ দিয়া নিরপেক্ষভাবে তিনি প্রাণীদের সৃষ্টি করেন না। সুতরাং আগেকার সৃষ্টিতে যে প্রাণী যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছিল সেই কর্ম্মের দ্বারা তাহার যে জাতিতে জন্ম আকৃষ্ট হয়, তা মনুষ্যজাতিই হউক, পশুজাতিই হউক অথবা অন্য জাতিই হউক, সেই জাতিতেই তিনি তাহার জন্ম বিধান করেন, অন্য জাতিতে নহে। শুভ কর্ম্ম অনুসারে দেবজাতি, মনুষ্যজাতি প্রভৃতিতে জীবগণের জন্ম বিধান করেন, যেখানে তাহারা সেই শুভকর্ম্ম ভোগ করিবার উপযুক্ত দেহ লাভ করে; আর তদ্বিপরীত অশুভ কর্ম্ম অনুসারে পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্ জাতিতে কিংবা প্রেতাদি যোনিতে জন্ম বিধান করেন যেখানে তাহারা সেই অশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিবার উপযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হয়। যেমন মহাভূত কিংবা ইন্দ্রিয়সকলের যেটীর যে গুণ সেগুলি প্রলয়ে প্রকৃতিমধ্যে লীন থাকিয়াই পুনরায় সৃষ্টিকালে প্রকাশিত হয় সেইরূপ পূর্ব্বসৃষ্টির কর্ম্মকলাপও (লিঙ্গশরীরবিশিষ্ট জীবগণের) স্ব স্ব প্রকৃতিমধ্যে লীন থাকিয়াই সৃষ্টিকালে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। কাজেই, "অবশিষ্ট (ভুক্তাবশিষ্ট) কর্ম্ম হইতে জন্মলাভ" এই নিয়মটী এস্থলেও অবশ্যই প্রযোজ্য।

ইহাতে কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, জীবের উৎপত্তি যদি কর্ম্মেরই অধীন তাহা হইলে প্রজাপতির ঐশ্বর্য্য কোন্ বিষয়ের উপযোগী (কারণ স্বতন্ত্রভাবে স্বেচ্ছানুসারে ক্রিয়াসম্পাদনই ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব); আর, যে ঈশ্বরত্ব সাপেক্ষ অর্থাৎ অন্যের উপর নির্ভরশীল তাহাই বা কিরূপ ঈশ্বরত্ব?

(ইহার উত্তরে বক্তব্য) ঈশ্বর থাকিলে তবেই জগতের উৎপত্তি হয় ইহাই যখন নিয়ম তখন কোন বিষয়ে ঈশ্বরত্বের উপযোগিতা নাই এ কিরকম কথা? ঈশ্বর বিনা উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় হইতে পারে না। ঈশ্বর নিত্য—সনাতন পুরুষ; কাজেই, জগতের উৎপত্তিতে জীবের কর্ম্ম কারণ, ঈশ্বরের ইচ্ছাও কারণ এবং প্রকৃতির পরিণামও কারণ। এই সামগ্রী অর্থাৎ কারণসমষ্টি হইতেই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় ঘটে। আর অন্যের উপর নির্ভরশীল হইলেই যে ঈশ্বরত্ব ব্যাহত হয় তাহা নহে। যেমন রাজা প্রভৃতি লৌকিক ঈশ্বর ভৃত্য প্রভৃতিকে তাহাদের কর্ম্মের অনুরূপ ফল প্রদান করেন (তাহাতে তাঁহার প্রভুত্ব ব্যাহত হয় না) সেইরূপ ভগবান্‌ও জীবের কর্ম্ম অনুসারেই তাহাদিগকে তদনুরূপ ফলে যুক্ত করিয়া দেন; আর তাহাতে তিনি যে ঈশ্বর হন না তাহাও নয়। (ইহাতে তাঁহার ঈশ্বরত্ব কুণ্ঠিত হয় না।)

(কেহ কেহ এখানে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন) আচ্ছা, এ শ্লোকটীর অর্থ ত ওরূপ বলিয়া বোধ হইতেছে না? তবে কিরূপ বোধ হইতেছে? প্রাণিগণকে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার ব্যাপারে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তিনি "যং"=যে প্রাণীকে "প্রথমং" =সৃষ্টির গোড়ায় "যস্মিন্ কর্ম্মণি"=যে কর্ম্মে, তাহা হিংসাত্মকই হউক অথবা তাহার বিপরীত প্রকারই হউক, "ন্যযুঙ্‌ক্ত"=নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই প্রাণী সেই কর্ম্মই করিয়া থাকে, কিন্তু সে পিতা প্রভৃতির আদেশ বা উপদেশ অপেক্ষা করিয়া স্ব ইচ্ছায় অন্য প্রকার কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় না। তবে কি করে? (উত্তর)—প্রথমে প্রজাপতি যেরূপ নিয়োগ বিধান করিয়াছেন সে তদনুসারেই কাজ করে, তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক। আর সে তাহা "স্বয়ং"= অন্যের আদেশ বা উপদেশ নিরপেক্ষভাবেই, করিয়া থাকে। "সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ"=বার বার জন্মিতে থাকিয়া। পূর্ব্বসৃষ্টিতেই হউক অথবা এই বর্ত্তমান সৃষ্টিতেই হউক বিধাতাই ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণকে সেই সেই কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন। কাজেই, তাঁহারই আদেশ পালন করিতে থাকিয়া সে আগেকারই সেই কর্ম্ম করিতে থাকে,—তাহা শুভই হউক আর অশুভই হউক। এইজন্য ঐরূপ কথিত আছে;—"নিজ নিজ কর্ম্মে জীবগণের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই; বিধাতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াই তাহারা শুভই হউক আর অশুভই হউক স্ব স্ব কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বলাভ করে—সেই সেই কর্ম্ম করিতে থাকে। অজ্ঞান বিমূঢ় জীব নিজের সুখ কিংবা দুঃখে স্বাধীনতা-রহিত—তাহাতে তাহার কোন হাত নাই; কিন্তু ঈশ্বরের দ্বারা নিযুক্ত হইয়াই সে স্বর্গে অথবা নরকে যায়"। এই প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হইলে ইহার উত্তরে বলা যায়;—এই মতবাদটী স্বীকার করিলে, ফলের সহিত কর্ম্মের যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে তাহা ছাড়িয়া দিতে হয়, এবং ইহাতে পুরুষকারও বৃথা হইয়া পড়ে। আর শাস্ত্রমধ্যে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্ম করিবার যে বিধান আছে তাহাও বিফল হইয়া যায় এবং ব্রহ্মোপাসনাও অনর্থক হইয়া পড়ে। কারণ, যাহারা ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ কেবলমাত্র তাহারাই দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্থক কর্ম্মকলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। (যে সমস্ত কর্ম্মের প্রয়োজন বা ফল ইহলোকেই দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি দৃষ্টার্থক আর যেগুলির ফল ইহজগতে দৃষ্ট হয় না সেগুলি অদৃষ্টার্থক।) কিন্তু যাহারা জানে যে কর্ম্ম করা কিংবা ফলভোগ করা সবই ঈশ্বরের অধীন তাহারা কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হইবে না। যেহেতু, (ঈশ্বরের ইচ্ছা না হইলে) কর্ম্ম করা হইলেও তাহার ফল হইবে না (আবার ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে) কোন কর্ম্ম না করিয়াও আমরা ফলভোগ করিব, এই ভাবিয়া ঔদাসীন্য অবলম্বন করিবে, কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবে না। ইহাতে এ কথাও বলা সঙ্গত হইবে না যে, অপথ্য করিলে যেমন আপনা হইতেই ব্যাধি হইবেই সেইরূপ যাহারা পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব জানে তাহাদেরও ঈশ্বরপ্রেরণাবশে কর্ম্ম করিতে অবশ্যই ইচ্ছা জন্মিবে। আর, কর্ম্মফলের উপস্থিতি দেখিয়া যদি লোকের কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা নিরূপণ করা হয় যে এই কর্ম্ম হইতেই এই প্রকার কর্ত্তৃত্ব হইবে, তাহা হইলে মূলে "যং তু কর্ম্মণি"='যাহাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন' ইত্যাদি বলা সমীচীন হয় না। বস্তুতঃ, ঈশ্বর কোন্ কর্ম্মে কাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহা কেবলমাত্র শাস্ত্র হইতেই অবগত হওয়া যায়। সুতরাং, শ্লোকটীর এইরূপ অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত যে, "যং"=যে মানবকে "স প্রভুঃ"=সেই প্রভু "প্রথমং ন্যযুঙ্‌ক্ত"=প্রথমে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—। সংসার অনাদি—ইহার আদি (গোড়া) নাই; কাজেই, 'প্রথম' বলিতে এখানে বর্ত্তমান সৃষ্টির প্রারম্ভে, ইহাই বুঝিতে হইবে। সমস্ত ব্যাপারে ভগবানেরই প্রেরকতা, ভগবানই প্রেরণকর্ত্তা। দিক্ এবং কাল ইহাও সকল কার্য্যে নিমিত্ত কারণ। অর্থাৎ সকল কার্য্যের প্রতি দিক্, কাল এবং ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ—ইহা এই তিন

পদার্থেরই সাধারণ ধর্ম্ম। কিন্তু কার্য্যে নিযুক্ত করা—এই প্রকার প্রেরকতা ঈশ্বরেরই অসাধারণ ধর্ম্ম।

অন্য কেহ কেহ আবার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন ;—কোন প্রাণী পূর্ব্বজন্মে যে জাতিতে থাকে তাহার পরজন্মে সে যখন অন্য জাতিতে জন্মে তখন সেই জন্মে তাহার পূর্ব্বজাতীয় সংস্কারটীর উপর কোন প্রকার নির্ভরতা থাকে না। (অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মের স্বভাব বা সংস্কার সে জন্মে তাহার স্বভাবের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না।) কাজেই, তখন স্বভাব তাহাকে অনুসরণ করে অর্থাৎ যে জাতিতে জন্মায় সেই জাতির স্বভাবই (অনাদি বাসনাবশে) তাহার মধ্যে প্রকটিত হয়। সুতরাং শ্লোকটীর অর্থ এইরূপ—। (সিংহ প্রভৃতি) যে যে বিশেষ জাতিকে তিনি অন্য প্রাণীকে বধ করা প্রভৃতি যে যে বিশেষ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই সিংহাদিজাতীয় প্রাণিরূপে জন্মিয়া তাহার যে জাতিগত ধর্ম্ম হিংসা তাহাই সে অবলম্বন করে, ইহাতে তাহাকে কাহারও উপদেশ দিয়া শিখাইয়া দিবার দরকার হয় না। আর সেই সিংহ-জাতীয় জীবটী পূর্ব্বজন্মে মনুষ্য থাকিলেও তাহার সেই মনুষ্যজন্মের স্বভাবসিদ্ধ অভ্যস্ত কোমলতা তখন একেবারে ত্যাগ করিয়া ফেলিয়াই সে ঐ হিংস্রতা আশ্রয় করে। কারণ, ঐ সিংহজন্মের তাহাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহাই প্রজাপতির নির্ম্মাণ। সুতরাং, সেই সিংহজন্মের প্রাপক প্রবল কর্ম্মসকল তাহার অন্য জন্মে অন্য জাতিতে অভ্যস্ত ধর্ম্মকে একেবারেই ভুলাইয়া দেয়, ইহাও দেখান হইল। ২৮

(সেই প্রজাপতি সৃষ্টির প্রারম্ভে হিংস্র, অহিংস্র, মৃদু, ক্রূর, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য ও অনৃত প্রভৃতি যে কর্ম্ম যাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন সে স্বভাবতই তাহা আশ্রয় করে।)

(মেঃ) উহাই বিস্তৃত করিয়া বলিতেছেন "হিংস্রাহিংস্রে" ইত্যাদি। 'হিংস্র' অর্থ অপরের যাহাতে প্রাণবিয়োগ হয় তাদৃশ কর্ম্ম ; উহা সর্প, সিংহ, হস্তী প্রভৃতি প্রাণীর কর্ম্ম। উহারই বিপরীত 'অহিংস্র' কর্ম্ম; ইহা রুরু মৃগ, পৃষত মৃগ প্রভৃতির কর্ম্ম। 'মৃদু' অর্থ যাহা ক্লেশকর নহে। 'ক্রূর' অর্থ পরের দুঃখ জন্মান প্রভৃতি কঠোর কর্ম্ম। বাকীগুলির অর্থ প্রসিদ্ধ। হিংস্র ও অহিংস্র ইত্যাদি প্রকারে দুইটী দুইটী করিয়া প্রসিদ্ধ এই যে কর্ম্মসকল, "সঃ"=সেই প্রজাপতি "সর্গে"=সৃষ্টির প্রারম্ভে যাহার জন্য যে কর্ম্মটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, আগেকার কর্ম্মের সাদৃশ্য পর্য্যালোচনা করিয়া ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সৃষ্ট প্রাণী সেই কর্ম্মই স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আশ্রয় করিয়াছিল। "আবিশৎ"=আশ্রয় করিয়াছিল, এস্থলে যে অতীত কালের প্রয়োগ আছে তাহা ধর্ত্তব্য নহে। কারণ, বর্ত্তমান সময়েও সকল প্রাণী স্বীয় জাতিগত স্বভাবই আশ্রয় করিয়া থাকে, ইহাতে কাহারও উপদেশের অপেক্ষা নাই, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ২৯

(ঋতুসকল যেমন স্ব স্ব কালে নিজ নিজ চিহ্ন আশ্রয় করে প্রাণিগণও সেইরূপ স্বভাবতই নিজ নিজ জাতিগত কর্ম্ম করিতে থাকে।)

(মেঃ) এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দিতেছেন। অচেতন পদার্থসকলেরও স্বভাব যেমন সেই বিধাতারই বিধানে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সীমাবদ্ধ এইরূপ চেতন পদার্থসকলও, প্রজাপতি জীবের কর্ম্মানুসারে তাহাদের জন্য যে কর্ম্মের যেরূপ সীমা বা নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করে না। তাহারা যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করে সেই জাতির স্বাভাবসিদ্ধ কর্ম্মই করিতে থাকে, কিন্তু যতই ইচ্ছা করুক না কেন অন্য কর্ম্ম করিতে পারে না। "ঋতবঃ"=বসন্ত প্রভৃতি ঋতু-সকল; "ঋতুলিঙ্গানি"=যে ঋতুর যে সমস্ত চিহ্ন, যেমন ফল, পত্র, পুষ্প ধারণ করা (বসন্ত ঋতুর চিহ্ন); এইরূপ শীত, উষ্ণ, বর্ষা প্রভৃতি। "পর্য্যায়ে"=যে ঋতুর যে পর্য্যায় অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্য করিবার কাল সেই সময়ে সেই ঋতু তাহার সেই স্বীয় ধর্ম্ম স্বতই আশ্রয় করে, কিন্তু তাহার জন্য মানুষের কোন চেষ্টা বা পরিশ্রমের অপেক্ষা রাখে না;—। যেমন, বসন্তকালে আম্রমঞ্জরীসকল আপনা আপনিই ফুটিয়া উঠে, তাহার জন্য তাহার গোড়ায় জলসেচনের অপেক্ষা করে না, পুরুষের অদৃষ্ট কর্ম্মসকলও ঠিক ঐভাবেই প্রকটিত হইয়া থাকে। এমন কোন পদার্থই নাই যাহা কর্ম্মের উপর নির্ভরশীল নহে। বর্ষার স্বভাব বৃষ্টি দেওয়া; কিন্তু রাজার দোষে অথবা রাষ্ট্রের পাপে ঐ বৃষ্টির ব্যাঘাতও ঘটিয়া থাকে—অনাবৃষ্টি হয়। অতএব কর্ম্মের

প্রভাবকে দূর করা মোটেই সম্ভব নহে। শ্লোকে 'ঋতু' শব্দটী একবার প্রয়োগ করিলেই চলিত; তাহা না বলিয়া যে একাধিকবার উহা প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা ছন্দের অনুরোধে বুঝিতে হইবে।

কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত তিনটী শ্লোকের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, এই শ্লোকত্রয়ে কর্ম্মশক্তির স্বভাব যে নিয়মবন্ধ (একই নিয়মে চলে) তাহা বলা হইয়াছে। ই'হাদের মতে, ২৮শ শ্লোকের অর্থ :- প্রজাপতি যে কর্ম্মে যে ফল আধান করিয়া দিয়াছেন, ঠিক করিয়া দিয়াছেন সেই বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম পুনঃ পুনঃ "সৃজ্যমানঃ"=অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে তাহা স্বতই সেই ফল প্রদান করিয়া থাকে। অতএব, ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, যজ্ঞ করা হইলে যখন তাহা ফলযুক্ত হয় তখন তাহা স্বীয় ফল প্রদান করিবার জন্য অন্য কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না। রাজার সেবা ভালভাবে করা হইলেও তাহার ফল পাইতে গেলে মন্ত্রী, পুরোহিত প্রভৃতির কথার উপরও নির্ভর থাকে--রাজা তাহাদের কথা শুনিয়া তাহার ফল পুরস্কার প্রদান করেন, কিন্তু যাগযজ্ঞ স্বীয় ফল প্রদান করিতে ওভাবে কাহারও অপেক্ষা রাখে না। তবে ফলভোক্তা যাগকর্ত্তা পুরুষের দৃষ্ট ব্যাপার যে ঐহিক পুরুষকার তাহা আবশ্যক হয় বটে। যেহেতু, সকল প্রকার কার্য্যই দৃষ্ট কারণ এবং অদৃষ্ট কারণ এই দুই প্রকার কারণ হইতে উৎপন্ন হয়; কেবলমাত্র অন্য অদৃষ্ট কারণেরই তখন (ফলদানকালে) নিষেধ করা হয়—অর্থাৎ যাগাদি কর্ম্ম স্বীয় ফল প্রদান করিবার জন্য অন্য কোন অদৃষ্ট কারণের উপর নির্ভর করে না। (২৯শ শ্লোকের অর্থ)—বিধিবিহিত অথবা নিষিদ্ধ কর্ম্মকলাপ যথাক্রমে ভাল অথবা মন্দ ফল দিয়া থাকে। সেই কর্ম্মগুলিকে দুইটী দুইটী করিয়া উল্লেখ করিতেছেন—"হিংস্রাহিংস্রে" ইত্যাদি। হিংসাত্মক কর্ম্ম নিষিদ্ধ। সেই হিংসা নরকাদি ফল নিয়মিতভাবে দিবেই। ইহা 'যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অবগোরণ করে (মারিবার জন্য তর্জ্জন-গর্জ্জন করে এবং লাঠি উঠায়), যে মামক (?) অবগোরণ করে তাহাকে শত যাতনা দিবে',—ইত্যাদি বাক্যশেষ হইতে নিরূপিত হয়। এ কারণে, ঐ হিংসা, তাহার স্বভাব যে অনভিপ্রেত ফল প্রদান করা, তাহা হইতে বিচ্যুত হয় না। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে বলিব। "অহিংস্র" অর্থ বিহিত কর্ম্ম; এই বিহিত কর্ম্মের স্বভাবই হইতেছে অভিলষিত শুভ ফল প্রদান করা; ইহার এই স্বভাবের অন্যথা হয় না। ঐ যে হিংস্র এবং অহিংস্র নামক দুইটী কর্ম্ম বলা হইল উহা ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ স্বরূপ লক্ষ্য করিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ধর্ম্ম হইতেছে বিধিবিহিত কর্ম্ম, আর অধর্ম্ম হইতেছে নিষিদ্ধ কর্ম্ম (ইহা ধর্ম্মাধর্ম্মের সাধারণ স্বরূপ)। আর সত্য, মিথ্যা প্রভৃতিগুলি ঐ ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ স্বরূপ। সত্য-কথন বিহিত, অনৃতভাষণ নিষিদ্ধ। এইভাবে শ্লোকের পূর্ব্বাপর অন্যান্য সব কয়টী পদই বিহিত এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের দৃষ্টান্ত স্বরূপে দেখাইয়া দিবার জন্য উল্লিখিত হইয়াছে। কর্ম্ম এবং তাহার ফল ইহাদের মধ্যে যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা অব্যভিচরিতভাবে দৃষ্ট হয়—তাহার কোথাও ব্যতিক্রম হয় না। ইহারই দৃষ্টান্ত,—যেমন ঋতুসকলের চিহ্ন যথাসময়ে স্বতঃই প্রকটিত হয়। অবশিষ্ট অংশের অর্থ আগেকার ব্যাখ্যার সমান। ৩০

(পৃথিবী প্রভৃতি লোকের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিবার নিমিত্ত সেই প্রজাপতি নিজ মুখ, বাহু, ঊরু এবং চরণ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্টি করিলেন।)

(মেঃ)—"লোকানাং"=পৃথিবী প্রভৃতির "বিবৃদ্ধ্যর্থম্"=বিশেষ বৃদ্ধির নিমিত্ত। 'বৃদ্ধি' অর্থ পুষ্টি অথবা আধিক্য। ব্রাহ্মণাদি চারিটী বর্ণ জীবিত থাকিলে ত্রিভুবনের বৃদ্ধি হয়। কারণ, এই ভূলোকে যজ্ঞাদিতে দেবতার উদ্দেশে যে ত্যাগ করা হয় দেবগণের তাহা উপজীবিকা—পুষ্টির উপায়। আর ঐ ব্রাহ্মণাদি বর্ণই যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্মের অধিকারী। এই জন্য ব্রাহ্মণাদিরা যে ধর্ম্মকর্ম্ম করেন তাহা উভয়লোকেরই পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে, মানুষের কর্ম্মের দ্বারা দেবগণ (ভূলোকের মঙ্গলসাধনে) প্রেরণা লাভ করেন। কারণ, 'আদিত্য হইতে বৃষ্টি আসে। এই ভূলোকেরও সৃষ্টি হয়; তাহাই ইহার বৃদ্ধি'। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়কে "নিরবর্ত্তয়ৎ"=সৃষ্টি করিলেন। "মুখবাহূরুপাদতঃ"=মুখ, বাহু, ঊরু এবং পাদ হইতে। প্রজাপতি যথাক্রমে নিজ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু দুইটী হইতে বৈশ্য এবং পা হইতে শূদ্র—এইভাবে চারিবর্ণের সৃষ্টি করিলেন। "পাদতঃ"

এখানে "তস" প্রত্যয়টী অপাদান অর্থ বুঝাইতেছে। যেহেতু, কারণ হইতেই যেন কার্য্য নিষ্কাসিত হয়, এই জন্য এখানে অপাদান কারকের মূল যে 'অপায়' (বিশ্লেষ) তাহা রহিয়াছে; সুতরাং, ইহাও অপাদান হইতেছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি স্বীয় দৈবী শক্তির প্রভাবে কোন একজন ব্রাহ্মণকে নিজ মুখাবয়ব হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কারণ, ইদানীন্তন সকলেই স্ত্রী-পুরুষ সংযোগ দ্বারা পূর্ব্ববর্ণিত তত্ত্ব-সকল হইতে উৎপন্ন হয়, এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কথা এই যে, প্রজাপতির মুখাদি অবয়ব হইতে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি বর্ণনা করা ইহা চারিবর্ণের উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ দেখাইবার জন্য অর্থবাদমাত্র। সকল জীবের মধ্যে প্রজাপতি শ্রেষ্ঠ। তাঁহার আবার সকল অঙ্গ অপেক্ষা মুখই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণও সেইরূপ সকল বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার সাদৃশ্য আছে বলিয়াই বলা হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন। অথবা অধ্যাপনা প্রভৃতি করা মুখসাধ্য কর্ম্ম; সেই অধ্যাপনাদিরূপ উৎকর্ষ আছে বলিয়া ব্রাহ্মণকে মুখ হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে। ক্ষত্রিয়েরও কর্ম্ম বাহুসাধ্য যুদ্ধ। বৈশ্যেরও কাজ ঊরুর উপর নির্ভর করে। কারণ, পশু রক্ষা করা, গোযূথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চরিতে থাকিলে তাহার সহিত বিচরণ করা এবং বাণিজ্যের জন্য স্থলপথ ও জলপথে ভ্রমণ করা এগুলি ঊরুর শক্তির উপর নির্ভর করে। শূদ্রের পাদকর্ম্ম—শুশ্রূষা করা। ৩১

(নিজ দেহ দুভাগ করিয়া প্রভু প্রজাপতি অর্দ্ধাংশে পুরুষ আর বাকী অর্দ্ধাংশে নারী হইলেন। সেই নারীর মধ্যে তেজ আধান করিয়া বিরাট্ পুরুষকে সৃষ্টি করিলেন।)

(মেঃ) এই শ্লোকে এই যে সৃষ্টির কথা বলা হইতেছে ইহা সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্টি। অন্য কেহ কেহ বলেন পূর্ব্ববর্ণিত ঐ যে প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহারই এই সৃষ্টি। অণ্ডমধ্যে সেই যে শরীরটী সমুৎপন্ন হইয়াছিল সেই শরীরটীকে দুই ভাগ করিয়া "অর্দ্ধেন পুরুষঃ অভবৎ"= অর্দ্ধ অংশে স্ত্রীগর্ভে শুক্র নিষেক করিবার সামর্থ্যযুক্ত পুরুষ হইলেন। "অর্দ্ধেন নারী"= অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশে নারী হইলেন -একই দেহ ভগবান্ শিবের অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির ন্যায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয় প্রকার হইল। অথবা পৃথক্ভাবেই একটী নারী সৃষ্টি করিলেন। সেই নারীটীকে সৃষ্টি করিয়া তাহার সহিত মিথুনসাধ্য ক্রিয়াদ্বারা আর একটী পুরুষের জন্ম দিলেন; তিনি 'বিরাট্ পুরুষ' নামে প্রসিদ্ধ। ইহাকেই পুরাণাদি শাস্ত্রে বলা হইয়াছে প্রজাপতি নিজ দুহিতায় গমন করিয়াছিলেন। এই যে দ্বৈধংকারবচন (দুভাগ করিবার উক্তি) ইহা ঐ জায়া এবং পতির কেবল দেহভেদকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে; কারণ, স্বামী ও স্ত্রী সকল কার্য্যে অবিভক্তভাবে অধিকারী- সকল কর্ম্মেই উভয়ের সহাধিকার। ৩২

(সেই বিরাট্ পুরুষ তপস্যা করিয়া যাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা জানিবেন আমিই সেই পুরুষ; আমি এই জগতের বিশেষ সৃষ্টি করিয়াছি।)

(মেঃ) "স বিরাট্"=সেই বিরাট্ পুরুষ "তপঃ তপ্ত্বা"=তপস্যা করিয়া "যং"=যে পুরুষকে "অসৃজৎ"=সৃষ্টি করিয়াছিলেন "মাং"=আমাকে "তং বিত্ত"=সেই পুরুষ জানিবেন। এইভাবেই স্মৃতিপরম্পরা আছে; কাজেই, এ বিষয়ে আপনাদের অবিদিত কিছু নাই যাহা আমায় বর্ণনা করিতে হইবে। ইহার মধ্যে তিনি নিজ জন্মগত পবিত্রতা বলিয়া দিলেন। "অস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারম্"=এই সমগ্র জগতের আমি স্রষ্টা (জানিবেন), ইহা দ্বারা বলিয়া দিলেন যে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। মনুর জন্মবৃত্তান্ত অন্য প্রকারে তাঁহাদের জানা থাকিলেও তিনি নিজেই আবার তাহা বলিয়া দিতেছেন, কারণ ইহাতে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মিবে এবং আমার জন্ম ও কর্ম্ম উভয়েরই উৎকৃষ্টতা থাকায় ইঁহারা আমাকে সমধিক নির্ভরযোগ্য,—শ্রদ্ধেয়বচন বলিয়া মনে করিবেন, ইহাই মনুর অভিপ্রায়। যেমন, কোন ব্যক্তির পরিচয় অন্যের কাছে শোনা থাকিলেও তাহাকে সম্মুখে দেখিলে লোকে জিজ্ঞাসা করে,—'তুমি না দেবদত্তের পুত্র?'—তখন সেই ব্যক্তি যদি বলে, 'হাঁ, মহাশয়' —তবে সে সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মে (এখানেও সেইরূপ মনু নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন)। নিজ পূর্ব্বপুরুষের গুণ বর্ণনা করিতে গেলে পরম্পরাক্রমে নিজেরও প্রশংসা করা হয় বটে তথাপি কবিগণের পক্ষে তাহা লজ্জাজনক নহে। (সুতরাং, মনু যে এখানে নিজ পূর্ব্বপুরুষ এবং নিজ উৎপত্তি বর্ণনা করিলেন ইহা দূষণীয় নহে।) "দ্বিজসত্তমাঃ" ইহা সম্বোধন পদ। 'সত্তম' অর্থ সাধুতম—অতিশয় সাধু বা শ্রেষ্ঠ। ৩৩

(আমি প্রজা সৃষ্টির অভিলাষে প্রথমে বহুকাল অতি ক্লেশকর তপস্যা করিয়া দশ জন প্রজাপতি সৃষ্টি করিয়াছিলাম; তাঁহারা সকলেই মহর্ষি। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদ—ই'হারাই সেই মহর্ষি প্রজাপতি।)

(মেঃ) "অহম্ অসৃজম্"=আমি উৎপাদন করিয়াছি, দশ জন প্রজাপতি মহর্ষিকে। "আদিতঃ সুদুশ্চরং তপঃ"=প্রথমে অতি দুষ্কর তপস্যা করিয়া। 'সুদুশ্চর' অর্থ বড় বেশী দুঃখকষ্ট সহিয়া যে তপস্যা করা হয়; সুতরাং অতিশয় ক্লেশপ্রদ এবং বহুকালব্যাপী যে তপস্যা তাহাই সুদুশ্চর তপস্যা। ৩৪

(মেঃ) সেই সকল মহর্ষিগণের নাম উল্লেখ করিয়া জানাইয়া দিতেছেন "মরীচিম্" ইত্যাদি। ৩৫

(অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন এই দশ জন প্রজাপতি মহর্ষি আবার অন্য সাত জন অসীমশক্তি-সম্পন্ন মনু, দেব, দেবগণের আবাসস্থান এবং মহর্ষিসংঘ সৃষ্টি করিলেন।)

(মেঃ) "এতে"=এই দশ জন মহর্ষি, "সপ্ত অন্যান্ মনূন্ অসৃজন্"=আরও সাত জন মনু সৃষ্টি করিলেন। 'মনু' এই শব্দটী অধিকারবোধক। যে মন্বন্তরে যে প্রজা সৃষ্টিতে বা প্রজা-পালনে যাঁহার অধিকার সেই মন্বন্তরে তিনিই উক্ত প্রকারে মনু নামে অভিহিত হন। "ভূরিতেজসঃ" এবং "অমিতৌজসঃ" এই দুটী শব্দই একার্থক। ইহাদের মধ্যে একটী প্রথমান্ত পদ, এবং তাহা 'অসৃজন্' এই ক্রিয়াপদাভিহিত সৃষ্টিকর্ত্তার বিশেষণ; আর অপরটী দ্বিতীয়ান্তপদ, এবং তাহা স্রষ্টব্য মনু প্রভৃতির বিশেষণ। (প্রশ্ন)—আচ্ছা! দেবগণ ত সকলেই ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিলেন (তবে আবার এখানে বলা হইল কিরূপে যে 'তাঁহারা' দেবগণকে সৃষ্টি করিলেন)? (উত্তর)—তাহা সত্য বটে; কিন্তু সকল দেবগণই ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হন নাই। যেহেতু দেবগণের সংঘাত (দল) অপরিমিত—অসংখ্য। 'দেবনিকায়' হইতেছে দেবতাগণের স্থান, যেমন স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি। ৩৬

(তাঁহারা যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, অসুর, নাগ, সর্প, বিশেষ জাতীয় পক্ষী এবং পিতৃগণের পৃথক্ পৃথক্ যে গণ আছে তাঁহাদেরও সৃষ্টি করিলেন।)

(মেঃ) যক্ষ প্রভৃতির স্বরূপগত যে ভেদ আছে তাহা কেবল ইতিহাস পুরাণ হইতে অবগত হইতে হয়; প্রত্যক্ষ, অনুমানাদি অন্য কোন একটী প্রমাণও তাহাদের স্বরূপ জানিতে সহায় হয় না। তন্মধ্যে, কুবেরের অনুচরগণকে বলা হয় যক্ষ। বিভীষণ প্রভৃতি 'রক্ষঃ'=রাক্ষস। এই যক্ষ এবং রক্ষঃ অপেক্ষা যাহারা অধিক ক্রূরস্বভাব তাহারা পিশাচ; তাহারা অপবিত্র মরুভূমি প্রভৃতিতে বাস করে; তাহারা যক্ষ এবং রাক্ষস অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তবে ইহারা সকলেই হিংস্র প্রকৃতি; যে কোন ছল অবলম্বন করিয়া প্রাণিগণের জীবনান্ত ঘটায় এবং অদৃষ্ট শক্তি প্রভাবে নানাপ্রকার ব্যাধিও জন্মাইয়া দেয়—ইহা ঐতিহাসিকগণ এবং মন্ত্রবাদিগণ বলিয়া থাকেন। 'গন্ধর্ব্ব' হইতেছে দেবগণের অনুচর, গীত এবং নৃত্যই তাহাদের প্রধান কাজ। 'অপ্সরা' হইতেছে উর্ব্বসী প্রভৃতি দেবগণিকা। যাহারা দেবগণের শত্রু তাহারা 'অসুর'; যেমন বৃত্র, বিরোচন, হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি। বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতিরা 'নাগ'। 'সর্প'—প্রসিদ্ধ প্রাণী। 'সুপর্ণ' হইতেছে বিশেষ জাতীয় পক্ষী, যেমন গরুড় প্রভৃতি। 'পিতৃগণ'—ই'হারা শাস্ত্রে সোমপ, আজ্যপ ইত্যাদি নামে বর্ণিত; ই'হারা স্বস্থান পিতৃলোকে দেবগণের ন্যায়ই বিরাজমান থাকেন। ই'হাদেরও যে গণ অর্থাৎ সংঘ আছে তাহাও তাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৩৭

(তাঁহারা—বিদ্যুৎ, অশনি, মেঘ, রোহিত, ইন্দ্রধনু, উল্কা, নির্ঘাত, কেতুগণ এবং আপেক্ষিক উর্দ্ধে ও বহু উর্দ্ধে অবস্থিত নানাপ্রকার জ্যোতিঃ পদার্থও সৃষ্টি করিয়াছিলেন।)

(মেঃ) মেঘ মধ্যে স্থিত মধ্যম জাতীয় যে জ্যোতিঃ তাহাই 'বিদ্যুৎ' নামে অভিহিত হয়। ঐ বিদ্যুতেরই বিশেষ বিশেষ অবস্থা তড়িৎ, সৌদামিনী ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। হিমকণিকা সকল শিলাস্বরূপ (ঘনীভূত) হইলে হয় 'অশনি'। ঐ সকল হিমকণিকা সূক্ষ্ম, দৃশ্যও হইয়া থাকে (যাহাকে 'তুষার' বলা হয়)। প্রবল বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া ঐগুলি বৃষ্টিধারার ন্যায় পড়িতে থাকে; উহা দ্বারা শস্যাদির অনিষ্ট ঘটে। ধূম, জল, বায়ু এবং জ্যোতিঃ (তেজ বা উষ্ণতা)

এইগুলির সমষ্টিস্বরূপ যাহা তাহাই 'মেঘ'; তাহা অন্তরিক্ষে থাকে। 'রোহিত'—সময়ে সময়ে অন্তরিক্ষ মধ্যে লাল-নীল রঙের এক প্রকার দণ্ডের ন্যায় দীর্ঘাকৃতি জ্যোতিঃ পদার্থ দেখা যায়; কখন কখন উহা সূর্য্যমণ্ডলে লাগিয়া থাকে, কখন আবার অন্যস্থলেও দৃষ্ট হয়। ইহারই নাম 'রোহিত'। ঐ রোহিতেরই বিশেষ আকৃতি 'ইন্দ্রধনুঃ' (রামধনু); অধিকন্তু উহা বক্র এবং ধনুর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। 'উল্কা'—সন্ধ্যাকালে, কিংবা তাহার কিছু পরে এবং অন্য সময়েও দিঙ্মণ্ডলে এক প্রকার জ্যোতিঃপদার্থ হঠাৎ পড়িতে দেখা যায়; এগুলির প্রভা বিচ্ছুরিত হইতে থাকে; এগুলি উৎপাত স্বরূপ। ভূলোক এবং অন্তরিক্ষলোকে যে উৎপাতাত্মক শব্দ হয় তাহারই নাম 'নির্ঘাত'। "কেতবঃ"—উৎপাতরূপে দৃশ্যমান অগ্নিশিখার ন্যায় শিখাযুক্ত প্রসিদ্ধ যে জ্যোতিঃ পদার্থ তাহাই 'কেতুঃ' (ইহাই ধূমকেতু)। ধ্রুব, অগস্ত্য, অরুন্ধতী প্রভৃতি আরও নানা-প্রকার জ্যোতিষ্কও তাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৩৮

(কিন্নর, বানর, মৎস্য, নানাজাতীয় পাখী, পশু, মৃগ, মনুষ্য এবং দুইপাটী দাঁত আছে যাদের এমন সমস্ত হিংস্র প্রাণীও তাঁহারা সৃষ্টি করিলেন।)

(মেঃ) যাহাদের মুখ ঘোড়ার ন্যায় (কিন্তু শরীর মানুষের মত) এমন সব প্রাণীরা 'কিন্নর'; ইহারা হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতে থাকে। 'বানর' একরকম জীব (বনমানুষ), যাহাদের মুখ মর্কটের মত কিন্তু দেহ মানুষের মত। 'বিহঙ্গম' অর্থ পক্ষী। ছাগল, ভেড়া, উট, গাধা প্রভৃতি প্রাণীরা পশু। রুরু, পৃষত প্রভৃতি প্রাণী 'মৃগ'। সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্র প্রাণীদের বলা হয় 'ব্যাল'। যাহাদের মুখে উপর-নীচে দুইপাটী দাঁত আছে তাহারা 'উভয়তোদৎ'। ৩৯

(কৃমি, কীট, পতঙ্গ, উকুন, মাছি, ছারপোকা, সকল রকমের ডাঁশ, মশা এবং নানা রকমের স্থাবরও তাঁহারা উৎপাদন করিলেন।)

(মেঃ) 'কৃমি' হইতেছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম (ক্ষুদ্র) প্রাণী। উহা অপেক্ষা কিছুটা স্থূল ভূমিচর প্রাণী 'কীট'। শলভ (পঙ্গপাল) প্রভৃতিরা 'পতঙ্গ'। বৃক্ষ, পর্ব্বত প্রভৃতিকে বলা হয় 'স্থাবর'। "পৃথক্‌বিধ" অর্থ নানাপ্রকার। "ক্ষুদ্রজন্তবঃ" এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে "যূকা-মক্ষিক-মৎকুণম্" এবং "দংশমশকম্" এই দুইটী স্থলে সমাহার দ্বন্দ্ব হইয়াছে। ৪০

(ঐ মহর্ষিগণ আমার নির্দ্দেশক্রমে তপঃপ্রভাবে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জীবের স্ব স্ব কর্ম্ম অনুসারে এই স্থাবরজঙ্গম সৃষ্টি করিয়াছেন।)

(মেঃ) "এবম্" এই শব্দটী দ্বারা পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়গুলির নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "এতৈঃ মহাত্মভিঃ"=মরীচি প্রভৃতি এই মহাত্মগণ কর্ত্তৃক, এই স্থাবরজঙ্গম সৃষ্ট হইয়াছে। "যথাকর্ম্ম"= অন্য জন্মে যাহার যেরূপ কর্ম্ম ছিল তদনুসারে। যে জাতিতে যাহার জন্ম গ্রহণ করা সঙ্গত তাহার স্বকর্ম্মবশতঃ সেই জাতিতেই তাহার জন্ম বিধান করা হইল। "মন্নিয়োগাৎ"=আমার আজ্ঞায়। "তপোযোগাৎ"=মহৎ তপস্যা করিয়া। ইহা দ্বারা বলিয়া দিতেছেন যে, যাহা কিছু মহৎ ঐশ্বর্য্য তৎসমুদয় তপঃপ্রভাবেই লাভ করা যায়। ৪১

(যে সকল প্রাণীর কর্ম্ম স্বভাবত যেরূপ তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের জন্মের যে ক্রমনিয়ম আছে তাহা আপনাদিগকে সেইভাবে বলিব।)

(মেঃ) যে সকল প্রাণীর যেরূপ কর্ম্ম স্বভাব সিদ্ধ, তাহা হিংসাত্মকই হউক আর অহিংস্রই হউক তাহা সেইভাবেই বলা হইয়াছে। (প্রশ্ন)—প্রাণীদের কর্ম্মের কথা আবার কোথায় বলা হইল, কারণ 'যক্ষ, রক্ষ' ইত্যাদি প্রকারে প্রাণিগণের নামই ত কেবল উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কর্ম্মের কোন কথা ত বলা হয় নাই? এই প্রকার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিব, প্রাণীদের নাম উল্লেখ করাতেই তাহাদের কর্ম্মও বলা হইয়াছে, কারণ নাম হইতে কর্ম্মও অবগত হওয়া যায়। যেহেতু, এই সমস্ত প্রাণীর যে নামপ্রাপ্তি, অথবা নামকরণ কর্ম্মই তাহার নিমিত্ত—কর্ম্ম অনুসারেই তাহাদের নাম হইয়াছে। যেমন,—যক্ষণ (ভক্ষণ) কর্ম্ম হইতে 'যক্ষ' এই নাম হইয়াছে—যাহারা কেবল ভক্ষণ করে। 'রহঃ-ক্ষণন' অথবা 'রক্ষণ' কর্ম্ম হইতে 'রক্ষঃ' এই নাম পাওয়া যায়—যাহারা গোপনে আড়ালে ক্ষণন করে বা রক্ষা করে তাহারা 'রক্ষঃ'। যাহারা কেবল 'পিশিত' (মাংস) অশন (ভক্ষণ) করে' তাহারা 'পিশাচ'। 'অপ্ (জল) হইতে নিঃসৃত হইয়াছে'

বলিয়া 'অপ্সরস্'। 'অমৃত নামক সুরা লাভ করে নাই বলিয়া তাহারা অসুর'। ইত্যাদি প্রকারে নামের মূলীভূত কর্ম্ম বুঝিয়া লইতে হইবে। "জন্মনি ক্রমযোগং"=জন্ম সম্বন্ধে ক্রম-নিয়ম, যেমন জরায়ুজ অণ্ডজ ইত্যাদি। ৪২

(পশু, মৃগ, দুইপাটী দাঁত যাদের আছে এমন সব হিংস্রপ্রাণী, রাক্ষস, পিশাচ এবং মানুষ—ইহারা জরায়ুজ।)

(মেঃ) পশু প্রভৃতি প্রাণীরা 'জরায়ুজ'। জরায়ু অর্থ 'উল্ব'—গর্ভকে বেষ্টন করিয়া যে একটী চর্ম্মাবরণ থাকে;— ইহাই 'গর্ভশয্যা'। ঐ জরায়ু মধ্যে প্রথমে এই সকল প্রাণীর জন্ম হয়। পরে ঐ গর্ভাবরণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়। ইহাই এই সকল প্রাণীর জন্মিবার ক্রম। 'দৎ' একটী আলাদাই শব্দ আছে; ইহা দন্ত শব্দের অর্থবোধক। ঐ 'দৎ' শব্দ হইতে 'উভয়তোদৎ' শব্দ হইয়াছে; তাহারই প্রথমার বহুবচনে "উভয়তোদতঃ" রূপ হয় (কারণ 'দন্ত' শব্দ স্থানে সব জায়গায় সমাসে 'দৎ' হয় না)। ৪৩

(পক্ষী, সর্প, নক্র, মৎস্য, কচ্ছপ এবং এই জাতীয় স্থলজ ও জলজাত যে সকল প্রাণী আছে তাহারা 'অণ্ডজ'।)

(মেঃ) নক্র অর্থ শিশুমার, (শুশুক, কুমীর) প্রভৃতি জলজন্তু। কচ্ছপ=কূর্ম্ম বা কাচিম। এই জাতীয় যে সকল স্থলজ প্রাণী—যেমন কাঁকলাস প্রভৃতি। এই প্রকারের 'ঔদক' অর্থাৎ জলজাত জীব—যেমন শঙ্খ প্রভৃতি। ৪৪

(ডাঁশ, মশা, উকুন, মাছি, ছারপোকা—ইহারা স্বেদজ প্রাণী। স্বেদ অথবা উত্তাপ হইতে জন্মে এমন আরও যে সব প্রাণী আছে– সেগুলিকে স্বেদজ বলে।)

(মেঃ) অগ্নি অথবা সূর্য্যের উত্তাপ হইতে পার্থিব দ্রব্য সকলের মধ্যে যে ক্লেদ—জলজাতীয় পদার্থ উদ্ভূত হয় তাহার নাম 'স্বেদ'। তাহা হইতেই ডাঁশ, মশা প্রভৃতি জন্মে। এই রকমের আরও যেসব ক্ষুদ্র প্রাণী আছে যেমন পুত্তিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি, সেগুলিও স্বেদ হইতে জন্মে। উষ্মাও স্বেদ; অথবা যে উত্তাপের ফলে স্বেদ জন্মে তাহাই 'উষ্মা'। মূল শ্লোকে যদি "উষ্মণশ্চোপজায়ন্তে" এই প্রকার পাঠ থাকে তাহা হইলে শ্লোকের শেষ অংশটীর "যে চান্যে কেচিদীদৃশাঃ" এইরূপ বহুবচনান্ত পাঠ করিতে হইবে। ৪৫

(স্থাবর পদার্থ সকল উদ্ভিজ; তাহারা বীজ এবং কাণ্ড হইতে জন্মে। তন্মধ্যে ফল পাকিবার সঙ্গে সঙ্গে যেগুলির বিনাশ হয় সেগুলির নাম ওষধি। উহারা বহু-প্রকার পুষ্প এবং ফল ধারণ করে।)

(মেঃ) উদ্ভিদ্ অর্থাৎ উদ্ভেদন—মাটি ফুঁড়িয়া উঠা। ইহা ভাববাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ)। সেই উদ্ভেদন হইতে জন্মে বলিয়া উদ্ভিজ্জ। 'উদ্ভিদ্য'=বপন করা বীজ এবং ভূমি উভয়কেই বিদীর্ণ করিয়া বৃক্ষসকল উৎপন্ন হয়। উদ্ভিজ্জ সকল বীজ হইতে জন্মে, আবার কাণ্ড (শাখা) হইতেও জন্মে—(ডাল পুতিয়া দিলেও গাছ হয়); মূল (শিকড়) এবং স্কন্ধ (গুঁড়ি) প্রভৃতি দ্বারা উহারা দৃঢ় হয়। "ওষধ্যঃ" না বলিয়া "ওষধয়ঃ" বলিলেই সঙ্গত হয়। অথবা, "ক্তি প্রত্যয়ান্ত শব্দ ভিন্ন অন্য কৃৎপ্রত্যয়ান্ত 'ই'কারান্ত শব্দ 'ঈ'কারান্ত হইয়া যায়", ব্যাকরণের এই নিয়ম অনুসারে কিংবা ছন্দের অনুরোধে (ওষধ্যঃ=ওষধী) 'ঈ'কারান্ত হইয়াছে। (সুতরাং ঐভাবে "ওষধ্যঃ" পদটীকেও সাধু বলা যায়।) এই উদ্ভেদনই উহাদের স্বাভাবিক কর্ম্ম। ফলপাকই হইয়াছে 'অন্ত' অর্থাৎ নাশ যাহাদের তাহারা 'ফলপাকান্ত'। ফল (ধান্য প্রভৃতি) পাকিলে ধান গাছ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জগুলি নষ্ট হইয়া যায়। ঐগুলি বহু পুষ্প এবং ফলযুক্ত হয়। "বহুপুষ্পফলোপগাঃ" এই পদটী যেখানে যেমন খাটে সেই অনুসারে ওষধি এবং বৃক্ষ উভয়েরই বিশেষণ হইবে। (কোথাও 'বহুপুষ্প' এবং কোথাও বা বহুফল হইয়া থাকে)। ৪৬

(যে সমস্ত উদ্ভিজ্জের ফুল না হইয়া ফল জন্মে সেগুলিকে বলে 'বনস্পতি'। আবার অন্য বৃক্ষগুলির ফুলও হয় এবং ফলও হয়; সুতরাং বৃক্ষ উভয়প্রকার।)

(মেঃ) বিনা ফুলে যে সমস্ত গাছের ফল জন্মে সেগুলি 'বনস্পতি' নামে অভিহিত হয়, সেগুলিকে আর বৃক্ষ বলে না। বৃক্ষসকল ফলফুল দুইটীরই সহিত সম্পর্কযুক্ত। কখন

কখন আবার বনস্পতিকে সাধারণভাবে বৃক্ষ বলা হয় এবং বৃক্ষদেরও ঐভাবে বনস্পতি বলা হয়। তাহার বিশেষ হেতু কি তাহা আমরা দেখাইয়া দিব। তবে এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ব্যাকরণস্মৃতি যেমন শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধবোধক (ব্যাকরণমধ্যে প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিভাগ দ্বারা যে শব্দের যে অর্থ বলা হইয়াছে তাহাই গ্রহণ করিতে হয়), এখানে যে, বৃক্ষ, বনস্পতির সংজ্ঞা বা লক্ষণ বলা হইয়াছে ইহা সেরূপভাবে গ্রহণীয় নহে। কাজেই শ্লোকটির প্রতিপাদ্য অর্থ এরূপ নহে যে, যে সমস্ত উদ্ভিজ্জ এই প্রকার স্বভাবযুক্ত সেগুলিকে বনস্পতি প্রভৃতি শব্দেই উল্লেখ করিতে হইবে। তবে এখানে প্রতিপাদ্য কি? (উত্তর)—পুষ্প, ফল প্রভৃতির 'জন্মই এখানে বর্ণনীয়। যে হেতু "ক্রমযোগং চ জন্মনি" এই সন্দর্ভে তাহাই এখানে বক্তব্য বলিয়া প্রতিজ্ঞা ও আরম্ভ করা হইয়াছে। ফল উৎপন্ন হয় দুই প্রকারে—ফুল ব্যতীতই ফল জন্মে, আবার ফুল হইতেও ফল জন্মে। এইরূপ, গাছ থেকে ফুল জন্মে। সুতরাং যদিও এইরূপ বলা হইয়াছে যে, যেগুলি ফলশালী সেইগুলিকেই 'বনস্পতি' বলিয়া জানিতে হইবে। তথাপি এখানে প্রকরণবলে 'যৎ' এবং 'তৎ' এই দুইটী শব্দের ব্যত্যয় অর্থাৎ স্থান বিনিময় করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং তদনুসারে ইহাই বক্তব্য হইবে, যেগুলি 'বনস্পতি' এই নামে প্রসিদ্ধ সেগুলি পুষ্পহীন হইয়া ফল ধারণ করে,—ফুল বিনাই সেগুলিতে ফল জন্মে। শব্দের সামর্থ্য (অর্থ প্রকাশন শক্তি) হইতেই ঐ শব্দ দুইটীর এই প্রকার ক্রম স্বীকার করিতে হয়। যেমন, বস্ত্র পরিধান করিবার দরকার হইলে 'বস্ত্রের দ্বারা স্তম্ভটীকে পরিবেষ্টিত কর' এইরূপ যদি বলা হয় তাহা হইলে এখানে 'বস্ত্রটী স্তম্ভে রাখিয়া পরিধান কর'—এই প্রকার অর্থই বক্তব্য হয়—(এইভাবে ঘুরাইয়া অর্থ করিতে হয়; আলোচ্য বনস্পতি শব্দটীরও এখানে ঐভাবে ঘুরাইয়া অর্থ গ্রহণীয়)। বস্তুতঃপক্ষে যদিও এ সমস্ত কথা প্রসিদ্ধই আছে তথাপি "তমসা বহুরূপেণ" ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা করিবার জন্যই এগুলির উল্লেখ করা হইতেছে। ৪৭

(নানা জাতীয় গুচ্ছ, গুল্ম, তৃণজাতি, প্রতান এবং বল্লী আছে; ইহাদের কতকগুলি বীজ হইতে জন্মে আবার কতকগুলি কাণ্ড হইতে জন্মে।)

(মেঃ) যে সকল লতাজাতীয় বৃক্ষের মূল এক বা একাধিক কিন্তু মাটী থেকে সেগুলি ঝাড় বাঁধিয়া উঠে, অথচ খুব বেশী বাড়েও না, সেগুলির সমষ্টিকে গুচ্ছ এবং গুল্ম বলা হয় ; যেমন ঘাস, মূলক প্রভৃতি। গুচ্ছ এবং গুল্ম ইহাদের পার্থক্য ফুল হওয়া না হওয়া লইয়া। এইরূপ অন্যান্য যে সমস্ত তৃণজাতীয় বৃক্ষ আছে, যেমন কুশ, শাদ্বল, শঙ্খপুষ্পী প্রভৃতি (সেগুলিও গুচ্ছগুল্ম নামে অভিধেয়)। 'প্রতান' অর্থ মাটীর উপরে লতাইয়া থাকে এই রকম বড় বড় তৃণজাতীয় বৃক্ষ (যেমন লাউ গাছ, কুমড়ো গাছ ইত্যাদি)। 'বল্লী' অর্থ লতা; যেগুলি মাটী থেকে উঠিয়া কোন গাছ অথবা অন্য কিছুকে বেষ্টন করিয়া উপরে উঠে। এগুলি সবই বৃক্ষের ন্যায় বীজপ্ররোহী কিংবা কাণ্ডপ্ররোহী। ৪৮

(ইহারা সব পাপ কর্ম্মবশতঃ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে; সেই তমোগুণ নানাবিধ দুঃখানুভবের হেতু। কিন্তু ইহাদেরও অন্তরে চেতনা বা অনুভবশক্তি রহিয়াছে: কাজেই ইহাদেরও জীবন সুখ-দুঃখ বিজড়িত।)

(মেঃ) "কর্ম্মহেতুনা"=অধর্ম্ম নামক কর্ম্ম যাহার হেতু অর্থাৎ যাহা পাপ কর্ম্ম থেকে উদ্ভূত হয়, তাদৃশ তমোগুণের দ্বারা "বেষ্টিতাঃ"=ব্যাপ্ত। "বহুরূপেণ"=ঐ তমোগুণ নানা প্রকার দুঃখ অনুভব করায় বলিয়া উহা বিচিত্রদুঃখানুভবের কারণ। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, যদিও জগতের সব কিছুই ত্রিগুণাত্মক, (কাজেই কেবল তমোগুণ একক কোথাও থাকে না) তথাপি ইহাদের মধ্যে তমোগুণই প্রধানতঃ খুব বেশীভাবে প্রকটিত, আর সত্ত্ব ও রজোগুণ হ্রাসপ্রাপ্ত। কাজেই ইহারা তমোগুণের প্রাবল্য বশতঃ সকল সময়েই নির্বেদ (মানসিক অবসাদ), দুঃখ প্রভৃতি অনুভব করিতে থাকিয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে। ইহা অধর্ম্মেরই ফল। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, কেবল তমোগুণই যদি উহাদের আবৃত করিয়া থাকে তাহা হইলে সুখানুভব করিবে কিরূপে? কারণ সুখানুভব সত্ত্বগুণের কাজ। এই প্রকার শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—সত্ত্বগুণও তাহাদের মধ্যে আছে (তবে তাহা অল্প এবং সাধারণতঃ অভিভূত);

কাজেই কোন কোন অবস্থায় অল্প সুখও তাহারা ভোগ করে। এই জন্যই বলিয়াছেন "সুখ-দুঃখসমন্বিতাঃ"=ইহারা সুখ এবং দুঃখ উভয় দ্বারাই সংসক্ত। "অন্তঃসংজ্ঞাঃ";—এস্থলে সংজ্ঞা অর্থ বুদ্ধি বা জ্ঞান; বাহিরে বিহার (ঘুরাফেরা করা), ব্যাহার (কথাবার্তা বলা) প্রভৃতি চেষ্টা, এগুলি ঐ সংজ্ঞারই কার্য্য; সুতরাং এগুলি জ্ঞানের চিহ্ন—এগুলি দ্বারা ভিতরের জ্ঞান অনুমিত হয়। জ্ঞানের এই প্রকার বাহিরের চিহ্ন ইহাদের নাই (কিন্তু ভিতরে ঐ জ্ঞান আছে)। এই কারণেই ইহাদিগকে 'অন্তঃসংজ্ঞ' বলা হয়। তাহা না হইলে মনুষ্যাদি চেতন পদার্থ মাত্রেই অন্তরেই জ্ঞান বা 'অনুভব' করিয়া থাকে (সেদিক থেকে সকলেই অন্তঃসংজ্ঞ)। অথবা, কাঁটা ফুটিলে কিংবা ঐ রকম কিছু ঘটিলে মানুষ যেমন তাহার বেদনা অনুভব করিতে পারে বৃক্ষাদি স্থাবরগণ সেরূপ পারে না। তাহাদের দুঃখানুভব হইতে হইলে কুঠার দ্বারা ছেদন কিংবা ঐ জাতীয় গুরুতর আঘাতের দরকার হয়। যেমন, নিদ্রা, উন্মাদ কিংবা মূর্চ্ছার অবস্থায় মনুষ্যাদি প্রাণিগণের দুঃখানুভব গুরুতর আঘাতসাপেক্ষ—ঐ অবস্থায় গুরুতর আঘাত না পাইলে মানুষও কষ্ট বোধ করে না। ৪৯

(জীবগণের জন্মমৃত্যুচক্ররূপ এই যে সংসার ইহা সর্ব্বকালেই অসার; তবুও ইহা সর্ব্বদাই অতি ভীষণ। এই সংসারে ব্রহ্মত্বলাভ সর্ব্বোত্তম গতি, আর এই স্থাবরত্ব প্রাপ্তি সর্ব্বাপকৃষ্ট বলিয়া কথিত আছে।)

(মেঃ) "এতদন্তাঃ"=এই যে লতাশরীর ইহা হইয়াছে 'অন্ত' অর্থাৎ অবসান (চরম) যাহার তাহাই 'এতদন্ত গতি'। পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য আত্মা সেই সেই শরীর গ্রহণ করে; সেই সেই শরীরের সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ তাহাকেই 'গতি' বলা হয়। এই যে স্থাবরাত্মিকা গতি—স্থাবর শরীর গ্রহণ করা—বৃক্ষলতা হইয়া জন্মান, ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট দুঃখময় গতি আর নাই। এইরূপ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি অপেক্ষা অন্য কোন 'আদ্যা' অর্থাৎ আনন্দময় উত্তম গতিও আর নাই। ভালমন্দ কর্ম্মের দ্বারাই এই সকল গতিলাভ হয়। এই ভালমন্দ কর্ম্মই ধর্ম্মাধর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ। তবে পর-ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যাওয়াই মোক্ষ; তাহা শুদ্ধ আনন্দস্বরূপ; তাহা তত্ত্ব জ্ঞান হইতে অথবা জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় হইতে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম দুইটীই মিলিতভাবে সমপ্রাধান্যে মোক্ষের কারণ,—ইহা পরে বলিব। "ভূতসংসারে"=ভূতগণের অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণের সংসারে অর্থাৎ জন্মমৃত্যুজালে—(ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে উৎপত্তি হওয়াতে)। "ঘোরে"=যাহারা অসাবধান, ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট এবং অলস তাহাদের পক্ষে যাহা অতি ভয়ঙ্কর; কারণ এখানে ইষ্ট বস্তুর বিয়োগ এবং অনিষ্ট (অনভিপ্রেত) বস্তুর সহিত সংযোগ হইবেই। "সততযায়িনি"=সতত অর্থাৎ সর্ব্বকালেই গমনশীল বা বিনশ্বর; এইজন্য ইহা অসার (সারশূন্য)। তথাপি "নিত্যং ঘোরে"=সকল সময়েই ইহা ভয়ঙ্কর—কখনও ইহা এই ভীষণতা ছাড়া থাকে না। দেবত্বাদি লাভ হইলেও সেই শরীরে সুদীর্ঘকাল থাকিয়া অবশ্যই নাশপ্রাপ্ত হইতে হইবে। এইজন্য ইহা 'নিত্য ঘোর'=সকল সময়েই ভয়ঙ্কর। এইভাবে বলা হইল যে সংসারের নিমিত্ত হইতেছে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম এই শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কাজেই এই শাস্ত্রের প্রয়োজন অতি মহৎ। এই শাস্ত্র হইতেই ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের পার্থক্য জানা যাইবে। অতএব ইহা অবশ্যই পাঠ করা উচিত। ৫০

(সেই অচিন্ত্যশক্তি স্বয়ম্ভূ ভগবান্ পুনঃ পুনঃ প্রলয়কালকে সৃষ্টিস্থিতি কালের দ্বারা উৎসারিত করিয়া এইভাবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া এবং আমাকেও ইহার রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া নিজমধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন।)

(মেঃ) "এবম্"=এই প্রকারে—কোন কোন অংশ স্বয়ং এবং কোন কোন অংশে প্রজাপতিকে নিযুক্ত করিয়া সেই ভগবান্ এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া এবং আমাকে (মনুকে) জগৎপালনে নিযুক্ত করিয়া:—। "অচিন্ত্যপরাক্রমঃ"=অচিন্ত্য অর্থাৎ অতি আশ্চর্য্য বা মহান্ প্রভাব অর্থাৎ পরাক্রম=সকল বিষয়ের শক্তি যাঁহার তিনি—সেই সৃষ্টিকর্ত্তা, "অন্তর্দধে"=অন্তর্ধান করিলেন; তিনি ইচ্ছা করিয়া যে শরীর গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা যোগবলে ত্যাগ করিয়া পুনরায় অদৃশ্য হইলেন। "আত্মনি" ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ;—অন্য সব পদার্থ যেমন প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্হিত হয় সেইরূপ তিনিও অন্য কোন বস্তুর মধ্যে যে অন্তর্ধান করিয়াছিলেন তাহা নহে। তবে কিরূপে অন্তর্হিত হইলেন? (উত্তর)—তিনি নিজ সত্তার মধ্যেই প্রলীন হইলেন। কারণ,

তিনিই সকল ভূতের প্রকৃতি, তাঁহার আর অন্য কোন প্রকৃতি নাই, যেখানে তিনি অন্তর্ধান করিবেন। কাজেই, তিনি নিজ মধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন। অথবা জগতের সকল প্রকার ব্যাপার হইতে বিরত হওয়াই তাঁহার অন্তর্ধান। "ভূয়ঃ কালং কালেন পীড়য়ন্"। "পীড়য়ন্" এস্থলে যে শতৃ প্রত্যয় হইয়াছে তাহা "সৃষ্ট্বা" এই ক্রিয়াটীর সহিত অপেক্ষাযুক্ত বুঝিতে হইবে। সুতরাং উহার অর্থ—প্রলয়কালকে সৃষ্টি ও স্থিতিকালের দ্বারা বিনাশিত করিয়া। "ভূয়ঃ"= বার বার। "অনন্তাঃ সর্গসংহারাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে ইহা আচার্য্য স্বয়ং বলিবেন। ৫১

(যখন সেই স্বয়ম্প্রকাশ স্বয়ম্ভূ সৃষ্টিস্থিতির ইচ্ছাযুক্ত হইয়া থাকেন তখনই এই জগৎ সক্রিয় থাকে আর যখন তিনি সেই ভেদভাব সরাইয়া লইয়া ঐ প্রকার ইচ্ছা ত্যাগ করেন তখন সমস্ত জগৎ লয় প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ) "স দেবঃ"=সেই দেব (স্বয়ম্প্রকাশ জগৎস্রষ্টা) যখন, "জাগর্ত্তি"=জাগরিত থাকেন অর্থাৎ এইরূপ ইচ্ছা করেন যে, 'এই জগৎ উৎপন্ন হউক এবং এতকাল ধরিয়া ইহা স্থায়িত্ব লাভ করুক', "তদা"=তখনই "ইদং জগৎ"=এই জগৎ "চেষ্টতে"=চেষ্টাযুক্ত থাকে ; অর্থাৎ জীবগণের অন্তরের এবং বাহিরের মানসিক, বাচিক, শ্বাসপ্রশ্বাস, আহারবিহার, যাগযজ্ঞ, কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি যে সমস্ত ক্রিয়া আছে তাহাতে তাহারা নিযুক্ত থাকে। "যদা স্বপিতি"=যখন তিনি নিদ্রিত হন অর্থাৎ জগতের সৃষ্টিস্থিতির ইচ্ছা যখন তাঁহার নিবৃত্ত হয় তখন সমস্ত জগৎ প্রলয় প্রাপ্ত হয়। প্রজাপতির জগৎ সৃষ্টিস্থিতির ইচ্ছার প্রকাশই তাঁহার জাগরণ এবং ঐ ইচ্ছার নিবৃত্তিই তাঁহার নিদ্রা বলিয়া কথিত হয়। "শান্তাত্মা";—ভেদাবস্থা (পরমাত্মা এবং জগতের মধ্যে যে ভেদ প্রতীয়মান হয় তাহা) ঘুচাইয়া লওয়াই পরমাত্মার শান্তাত্মতা। ৫২

(তিনি সুস্থির হইয়া নিদ্রিত হইলে এবং তাঁহার মন উৎসাহ শূন্য হইলে কর্ম্মপ্রধান জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্ম হইতে বিরত হয়।)

(মেঃ) এই শ্লোকটী আগেকার শ্লোকটীরই ব্যাখ্যাস্বরূপ; ইহার অর্থ সুস্পষ্ট। "স্বস্থ" অর্থ সুস্থির অর্থাৎ শান্তাত্মতার ন্যায় শুদ্ধস্বরূপ বা ভেদশূন্য হইলে। 'স্বমধ্যে অবস্থিতি' ইহার অর্থ উপাধি কল্পিত জাগতিক ভেদ নিবৃত্ত হওয়া—লোপ পাওয়া। "কর্ম্মাত্মানঃ"= কর্ম্মপ্রধান, সকল সময়েই যে কোন একটা কাজে যাহারা নিযুক্ত; "শরীরিণঃ" অর্থ সংসারী ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবসকল। কর্ম্মের সম্বন্ধ থাকার ফলেই শরীরের সহিত সম্বন্ধ অনুভব হয়। এইজন্য এইরূপ বলা হইয়াছে যে, 'শরীরী'। "তস্মিন্ স্বপতি"=তিনি শয়ন করিলে, জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্ম হইতে বিরত হয়;—। ইহা দ্বারা শারীরিক ক্রিয়ার নিবৃত্তি বলা হইল। "মনশ্চ গ্লানিম্ ঋচ্ছতি"=তাঁহার মন যখন গ্লানি প্রাপ্ত হয়;—। ইহার দ্বারা অন্তরের ক্রিয়ার নিবৃত্তি বলা হইল। এইভাবে তাঁহার বাহ্য ব্যাপার এবং আন্তর ব্যাপার নিবৃত্তি বলায় প্রলয়ের কথাই জানাইয়া দেওয়া হইল। 'গ্লানি' অর্থ উৎসাহশূন্যতা অর্থাৎ নিজ কার্য্য করিবার সামর্থ্য না থাকা ; "ঋচ্ছতি" অর্থ প্রাপ্ত হওয়া। ৫৩

(যখন ঐ সর্ব্বকারণ পরমেশ্বর কৃতকৃত্য হইয়া সুখে নিদ্রা যান তখন সমস্ত পদার্থই তাঁহার মধ্যে যুগপৎ প্রলয় প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ) এই শ্লোকটীর 'যৎ' 'তৎ' ('যদা' এবং 'তদা') এই দুইটী শব্দের স্থান বিনিময় করিয়া লইয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে; কারণ তাহা না হইলে আগেকার শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সহিত 'অন্যোন্যাশ্রয়' হইয়া পড়ে। সুতরাং উহার অর্থ এইরূপ,—যখন তিনি শয়ন করেন তখন জগৎ প্রলয় প্রাপ্ত হয়। (অভিপ্রায় এই যে, এই শ্লোকটীতে যেভাবে 'যদা' এবং 'তদা' প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাতে অর্থ হয় এইরূপ, যখন জগৎ প্রলয় প্রাপ্ত হয় তখন তিনি নিদ্রিত হন। আর পূর্ব্ব শ্লোকটীতে বলা হইয়াছে—যখন তিনি নিদ্রিত তখন জগতের প্রলয় হয়। ইহাতে দোষ এই যে, জগতের প্রলয় হইলে তাঁহার নিদ্রা হয় আবার তাঁহার নিদ্রা হইলে জগতের প্রলয় হয়। এইভাবে জগতের প্রলয় তাঁহার নিদ্রাসাপেক্ষ এবং তাঁহার নিদ্রা জগতের প্রলয়সাপেক্ষ হওয়ায় কোনটীই সিদ্ধ হয় না। যেহেতু দুইটীরই উৎপত্তি পরস্পরের সাপেক্ষ। এই পরস্পর সাপেক্ষতা তর্কশাস্ত্রমতে এক প্রকার দোষ। ইহাকে অন্যোন্যাশ্রয়, পরস্পরাশ্রয় বা ইতরেতরাশ্রয় বলে।) "সুখং স্বপিতি নির্বৃতঃ"=নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যান। পরব্রহ্ম সুখস্বরূপই; কাজেই নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার সুখ হয় আর অন্য সময়ে যে দুঃখ হয়, এরূপ নহে। আর তাঁহার

নিদ্রা যে কিরূপ—পরমাত্মার নিদ্রা বলিতে কি বুঝায় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাঁহার নিবৃতি অর্থাৎ কৃতকৃত্যতা বা নিশ্চিন্ততা সকল সময়েই বিদ্যমান; যেহেতু পরমাত্মা অবিদ্যার বিক্ষোভে কখনও স্পৃষ্ট হন না অর্থাৎ অবিদ্যার কোন প্রকার উপদ্রব তাঁহাকে কোন কালেই স্পর্শ করিতে পারে না; তিনি শুদ্ধ সুখস্বরূপ। আবার সকল বিষয়ে তাঁহার কর্ত্তৃত্বও যুক্তিযুক্ত হয়। কোন গৃহস্থ পুরুষ যেমন কৃতকৃত্য হইয়া গৃহকর্ম্ম হইতে বিরত হয়, সে ব্যক্তি এইরূপ ভাবিয়া থাকে যে, গৃহকর্ম্মের উপযোগী অর্থ আমি অর্জন করিয়াছি, এখন আমি নিরুপদ্রব হইয়াছি—সাংসারিক কোন উদ্বেগ আমার নাই; এইভাবে সে সাংসারিক উৎপীড়ন এবং আশঙ্কাশূন্য হইয়া নিশ্চিন্ত হয় এবং সুখে নিদ্রা যায়, ঠিক এইভাবে পরমাত্মাকেও উপমিত করা হইয়াছে। এই জগৎও তাঁহার কুটুম্বস্বরূপ—এই প্রকার প্রশংসাও ইহা দ্বারা জানাইয়া দেওয়া হইতেছে।

অথবা এই শ্লোকটীকে প্রকৃতির পক্ষে লইয়া ব্যাখ্যা করা যায়। (তখন আর শ্লোকের 'যদা' ও 'তদা' এই দুইটী শব্দের স্থান বিনিময় করা আবশ্যক হয় না।) তখনই প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি নিদ্রিত হইয়া পড়ে যখন সকল পদার্থ তাহার মধ্যে যুগপৎ প্রলয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মাণ্ডোদর মধ্যে যত কিছু বস্তু আছে তৎসমুদয়ই যুগপৎ স্ব স্ব বিকারাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া—সেই কারণ-স্বরূপ প্রকৃতির স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির নিদ্রা বলিতে তাহার যে বিষম পরিণাম হইতেছিল তাহা বন্ধ হইয়া যাওয়া; নিদ্রা অর্থ এখানে জ্ঞান নিবৃত্তি নহে; কারণ প্রকৃতি অচেতন—তাহার জ্ঞান নাই। আর যে সুখের কথা বলা হইয়াছে তাহা গৌণ প্রয়োগ; কারণ, অচেতন প্রকৃতির সুখবোধ হইতে পারে না। ৫৪

(এই জীব অজ্ঞানাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল কেবল ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া থাকে; নিজ কর্ম্ম শ্বাসপ্রশ্বাসাদি করে না; তখন সে শরীর হইতে উৎক্রমণ করে।)

(মেঃ) এক্ষণে এই দুইটী (বক্ষ্যমাণ) শ্লোকে জীবের মৃত্যু এবং অন্য দেহ লাভ করিবার কথা বলিতেছেন। "তমঃ" অর্থ জ্ঞান না থাকা; তাহা আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ অজ্ঞানভাব প্রাপ্ত হইয়া। "চিরং তিষ্ঠতি"=দীর্ঘকাল অবস্থান করে। "সেন্দ্রিয়ঃ"=ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া—। "ন চ স্বং কুরুতে কর্ম্ম"=নিজ কর্ম্ম শ্বাসপ্রশ্বাসাদিও করে না—। সে তখন "মূর্ত্তিতঃ"=শরীর হইতে "উৎক্রামতি"=উৎক্রান্ত হয়, চলিয়া যায়। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, আত্মা ত সর্ব্বত্র অবস্থিত—আকাশের ন্যায় সর্ব্ব ব্যাপক; তাহাই যদি হয় তবে তাহার আবার উৎক্রান্তি কিরূপ? (কারণ যাহা স্থান বিশেষে সীমাবদ্ধ তাহাই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে। কিন্তু আত্মা বিশ্বব্যাপক—বিভুপরিমাণ বলিয়া স্থান বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে, পরিচ্ছিন্ন নহে; সুতরাং তাহার গমনাগমনও সম্ভব নহে।) ইহার উত্তরে বক্তব্য—পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলে বর্ত্তমান দেহ লাভ হয়। এই বর্ত্তমান শরীরের সহিত জীবাত্মার যে বিশেষ সম্বন্ধ থাকে তাহা ত্যাগ হওয়ার নামই উৎক্রান্তি বা উৎক্রমণ। কিন্তু কোন মূর্ত্তিমৎ বস্তুর যেমন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন হয় আত্মার উৎক্রান্তি সেরূপ নহে। অথবা, কোন কোন দার্শনিক সম্প্রদায় এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, বর্ত্তমান ভোগ শরীর ত্যাগ এবং ভবিষ্যৎ ভোগ শরীর গ্রহণ ইহার মাঝখানে জীবের আলাদা আর একটী সূক্ষ্ম শরীর হয়; (ইহাকে 'আতিবাহিক' শরীর বলে; ইহা ভোগ শরীর নহে); ইহারই এই উৎক্রান্তি বা গমনাগমন। আবার কোন কোন দার্শনিক সম্প্রদায় এই মধ্যবর্ত্তী আতিবাহিক শরীর স্বীকার করেন না (পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যকার ব্যাসদেব এবং টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ইহা যোগসম্প্রদায়ের মত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন;—পাতঞ্জল দর্শন ৪-১০ সূত্রের ভাষ্য এবং টীকা দ্রষ্টব্য)। ভগবান্ ব্যাসও এই কথা বলিয়াছেন—"হে রাজন্! বর্ত্তমান দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে জীবের ইন্দ্রিয়সকল অবশ্যই অন্য দেহ আশ্রয় করে; সুতরাং 'অন্তরাভব' অর্থাৎ আতিবাহিক শরীর বলিয়া কিছু নাই।" সাংখ্যাচার্য্যগণের মধ্যে 'বিন্ধ্যবাসী' প্রভৃতি কোন কোন আচার্য্যও এই আতিবাহিক শরীর স্বীকার করেন না। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, এই 'অন্তরাভব'টী কি? (উত্তর)—বর্ত্তমান শরীরটীর নাশ হইলে ইহার পরবর্ত্তী ভোগদেহ গ্রহণের জন্য যতক্ষণ না মাতৃজঠরাদিতে স্থান পাওয়া যায় ততক্ষণ মাঝখানে ঐ মধ্যবর্ত্তী কালের জন্য একটী সূক্ষ্ম শরীর জন্মে; ইহাতে কোন ভোগ হয় না; ইহা ভোগদেহ নহে। এই সূক্ষ্ম শরীরটী কাহারও সহিত কুত্রাপি সংযুক্ত হয় না, অগ্নি প্রভৃতিতে ইহা দগ্ধ হয় না এবং পৃথিব্যাদি কোন মহাভূত ইহার গমনাগমনে কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না—(ইহার গতি সর্ব্বত্র এমন কি পাষাণাদির মধ্যেও অপ্রতিহত)।

"মূর্ত্তিতঃ"—এই পদে যে মূর্ত্তির কথা বলা হইয়াছে অন্য কোন কোন দার্শনিকগণের মতে তাহার অর্থ পরমাত্মা। পরমাত্মা অনন্ত জীবে অনন্তরূপে অবস্থিত। তিনি সমুদ্রস্থানীয়। মহাসমুদ্রে যেমন তরঙ্গরাশি উত্থিত হয় (সেগুলি বস্তুতঃ সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই নহে) সেইরূপ জীবগণও অবিদ্যা প্রভাবে পরমাত্মা হইতে যেন ভিন্নভাব প্রাপ্ত হয়—পারমার্থিক পক্ষে জীব সকল পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে (ইহা বেদান্ত দর্শনের "তদনন্যত্ব মারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ" বেঃ দঃ ২।১।১৩ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে)। সেই জীব যখন, মহাসমুদ্র হইতে যেমন তরঙ্গ উত্থিত হইয়া থাকে সেইরূপ সেই পরমাত্মা হইতে অবিদ্যাবশে নিষ্ক্রান্ত হয় তখন তাহার একটী 'লিঙ্গ'শরীরও জন্মে; ইহা 'পুর্য্যষ্টক'—আটটী 'পুরী' লইয়া গঠিত। অনাদি সংসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রভাবে প্রত্যেক জীবেরই বাসস্থান স্বরূপ এই সূক্ষ্ম শরীর। পুরাণে এইরূপ কথিতও আছে,—"সেই জীব পুর্য্যষ্টকরূপ লিঙ্গশরীরের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে; উহাকে প্রাণও বলা হয়। জীব ঐ পুর্য্যষ্টক দ্বারা বন্ধ হইলে তাহার বন্ধ, আর উহা হইতে মুক্ত হইলেই তাহার মুক্তি"। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচটী, জ্ঞানেন্দ্রিয় সমষ্টি, কর্ম্মেন্দ্রিয় সমষ্টি এবং অষ্টমতঃ মন—এই আটটী লইয়া ঐ পুর্য্যষ্টক বা লিঙ্গশরীর। মোক্ষের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ শরীরের নাশ হয় না। এই জন্য সাংখ্যকারিকায় কথিত হইয়াছে,—"লিঙ্গশরীর ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ভাবাষ্টক পরিবেষ্টিত হইয়া পরলোক এবং ইহলোকে গমনাগমন করে ; তৎকালে তাহার কোন ভোগ থাকে না"। ৫৫

(যখন জীব সূক্ষ্মদেহ সমন্বিত হইয়া স্থাবর অথবা জঙ্গম যে কোন একটী বীজ আশ্রয় করে এবং প্রাণাদি সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয় তখনই সে শরীর গ্রহণ করে।)

(মেঃ)—"অণুমাত্রিকঃ" অর্থ 'অণু' অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম হইয়াছে 'মাত্রা' অর্থাৎ অবয়ব যাহার তাহা 'অণুমাত্রিক'। সুতরাং পুর্য্যষ্টক কিংবা আতিবাহিক দেহই সেই সূক্ষ্ম অবয়ব; যেহেতু আত্মা স্বভাবতই সূক্ষ্ম। এই জন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—"সেই এই আত্মা হৃদয় মধ্যে আছেন; এবং তিনি অতি সূক্ষ্ম"। "স্থাস্নু" অর্থ বৃক্ষাদি স্থাবর জন্মের কারণ স্বরূপ বীজ; আর "চরিষ্ণু" অর্থ মনুষ্যাদি জঙ্গম জন্মের হেতুস্বরূপ বীজ "সমাবিশতি" অর্থ আশ্রয় করে। আর যখন সেই প্রাণাদির সহিত সংসৃষ্ট হয় তখন "মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি"= তখন শরীর গ্রহণ করে (এখানে 'আমুঞ্চতি' অর্থে 'বিমুঞ্চতি' প্রয়োগ হইয়াছে)। ৫৬

(এইভাবে সেই অব্যয় পুরুষ পরমাত্মা নিজ জাগরণ এবং নিদ্রা দ্বারা এই নিখিল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ অনবরত বাঁচাইতেছেন এবং সংহার করিতেছেন।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে সমস্ত বিষয় বলা হইল ইহা তাহারই উপসংহার। পরমাত্মার যে জাগরণ এবং নিদ্রা তাহা দ্বারাই "ইদং চরাচরম্"=এই স্থাবর এবং জঙ্গমরূপ জগৎকে তিনি বাঁচাইতেছেন এবং সংহার করিতেছেন। "অব্যয়" অর্থ অবিনাশী অর্থাৎ যাঁহার বিনাশ নাই। ৫৭

(প্রজাপতি এই শাস্ত্র অর্থাৎ বিধিনিষেধসমূহ স্থির করিয়া প্রথমে তিনি স্বয়ং আমাকে যথাবিধি ইহা পড়াইয়াছিলেন—বুঝাইয়া দিয়াছিলেন; তারপর আমি মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে উহা পড়াইয়াছিলাম।)

(মেঃ)—"ইদং শাস্ত্রং"=এখানে শাস্ত্র বলিতে স্মৃতির বিধিনিষেধসমূহকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা এই গ্রন্থটীকে বুঝাইতেছে না; কারণ এই গ্রন্থ প্রজাপতি করেন নাই; ইহা মনুই করিয়াছেন। এই জন্যই ইহার নাম 'মানব' (মনুপ্রণীত) গ্রন্থ। তাহা না হইলে, প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ যদি ইহা রচনা করিতেন তাহা হইলে ইহাকে ('মানব' না বলিয়া) 'হৈরণ্যগর্ভ' বলা হইত। কেহ কেহ বলেন, গ্রন্থখানি হিরণ্যগর্ভ কর্ত্তৃক প্রণীত হইলেও ইহাকে 'মানব' বলা যায়, কারণ মনু ইহা বহু ব্যক্তির নিকট প্রকাশ এবং প্রচার করিয়াছেন। যেমন, গঙ্গা অন্যত্র (হিমালয়ের বাহিরে) উৎপন্ন হইলেও হিমালয়ে তাহাকে প্রথম দেখা যায়, এজন্য তাহাকে হিমালয় সম্বন্ধ সহকারে 'হৈমবতী' বলা হয়। অথবা বেদ নিত্য হইলেও তাহার 'কাঠক' নামক অংশ বা শাখা 'কঠ' নামক একজন ব্যক্তির নাম সহকারে যেমন উল্লিখিত হয়। কারণ অপরাপর বহু অধ্যাপক এবং অধ্যেতা থাকিলেও কঠ নামক ঐ ব্যক্তিটী ঐ বেদশাখা খুব ভালভাবে পড়াইতেন। এই জন্য নারদ এইরূপ স্মৃতি নিবন্ধ করিয়াছেন;—"এই গ্রন্থ শতসাহস্র অর্থাৎ

ইহা লক্ষ সন্দর্ভাত্মক; প্রজাপতি ইহা রচনা করিয়াছেন। তাহার পর ঐ লক্ষ সন্দর্ভটীকে ক্রমে ক্রমে মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন"। কাজেই গ্রন্থখানি আসলে অন্য কর্তৃক রচিত হইলেও ইহাকে 'মানব শাস্ত্র' বলিয়া উল্লেখ করা বিরুদ্ধ নহে। আর, শাস্ত্র বলিতে আসলে বিধিনিষেধকে বুঝাইলেও উহা গ্রন্থকেও বুঝায়; কারণ শাসন (উপদেশ) রূপ অর্থ ঐ গ্রন্থের মধ্যেই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"মামেব গ্রাহয়ামাস" ইহার অর্থ আমাকে তিনি পড়াইয়াছেন। এখানে "স্বয়ম্", "আদিতঃ" এবং "বিধিবৎ" এই তিনটী পদ থাকায় ইহাই বলা হইয়াছে যে, এই শাস্ত্রের কোন প্রকার ভ্রংশ হয় নাই অর্থাৎ স্থানবিশেষ পড়িয়া যায় নাই, নষ্ট হয় নাই। কারণ, গ্রন্থকার নিজ রচিত গ্রন্থ যদি প্রথমেই স্বয়ং পড়াইতে থাকেন তাহা হইলে সেখানে একটী মাত্রাও বাদ পড়ে না। কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তি সেই গ্রন্থ গ্রন্থকারের নিকট অধ্যয়ন করিয়া যখন আর একজনকে পড়ান তখন সেই গ্রন্থের যাহাতে কোন প্রকার বিনাশ (স্খলন) না হয় তদ্বিষয়ে তাঁহার যত্ন হয় না। আবার গ্রন্থকারও যখন তাঁহার সেই গ্রন্থ দ্বিতীয় বার পড়ান তখন তিনি স্বয়ং পড়াইলেও—'এ গ্রন্থখানি আমি আগে অধ্যাপন দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছি' এই ভাবিয়া প্রমাদ (অসাবধানতা), আলস্য প্রভৃতি তাঁহার মধ্যে আসে এবং সেই নিবন্ধন তাঁহারও স্খলন সম্ভব হয়—(কিন্তু প্রথম বার পড়াইবার সময় তাহা হয় না); এই জন্য বলা হইয়াছে "আদিতঃ"। "বিধিবৎ"—ইহার অর্থ বিধিপূর্ব্বক; এখানে 'বিধি' বলিতে শিষ্য এবং আচার্য্য উভয়েরই অনন্যমনস্কতা (একচিত্ততা) প্রভৃতি গুণ বুঝাইতেছে; সেই 'বিধি' শব্দের উত্তর 'অর্হ' অর্থে 'বতি' প্রত্যয় করিয়া হইয়াছে 'বিধিবৎ'।

আমি আবার মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে পড়াইয়াছি। মরীচি প্রভৃতি মুনিগণের প্রভাব প্রসিদ্ধ। তাঁহারাও ইহা আমার কাছে পড়িয়াছেন—এইভাবে এই কথা বলিয়া দেখাইয়া দিতেছেন যে তাঁহার নিজের ঔপাধ্যায়িক কর্ম্মটী (অধ্যাপনা বা পড়ান কাজটী) যাহাকে তাহাকে লইয়া সম্পন্ন হয় নাই, কিন্তু বিশিষ্ট বিশিষ্ট শিষ্যকে লইয়াই হইয়াছে। ইহার ফল এই যে, ইহা দ্বারা প্রথমশ্লোকে বর্ণিত মহর্ষিগণের নিকট শাস্ত্রের মাহাত্ম্যে ইহার প্রতি আরও শ্রদ্ধা জন্মিবে; তাহার ফলে তাঁহারা ইহা অধ্যয়ন করিতে করিতে মধ্যে বিরত হইবেন না। এই শাস্ত্রটী এমনই (মাহাত্ম্যসম্পন্ন) যে, মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণও ইহা পড়িয়াছেন; আর এই মনু ভগবানও এমনই মহাপুরুষ যে, তিনি ঐ সকল মহর্ষিগণের আচার্য্য হইয়াছিলেন। এই কারণে ইঁহারই নিকট এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করা সঙ্গত। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া শ্রোতৃগণ শাস্ত্রটীর শেষ পর্য্যন্ত অংশ না শুনিয়া নিবৃত্ত হইবেন না। এইভাবে দুই প্রকারেই শাস্ত্রের প্রশংসা করা হইল। ৫৮

(এই ভৃগু মুনি আপনাদিগকে এই শাস্ত্রটি আদ্যোপান্ত সমগ্র শুনাইবেন। যেহেতু ইনি আমারই কাছে এই শাস্ত্র সমস্তটাই জানিয়া লইয়াছেন।)

(মেঃ)—"এতৎ শাস্ত্রং"=এই শাস্ত্রটি "বঃ"=আপনাদিগকে "ভৃগুঃ"=ভৃগু নামক মুনি "অশেষতঃ"=সমগ্র "শ্রাবয়িষ্যতি"=শুনাইবেন—শ্রুতিগোচর করাইবেন, অধ্যাপনা করিবেন এবং ব্যাখ্যা করিবেন। "হি"=যেহেতু এই ভৃগু মুনি এই শাস্ত্র সমগ্রটাই "মত্তঃ"=আমার নিকটে "অধিজগে"=জানিয়া লইয়াছেন। বিদ্যা গুরুর মুখ হইতে যেন নির্গত হয় এবং শিষ্যও যেন তাঁহাকে ধরিয়া লন। এইজন্য "মত্তঃ" এখানে অপাদান অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি স্থানে যে "তস্" প্রত্যয় হইয়াছে তাহা সঙ্গত। মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগুর প্রভাব খুব প্রসিদ্ধ। তাঁহাকে এখানে এই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা কর্ত্তারূপে নিযুক্ত করায় ইহাই দেখান হইল যে, যাঁহারা বহুবিদ্যা ভালভাবে এবং সমগ্রভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন তাঁহাদেরই সম্প্রদায়ক্রমে এই শাস্ত্র প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। এই কারণে কেহ কেহ ইহা জানিয়াও এই শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয় যে, অনেক মহাত্মা ব্যক্তির মাধ্যমে এই শাস্ত্র যখন প্রচারিত হইয়াছে তখন আমরা ইহা পড়িব না কেন? এইভাবে এই শাস্ত্র অধ্যয়নাদি কর্ম্মে লোকের প্রবৃত্তি এবং উন্মুখতা জন্মিয়া থাকে। ৫৯

(মহর্ষি ভৃগু মনু কর্ত্তৃক এইভাবে আদিষ্ট হইলে তিনি খুশী হইয়া সেই সকল ঋষিকে বলিলেন—আপনারা শুনুন।)

(মেঃ)—সেই মহর্ষি ভৃগু সেই মনু কর্ত্তৃক সেইভাবে আদিষ্ট হইলে—"ইনি আপনাদিগকে শুনাইবেন"—এইভাবে নিযুক্ত হইলে, তদনন্তর সেই ঋষিগণকে বলিলেন—আপনারা শুনুন।

"প্রীতাত্মা"=বহু শিষ্যের মাঝখানে আমাকেই এই কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন এই জন্য তিনি গৌরব বোধ করিয়া খুশী হইয়াছেন। ভালভাবে ব্যাখ্যা করিবার যোগ্যতা আমার আছে এই বুঝিয়া ইঁহা আমাকেই আদেশ পালন করিবার উপযুক্ত ভাবিয়াছেন—এই প্রকারে ভৃগু মুনি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন। ৬০

(এই স্বায়ম্ভুব মনুর একই বংশে আরও ছয় জন মনু নিজ নিজ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ যে ছয় জন মনু উঁহারা সকলেই মহাত্মা এবং মহাতেজস্বী।)

(মেঃ)—ভৃগু মুনির উপাধ্যায়কে (স্বায়ম্ভুব মনুকে) ঋষিরা যখন গিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তখন তিনি জগতের উৎপত্তি প্রভৃতি বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিষ্য ভৃগু মুনি যখন ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন তখন তিনিও ঠিক ঐভাবে বাকী অংশটি বলিতে আরম্ভ করিলেন। "অস্য" ইহা দ্বারা সাক্ষাৎ দৃশ্যমান সেই মনুকে নির্দ্দেশ করা হইতেছে। আমাদের অধ্যাপক "স্বায়ম্ভুব" নামে প্রসিদ্ধ। তিনি যে বংশে জন্মিয়াছেন সেই একই বংশে আরও ছয় জন মনু আছেন। একই বংশে যাঁহারা উৎপন্ন হন তাঁহাদের সকলকেই "বংশ্য" বলে। তাঁহারা সকলেই স্বয়ং প্রজাপতি দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিলেন; এই জন্য একই বংশে জন্মিবার কারণ তাঁহারা সকলেই "বংশ্য" বলিয়া কথিত হইতেছেন। অথবা একই কার্য্যের অধিকার যাঁহাদের আছে তাঁহারা "বংশ্য"। যেহেতু একই কর্ম্মের দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত হইলে "বংশ" বলিয়া উল্লেখ করিবার ব্যবহার আছে। যেমন বলা হয় "ব্যাকরণে দুই জন মুনি বংশ্য"। তাঁহাদের ধর্ম্ম অর্থাৎ কার্য্য যে একই প্রকার তাহাই দেখাইতেছেন "সৃষ্টবন্তঃ প্রজাঃ স্বাঃ স্বাঃ"=তাঁহারা স্ব স্ব প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে যে মন্বন্তরে যে যে মনুর অধিকার তিনিই তখন পূর্ব্ব মন্বন্তরে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রজাগণের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং পালনকর্ত্তা। এই কারণে যে মনু যে প্রজাসমষ্টি সৃষ্টি করেন তাহারা সেই মনুরই "স্ব" হইয়া থাকে। ৬১

(সেই যে ছয় জন মনু তাঁহাদের নাম হইতেছে স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, মহাতেজস্বী চাক্ষুষ এবং বৈবস্বত।)

(মেঃ)—সেই ছয় জন মনুর নাম উল্লেখ করিতেছেন। "মহাতেজাঃ" এটী বিশেষণ পদ (ইহা কোন মনুর নাম নহে)। অপরাপর নামগুলি রূঢ়ি কিংবা সম্বন্ধযোগে নিষ্পন্ন। "বিবস্বৎসুত" ইহা কৃষ্ণসর্প, নরসিংহ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় স্বতন্ত্রই একটী শব্দ, যদিও ইহা সমাসবদ্ধ পদের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। ৬২

(স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি এই সাত জন অতি তেজস্বী মনু নিজ নিজ অধিকারকালে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া পালন করিয়াছিলেন।)

(মেঃ)—এখানে আমি সাত জন মনুর কথা বলিলাম। শাস্ত্রান্তরে চৌদ্দ জন মনু উল্লিখিত হইয়াছেন। স্ব স্ব "অন্তরে"=অবসর বা অধিকারকাল উপস্থিত হইলে,—প্রজা উৎপাদন করিয়া "আপুঃ"=পালন করিয়াছিলেন। "স্ব স্ব অন্তরে" অর্থ নিজ নিজ অধিকারের অবসরে অর্থাৎ যে সময়ে যে মনুর সৃষ্টি, স্থিতি এবং পালনের অধিকার প্রাপ্ত হইত—উপস্থিত হইত। কেহ কেহ এই "অন্তর" শব্দটীকে মাস প্রভৃতি শব্দের ন্যায় কালবিশেষ বাচক বলিয়া মনে করেন। তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ "অন্তর" শব্দটী "মনু" শব্দের সহিত সংযুক্ত থাকিলে তবেই "মন্বন্তর" নামক কালবিশেষ উহার অর্থ হয়, কিন্তু কেবল "অন্তর" শব্দটীর অর্থ কালবিশেষ নহে। ৬৩

(আঠারটী নিমেষে হয় একটী "কাষ্ঠা"; ত্রিশটী কাষ্ঠায় এক "কলা"; ত্রিশটী কলায় এক "মুহূর্ত্ত"; আর ততটী অর্থাৎ ত্রিশটী মুহূর্ত্তকে দিবারাত্র বলিয়া জানিবে।)

(মেঃ)—জগতের স্থিতিকাল এবং প্রলয়কালের পরিমাণ কত তাহা নিরূপণ করিবার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্র প্রতিপাদ্য কালবিভাগ বলিতেছেন। আঠারটী নিমেষে "কাষ্ঠা" নামক একটী কাল হয়। ত্রিশটী কাষ্ঠায় যে কাল হয় তাহার নাম "কলা"। ত্রিশটী কলায় হয় এক 'মুহূর্ত্ত'। "তাবতঃ" ইহার অর্থ তাবৎপরিমাণ অর্থাৎ ত্রিশটী। "তাবতঃ" ইহা দ্বিতীয়ার বহুবচনে থাকায় এখানে "বিদ্যাৎ"=জানিবে এই ক্রিয়াপদটীর অধ্যাহার করিতে হইবে। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি—এই "নিমেষ" পদার্থটী কি? (উত্তর)—চক্ষু উন্মীলন করিবার সময় উপরনীচের চক্ষুর পাতা

দুইটীর যে কম্পন হয় তাহার নাম "নিমেষ"। কেহ কেহ বলেন, একটী অক্ষর স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে গেলে যতটা সময় যায় তাহাই নিমেষ। ৬৪

(সূর্য্য মনুষ্যগণের এবং দেবগণের দিবারাত্র ভাগ করিয়া দেন। রাত্রি প্রাণিগণের নিদ্রার জন্য এবং দিনমান তাহাদের কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত।)

(মেঃ)—অহঃ এবং রাত্রি=অহোরাত্র। সূর্য্য ঐ অহঃ এবং রাত্রির বিভাগ করিয়া দেন। সূর্য্য উদিত হইলে যতক্ষণ তাঁহার কিরণ দৃষ্ট হয় তাবৎপরিমাণ কালকে "অহঃ" বলিয়া ব্যবহার করা হয়। আর সূর্য্য অস্তমিত হইলে পুনরায় যতক্ষণ না তাঁহার উদয় হয় সেইপরিমাণ কালকে 'রাত্রি' বলিয়া ব্যবহার করা হয়। মনুষ্যলোক এবং দেবলোকের পক্ষে এই নিয়ম। (প্রশ্ন) আচ্ছা, তা হ'লে সূর্য্যরশ্মি যে প্রদেশকে ব্যাপ্ত করে না সেখানে দিবা ও রাত্রির বিভাগ কিরূপে জানা যাইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "রাত্রিঃ স্বপ্নায়" ইত্যাদি। জীবগণ স্বয়ম্প্রভ—নিয়ত স্বতঃ-প্রকাশ। কাজেই তাহাদের কর্ম্মচেষ্টা কার্য্যসম্পাদন এবং নিদ্রা ইহা দ্বারাই দিন ও রাত্রির বিভাগ হইবে।* যেমন ওষধিসকলের জন্মিবার সময় নিয়মিত—বিশেষ বিশেষ কালেই বিশেষ বিশেষ ওষধি জন্মে, ইহাই তাহাদের স্বভাব, ঠিক এইরূপ প্রাণিগণের কর্ম্মচেষ্টা এবং নিদ্রা এ দুটীও কালের স্বভাব অনুসারে নিয়ন্ত্রিত। ৬৫

(মনুষ্যগণের এক মাসে পিতৃলোকের এক দিবারাত্র; উহা মনুষ্যলোকের দুইটী পক্ষে ব্যবস্থিত। তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ কর্ম্মচেষ্টার জন্য অর্থাৎ দিবাভাগস্বরূপ আর শুক্লপক্ষ নিদ্রার নিমিত্ত অর্থাৎ পিতৃগণের রাত্রিভাগস্বরূপ।)

(মেঃ)—মনুষ্যগণের যাহা এক মাস তাহা পিতৃগণের দিনরাত্রি। উহার মধ্যে কোন্‌টী দিন এবং কোন্‌টী রাত্রি এই প্রকার বিভাগ? (উত্তর) পঞ্চদশ রাত্রি পরিমিত কাল অর্দ্ধমাস নামে প্রসিদ্ধ; ঐ প্রকার দুইটী অর্দ্ধমাসের এক একটী, "এইটী দিন এবং এইটী রাত্রি" এই প্রকার বিভাগ ব্যবস্থিত। পিতৃলোকের দিন এবং রাত্রি মনুষ্যগণের এক একটী পক্ষ অবলম্বন করিয়া ঘটিয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। একটী পক্ষ দিন এবং আরেকটী পক্ষ রাত্রি বটে, কিন্তু তাহাদের স্বভাব ভিন্নপ্রকার এবং তাহাদের ক্রম অর্থাৎ পারম্পর্য্যও নিয়মিত; এইজন্য তাহাদের বিশেষত্ব দেখাইয়া দিতেছেন। কৃষ্ণপক্ষ হইতেছে দিবাভাগ, আর শর্ব্বরী (রাত্রি) হইতেছে শুক্লপক্ষ। মূল শ্লোকে আছে "কর্ম্মচেষ্টাসু"; এস্থলে "কর্ম্মচেষ্টাভ্যঃ" এইরূপ পাঠই সঙ্গত; যেমন এই-খানেই "স্বপ্নায়" এই প্রকার চতুর্থ্যন্ত পাঠ রহিয়াছে "কর্ম্মচেষ্টাভ্যঃ" ইহাও ঐ প্রকার চতুর্থ্যন্ত। এখানে ছন্দের অনুরোধে তাদর্থ্যই (নিমিত্তার্থই) বিষয়ভাবে বিবক্ষিত হইয়া সপ্তমী হইয়াছে—বিষয়সপ্তমীরূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে। ৬৬

(মনুষ্যলোকের এক বৎসরে দেবলোকের এক দিবারাত্র। তাহা আবার উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন-ভেদে বিভক্ত। তন্মধ্যে উত্তরায়ণ দেবগণের দিবাভাগ, আর দক্ষিণায়ন রাত্রিভাগ।)

(মেঃ)—বারটী মাসে মনুষ্যগণের এক বৎসর; তাহাই দেবগণের একটী অহোরাত্র। তাহার অর্থাৎ দেবগণের সেই দিন এবং রাত্রির বিভাগ হয় উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন অনুসারে। তন্মধ্যে উত্তরায়ণ বলা হয় সেই ছয় মাসকে যখন সূর্য্য উত্তরদিকে গতিবিশিষ্ট হন (উত্তরদিকে হেলিতে থাকেন)। "অয়ন" অর্থ গতি বা অধিষ্ঠান। সেই দিকেই সূর্য্যের উদয় হইতে থাকে ছয় মাস ধরিয়া। সেই দিকে চরম গতি হইলে পুনরায় যখন সূর্য্য দক্ষিণ দিকে ফিরিতে থাকেন তখন থেকে আরম্ভ হয় দক্ষিণায়ন। এইজন্য ঐ সময় সূর্য্য উত্তর দিকের গতি ছাড়িয়া দিয়া দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিয়া উদিত হইতে থাকেন। ৬৭

*বৃহদারণ্যক উপনিষদে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে আম্নাত হইয়াছে—আদিত্য, চন্দ্র, অগ্নি এবং বাক্—এইগুলি জ্যোতিঃস্বরূপ; ইহাদের দ্বারা লোকের ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু যখন ঐ সবগুলি জ্যোতিরই অভাব ঘটে তখন কোন্ জ্যোতি দ্বারা পুরুষের ব্যবহার সম্পন্ন হয়—"অস্তমিতে আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ"? জনকের এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—"আত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতি, আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষা আস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতি" (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৪।৩।৬)—অর্থাৎ আত্মা স্বয়ম্প্রভ জ্যোতিঃস্বরূপ; সেই আত্মজ্যোতি দ্বারাই পুরুষ বসিয়া থাকে, ঘোরাফেরা করে, কাজ করে কিংবা বাহির হইতে বাসস্থানে ফিরিয়া আসে। এইভাবে সকল ব্যবহার সম্পাদন করিয়া থাকে।

(ব্রহ্মার দিন এবং রাত্রির পরিমাণ যত এবং তাঁহার এক একটী যুগেরও পরিমাণ যত তাহা আমি সংক্ষেপে ক্রমিকভাবে বলিতেছি, তাহা আপনারা শ্রবণ করুন।)

(মেঃ)—ব্রহ্মা প্রাণিগণের সৃষ্টিকর্ত্তা; ব্রহ্মলোকে দিবারাত্রির এবং যুগচতুষ্টয়ের পরিমাণ যেরূপ তাহা "সমাসতঃ"=সংক্ষেপে "নিবোধত"=আমার নিকট শুনুন। "একৈকশঃ"=এক একটী যুগের। শ্রোতাদের মনোযোগ সম্পাদনের জন্য এই শ্লোকটী; ইহাতে বক্ষ্যমাণ প্রকরণের বিষয়বস্তু একত্র করিয়া বলা হইয়াছে। এইজন্য শ্রোতাদের সম্বোধন করা হইতেছে—"নিবোধত"=আপনারা অবধান করুন, শুনুন। কালের বিভাগ কিরূপ তাহা যদিও আগে থেকেই বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে তথাপি যে পুনরায় "কালবিভাগ বলিতেছি" এইরূপ প্রতিজ্ঞা নির্দ্দেশ করিলেন তাহা দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে ইহা আলাদা একটী প্রকরণ। এইজন্য, যে বিষয়বস্তুটী এইবার বলা হইবে তাহা যে কেবল শাস্ত্রারম্ভের অঙ্গ তাহা নহে, কিন্তু তাহা ধর্ম্মফলকও বটে অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়টী শাস্ত্রারম্ভে বক্তব্য বিষয়গুলির অন্যতম ত বটেই অধিকন্তু ইহা শুনিলে ধর্ম্মও হইবে। এইজন্য আচার্য্য স্বয়ং একথা অগ্রে বলিবেন—"ব্রাহ্ম দিনকে পুণ্যজনক বলিয়া জানেন"—ইহা জানিলে পুণ্য হয়, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ৬৮

(দৈব পরিমাণের যে চারি হাজার বৎসর তাহাকে প্রাচীনগণ সত্যযুগ বলেন। ঐ পরিমাণের চারি শত বৎসর যুগসন্ধ্যা; এবং সন্ধ্যাংশও ঐ প্রকার অর্থাৎ ঐ দৈব পরিমাণের চারি শত বৎসর।)

(মেঃ)—(দেবগণের কালবিভাগ বলিবার পর ব্রহ্মার কালবিভাগ বলা হইবে); এজন্য এখানে যে বৎসর বলা হইয়াছে উহা দৈব পরিমাণের বৎসর বলিয়া ধরিতে হইবে। পুরাণকারও এইরূপই বলিয়াছেন,—"হে ব্রাহ্মণ! এই যে যুগ পরিমাণ বলা হইল ইহা দেবলোকের সংখ্যা অনুসারে, দেবলোকের বৎসর পরিমাণ অনুসারেই বর্ণনা করা হইয়াছে"। সেই দৈব বৎসরের চারি হাজার সংখ্যায় অর্থাৎ তাবৎ পরিমাণকালে সত্যযুগ নামক কাল হইয়া থাকে। আর সেই পরিমাণ যে শত বৎসর অর্থাৎ দৈব পরিমাণের যে চারি শত বৎসর তাহা ঐ সত্যযুগের "সন্ধ্যা"। আর ঐ সত্যযুগের সন্ধ্যাংশও ঐপ্রকার অর্থাৎ দৈব পরিমাণের চারি শত বৎসর। যে সময়ে অতীত কাল এবং ভবিষ্যৎ কাল উভয়েরই ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে তাহার নাম সন্ধ্যা। আর সন্ধ্যাংশও ঐরূপই বটে তবে সন্ধ্যাংশে অতীত এবং অনাগত দুইটী কালের ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও অতীত যুগের স্বভাব অল্প পরিমাণে থাকে কিন্তু ভবিষ্যৎ যুগের ধর্ম্মই খুব বেশীভাবে দেখা দেয়। ৬৯

(আর বাকী তিনটী যুগ, তাহাদের সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ পূর্ব্বোক্ত পরিমাণের মধ্যে যথাক্রমে এক এক হাজার এবং এক এক শত বৎসর কম কম হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—সত্যযুগ ছাড়া ত্রেতা প্রভৃতি তিনটী যুগে, তাহার সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশে,—এক এক হাজার করিয়া বৎসর কমিয়া থাকে। "অপায়" অর্থ হানি বা কমিয়া যাওয়া। ত্রেতাযুগে সত্য-যুগের চেয়ে এক হাজার বৎসর কম হইয়া থাকে। এইভাবে দ্বাপর যুগে ত্রেতা অপেক্ষা এবং কলিযুগে দ্বাপর অপেক্ষা এক হাজার বৎসর কমিবে। এইভাবে ইহাই পাওয়া যাইল যে, প্রসিদ্ধ ত্রেতাযুগ দৈব পরিমাণের তিন হাজার বৎসর, আবার দ্বাপরযুগ দুই হাজার বৎসর এবং কলিযুগ এক হাজার বৎসর। সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশে এক এক শত করিয়া কমিবে। (অর্থাৎ সাকল্যে ত্রেতার সন্ধ্যা তিন শত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও তিন শত বৎসর, দ্বাপরে দুই শত বৎসর করিয়া এবং কলিতে এক শত বৎসর করিয়া ঐ সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ হইবে।) দিনসমষ্টিবিশেষের নাম যুগ; সত্যযুগ প্রভৃতি ঐ যুগেরই বিশেষত্ব বা ভেদ। মূল শ্লোকের "তাবচ্ছতী" এস্থলের ঈকারটী স্মরণীয় —লক্ষ্য করিবার বিষয়। এ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাকরণ স্মৃতি রহিয়াছে, যথা,—"তত শতের সমাহার" এই প্রকার ব্যাসবাক্য অনুসারে "টাপঃ অপবাদঃ দ্বিগোঃ" এই নিয়মে দ্বিগু সমাসে "শত" শব্দের উত্তর টাপ্ (আকার) না হইয়া "ঈ"কার হইয়াছে। সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে তবেই দ্বিগু-সমাস হয়, এই প্রকার নিয়ম থাকায়, "তাবৎ" এটীকে সংখ্যাবাচক শব্দই ধরিতে হইবে। "বহু-গণ-বতু-ডতি" ইত্যাদি সূত্র অনুসারে "তাবৎ" শব্দটী "বতু" প্রত্যয়ান্ত হওয়ায় সংখ্যাসংজ্ঞক হইয়াছে; সুতরাং "সংখ্যাপূর্ব্বো দ্বিগুঃ" এই সূত্র অনুসারে ইহা দ্বিগুসমাস। আবার "তৎপরিমাণম্ অস্য" এই প্রকার অর্থে "যৎ-তৎ-এতেভ্যঃ" এই সূত্র অনুসারে তদ্ শব্দের উত্তর "বতু" প্রত্যয় হওয়ায় "আ সর্ব্বনাম্নঃ" এইনিয়ম অনুসারে আকার হইয়া "তাবৎ" এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। (এত

কথা বলিবার কারণ এই যে) এইভাবে দ্বিগুসমাস সিদ্ধ না করিলে "তাবচ্ছতী" এই পদটীকে বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন বলিতে হয়। কিন্তু তাহাতে "তাবৎ (তত পরিমাণ) শত যাহার" এই প্রকার বিগ্রহবাক্যে "তাবচ্ছতা" এইরূপ হইয়া পড়ে। কারণ, "শত"শব্দটী অকারান্ত ; সুতরাং বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন হইলে উহার উত্তর "অজাদ্যতষ্টাপ্" এই সূত্র অনুসারে "আ"কারই হয়, "ঈ"কার হইতে পারে না। ৭০

(আগে ঐ যে চারি যুগের পরিমাণ বলা হইল, মনুষ্যলোকের ঐ চারি যুগ বারো হাজার গুণিত হইলে দেবগণের এক যুগ হয় বলিয়া কথিত আছে।)

(মেঃ)—শ্লোকের "যদেতৎ"="এই যে", ইহা লৌকিক প্রয়োগ অনুসারে বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ সমগ্রভাবে ধরিয়া আলোচ্য বিষয়টী বুদ্ধিস্থ (গৃহীত) হইতেছে। "চত্বারি সহস্রাণি" এই প্রকার বাক্যে "আদৌ"=এই শ্লোকের পূর্ব্বে যে চারিটী যুগের সংখ্যা নিরূপণ করা হইয়াছে, "এতদ্ দ্বাদশসাহস্রং"=এই চারি যুগের বারো হাজার গুণ হইলে দেবগণের যুগ কথিত হয়। ফলিতার্থ এই যে, (মনুষ্যগণের) বারো হাজারটী চারি যুগে "দেবযুগ" নামক কাল হয়। "এতদ্ দ্বাদশসাহস্রং"—এস্থলে "সহস্র" শব্দের উত্তর স্বার্থে "অণ্" প্রত্যয় করিয়া "সাহস্র" হইয়াছে। "দ্বাদশটী সহস্র আছে যে পরিমাণের মধ্যে তাহাই দ্বাদশসাহস্র"—এই প্রকার বিগ্রহবাক্য এখানে হইবে। ৭১

(দেবগণের যুগের সংখ্যা গণনায় এক হাজার হইলে তাহা ব্রহ্মার একটী দিন অর্থাৎ দিবাভাগ বলিয়া জানিতে হইবে, আর ব্রহ্মার রাত্রিও ঐ পরিমাণ কালে বুঝিতে হইবে।)

(মেঃ)--দেবগণের এক হাজার যুগ হইলে ব্রহ্মার একটী দিন (দিবাভাগ)। ব্রহ্মার রাত্রিও ঐ পরিমাণ অর্থাৎ দেবগণের এক হাজার যুগে। "পরিসংখ্যয়া"=সংখ্যায় (গণনায়—গণ্‌তিতে) ; শ্লোকটীতে পদগুলির মধ্যে "পরিসংখ্যয়া যৎ সহস্রং" এই প্রকার অন্বয় হইবে। আর "পরিসংখ্যয়া" —এটী অনুবাদ অর্থাৎ জ্ঞাতজ্ঞাপক বা পুনরুক্তি; ইহা দ্বারা শ্লোকপূরণ করা হইয়াছে মাত্র (অতিরিক্ত কিছু বলা হয় নাই)। কারণ, যাহা সংখ্যা নহে তাহা সহস্র হইতে পারে না। এজন্য "সহস্র" বলিলে সংখ্যাও বলা হইয়া যায়। তবুও যখন "পরিসংখ্যয়া" এইরূপ বলা হইয়াছে তখন উহাকে অনুবাদ না বলিয়া উপায় নাই। আর এখানে হেতু অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। ৭২

(ঐ প্রকার এক হাজার যুগে যাহার অবসান ব্রহ্মার সেই পবিত্র দিন যাঁহারা অবগত আছেন এবং ব্রহ্মার রাত্রিও ঐ পরিমাণ ইহা যাঁহারা জানেন সেই সমস্ত ব্যক্তিই "অহোরাত্রবিৎ"।)

(মেঃ)—যুগসহস্র হইয়াছে অন্ত (অবসান) যাহার অর্থাৎ যে দিনের, তাহা অর্থাৎ সেই দিন হইতেছে "যুগসহস্রান্ত"। যেসকল মানব ইহা অবগত আছেন তাঁহারাই "অহোরাত্রবিৎ"। তাঁহারা ঐ অহোরাত্রতত্ত্ব জানিলে কি ফল লাভ করেন এই প্রকার প্রশ্ন হইলে তদুত্তরে বক্তব্য—তাঁহাদের পুণ্য হয়। যেহেতু ব্রাহ্মদিনের পরিমাণ জানিলে পুণ্য হয়, "অতএব তাহা জানা উচিত" এই প্রকার বিধি এখানে রহিয়াছে বুঝিয়া লইতে হইবে; ইহার মূলে রহিয়াছে ব্রাহ্মদিনজ্ঞানের পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশংসা। (অর্থাৎ "যদ্ধি স্তূয়তে তদ্ বিধীয়তে"=শাস্ত্র মধ্যে যে বিষয়টীর প্রশংসা করা থাকে সেটীর কর্ত্তব্যতাই সেখানে তাৎপর্য্যার্থ, এই প্রকার নিয়ম থাকায় যদিও এখানে ব্রাহ্মদিন জানিবার প্রশংসাটীই কেবল রহিয়াছে কিন্তু বিধি নাই তথাপি ঐ প্রশংসা থাকায় তাদৃশ বিধি ধরিয়া লইতে হইবে, অন্যথা ঐ প্রশংসাটী নিষ্ফল হইয়া পড়ে।) ৭৩

(সেই ব্রহ্মা তাঁহার ঐ দিবাভাগের অবসানে নিদ্রিত হন। আবার জাগিয়া উঠিয়া সদসদাত্মক মন সৃষ্টি করেন।)

(মেঃ)—সেই ব্রহ্মা ঐ পরিমাণ দীর্ঘ রাত্রি ব্যাপিয়া নিদ্রা অনুভব করেন। তাহার পর জাগরিত হন এবং তাহার পর পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার ঐ যে নিদ্রা উহা কিরূপ তাহা পূর্ব্বে (৫২ শ্লোকে) ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কারণ, সাধারণ অবিদ্যাধীন পুরুষের ন্যায় তিনি ঘুমান না, তিনি সদাই সজাগ। (কেবল সৃষ্টির ইচ্ছা থাকা না থাকাই তাঁহার জাগরণ বা নিদ্রা।) তন্মধ্যে, তিনি যে সৃষ্টি করেন তাহার ক্রম কিরূপ তাহাই বলিতেছেন "মনঃ সদসদাত্মকম্"=সদসদাত্মক "মন" প্রথমে সৃষ্টি করেন। (সদসদাত্মক বলিতে কি বুঝায় তাহাও পূর্ব্বে ১১শ শ্লোকে ব্যাখ্যা

করা হইয়াছে।) (প্রশ্ন)—আচ্ছা, আগে ত বলা হইয়াছে "প্রথমে জলই সৃষ্টি করিলেন"। তবে আবার এখানে কিরূপে বলিলেন যে "প্রথমে মন সৃষ্টি করিলেন"? ইহার উত্তরে কেহ কেহ এইরূপ বলেন,—প্রলয় দুই প্রকার—মহাপ্রলয় এবং অবান্তর প্রলয়। তন্মধ্যে অবান্তর প্রলয়েতেই এই ক্রম যে প্রথমে মন সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃপক্ষে এই যে মনঃসৃষ্টি ইহা ত স্বতন্ত্র একটী তত্ত্বের উৎপত্তি নহে, এই মন একটী স্বতন্ত্র তত্ত্বের অন্তর্গত নহে, কারণ তাহা পূর্ব্বেই উৎপন্ন হইয়াছে; যেহেতু সকল তত্ত্বই আগে থেকেই সৃষ্টি করা হইয়া গিয়াছে। তবে ইহার তাৎপর্য্য কি? (উত্তর)—প্রজাপতি জাগরিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্যের জন্য "মনঃ সৃজতি" অর্থাৎ মনকে নিযুক্ত করেন—মনোনিবেশ করেন বা ইচ্ছা করেন। আর মহাপ্রলয়রূপ দ্বিতীয় পক্ষটী অবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যা করিলে—"মহৎ" তত্ত্বই মন; যেহেতু তাহা মনেরও উৎপত্তির কারণ। আর তাহা হইলে "প্রথমে মন সৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ মহৎ তত্ত্ব সৃষ্টি করিলেন" এই প্রকার অর্থ পর্য্যবসিত হওয়ায় গোড়ার দিকে যে সৃষ্টিক্রম বলিয়া আসা হইয়াছে তাহার কোন ক্ষতি হয় না অর্থাৎ তাহার সহিত বিরোধ হয় না। পুরাণ মধ্যেও মহৎ তত্ত্বকে মন বলা হইয়াছে; যথা,—"মনঃ, মহান্, মতি, বুদ্ধি এবং মহৎ তত্ত্ব এগুলির সব ক'টীই মহৎ তত্ত্বের পর্য্যায়বাচক শব্দ বলিয়া কথিত আছে"। ৭৪

(সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় প্রজাপতি দ্বারা প্রেরিত হইয়া মন অর্থাৎ মহৎ-তত্ত্ব বিশেষ সৃষ্টি সম্পাদন করিল। সেই মহৎ-তত্ত্ব হইতে পূর্ব্বোক্তক্রমে আকাশ উৎপন্ন হয়; শব্দ সেই আকাশের গুণ, জ্ঞানিগণ এইরূপ জানেন।)

(মেঃ)—এই তত্ত্বসৃষ্টি পূর্ব্বে বলা হইলেও তথায় যে যে বিশেষ বিষয়গুলি বলা হয় নাই তাহা জানাইয়া দিবার জন্য উহা এখানে পুনরায় বলা হইতেছে। "বিকুরুতে" অর্থ বিশেষভাবে সৃষ্টি করিতে থাকে; "চোদ্যমানং"=ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত (চালিত) হইয়া। সেই প্রজাপতি-প্রেরিত মহৎ-তত্ত্ব হইতে (পূর্ব্বোক্ত ক্রমে) আকাশ উৎপন্ন হয়। সেই আকাশের যে বিশেষ গুণ আছে তাহার নাম শব্দ। গুণকে আশ্রিত বলা হয়; আকাশ তাহার আশ্রয়। আকাশ ব্যতীত শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে না। ৭৫

(আকাশ উৎপন্ন হইলে তাহার পর বিকারপ্রাপ্ত মহৎ-তত্ত্ব হইতে বায়ু উৎপন্ন হয়; তাহা বলবান্, তাহা গন্ধ বহন করে এবং তাহা পবিত্র, স্পর্শ সেই বায়ুর গুণ, ইহা জ্ঞানিগণের অভিমত।)

(মেঃ)—একটী মহাভূত হইতে আর একটী মহাভূত উৎপন্ন হয়, ইহা বলা অভিপ্রেত নহে, যেহেতু মহৎ তত্ত্ব হইতেই (অহঙ্কার দ্বারা) মহাভূতসকল জন্মে, ইহাই স্বীকৃত হয়। এইজন্য শ্লোকটীর এইরূপ অর্থ করিতে হইবে,—আকাশ উৎপন্ন হইবার পর স্পর্শমাত্ররূপে অর্থাৎ স্পর্শতন্মাত্ররূপে বিকারপ্রাপ্ত মহৎ-তত্ত্ব হইতে বায়ু উৎপন্ন হয়। সেই বায়ু পবিত্র এবং অপবিত্র সকল প্রকার গন্ধ বহন করে বলিয়া তাহা "সর্ব্বগন্ধবহ"; অথচ তাহা "শুচি" অর্থাৎ পবিত্র। সেই বায়ু "বলবান্"। চেষ্টা (ক্রিয়া) স্বরূপ যত কিছু বিকার আছে, যেমন কম্পন, ক্ষেপণ, ঊর্দ্ধ্ব, অধঃ এবং তির্য্যগ্‌গমন প্রভৃতি, তৎসমুদয়ই বায়ুর ক্রিয়া। চলন বা স্পন্দন অথবা ঐ প্রকার যাহা কিছু সেগুলি সবই বায়ুর আয়ত্ত, ইহা দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে "বলবান্"। ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতেও যে কয়টী পঞ্চমী বিভক্তি আছে, সেগুলিও "জনি" ধাতুর অর্থমূলে ("জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ" এই সূত্রানুসারে) প্রকৃতিপঞ্চমী নহে; কিন্তু এখানে "বায়ুর পর অর্থাৎ বায়ুর উৎপত্তির অনন্তর" এই প্রকারে আনন্তর্য্যার্থে পঞ্চমী হইয়াছে, এইরূপ ধরিয়া সেগুলির ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ৭৬

(বায়ু উৎপন্ন হইবার পর বিকারপ্রাপ্ত মহৎ-তত্ত্ব হইতে প্রকাশশীল এবং সর্ব্বপ্রকাশক অন্ধকারনাশক জ্যোতিঃ বা তেজঃ উৎপন্ন হয়; রূপ তাহার গুণ বলিয়া কথিত।)

(মেঃ)—শ্লোকে "বিরোচিষ্ণু" এবং "ভাস্বৎ" এই দুইটী যে শব্দ আছে উহারা সমানার্থক বলিয়া পুনরুক্তি পরিহারের নিমিত্ত, উহাদের একটী দ্বারা তেজের স্বয়ম্প্রকাশতা এবং অপরটীর দ্বারা পরপ্রকাশকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে—এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং ফলিতার্থ হয় এই যে, তেজ স্বয়ং দীপ্তিবিশিষ্ট—স্বপ্রকাশ, এবং তাহা অন্য বস্তুকেও প্রকাশিত, উদ্ভাসিত করিয়া থাকে। ৭৭

(তেজ উৎপন্ন হইবার পর সেই বিকারপ্রাপ্ত "মহৎ" হইতে "অপ্" অর্থাৎ জল উৎপন্ন হয়; রস ঐ জলের গুণ বা অসাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া কথিত। জলের পর উৎপন্ন হইয়াছে ভূমি; গন্ধ তাহার ধর্ম্ম। ইহাই স্থূল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বের সৃষ্টি।)

(মেঃ)—"রস"—মধুর প্রভৃতি; ইহা জলের গুণ। গন্ধ দুই প্রকার—সুরভি (সুগন্ধ) এবং অসুরভি (দুর্গন্ধ); ইহা পৃথিবীর গুণ। বৈশেষিক মতাবলম্বিগণ বলেন—গন্ধ একমাত্র পৃথিবীতেই থাকে—উহা পৃথিবীরই অসাধারণ ধর্ম্ম। এই গুণগুলি প্রত্যেকটী এক একটী মহাভূতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; কিন্তু অন্য ভূতের সাহচর্য্যে এইগুলির সংমিশ্রণও ঘটে। ইহা পূর্ব্বে "যো যো যাবতিথ" ইত্যাদি শ্লোকে (২০শ শ্লোকে) বলা হইয়াছে। মহাভূতসকলের গুণগুলি যে এইভাবে বর্ণনা করা হইল ইহা অধ্যাত্মচিন্তায় আবশ্যক হয়। এইজন্য পুরাণকার বলিয়া গিয়াছেন, "যাঁহারা ইন্দ্রিয়সকলকে আত্মা ভাবিয়া উপাসনা করতঃ শরীরপাত করেন, তাঁহারা সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া দশ মন্বন্তর কাল সেই সিদ্ধ অবস্থায় থাকেন; এইরূপ মহাভূতসকলে আত্মভাবনা করিয়া যাঁহারা সিদ্ধ হন তাঁহারা সেইভাবে পূর্ণ একশত মন্বন্তর পরিমিত কাল থাকেন। এইরূপ, অহঙ্কারতত্ত্বে সিদ্ধগণ এক হাজার মন্বন্তর কাল সিদ্ধ অবস্থায় থাকেন।" "অভিমানিনঃ" ইহার অর্থ যাঁহারা অহঙ্কারতত্ত্বে আত্মভাবনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন। "যাঁহারা মহৎ-তত্ত্বে ঐভাবে সিদ্ধ, তাঁহারা দশ হাজার মন্বন্তর নিরুদ্বেগ হইয়া অবস্থান করেন। যাঁহারা অব্যক্ত অর্থাৎ মূল প্রকৃতিতে ঐভাবে সিদ্ধ, তাঁহারা পূর্ণ একশত হাজার মন্বন্তর সেই অবস্থায় থাকেন। আর যাঁহারা নির্গুণ পুরুষ তত্ত্বে সিদ্ধ, তাঁহাদের কৈবল্য কতদিন তাহার কালসংখ্যা নাই, কালের সংখ্যা দ্বারা তাহার পরিমাপ হয় না।"* ৭৮

(পূর্ব্বে যে দৈব যুগের কথা বলা হইয়াছে যাহা মনুষ্যলোকের বারো হাজার যুগের সমান, সেই দৈবযুগ একাত্তর গুণিত হইলে তাহাকে শাস্ত্রে একটী মন্বন্তর বলা হয়।)

(মেঃ)—একাত্তরটী দৈবযুগে মন্বন্তর নামক কাল হয়। ৭৯

(মন্বন্তরসকলের সংখ্যা নাই—সৃষ্টি এবং সংহার ইহাদেরও সংখ্যা নাই। পরম পুরুষ যেন খেলা করিতে করিতে বারবার এই সৃষ্টি সংহার করিতেছেন।)

(মেঃ)—ইহাদের সংখ্যা নাই, এইজন্য ইহারা অসংখ্য। (প্রশ্ন)—আচ্ছা জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতির মধ্যে ত মন্বন্তর চৌদ্দটী, এইরূপ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা আছে (তবে কিরূপে বলা হইল যে মন্বন্তর অসংখ্য)? ইহার উত্তরে বক্তব্য—বারো মাস যেমন পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে; এইরূপে তাহা অসংখ্য। মন্বন্তরও সেইরূপ চৌদ্দটী হইলেও পুনঃ পুনঃ ঘটিতে থাকায় অসংখ্য। সৃষ্টি এবং সংহারও ঐরূপ পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে—বিরাম নাই। "ক্রীড়ন্নিবৈতৎ কুরুতে"—তিনি যেন খেলা করিতে করিতে এইরূপ করিতেছেন। খেলা করা হয় সুখ পাইবার ইচ্ছায়—খেলা করিয়া সুখ পায়, এইজন্য কেহ খেলা করে। বিধাতা আপ্তকাম—সকল কামনাই তাঁহার পরিপূর্ণ হইয়া আছে, অধিকন্তু তিনি আনন্দস্বরূপ; কাজেই তাঁহার ক্রীড়ার প্রয়োজন কি? আর ক্রীড়ার যদি প্রয়োজন না থাকে তাহা হইলে সৃষ্টি এবং সংহার ক্রীড়ামূলক হইতে পারে না। এইজন্য শ্লোকে "ইব" শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে ("যেন" ক্রীড়া করিতে করিতে, সৃষ্টি ও সংহার করেন, এইরূপ বলা হইয়াছে)। বস্তুতঃপক্ষে উক্ত আপত্তির যথার্থ পরিহার কি তাহা পূর্ব্বেই (৭ম শ্লোকে) বলা

*পাতঞ্জলদর্শনে উক্ত হইয়াছে, যোগিগণ যোগ অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার দ্বারা কৈবল্য লাভ করেন। মুক্তি এবং কৈবল্য একই কথা। যোগকে সমাধিও বলা হয়। সমাধি দুই প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি আবার 'উপায়প্রত্যয়' এবং 'ভবপ্রত্যয়'ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে 'উপায়প্রত্যয়'রূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা কৈবল্যলাভ আর 'ভবপ্রত্যয়'রূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারাও এমন অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, যাহাকে মুক্তিসদৃশ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। মুক্ত পুরুষের পুনরাবৃত্তি, পুনর্ব্বার বন্ধন হয় না; কিন্তু ইঁহাদের পুনরায় ঐ মুক্তিসদৃশ অবস্থা হইতে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিতে হয়—অবশ্য ইঁহাদের সমাধির স্তর অনুসারে—দীর্ঘ, দীর্ঘতর—দীর্ঘতম কাল পরেই ঐ প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে। তাহাই পুরাণকারের মত উদ্ধৃত করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে। এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাতঞ্জলদর্শনের "ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্" (পাঃ দঃ ১। ১৯) এই সূত্রের ভাষ্যটীকাদিতে দ্রষ্টব্য। গীতার মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকার মৎকৃত বঙ্গানুবাদে (৬। ১৫ শ্লোকে)-ও যোগদর্শনের এইপ্রকার বহু কথা আলোচিত হইয়াছে।

হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্‌গণ (অদ্বৈত বেদান্তিগণ) বলেন, জগতে এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা প্রভৃতিরা বিনা প্রয়োজনে কেবলমাত্র লীলা বা কৌতুকবশতই বিশেষ বিশেষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন।* ৮০

(সত্যযুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম পরিপূর্ণভাবেই বিদ্যমান থাকে এবং তখন সত্যও অক্ষুণ্ণ থাকে। অধর্ম্ম দ্বারা মানবের কোন লাভ বা উপার্জ্জন হইত না।)

(মেঃ)—চারিটী পাদ (অংশ) যাহার তাহা "চতুষ্পাৎ"। ধর্ম্ম চতুষ্পাৎ। পাদ বলিতে এখানে শরীরের অবয়ববিশেষ বুঝাইতেছে না। কারণ ধর্ম্মের কোন শরীর নাই। যেহেতু যাগ, দান, হোমাদিই ধর্ম্মপদবাচ্য। ঐগুলি আবার অনুষ্ঠাননিষ্পাদ্য। এইজন্য "পাদ" শব্দটী দ্বারা কেবল অংশ অভিহিত হইতেছে। মানুষ বা পশুপক্ষী প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মের কোন শরীর নাই। এই সমস্ত কারণে "চতুষ্পাৎ ধর্ম্ম" ইহার অর্থ নিজের চারিটী অংশের দ্বারা পরিবৃত (পরিপূর্ণ) ধর্ম্ম। সুতরাং শ্লোকটীর অর্থ হইতেছে এইরূপ,—এই যে ধর্ম্ম ইহা সত্যযুগে চারি অংশে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। অথবা ধর্ম্মকে "চতুষ্পাৎ" বলিবার অন্য কারণও আছে। তাহা এইরূপঃ—যাগ যজ্ঞাদিই ধর্ম্ম। ঐ যজ্ঞাদি যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন হোতা, ব্রহ্মা, উদ্‌গাতা এবং অধ্বর্য্যু—এই চারি জন ঋত্বিক্ আবশ্যক হয়। (উহারা যাগাদিরূপ ধর্ম্মের চারিটী চরণের ন্যায় চারিটী অংশ।) অথবা চারিটী বর্ণ কিংবা আশ্রমই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তা (এজন্যও ধর্ম্মকে চতুষ্পাৎ—চারি অংশ-বিশিষ্ট বলা হয়)। যেদিক দিয়াই "চতুষ্পাৎ" পদের তাৎপর্য্য নিরূপণ করা যাউক না কেন, বেদমধ্যে ধর্ম্মের পরিমাণ এবং স্বরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহা পরিপূর্ণভাবেই সেই সময়ে বিদ্যমান ছিল, সেই যুগে তাহার যে অনুষ্ঠান হইত তাহাতে স্বল্প পরিমাণও হানি কিংবা বৈগুণ্য থাকিত না। বাহুল্য অর্থাৎ আধিক্য থাকার জন্য পরিপূর্ণতা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে চতুঃসংখ্যা বলা হইয়াছে। যাগযজ্ঞ যেমন ধর্ম্ম সেইরূপ দান, হোম প্রভৃতিও ধর্ম্ম। সেগুলিরও চারিটী অংশ ঐভাবে যোজনা করিয়া লইতে হইবে। দানের চারিটী অংশ, যথা,—দাতা, দ্রব্য, পাত্র অর্থাৎ যাহাকে দেওয়া যায় এবং ভাবতুষ্টি অর্থাৎ মনের পবিত্রতা। অথবা, যাগ, দান, তপঃ এবং জ্ঞান—ধর্ম্ম এই চারি প্রকার বলিয়া ধর্ম্মকে চতুষ্পাৎ বলা হয়। এই কথা আচার্য্য স্বয়ং "সত্যযুগে তপই পরম ধর্ম্ম" ইত্যাদি সন্দর্ভে অগ্রে বলিবেন। অথবা, ধর্ম্ম বলিতে এখানে ধর্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্য বুঝিতে হইবে। বাক্যসকলের চারিটী পাদ আছে—অর্থাৎ বাক্যঘটক পদসকল নাম, আখ্যাত, উপসর্গ এবং নিপাত—এই চারি ভাগে বিভক্ত। শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন—"বাক্যের পদসকল চারি ভাগে বিভক্ত; যাঁহারা মনীষী ব্রাহ্মণ তাঁহারা তাহা অবগত আছেন"। "মনীষী" অর্থ যাঁহারা মনের উপর প্রভুত্বসম্পন্ন, বিদ্বান্ এবং ধার্ম্মিকগণ। বর্ত্তমান সময়ে কিন্তু "তিনটী পাদ (পরা, পশ্যন্তী এবং মধ্যমা বাক্) গুহামধ্যে নিহিত থাকে, সেগুলি প্রকাশ পায় না, বৈদিক মনুষ্যগণ বাক্যের চতুর্থ ভাগটীমাত্র (যাহাকে 'বৈখরী' বলা হয় তাহাই মাত্র ব্যবহার করে"। ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে, প্রথম যুগে বেদবাক্যের মধ্যে কোন কিছুই পড়িয়া যায় নাই, বেদের কোন শাখাও ভ্রষ্ট হয় নাই। এখন কিন্তু অনেক কিছু পরিভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।**

ঐ যুগে সত্যও এইভাবে পরিপূর্ণ ছিল। এখানে "সকল" এই অংশটীর অনুষঙ্গ অর্থাৎ পুনর্বার অন্বয় করিয়া লইতে হইবে। যদ্যপি সত্যও ধর্ম্ম, কারণ তাহাও বেদবিহিত, সুতরাং "ধর্ম্ম পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল" এরূপ বলায় "সত্যও পরিপূর্ণভাবে ছিল" ইহাও বলা হইয়াছে, তথাপি সত্যের স্বতন্ত্রভাবে প্রাধান্য বুঝাইয়া দিবার জন্য এখানে পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

*বেদান্তদর্শনের "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৩) এই সূত্রে এবিষয়ে ইহা বলা হইয়াছে। ভাষ্য এবং ভামতী টীকাদির মধ্যে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

** এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদের ১। ১৬৪। ৪৫ স্থলে পঠিত হইয়াছে। মেধাতিথিভাষ্যমধ্যে যে পাঠ দৃষ্ট হইতেছে তাহা কিছু কিছু বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। নিরুক্তকার ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদনুসারে সায়ণভাষ্যমধ্যেও উক্ত স্থলে মন্ত্রটীকে ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আবার ঋগ্বেদ ভাষ্যানুক্রমণিকায় মহাভাষ্য অনুসারে ব্যাকরণের বেদাঙ্গত্ব এবং অবশ্যপাঠ্যত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য এই মন্ত্রটী উদ্ধৃত করিয়া তদনুগুণভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাহা এখানকার ব্যাখ্যার অনুরূপ। অবশ্য, নিরুক্তকারই মন্ত্রটীর এইপ্রকার অর্থও দেখাইয়াছেন। একই মন্ত্র বিনিয়োগ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। তাহা না হইলে মন্ত্রটী কর্ম্মের সহিত সঙ্গত হয় না।

অথবা, উহা "হেতু-অর্থ" বুঝাইবার জন্য উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ, সত্যই সকলপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানের হেতু। পক্ষান্তরে যাহারা মিথ্যাশ্রয়ী, তাহারা নিজের প্রতি লোকসমাজকে আকৃষ্ট করিবার জন্য বিহিত কর্ম্মের কিছুটা অনুষ্ঠান করিয়া বাকীটা ছাড়িয়া দেয় (সুতরাং তাহাদের ধর্ম্ম হয় না)। "অধর্ম্মেণ"=বেদনিষিদ্ধ উপায়ে "কশ্চিৎ আগমঃ"=বিদ্যাই হউক কিংবা অর্থই হউক কোন প্রকার উপার্জ্জন বা প্রাপ্তি "ন উপাবর্ত্ততে"=অনুষ্ঠানকর্ত্তা পুরুষের নিকটবর্ত্তী হয় না; যেহেতু ইহাই ঐ যুগের স্বভাব বা ধর্ম্ম। ঐ সত্যযুগে মনুষ্যগণ অধর্ম্মপথে বিদ্যালাভ করে না, কিংবা ধন উপার্জ্জনও করে না। বিদ্যা এবং ধন এই দুইটীই হইতেছে ধর্ম্মানুষ্ঠানের কারণ বা মূল। সেই মূল বস্তুটীর পরিশুদ্ধিই ধর্ম্মের পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকিবার হেতু, ইহাই শ্লোকটীর শেষ অংশে বলা হইল। অভিপ্রায় এই যে, সত্যযুগে ধর্ম্ম পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল; তাহার কারণ, ধর্ম্মের মূল যে বিদ্যা এবং ধন এই দুইটী বস্তুই বেদানুমোদিত উপায়ে অর্জ্জিত হইত—কিন্তু বেদনিষিদ্ধ উপায়ে কেহ বিদ্যা কিংবা অর্থ উপার্জ্জন করিত না। ৮১

(অন্য তিন যুগে ধর্ম্ম এক এক পাদ করিয়া বেদ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। চৌর্য্য, মিথ্যা-বাদিতা এবং মায়া অর্থাৎ ছল বা কপটতাহেতু ধর্ম্ম এক এক পাদ করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—সত্যযুগ ছাড়া অন্য তিনটী যুগে "আগমাৎ"=বেদ হইতে "পাদশঃ"=এক এক পাদ করিয়া প্রত্যেকটী যুগে "অবরোপিতঃ"=হানি প্রাপ্ত হয়। ইহার কারণ এই যে, বর্ণাশ্রমী ত্রৈবর্ণিকের বেদ গ্রহণ এবং ধারণ করিবার শক্তি প্রত্যেক যুগে ক্রমশঃ অধিকভাবে খর্ব্ব হইতে থাকে বলিয়া বেদশাখাসকলও অদৃশ্য হইতে থাকে। বর্ত্তমান সময়েও জ্যোতিষ্টোমাদিরূপ যে ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে তাহাও চৌর্য্য প্রভৃতি কারণবশতঃ এক এক পাদ করিয়া কমিতে থাকে। ঋত্বিক্, যজমান, দাতা এবং সম্প্রদান (যাঁহাকে দান করা যায়) ইঁহাদের সকলেই উক্ত দোষে সংসৃষ্ট; কাজেই ধর্ম্ম ঠিক বিধিসঙ্গতভাবে অনুষ্ঠিত হয় না। এই কারণে ধর্ম্মের ফলও যাহা শাস্ত্রমধ্যে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ঠিকমত পাওয়া যায় না। এজন্য এখানে ধর্ম্মহানির যে তিনটী কারণ বলা হইয়াছে তাহা এক একটী করিয়া যথাক্রমে ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে অন্বিত হয় এরূপ নহে, কিন্তু ঐ তিনটীই সমষ্টিগতভাবে ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগে থাকে, যেহেতু পূর্ব্বে এবং বর্ত্তমান সময়েও ধর্ম্মের হানিকারকরূপে ঐ তিনটীকেই সমষ্টিগতভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ৮২

(সত্যযুগে সকলেই রোগশূন্য ছিল, সকলের সকল কর্ম্ম সফল হইত, এবং সকলেরই পরমায়ু চারিশত বৎসর ছিল। ত্রেতা প্রভৃতি যুগে লোকেদের আয়ু ইহার চতুর্থভাগ করিয়া অর্থাৎ এক একশত বৎসর হিসাবে কমিতে থাকে অথবা আংশিকভাবে কমিয়া যায়।)

(মেঃ)—রোগের কারণ হইতেছে অধর্ম্ম। সত্যযুগে সেই অধর্ম্ম না থাকায় সকলেই "অরোগাঃ"=রোগশূন্য ছিল। রোগ অর্থ ব্যাধি। চারিটী বর্ণের সকলেরই অভিলষিত অর্থ সফল হইত। "অর্থ" বলিতে প্রয়োজন বুঝায়। অথবা "সর্ব্বসিদ্ধার্থাঃ" ইহার অর্থ—সকল অর্থই সিদ্ধ হইত যাহাদের—যেসমস্ত কাম্য কর্ম্মের। ফলসিদ্ধির কোন প্রতিবন্ধক (অধর্ম্ম) থাকিত না বলিয়া সাধারণভাবেই সকল প্রকার ফল বিনা বিলম্বে সিদ্ধ হইত। আর লোকেরা ছিল "চতুর্ব্বর্ষশতায়ুঃ"=চারিশত বৎসর আয়ুষ্কালযুক্ত। (প্রশ্ন) আচ্ছা, বেদমধ্যে "তিনি ষোল শত বৎসর বাঁচিয়াছিলেন" এই প্রকার (সুদীর্ঘ) পরমায়ুর বিষয়ও ত উল্লিখিত হইয়াছে (তবে কিরূপে এখানে বলা হইল যে আয়ু চারিশত বৎসর)? উত্তর—এইজন্যই কেহ কেহ বলেন যে, এখানে যে "বর্ষশত" বলা হইয়াছে ইহা (আয়ুষ্কালবোধক নহে কিন্তু) বয়সের অবস্থাবিশেষ জ্ঞাপকমাত্র। সুতরাং ইহা দ্বারা এই কথাই জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, সকলেই তখন বয়সের বাল্য, কৌমার, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য—এই চারি অবস্থা পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিত। পুরুষের আয়ুষ্কাল অপূর্ণ থাকিতে কেহ মারা যাইত না, কিংবা চতুর্থ বয়স যে বৃদ্ধত্ব তাহাতে উপস্থিত না হইয়া কেহ মরিত না। এই জন্যই শ্লোকটীর শেষ অংশে বলা হইয়াছে "বয়স হ্রাসপ্রাপ্ত হয়"। আগে যদি বয়সের বৃদ্ধি বা আধিক্য বলা থাকে, তবেই শেষে সেই বয়সের হ্রাসপ্রাপ্তির কথা এইভাবে বলা সঙ্গত হয়। (সুতরাং ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, "চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ" ইহা বয়সের পরিমাণ বুঝাইতেছে না কিন্তু বয়সের অবস্থাবিশেষ—বাল্যাদি চারিটী অবস্থাই বোধিত হইতেছে)। "পাদশঃ" ইহা দ্বারা চতুর্থভাগে যে এক পাদ হয় তাহা বলা হইতেছে না; কিন্তু কেবলমাত্র পরমায়ুর "ভাগ" অর্থাৎ অংশবিশেষ কমিতে থাকে, ইহাই উহার তাৎপর্য্যার্থ। এইজন্যই কেহ কেহ বালক অবস্থাতেই

মারা যায়, কেহ বা তরুণ বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কেহ বা আবার বার্দ্ধক্যপ্রাপ্ত হইয়া মরে। পরিপূর্ণ আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকা দুর্লভ। ৮৩

(মনুষ্যগণের বেদবোধিত আয়ু, শাস্ত্রীয় কর্ম্মকলাপের ফলপ্রার্থনা এবং মানুষের অলৌকিক শক্তি—এগুলি যুগোপযোগী হইয়া প্রকাশ পায়।)

(মেঃ)—(বেদবোধিত আয়ু কি?) কেহ কেহ বলেন, বেদোক্ত "সহস্রসম্বৎসর" যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে যে পরিমাণ আয়ু দরকার হয়, তাহাই "বেদোক্ত আয়ু"। তাহা "অনুযুগং ফলতি"=যুগানুসারে প্রকাশ পায়, সকল যুগে ফলে না। কারণ, বর্ত্তমান সময়ে কেহই হাজার বছর বাঁচে না। যেসমস্ত ব্যক্তি দীর্ঘজীবী তাহারা বড় জোর একশত বৎসর বাঁচে। (সুতরাং ঐ প্রকার সহস্রসম্বৎসরযজ্ঞ করিবার আয়ু বর্ত্তমান যুগের নহে)।

অন্য এক বিদ্বৎসম্প্রদায় ঐ প্রকার ব্যাখ্যায় আস্থা রাখেন না। তাঁহারা বলেন, সুদীর্ঘকালব্যাপী যেসকল সত্র (যজ্ঞবিশেষ) আছে, তথায় "সম্বৎসর" শব্দের অর্থ (বৎসর নহে কিন্তু) দিন; যেহেতু তাহা না হইলে ঐরূপ স্থলে একই বাক্যের দ্বারা একটী যজ্ঞও বিহিত হইতেছে আবার ঐ পরিমাণ বৎসরও বিহিত হইতেছে, এই প্রকারে যজ্ঞ ছাড়া অপর একটী বিষয় বিহিত হওয়ায় বাক্যভেদ হইয়া পড়ে; (ইহা বড় দোষের। এজন্য ওখানে বৎসরটী বিধেয় নহে। আবার বৎসর পদের মুখ্য অর্থও বিবক্ষিত নহে; কিন্তু ওখানে "বৎসর" বলিতে লক্ষণা দ্বারা দিন বুঝাইয়া থাকে. ইহা মীমাংসাদর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের সপ্তম পাদের প্রথম অধিকরণে ৩১-৪০ সূত্রগুলি দ্বারা বিচার-পূর্ব্বক স্থিরীকৃত হইয়াছে)। * সেখানকার বিচার্য্য সন্দর্ভটী এইরূপ—"পঞ্চগুণিত পঞ্চাশৎ (২৫০) সংবৎসর 'ত্রিবৃৎ' যুক্ত যাগ (কর্ত্তব্য)"। 'ত্রিবৃৎ' অর্থ বৈদিক স্তোত্রবিশেষ। ঐ যাগে তিন দিনের যাগ অতিদেশবিধিবলে প্রাপ্ত; কারণ, "গবাময়ন" নামক যাগ উহার প্রকৃতি—তদনুসারে উহা করা হয়। আর তাহাতে অনুষ্ঠানটী তিনটী যাগযুক্ত আছে। তবে এখানে সেই তিন দিনের বদলে পঞ্চগুণিত পঞ্চাশৎ (২৫০) এই বিশিষ্ট সংখ্যাটী স্বতন্ত্রভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ঐ বিশিষ্ট সংখ্যাটী কি ঐ সংখ্যাও বুঝাইবে এবং সংবৎসরও বুঝাইবে অথবা উহাদের একটীকেই বুঝাইবে, ইহাই এখানে সংশয়। যদি ঐ সংখ্যা এবং সম্বৎসর উভয়ই উহা দ্বারা বিহিত তাহা হইলে একটী বাক্যের দুইটী বিষয় বিধেয় হইতে পারে না বলিয়া ঐ একটী বাক্যকে দুইটী বাক্যে পরিণত করিয়া উহা দ্বারা দুইটী বিষয় বিহিত হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে "বাক্যভেদ" নামক দোষ উপস্থিত হয়। নিতান্ত নাচার না হইলে, উপায়ান্তর সম্ভব হইলে ঐ বাক্যভেদ স্বীকার করা হয় না। সুতরাং এরূপ স্থলে ঐ সংখ্যা এবং সম্বৎসর, ইহাদের মধ্যে যে-কোন একটীকে অবশ্যই অনুবাদী অর্থাৎ "অ-বিধেয়"রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং এমত অবস্থায় "সম্বৎসর" শব্দটীকেই অনুবাদী বলা যুক্তিসঙ্গত। কারণ, সম্বৎসর বলিতে যে সৌরমানেই হউক অথবা সাবন-পরিমাণেই তিনশত ষাট দিনের সমষ্টিকে বুঝায়, তাহা নহে কিন্তু অন্য অর্থেও উহার প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কাজেই এখানে ঐ সম্বৎসর পদেই লক্ষণা করিয়া উহাকেই অনুবাদী বলা যুক্তিসঙ্গত। (অতএব "সম্বৎসর" শব্দটী স্বাবয়বভূত দিবসে লাক্ষণিক—সুতরাং "সহস্র সম্বৎসর" অর্থ সহস্র দিন। মীঃ দঃ ৬।৭।৪০ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

অপর এক পণ্ডিতসম্প্রদায় বলেন,—শত শব্দটী বিশেষ একটী সংখ্যাই কেবল বুঝায় না, উহা "বহু" শব্দেরও পর্য্যায় অর্থাৎ "বহু" এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়; ইহা বেদের মন্ত্র এবং অর্থবাদমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—"হে দেবগণ! মনুষ্যগণের অন্তিকে আপনারা যে পরিমাণ শরৎ (বৎসর) আয়ুঃ ঠিক করিয়া দিয়াছেন, তাহা 'শত' পরিমাণ"; "মানব শতায়ুঃ—তাহার আয়ুঃ শত বৎসর"। এস্থলে "শত" অর্থ বহু। আর "বহুত্ব" অব্যবস্থিত অর্থাৎ বহু বলিতে কি পরিমাণ বিশেষ সংখ্যা বুঝাইবে তাহা ব্যবস্থিত (নির্দ্দিষ্ট) নহে—তাহার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই; যেহেতু সংখ্যা গণনায় "তিন" থেকে "পরার্দ্ধ" পর্য্যন্ত সকল সংখ্যারই অর্থ বহু। অতএব এখানে ফলিতার্থ হইতেছে এই যে, মানবগণ যুগানুসারে দীর্ঘজীবী অথবা অল্পায়ু হইয়া থাকে। এভাবে ব্যাখ্যা না করিয়া "শত" বর্ষটীর যথাযথ অর্থ গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে যে, কলিকালে সকলেই শতবর্ষজীবী হইবে—একশত বৎসর বাঁচিবে। অথবা, আয়ুষ্কামনায় যেসমস্ত কর্ম্ম

*মীমাংসাদর্শনের মৎকৃত বঙ্গানুবাদ ('বসুমতী' প্রকাশিত) মধ্যে ঐ বিষয়টীর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে কিন্তু আয়ুর কোন পরিমাণ নির্দ্দেশ করা নাই, সেখানে সেই আয়ুর পরিমাণ যুগানুরূপ হইবে, ইহাই জ্ঞাতব্য।

"আশিষঃ" ইহার অর্থ অন্যান্য ফলসম্বন্ধে বেদমধ্যে যে শাসন (আশাসন) অর্থাৎ আশা বা কামনা উল্লিখিত হইয়াছে। "কর্ম্মণাম্" ইহার অর্থ কাম্য কর্ম্ম সকলের। আয়ুও কাম্যই বটে, তথাপি উহার প্রাধান্য আছে অর্থাৎ সকলপ্রকার কামনার মধ্যে আয়ুষ্কামনাই প্রধান; এজন্য পৃথক্‌ভাবে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে। এইজন্যই কথিত আছে—"আয়ুই শ্রেষ্ঠ কাম্য"। "প্রভাবঃ" অর্থ অলৌকিক শক্তি; যেমন, অণিমাদি সিদ্ধি, অভিশাপ, বরপ্রদান প্রভৃতি। "অনুযুগং ফলন্তি" এই অংশটীকে "আয়ুঃ" প্রভৃতি সব কয়টীর সহিত অন্বিত করিয়া লইতে হইবে। ৮৪

(সত্যযুগে ধর্ম্ম এক প্রকার, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগে ধর্ম্ম আর এক প্রকার, আবার কলিযুগে ধর্ম্ম অন্য প্রকার। যুগে যুগে শক্তির হ্রাস হয় আর তদনুসারে ধর্ম্মেরও পার্থক্য ঘটে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে বলিয়া আসা হইয়াছে যে, কালভেদে পদার্থের স্বভাবভেদ হইয়া থাকে। এক্ষণে এই শ্লোকে তাহারই উপসংহার করিতেছেন। "ধর্ম্ম" শব্দটী যে কেবল যাগাদিরূপ অর্থই বুঝায় তাহা নহে, কিন্তু উহা পদার্থমাত্রের গুণকেও বুঝায়। পদার্থসকলের ধর্ম্ম অর্থাৎ গুণ বা স্বভাব যুগে যুগে পরিবর্ত্তন হয়, ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। যেমন বসন্তকালে পদার্থ-সকলের স্বভাব এক প্রকার, গ্রীষ্মে অন্য প্রকার, আবার বর্ষায় আর এক প্রকার, প্রত্যেক যুগেতেও ঠিক এইরূপ পার্থক্য হইয়া থাকে। যুগে যুগে পদার্থসকলের স্বভাবের ভেদ বা পরিবর্ত্তন ঘটে—ইহার অর্থ এমন নয় যে, এক যুগে যে কারণ হইতে যে কার্য্য জন্মে, অন্য যুগে সেই একই কারণ হইতে অন্য প্রকার কার্য্য জন্মিবে; ইহার অর্থ এই যে, যুগভেদে শক্তি হ্রাস পায় বলিয়া সেই একই কারণ হইতে কোন যুগে পরিপূর্ণভাবে কার্য্যটী জন্মে আর অন্য যুগে তাহা অপরি-পূর্ণরূপে উৎপন্ন হয়—বৈকল্যপ্রাপ্ত হইয়া জন্মে। তাহাই বলিতেছেন "যুগহ্রাসানুরূপতঃ"। "হ্রাস" অর্থ ন্যূনতা। ৮৫

(সত্যযুগে তপস্যাই শ্রেষ্ঠ ; ত্রেতাযুগে জ্ঞানই প্রধান বলিয়া কথিত হয়। দ্বাপরযুগে যজ্ঞকে প্রধান বলিয়া থাকেন আর কলিযুগে একমাত্র দানকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়।)

(মেঃ)—এই আর এক প্রকার যুগের স্বভাবগত পার্থক্য বলা হইতেছে। এই যে তপঃ, জ্ঞান, যজ্ঞ এবং দান, বেদমধ্যে এগুলির যুগভেদে বিধান অর্থাৎ কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হয় নাই; কাজেই উহাদের সব কয়টীই সকল যুগেই অনুষ্ঠেয়। সুতরাং ঐগুলির সম্বন্ধে এখানে যাহা বলা হইয়াছে ইহা বিধি না হওয়ায় অনুবাদমাত্র। অতএব ইহার যে-কোন প্রকার একটী তাৎপর্য্য দেখাইলেই চলিবে। ইতিহাস (মহাভারতাদি) মধ্যে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। (সত্যযুগে) তপই প্রধান; তাহার ফলও সর্ব্বাধিক। একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যাঁহারা দীর্ঘজীবী এবং রোগশূন্য তাঁহারাই তপশ্চরণে সমর্থ (আর সত্যযুগের লোকেরাই ঐরূপ; এইজন্য তপস্যাকে সত্যযুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা হইয়াছে)। জ্ঞান অর্থ অধ্যাত্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞান; শরীরের কষ্ট হইলেও জ্ঞান-লাভের জন্য সংযম অভ্যাস করা অত্যন্ত কষ্টকর নহে ; (ত্রেতাযুগের লোকের পক্ষে তাহা সাধন করা সাধারণভাবেই সম্ভব)। আবার যাগযজ্ঞ করিতে গেলে গুরুতর ক্লেশ হয় না; এইজন্য দ্বাপরযুগে যজ্ঞ প্রধান। আবার দান করিতে গেলে শরীরের ক্লেশ হয় না, অন্তঃসংযমও দরকার হয় না, এবং অত্যন্ত জ্ঞানও আবশ্যক হয় না। (কাজেই কলিযুগের অল্পজীবী শক্তিহীন লোকের পক্ষে তাহা করা অনায়াসেই সম্ভব।) ৮৬

(বিশ্বভুবনের রক্ষার জন্য সেই মহাতেজস্বী প্রজাপতি মুখ, বাহু, উরু এবং পা হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পৃথক পৃথক কর্ম্মেরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।)

(মেঃ)—কালের বিভাগ আগে বলা হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের গুণবিভাগ বলিতেছেন; ইহা (এই শ্লোকটী) তাহারই উপক্রম। "সর্ব্বস্য সর্গস্য"=সকল লোকের "গুপ্ত্যর্থম্"=রক্ষার জন্য। মহাতেজস্বী প্রজাপতি নিজ মুখাদি স্থান হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্থক কর্ম্মকলাপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ৮৭

(অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ—এই কর্ম্মগুলি ব্রাহ্মণের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।)

(মেঃ)—সেই কর্ম্মগুলির বিষয়ই এখন উল্লেখ করা হইতেছে। ৮৮

(প্রজাপালন, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন এবং ভোগবিলাসে প্রসক্ত না হওয়া—এই কর্ম্মগুলি ক্ষত্রিয়ের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।)

(মেঃ)—সংগীতশব্দাদি বিষয়াভিলাষজনক। তাহাতে প্রসক্ত না হওয়া অর্থাৎ সেগুলি পুনঃ পুনঃ ভোগ না করা। ৮৯

(বৈশ্যগণের জন্য পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, বৃদ্ধিজীবিকা অর্থাৎ টাকা সুদ খাটান এবং কৃষি, এই কর্ম্মগুলি নিরূপিত হইয়াছে।)

(মেঃ)—"বণিক্‌পথ" অর্থ বণিকের কাজ ; যেসমস্ত বস্তু জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য দরকার হয় সেই বস্তু যে রাজার রাজ্যে বাস করা হয় সেখানে আনিয়া হাজির করা, এইভাবে স্থলপথ এবং জলপথ প্রভৃতিতে ধন উপার্জ্জন করা। "কুসীদ" অর্থ সুদে টাকা বাড়াইবার জন্য টাকা খাটান। ৯০

(প্রভু প্রজাপতি শূদ্রের জন্য একটী কর্ম্মই ঠিক করিয়া দিয়াছেন—তাহা হইতেছে কোনরূপ অসূয়া না করিয়া এই বর্ণত্রয়ের সেবা করা।)

(মেঃ)—"প্রভুঃ"=প্রজাপতি শূদ্রের জন্য একটী কর্ম্ম বিধান করিয়া দিয়াছেন। "এতেষাং"=এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের শুশ্রূষা তোমার করা উচিত। "অনসূয়য়া"=অসূয়া অর্থাৎ নিন্দা না করিয়া। এমনকি মনে মনেও ইহার জন্য বিষাদ করা উচিত নয়। "শুশ্রূষা" অর্থ পরিচর্য্যা এবং সেই পরিচর্য্যার উপযোগী শরীরমর্দ্দন, তাহাদের মনযোগান প্রভৃতি কাজ করা। এ কর্ম্মটী শূদ্রের পক্ষে দৃষ্টার্থক। এখানে শ্লোকে যে "একমেব" বলা হইয়াছে ইহা বিধায়ক বাক্য নহে; কাজেই ইহা দ্বারা শূদ্রের পক্ষে দানাদি কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা নিষিদ্ধ হয় নাই। শূদ্রের পক্ষেও ঐ দানাদি কর্ম্মের যে বিধি আছে, তাহা অগ্রে বলা হইবে। সেইখানেই যাগাদি কর্ম্মের স্বরূপ বিভাগ করিয়া—আলাদা আলাদাভাবে তাহা দেখাইয়া দিব। ৯১

(পুরুষের নাভির উপরিভাগ হইতে দেহাবয়ব পবিত্রতর বলিয়া কথিত আছে। তাহা অপেক্ষাও আবার উহার মুখ আরও পবিত্র, ইহা স্বয়ম্ভু প্রজাপতি বলিয়াছেন।)

(মেঃ)—পুরুষের পাদাগ্র থেকে সকল অবয়বই পবিত্র। তাহার নাভির উপরিভাগ অতিশয় পবিত্র। তাহা অপেক্ষাও মুখ পবিত্র। ইহা জগৎকারণ পুরুষ স্বয়ং বলিয়াছেন। ৯২

(শীর্ষদেশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া, অগ্রে জন্মিয়াছে বলিয়া এবং বেদকে ধারণ করিয়া আসিতেছে বলিয়া, সমগ্র জগতে ব্রাহ্মণই ধর্ম্মবিষয়ে প্রভুসদৃশ।)

(মেঃ)—"উত্তমাঙ্গ" অর্থ মস্তক ; সেখান থেকে ব্রাহ্মণের উদ্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি। ব্রাহ্মণ অন্য তিন বর্ণের জ্যেষ্ঠ; কারণ, ব্রহ্মা সকলের আগে ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। "ব্রহ্মণঃ" অর্থ বেদের "ধারণাৎ"=ধারণ করিয়া রাখার জন্য;—যেহেতু এই কাজটী ব্রাহ্মণের পক্ষে বিশেষভাবে বিহিত। অতএব এই তিনটী কারণবশতঃ ব্রাহ্মণ সারা জগতের "প্রভু" অর্থাৎ প্রভুর ন্যায়। প্রভুর নিকটে বিনীতভাবে অগ্রসর হইতে হয় এবং তাঁহার আদেশে ধর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া উচিত। "ধর্ম্মতঃ প্রভুঃ" ইহার অর্থ ধর্ম্মবিষয়ে প্রভু। "ধর্ম্মতঃ" এখানে "আদি" প্রভৃতিগণের মধ্যে পড়ায় ধর্ম্ম শব্দের সপ্তমীস্থানে "তস্" প্রত্যয় হইয়াছে। ৯৩

(স্বয়ম্ভু তপস্যা করিয়া নিজ মুখ হইতে সেই ব্রাহ্মণকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহারা দেবগণের হব্য এবং পিতৃগণের কব্য পাইবার ব্যবস্থা করেন, তাহার ফলে সমগ্র জগতের রক্ষা সম্ভব হয়।)

(মেঃ)—আগে যে তিনটী হেতু বলা হইল তাহারই বৈশিষ্ট্য বলিবার জন্য এই শ্লোকটী। অপরাপর পুরুষেরও শীর্ষদেশ প্রধান। সেই ব্রাহ্মণকে আবার ব্রহ্মা "স্বাৎ আস্যাৎ"=নিজ মুখ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই যে উত্তমাঙ্গ থেকে উৎপত্তি ইহা তপস্যা করিয়া তবে সম্পন্ন করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠতা নির্দ্দেশ করিবার জন্য বলিয়াছেন "আদিতঃ" অর্থাৎ প্রথমে! দেবগণের উদ্দেশে যে ভোজ্য দ্রব্য ত্যাগ করা হয়, তাহার নাম "হব্য"; আর পিতৃগণের উদ্দেশে

যাহা ত্যাগ করা হয়, তাহার নাম "কব্য"। সেই হব্য এবং কব্যের "অভিবাহ্যায়"=অভিবহনের জন্য অর্থাৎ তাঁহাদের পাওয়াইয়া দিবার নিমিত্ত। "অভিবাহ্য" এই পদটীকে ভাববাচ্যে কৃত্য (ণ্যৎ) প্রত্যয় হইয়াছে এইরূপ বলিয়া কোনগতিকে রক্ষা করিতে হইবে। কারণ "বহ্" ধাতু সকর্ম্মক (এজন্য ঠিকমত বলিতে গেলে এখানে ভাবে কৃত্য হইতে পারে না)। আর ঐ হব্য-কব্য প্রাপণ কর্ম্মের দ্বারা নিখিল ত্রিভুবনের "গুপ্তি" অর্থাৎ পরিপালন হয়। কারণ, এখান থেকে যাগযজ্ঞে যে দ্রব্য ত্যাগ করা হয়, দেবগণ তাহাই ভক্ষণ করেন। আর তাহার বিনিময়ে তাঁহারা শীত, গ্রীষ্ম ও বৃষ্টির দ্বারা ওষধিসকল পরিপক্ব করিয়া দেন। এইভাবে পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের উপকার সাধিত হওয়ায় পরিপালন হইয়া থাকে। ৯৪

(দেবগণ এবং পিতৃগণ যে ব্রাহ্মণের মুখদ্বারা সদা হব্য-কব্য ভক্ষণ করেন সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শরীরধারী আর কে হইতে পারে?)

(মেঃ)—আগে যে হব্য প্রভৃতি দ্রব্য বহন করিবার বিষয় বলা হইয়াছে তাহাই এখানে দেখাইতেছেন। "ত্রিদিবৌকসঃ"="ত্রিদিব" অর্থাৎ স্বর্গ হইয়াছে "ওকঃ" অর্থাৎ গৃহ যাঁহাদের তাঁহারা—সেই স্বর্গবাসী দেবগণ "ত্রিদিবৌকাঃ" এই নামে অভিহিত হন। ব্রাহ্মণগণ যে (যজ্ঞিয়) অন্ন ভক্ষণ করেন, দেবগণ তাহা গ্রহণ করেন। শ্রাদ্ধে পিতৃলোকের যে কার্য্য করা হয়, বিশ্বদেবগণের কার্য্যও তাহার অঙ্গরূপে অনুষ্ঠেয়। (সেই বিশ্বদেবগণকে পিণ্ডদান করা হয় না, কেবল পাত্রীয় অন্নই নিবেদন করিতে হয়); সেইখানে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে ব্রাহ্মণকেই সেই অন্ন সেইস্থানে ভোজন করাইতে হয়; ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। (ঐখানে ব্রাহ্মণকর্তৃক ভুক্ত ঐ অন্ন দেবগণের ভোজনজন্য তৃপ্তি উৎপাদন করে); ইহা লক্ষ্য করিয়াই এখানে এইরূপ বলা হইয়াছে। অন্য কোন্ জীব তাঁহাদিগ হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে?—এই ভাবিয়া (মনু) নিজেই বিস্ময়ান্বিত হইতেছেন*। দেবগণ এবং পিতৃগণ যথাক্রমে উত্তম এবং মধ্যম স্থানে অবস্থান করেন। তাঁহাদের প্রত্যক্ষ করা যায় না। ব্রাহ্মণগণের মুখের দ্বারা ভোজন করা ছাড়া তাঁদের ভোজন করিবার অন্য কোন উপায় নাই। এইজন্য ব্রাহ্মণ মহান্—শ্রেষ্ঠ। ৯৫

(স্থাবর জঙ্গমের মধ্যে যাহারা প্রাণবান্ তাহারা শ্রেষ্ঠ; প্রাণিগণের মধ্যে যাহারা বুদ্ধি খাটাইয়া বাঁচিয়া থাকে তাহারা শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবগণের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ; আবার মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে।)

(মেঃ)—পৃথিবীতে যেসমস্ত বৃক্ষাদি স্থাবর এবং কৃমিকীটাদি জঙ্গম ভাবপদার্থ আছে, সেগুলিকে "ভূত" বলা হয়। উহাদের মধ্যে যাহারা "প্রাণী"=প্রাণবান্ অর্থাৎ আহারবিহার প্রভৃতি কর্ম্ম করিতে সমর্থ, তাহারা শ্রেষ্ঠ। কারণ, তাহারা বৃক্ষাদি স্থাবরগণ অপেক্ষা বেশী নিপুণভাবে সুখ অনুভব করিতে পারে। তাহাদিগের মধ্যে আবার যাহারা বুদ্ধি দ্বারা বাঁচিয়া থাকে—নিজেদের ভাল মন্দ বুঝিয়া থাকে, যেমন কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি,—। উহারা গ্রীষ্মসন্তপ্ত হইয়া ছায়ায় গিয়া আশ্রয় লয়, শীতক্লিষ্ট হইলে রৌদ্রে দাঁড়ায়, এবং যেখানে আহার মিলে না সেরূপ স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ইহাদের সকলের চেয়ে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। ঐ মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। যেহেতু ব্রাহ্মণগণ জগতে পূজ্যতম; কেহ তাঁহাদের লঙ্ঘন করে না। ঐ ব্রাহ্মণ বধ করা হইলে যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় তাহা ব্যক্তি অনুসারে নহে কিন্তু জাতি (ব্রাহ্মণত্ব) অনুসারেই কর্ত্তব্য হয়। ৯৬

(ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আবার যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান্‌গণের মধ্যে যাঁহারা কৃতবুদ্ধি অর্থাৎ বেদাদিশাস্ত্রে নিষ্ঠাবান্ তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, কৃতবুদ্ধিগণের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাদৃশ অনুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্‌গণ শ্রেষ্ঠ।)

(মেঃ)—বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠতা এই কারণে যে, মহাফলপ্রদ যাগাদি কর্ম্মে তাঁহাদেরই অধিকার (যেহেতু শাস্ত্রে বলা আছে অবিদ্বান্ অনধিকারী)। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা "কৃতবুদ্ধি" তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। "কৃতবুদ্ধি" অর্থ বেদের তত্ত্বার্থে—যথার্থতা সম্বন্ধে যাঁহারা পরিনিষ্ঠিত অর্থাৎ দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছেন বলিয়া বৌদ্ধাদি নাস্তিকগণের প্রভাবে চালিতচিত্ত—সন্দিগ্ধচিত্ত হন না। তাঁহাদের মধ্যে আবার "কর্ত্তারঃ"=শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের যাঁহারা অনুষ্ঠাতা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাঁহারা

*পাঠ আছে "বিস্ময়র্যন্তে"; ইহা "বিস্ময়তে" এইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া অনুবাদ করা হইল।

বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধকর্ম্ম বর্জ্জন করেন বলিয়া পাপ বা অধর্ম্মের দ্বারা অভিভূত হন না। তাঁহাদের মধ্যেও আবার ব্রহ্মবাদিগণ শ্রেষ্ঠ; কারণ তাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান, আর তাহাতেই অবিনশ্বর আনন্দ। ৯৭

(ব্রাহ্মণের জন্মটাই—ব্রাহ্মণ শরীরই ধর্ম্মের সনাতন মূর্ত্তি। যেহেতু সেই ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত পুরুষ যখন ধর্ম্মানুষ্ঠানযোগ্য হইয়া উঠেন, তখন হইতেই ব্রহ্মত্বলাভের অধিকারী হন।)

(মেঃ)—বিদ্যাবত্তাদি গুণযুক্ত ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব পূর্ব্বশ্লোকে দেখান হইল। যাহার ঐ বিদ্যাবত্তাদি গুণ নাই, কেবল ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াছেন মাত্র, তাদৃশ জাতিমাত্র ব্রাহ্মণকে পাছে কেহ অপমান-অশ্রদ্ধা করে, এই জন্য তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত এই শ্লোকে এইরূপ বলিতেছেন—ব্রাহ্মণের উৎপত্তিই অর্থাৎ গুণগ্রাম না থাকিলেও কেবল তাহার ব্রাহ্মণবংশে জন্মই "শাশ্বতী ধর্ম্মস্য মূর্ত্তিঃ"=ধর্ম্মের সনাতন শরীর। "ধর্ম্মার্থম্ উৎপন্নঃ"=উপনয়নসংস্কারদ্বারা যখন তাহার দ্বিতীয় জন্ম হয়, তখন ধর্ম্মের জন্য তাহার ঐ যে উৎপত্তি উহা ব্রহ্মস্বরূপতায় পরিণত হইতে থাকে। ধর্ম্মানুষ্ঠানযোগ্য শরীর ত্যাগ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন;—এইরূপে প্রশংসা করা হইল। ৯৮

(ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। কারণ, ব্রাহ্মণই সকলের ধর্ম্মকোষ রক্ষার জন্য প্রভুত্বসম্পন্ন হইয়া থাকেন।)

(মেঃ)—"পৃথিব্যামধিজায়তে" ইহার অর্থ সকল লোকের উপরিবর্ত্তী হন। এখানে শ্রেষ্ঠতাকেই উপরিবর্ত্তিতা বলিতেছেন। তিনি সকল লোকের ঈশ্বর অর্থাৎ প্রভু। ধর্ম্মনামক কোষ রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহার প্রভুত্ব। কোষ অর্থ দ্রব্যসঞ্চয়। ঐ উপমানের দ্বারা এখানে ধর্ম্মসঞ্চয়কে "কোষ" বলা হইয়াছে। ৯৯

(ত্রিভুবনমধ্যবর্ত্তী যাহা কিছু ধনসম্পত্তি সে সমস্তই ব্রাহ্মণেরই স্ব, নিজ ধন। ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া এবং ব্রাহ্মণের জন্মস্থানের উচ্চতা রহিয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণই সমস্ত কিছু পাইবার যোগ্য।)

(মেঃ) যে ব্রাহ্মণ লব্ধ অর্থে সন্তুষ্ট নহেন, তিনি তজ্জন্য প্রতিগ্রহাদি কার্য্যে পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্ত হন। তাহাতে পাছে তাঁহার পাপ হয় এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার সমাধানের জন্য বলিতেছেন "সর্ব্বং স্বং" ইত্যাদি। ত্রিভুবনমধ্যবর্ত্তী সমস্ত দ্রব্যই ব্রাহ্মণের ধন। কাজেই ইহাতে প্রতিগ্রহ হইতে পারে না (যেহেতু অন্যের যাহাতে স্বত্ব আছে তাহার দান গ্রহণই প্রতিগ্রহ পদবাচ্য)। কাজেই, ব্রাহ্মণ যে উহা গ্রহণ করেন তিনি তাহার মালিকরূপেই লইয়া থাকেন, প্রতিগ্রহকারিরূপে নহে। বস্তুতঃপক্ষে ইহা ব্রাহ্মণের প্রশংসামাত্র; ইহা বিধি নহে। এইজন্য এখানে "অর্হতি" এই পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। "অভিজন" অর্থ আভিজাত্যবিশিষ্টতা—উচ্চস্থানে জন্মগ্রহণ করা। ১০০

(ব্রাহ্মণ নিজের দ্রব্যই ভোজন করেন, নিজ বস্তুই পরিধান করেন, স্বীয় দ্রব্যই দান করেন। অপরাপর বর্ণের লোকেরা ব্রাহ্মণের করুণাতেই খাইতে পাইতেছে।)

(মেঃ)—পরের বাড়ীতে ব্রাহ্মণ আতিথ্যাদিরূপে যে ভোজন করেন তাহা তাঁহার নিজেরই জিনিস। কাজেই তাহা পরপাক—পরান্ন এরূপ মনে করা উচিত নহে। "স্বং বস্তে" ;—যাচ্ঞা করিয়াই হউক অথবা যাচ্ঞা না করিয়াই হউক, ব্রাহ্মণ যে বস্ত্র লাভ করেন তাহা নিজের লাভজনক নহে, কিন্তু তাহা তাঁহার নিজ বস্তুই দেহ আচ্ছাদনের জন্য ব্যবহার করা হইল মাত্র। নিজ ব্যবহারের উপযোগী যেসকল বস্তু তিনি গ্রহণ করেন, তাহার উপর যে তাঁহার অধিকার আছে ইহাত বটেই, অধিকন্তু তিনি যদি পরের কোন দ্রব্য অপরকে দান করেন তাহাও তাঁহার পক্ষে অনুচিত নহে। "আনৃশংস্য" অর্থ করুণা। ব্রাহ্মণেরই মনের সমধিক উদারতা, ত্যাগশীলতা হেতু রাজারা পৃথিবীতে নিজ ধন ব্যবহার করিতে পায়। কারণ, তাহা না হইলে ঐ ব্রাহ্মণ যদি ইচ্ছা করেন যে, ইহা লইয়া আমি নিজ কাজে লাগাইব তবে সকলেই ধনশূন্য এবং ভোগশূন্য হইয়া পড়ে। ১০১

(সেই ব্রাহ্মণের পক্ষে গ্রহণীয় এবং বর্জ্জনীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ নিরূপণ করিয়া দিবার নিমিত্ত এবং সেই প্রসঙ্গে অপরাপর বর্ণেরও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিবার জন্য সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন স্বায়ম্ভুব মনু এই শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন।)

(মেঃ)—ব্রাহ্মণের এত যে সব প্রশংসা করা হইল তাহার ফল কি, উদ্দেশ্য কি, তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য এই শ্লোকটী বলা হইয়াছে। এই শাস্ত্রটীর প্রয়োজন এতই উচ্চ যে, "তস্য"=সেই

ব্রাহ্মণের, যে ব্রাহ্মণ নিজ আত্যন্তিক মাহাত্ম্যেই এত অধিক উন্নত, মহত্তম—সেই ব্রাহ্মণের, "কর্ম্ম-বিবেকার্থম্"=এই কর্ম্মগুলি কর্ত্তব্য, এইগুলি বর্জ্জনীয়, এইপ্রকার নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়ার নাম "বিবেক"; তাহা ঠিক করিয়া দিবার জন্য। "শেষাণাং চ"=এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অপর তিনটী বর্ণেরও জন্য। "অনুপূর্ব্বশঃ"=শ্রেষ্ঠতা অনুসারে; ব্রাহ্মণ প্রধান, কাজেই তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সর্ব্বাগ্রে প্রধানভাবে নিরূপণীয়; তাহার পরে আনুষঙ্গিকভাবে ক্ষত্রিয়াদির ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণীয়। ইহারই জন্য এই শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। ১০২

(যিনি বেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন তাদৃশ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের এই শাস্ত্র সমধিক যত্নসহকারে অধ্যয়ন করা উচিত এবং ইহা শিষ্যগণের মধ্যে যথাবিধি প্রচার করা কর্ত্তব্য, অন্য কাহারও ইহা অধ্যাপনা করা সঙ্গত নহে।)

(মেঃ)—"অধ্যেতব্যম্" এবং "প্রবক্তব্যম্" এই দুই স্থলে যে কৃত্য (তব্য) প্রত্যয় হইয়াছে তাহা অর্হার্থক—তাহা দ্বারা যোগ্যতা বা অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইতেছে; ইহা বিধি নহে। কারণ, দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই শাস্ত্র অর্থাৎ বিধি-নিষেধ আরম্ভ হইবে। এই অধ্যায়টী কেবল অর্থবাদ মাত্র; এখানে কোন বিধি নাই। কাজেই, "এই ধান্য রাজার ভোগ্য" এইরূপ বলিলে যেমন ধান্যের প্রশংসা করা হয় মাত্র, কিন্তু ইহা দ্বারা অপরের পক্ষে ঐ ধান্য ভোজন নিষিদ্ধ হয় না, ঠিক সেইরূপ এখানেও "নান্যেন কেনচিৎ" ইহা অপরের পক্ষে নিষেধ নহে, ইহা কেবল এই শাস্ত্রের প্রশংসা মাত্র। সেই প্রশংসাটী এইরূপ—ব্রাহ্মণ সারা জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই শাস্ত্রটীও সকল শাস্ত্রেরও শাস্ত্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। এইজন্য ঐ প্রকার বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের পক্ষেই ইহা অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন করা সম্ভব। কাজেই সাধারণভাবে সকলে ইহা পঠনপাঠনে সমর্থ নহে—সে যোগ্যতা নাই। এইজন্যই বলা হইয়াছে "প্রযত্নতঃ"। যতক্ষণ না গুরুতর প্রযত্ন অবলম্বন করা যায়, যতক্ষণ না তর্ক, ব্যাকরণ, মীমাংসা প্রভৃতি অপরাপর শাস্ত্রের দ্বারা মন সংস্কৃত হয় অর্থাৎ বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয়, ততক্ষণ ইহা পড়ান সম্ভব নহে। এই কারণেই এখানে "অধ্যেতব্যং" ইহা দ্বারা যে অধ্যয়ন বলা হইয়াছে তাহা দ্বারা "লক্ষণা" বলে "শ্রবণ" বোধিত হইতেছে। (শ্রবণ অর্থ বিচার দ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নিরূপণ করা)। যেহেতু এখানে যে "বিদুষা" এই পদের দ্বারা অধ্যয়নকারীর বিদ্যাবত্তা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা বিচারাত্মক শ্রবণের পক্ষেই উপযোগী, কেবলমাত্র পাঠ করিবার জন্য বিদ্যাবত্তা অনাবশ্যক। সুতরাং এখানে যদি কেবলমাত্র পাঠরূপ অধ্যয়নই বিহিত হয় তাহা হইলে ঐ বিদ্যাবত্তা তাহার কোন উপকার সাধন করে না বলিয়া উহাকে দৃষ্টার্থক না বলিয়া অদৃষ্টার্থকই বলিতে হয় (অর্থাৎ অধ্যয়নের দৃষ্ট ফল অক্ষর গ্রহণ—গ্রন্থ মুখস্থ করা; কিন্তু তাহার সহিত বিদ্যাবত্তার কোন সম্পর্ক নাই, কারণ বিদ্যাবত্তা না থাকিলেও গ্রন্থ মুখস্থ করা আটকায় না। কাজেই তাহার সহিত, বিদ্যাবত্তা থাকিলে তাহা অদৃষ্ট উৎপাদন করিবে, এইরূপ বলিতে হয়। ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে; যেহেতু দৃষ্ট ফল সম্ভব হইলে "অদৃষ্ট" স্বীকার করা অন্যায়—অযৌক্তিক)। আর এখানে বিধি স্বীকার করিলে "অধ্যয়ন" পদে লক্ষণা করিয়া "শ্রবণ" বুঝাইবে, এরূপ বলা যায় না; কারণ যাহা বিধেয় অর্থাৎ বিধির বিষয় তাহাতে লক্ষণা স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত নহে। পক্ষান্তরে ইহাকে অর্থবাদ বলিলে ঐভাবে গুণবাদ (লাক্ষণিক অর্থ) স্বীকারে কোন দোষ হয় না। কারণ, অন্য প্রমাণ দ্বারা যাহা নিরূপিত হয় তাদৃশ অর্থের সহিত বচন-বোধিত অর্থের বিরোধ অথবা সংবাদ (মিল সুতরাং জ্ঞাত-জ্ঞাপকতা) থাকে বলিয়াই অর্থবাদ বাক্যে লক্ষণা স্বীকার করা হয়। (কাজেই এখানে ব্রাহ্মণের পক্ষেই অধ্যয়ন কর্ত্তব্য এই প্রকার বিধিতে তাৎপর্য্য না থাকায়) এই শাস্ত্রে বর্ণত্রয়েরই অধিকার আছে। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা পরে বলা যাইবে। ১০৩

(এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণ সংশিতব্রত হইয়া থাকেন। তখন তিনি কায়িক, বাচিক এবং মানসিক কোন প্রকার দোষে কোন সময় লিপ্ত হন না।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে বলা হইল যে, এই শাস্ত্র ব্রাহ্মণের জন্য, আর ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এইভাবে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধিতা দ্বারা শাস্ত্রের প্রশংসা করা হইয়াছে। এক্ষণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রশংসা করিতেছেন। এই শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়া অধ্যেতা "সংশিতব্রত" হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে পরিপূর্ণ-ভাবেই যম-নিয়মের অনুষ্ঠান করা হয়। কারণ, অনুষ্ঠান না করিলে যে প্রত্যবায় (পাপ) হয় তাহা শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া সেই পাপ হইবার ভয়ে তিনি বিহিত কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান করেন; এইভাবে শাস্ত্রের উপদেশমত যম-নিয়মাদি সমস্তই ঠিক ঠিক ভাবে আচরণ করেন। আর ঐ সকল

কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে বিহিত (কর্ত্তব্য) কর্ম্ম না করার জন্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম আচরণের নিমিত্ত যেসকল দোষ হয় তাহাতে লিপ্ত হইতে, সংসৃষ্ট হইতে হয় না। ঐ সমস্ত দোষই পাপ। ১০৪

(তাদৃশ ব্যক্তি লোকসমাজরূপ পংক্তিকে পবিত্র করিয়া তুলেন; তিনি নিজ বংশের ঊর্দ্ধ্বতন সাত পুরুষ এবং অধস্তন সাত পুরুষকেও পবিত্র করেন। তিনি এককই এই সমগ্র পৃথিবীর অধিকারী হইবার যোগ্য।)

(মেঃ)—তিনি পংক্তিপাবন হন। বিশিষ্ট পৌর্ব্বাপর্য্যযুক্ত যে সমষ্টি তাহাকে পংক্তি বলা হয়। সেই পংক্তিকে পবিত্র করেন—নির্ম্মল করেন। সকল দুষ্ট লোকেরাও তাঁহার সংসর্গে দোষহীন হইয়া যায়। "বংশ্যান্" অর্থ নিজ বংশে যাহারা জন্মিয়াছে; "পর" অর্থ উপরিতন অর্থাৎ ঊর্দ্ধ্বতন "সপ্ত"=পিতা, পিতামহ প্রভৃতি সাত পুরুষ এবং "অবর" অর্থ যাহারা আগামী—আসিবে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিবে (এই রকম পরবর্ত্তী সাত পুরুষ)। তিনি সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবী দান গ্রহণ করিবার যোগ্য। কারণ, ধর্ম্মজ্ঞতা দ্বারা প্রতিগ্রহ করিবার অধিকার জন্মে। আর এই শাস্ত্র হইতেই সকল প্রকার ধর্ম্ম স্বরূপত জ্ঞাত হওয়া যায়। ১০৫

(এই শাস্ত্র পরম স্বস্ত্যয়নস্বরূপ, ইহা বুদ্ধি বৃদ্ধিকারক, ইহা সকল সময়েই খ্যাতিজনক এবং মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ হেতু।)

(মেঃ)—"স্বস্ত্যয়নং"="স্বস্তি" অর্থ অভিলষিত বিষয় বিনষ্ট না হওয়া; "অয়ন" অর্থ প্রাপ্তি। যাহা দ্বারা "স্বস্তি" লাভ করা যায় তাহা স্বস্ত্যয়ন। ইহা জপ, হোম প্রভৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বস্ত্যয়ন। কারণ, শাস্ত্রজ্ঞান বিনা ঐ জপ, হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠান সম্ভব নহে (যেহেতু শাস্ত্র-মধ্যেই ঐগুলির কর্ত্তব্যতা এবং ইতিকর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে। কাজেই এই শাস্ত্র ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানের হেতু বলিয়া ইহা শ্রেষ্ঠ। অথবা যেসমস্ত শাস্ত্রবাক্য হইতে ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে সেইগুলি শ্রেয়স্য—সেইগুলির অধ্যয়ন শ্রেয়স্কর; কিন্তু তদনুরূপ অনুষ্ঠান করা ক্লেশকর; এইজন্য ইহাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। "ইহা বুদ্ধিবৃদ্ধি করে"; কারণ, শাস্ত্রের সেবা করা হইলে শাস্ত্রার্থ প্রকাশ পায়, গ্রন্থগ্রন্থি খুলিয়া যায়; এইভাবে যে বুদ্ধিবৃদ্ধি হয়, ইহা লোকমধ্যে প্রসিদ্ধই আছে। "ইহা যশস্কর"; যেহেতু ধর্ম্মবিষয়ে সংশয়যুক্ত ব্যক্তিগণ ধর্ম্মবিৎ লোকের নিকট গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে (তিনি শাস্ত্রার্থ উদ্ঘাটন করিয়া সন্দেহভঞ্জন করিয়া দেন); এইভাবে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। যাহা যশের কারণ তাহাকে বলে "যশস্য"। বিদ্যাবত্তা, উদারতা প্রভৃতি গুণরাজির জন্য যে প্রসিদ্ধি তাহার নাম যশ। "নিঃশ্রেয়স" অর্থ দুঃখসংস্পর্শবর্জ্জিত প্রীতি (সুখ); স্বর্গ অথবা মোক্ষই ঐরূপ। ঐ প্রকার স্বর্গ এবং অপবর্গের কারণ হইতেছে যথাক্রমে কর্ম্ম এবং জ্ঞান; শাস্ত্রই আবার ঐ কর্ম্ম এবং জ্ঞানের হেতু। এজন্য ইহা "পর" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নিঃশ্রেয়স। ১০৬

(এই শাস্ত্রে সমগ্রভাবে স্মার্ত্ত ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কর্ম্মকলাপের গুণ ও দোষ এবং চারি বর্ণেরই সনাতন আচার বলিয়া দেওয়া আছে।)

(মেঃ)—এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে ধর্ম্ম; তাহা এই গ্রন্থে সমগ্রভাবে বলা হইয়াছে; কাজেই ইহা অন্য কোন শাস্ত্রের উপর অপেক্ষা রাখে না, নির্ভর করে না। তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। যাহা কিছু ধর্ম্ম আছে তাহা এই শাস্ত্রের মধ্যে সমগ্রভাবে বলা আছে। কাজেই সেই ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের জন্য অন্য শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিতে হয় না, এইভাবে ইহার আধিক্য বর্ণনা করিয়া প্রশংসা করা হইল। "অস্মিন্ শাস্ত্রে"=এই শাস্ত্রে "ধর্ম্ম"=স্মার্ত্ত ধর্ম্ম "অখিলেন উক্তঃ"=নিঃশেষে—কিছু বাদ না রাখিয়া বলা আছে। কর্ম্মকলাপের গুণ এবং দোষও বলিয়া দেওয়া আছে। ইষ্ট বা অনিষ্ট (অনভিপ্রেত, অবাঞ্ছিত) ফলই যথাক্রমে গুণ এবং দোষ। উহা যাগযজ্ঞাদি বিহিত কর্ম্ম এবং ব্রহ্মহত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল। কর্ম্মকলাপের যে সাকল্য অর্থাৎ নিঃশেষতা বা সমগ্রতা বলা হইল তাহা এইরূপ—কর্ম্মের স্বরূপ, তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা অর্থাৎ অনুষ্ঠান করিবার পদ্ধতি, তাহার বিশেষ বিশেষ ফল, বিশেষ বিশেষ কর্ত্তার সহিত ঐ কর্ম্মের সম্বন্ধ অর্থাৎ কাহারা ঐ কর্ম্মের অনুষ্ঠানের অধিকারী তাহা এবং উহার মধ্যে কোন্‌গুলি নিত্যকর্ম্ম (অবশ্যকরণীয় কর্ম্ম—না করিলে পাপ হয়), আর কোন্‌গুলি কাম্য কর্ম্ম, এই প্রকার ভেদ—এই সমস্তগুলিই এখানে "গুণ" এবং "দোষ" এই দুইটী পদের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখানে শ্লোকের মধ্যে যখন "ধর্ম্ম" পদটী বলা হইয়াছে তখন উহা দ্বারাই সকল

প্রকার কর্ম্ম উল্লিখিত হইতেছে; তথাপি "গুণদোষৌ চ কর্ম্মণাং" এস্থলে পুনরায় কর্ম্ম শব্দটীর প্রয়োগ নিরর্থক; এজন্য বলিতে হয় যে ঐ "কর্ম্ম" শব্দটী এখানে ছন্দের অক্ষর পূরণ করিবার নিমিত্ত দেওয়া হইয়াছে। "চতুর্ণামপি বর্ণানাং"—চারি বর্ণেরই ; ইহা দ্বারাও সাকল্য বুঝাইতেছে। ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার অধিকার যাহারই আছে সে-ই ইহা হইতে ধর্ম্মলাভ করিবে, তাহারা সকলেই ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। "আচারশ্চৈব শাশ্বতঃ"=সনাতন আচারও এখানে বর্ণিত হইয়াছে। আচার দ্বারা যাহার স্বরূপ নিরূপণ করা হয় তাদৃশ ধর্ম্মকেই এখানে "আচার" বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহার বিবেচনা (বিস্তৃত আলোচনা) করিব। "শাশ্বত" অর্থ বৃদ্ধ-পরম্পরায় যাহা আসিয়াছে,—এখনকার প্রবর্ত্তিত কোন নূতন অনুষ্ঠান নহে। ১০৭

(শ্রুতিউপদিষ্ট এবং স্মৃতিনির্দ্দিষ্ট আচারই পরম ধর্ম্ম। অতএব নিজ হিতাকাঙ্ক্ষী ত্রৈবর্ণিকের উচিত সর্ব্বদা এই আচাররূপ ধর্ম্মে নিরত থাকা।)

(মেঃ)—"আচারঃ"=আচার হইতেছে "পরমো ধর্ম্মঃ"=প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম। "শ্রুত্যুক্তঃ"=যাহা বেদমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। "স্মার্ত্তঃ"=যাহা স্মৃতিমধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব আচাররূপ ধর্ম্মে নিত্য নিযুক্ত থাকিবে অর্থাৎ সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিবে। "আত্মবান্"=যিনি নিজ হিত অভিলাষ করেন। আত্মা সকলেরই আছে; কাজেই "আত্মবান্" এখানে "অস্তি অর্থে" মতুপ্ প্রত্যয় হয় নাই, কিন্তু উহা দ্বারা "তাহার (আত্মার) হিত" বুঝান হইয়াছে। ১০৮

(আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ বেদবিহিত কর্ম্মকলাপের ফললাভ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে যিনি আচারবান্ তিনি সম্পূর্ণ ফললাভে সমর্থ হন।)

(মেঃ)—প্রকারান্তরে ইহাও আবার ঐ আচারেরই প্রশংসা। "আচারাৎ প্রচ্যুতঃ"=আচারহীন ব্রাহ্মণ বেদের ফল প্রাপ্ত হন না। "বেদফল" বলিলে কোন সঙ্গত অর্থ হয় না; কাজেই বেদ-বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয় তাহাকেই "বেদফল" বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। বৈদিক কর্ম্মকলাপ সমগ্রভাবে এবং অবিকলভাবে (কোনরূপ বিকলতা, অঙ্গহানি যাহাতে না ঘটে এমনভাবে) সম্পাদন করিলেও যদি তিনি আচারভ্রষ্ট হন, তাহা হইলে বেদের "পুত্রকামাদি" বাক্যে যেরূপ ফলশ্রুতি আছে তাহা তিনি লাভ করিতে পারেন না;—এইভাবে আচারহীনতার নিন্দা করা হইল। এই কথাটাই বিপরীত দিক হইতে ধরিয়া পুনরায় ঘুরাইয়া বলা হইতেছে "আচারেণ তু সংযুক্ত" ;—পক্ষান্তরে যিনি আচারবান্ তিনি কাম্যকর্ম্মের সম্পূর্ণ ফললাভ করেন। এস্থলে কেহ কেহ বলেন, উক্ত বচনে "সম্পূর্ণফলভাক্" এইরূপ উল্লেখ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, আচারবান্ ব্যক্তি সম্পূর্ণ ফল পান, কিন্তু যে ব্যক্তি আচারভ্রষ্ট সে যে কাম্যকর্ম্মের ফল মোটেই পায় না তা নয়, সেও কিছুটা ফললাভ করে, তবে সম্পূর্ণ ফল পায় না। এইরূপ যে অর্থ বলা হয় ইহা কোন কাজের কথা নহে ; কারণ, ইহা অর্থবাদমাত্র (কাজেই সম্পূর্ণ ফল না পাওয়া অথবা আংশিক ফল লাভ করা ইহার কোনটীই এখানে বিবক্ষিত নহে)। ১০৯

(মুনিগণ এইভাবে আচার হইতেই ধর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি হয় ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আচারকেই সকল প্রকার তপশ্চর্য্যার মূল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।)

(মেঃ)—যত রকমের তপস্যা আছে, যেমন প্রাণায়াম, মৌন, যম, নিয়ম, কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ, অনশন প্রভৃতি, সে সকলেরই ফলপ্রদানের অর্থাৎ সফল হইবার মূল হইতেছে আচার। এই কারণে, মুনিগণ তপস্যার ফললাভ করিবার আশায় ঐ আচারকেই আহার "মূল" (কারণ) বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুনিগণ আচার হইতেই ধর্ম্মের গতি অর্থাৎ প্রাপ্তি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কারণ, শোনা যায়—তপস্যা অতিশয় ক্লেশপ্রদ; তথাপি তাহাও ফলপ্রদ হয় না যদি সেই তপস্যাকারী আচারহীন হয়। ১১০

এক্ষণে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। (জগতের উৎপত্তি, সংস্কার-সকলের কর্ত্তব্যতা ও ইতিকর্ত্তব্যতা, ব্রতচর্য্যাপ্রকার এবং সমাবর্ত্তন স্নানের বিধি বলা হইবে।)

(মেঃ)—যেসমস্ত ধর্ম্ম এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে সেগুলির এখানে নাম নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। যাহাতে শ্রোতারা এই গ্রন্থ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার জন্য "এতদন্তাস্তু গতয়ঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ধর্ম্মের ফল অনন্ত। তথাপি, শ্রোতারা হয়ত এই ভাবিয়া নিরুৎসাহ

হইতে পারে যে, ধর্ম্ম অতীন্দ্রিয়, অনন্ত এবং দুষ্পার (সুতরাং উহা আয়ত্ত করা অসম্ভব; তবে আর এই শাস্ত্র পড়িতে যাইয়া বাজে কষ্ট পাই কেন)। একারণে শ্রোতাদের যাহাতে ইহা আলোচনা করিতে উৎসাহ জন্মে তজ্জন্য এই অনুক্রমণিকা বলিয়া দিতেছেন; ইহাতে শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থে এই পরিমাণমাত্র প্রতিপাদ্য বস্তু, ইহা অত্যন্ত অধিক নহে; কাজেই শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা ইহা আয়ত্ত করিতে পারিবেন। যে-পথ সংক্ষেপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে যদি চলা যায় তাহা হইলে উহা দুঃসহ হয় না।

"জগতশ্চ সমুৎপত্তিম্" ইহা দ্বারা কালের পরিমাণ, তাহার স্বভাবভেদ, ব্রাহ্মণের প্রশংসা ইত্যাদিগুলিও ধরিতে হইবে; কারণ ঐগুলিও জগদুৎপত্তির অন্তর্গত। বস্তুতঃপক্ষে এগুলি সব অর্থবাদরূপে বলা হইয়াছে মাত্র, ঐগুলি এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। "সংস্কারবিধি এবং ব্রতচর্য্যোপচার" বলা হইবে। "সংস্কার"—যেমন গর্ভাধান প্রভৃতি; তাহাদের "বিধি" অর্থাৎ কর্ত্তব্যতা। ব্রহ্মচারীর যে "ব্রতচর্য্যা" তাহার "উপচার" অর্থাৎ অনুষ্ঠান বা ইতিকর্ত্তব্যতা। ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। "স্নান" অর্থ সমাবর্ত্তন স্নান; ইহা ব্রহ্মচারী যখন গুরুকুল থেকে গৃহে ফেরে তখন তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য একটী সংস্কারবিশেষ। ১১১

(পত্নীসংগ্রহ, বিবাহের লক্ষণ, মহাযজ্ঞের বিধি এবং শাশ্বত শ্রাদ্ধ পরিপাটী বলা হইবে।)

(মেঃ)—"দারাধিগমন" অর্থ পত্নী গ্রহণ করা। "বিবাহানাম্"=ব্রাহ্ম প্রভৃতি বিবাহের এবং তাহা লাভ করিবার উপায় সকলের "লক্ষণং"=স্বরূপ অবগত হইবার হেতু। "মহাযজ্ঞ"=বৈশ্বদেবাদি পাঁচটী অনুষ্ঠানবিশেষ। "শ্রাদ্ধকল্প"=শ্রাদ্ধের কল্প অর্থাৎ ইতিকর্ত্তব্যতা—অনুষ্ঠান করিবার প্রকার। পূর্ব্বশ্লোকের "পর" শব্দটী এবং এই শ্লোকের "শাশ্বত" শব্দটী ছন্দ পূরণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে (ইহাদের বিশেষ কোন সার্থকতা নাই)। ইহা হইল তৃতীয় অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। ১১২

(বৃত্তি অর্থাৎ জীবনধারণের উপায় বা জীবিকা, তাহার লক্ষণ, "স্নাতকের" ব্রত, ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য নিরূপণ, জন্মমৃত্যু নিবন্ধন অশৌচ হইতে শৌচ, দ্রব্যশুদ্ধ হয় কিরূপে তাহা, স্ত্রীলোকদের ধর্ম্মসম্বন্ধ অর্থাৎ পালনীয় নিয়মসকল, "তাপস্য" অর্থাৎ বানপ্রস্থের কর্ত্তব্যতা, মোক্ষ অর্থাৎ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, সন্ন্যাস, রাজার যত কিছু কর্ত্তব্য আছে, ঋণাদানাদি বিষয়কবিবাদে সত্য কি তাহা বিশেষভাবে নিরূপণ করা, সাক্ষিগণকে প্রশ্ন করিবার পদ্ধতি, স্ত্রী এবং পুরুষের পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য, ধনাদি বিভাগ, পাশাখেলা, চোর প্রভৃতি সমাজ-কণ্টকদের দূর করিয়া দিবার কথা, বৈশ্য এবং শূদ্রের নিজ নিজ কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান, সংকর বর্ণের উৎপত্তি, বর্ণচতুষ্টয়ের আপদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ আপৎকালে করণীয় কর্ম্ম এবং প্রায়শ্চিত্তবিধি—এগুলি সব বর্ণিত হইবে।)

(মেঃ)—"বৃত্তীনাং" অর্থ ধনার্জ্জনাত্মক ভৃতি (বেতন) প্রভৃতি জীবিকার লক্ষণ। "স্নাতকস্য ব্রতানি"=স্নাতক—যিনি বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গুরুকুল হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহার ব্রত-সকল; যেমন, "উদয়কালীন সূর্য্যকে দেখিবে না" ইত্যাদি। ইহা চতুর্থ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়।

"ভক্ষ্যাভক্ষ্য"=খাদ্য এবং অখাদ্য; যেমন, যেসমস্ত প্রাণীর পাঁচটী নখ আছে তাহাদের মধ্যে পাঁচ জাতীয় প্রাণীর মাংস খাওয়া যাইতে পারে, ইত্যাদিরূপে ভক্ষ্য নিরূপণ; আর পলাণ্ডু (পেঁয়াজ) প্রভৃতি অভক্ষ্য—খাওয়া অনুচিত, ইত্যাদি অভক্ষ্যনিরূপণ। "শৌচম্"=জন্ম এবং মৃত্যুতে যে অশৌচ হয় কালের দ্বারা তাহার শুদ্ধি অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম হইলে তাহা দ্বারাই উহার শুদ্ধি ঘটে। আর দ্রব্য অপবিত্র হইলে তাহার শুদ্ধি হয় জল প্রভৃতি দ্বারা। "স্ত্রীধর্ম্মযোগ"= স্ত্রীলোকদের করণীয় কি, কোন্ সময় কিভাবে থাকা উচিত ইত্যাদি বিষয়; ইহা "বালয়া বা" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইবে। ইহা পঞ্চম অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়।

"তাপস্যম্"=যাহা তাপসের পক্ষে হিতকর তাহা "তাপস্য"। তপই যাঁহার প্রধান কর্ম্ম তিনি "তাপস"; সুতরাং তাপস অর্থ বানপ্রস্থ; তাঁহার ধর্ম্ম "তাপস্য"। "মোক্ষঃ"=ইহা পরিব্রাজকের ধর্ম্ম। "সন্ন্যাস"—ঐ পরিব্রাজকেরই ধর্ম্মবিশেষ। ইহা ঐখানেই পরিব্রাজকধর্ম্ম নিরূপণ করিবার সময় দেখান হইবে। ইহা ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বস্তু।

রাজার ধর্ম্ম—যিনি পৃথিবী রক্ষার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ঐশ্বর্য্য (আধিপত্য)যুক্ত, তাদৃশ ব্যক্তির "অখিল" ধর্ম্ম—দৃষ্টফল এবং অদৃষ্টফল সকল প্রকার কর্ত্তব্য। ইহা সপ্তম অধ্যায়ের বিষয়।

"কার্য্যাণাং চ বিনির্ণয়ম্"=ঋণাদানাদিবিষয়ক অভিযোগ প্রভৃতি কার্য্যের বিনির্ণয় অর্থাৎ বিচার করিয়া সংশয়চ্ছেদনপূর্ব্বক যাহা সত্য তাহা নিরূপণ করা। "সাক্ষিপ্রশ্নবিধানং"=সাক্ষিগণকে প্রশ্ন করিবার যেরূপ নিয়ম। ইহার প্রাধান্য (গুরুত্ব) আছে বলিয়া পৃথক্‌ভাবে ইহারও উল্লেখ করা হইল। এইগুলি অষ্টম অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়।

স্ত্রী এবং পুরুষের ধর্ম্ম। স্বামী ও স্ত্রী একত্র থাকিলে কিংবা প্রবাসবশতঃ বিযুক্ত হইলে তাহাদের উভয়ের পরস্পর আচরণ। "বিভাগধর্ম্ম" ইহার অর্থ ধনাদির বিভাগবিষয়ক নিয়ম। "দ্যূতম্"=পাশাখেলা; এতদ্‌বিষয়ক বিধিকেই এখানে দ্যূত শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে। "কণ্টকানাং চ শোধনম্"=কণ্টকশোধন। কণ্টক অর্থ চোর, আটবিক (বনস্থ দস্যু) প্রভৃতি; তাহাদিগকে রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসন করিবার উপায়। "বিভাগ" প্রভৃতিগুলি অষ্টাদশটী বিবাদ পদের অন্তর্গত; কাজেই "কার্য্যাণাং চ" ইহা দ্বারা ঐগুলিও উল্লিখিত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং ঋণাদানাদির ন্যায় ঐগুলিও আর পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ করিবার দরকার নাই বটে, তথাপি পৃথক্ একটী অধ্যায়ে ঐগুলি আলোচিত হইয়াছে বলিয়া উহাদেরও পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হইল। বৈশ্য এবং শূদ্রের "উপচার" অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠান। ইহা নবম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

"ক্ষত্তা", "বৈদেহক" প্রভৃতি সংকীর্ণ বর্ণের উৎপত্তি। আর "আপদ্ধর্ম্ম" অর্থাৎ যাহারা যেটা বৃত্তি বা জীবিকা তাহা দ্বারা জীবনধারণ সম্ভব না হইলে, তজ্জন্য জীবন বিনাশের সম্ভাবনা ঘটিলে যাহা করণীয়। ইহা দশম অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়। "প্রায়শ্চিত্ত বিধি"; ইহা একাদশ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। ১১৩—১১৬

(সংসারগমন অর্থাৎ জীবের দেহান্তর প্রাপ্তি; কর্ম্ম অনুসারে তাহা ত্রিবিধ। নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি এবং তাহা লাভ করিবার উপায়। বিহিত এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের গুণ দোষ পরীক্ষা।)

(মেঃ)—"সংসারগমন"; গমনটী ধর্ম্ম, আর উহা যাহার ধর্ম্ম সেই জীব হইতেছে ধর্ম্মী; ঐ গমনরূপ ধর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মী জীব লক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং "সংসার" অর্থে এখানে যে সংসরণ করে তাদৃশ সংসারী পুরুষ (জীবাত্মা) ধর্ম্মী; তাহার "গমন" অর্থাৎ দেহান্তর প্রাপ্তি। অথবা, "সংসার" বলিতে সংসরণের (গমনাগমনের) বিষয় যে পৃথিবী প্রভৃতি লোক সেইগুলি বুঝাইতেছে। সেখানে "গমন", ইহার অর্থ আগেকারই মত। "ত্রিবিধ"=তিন রকম অর্থাৎ উত্তম, অধম এবং মধ্যম। "কর্ম্মসম্ভবম্" ইহার অর্থ ভাল মন্দ কর্ম্মই উহার নিমিত্ত। "নিঃশ্রেয়সম্"=মোক্ষ। কেবল যে শুভাশুভ কর্ম্মসম্ভূত গতির কথাই বলা হইয়াছে তাহা নহে কিন্তু যাহা অপেক্ষা আর কিছু শ্রেয়ঃ নাই, সেই নিঃশ্রেয়সলাভের উপায়স্বরূপ যে আত্মজ্ঞান তাহাও বলা হইয়াছে। আর বিহিত এবং প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মসকলের গুণ এবং দোষও পরীক্ষা করা হইয়াছে। ১১৭

(দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, শাশ্বত কুলধর্ম্ম, পাষণ্ডধর্ম্ম এবং গণধর্ম্ম—এই সমস্তগুলি মনু এই শাস্ত্রমধ্যে বলিয়াছেন।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "এই গ্রন্থে সমগ্রভাবে ধর্ম্মসকল বর্ণিত হইয়াছে" (১০৭ শ্লোঃ)। তাহাই এখন দৃঢ় করিয়া সমর্থন করিতেছেন "দেশধর্ম্মান্" ইত্যাদি। যেগুলির অনুষ্ঠান বিশেষ বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ, যেগুলি পৃথিবীর যে-কোন স্থানে অর্থাৎ সকল জায়গাতেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে না সেগুলি "দেশধর্ম্ম"। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জাতির পক্ষেই যাহা কর্ত্তব্য, কিন্তু সকল বর্ণেরই অবিশেষে অনুষ্ঠেয় নহে সেগুলি "জাতিধর্ম্ম"। কেবল প্রখ্যাত বংশের মধ্যেই প্রচলিত যে ধর্ম্ম তাহা কুলধর্ম্ম। "পাষণ্ড" অর্থ বেদবহির্ভূত স্মৃতিমধ্যে যে ব্রতাচরণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যেগুলি বেদানুগত স্মৃতি মধ্যে নিষিদ্ধ। ঐ পাষণ্ড ধর্ম্ম যাহা "পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্" ইত্যাদি সন্দর্ভে উল্লিখিত হইয়াছে। "গণধর্ম্ম"—"গণ" অর্থ সঙ্ঘ বা সমষ্টি—বণিক্, শিল্পী এবং চারণ প্রভৃতির দল; তাহাদের ধর্ম্ম। সেই সমস্ত ধর্ম্মই মনু এই শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ১১৮

(পূর্ব্বে আমি মনুকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যেমনভাবে ইহা বর্ণনা করিয়াছিলেন আপনারাও এখন তাহা সেইভাবে আমার নিকট হইতে অবগত হউন।)

ইতি মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্ত সংহিতায় প্রথম অধ্যায়।

(মেঃ)—এখানে যে বলা হইয়াছে "নিবোধত" অর্থাৎ প্রতিরোধ করুন (অবগত হউন)—ইহা দ্বারা অবধান অর্থাৎ মনঃসংযোগ বা একাগ্রতা অবলম্বন করিতে বলা হইল। ১১৯

ইতি ভট্টমেধাতিথি বিরচিত মনুসংহিতার ভাষ্যে প্রথম অধ্যায়।

ইতি—শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথশর্ম্মশ্রীচরণান্তেবাসি-
শ্রীমৎক্ষেত্রমোহনবিদ্যারত্নাত্মজ-শ্রীভূতনাথ-শর্ম্মকৃত
মেধাতিথিভাষ্যের বঙ্গানুবাদে
প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(সকল সময়ে রাগ দ্বেষ শূন্য বেদবিৎ সাধু ব্যক্তিগণ যাহা চিরকাল অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, এবং অন্তঃকরণ যাহাতে নিঃসঙ্কোচে প্রবৃত্ত হইয়া প্রসন্নতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে সেই ধর্ম্মের স্বরূপ অবগত হইবার জন্য আপনারা অবহিত হউন।)

(মেঃ)—শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় কি তাহা দেখানই প্রথম অধ্যায়ের প্রয়োজন। তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়গুলি বর্ণনা করা তাহারই অঙ্গ বা অংশ, ইহাও ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইবারে আসল শাস্ত্র আরম্ভ হইতেছে। যে বিষয়টী ব্যাখ্যা করা হইবে বলিয়া প্রারম্ভেই প্রতিজ্ঞা (নির্দ্দেশ) করা হইয়াছিল, জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি বর্ণনা করিতে থাকায় তাহা ব্যবহিত হইয়া গিয়াছে—চাপা পড়িয়া গিয়াছে; কাজেই তাহা মনে না থাকিতে পারে। এ কারণে সেই বিষয়টী মনে করিয়া লইবার জন্য আচার্য্য শিষ্যগণকে পুনরায় অবহিত করিয়া দিতেছেন।

"যো ধর্ম্মঃ"—যে ধর্ম্মতত্ত্ব আপনারা শুনিতে অভিলাষ করিয়াছেন "তম্"=তাহা এখন আমি ব্যাখ্যা করিতেছি "নিবোধত"=আপনারা অবধানযুক্ত হইয়া শ্রবণ করুন। (আগে ত একবার অবহিত হইবার কথা বলিয়াছেন; সুতরাং আবার সে কথা বলিবার প্রয়োজন কি? এই প্রকার প্রশ্ন হইতে পারে। তদুত্তরে বক্তব্য)—প্রথম অধ্যায়ের মাত্র পাঁচ-ছয়টী শেলাক শাস্ত্রের প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিবার জন্য বলা হইয়াছে। বাকী সমগ্র অধ্যায়টী অর্থবাদস্বরূপ। সুতরাং তাহা যদি খুব ভালভাবে অবধারণ করা না হয় তাহা হইলে ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবার বিষয়ে বড় বেশী ক্ষতি হইবে না। কিন্তু এইবার থেকে এখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ করা হইবে। কাজেই সকলের অবধানযুক্ত হইয়া (নিবিষ্টভাবে) এই বিষয়টী অবধারণ করা উচিত (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান যাহাতে হয় সেরূপ করা উচিত)। ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্যই এখানে পুনরায় অবহিত হইবার কথা বলা হইয়াছে; ইহাই এই পুনরুক্তির প্রয়োজন।

ধর্ম্ম বলিতে যে "অষ্টকা" প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান বুঝায়, ইহা আগে বলা হইয়াছে। কিন্তু বেদবহির্ভূত সম্প্রদায়গণ ভস্মগুণ্ঠন, নরকপাল (মড়ার মাথার খুলি) ধারণ প্রভৃতিকেও ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। সেগুলিকে বাদ দিবার জন্য—সেগুলি যে ধর্ম্ম নয় তাহা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত এখানে "বিদ্বদ্ভিঃ" ইত্যাদি বিশেষণ পদগুলি প্রয়োগ করা হইয়াছে। "বিদ্বদ্ভিঃ"= বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের দ্বারা—। যাঁহারা প্রমাণ এবং প্রমেয়ের স্বরূপ বিশেষভাবে জানিতে নিপুণ অথচ যাঁহাদের বুদ্ধি শাস্ত্রসংস্কৃত (শাস্ত্রানুসারিণী) তাঁহারাই "বিদ্বান্"। সেই সমস্ত বেদার্থবিৎ ব্যক্তিগণই বিদ্বান্, অন্য কেহ বিদ্বান্ নহে। কারণ, ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণে বেদ (এবং বেদমূলক শাস্ত্র) ছাড়া অন্য শাস্ত্রকে যাঁহারা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রমাণ-প্রমেয় বিষয়ক সেই জ্ঞান বিপরীত জ্ঞান; কাজেই (অপ্রমাণকে প্রমাণরূপে এবং অপ্রমেয়কে প্রমেয়রূপে যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা বিদ্বান্ হইতে পারেন না বলিয়া) তাঁহারা অবশ্যই অবিদ্বান্। এই যে ধর্ম্মবিষয়ক প্রামাণ্য ইহার তত্ত্ব বেদার্থবিচাররূপ মীমাংসা হইতেই নিরূপিত হয়।

"সদ্ভিঃ"=সাধুগণের দ্বারা। প্রমাণ দ্বারা যে বিষয়টী নিরূপিত হইয়াছে তাহার অনুষ্ঠান করিতে থাকিয়া যাঁহারা ইষ্টপ্রাপ্তি এবং অনিষ্ট পরিহারে যত্নবান্ তাঁহারাই "সৎ"="সাধু"। (ঐ ইষ্ট এবং অনিষ্ট দুই প্রকার—দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট।) তন্মধ্যে দৃষ্ট ইষ্টানিষ্ট প্রসিদ্ধ (তাহা সকলেই ইহজগতে অনুভব করে, কারণ, সকলেই ইহা বুঝে যে, 'এটী আমার পক্ষে ভাল, আর এটী মন্দ')। কিন্তু অদৃষ্ট ইষ্টানিষ্ট (এখানে অনুভব করা যায় না), তাহা কেবল শাস্ত্রের বিধি এবং শাস্ত্রের নিষেধ হইতেই অবগত হওয়া যায়। যাহারা ঐ শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের অনুষ্ঠানের বহির্ভূত তাহাদের "অসৎ"—"অসাধু" বলা হয়। কাজেই শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের জ্ঞান এবং তাহার অনুষ্ঠান উভয়ই এখানে "সৎ" শব্দটী দ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছে (উল্লেখ করা হইয়াছে)। "সৎ" শব্দটীর অর্থ "বিদ্যমান" এরূপও হয়; কিন্তু তাহা এখানে গ্রহণীয় হইতে পারে না ; কারণ উহা বলা অনর্থক হইয়া পড়ে। যেহেতু, যে ব্যক্তি দ্বারা কোন কিছু সেবিত হয় সেই ব্যক্তি অবিদ্যমান থাকিলে তাহা সম্ভব নহে (কাজেই তাহার জন্য তাহাকে "সৎ= বিদ্যমান" ইহা বলা নিরর্থক)।

"সেবিতঃ"=অনুষ্ঠিত। "সেবা" অর্থ অনুষ্ঠানশীলতা—পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করা। এখানে যে অতীতকালবোধক "ক্ত" প্রত্যয় হইয়াছে তাহা দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, এই ধর্ম্ম অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত (প্রচলিত)। বেদবাহির্ভূত সম্প্রদায়গণের ধর্ম্মের ন্যায় এই "অষ্টকা" প্রভৃতি ধর্ম্ম বর্ত্তমান সময়ে কেহ প্রচলন করাইয়া দেয় নাই। "নিত্যং" এই শব্দটী দ্বারাও ইহাই দেখাইয়া দেওয়া (জানাইয়া দেওয়া) হইয়াছে। যতদিন সংসার আছে ততদিন এই ধর্ম্মও আছে। পক্ষান্তরে বেদ-বহির্ভূত ধর্ম্মমাত্রই মূর্খ এবং দুঃশীল (নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান নিরত) পুরুষের দ্বারা প্রবর্ত্তিত। সেগুলি কিছুকাল প্রচলিত হইতে থাকিলেও আবার অদৃশ্য হইয়া যায়—লোপ পায়। কারণ ভ্রম এবং ধাপ্পাবাজি হাজার যুগ ধরিয়া চলিতে পারে না। বস্তুর যথার্থ জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা চাপা পড়িলেও সেই অজ্ঞানটী যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তখন নির্ম্মলতাবোধ জন্মে, বস্তুর যথার্থ জ্ঞানটী প্রকাশ পায়। তাহার আর বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে না, কারণ তাহা নির্ম্মল—অবিদ্যাসম্বন্ধশূন্য। (যথার্থ জ্ঞানটীই বলবৎ হইয়া থাকে; একারণে তাহা পুনরায় অযথার্থ জ্ঞানের দ্বারা পরাভূত হয় না। "ভূতার্থপক্ষপাতোহি ধিয়াং স্বভাবঃ"।)

"অদ্বেষরাগিভিঃ"=যাঁহারা রাগ (আসক্তি) এবং বিদ্বেষ বিহীন। লোকে যে বাহ্য (বেদবাহির্ভূত) ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে এই "রাগদ্বেষ" তাহার দ্বিতীয় কারণ। ইহার প্রথম কারণ হইতেছে ব্যামোহ অর্থাৎ বুদ্ধিবিপর্য্যয় বা অজ্ঞতা, ইহা আগে বলা হইয়াছে। এই যে "রাগদ্বেষ" ইহা কেবল একটী দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য বলা হইল; বস্তুতঃ ইহা দ্বারা জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, লোভাদিও বেদবাহ্য ধর্ম্মে আসক্তির প্রতি কারণ। লোকে লোভাদি দ্বারা মন্ত্রতন্ত্রাদি বাহ্যধর্ম্মে অন্যকে প্রবৃত্ত করায়। অথবা "লোভ" আর আলাদা ধর্ত্তব্য নহে, উহা ঐ রাগদ্বেষাদিরই অন্তর্ভুক্ত। যেগুলি আত্মার ভোগ সম্পাদনের উপায়, তাহাতে যাহারা আসক্ত তাহারা অন্য কোন উপায়ে ঐ ভোগ সম্পাদনে কিংবা জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া লিঙ্গধারণাদি দ্বারা (দেহে নানা প্রকার চিহ্ন ধারণ করিয়া) জীবনধারণ করে। এইজন্য ঐরূপ কথিত আছে—ভস্মধারণ, কপালধারণ প্রভৃতি, নগ্ন হইয়া থাকা, কিংবা ছোবান পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান এগুলি বুদ্ধিহীন এবং পৌরুষশূন্য লোকেদের জীবনধারণের উপায়।

শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানের অপর একটী কারণ "দ্বেষ"। যেহেতু, যাহারা প্রধানতঃ বিদ্বেষ-পরায়ণ তাহারা শাস্ত্রের তত্ত্বার্থ নিরূপণ করিতে বড় বেশী সমর্থ হয় না। কাজেই তাহারা অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া ঠিক করিয়া থাকে। অথবা এরূপও হয় যে, রাগ এবং দ্বেষ—এ দুটীই তত্ত্বার্থ নিরূপণ করিবার প্রতিবন্ধক। কারণ, শাস্ত্রতত্ত্ব বুঝিবার শক্তি কিছুটা থাকিলেও এবং লোকসমাজে বিদ্বৎপদবাচ্যতা লাভ করিলেও (বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত হইলেও) তাদৃশ ব্যক্তি যদি রাগদ্বেষযুক্ত হন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রবিরুদ্ধ অনুষ্ঠান করাও সম্ভব হয়। (যেমন এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়) যাঁহারা শাস্ত্রার্থ ঠিক ঠিক মত জানেন তাঁহারাও নিজের কোন বিদ্বেষের পাত্রকে উৎসাদন করিবার জন্য কিংবা কোন প্রিয় ব্যক্তির উপকার করিবার নিমিত্ত কূটসাক্ষ্য (মিথ্যাসাক্ষ্য) দেওয়া প্রভৃতি অধর্ম্ম আশ্রয় করেন। তাঁহাদের ঐ যে আচরণ, উহা যে বেদমূলক তাহা নিরূপণ করা যায় না; যেহেতু ঐ প্রকার অনুষ্ঠান করিবার অন্য কারণও থাকা সম্ভব হইতেছে। আর রাগদ্বেষই হইতেছে সেই কারণান্তর। এজন্য উহা নিষিদ্ধ, অগ্রাহ্য করিয়া দিবার নিমিত্ত এখানে বলা হইল "অদ্বেষরাগিভিঃ"।

এখানে কেহ কেহ এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন—। পূর্ব্বে "সদ্ভিঃ" ইহার অর্থ বলা হইয়াছে "সাধুগণের দ্বারা"। জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কিরকম সাধু, যদি, রাগ-দ্বেষবশতঃ অধর্ম্মে অকর্ম্মে তাঁহাদের প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে? সুতরাং তাঁহাদের যখন "সাধু" বলা হইয়াছে তখন তাঁহাদের বিশেষণরূপে আর "অদ্বেষরাগিভিঃ" এ বিশেষণটী বলা উচিত হয় না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এই প্রকার আপত্তির পরিহারকল্পে ঐ "অদ্বেষরাগিভিঃ" পদটীকে হেতুরূপে গ্রহণ করার জন্য বলা হইতেছে। যেহেতু তাঁহারা রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত সেই কারণে তাঁহারা সাধু। তাঁহাদের মধ্যে যে রাগপ্রধানতা কিংবা দ্বেষপ্রধানতা নাই তাহাই এইভাবে এখানে প্রতিপাদন করা হইতেছে। কারণ, (যতক্ষণ না বিদেহ কৈবল্য লাভ হইবে, যতক্ষণ শরীর থাকিবে ততক্ষণ) রাগদ্বেষাদি বিদ্যমান না থাকার যে অবস্থা জ্ঞানী ব্যক্তি সেই অবস্থায় আরূঢ় থাকিলেও ঐ রাগদ্বেষাদির হেতু যে অবিদ্যা বা অজ্ঞান তাহার নিরন্বয় উচ্ছেদ (অর্থাৎ অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের

কার্যসকলের আত্যন্তিক ধ্বংস) সকল জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে নাও হইতে পারে। এইজন্য শ্রুতি (ছান্দোগ্য উপনিষৎ)-মধ্যে আম্নাত হইয়াছে—"শরীরযুক্ত পুরুষ (জীবন্মুক্তি লাভ করিলেও) প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুর সম্বন্ধবর্জ্জিত হইতে পারেন না"। (প্রারব্ধবশে ঐগুলি স্বভাবতঃ তাঁহার ঘটিবেই)।

বিষয় উপভোগ করিবার জন্য যে লোলতা (সতৃষ্ণতা বা হ্যাংলামি) তাহার নাম "রাগ"। তাহার বিরোধী বিষয়কে বাধা দিবার নিমিত্ত যে চেষ্টা তাহা "দ্বেষ"। "লোভ" অর্থ অসাধারণ স্পৃহা। "মাৎসর্য্য" অর্থ কোন বস্তু, যেমন ঐশ্বর্য্য, যশ প্রভৃতি, এগুলি অপরের না হউক (কিন্তু কেবল আমারই হউক) এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা। এগুলি সব মনের ধর্ম্ম। অথবা, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি সচেতন পদার্থে যে স্নেহ তাহার নাম "রাগ"; আর ধনাদি অচেতন বস্তুতে যে স্পৃহা তাহা হইতেছে "লোভ"।

"হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ"=অন্তঃকরণ যাহাতে প্রসন্ন হয়। "হৃদয়" অর্থ অন্তঃকরণ; আর "অনুজ্ঞাত" এই শব্দটীর অন্তর্নিবিষ্ট যে "অনুজ্ঞান" তাহার অর্থ ঐ হৃদয়ের প্রসাদ (প্রসন্ন ভাব)। এইরূপই নিয়ম যে বুদ্ধি প্রভৃতি তত্ত্বগুলি হৃদয়মধ্যবর্ত্তী। যদিও শাস্ত্রবহির্ভূত (নিষিদ্ধ) হিংসা, অভক্ষ্যভক্ষণ প্রভৃতি কর্ম্মে মূঢ় ব্যক্তিরা "ধর্ম্ম করিতেছি" এইরূপ ভ্রমবশতঃ প্রবৃত্ত হয় তথাপি ঐ সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাহাদের হৃদয়মধ্যে একটা আক্রোশন (আলোড়ন, চাঞ্চল্য) হইতে থাকে। পক্ষান্তরে বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে মন তৃপ্তিলাভ করে।

অতএব উক্ত বিশেষণগুলি হইতে যে নিষ্কৃষ্ট অর্থ পাওয়া যায় তাহা এইরূপ—আমি সেরূপ ধর্ম্মের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি না যাহাতে ঐ সকল দোষ আছে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকার মহামনা ব্যক্তিরা যাহা অনুষ্ঠান করেন কিংবা চিত্ত যাহাতে স্বতই প্রবৃত্ত করায় (তাদৃশ ধর্ম্মই আমার বক্তব্য)। কাজেই এই যে ধর্ম্ম বর্ণিত হইবে তাহাতে অতিশয় যত্ন এবং আগ্রহ থাকা উচিত।

অথবা, "হৃদয়" অর্থ এখানে বেদ। কারণ, সেই বেদ অধ্যয়ন করা হইয়া গেলে তাহা ভাবনাখ্য সংস্কাররূপে হৃদয়ের সহিত অভিন্ন হইয়া যায় বলিয়া তাহাকেও "হৃদয়" বলা যায়। অতএব এখানে (বেদমূলক ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার কারণরূপে) তিনটী জিনিষ পাওয়া গেল। তাহা এইরূপ—যদি কোন প্রকার বিচার না করিয়া কেবল নিজের আগ্রহবশতঃ (ঝোঁকে) কাহারও ধর্ম্মে কোন প্রবৃত্তি হয় তথাপি এই ধর্ম্মেতেই সেই প্রবৃত্তি হওয়া উচিত। ইহা "হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ" এই অংশে বলিয়া দেওয়া হইল। আবার, "মহাজন যে পথে গিয়াছেন তাহা অনুসরণীয় পথ" এই নিয়ম যদি অনুসরণ করা হয় তাহা হইলে তাহাও এই ধর্ম্মেতেই আছে। কারণ, অসংখ্য বিদ্বান্ ব্যক্তি নিষ্কামভাবে এই পথেই (স্মরণাতীত) পূর্ব্বকাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়া আসিতেছেন এবং তাঁহারা তাহাতে লোকমধ্যে কোন প্রকারে নিন্দাভাজনও হন নাই। আর যদি বলা হয় ধর্ম্মে যে প্রবৃত্তি তাহার মূলে কোন প্রমাণ নাই তাহাও ঠিক নহে; কারণ বেদের প্রামাণ্য যখন সিদ্ধ তখন এই বেদমূলক ধর্ম্মে যে প্রবৃত্তি তাহাও নিষ্প্রমাণক হইতে পারে না; অতএব ইহারও প্রামাণ্য সিদ্ধই। এইরূপে যেদিক থেকেই দেখা যাক না কেন এই ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত. এইভাবে এই শ্লোকটীতে প্রবৃত্তির উন্মুখতা সম্পাদন করা হইতেছে।

অপর কেহ কেহ এই শ্লোকটীকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন যে, এই শ্লোকটীতে ধর্ম্মের সামান্য লক্ষণ—সাধারণভাবে ধর্ম্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে। তাঁহাদের মতানুসারে শ্লোকটীর অর্থ এইরূপ—পূর্ব্বোক্ত বিশেষণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। প্রত্যক্ষবেদবিহিতই হউক, আর স্মৃত্যনুমিত কিংবা আচারকল্পিত বেদবিহিতই হউক, উক্ত সকল প্রকার ধর্ম্মেতেই এই লক্ষণটী আছে। তবে এখানে কিন্তু "যাহা এই প্রকার ব্যক্তিগণের দ্বারা সেবিত হয় সেই ধর্ম্ম আপনারা জানিয়া লউন" এই প্রকার পাঠই সঙ্গত। ১

(কামনা দ্বারা অভিভূত হওয়া প্রশস্ত নহে, আবার একেবারে নিষ্কামতাও ইহজগতে নাই। কারণ, বেদগ্রহণও কামনামূলক এবং বৈদিক কর্ম্মযোগও কামনামূলক।)

(মেঃ)—ফলাভিলাষবশতঃ যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় সে "কামাত্মা"। এই কামাত্মার ভাব "কামাত্মতা"। এখানে যে "আত্মা" শব্দটী রহিয়াছে উহা দ্বারা ঐ কামনাপ্রধানতা প্রতিপাদন করা (বুঝান) হইয়াছে—(কাম=কামনা হইয়াছে আত্মা=প্রধান যাহার সে কামাত্মা)। ঐ কামাত্মতা প্রশস্ত

নহে—উহা নিন্দনীয়। এইভাবে এখানে নিন্দা বলায় উহা দ্বারা নিষেধ অনুমান করিতে হইবে (কারণ নিন্দনীয় বস্তুটী নিষিদ্ধ, ইহা বুঝাইবার জন্যই নিন্দা করা হয়)। অতএব, উহা করা উচিত নহে, এইরূপ অর্থই এখানে প্রতীত হইতেছে। ইহা দ্বারা সৌর্য্যযাগ প্রভৃতি সকল প্রকার কাম্য কর্ম্মেরই নিষেধ অর্থাপত্তিবলে প্রাপ্ত হইতেছে। অথবা, "সৌর্য্যযাগ প্রভৃতি কাম্য কর্ম্মের নিষেধ" এভাবে বিশেষ এক-একটী কর্ম্মের নাম উল্লেখ করিয়া তাহার কাম্যতা অর্থাৎ ফলজনকতা দেখাইবার দরকার কি, সকল কর্ম্মই—কর্ম্মমাত্রই ফললাভের জন্য করা হয়, কেবল কর্ম্মটী সম্পাদন করিবার নিমিত্তই তাহা করা হয় না (কেবল কর্ম্ম করাই তাহার উদ্দেশ্য নহে, কেহ তাহা করেও না, যেহেতু কর্ম্মমাত্রেরই যাহা হয় কিছু না কিছু একটা ফল আছে; আর সেই ফলটী লাভ করাই সেই কর্ম্ম করিবার উদ্দেশ্য)। কোন ক্রিয়াই ফলহীন নহে। তবে যে শাস্ত্রে ফলহীন কর্ম্ম করিতে এইরূপ নিষেধ আছে দেখা যায়, যেমন—"বৃথা কর্ম্ম করিবে না", ভস্মে আহুতি দেওয়া, দেশান্তরে সেই দেশ এবং সেখানকার রাজার সংবাদ সংগ্রহ প্রভৃতি, এসকল স্থলেও কর্ম্মের ফল আছে (কাজেই এগুলিও ফলহীন কর্ম্ম নহে)। এগুলিকে যে বৃথা (ফলহীন) ক্রিয়া বলা হয় তাহার কারণ এই যে, যাগযজ্ঞাদি বিধিবিহিত কর্ম্ম করিলে স্বর্গলাভ, গ্রামলাভ প্রভৃতি ফল হয়; উহা পুরুষের দৃষ্টোপকার এবং অদৃষ্টোপকার উভয় প্রকার উপকার সাধন করে। সেরূপ কোন উপকার ঐ সমস্ত কর্ম্ম হইতে পাওয়া যায় না। এজন্য উহাদিগকে 'বৃথা কর্ম্ম' বলা হয়। আর যদি বলা হয়, ক্রিয়ামাত্রেরই কোন না কোন ফল থাকে থাক, কিন্তু সেই ফলের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়, বস্তুর স্বাভাবিক শক্তিবশতই ফল প্রকাশ পাইবে। তথাপি এরূপ অবস্থাতেও সৌর্য্যযাগ প্রভৃতি কর্ম্মের ফলহীনতাই আসিয়া পড়ে; যেহেতু ফল জ্ঞাত হইয়া যদি আকাঙ্ক্ষিত হয় তবেই তাহা পাওয়া যাইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি কাম্য কর্ম্মের ফলটী অবগত আছে অথচ সে তাহা পাইতে ইচ্ছা করে না, তাহার সে ফললাভ হয় না। আবার ইহাও ঠিক যে, ফললাভের ইচ্ছা না থাকিলে সাধারণ লোককে কোন কাজ করিতেই প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় না। আর বেদমধ্যেও এ সম্বন্ধে কোন বিশেষত্ব বা পার্থক্য বলিয়া দেওয়া নাই যে, বেদবিহিত কর্ম্মকলাপের ফল পাইতে ইচ্ছা করা উচিত নয়। কর্ম্মমাত্রেরই বিশেষ বিশেষ ফল যখন শ্রুতিমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে তখন আবার যদি সেই সমস্ত কর্ম্মের ফল কামনা করিবে না, এই প্রকার নিষেধ করা যায় তাহা হইলে শ্রুতিমধ্যে স্ব-বিরোধ হইয়া পড়ে। আর, নিত্যকর্ম্ম সম্বন্ধে ত কথাই নাই; কারণ সেগুলির কোন ফল উল্লিখিত না থাকায় তাহাতে ফললাভের প্রসঙ্গই নাই। আর এখানে যখন, বৈদিক কর্ম্মেরই ফলাভিলাষ করা উচিত নহে কিন্তু লৌকিক কর্ম্ম সম্বন্ধে এ নিয়ম নহে, এই প্রকার কোন পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া নাই তখন লৌকিক কর্ম্মেরও ফললাভের অভিলাষ করা উচিত নয়, ইহাও বলিয়া দিতে হয়। আর তাহা হইলে "দৃষ্টবিরোধ" হইয়া পড়ে (কারণ, কেহ কোথাও কখন বিনা প্রয়োজনে কোন লৌকিক কর্ম্ম করে না। কাজেই, ঐ নিষেধের দ্বারা লৌকিক কর্ম্মেরও ফলাভিলাষ নিষিদ্ধ হইয়া পড়ায় কেহ কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইবে না। আর তাহা হইলে এইরূপ অদ্ভুত একটা নিয়ম হইয়া পড়িবে যে, কাহারও কোনও কর্ম্ম করা উচিত নয়, সকলে নিষ্ক্রিয় হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে।)

এই প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হইলে তদুত্তরে বক্তব্য—সৌর্য্যযাগ প্রভৃতি কাম্য কর্ম্ম সকলও তাহা হইলে নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে, এই প্রকার যে শঙ্কা উত্থাপন করা হইয়াছে আচার্য্য নিজেই তাহার উত্তর বলিবেন—"ইহলোকে সঙ্কল্পানুরূপ সকল প্রকার ফলভোগ করিবে"। যদি কাম্যকর্ম্মমাত্রেই অকর্ত্তব্য, এইরূপ নিষেধ হইত, তাহা হইলে ঐ শ্লোকে যে সঙ্কল্প এবং সঙ্কল্পিত ফললাভ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা কিরূপে সঙ্গত হইত। আর যে বলা হইয়াছে লৌকিক কর্ম্মেরও ফলাভিলাষ নিষিদ্ধ হইয়া পড়িবে, যেহেতু এখানে বচনে বৈদিক কর্ম্ম কিংবা লৌকিক কর্ম্ম এরূপ কোন পার্থক্য নির্দ্দেশ করা হয় নাই, ইহাও ঠিক নহে। কারণ, এখানে "তাদৃশ যে ধর্ম্ম তাহা আপনারা অবহিত হইয়া শুনুন" এই বচনে ধর্ম্ম অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম্মই বক্তব্যরূপে আরব্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে ফলাভিলাষ নিষিদ্ধ হইলে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকলাপই ধর্ত্তব্য হইবে, লৌকিক কর্ম্ম ঐ নিষেধের আওতায় আসিবে কেন? আবার যে বলা হইয়াছে কর্ম্মমাত্রেরই ফলাভিলাষ নিষিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ নিত্য কর্ম্ম সকলের কোন ফলই নাই; সুতরাং যাহার ফলই নাই তাহার ফলাভিলাষ নিষিদ্ধ হইবে কিরূপে? ইহারও উত্তরে বক্তব্য, শাস্ত্রের আশয় ঠিকমত জানা না থাকায় কেহ হয়ত ঐ সকল (নিত্য) কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে না; কারণ

উহাদের কোন ফল নাই; আবার সৌর্য্যযাগ প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম্মের ফল শ্রুতিমধ্যে নির্দ্দেশ করা আছে লোকে ফলাভিলাষবশতই সেগুলি অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়, ইহা দেখিয়া কেহ হয়ত সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান অনুসারে নিত্যকর্ম্ম সকলেরও ফল আছে এইরূপ ধারণা করিবে; তাহারা ভাবিবে যাহা কিছু করা যায় তাহা ফললাভের নিমিত্তই করা হইয়া থাকে; সুতরাং নিত্য-কর্ম্ম সকলও যখন কর্ত্তব্য তখন উহাদেরও ফল আছে; এইভাবে শাস্ত্রে কোন ফল নির্দ্দেশ না থাকিলেও ফল কল্পনা করিয়া সেই ফললাভের অভিলাষ করিতে পারে। ইহা নিবারণ করিবার জন্যই এখানে "কামাত্মতা ভাল নহে" এইরূপ বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। সত্য বটে যে এখানে, এইরূপ নিয়ম পাওয়া যাইতেছে যে, যে কর্ম্ম ফলযুক্ত বলিয়া শাস্ত্রমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সেইভাবেই অনুষ্ঠান করা উচিত, আবার যে সমস্ত কর্ম্ম "যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য" ইত্যাদি প্রকারে কোনরূপ ফলনির্দ্দেশ বিনাই শাস্ত্রমধ্যে কর্ত্তব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে সেখানে, "বিশ্বজিৎ ন্যায়" অনুসারে তাহাদেরও ফল আছে, এরূপ কল্পনা করাও উচিত নহে। কাজেই ঐ প্রকার কর্ম্ম যে অন্য প্রকারে করা উচিত, এরূপ শঙ্কার প্রসঙ্গই থাকিতে পারে না। তথাপি এই যে নিয়ম ইহা বুঝিয়া লওয়া সকলের পক্ষে সুগম নহে; কাজেই যে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না তাহার জন্যই বচনের দ্বারা উহা বলিয়া দেওয়া হইতেছে। যেহেতু যুক্তি প্রয়োগ করিয়া বিচারপূর্ব্বক বুঝিয়া লইতে গেলে পরিশ্রম গুরুতর হয়, সুতরাং তাহাতে কষ্টই হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ প্রকার যুক্তি প্রয়োগ করিয়া বিচার দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহা যদি বচনের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া থাকে তাহা হইলে পরিশ্রম লঘুতর হয় এবং সে সম্বন্ধে সুখে (অনায়াসে) বোধও জন্মে। এই কারণে প্রমাণান্তরসিদ্ধ বিষয়টীই আচার্য্য সুহৃৎরূপে উপদেশ দিতেছেন।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, যদিও "কাম" শব্দটীর অর্থ মদন (স্ত্রীসঙ্গবিষয়ক মনোবৃত্তি) তথাপি এখানে সে অর্থটী খাটে না; কাজেই এখানে কাম শব্দটীর অর্থ ইচ্ছা। কাম, ইচ্ছা, অভিলাষ এগুলির অর্থ ভিন্ন নহে। অগ্রে যেরূপ বলা হইবে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে এখানে শ্লোকটীর তাৎপর্য্যার্থ দাঁড়াইবে এই যে, সকল কর্ম্মেতেই ফলাভিলাষ লইয়া যে প্রবৃত্ত হওয়া তাহা উচিত নহে।

কেহ কেহ মনে করেন "কামাত্মতা" পদের অর্থ কেবল ইচ্ছামাত্রসম্বন্ধ—সকলস্থলেই ফলাভিলাষ বিজড়িত। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহারা শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন "ন চৈবেহাস্ত্যকামতা" ইত্যাদি। ইহার অর্থ—ইহজগতে কামনাহীন লোকের কোনপ্রকার কর্ম্মে কোনও প্রবৃত্তি (উদ্যম বা প্রযত্ন) হয় না। যাহাদের বুদ্ধি পরিপক্ব হইয়াছে সে সমস্ত লোক কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম করে তাহার কথা দূরে থাক, এমনকি বালককে তাড়না করিয়া তাহার পিতা প্রভৃতি অভিভাবকগণ যে বেদাধ্যয়ন করান তাহাও কামনা ব্যতীত সম্ভব হয় না। কারণ, অধ্যয়ন হইতেছে শব্দোচ্চারণ। আর ইচ্ছা না থাকিলে ঐ শব্দোচ্চারণ হইতে পারে না। "নির্ঘাত" প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঔৎপাতিক শব্দ ইচ্ছা বিনাই উত্থিত হয় বটে; কিন্তু বেদাধ্যয়নরূপ শব্দোচ্চারণ ত আর সেরূপ নয় যে তাহা ইচ্ছা ব্যতীতই বালকের মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিবে। যদি বলা হয়, বালক যদি পড়িতে ইচ্ছাই করে তবে আবার তাহাকে তাড়না করা হয় কেন? (ইহার উত্তরে বলি, বালক কি আর ইচ্ছা অমনিতেই করে) ঐ প্রকার তাড়না দ্বারা তাহার সেই ইচ্ছা উৎপাদন করা হয়। তবে যে বিষয়টী যাহার অভিমত (মনোমত) তাহাতে তাহার আপনা আপনিই ইচ্ছা জন্মে, ইহাই তফাত্। আর এই যে "বৈদিকঃ কর্ম্মযোগঃ"=দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান যাহা নিত্য (অবশ্যকরণীয়) তাহাও সম্ভব হয় না। কারণ, যে ব্যক্তির ইচ্ছা নাই তাহার পক্ষে কি দেবতার উদ্দেশে নিজদ্রব্য ত্যাগ করা সম্ভব হয়? (অথচ দেবতার উদ্দেশে নিজদ্রব্য বিধিবিহিতভাবে ত্যাগ করার নামই যাগ)। অতএব (মূলে) যখন কামাত্মতার নিষেধ করা হইয়াছে তখন সকল প্রকার শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত কর্ম্মই যে উহা দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়া পড়িল! (ইহা কাহারও কাহারও আপত্তি, ইহার উত্তর ৫ম শ্লোকে বলা হইবে)। ২

(কামনার মূলে থাকে সঙ্কল্প। যজ্ঞ, ব্রত, যমধর্ম্ম—এ সমস্তই সঙ্কল্প হইতে সম্ভূত হয়।)

(মেঃ)—"অতএব কামনা বিনা যাগযজ্ঞাদি সম্পাদিত হইতে পারে না" এইরূপ যে শঙ্কা পূর্ব্বে উত্থাপন করা হইয়াছিল তাহাই এই শ্লোকটীতে সুস্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। সঙ্কল্পই যাগাদির এবং কামনার মূল (আদি কারণ)। যেহেতু লোকে যাগযজ্ঞাদি করিবার ইচ্ছা করিলে নিশ্চয়ই প্রথমে সঙ্কল্প করে। আবার সঙ্কল্প করা হইলে সেই কারণ থেকে কামনাও আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহা ইষ্টই হউক আর অনভিপ্রেতই হউক। যেমন কোন ব্যক্তি রন্ধন করিবার

জন্য আগুন জ্বালিলে ঐ একই কারণ হইতে ধোঁয়াও হইবেই, তাহা যতই অনভিপ্রেত হউক না কেন। কাজেই এমত অবস্থায় ইহা সম্ভব নহে যে, যজ্ঞাদি করা হইবে অথচ কামনা থাকিবে না। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এই সঙ্কল্প জিনিষটা কি, যাহা সমস্ত কাজেরই মূল? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে—কোন বিষয়ে চিত্তের যে সম্যক্ দর্শন (মনে মনে দেখা) যাহার পর যথাক্রমে সেই বিষয়টী পাইবার ইচ্ছা এবং তদনন্তর সে সম্বন্ধে অধ্যবসায় (স্থির সঙ্কল্প) জন্মে। এগুলি সব মনেরই ব্যাপার (ক্রিয়া)। সকল প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানেরই এগুলি কারণ হইয়া থাকে। কোন প্রাণীর কোন ব্যাপার ঐ সঙ্কল্প ব্যতীত হইতে পারে না। যেহেতু সকল কাজ করিবার আগে—প্রথমতঃ সেই কাজটীর স্বরূপ কি তাহা ঠিক করিয়া লওয়া হয়। কাজেই "এই পদার্থটী (কর্ম্মটী) এই প্রয়োজন সাধন করে" এই প্রকার যে জ্ঞান তাহাই এখানে "সঙ্কল্প" পদের অভিপ্রেত অর্থ। তাহার পরে জন্মে সেই বিষয়টী সম্বন্ধে প্রার্থনা বা ইচ্ছা। ইহারই নাম "কাম" বা কামনা। কিরূপে "আমি এই প্রয়োজনটী এই কাজের দ্বারা সাধন করিব" এইরূপ ইচ্ছা জন্মিলে তখন সে ব্যক্তি "আমি ইহা করিব" এই প্রকার নিশ্চয় (স্থির সঙ্কল্প) করে। ইহাই "অধ্যবসায়"। তাহার পর বাহিরের যে অনুষ্ঠান যাহা দ্বারা ঐ বিষয়টী নিষ্পাদিত হয় তাহা গ্রহণ করিতে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। যেমন, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি প্রথমত ভোজন ক্রিয়া (মনে মনে) দেখে ; (ইহা "চেতঃসন্দর্শন") ; তাহার পর সে ইচ্ছা করে যে "ভোজন করি", তারপর অধ্যবসায়—"অন্য কাজ পরিত্যাগ করিয়া ভোজন করি" এই প্রকার দৃঢ় নিশ্চয় করে, তাহার পর সেই কাজের জন্য যাহাদের উপর ভার দেওয়া আছে তাহাদের বলে "প্রস্তুত কর, রান্নাঘরে যাও"। আচ্ছা, এরূপই যদি ক্রম হয় তাহা হইলে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম কেবল সঙ্কল্প থেকেই হয় না ত? কিন্তু উহা সঙ্কল্প, প্রার্থনা এবং অধ্যবসায়—এতগুলি কারণ হইতেই নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে একথা কিরূপে বলা হইল যে "যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকল সঙ্কল্প হইতেই হয়"? ইহার উত্তরে বক্তব্য—সঙ্কল্পই হইতেছে প্রথম (মূল) কারণ; কাজেই ঐরূপ বলায় কোন দোষ হয় না। এই জন্যই আচার্য্য স্বয়ং অগ্রে বলিবেন যে, "কামনাহীন ব্যক্তির কোন কর্ম্ম দেখা যায় না"। "ব্রতানি"=মনে মনে নিশ্চয় (স্থির সঙ্কল্প) করা, তাহার নাম ব্রত। "আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন এই কর্ম্ম করিব" ইত্যাদি প্রকারে যাহা কর্ত্তব্য—তাহাই ব্রত। ইহার উদাহরণ যেমন স্নাতক-ব্রত (প্রজাপতি-ব্রত প্রভৃতি)। "যমধর্ম্মাঃ"=নিষিদ্ধ পরিত্যাগ যাহা অন্য কর্ম্মের অভাবস্বরূপ, যেমন অহিংসা প্রভৃতিগুলি (অস্তেয়, অপরিগ্রহ, স্ত্রীসঙ্গাভাব এইগুলি) হইতেছে "যম"। কর্ত্তব্য (বিহিত) কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া কিংবা নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া ইহার কোনটাই সঙ্কল্প ব্যতীত সম্ভব নহে। ৩

(ইহজগতে কামনাবিহীন ব্যক্তির কোন কর্ম্মানুষ্ঠান কুত্রাপি কদাপি দেখা যায় না। কারণ লোকে যাহা কিছু করে সে সমস্তই কামনার অভিব্যক্তিস্বরূপ কর্ম্ম।)

(মেঃ)—পূর্ব্বশ্লোকে ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইল যে, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধে যে প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তি তাহা সঙ্কল্পের অধীন, আর এই শ্লোকে বলা হইতেছে যে, লৌকিক কর্ম্মকলাপও ঐ সঙ্কল্পেরই অধীন। ইহজগতে "কর্হিচিৎ"=কখনও,—মানুষের জাগরিত অবস্থার যে ক্রিয়া—মানুষ জাগরিত ও প্রকৃতিস্থ থাকিয়া যাহা করে, এমন কোন কাজ, ইচ্ছা না করিয়া—ইচ্ছা না থাকিলে করিতে পারে না। লৌকিকই হউক আর বৈদিকই হউক, কিংবা বিহিতই হউক আর নিষিদ্ধই হউক যাহা কিছু কর্ম্ম লোকে করে সে সমস্তই "কামস্য চেষ্টিতম্"—কামনার কাজ। কামনা তাহার হেতু; এজন্য "কামনারই কাজ" এইরূপ বলা হইল। (এখন দেখা যাইতেছে) ইহা ত মহাসমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল—"কামাত্মতা" ভাল নয় আবার কামনা বিনা কোন কাজও হয় না! ৪

(সেই কামনা সকলের মধ্যে "সম্যক্‌বৃত্তি" হইয়া থাকিলে লোকে দেবস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় এবং যথাসঙ্কল্পিত সকল কাম্যফলও লাভ করিয়া থাকে।)

(মেঃ) পূর্ব্বে দুই থেকে চার পর্যন্ত শ্লোকে যে আপত্তি উত্থাপন করা হইল, যে সমস্যা দেখান হইল, তাহার সমাধান বলিতেছেন—। "তেষু সম্যক্ বর্ত্তমানঃ"=ঐ কামনা সকলে "সম্যক্" বর্ত্তমান থাকা উচিত। এই যে "সম্যক্ বর্ত্তমান থাকা" ইহা আবার কিরূপ? (উত্তর)—যে কর্ম্মটীর কর্ত্তব্যতা যেভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে সেটী ঠিক সেইভাবেই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যেমন, নিত্য কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিবে কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার ফল আকাঙ্ক্ষা করা উচিত হইবে না; কারণ সে সকল কর্ম্মের যে

কোন ফল আছে শাস্ত্রমধ্যে তাহার নির্দ্দেশ নাই। পক্ষান্তরে কাম্য কর্ম্মসকলে ফলকামনার নিষেধ নাই; কারণ সেগুলিতে ফলবত্তার নির্দ্দেশই রহিয়াছে। যেহেতু বিধিবাক্য হইতে সেগুলির ফলসাধনতাই অবগত হওয়া যায় অর্থাৎ কাম্য কর্ম্মসকল যে বিশেষ বিশেষ ফললাভ করিবার উপায়স্বরূপ ইহা বিধি হইতে জানা যায়। যদি কোন ব্যক্তি সেই সমস্ত ফললাভ করিতে অভিলাষী না হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে ঐ সকল কর্ম্ম করিতে যাওয়া অশাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান হইয়া পড়ে। আবার, কাম্যকর্ম্মের যখন ফল আছে তখন নিত্যকর্ম্মেরও নিশ্চয়ই ফল থাকিবে, এই প্রকার বিবেচনা করিয়া নিত্যকর্ম্মেও যদি কাহারও ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হয় তাহা হইলে তাহার ঐরূপ জ্ঞান বিপরীত বুদ্ধি বা অজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইল সেইভাবে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে "গচ্ছত্যমরলোকতাম্"= "অমরলোকতা" প্রাপ্ত হয়। অমর অর্থ দেবতা; তাঁহাদের লোক হইতেছে স্বর্গ। সেই অমরলোকে বাস করায় দেবগণকেও "অমরলোক" বলা হয়; "মাচাগুলি চীৎকার করিতেছে"—ইহা যেমন গৌণভাবে প্রয়োগ করা হয় (মাচা এবং মাচার উপরে অবস্থিত লোকেদের অভেদ বিবক্ষা করিয়া), এখানেও সেইরূপ অমরলোকে যাহারা বাস করে তাহাদিগকেও "অমরলোক" বলা হইয়াছে স্থান এবং সেই স্থানস্থিত ব্যক্তিদের অভেদ বিবক্ষা করিয়া। কাজেই এরূপ অর্থ ধরিলে "অমরলোক" এখানে যে সমাস হইয়াছে তাহা এইরূপ— অমর এমন লোক=অমরলোক; সেই অমরলোকের ভাব "অমরলোকতা"। অতএব, "অমরলোকতা প্রাপ্ত হয়" ইহার অর্থ দেবজন হইয়া যায়,—দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। ছন্দের অনুরোধে এখানে এইরূপ বলা হইয়াছে। অথবা, যিনি অমরগণকে "লোকয়তি"=অবলোকন করেন তিনি "অমরলোক"। "কর্ম্মণ্যণ্" এই সূত্র অনুসারে এখানে "অণ্" প্রত্যয় হইয়াছে। তদনন্তর ঐ অণ্ প্রত্যয়ান্ত অমরলোক শব্দের উত্তর ভাবার্থে তল্ (তা) প্রত্যয় হইয়া "অমরলোকতা" পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং অমরলোকতা প্রাপ্ত হয় ইহার অর্থ দেবদর্শী হয়—দেবতাদের নিত্য দর্শন (সাহচর্য্য) লাভ করে। এরূপ অর্থ করা হইলে, ইহা দ্বারাও স্বর্গপ্রাপ্তিরই কথা বলা হইল। অথবা, "অমরলোকতা" অর্থ ইহলোকে অমরের ন্যায় তিনি অবলোকিত=দৃষ্ট হন অর্থাৎ লোকে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় দেখে।

বস্তুতঃপক্ষে ইহা অর্থবাদ ছাড়া আর কিছু নহে। কারণ, এখানে স্বর্গ ফলরূপে বিহিত হইতেছে না (যেহেতু তাহা হওয়া সম্ভব নহে)। কারণ, নিত্যকর্ম্ম সকলের কোন ফল নাই (কাজেই তাহার জন্য স্বর্গ হইবে না); আবার কাম্য কর্ম্মসকলেরও কেবল স্বর্গই যে একমাত্র ফল তাহাও নহে; যেহেতু নানাবিধ কাম্যকর্ম্মের ফল নানাপ্রকার। অতএব এখানে স্বর্গপ্রাপ্তির যে উল্লেখ উহা দ্বারা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান নিষ্পাদনই কথিত হইতেছে। এখানে লক্ষণা করিয়া ইহাই ফলিতার্থ দাঁড়ায় যে, যে উদ্দেশ্যে কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান সেই উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়। তন্মধ্যে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রত্যবায়ানুৎপত্তি প্রয়োজন; (তাহা না করিলে যে পাপ হইত তাহা আর হইবে না); অথবা উহা দ্বারা যে শাস্ত্রবিধিবিহিত কর্ম্ম সম্পন্ন হইল (শাস্ত্রনির্দ্দেশ পালন করা হইল), ইহাই উহার প্রয়োজন। আর কাম্যকর্ম্মের পক্ষে "যথাসঙ্কল্পিতান্"=যেমন ফলশ্রুতি আছে সেইরূপই সঙ্কল্পও করা হইয়াছে। যে কর্ম্মের যে ফল শাস্ত্রমধ্যে নির্দ্দেশ করা আছে সেই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবার সময় সেই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া, সেইরূপ ফলের অভিসন্ধি করিয়া, এই কর্ম্ম থেকে আমি এই ফল পাইব, এইরূপ মনে মনে কামনা করিলে,—তাহা হইতে "সর্ব্বান্ কামান্"=সমস্ত কাম্য বিষয়ই "সমশ্নুতে"=লাভ করে। অতএব পূর্ব্বে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার সমাধান করা হইল। যেহেতু, সকল কর্ম্মেতেই কামনা নিষেধ করা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে, কিন্তু নিত্য কর্ম্মসকলেও যে ফলাভিলাষরূপ কামনা তাহাই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইতেছে। পক্ষান্তরে সাধনসম্পত্তি কাম্যই হইতেছে; কাজেই তাহা নিষিদ্ধ নহে।

ব্রহ্মবাদিগণ (অদ্বৈত বেদান্তিগণ) কিন্তু বলেন যে, সৌর্য্যযাগ প্রভৃতি কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান নিষেধ করিবার জন্যই বলা হইয়াছে "কামাত্মতা" ইত্যাদি। কারণ, ঐ সমস্ত কর্ম্ম যদি ফলাভিলাষে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহা বন্ধস্বরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ কর্ম্মকলাপই আবার যদি নিষ্কামভাবে (কামনাযুক্ত না হইয়া, শাস্ত্রোক্ত ফললাভের অভিলাষ না করিয়া) ব্রহ্মার্পণন্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে অনুষ্ঠাতা পুরুষ তাহা দ্বারা মুক্তিলাভ করেন (মুক্তির কারণ যে জ্ঞান সেই জ্ঞানলাভের অধিকারী হন—ইহাতে তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয়)। ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়নও

(বেদব্যাসও) তাহাই বলিয়াছেন—"তুমি কর্ম্মফলের হেতু হইও না অর্থাৎ ফলকামনাযুক্ত হইও না"। আরও কথা, "শাস্ত্রবিধির অর্থাৎ বিহিত কাম্য কর্ম্মের ফল পবিত্র নহে ; কারণ, তাহা লাভ করিবার যাহা উপায় তাহা অকৃৎস্ন—পরিমাণতঃ অল্প, কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিদের আবার অজ্ঞতা থাকে, তাহার উপর রহিয়াছে ফলাভিসন্ধি"। এখানে এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় নানা প্রকার বিকল্প (ভেদ) দৃষ্ট হয়। সেগুলি সব অসার; এজন্য সেগুলি আর দেখাইলাম না। ৫

(সমগ্র বেদই ধর্ম্মে প্রমাণ। বেদবিৎ ব্যক্তিগণের যে স্মৃতি এবং শীল তাহাও ধর্ম্মে প্রমাণ। ধর্ম্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠীয়মান তাঁহাদের যেসকল কর্ম্মকলাপ যাহাকে অপর কথায় সদাচার বলা হয় তাহাও ধর্ম্মে প্রমাণ। এইরূপ, ধর্ম্মসন্দেহ স্থলে বেদবিৎ বেদার্থানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তিগণের যে 'আত্মতুষ্টি' অর্থাৎ যেটী করিলে তাঁহাদের মন তুষ্টিলাভ করে তাহাও ধর্ম্মে প্রমাণ।)

(মেঃ) এই শ্লোকটীর প্রকরণ সম্বন্ধ কিরূপ? এরূপ প্রশ্নের কারণ এই যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইবে, ইহাই ছিল প্রতিজ্ঞা (বক্তব্য বিষয়ের নির্দ্দেশ)। সেই ধর্ম্ম হইতেছে বিধিস্বরূপ অথবা নিষেধস্বরূপ। কাজেই এরূপ স্থলে বেদের ধর্ম্মমূলতা এখানে এই শ্লোকটীতে বিধেয় হইতে পারে না অর্থাৎ বেদই ধর্ম্মের মূল ইহা এই শ্লোকটীর প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে এখানে শ্লোকটীর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, 'বেদই ধর্ম্মের মূল ইহা বুঝিতে হইবে এবং বেদকেই ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে'। কিন্তু এরূপ অর্থ হওয়া সঙ্গত হইবে না। যেহেতু এতাদৃশ উপদেশ বিনাই ইহা (যুক্তি দ্বারা) সিদ্ধ আছে যে, বেদই ধর্ম্মের মূল এবং ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ। কারণ, বেদ যে ধর্ম্মের মূল ইহা মনু প্রভৃতির উপদেশ হইতেই যে নিরূপিত হয় তাহা মোটেই নহে। কিন্তু প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য যেমন স্বতঃসিদ্ধ বেদেরও প্রামাণ্য সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ। (ইহা অস্বীকার করা চলে না; কারণ) একটী জ্ঞানের বিষয় (জ্ঞেয় পদার্থ) যদি অন্য একটী যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা অন্য প্রকার বোধিত হয় তাহা হইলে সেই আগেকার জ্ঞানটী প্রমাণ হয় না, তাহার প্রামাণ্য থাকে না। বেদবাক্য দ্বারা যে বিষয়টী তাৎপর্য্যতঃ প্রতিপাদিত হয় তাহা অন্য কোন জ্ঞানের দ্বারা অন্য প্রকার বোধিত হয় না বলিয়া বেদমধ্যে প্রামাণ্যের কারণ যে "অবাধিত-বিষয়-প্রতীতিজনকত্ব" তাহা রহিয়াছে। বেদ শব্দপ্রমাণ ; শব্দপ্রমাণের প্রামাণ্য তবেই সন্দেহসঙ্কুল হইয়া পড়ে যদি তাহার বক্তার উপর নির্ভর করিবার বিষয়ে লোকের এইরূপ সংশয় জাগে যে, এ ব্যক্তি যাহা বলিতেছে তাহা ঠিক নহে, কারণ এ ব্যক্তির ভ্রম, প্রমাদ অথবা বিপ্রলিপ্সা (অপরকে ঠকাইবার ইচ্ছা) প্রভৃতি থাকিতে পারে। কিন্তু বেদ অপৌরুষেয়—বেদ কাহারও রচিত নহে; এজন্য বেদশব্দ শ্রবণে যে শাব্দজ্ঞান হয় তাহার বিষয়ে ঐ প্রকার বক্তৃপুরুষের সংসর্গে মিথ্যাত্ব প্রভৃতি দোষমূলক অপ্রামাণ্য শঙ্কা করা যায় না। তাহার পর, প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য ব্যাহত হয় যদি প্রত্যক্ষের কারণ যে ইন্দ্রিয়াদি তাহা দোষগ্রস্ত হয় ; কিন্তু বেদ সম্বন্ধে ঐ প্রকার কোন দোষেরও শঙ্কা করা যায় না; যেহেতু বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া স্বভাবতই তাহা স্বরূপত নির্দ্দোষ—সকল প্রকার দোষশূন্য। অতএব প্রমাণান্তরের সাহায্যে যাহা অবগত হওয়া যায় না সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম তত্ত্ব কেবল বেদই উপদেশ করিতে পারে, ইহা যখন সুনিশ্চিত তখন বেদের "ধর্ম্মমূলত্ব" মনু প্রভৃতির উপদেশসাপেক্ষ নহে (মনু বলিতেছেন বলিয়া উহা প্রমাণ, এরূপ নহে)। সুতরাং "বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলম্" ইহা বলিবার তাৎপর্য্য কি?

আর পূর্ব্বোক্ত আপত্তির পরিহারকল্পে যদি বলা হয়, বেদের প্রামাণ্য ন্যায়তঃ সিদ্ধ (যুক্তি দ্বারা সুনিরূপিত) বটে, কিন্তু তাহা এখানে বিধেয় (প্রতিপাদ্য) নহে পরন্তু বেদের ঐ প্রামাণ্য উল্লেখ করিয়া এখানে এই বচনের দ্বারা ইহাই জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, মনু প্রভৃতির স্মৃতির মূলে আছে ঐ বেদ। সুতরাং মনু প্রভৃতি স্মৃতির বেদমূলকতা বচনের দ্বারা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা বলাও কিন্তু সঙ্গত হইবে না। কারণ, "স্মৃতি," অর্থ স্মরণ; স্মরণ পূর্ব্বজ্ঞান-সাপেক্ষ; স্মরণের মূলে থাকে অনুভবাত্মক আর একটী জ্ঞান (কেননা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা যে বিষয়টী আগে অনুভব করা হয় নাই তাহার স্মরণ হইতে পারে না বলিয়া স্মরণ ঐ পূর্ব্বজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং "স্মৃতি" পদের দ্বারাই জানা যাইতেছে যে, উহার মূল হইতেছে অনুভবাত্মক শাব্দজ্ঞানজনক শব্দ বা বেদ)। আর ঐ যে স্মৃতি বা বেদার্থ স্মরণ উহার মূলে কোন ভ্রম বা প্রতারণাবুদ্ধি নাই বা থাকিতে পারে না; যেহেতু ইহাতে "মহাজন পরিগ্রহ" রহিয়াছে

(ভূরি ভূরি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উহা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন, মানিয়া লইতেছেন: উহা যদি ভ্রমমূলক কিংবা দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত হইত তাহা হইলে "মহাজন"গণ কি উহা মানিয়া লইতেন?) সুতরাং মন্বাদি স্মৃতিতে যে ভ্রম বা প্রতারণাবুদ্ধি আছে এ শঙ্কাও নিরস্ত হইল। মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ অতীন্দ্রিয়ার্থ দর্শনশক্তিসম্পন্ন, কাজেই তাঁহারা বেদ নিরপেক্ষভাবে ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ব দর্শন করিয়া উহার উপদেশ দিয়াছেন, এরূপ বলাও সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ দর্শনযোগ্য বস্তুই দর্শন করা যায়; কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম দর্শনযোগ্য বস্তু নহে; কাজেই মন্বাদি মহর্ষিগণ যতই অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন হউন না কেন তাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ব কিছুতেই দর্শন করিতে পারেন না বলিয়াই ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাদেরও বেদনিরপেক্ষ অনুভব সিদ্ধ হয় না। আর ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে পুরুষের যে বেদনিরপেক্ষ অনুভব তাহা সিদ্ধ হয় না বলিয়া ইহাই শেষপর্যন্ত থাকিয়া যায় যে, তিনি যে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বেদার্থবিষয়ক স্মরণ করেন তাহার মূলে আছে বেদ,—তাঁহাদের যে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বেদার্থবিষয়ক স্মরণ, বেদই হইতেছে তাহার মূল, এই পক্ষটীই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। যেহেতু, যাহারা বেদার্থবিৎ নহে তাহাদের পক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কার্য্যার্থ সম্বন্ধে স্মরণ সম্ভব নহে। আবার বেদই যখন ঐ সকলের মূল তখন তাহারও যে মূল কিছু আছে এরূপ কল্পনা করিবারও অবকাশ নাই। মনু প্রভৃতি স্মৃতির মূল হইতেছে বেদ বলিয়া তাহার অন্য কোন মূল আছে এরূপ কল্পনা করিবার অবসর নাই। (সুতরাং যুক্তি দ্বারাই যখন ধর্ম্মের বেদমূলকত্ব সিদ্ধ হইতেছে তখন "বেদোঽখিলোধর্ম্মমূলম্" ইত্যাদি বচনের দ্বারা তাহা প্রতিপাদন করা অনর্থক)। (এখানে "নহি বেদবিদাং" এই অংশটীকে "নহি অবেদবিদাং" এই প্রকার পরিবর্ত্তন করিয়া অনুবাদ করা হইল)।

আবার এ কথাও বলা সঙ্গত হইবে না যে, এখানে বেদবাহ্য (বেদবহির্ভূত) স্মৃতি সকল যে অপ্রমাণ (সেগুলি হইতে ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞাতব্য নহে), ইহা জানাইয়া দিবার জন্য এখানে "স্মৃতি-শীলে চ তদ্বিদাম্"=সেই বেদবিদ্‌গণের স্মৃতি এবং শীলও (ধর্ম্মে প্রমাণ) এইরূপ অনুবাদ (জ্ঞাত বিষয়ের পুনরুল্লেখ) করা হইয়াছে। কারণ, ঐ বেদবাহ্য স্মৃতি সকল যে অপ্রমাণ তাহা যুক্তি দ্বারাই নিরূপিত হয়, (সুতরাং শাস্ত্রের তাহা জানাইয়া দেওয়া অনপেক্ষিত বলিয়া অনাবশ্যক)। (আবার বাহ্যস্মৃতি সকল হয়ত বেদমূলক, এরূপ সংশয়ও উঠিতে পারে না। কারণ,) শাক্য, ভোজক, ক্ষপণক প্রভৃতি স্মৃতির বেদের সহিত কোন সম্পর্কই সম্ভব নহে; কাজেই ঐগুলি বেদমূলক এবং সেই কারণে স্ব স্ব প্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ, এরূপ শঙ্কাই হইতে পারে না। যেহেতু তাঁহারা নিজেই উহা স্বীকার করেন না, প্রত্যুত তাঁহারা বেদকেই অপ্রমাণ বলিয়া প্রচার করেন। বরণ্ড তাঁহারা যে সমস্ত বিষয়ের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন সেগুলি প্রত্যক্ষ বেদবচনেরই বিরোধী; অধিক কি ঐ সমস্ত স্মৃতিতে বেদপাঠ করিতে নিষেধই করা হইয়াছে। যদি বুদ্ধ প্রভৃতির বেদাধ্যয়ন থাকিত তাহা হইলে এইরূপ বিচার করা সঙ্গত হইত যে বুদ্ধ প্রভৃতির যে স্মৃতি তাহারও বেদমূলকতা আছে কিনা। কিন্তু বেদের সহিত উহাদের কোন প্রকার সম্পর্কই যখন সুদূরপরাহত তখন "উহাদের স্মৃতি বেদমূলক" এরূপ শঙ্কাই বা হয় কিভাবে? প্রত্যুত বুদ্ধ নিজেই, নিজ স্মৃতির মূল যে বেদ নহে কিন্তু পরম্পরাগত (সম্প্রদায়ক্রমে লব্ধ) অন্য কিছু, তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যেহেতু তিনি বলিয়াছেন—"আমি দিব্যচক্ষুতে ভিক্ষুগণের সুগতি এবং দুর্গতি অর্থাৎ পুণ্য এবং পাপ দেখিতে পাইতেছি"। ভোজক (ভিক্ষু?), পাঞ্চরাত্রিক, নির্গ্রন্থ, অনার্থবাদ (?), পাশুপত প্রভৃতি বেদবাহ্য সকল সম্প্রদায়ই এইভাবে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের যে মতবাদ তাহার প্রণেতৃগণকে অসাধারণ পুরুষ কিংবা বিশেষ বিশেষ দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা যে ঐ সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষত উপলব্ধি করিয়া তবে প্রচার করিয়াছেন, ইহাও তাঁহারা বলেন; কিন্তু তাঁহারা এ কথা মোটেই বলেন না যে, তাঁহাদের ধর্ম্ম বেদমূলক। প্রত্যুত প্রত্যক্ষবেদবিরুদ্ধ বিষয় সকলকে তাঁহারা ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ দেন। যেমন, সংসারমোচক নামে এক সম্প্রদায় আছে তাহারা প্রাণিহিংসাকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু উহা প্রত্যক্ষ বেদবচন দ্বারাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ, অন্য সম্প্রদায়মধ্যে তীর্থস্নানকে অধর্ম্ম বলা হয়; অথচ বেদমধ্যে "প্রতিদিন স্নান করিবে এবং তীর্থ সেবা করিবে" এইরূপ তীর্থস্নানের বিধিই রহিয়াছে। এইরূপ, বৈদিক অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে যে পশু বধ করা হয় তাহা কোন কোন বেদবাহ্য সম্প্রদায়মধ্যে পাপজনক বলিয়া মনে করা হয়, অথচ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে পশুবধ বিহিতই হইয়াছে। কাজেই উহাদের ঐ প্রকার উক্তি বেদবিরুদ্ধ। এইরূপ, কেহ কেহ মনে করেন যে, সমস্ত যাগহোমাদি

কর্ম্মই আত্মার্থ (নিজের জন্য); অথচ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে যে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বিহিত হইয়াছে—তাঁহারাই সেই সমস্ত যাগহোমাদি কর্ম্মের উদ্দেশ্যীভূত; (সুতরাং ঐ সমস্ত কর্ম্ম আত্মার্থ হইবে কিরূপে?)। কাজেই বেদের সহিত ঐ প্রকার উক্তিরও বিরোধ রহিয়াছে।

ইহার পরিহারকল্পে কেহ কেহ আবার বলেন,—প্রত্যক্ষ বেদমধ্যেও যখন পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হয়, যেমন "ষোড়শী" নামক যজ্ঞপাত্র গ্রহণ করিবার বিধি আছে আবার তাহার নিষেধও আছে, সূর্য্য উদিত হইলে অগ্নিহোত্র হোম করিবার বিধি আছে আবার উহার নিষেধও আছে, তখন প্রত্যক্ষ বেদবচনের সহিত বেদবাহ্য সম্প্রদায়গণের উক্তির বিরোধ থাকিলেও তাহা দোষাবহ নহে; ঐ বিরোধের পরিহারও তুল্যযুক্তিতে সাধিত হইবে; এমনও ত হইতে পারে যে, বেদের কোন কোন শাখা উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, অথবা উচ্ছিন্ন না হইলেও এমন কোন কোন বেদশাখা হয় ত প্রচ্ছন্নও থাকিতে পারে যেগুলির মধ্যে ঐ সমস্ত বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক বিধিও আছে। ইহা বলিবার কারণ এই যে, বেদের শাখা হইতেছে অনন্ত। সেগুলি একজন ব্যক্তির প্রত্যক্ষগোচর হইবে ইহা কিরূপে সম্ভব হয়। (সুতরাং বেদমধ্যে ঐ সমস্ত বিরুদ্ধ অর্থসকলের বিধি যে নাই তাহা বলা যায় কিরূপে?) আবার বেদশাখার উৎসাদন হওয়াও ত সম্ভব। কাজেই এমন কোন বেদশাখা হয়ত থাকিতে পারে যেখানে, মানুষের মাথার খুলিকে ভোজনপাত্র করিয়া সেই পাত্রে ভোজন করা, নগ্ন থাকা, চর্ম্মাদিযুক্ত হওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলি উপদিষ্ট হইতে পারে। (সুতরাং ষোড়শিগ্রহণ ও অগ্রহণ এবং উদিত হোম ও অনুদিত হোমের ন্যায় এস্থলেও বেদবচনের পরস্পর বিরোধ দোষাবহ নহে—যেহেতু উহার পরিহার ঐ একই যুক্তিতে সাধিত হইবে)।

বেদমার্গ বহির্ভূত সম্প্রদায়গণের ধর্ম্মোপদেশ সকলের বেদবিরোধ ঐভাবে পরিহার করিবার প্রয়াস করা হইলে তদুত্তরে বক্তব্য,—আমরা একথা বলিতেছি না যে, বেদে পরস্পরবিরুদ্ধ বিষয় উপদিষ্ট হওয়া অসম্ভব (যেহেতু ষোড়শিগ্রহণ ও তাহার অগ্রহণ, উদিতকালীন হোম এবং অনুদিত-কালীন হোম ইত্যাদি প্রকার পরস্পরবিরুদ্ধ পদার্থ সকলের বিধি স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে)। তবে এতাদৃশ ঐ সকল পরস্পরবিরুদ্ধ উপদেশের প্রত্যেকটীই প্রত্যক্ষবেদ। কাজেই ঐগুলির প্রত্যেকটীই তুল্যবল বলিয়া পরস্পর সমকক্ষ। সুতরাং উহাদের একটী গ্রাহ্য এবং অপরটী অগ্রাহ্য হইতে পারে না। অতএব এতাদৃশ স্থলে ঐ সকল প্রয়োগের বিকল্পই স্বীকার করিতে হয়। (কাহারও কাহারও পক্ষে, কোন কোন বংশে অনুদিত হোম—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই অগ্নিহোত্র হোম কর্ত্তব্য, আবার কেহ কেহ উদিত হোম করিবারই অধিকারী; "ষোড়শী" নামক যজ্ঞপাত্রও ঐভাবে স্থলবিশেষে গ্রহণীয় এবং স্থলবিশেষে তাহা গ্রহণীয় নয়,—এইভাবে ব্যবস্থিত বিকল্প স্বীকার করা হইয়া থাকে)। কাজেই এতাদৃশ স্থলে বেদবচন সকলের মধ্যে কোন প্রকার ব্যাঘাত দোষ থাকে না। পক্ষান্তরে বেদের সহিত বেদবাহ্য স্মৃতি সকলের যে বিরোধ তাহা এভাবে পরিহার করা যায় না। কারণ, বেদবাহ্য (বেদবহির্ভূত—অ-বেদমূলক) স্মৃতি সকলের মূলেও বেদবচন আছে, ইহা কল্পনা (অনুমান) মাত্র; (যেহেতু সেরূপ কোন বেদবচন দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া উহা প্রত্যক্ষ নহে; প্রত্যুত ঐ সকল স্মৃতির বিপরীত কথাই বেদমধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে)। কাজেই এরূপ স্থলে প্রত্যক্ষ বেদবচনের বিপরীত কোন বেদবচন কল্পনা করা যুক্তিসংগত হয় না। আর, ঐ প্রকার বেদবচন হয়ত থাকিতেও পারে, কেবলমাত্র এই প্রকার সম্ভাবনা আছে বলিয়া তাদৃশ বেদবচন অবশ্যই আছে, এরূপ নিশ্চয়ও করা যায় না। প্রত্যুত ঐ সকল বেদবাহ্য স্মৃতির বিপরীত বেদবিধিই প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। আর যাহা অনিশ্চিত তাহা নিশ্চিত বিষয়ের বাধা জন্মাইতে পারে না। (সুতরাং নিশ্চিতটীর বাধা সম্ভব না হইলে ঐ নিশ্চিত বিষয়টী দ্বারা অনিশ্চিত বিষয়টীরই বাধা, অযথার্থতা, সুতরাং অগ্রাহ্যতা প্রমাণিত হয়। আর তাহা হইলে বেদবহির্ভূত স্মৃতি সকলের বেদমূলকতা কিরূপে কল্পনা করা যায়?)। তাদৃশ বেদশাখার উৎসাদন (ধ্বংস) হইতে পারে যাহার মধ্যে ঐ সকল বেদবাহ্য স্মৃতির মূলীভূত বচন আছে, এইভাবে যে "উৎসন্নবাদ" পক্ষ অবলম্বন করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অগ্রে করা হইবে। পক্ষান্তরে মনু প্রভৃতির যে স্মৃতি সেগুলি সকল স্থলেই প্রত্যক্ষ বেদবচনের সহিত সম্পর্কযুক্ত। সেই যে প্রত্যক্ষ শ্রুতির সহিত মন্বাদি স্মৃতির সম্বন্ধ তাহা কোন স্থলে বেদমন্ত্র হইতে, কোন স্থলে বিহিত কর্ম্মের বিহিত দেবতা হইতে, আবার কোথাও বা বিহিত কর্ম্মে যে দ্রব্যবিধি তাহা হইতে নিরূপিত হয়। কিন্তু বেদবহির্ভূত স্মৃতি

সকলের যে বেদের সহিত সম্বন্ধ আছে তাহা কুত্রাপি ঐভাবে নির্ণীত হয় না। কাজেই সেগুলির প্রামাণ্য সিদ্ধ নহে (ধর্ম্মতত্ত্বোপদেশে সেগুলি প্রমাণ নহে)।

(এই পর্য্যন্ত যে আলোচনা হইল তাহা দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদী নিজ বক্তব্য এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন যে, বেদবহির্ভূত স্মৃতি সকলের মূলে যে কোন বেদবচন থাকিতে পারে না তাহা যখন উক্ত প্রকার যুক্তি দ্বারাই স্থিরীকৃত হয় তখন বেদবহির্ভূত বলিয়া ঐগুলি অপ্রমাণ, ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্যই যে "স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্" এই প্রকার উল্লেখ করা হইয়াছে এ কথা বলা যায় না। বেদানুসারী স্মৃতি সকল যেমন বেদমূলক বলিয়াই প্রমাণ, ইহা যুক্তি দ্বারা বুঝা যায়, সুতরাং উহা জানাইয়া দিবার জন্য যেমন স্মৃতিবচনের আবশ্যকতা নাই, সেইরূপ শিষ্টাচারও বেদমূলক বলিয়াই প্রমাণ, ইহাও যুক্তি দ্বারাই অবগত হওয়া যায়; সুতরাং উহা বুঝাইয়া দিবার জন্যও স্মৃতিবচন অনাবশ্যক)। কারণ, বেদবিৎ ব্যক্তিগণ অদৃষ্টের জন্য (ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে) যাহা আচরণ করেন তাহাও ঐ স্মৃতির ন্যায়ই প্রমাণস্বরূপ; যেহেতু তাদৃশ অনুষ্ঠান সকলের মূলীভূত বেদবচন থাকা সম্ভব (কারণ বেদবাসনাবাসিতচিত্ত বেদবিৎ সাধুগণ যাহা ধর্ম্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠান করেন তাহা অবৈদিক হইতে পারে না, এবং এমন কোন বেদবচনও দৃষ্ট হয় না যেগুলির সহিত ঐ সকল আচরণ বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে)। তবে তাঁহাদের যে সমস্ত আচরণ অসাধু (যাহা প্রত্যক্ষ বেদবচন বিরোধী অথবা) যেগুলির মূলে লোভ, মোহ, মদ প্রভৃতি লৌকিক কারণ থাকা সম্ভব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে সেগুলির প্রামাণ্য স্বীকার্য্য নহে, তাদৃশ শিষ্টাচারও প্রমাণ বলিয়া গ্রহণীয় এবং অনুসরণীয় নহে। যেহেতু অবিদ্বান্ ব্যক্তিগণের ভুল-ভ্রান্তি প্রভৃতি হওয়াও সম্ভব। "আত্মতুষ্টি"র প্রামাণ্যও ঠিক ঐরূপ—অবিরুদ্ধ স্থলেই তাহা প্রমাণ, কিন্তু বেদবিরুদ্ধ স্থলে কিংবা মূলে লোভাদি থাকিলে "আত্মতুষ্টি" ধর্ম্মে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য নহে।

এই যে বেদ, স্মৃতি এবং আচারকে ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণে প্রমাণ বলা হয়, ইহাদের এই প্রামাণ্য কি মনুপ্রভৃতির উপদেশের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণ যখন বলিতেছেন তখন ঐগুলি ধর্ম্মে প্রমাণ ইহাই কি কথা?—না, উহাদের প্রামাণ্য যুক্তিদ্বারা নিরূপিত হয়, ইহাই আসল কথা। যদি মনুপ্রভৃতির উপদেশ (বচন) অনুসারে উহাদের প্রামাণ্য অবগত হইতে হয় তাহা হইলে ঐ মনুবচনের প্রামাণ্য কিরূপে অবধারিত হইবে (মনুপ্রভৃতিরা যে কথা বলিতেছেন তাহা যে প্রমাণ, তাহা যে ঠিক, ইহাই বা কিরূপে জানা যাইবে)? তাহাও যদি আর একটী উপদেশ বচনের উপর নির্ভর করে, যেমন "স্মার্ত্ত ধর্ম্মসকল মনু বলিয়া গিয়াছেন" ইত্যাদি, তাহা হইলে উহারই বা প্রামাণ্য কিভাবে নির্ণয় করা হইবে (এইরূপে অনবস্থাদোষ ঘটিবে, ফলে কাহারও প্রামাণ্য সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং স্মৃতি বচনের দ্বারা বেদ, স্মৃতি ও আচারের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না)। অতএব ইহা প্রমাণ কিংবা ইহা অপ্রমাণ এ তত্ত্ব কেবল যুক্তি দ্বারাই নির্ণীত হইয়া থাকে, উপদেশ (বচন) দ্বারা নহে। আর তাহাই যদি হয় তাহা হইলে এই শ্লোকটী অনর্থকই হইতেছে। পরবর্ত্তী স্থলে এইজাতীয় অপরাপর যত শ্লোক আছে সেগুলির সম্বন্ধেও এই একই কথা।

("বেদোঽখিলঃ" ইত্যাদি শ্লোকটীর কোনও সার্থকতা নাই, ইহাই এ পর্য্যন্ত অংশে প্রতিপাদন করা হইল। ইহা পূর্ব্বপক্ষবাদীর বক্তব্য। এক্ষণে ঐ সমস্ত আপত্তি পরিহার করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্য যাহা বলা যায় তাহা বলিয়া ঐ শ্লোকটীর সার্থকতা দেখান যাইতেছে)। এই প্রকার আপত্তির উত্তর বলা যাইতেছে—। ধর্ম্মাধর্ম্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা অনভিজ্ঞ সেই সমস্ত ব্যক্তির যাহাতে সে বিষয়ে ব্যুৎপত্তি জন্মে সেজন্য ধর্ম্মসূত্রকারগণ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সমস্ত গ্রন্থে "অষ্টকা" প্রভৃতি কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা আছে; ঐ অষ্টকা প্রভৃতির কর্ত্তব্যতা কিন্তু বেদমধ্যেই বলা আছে; তাঁহারা বেদ হইতে অবগত হইয়াই উহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কাজেই বেদই ঐগুলির মূল। আবার যাহার জন্য বেদের উপর নির্ভর করিতে হয় না, যাহা যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া নিরূপণ করিতে পারা যায় তাহাও তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যেমন বেদপ্রামাণ্য প্রভৃতি বিষয়। বেদের প্রামাণ্য বেদমূলক নহে কিন্তু তাহা যুক্তিমূলক। তবুও যে তাঁহারা উহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহার কারণ এই যে, সকলেই ত আর যুক্তিকুশল বিচারপটু নহে। যেহেতু এমনও কতক কতক লোক আছে যাহারা বিচার করিয়া শাস্ত্রতত্ত্ব নিরূপণ

করিতে অসমর্থ; কারণ, তাহাদের উহ এবং অপোহ করিবার মত বুদ্ধি নাই। কাজেই তাহারাও যাহাতে বিচারনির্ণেয় বিষয় সকল অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারে সেজন্য বিচারসিদ্ধ বিষয় সকলও ঐ ধর্ম্মসূত্রকারগণ বন্ধুর ন্যায় উপদেশ করিয়াছেন, বলিয়া দিয়াছেন। এইজন্য বেদই ধর্ম্মের মূল, ইহা যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করা যায় সত্য, তথাপি তাঁহারা উহা বলিয়া দিতেছেন; আসলে কিন্তু ইহা অনুবাদমাত্র—(প্রমাণান্তর সিদ্ধ বিষয়েরই উল্লেখমাত্র)। "বেদো ধর্ম্মমূলম্"=বেদই ধর্ম্মের মূল, ইহা বিচার কিরয়া যুক্তি দ্বারা স্থির করাই আছে। কাজেই এ বিষয়ে অপ্রামাণ্য শঙ্কা করা উচিত হইবে না। লৌকিক ব্যবহারেও এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যে বিষয়টী অন্য প্রমাণের দ্বারা নিরূপিত হইয়া আছে কেহ কেহ (সময় বিশেষে) তাহারও উপদেশ দিয়া থাকেন। যেমন, "এই অজীর্ণ রোগাবস্থায় তোমার খাওয়া উচিত নয়, কারণ অজীর্ণ থেকে নানা রোগ প্রকাশ পায়"। এস্থলে একথা বলাও সংগত হইবে না যে, বেদই ধর্ম্মের মূল ইহা যাহারা বিচার দ্বারা বুঝিয়া লইতে পারে না, তাহারা এইসব উপদেশ বাক্য শুনিয়াও উহা অবধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। কারণ, ইহা প্রায়শই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সমস্ত ব্যক্তি আপ্ত (সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য) বলিয়া সমাজমধ্যে প্রসিদ্ধ থাকেন তাঁহাদের কথা কোনরূপ বিচার আলোচনা না করিয়াই অনেকে প্রমাণরূপে মানিয়া লয়। অতএব এই সমস্ত আলোচনা দ্বারা ইহা স্থির হইল যে, এই প্রকরণটী সবই যুক্তিমূলক; ইহা বেদমূলক নহে। ব্যবহার স্মৃতি প্রভৃতি (ঋণাদান প্রভৃতি) অপরাপর স্থলেও যেখানে এইরূপ যুক্তিমূলকতা আছে তাহা সেই সেই স্থলে দেখাইয়া দিব। তবে "অষ্টকা" প্রভৃতির অনুষ্ঠান যে বেদমূলক তাহা কিভাবে জানা যায় তাহা এই শ্লোকটীরই ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়া দেওয়া যাইতেছে।

(মূলে যে বলা হইয়াছে "বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলম্"—এই বেদ কি তাহাই বলিতেছেন) বেদ বলিতে 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থসমেত ঋক্, যজুঃ এবং সাম মন্ত্র সকলকে বুঝায়। যাঁহারা ঐ বেদ অধ্যয়ন করেন তাঁহাদের নিকট অপরাপর লৌকিক নিবন্ধের বাক্যাবলী হইতে ঐ বেদবাক্যের পার্থক্য সুস্পষ্ট। "ইনি ব্রাহ্মণ" ইহা যেমন লোকে বুঝিয়া লইয়া থাকে সেইরূপ গুরূপদেশপরম্পরায় বেদাধ্যায়ী পুরুষগণেরও এমনই একটী সংস্কার জন্মিয়া থাকে যাহা দ্বারা তাঁহারা বেদবচন শ্রবণমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে ইহা বেদ। ঋক্-সংহিতার "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি "সংসমিদ্যুবসে" ইত্যন্ত যে বাক্যসমূহ এবং (ঋক্ ব্রাহ্মণের—ঐতরেয় ব্রাহ্মণের) "অগ্নির্বৈ দেবানামবমঃ" ইত্যাদি "অথ মহাব্রতম্" ইত্যন্ত যে বাক্যসমষ্টি তাহা বুঝাইবার জন্যও বেদ শব্দের প্রয়োগ হয়, আবার ঐ বাক্যরাশির অবয়বস্বরূপ যে এক একটী খণ্ডবাক্য তাহা বুঝাইতেও বেদ শব্দ প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ এক একটী বেদবাক্যকেও বেদ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। এখানে, 'গ্রাম' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় একটীতে 'বেদ' শব্দটীর মুখ্যার্থতা এবং অন্যটীতে গৌণার্থতা রহিয়াছে, এরূপ বলাও সঙ্গত নহে। কারণ, গ্রামাদি শব্দের স্থলে, যে সকল শব্দ অবয়বী বা সমষ্টিকে বুঝায় সেগুলি তাহাদের অবয়ব অর্থাৎ অংশ বা ব্যষ্টিকেও বুঝাইয়া থাকে, এই নিয়ম অনুসারেই প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন, সমুদয় (সমষ্টি) অর্থেই "গ্রাম" এই শব্দটীর বহুল প্রয়োগ (খুব বেশী ব্যবহার) প্রসিদ্ধ। আবার "গ্রামটী পুড়িয়া গেল" এই প্রকার প্রয়োগও লোকমধ্যে খুব প্রচলিত; ইহা কিন্তু সমষ্টি বা অবয়বী যে গ্রাম তাহার অবয়ব বা অংশবিশেষকে বুঝায়; কারণ (কতকগুলি ঘরবাড়ীর সমষ্টিই গ্রাম। উহাদের মধ্যে) বেশী রকমের কিছু ঘরবাড়ী পুড়িয়া গেলেও লোকে এইরূপ শব্দ উল্লেখ করিয়া থাকে যে গ্রামটী পুড়িয়া গিয়াছে। (বস্তুতঃ এরূপ স্থলে গ্রামের অংশবিশেষকেই গ্রাম বলিয়া উল্লেখ করা হয়)। অথবা, এখানেও গ্রাম অর্থ গ্রামের অংশবিশেষ নহে কিন্তু সমুদয় গ্রাম। তবে উহার যে অংশবিশেষ দাহ হইয়াছে (পুড়িয়া গিয়াছে) তাহা সমষ্টিভূত গ্রামের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া সেই দাহকে সমষ্টির সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া উল্লেখ করা হয়। কারণ, অবয়বকে বাদ দিয়া অবয়বী পদার্থ কোন ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না; যেহেতু, অবয়বকে দ্বার করিয়াই কোন ক্রিয়ার সহিত অবয়বীর সম্বন্ধ ঘটে। ক্রিয়ার সহিত অবয়ব সকলের যে সম্পর্ক তাহাই ক্রিয়ার সহিত অবয়বীর সম্বন্ধ। যেহেতু অবয়ব সকলকে বাদ দিয়া অবয়বীকে দেখিতে অথবা স্পর্শ করিতে পারা যায় না। 'বেদ' এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তিও (প্রকৃতিপ্রত্যয়লব্ধ অর্থও) এইভাবে দেখান হইয়া থাকে, যথা—যাহা অন্য কোন প্রমাণের সাহায্যে জানা যায় না তাদৃশ ধর্ম্মরূপ অর্থ (বিষয়) যাহা হইতে

'বেদন' (জ্ঞানগম্য) করা হয় তাহাই "বেদ" (জ্ঞানার্থক "বিদ্" ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া হয় বেদ)। ঐ যে বেদন (ধর্ম্মবিষয়কজ্ঞান) উহা এক একটী বাক্য হইতে হয়। কিন্তু ঋগ্বেদ প্রভৃতি শব্দ বলিতে যে অধ্যায় সমষ্টি এবং অনুবাক সমষ্টি বুঝায় তাহা হইতে উহা হয় না। এই জন্যই অর্থাৎ ঐ এক একটী খণ্ডবাক্যও বেদ বলিয়াই বেদ উচ্চারণ করিলে (শূদ্রের পক্ষে) জিহ্বাচ্ছেদনরূপ যে দণ্ড বিধান করা আছে তাহা ঐ এক একটী বাক্য উচ্চারণ করিলেও প্রযোজ্য হইবে। (সুতরাং অপৌরুষেয় বাক্যরাশি এবং বাক্যখণ্ড উভয়ই বেদের মুখ্যার্থ—কোনটীতেই গৌণার্থতা নাই।) "বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ"—সমগ্রবেদ অধ্যয়ন করিতে হইবে, এস্থলে "কৃৎস্ন" শব্দটী দেওয়া হইয়াছে সমগ্র বেদবাক্যই (বেদবাক্য সমষ্টিই) যে অধ্যেয় তাহা জানাইয়া দিবার জন্য। কেন না, তাহা না হইলে কেহ কতকগুলি মাত্র বেদবাক্য অধ্যয়ন করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিতে পারে, সমগ্র বেদ আর পড়িবে না। উক্ত বচনটী ব্যাখ্যা করিবার স্থলে ইহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

ঐ বেদ আবার অনেকভাগে বিভক্ত। সামবেদের শাখা এক হাজার ; 'সাত্যমুগ্রি', 'রাণায়নীয়' প্রভৃতিগুলি ঐ সামবেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা। অধ্বর্য্যুবেদের (যজুর্বেদের) শাখা একশতটী ; 'কাঠক', 'বাজসনেয়ক' প্রভৃতি উহারই ভেদ। বহ্বৃচগণের (ঋগ্বেদিগণের) একুশটী শাখা ; 'আশ্বলায়ন', 'ঐতরেয়' প্রভৃতি হইতেছে ঋগ্বেদীয় শাখাসকলের ভিন্ন ভিন্ন নাম। অথর্ব্ববেদশাখা 'মোদক', 'পৈপ্পলাদক', প্রভৃতি ভেদে নয় প্রকার। (এস্থলে কেহ কেহ প্রশ্ন করেন) আচ্ছা, অথর্ব্ববেদকে কেহই ত বেদ বলিয়া স্বীকার করেন না? কারণ (বেদমধ্যেই বলা হইয়াছে) "ঋক্, সাম এবং যজুঃ ইহাই ত্রয়ীবিদ্যা (বেদবিদ্যা)", সূর্য্য যে ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা করেন তখন কোন সময়েই তিনি তিন বেদ বিযুক্ত থাকেন না।" এইরূপ , স্মৃতিমধ্যেও উক্ত হইয়াছে "বেদত্রয়বিহিত ব্রত আচরণ করিবে" ইত্যাদি। এইভাবে দেখা যায় যে অথর্ব্ববেদের নামও শ্রুতিস্মৃতিমধ্যে কুত্রাপি উল্লিখিত হয় নাই। বরঞ্চ বেদমধ্যে উহার নিষেধই দেখিতে পাওয়া যায়—"অতএব অথর্ব্ববেদীয় মন্ত্রে 'শস্ত্র' পাঠ করিবে না" ইত্যাদি। এই কারণেই পাষণ্ডিগণ (নাস্তিকগণ) অথর্ব্ববেদীয় বিষয়সকলকে বেদবহির্ভূত (অবৈদিক) বলিয়া প্রচার করে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য,—পূর্ব্বোক্তপ্রকার যুক্তি দ্বারা অথর্ব্ববেদকে যে অবেদ বলা হইল তাহা ঠিক নহে। কারণ, শিষ্টগণ অথর্ব্ববেদকেও অনিন্দিতভাবে বেদ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। "অথর্ব্বাঙ্গিরসী শ্রুতিসকলকে (অধ্যয়ন করিয়াছি)" ইত্যাদি বেদবচনেও অথর্ব্ববেদকে বেদ বলিয়াই ব্যবহার করা হইয়াছে। যেহেতু শ্রুতি এবং বেদ ইহার একই অর্থ—বেদকেই শ্রুতি বলে। আর এ কথাও বলা যায় না যে, অগ্নিহোত্রাদিবিধায়ক বাক্যসকল "বেদ" এই শব্দের দ্বারা অভিহিত হয় বলিয়া অর্থাৎ ঐগুলিকে "বেদ" বলা হয় বলিয়া ঐ সকল বাক্য ধর্ম্মে প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। এরূপ হইলে ইতিহাস এবং আয়ুর্ব্বেদও ধর্ম্মে প্রমাণ হইয়া পড়ে, কারণ উহাদেরও 'বেদ' বলিয়া ব্যবহার করা হয়, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যেহেতু (বেদমধ্যেই, ছান্দোগ্য উপনিষদে উহাদের বেদ বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা) "ইতিহাস এবং পুরাণ যাহা পঞ্চম বেদ—বেদেরও বেদ (তাহা আমি অধ্যয়ন করিয়া অবগত আছি)"। অগ্নিহোত্রাদি বাক্যসকল বেদ বলিয়াই ধর্ম্মে প্রমাণ, ইহা যদি না হয় তাহা হইলে উহাদের প্রামাণ্য কিরূপ? যে সকল বাক্য অপৌরুষেয় অথচ অনুষ্ঠেয় বিষয়ের বোধক এবং যাহার মধ্যে মিথ্যাত্বাদিরূপ বিপর্য্যয় জ্ঞানজনকতা নাই তাহাই বেদ, তাহাই ধর্ম্মে প্রমাণ। এই যে লক্ষণ বলা হইল ইহা অথর্ব্ববেদেও সমগ্রভাবেই রহিয়াছে : ঐ অথর্ব্ববেদমধ্যে জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম যজুর্ব্বেদ প্রভৃতির ন্যায়ই উপদিষ্ট হইয়াছে। তবে ঐ অথর্ব্ববেদমধ্যে অভিচার প্রভৃতি কর্ম্ম খুব বেশীভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, এইজন্য উহা বেদ নহে, কাহারও কাহারও এই প্রকার ভ্রান্তি হইয়া থাকে। কারণ, অভিচার কর্ম্মের ফল হইতেছে অপরের প্রাণবিয়োগ ঘটান ; ইহা হিংসা ; আর হিংসা শাস্ত্রমধ্যে নিষিদ্ধ। অথর্ব্ববেদনিপুণ রাজপুরোহিতগণ ঐ অভিচারাদি নিষিদ্ধ কর্ম্মসকল খুব বেশীভাবেই সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই জন্য শাস্ত্রমধ্যে তাঁহাদের নিন্দা রহিয়াছে। আর যে বলা হইয়াছে সূর্য্য কখনও বেদত্রয় বিযুক্ত হইয়া পরিক্রমা করেন না, উহাও অর্থবাদমাত্র। কাজেই তাদৃশ অর্থবাদ-বাক্যসকলে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ থাকুক আর নাই থাকুক তাহাতে কি আসিয়া যায়। অথবা "তিন বেদ" কিংবা "ত্রয়ী বিদ্যা" ইত্যাদি প্রকার যে উল্লেখ তাহাও বেদের ত্রিত্ব বুঝাইতেছে না, কিন্তু বেদমন্ত্রসকলের ভেদ তিন প্রকার, এইরূপ অভিপ্রায়েই ঐ প্রকার প্রয়োগ। যেহেতু, ঋক্,

সাম এবং যজুঃ এই তিন রকম মন্ত্র ছাড়া আর মন্ত্র নাই। প্রৈষ, নিবিৎ, নিগদ, ইন্দ্রগাথা প্রভৃতি যেসকল মন্ত্র আছে সেগুলি ঐ ঋক্, সাম এবং যজুরই অন্তর্গত। আর অথর্ব্ববেদে ঋক্ মন্ত্রসকলই পঠিত হইয়াছে। কাজেই মন্ত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উল্লেখ করিতে হইলে বলিতে হয় যে, এই অথর্ব্ববেদ ঋগ্‌বেদস্বরূপ। আর, অথর্ব্ববেদ পঠিত মন্ত্রের দ্বারা 'শস্ত্র' পাঠ করিবে না, এই প্রকার যে নিষেধ দেখান হইল তাহাও অথর্ব্ববেদের অবেদত্বসাধন করিতে পারে না; প্রত্যুত উহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে অথর্ব্ববেদও বেদ। কারণ, প্রাপ্তি থাকিলে তবেই তাহার নিষেধ হয় (কিন্তু যাহার প্রাপ্তি বা উপস্থিতিই সম্ভাবিত নহে তাহার প্রতিষেধও হইতে পারে না। অথর্ব্ববেদ যদি বেদ না হয় তাহা হইলে ঐ প্রকার নিষেধই খাটে না)। অথবা ঐ যে নিষেধ উহার অর্থ এইরূপ,—যেসমস্ত মন্ত্র অথর্ব্ববেদে পঠিত হয় সেগুলির সহিত ত্রিবেদীয় কর্ম্মকলাপ মিশাইয়া দিবে না। যেহেতু "বাচঃস্তোম" পাঠে সমস্ত ঋক্, সমস্ত সাম এবং সমস্ত যজুর্মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি আছে; পাছে সেখানে অথর্ব্ববেদে পঠিত মন্ত্রসকলও গ্রহণ করা হয় এইজন্য তাহার নিষেধ করা হইয়াছে।

অপৌরুষেয় যে বিশিষ্ট শব্দরাশি তাহাই বেদ; তাহার মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগ; তাহা আবার বহু শাখাতে বিভক্ত। সেই বেদই "ধর্ম্মমূলম্"—ধর্ম্মের মূল অর্থাৎ ধর্ম্মে প্রমাণ —ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের কারণ। এখানে 'মূল' এই শব্দটীর অর্থ কারণ। ধর্ম্মবিষয়ে বেদ এবং স্মৃতির এই যে কারণতা ইহা জ্ঞাপকতা রূপ, কিন্তু ইহারা নিষ্পাদক কারণ নহে (কুঠার যেমন ছেদন ক্রিয়ার নিষ্পাদক কারণ, ইহারা সেরূপ নহে), কিংবা বৃক্ষের মূল যেমন তাহার স্থিতির কারণ ইহারা সেরূপ কারণও নহে (কিন্তু ইহারা জ্ঞাপক কারণ, ধূম যেমন বহ্নির জ্ঞাপক কারণ হয় সেইরূপ)। 'ধর্ম্ম' শব্দের ব্যাখ্যা আগেই করা হইয়াছে। যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম মানুষের 'শ্রেয়ঃসাধন'—শ্রেয়ঃ সম্পাদনের কারণ অথচ যাহার স্বভাব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা যাহা অবগত হওয়া যায় তাহা হইতে স্বতন্ত্র প্রকার (তাহাই ধর্ম্ম)। কৃষি, সেবা প্রভৃতি (শ্রেয়ঃসাধন) কর্ম্মগুলি মানুষের কর্ত্তব্য বটে কিন্তু ঐ গুলির ঐ যে শ্রেয়ঃসাধনতা এবং স্বভাব (স্বরূপ ইত্যাদি) তাহা অন্বয়ব্যতিরেক হইতে অবগত হওয়া যায় (কৃষিকর্ম্ম করিলে শস্যরূপ শ্রেয়ঃ পাওয়া যায়, উহা না করিলে শস্য পাওয়া যায় না, এইপ্রকার অন্বয়-ব্যতিরেকসিদ্ধ)। আবার, যেরূপ ক্রিয়াকলাপের ফলে কৃষি প্রভৃতি হইতে ব্রীহি প্রভৃতি শস্যাদি নিষ্পন্ন হয় তাহাও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহায্যে অবশ্যই অবগত হওয়া যায়। পক্ষান্তরে যাগাদি কর্ম্মের যে শ্রেয়ঃসাধনতা, স্বর্গাদিরূপ শ্রেয়ের প্রতি কারণতা এবং যে রূপে ব্যবধানাদি দ্বারাও যাগাদি হইতে "অপূর্ব্ব" উৎপন্ন হয় তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা নিরূপণ করা যায় না। শ্রেয়ঃ পদার্থটী কি, না পুরুষের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গ, গ্রাম প্রভৃতি ফললাভ; ইহাকেই সাধারণভাবে সুখ বলা হয়। এইরূপ ব্যাধি, অর্থাভাব, অসুখিত্ব, নরকাদি লাভ প্রভৃতিকে সাধারণভাবে দুঃখ বলা হয়; এইগুলি পরিহার করাও শ্রেয়ঃ নামে অভিহিত। অপর কেহ কেহ বলেন শ্রেয়ঃ হইতেছে পরমানন্দাদিস্বরূপ।

এই যে ধর্ম্ম ইহা বেদে ব্রাহ্মণাংশের বিধিবোধক লিঙ্ প্রভৃতি বিভক্তি বা প্রত্যয়যুক্ত বাক্যসকল হইতে অবগত হওয়া যায়। কোথাও কোথাও মন্ত্রাংশমধ্যেও যে সকল বিধিবাক্য আছে তাহা হইতেও উহা জানা যায়। যেমন, "বসন্তায় কপিঞ্জলানালভেত" এই যে বিধিটী ইহা মন্ত্রাংশের (যজুর্ব্বেদ সংহিতার) অন্তর্গত। উহাদের মধ্যে আবার যে সমস্ত বাক্যে "কাম" পদটী সংযুক্ত আছে সেগুলি ইহাই বুঝাইয়া দেয় যে, সেই অনুষ্ঠানটী বিশেষ একটী ফল লাভ করিবার জন্য করা হয়। যেমন, "ব্রহ্মবর্চ্চস" কামনায় সৌর্য্যচরু দ্বারা যাগ করিবে, "গ্রাম কামনায় বৈশ্বদেবী সাংগ্রহণী নামক ইষ্টি (যাগ) করিবে" ইত্যাদি। যে ব্যক্তি ফলাভিলাষী নহে সে ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না। (ঐগুলি কাম্য কর্ম্ম)। অন্য কতকগুলি কর্ম্ম আছে যেগুলি বিধিবাক্যে 'যাবজ্জীব' প্রভৃতি পদের দ্বারা বিশেষণযুক্ত করিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া সেগুলি 'নিত্য কর্ম্ম'। ফললাভের আশায় সেগুলির অনুষ্ঠান করা হয় না; কারণ ঐ সকল কর্ম্মের কোন ফল শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট হয় নাই। আর এ কথাও বলা সঙ্গত হইবে না যে বিশ্বজিৎ ন্যায়ে অশ্রুত ফলেরও কল্পনা করা হইবে। ("বিশ্বজিৎ যাগ করিবে" এই বিধিবাক্যে 'বিশ্বজিৎ' নামক যজ্ঞ করিবার বিধি আছে, অথচ উহার কোন ফল উল্লিখিত হয় নাই। আবার নিষ্ফল কর্ম্মে মানুষ প্রবৃত্ত হয় না; কাজেই উহারও একটী ফল আছে; স্বর্গই সেই ফল; যেহেতু স্বর্গই সুখস্বরূপ বলিয়া সকল ব্যক্তির সকল সময় কাম্য। এইরূপ কল্পনা করা হয়।

ইহার নাম "বিশ্বজিৎ ন্যায়"। সেইরূপ নিত্যকর্ম্ম সকলের ফল উল্লিখিত না হইলেও ঐ বিশ্বজিৎ-ন্যায়ে ফল আছে বলিয়া কল্পনা করা যাইবে; এরূপ বলাও কিন্তু সঙ্গত হইবে না।) কারণ, বিশ্বজিৎ যাগ বিধায়ক বাক্যে 'যাবজ্জীব' ইত্যাদি প্রকার কোন পদ নাই। পক্ষান্তরে নিত্যকর্ম্ম সকলে ("যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি"=যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে ইত্যাদি বাক্যে) 'যাবজ্জীব' প্রভৃতি পদ সমভিব্যাহৃত (বিধির সহিত পঠিত) হওয়ায় ইহাই বুঝা যায় যে কোন প্রকার ফল বিনাই ঐগুলি কর্ত্তব্য। যদি ঐ সকল নিত্যকর্ম্ম করা না হয় তাহা হইলে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করা হয় বলিয়া দোষ (প্রত্যবায়, পাপ) হইয়া থাকে। কাজেই এরূপ স্থলে ঐ প্রত্যবায় পরিহার করিবার জন্য ঐ সকল কর্ম্ম করিতে হয়। "ব্রাহ্মণ বধ করিবে না," "সুরা পান করিবে না" ইত্যাদি যে সমস্ত নিষেধ বাক্য আছে সেগুলিরও এই একই প্রকার তাৎপর্য্য। কারণ, লোকে যে নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জন করে তাহা কোন ফললাভের অভিপ্রায়ে নহে; কিন্তু সেই সকল কার্য্য করিলে যে প্রত্যবায় হইত তাহা এড়াইবার জন্যই ঐরূপ করিয়া থাকে।

"বেদোঽখিলঃ ধর্ম্মমূলম্" এখানে "অখিলঃ" এই পদটীর অর্থ সমগ্র; (সুতরাং ইহাই বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে) সমগ্রবেদই ধর্ম্মপ্রতিপাদক; বেদের মধ্যে এমন কোন একটী পদ, বর্ণ কিংবা মাত্রাও নাই যাহা ধর্ম্মপ্রতিপাদক নহে।

এস্থলে কেহ কেহ এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন;—। বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র এবং নামধেয়—এইগুলির সমষ্টি লইয়া বেদ। আর, ধর্ম্ম যে অনুষ্ঠেয়স্বরূপ সে কথা আগেই বলা হইয়াছে। কাজেই এরূপ স্থলে বিধিবাক্যসকল যে ধর্ম্মে প্রমাণ হইবে অর্থাৎ বিধিবাক্যসকল কর্ত্তব্যতাবোধক (ক্রিয়াপ্রতিপাদক) বলিয়া সেগুলি যে ধর্ম্মপ্রতিপাদক হইবে তাহা সঙ্গত, যেহেতু ঐ বিধিবাক্যসকল হইতে যাগাদির কর্ত্তব্যতা অবগত হওয়া যায়। যেমন, "অগ্নিহোত্র হোম করিবে, দধি দ্বারা হোম করিবে, অগ্নিদেবতা এবং প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে হোম করিবে, স্বর্গকামনায় হোম করিবে" ইত্যাদি। এই যে বিধিবাক্যগুলি উদ্ধৃত হইল ইহাদের মধ্যে প্রথমটীতে অগ্নিহোত্র নামক কর্ম্ম কর্ত্তব্যরূপে প্রতীত হইতেছে। "দধ্না" ইত্যাদিবাক্যে ঐ কর্ম্মেতেই দধিরূপ দ্রব্য, "যদগ্নয়ে চ" ইত্যাদি বাক্যে ঐ কর্ম্মে দেবতা এবং "স্বর্গকামঃ" বাক্যে ঐ কর্ম্মে কাহার অধিকার অথবা কর্ম্মটীর ফল কি তাহা বোধিত হইতেছে। কিন্তু (অর্থবাদ, মন্ত্র এবং নামধেয়—এগুলি কোন কর্ম্মানুষ্ঠানবোধক নহে। যেমন,) "অগ্নিই সর্ব্বদেবতাত্মক; অগ্নিই যজ্ঞাদিকর্ত্তা তিনিই যজ্ঞে দেবগণের আহ্বানকর্ত্তা; তিনি দেবগণকে আহ্বান করেন এবং হোমও করেন" ইত্যাদি। এইরূপ, "প্রজাপতি নিজেরই বপা অর্থাৎ মেদ (নিজ দেহ হইতে যজ্ঞের জন্য) উৎখাত করিয়াছিলেন" ইত্যাদি। এই যে সমস্ত অর্থবাদ এগুলি দ্বারা কোন কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইতেছে না। কেবল পুরাকালের ঘটনা অথবা অন্য কোন সিদ্ধবস্তু যাহা ইদানীন্তন কালের সহিত সম্পর্কশূন্য তাহাই উহা দ্বারা বর্ণিত হইতেছে মাত্র। পুরাকালে প্রজাপতি নিজ বপা উৎখাত করিয়াছিলেন। তিনি সেরূপ করিয়া থাকেন করুন গে যান, তাহাতে আমাদের কি? এইরূপ, অগ্নি যে সর্ব্বদেবময় তাহা (অগ্নির ঐ সর্ব্ব-দেবময়ত্ব) অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে কোন উপকার সাধন করে না। যেহেতু তাদৃশ কর্ম্ম কেবলমাত্র 'অগ্নি' এই শব্দটীর দ্বারাই উদ্দেশ রূপ (দেবতোদ্দেশরূপ) প্রয়োজন নিষ্পাদিত হইয়া যায়। অগ্নি অন্য দেবতার স্বরূপ হইলে (আগ্নেয় যাগে) অগ্নির উদ্দেশ্যই হইতে পারে না, (কারণ যে যাগে যে দেবতা বিধিবোধিত সেই বিধিবোধিত নামেই সেই দেবতার উদ্দেশ করিতে হইবে, আগ্নেয় যাগে 'অগ্নি' নাম দ্বারাই অগ্নিদেবতা বিধিবোধিত হওয়ায় ঐ নামেই অগ্নিদেবতাকে উদ্দেশ করিতে হইবে; কিন্তু অগ্নিবাচক 'বহ্নি' বৈশ্বানর প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিলে কর্ম্মটী সিদ্ধ হইবে না। ইহাই যখন নিয়ম তখন আগ্নেয় যাগে অগ্নি অন্য দেবতার স্বরূপ হইলে সেই যাগের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধই থাকিবে না; কাজেই) তিনি যখন অন্য একজন দেবতাই হইয়া যাইতেছেন তখন ঐ যাগে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। (অতএব 'অগ্নি সর্ব্ব-দেবময়' ইহা বলা আগ্নেয় যাগ প্রসঙ্গে অনুপযোগী।) আর ঐ যে আবাহন করিবার কথা বলা হইয়াছে "অগ্নি যজ্ঞে সকল দেবতাকে আহ্বান করেন", তাহাও নিষ্প্রয়োজন; (যেহেতু উহা বিধি নহে); পক্ষান্তরে, অন্য একটী বচন দ্বারা—"হে দেব অগ্নি! আপনি অগ্নিদেবতাকে আবাহন করুন" ইত্যাদি বাক্যে ঐ আহ্বান বিহিত হইয়াছে। সুতরাং "সেই অগ্নি দেবগণকে আহ্বান

করেন এবং হোম করেন" ইত্যাদি বাক্য অনর্থক। এইরূপ, মন্ত্রসকলেরও কোন উপযোগিতা নাই। যেমন "তখন মৃত্যুও ছিল না এবং অমৃত বা জীবনও ছিল না," "ঐ দেবতুল্য ব্যক্তি আজ এমন অধঃপতিত হইল যাহার পুনরুদ্ধার নাই" ইত্যাদি প্রকার মন্ত্র সকল কোন ঘটনা, কোন বিলাপ কিংবা ঐরূপ কিছু অর্থ প্রকাশ করিতেছে। উহা দ্বারা কোন ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইবে কি? সেই অবস্থাতে মৃত্যু ছিল না, আবার অমৃত (অমরণ) অর্থাৎ জীবনও ছিল না। সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন জীবই উৎপন্ন হয় নাই, কাজেই তখন কাহারও জীবন ছিল না, আবার মৃত্যুও ছিল না। প্রলয়ে যখন সকলই মৃত অবস্থায় ছিল তখন আর মৃত্যু থাকুক বা নাই থাকুক (তাহাতে কি আসে যায়)? ইহা দ্বারা ত কোন কর্ত্তব্য উপদিষ্ট হইতেছে না? এইরূপ, "উনি সুদেব—মহাপুণ্যবান্ দেবতুল্য মনুষ্য, উনি আজ নিজেকে এমনভাবে পাতালে নিক্ষেপ করিতেছেন (অধঃপতিত হইতেছেন—অধঃপাতে যাইতেছেন) যে 'অনাবৃৎ'—সেই অধঃপতন থেকে পুনরুদ্ধার নাই।" উর্ব্বশী দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া পুরূরবাঃ এইভাবে বিলাপ করিয়াছিলেন। এইরূপ, উদ্ভিদ যাগ করিবে, বলভিদ্ যাগ করিবে ইত্যাদি বাক্যের উদ্ভিদ বলভিদ্ প্রভৃতিগুলি নাম-ধেয়—বিশেষ বিশেষ যাগের নাম। উহা ক্রিয়া অথবা দ্রব্য কোন পদার্থেরই বিধায়ক নহে (উহা দ্বারা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম অথবা তাহার দ্রব্য কিছুরই বিধান হইতেছে না)। এখানে "যজেত" এই পদে যে আখ্যাত (তিঙন্তবিভক্তি) আছে তাহা দ্বারাই সন্নিহিত ধাত্বর্থ যাগরূপ ক্রিয়ার বিধান করা হইয়াছে; আর 'বলভিদ্' প্রভৃতি শব্দ কোন দ্রব্যেরও বাচক নহে (কাজেই) উহা দ্বারা কোন দ্রব্যের যে বিধান হইবে তাহাও সম্ভব নহে। এইরূপ, "সোমেন যজেত" ইত্যাদিস্থলে যে যাগবিধি তথায়ও 'সোম' পদের দ্বারা কষ্টেসৃষ্টে সোমরূপ দ্রব্যের বিধান স্বীকার করিয়া ঐ নামধেয়াত্মক সোমপদটীকে দ্রব্যবাচী বলিয়া স্বীকার করা অনাবশ্যক। কারণ, সোমযাগ যখন 'অব্যক্ত চোদনা' তখন উহার প্রকৃতিভূত যাগ হইতেই দ্রব্য অতিদেশ বলে প্রাপ্ত হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে নামধেয় দ্বারাও ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হয় না। সুতরাং বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র ও নামধেয় এই চতুষ্টয়াত্মক বেদের কেবল বিধিভাগ ছাড়া আর কোন অংশই ধর্ম্ম প্রতিপাদন করে না তখন "কৃৎস্ন (সমগ্র) বেদই ধর্ম্মের মূল" ইহা কিরূপে বলা যায়?

ইহার উত্তর বলা যাইতেছে:—। এইরূপ আপত্তির আশঙ্কা করিয়াই "বেদোঽখিলঃ" এখানে "অখিল" শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। কারণ, ঐ বিধিমন্ত্র প্রভৃতি সকল অংশগুলিই ধর্ম্মজ্ঞাপক। (ঐগুলি সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরাক্রমে ধর্ম্মই প্রতিপাদন করে। অর্থবাদ, মন্ত্র এবং নামধেয় এগুলিও কিভাবে ধর্ম্ম প্রতিপাদন করে তাহাই দেখাইতেছেন)। বিধিবাক্য সকলের যাহা প্রয়োজন অর্থবাদ বাক্য সকলেরও প্রয়োজন তাহা হইতে স্বতন্ত্র নহে যে উহা দ্বারা ধর্ম্ম প্রতি-পাদিত হইবে না। কারণ অর্থবাদকে বিধিবাক্য হইতে পৃথক্ করিয়া লইলে উহা বিধি-সাকাঙ্ক্ষ হইয়া পড়ে; এই জন্য অর্থবাদবাক্যগুলি বিধিবাক্যেরই অঙ্গ। আর উহাদের ঐ বিধিবাক্যপরতা আছে বলিয়া অর্থবাদ ও বিধিবাক্য ইহাদের একবাক্যতা করিলে ঐ বিধিবাক্যেরই যাহাতে আনুগুণ্য (অনুকূলতা) করে সেইভাবেই অর্থবাদ সকলের ব্যাখ্যা করিতে হয়। এইজন্য "প্রজাপতি নিজ বপা উৎখাত করিয়াছিলেন" ইত্যাদি বাক্যগুলির স্বার্থপরতা নাই—(যেরূপ অর্থ বুঝা যাইতেছে কেবল সেইটী প্রতিপাদন করা উহার তাৎপর্য্য নহে)। কিন্তু বিধিবাক্যের শেষ (অঙ্গ) হইয়া তাহার অর্থের পোষকতা করাই উহার প্রয়োজন। আর, বিধিবাক্যের দ্বারা যে দ্রব্য এবং গুণ প্রভৃতি বিহিত হয় তাহাও কিন্তু অর্থবাদবাক্য হইতে প্রতিপাদিত হয় না যে তাহা নহে। কাজেই অন্য প্রকারে অর্থাৎ বিধেয় যে দ্রব্য, দেবতা প্রভৃতি তাহার প্রশংসা করিয়াই ঐ অর্থবাদবাক্যগুলি বিধিবাক্যের সহায় হয়। তাহাও অর্থাৎ দ্রব্যগুণাদিও নিশ্চয়ই ঐ সকল বাক্য হইতে প্রতীত হইয়া থাকে। পশুযাগ এমনই প্রশস্ত উৎকৃষ্ট কর্ম্ম যে, প্রজাপতি স্বয়ং ঐ যাগ করিয়াছিলেন এবং তখন ঐ যাগীয় কোন পশু না থাকায় উপায়ান্তর না দেখিয়া—প্রজাপতি নিজেকেই যজ্ঞিয় পশুরূপে কল্পনা করিয়া নিজ বপা উৎপাটিত করতঃ (তাহা দ্বারা ঐ যাগ সম্পাদন করেন)। এইভাবে অর্থবাদ সকল বিধিবাক্যের বিধায়কতাশক্তির সাহায্য করিয়া থাকে বলিয়া যেখানে যেখানে অর্থবাদ আছে সেই সেই জায়গাতেই বিধিবাক্য সকল ঐ অর্থবাদ বাক্যের সহিত মিলিত হইয়াই কর্ম্মবিশেষের বিধায়ক হইয়া থাকে। যদিচ ইহাও ঠিক যে, অর্থবাদ না থাকিলেও কেবল বিধিবাক্যের উল্লেখ হইতেই বিধিবোধিত অর্থের প্রতীতি জন্মিয়া থাকে, যেমন "বসন্তদেবতার উদ্দেশ্যে কপিঞ্জল (পক্ষিবিশেষ) আলম্ভন করিবে" ইত্যাদিস্থলে (কেবল

বিধিই আছে, কোন অর্থবাদ নাই, অথচ এস্থলে বিধিবোধিত অর্থের প্রতীতি হয় না যে তাহা নহে), তথাপি অর্থবাদ সকল অনর্থক নহে। যেহেতু যে সকল স্থলে অর্থবাদ আছে সেখানে কেবল-বিধি হইতে বিধেয় অর্থ প্রতীত হইবে না (কিন্তু অর্থবাদের সহিত মিলিত যে বিধিবাক্য তাহা হইতেই বিধায়কতাবোধ জন্মিবে। যদি বলা হয় একই বিষয়ে এরকম ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম কেন? তদুত্তরে বক্তব্য—) বেদ ত আর কাহারও তৈয়ারি নহে যে ঐরূপ অভিযোগ করা চলিবে! এ কথা বলাই চলে না যে, অপরাপর স্থলে যেমন অর্থবাদ নাই এখানেও সেইরকম অর্থবাদ নাই বা রহিল। বস্তুতঃ কথা এই যে, অর্থবাদ যখন আছে তখন তাহার গতি কি—সার্থকতা কি তাহাই মাত্র আমরা বলিয়া দিতে পারি, আর তাহা বলাও হইল। (কিন্তু অর্থবাদ থাকিবে, কি থাকিবে না, এ অনুযোগ করা অপৌরুষেয় বেদের বিরুদ্ধে সংগত হইবে না)। আর, অর্থবাদের এই যে সার্থকতা দেখান হইল ইহা যে লোক ব্যবহারে অপ্রসিদ্ধ অপ্রচলিত তাহাও নহে। যেহেতু লৌকিক ব্যবহারেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিধি নির্দ্দেশ করিবার স্থলে সেই বিধিরই অংগ বা সাহায্যকারিরূপে প্রশংসাবোধক বাক্য প্রয়োগ করা হয়। যেমন, কোন মনিব দেবদত্ত নামক তাহার চাকরকে মাইনে দিতে উদ্যত হইলে অন্য কোন ভৃত্য খুশী হইয়া সেখানে বলিয়া থাকে, "দেবদত্ত চমৎকার চাকর, সে সর্ব্বদাই প্রভুর কাছে কাছে থাকে, সেবা করিবার নিয়ম জানে এবং সেবা করিতেও নিপুণ"। অতএব (এই সকল আলোচনা দ্বারা ইহাই স্থির হইল যে) অর্থবাদসকলও অবশ্যই বিধায়ক—বিধির অর্থই প্রকাশ করে, তবে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে কিন্তু বিধেয় বিষয়টীর প্রশংসা দ্বারা (বিধিশক্তির উত্তম্ভকতা সম্পাদন করিয়াই উহা বিধ্যর্থ সম্পাদন করে)। এইরূপ, কোন কোন স্থলে কেবল অর্থবাদ হইতেই বিধেয়বিশেষের প্রতীতি হইয়া থাকে। (অথচ সেখানে কোন বিধায়কবাক্য আম্নাত হয় নাই)। যেমন, "অভ্যঞ্জন করা শর্করাগুলি অর্থাৎ প্রস্তরখণ্ডগুলি সাজাইয়া রাখিবে"। এখানে যে অভ্যঞ্জন বলা হইল ইহার জন্য ঘৃত, তৈল প্রভৃতি কোন একটী স্নেহপদার্থ যে আবশ্যক ইহা বিধির আকাঙ্ক্ষা হইতে জানা যায়। (অথচ ঐ রকম কোন দ্রব্য বিধি দ্বারা বিহিত হয় নাই।) কিন্তু ঐ বাক্যের নিকটেই আম্নাত হইয়াছে "ঘৃত পদার্থটী সাক্ষাৎ তেজঃস্বরূপ"। এটী একটী অর্থবাদ। ইহা দ্বারা ঘৃতের প্রশংসা করা হইয়াছে। এ স্থলে "অক্তাঃ শর্করাঃ" ইত্যাদি বিধিবাক্য এবং এই অর্থবাদ বাক্যটী পর্য্যালোচনা করিলে এই প্রকার অর্থই বুঝা যায় যে, ঘৃতের দ্বারাই শর্করা অভ্যঞ্জন করা কর্ত্তব্য ; সেই জনাই এখানে অভ্যঞ্জনের কাছে ঘৃতের প্রশংসা ; অন্যথা উহা নিষ্ফল। (অতএব এখানে "তেজো বৈ ঘৃতম্" এই অর্থবাদ হইতে "ঘৃতেন অঞ্জ্যাৎ" অর্থাৎ ঘৃতের দ্বারা শর্করা অভ্যঞ্জন করিবে, এই প্রকার বিধি উন্নীত হয়।) এইরূপ, "যে সমস্ত ব্যক্তি এই রাত্রিসত্র নামক যজ্ঞ সম্পাদন করে তাহারা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া থাকে", এই অর্থবাদ হইতে উক্ত যজ্ঞের অধিকার অর্থাৎ কর্ত্তব্যতা বিহিত হয়। (প্রতিষ্ঠাই রাত্রিসত্রের ফল, 'প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তি রাত্রিসত্র-যাগ করিবে'—এই যে বিধি ইহা বিধিবাক্যান্তর দ্বারা বোধিত না হইলেও অর্থবাদ বাক্য হইতে নিরূপিত হইয়া থাকে)। অতএব অর্থবাদ সকলও ধর্ম্মের মূল।

মন্ত্রের মধ্যেও কতকগুলি হইতেছে বিধায়ক অর্থাৎ বিধিবোধক—যেমন, "বসন্তায় কপিঞ্জলান্" ইত্যাদি বাক্যগুলি। এইরূপ, 'আঘার' নামক কর্ম্মে (ব্রাহ্মণবাক্যে দেবতা বিহিত হয় নাই বলিয়া তথায়) মন্ত্রবর্ণ হইতেই দেবতা বিহিত হইয়া থাকে। যেহেতু ঐ কর্ম্মের যে উৎপত্তিবাক্য (যে বিধিবাক্যের দ্বারা ঐ কর্ম্মটীর কর্ত্তব্যতা বোধিত হইয়াছে সেই যে বাক্য) তাহাতে ঐ কর্ম্মের কোন দেবতার উল্লেখ নাই ; অথচ অন্য একটী বাক্যের দ্বারা যে ঐ কর্ম্মের দেবতা বিহিত হইয়াছে তাহাও নহে। তবে, "ইত ইন্দ্র" ইত্যাদি মন্ত্র ঐ কর্ম্মে বিহিত হইয়া বিনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়াছে। কাজেই ঐ কর্ম্মে বিনিযুক্ত ঐ মন্ত্রের বর্ণনা হইতে (মন্ত্রাক্ষর হইতে), ঐ কর্ম্মের দেবতা বোধিত হয়—মন্ত্রটী যখন ঐ কর্ম্মে বিনিয়োগ প্রাপ্ত তখন ঐ মন্ত্রে যে দেবতা বর্ণিত হইয়াছে তাহাই যে ঐ কর্ম্মের দেবতা, ইহা প্রতীত হইয়া থাকে। এইরূপ 'মান্ত্রবর্ণিক' দেবতা-বিধি হাজার হাজার আছে। আর, যে সমস্ত মন্ত্র 'ক্রিয়মাণানুবাদী'—যে বিষয়টীর অনুষ্ঠান করা হইতেছে তাহারই দ্রব্য, গুণাদি কোন একটীর বর্ণনা করিতে থাকে, সেগুলিও (বিধিপ্রতি-পাদক না হইলেও) ঐ কর্ম্মের দ্রব্য গুণাদিরূপ অর্থসকলের স্মৃতি উৎপাদন করিয়া দেয়; এইরূপে সেগুলিও ঐ অনুষ্ঠানরূপ ধর্ম্মই প্রতীত করাইয়া দিয়া থাকে। কাজেই সেগুলিও অনুষ্ঠেয় বিষয়ের জ্ঞান জন্মাইয়া দেয় বলিয়া সেগুলিও "ধর্ম্মের মূল" হইতেছে।

এইরূপ, নামধেয়ও ক্রিয়াপদাবিধেয় যে ধাত্বর্থ তাহার সহিত অভিন্নার্থক বলিয়া উহারও ধর্ম্মমূলতা অত্যন্ত প্রসিদ্ধই বলিতে হইবে। (অর্থাৎ "যজেত" বলিলে ক্রিয়া দ্বারা ধাত্বর্থ যাগই বিহিত হয়। কিন্তু যাগ ত বহু বহু আছে। সেগুলির পরস্পরভেদ জানা আবশ্যক। কাজেই 'উদ্ভিদ্', 'বলভিদ্', 'শ্যেন' প্রভৃতি নামগুলি ঐ যজ্ ধাতুর অর্থ যে যাগ তাহারই সহিত অভিন্ন-ভাবে অন্বিত হয়। তখন উহারা 'উদ্ভিদ্ নামক যাগ', 'বলভিদ্ নামক যাগ', এই প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সংশয় দূর করিয়া দেয়। কাজেই নামধেয়ও ধর্ম্মই প্রতিপাদন করিতেছে ; কারণ যাগাদিই অনুষ্ঠেয় এবং তাহাই ধর্ম্ম। অতএব ঐ নামধেয়ও নিরর্থক নহে)। আবার গুণবিধি সকল অধিকাংশ স্থলেই ঐ নামধেয়কে অবলম্বন করিয়াই প্রবৃত্ত হয়। যেমন, "স্বারাজ্যকামী ব্যক্তি শরৎকালে 'বাজপেয়' নামক যাগ করিবে" ইত্যাদি। (এ স্থলে 'বাজপেয়' এই নামধেয়কে অবলম্বন করিয়া শরৎকালরূপ গুণ বিহিত হইয়াছে। 'বাজপেয়' নামটী না থাকিলে শুধু যাগের উদ্দেশ্যে ঐরূপ গুণ বিধান করা যাইত না ; যেহেতু যাগ যখন বহু প্রকার তখন কোন্‌টী শরৎকালে কর্ত্তব্য তাহা উহা দ্বারা নিরূপিত হইবে না)। অতএব ইহা যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হইল যে সমগ্র বেদই ধর্ম্মের মূল।

অপর কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন যে, শ্যেনযাগাদিবিধায়ক বাক্যসকল ধর্ম্মপ্রতিপাদক নহে (কারণ শ্যেনযাগাদিগুলি ধর্ম্ম নয়), এইরূপ "রশুন ভক্ষণ করিবে না" ইত্যাদি প্রকার নিষেধ বাক্যগুলিরও ধর্ম্মবোধকতা নাই, এই প্রকার শঙ্কা করিয়া ঐ সকল বাক্যেরও যে ধর্ম্মপ্রতিপাদকতা আছে তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্যই এখানে 'অখিল' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। (যেহেতু শ্যেনযাগাদির মধ্যে একেবারেই যে ধর্ম্মত্ব নাই তাহা নহে; নিষেধ্যপরিহার করাও যে ধর্ম্ম নয়, এরূপ নহে। উহাদেরও যে ধর্ম্মত্ব আছে তাহা এখনই দেখান হইবে। যাঁহারা মনে করেন শ্যেনযাগাদির মধ্যে ধর্ম্মত্ব নাই তাঁহাদের বক্তব্যটী প্রথমে দেখাইতেছেন)। শ্যেনযাগ প্রভৃতিগুলি শত্রুমারণরূপ অভিচার কর্ম্ম বলিয়া ঐগুলি হিংসাস্বরূপ। হিংসা ক্রূর (নিষ্ঠুর) কর্ম্ম ; কাজেই অভিচার কর্ম্ম ঐ প্রকার বলিয়া উহা নিষিদ্ধ। এ কারণে উহা অধর্ম্ম। (সুতরাং বেদের যে অংশ ঐ অভিচার কর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা ধর্ম্মপ্রতিপাদক নহে)। অতএব সমগ্র বেদই ধর্ম্মপ্রতিপাদক, ইহা হইতে পারে না। (এইরূপ নিষিদ্ধবর্জ্জনও ধর্ম্ম নহে। কারণ) ধর্ম্ম হইতেছে কর্ত্তব্য (অনুষ্ঠেয়) স্বরূপ, ইহা আগেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্ম্মগুলি অনুষ্ঠেয় নহে। সুতরাং ঐ নিষেধবোধক বাক্যগুলি ধর্ম্মের মূল হইবে কিরূপে? অধিক কি অগ্নীষোমীয়যাগ প্রভৃতি যে সকল পশুযাগ আছে সেগুলিও হিংসাসম্পাদ্য; কাজেই সেগুলিরও ধর্ম্মস্বরূপতা সুদূরপরাহত। কারণ, হিংসা যে পাপ ইহা সকল প্রকার মতবাদ মধ্যে স্বীকৃতসত্য। এইজন্য এইরূপ কথিতও আছে,—"যাহাদের মতে প্রাণিবধ ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাদের সিদ্ধান্তে অধর্ম্মটী কিরূপ"?

এই প্রকার যে আশঙ্কা দেখান হয় তাহা দূর করা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, "বেদোঽখিলঃ" এখানে এই 'অখিল' শব্দটী প্রয়োগ করিয়া ঐ প্রকার শঙ্কা অপনোদন করা হইয়াছে ; যেহেতু ইহা ছাড়া ঐ পদটী ব্যবহার করিবার অন্য কোন প্রয়োজন বা সার্থকতা নাই। ইহাতে যদি আপত্তি করিয়া বলা হয়, 'সমগ্র বেদই ধর্ম্মের মূল' ইহা বলিলেই ত আর ঐরূপ আশঙ্কা দূর হইবে না, হেতু বা যুক্তি দেখাইতে হইবে ; কিন্তু তাহা ত এখানে বলা হয় নাই? ইহার উত্তরে বক্তব্য, ইহা আগমগ্রন্থ—তর্কগ্রন্থ (বিচার শাস্ত্র) নহে ; কাজেই বিচারপূর্ব্বক যুক্তি দ্বারা যে বিষয়টী স্থিরীকৃত হইয়া আছে তাহাই মাত্র এখানে বক্তব্য (এজন্য কেবল সিদ্ধান্তই এখানে উল্লিখিত হইয়াছে, যুক্তিটী দেখান হয় নাই)। যাঁহারা যুক্তিও জানিতে চান তাঁহাদের নিবৃত্ত করিয়া দিতে হয় মীমাংসা শাস্ত্র হইতে—(অর্থাৎ পূর্ব্ব মীমাংসা শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে বহু যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক বহুবিচার আছে ; তাহা হইতে যুক্তিসকল জানিয়া লইতে হইবে)। যাঁহারা কেবলমাত্র শাস্ত্রনির্দ্দেশ হইতে এ বিষয় বিশ্বাস করেন তাঁহাদের জন্যই ইহা বলা হইতেছে।

বিবরণকার (মনুসংহিতার 'বিবরণ' নামক টীকাকার) কিন্তু এ সম্বন্ধে অল্প স্বল্প কিছু যুক্তিও দেখাইয়া থাকেন। তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তি এইরূপ ;—। ঐ শঙ্কা উত্থাপনকারী যে বলিয়াছেন শ্যেনযাগাদিগুলি অধর্ম্ম, যেহেতু সেগুলি নিষিদ্ধ, তাহা ঠিক। তথাপি, ঐ শ্যেনাদি-গুলি নিষিদ্ধ হইলেও যে ব্যক্তির বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল সে "কোনও প্রাণী হিংসা করিবে না"

এই নিষেধের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে। তখন ঐ শ্যেনযাগাদিগুলি তাহা দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহার ফল যে শত্রুবধ প্রভৃতি তাহা উহা দ্বারা সম্পন্ন হওয়ায় ঐ ব্যক্তি তজ্জন্য প্রীতি অনুভব করে। কাজেই ঐ শ্যেনযাগাদি তাহার তাদৃশ প্রীতি সাধন করে বলিয়া উহাও ধর্ম্ম (কারণ, শাস্ত্রবোধিত যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া প্রীতি বা সুখ উৎপাদন করে তাহাই ধর্ম্ম); মাত্র এই অংশে যথার্থ অবিসংবাদিত ধর্ম্মের সহিত শ্যেনযাগাদির সাদৃশ্য রহিয়াছে। এ কারণে বেদের শ্যেনযাগাদিবিধায়ক বাক্যসকলেও ধর্ম্মমূলতা ব্যাহত হয় না। এইরূপ, বেদের নিষেধবাক্য সকলেও অবশ্যই ধর্ম্মমূলতা আছে। কারণ, যে ব্যক্তি স্বাভাবিক আসক্তি বশতঃ ব্রহ্মবধাদি নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় সেই ব্যক্তিই নিষেধবাক্য সকলের অধিকারী। যাহা নিষিদ্ধ তাহা আচরণ না করাটাই হইতেছে নিষেধবিধির অনুষ্ঠান। পক্ষান্তরে অগ্নীষোমীয়াদি যজ্ঞের যে পশুবধ করা হয় সেখানে যে হিংসা তাহা শাস্ত্রের নিষেধের বিষয় নহে; কারণ, বিদ্বেষসম্ভূত যে লৌকিক হিংসা তাহাই নিষেধবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ যে হিংসা তাহা লৌকিক হিংসা নহে কিন্তু তাহা যজ্ঞাঙ্গরূপে শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে বলিয়া তাহা বৈধ হিংসা; সুতরাং তাহা ঐ "ন হিংস্যাৎ" রূপ নিষেধের আমলে পড়িবে না, যেহেতু লৌকিক যে হিংসা তাহাই ঐ নিষেধের বিষয়—তাহাই ঐ নিষেধের আওতায় আসে বলিয়া ইহা দ্বারাই ঐ নিষেধ চরিতার্থ হইয়া যায়। আর, যেহেতু লৌকিক হিংসার ন্যায় বৈদিক হিংসাও হিংসা ছাড়া অন্য কিছু নহে অতএব লৌকিক হিংসা যদি পাপজনক হয় তবে বৈদিক হিংসাও পাপজনক হইবে না কেন, এই প্রকার সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের দ্বারা বৈদিক হিংসাকেও প্রত্যবায়হেতু অর্থাৎ পাপজনক বলিয়া আপাদন করা চলিবে না। কারণ, শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ হইতেছে এই যে, হিংসা হিংসাস্বরূপে পাপজনক নহে অর্থাৎ যেহেতু উহা হিংসা অতএব উহা পাপজনক, ইহা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে। কিন্তু, শাস্ত্রমধ্যে নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই হিংসাকে পাপজনক বলা হয়। (সুতরাং যে হিংসা নিষেধের বিষয়—নিষেধের আওতায় পড়ে কেবল তাহাতেই পাপ হয়)। কিন্তু বিধিবিহিত যে হিংসা তাহা ঐ নিষেধের আমলে আসে না, যেহেতু যাহা বিহিত তাহাই আবার নিষিদ্ধ হইতে পারে না; আর অগ্নীষোমীয় পশুবধ যজ্ঞের অঙ্গরূপে কর্ত্তব্য বলিয়া "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" এই বেদবচনে বিহিত হইয়াছে। কেহ কেহ "বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলম্" এস্থলে 'মূল' শব্দটীর অর্থ কারণ, এই বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে উহার অর্থ এইরূপ,—বেদ ধর্ম্মের 'মূল' অর্থাৎ 'কারণ'; সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক কিংবা পরম্পরা সম্বন্ধেই হউক বেদ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার কারণ। তন্মধ্যে "স্বাধ্যায়াধ্যয়ন করিবে", "ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদ ধারণ করিয়া" ইত্যাদি বিধিস্থলে বেদ সাক্ষাৎ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার কারণ —(যেহেতু এখানে বলা হইয়াছে যে, বেদপাঠ হইতেই ধর্ম্ম হয়)। আর অগ্নিহোত্রাদিবিধিস্থলে ঐসকল কর্ম্মের স্বরূপ কিরূপ, বেদ তাহা জানাইয়া দেয় বলিয়া (পরে সেই জ্ঞান অনুসারে ঐসকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্ম হয় বলিয়া) এতাদৃশ স্থলে বেদ পরম্পরা সম্বন্ধে ধর্ম্মের প্রতি কারণ।

"স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্"—(ঐ বেদবিদ্গণের স্মৃতি এবং শীলও ধর্ম্মের জ্ঞাপক প্রমাণ)। যে বিষয়টী আগে অনুভব করা হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে পুনরায় যে জ্ঞান তাহার নাম 'স্মৃতি'। "তদ্বিদাম্" এস্থলে 'তদ্' শব্দের দ্বারা বেদের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেই বেদ যাঁহারা বিদিত আছেন তাঁহারা 'তদ্বিদ্'। বেদার্থবিৎ ব্যক্তিগণের—'ইহা কর্ত্তব্য, ইহা কর্ত্তব্য নহে', এই প্রকার যে অনুষ্ঠেয়ার্থ-বিষয়ক স্মরণ তাহাও ধর্ম্মে প্রমাণ। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, স্মৃতিকে যে প্রমাণ বলা হইল তাহা কিরূপে সঙ্গত হয়? কারণ স্মৃতি প্রমাণ নহে, ইহাই ত দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন। যেহেতু, প্রথমে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহায্যে যে বিষয়টী অবগত হওয়া যায় স্মৃতি তাহারই জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে, কিন্তু উহা তাহার অধিক বিষয় লেশমাত্রও জ্ঞানগোচর করে না; এইজন্য উহা জ্ঞাতার্থজ্ঞাপক বলিয়া অনুবাদিজ্ঞানস্বরূপ; ইহা দার্শনিকগণ বলেন। (মনুপ্রভৃতিরও যে স্মরণ বা স্মৃতি—তাহাও ইহা হইতে ভিন্নপ্রকার হইতে পারে না। অতএব তাহা প্রমাণ হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে বক্তব্য), সত্যই তাই (স্মৃতি স্বতঃ প্রমাণ নহে); যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহাদের যে প্রথম শাব্দজ্ঞান বা প্রত্যক্ষাদিজ্ঞানজনক শব্দাদি তাহাই প্রমাণ, কিন্তু তাঁহাদের নিজ নিজ স্মৃতি (স্মরণ) প্রমাণ নহে। পক্ষান্তরে আমাদের কাছে মনুপ্রভৃতির যে স্মৃতি (বেদার্থস্মরণ) তাহাই প্রমাণ। কারণ, তাঁহাদের ঐ প্রকার স্মরণ ব্যতীত

আমরা ইহা কিছুতেই নিরূপণ করিতে পারি না যে অষ্টকা প্রভৃতি কর্ম্ম আমাদের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। আবার মনুপ্রভৃতির যে ঐপ্রকার স্মরণ তাহা তাঁহাদেরই রচিত বাক্যনিচয় (নিবন্ধ) হইতে নিরূপিত হয়। তাঁহাদের ঐ বাক্যরাশিও স্মরণ-পরম্পরাক্রমে আমাদের নিকট আসিয়াছে। ঐ স্মরণ হইতেই আবার আমরা অনুমান দ্বারা এইরূপ নিশ্চয় করি যে, মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণ প্রমাণের দ্বারা এই সকল বিষয় অনুভব করিয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহারা এইরূপ স্মরণ করিতেছেন; কারণ, যাহা পূর্ব্বে অনুভব করা হয় নাই তাহার স্মরণও হইতে পারে না।

আচ্ছা, এমনও তো হইতে পারে যে, তাঁহারা কোন প্রমাণের দ্বারা অনুভব না করিয়াই কেবল কল্পনা করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যেমন কোন কোন কবি নিজ নিজ মনগড়া এক একটা গল্প লইয়া বর্ণনা করেন। ইহার উত্তরে বলা যায়, হাঁ, এরকম হইতে পারিত বটে যদি এখানে মনুপ্রভৃতির স্মৃতিগ্রন্থে কর্ত্তব্যতার উপদেশ না থাকিত। আবার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার জন্যই কর্ত্তব্যতার উপদেশ। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই নিজ ইচ্ছানুসারে কোন কিছু কল্পনা করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করে না। যদি বলা হয় ভ্রান্তিবশত ঐ প্রকার অনুষ্ঠান তো সম্ভব হইতে পারে। ইহার উত্তরে বক্তব্য, এক জনের ভ্রান্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু জগৎশুদ্ধ লোকের একই প্রকার ভ্রম ঘটিবে এবং তাহা চিরকাল চলিতে থাকিবে, এরূপ কল্পনা করা দৃষ্টবিরুদ্ধ, ইহা লোকব্যবহারে প্রসিদ্ধ নহে। বস্তুতঃ মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণের স্মৃতির মূল যখন বেদ তখন তাঁহাদের ভ্রান্তিবশতঃ ঐ প্রকার স্মৃতি হইয়াছে এরূপ কল্পনা করা মোটেই সংগত নহে, বেদমূলকত্ব থাকিলে ভ্রান্তি প্রভৃতির (ভ্রম, প্রমাদ বা প্রতারণা করিবার ইচ্ছা প্রভৃতির) অবসর নাই। এই কারণেই ইহাও স্বীকার করা হয় না যে, মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণ ধর্ম্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন (যেহেতু ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ যোগ্য পদার্থ নহে)। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ (সম্বন্ধ) ঘটিলে যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম প্রত্যক্ষ। কিন্তু ঐ ধর্ম্ম এমনই একটী পদার্থ যাহা ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে না; কারণ ধর্ম্ম হইতেছে কর্ত্তব্যতাস্বরূপ। আর, যাহা কর্ত্তব্য (অনুষ্ঠেয়) তাহা (ঘটপটাদির ন্যায়) সিদ্ধস্বরূপ নহে—কিন্তু তাহা অসিদ্ধ-(সাধ্য) স্বরূপ। আবার, ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহার সন্নিকর্ষ হয় তাহা সিদ্ধস্বরূপ—অর্থাৎ যাহা সিদ্ধস্বরূপ, তাহা সন্নিকর্ষের পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে বলিয়া তাহারই সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হওয়া সম্ভব। কিন্তু ধর্ম্ম সাধ্যস্বরূপ হওয়ায় সন্নিকর্ষের পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকে না বলিয়া তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে পারে না। কাজেই ধর্ম্ম প্রত্যক্ষগ্রাহ্যও হইতে পারে না। সুতরাং মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণ ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিবেন কিরূপে?

(প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ধর্ম্মের স্বরূপ জানা সম্ভব না হইলেও অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যে তাহা জানা যাইবে—এই প্রকার শঙ্কা হইলে তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—) সত্য বটে অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যে যে বিষয়টী প্রমিত হয় তাহা ঐ প্রমাণের প্রয়োগকালে বিদ্যমান না থাকিলেও চলে; যেমন পিপীলিকার দল তাহাদের ডিমগুলিকে স্থানান্তরে সরাইয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া প্রমাণপটু ব্যক্তিগণ অনুমান করেন যে, অদূরভবিষ্যতে বৃষ্টি হইবে (এস্থলে অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান যে ভবিষ্যৎ বর্ষণ তাহারও জ্ঞান হয় যেমন অনুমান দ্বারা, সেইরূপ, ধর্ম্ম তৎকালে অবিদ্যমান—ভবিষ্যৎ হইলেও তাহা অনুমান দ্বারা জানা যাইবে) তথাপি উহা দ্বারা কোন কর্ত্তব্যতা (অনুষ্ঠানযোগ্য ক্রিয়া) প্রতীত হয় না। (কাজেই অনুমান সাহায্যেও ধর্ম্মস্বরূপ নিরূপিত হয় না। সুতরাং মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ ধর্ম্মের স্বরূপ যেমন প্রত্যক্ষের দ্বারা জানিতে পারেন না সেইরূপ অনুমানাদি প্রমাণের সাহায্যেও তাহা অবগত হইতে পারেন না)। অতএব তাঁহারা (বেদমার্গ নিরত হইয়াও) যখন অনুষ্ঠেয় কর্ম্মকলাপের স্মরণ করিতেছেন—সেইগুলি স্মরণ করিয়া (স্মৃতি হইতে) উপদেশ দিতেছেন তখন তাঁহাদের সেই যে স্মৃতি তাহারও কোন অনুরূপ কারণ আছে, ইহা কল্পনা (অনুমান) করিতে হয়। আর তখন উহার অন্য কোন কারণ না দেখিতে পাওয়ায় বেদই যে ঐ স্মৃতির মূল (কারণ), ইহা অনুমান দ্বারা নিরূপিত হয়। আর ঐ বেদ আমাদের নিকট অনুমেয় (অনুমানগম্য) হইলেও মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ উহা প্রত্যক্ষত উপলব্ধি করিয়াছিলেন (দেখিয়াছিলেন, অধ্যয়ন করিয়াছিলেন)। বেদের যে শাখায় ঐ সমস্ত স্মার্ত্ত-ধর্ম্মগুলি উপদিষ্ট ছিল সেই শাখা এখন উৎসন্ন (নষ্ট) হইয়া গিয়াছে।

ঐ উৎসন্ন বেদশাখা কি একটী, না বহু? (বেদের একটী শাখাই কি উৎসন্ন হইয়াছে, না বহু শাখাই উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে?) যদি বহু হয় তবে কি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, সেই উৎসাদনপ্রাপ্ত বহু শাখার মধ্যে কোন একটী শাখার মধ্যে অষ্টকা প্রভৃতি কোন একটী ধর্ম্মের উপদেশ আছে (এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন উৎসন্ন শাখায় এক একটী করিয়া স্মার্ত্ত ধর্ম্মের মূল উপদেশ রহিয়াছে)—যেহেতু এই প্রকার অনুমানও উত্থিত হইতে পারে। অথবা এমনও হইতে পারে, স্মার্ত্তধর্ম্মের মূলস্বরূপ ঐ সমস্ত বেদশাখার অধ্যয়ন আজও প্রচলিত আছে, কিন্তু (ঐ স্মার্ত্ত ধর্ম্মগুলি কোন একটী বিশেষ শাখার মধ্যে উপদিষ্ট হয় নাই) ঐগুলি ছড়াইয়া আছে—(ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে আংশিকভাবে উল্লিখিত হইয়াছে); যেমন, কোন শাখার মধ্যে অষ্টকা প্রভৃতি কর্ম্মের উৎপত্তি (স্বরূপজ্ঞাপক বিধি) আছে, কোন শাখার মধ্যে ঐ কর্ম্মের দ্রব্যাদির বিধি আছে, আবার কোন শাখার মধ্যে বা উহার দেবতা উপদিষ্ট হইয়াছে। এইভাবে বিপ্রকীর্ণ (ছড়াইয়া থাকা) কর্ম্মগুলির অঙ্গকলাপ একত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ, ইহাতে লোকে ঐ সকল কর্ম্ম অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারিবে।

অথবা ইহা কি এইরূপ যে, (ঐ সকল ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ বিধি বেদ মধ্যে নাই কিন্তু) ঐগুলি বেদের মন্ত্র, অর্থবাদ প্রভৃতির লিঙ্গ হইতে কর্ত্তব্যরূপে অনুমিত হয় (কাজেই উহাদের বিধি অনুমেয়)? অথবা এমনও কি হইতে পারে যে, এই যে সমস্ত অনুষ্ঠেয় স্মার্ত্ত ধর্ম্ম উহার আদি নাই (কোথায় কখন থেকে যে ঐগুলির প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না), ইহা সম্প্রদায়ক্রমে (গুরুশিষ্যক্রমে) চলিয়া আসিতেছে, এবং ঐ সম্প্রদায়ক্রমের যে পারম্পর্য্য তাহারও কখনও বিচ্ছেদ ঘটে নাই—ঐ পারম্পর্য্যও অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতেছে; কাজেই উহাও বেদেরই ন্যায় নিত্য। অথবা এরূপও হইতে পারে কি যে, আমরা যেমন এখন মনু প্রভৃতি মহর্ষির উপর বিশ্বাস করিয়া ঐসকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণও সেইরূপ অপরের উপর বিশ্বাস করিয়া উহাদের কর্ত্তব্যতা স্থির করিয়াছিলেন (কাজেই তাঁহারাও ইহাদের মূলীভূত শ্রুতি দেখেন নাই কিন্তু আমাদেরই ন্যায় শ্রুতির অনুমান করিয়াছিলেন); আর তাহা হইলে উহাদের মূলীভূত শ্রুতি (বেদ বচন) কখনও কাহারও প্রত্যক্ষ হয় নাই কিন্তু তাহা নিত্যানুমেয়—সকল সময়ে সকলেরই কাছে অনুমানগম্যই হইয়া আসিতেছে। বিবরণকার (মনুসংহিতার 'বিবরণ' নামক ব্যাখ্যাকার একজন প্রাচীন আচার্য্য) এ সম্বন্ধে এই প্রকার বহু বিকল্প (সংশয় ও প্রশ্নমূলক একাধিক পক্ষ) উত্থাপন করিয়া বিচার করিয়াছেন। তবে সে সমস্ত বিচারের সার সিদ্ধান্ত কথা এই যে, এই অনুষ্ঠান সমস্তই বৈদিক (বেদমূলক); যেহেতু স্মার্ত্ত কর্ম্মসকল বেদবিধির সহিত বিজড়িত ইহা জানিয়াই এবং ঐরূপ দেখিয়াই অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিরা ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিভাবে ঐ স্মার্ত্তকর্ম্মগুলি বেদবিধির সহিত বিজড়িত তাহাও দেখান হইয়াছে। যেমন, কোন স্থলে অঙ্গকর্ম্মগুলি বৈদিক কিন্তু প্রধান কর্ম্মটী স্মার্ত্ত; কোথাও বা ইহার বিপরীত (প্রধান কর্ম্মটী বৈদিক আর অঙ্গ কর্ম্ম স্মার্ত্ত), বেদ মধ্যে কোথাও বা স্মার্ত্ত কর্ম্মের উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে, কোথাও বা অধিকার (ফলমাত্র) জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে, আবার কোন স্থলে বা কর্ম্মবিষয়ক অর্থবাদ মাত্র আছে (কর্ম্মটীর কর্ত্তব্যতা তাহা হইতে অনুমান করিতে হয়)। এইভাবে সকল স্মার্ত্ত কর্ম্মই বেদবচনের সহিত সংশ্লিষ্ট। স্মৃতিবিবেক নামক গ্রন্থে ইহা আমি খুব ভালভাবে আলোচনা করিয়াছি।

অতএব, স্মার্ত্ত এবং বৈদিক এই দ্বিবিধ বিধি পরস্পরবিজড়িত থাকায় উহাদের মধ্যে একটী আর একটীকে ছাড়িয়া কখনও থাকিতে পারে না। স্মৃতির কর্ত্তা এবং বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকর্ত্তা ইহারা কখনও পরস্পরবিচ্ছিন্ন নহেন। যাঁহারা প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারাই যদি ঐ সমস্ত স্মার্ত্ত কর্ম্ম আচরণ করিতে থাকেন তবেই ঐ স্মার্ত্ত-কর্ম্মগুলির বেদমূলতা সিদ্ধ হয়, ঐগুলির মূলে যে বেদবিধি আছে তাহা নিরূপিত হয়। যেহেতু, স্মার্ত্ত কর্ম্মকলাপের প্রামাণ্যের প্রধান কারণ এই যে, বেদবিৎ অর্থাৎ—বেদবাসনাবাসিত-চিত্ত শিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন (তদনুসারে অনুষ্ঠান করেন)। এইজন্য পরমর্ষি জৈমিনি মীমাংসাদর্শনের স্মৃতির প্রামাণ্য স্থাপনার্থে বলিয়াছেন—"কর্ত্তৃসামান্যাদ্ধেতু" (কর্ত্তার সমানতা আছে বলিয়া) অর্থাৎ যেহেতু বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকর্ত্তা এবং স্মৃতিকর্ত্তা অভিন্ন, এই কারণে অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি (শিষ্ট পরিগৃহীত মন্বাদি স্মৃতি) শ্রুতির 'প্রতি'

অর্থাৎ প্রতিনিধি অর্থাৎ অনুমাপক হইবে। তবে অনুমীয়মান শ্রুতিবাক্যটীর বিশেষ অর্থাৎ পদবিন্যাস-বিশেষটী কিরূপ তাহা নিরূপণ করিবার কোন প্রমাণ নাই এবং তাহার প্রয়োজনও কিছু নাই।*

কেহ কেহ উৎসন্নবাদও স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, বেদশাখা উৎসন্ন (নষ্ট) হইয়া যাওয়াও সম্ভব হইতে পারে। কারণ, এমনও ত দেখা যায় যে, বর্ত্তমানকালেও কতক কতক বেদশাখা আছে যেগুলিব অধ্যয়নকারী সম্প্রদায় খুব বিরল—খুব কম লোকের মধ্যেই সেই সেই শাখার অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ। কাজেই ভবিষ্যতে সেই সমস্ত শাখার উৎসাদন সম্ভব হইতে পারে (কোন কারণে ঐ সকল শাখার সম্প্রদায় যদি লোপ পায়—অধ্যয়নকারী ব্যক্তিরা সকলেই যদি মারা পড়ে, তাহা হইলে সম্প্রদায় না থাকায় উহা লোপ পাইবে)। এইভাবে উহার উৎসাদন—ধ্বংস বা নাশ হইয়া যাইবে। এই সমস্ত কারণ ভাবিয়া স্মৃতিকারগণ ঐ সমস্ত শাখার অর্থবাদ অংশগুলি ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র বিধি অংশটী লইয়াই নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। (কারণ অর্থবাদগুলি দ্বারা অনর্থক গ্রন্থ ভার হইবে; কেবল বিধি দ্বারাই যখন চলিবে তখন ঐ ভার স্বীকার করা অনাবশ্যক)। এইজন্য আপস্তম্ব বলিয়াছেন—"স্মার্ত্ত কর্ম্মবিধি সকল বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যে পঠিত। সেগুলির পঠনপাঠন লোপ পাইয়াছে; কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে সেগুলির অস্তিত্ব অনুমান করা হয়।" কিন্তু এই মতবাদটী স্বীকার করা যায় না; কারণ এপক্ষে বহু অদৃষ্ট-কল্পনা করিতে হয় (ইহাতে এমন অনেকগুলি অপ্রত্যক্ষ বিষয় কল্পনা করিতে হয় যাহা প্রমাণ-সঙ্গত নহে)। যেহেতু, বেদের যে শাখার প্রয়োজনীয়তা এত অধিক, যে শাখার মধ্যে সকল বর্ণের এবং সকল আশ্রমের সমস্ত স্মার্ত্ত এবং গৃহ্য সম্বন্ধীয় ধর্ম্মসকল আম্নাত হইয়াছে সেই শাখা যে বর্ণাশ্রমীরা উপেক্ষা করিবে (তাহা রক্ষা করিবার জন্য যে যত্ন করিবে না) ইহা সম্ভব নহে। আবার সেই শাখার যেখানে যত সম্প্রদায় আছে সেগুলি সমস্তই উৎসাদনপ্রাপ্ত হইবে, ঐ শাখার অধ্যয়নকারীর বংশসকল একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে, ইহাও কি সম্ভব? (সুতরাং এই প্রকার বহু অদৃষ্টকল্পনা করিতে হয় বলিয়া—লোকমধ্যে যাহা দেখা যায় না, যাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে সেইরূপ অনেক কিছু স্বীকার করিয়া লইতে হয় বলিয়া ঐ উৎসন্নবাদীয় পক্ষটী অপ্রামাণিক)। আর অপর একটী পক্ষ যে রহিয়াছে—যাহাকে 'বিপ্রকীর্ণবাদ' বলা হয়, সেটী সম্ভব হইতে পারে। বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় কোথাও বিধি, কোথাও অর্থবাদ, (কোথাও বা মন্ত্রাদির) মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের নির্দ্দেশ আছে। তাহার মধ্যেও আবার কোন কোন কর্ম্ম ক্রত্বর্থ, কোন কোনটী বা পুরুষার্থ** হওয়ায় সেগুলি বড়ই গহন (সেগুলির স্বরূপ নিরূপণ করা খুবই কঠিন)। কাজেই অভিযুক্তগণের (প্রমাণভূত ব্যক্তিগণের) পক্ষেই যুক্তিতর্কের দ্বারা বিচার করিয়া তাৎপর্য্য অবধারণপূর্ব্বক সেগুলির স্বরূপ এবং প্রয়োগ (অনুষ্ঠান) নিরূপণ করা সম্ভব। তাঁহারাই সেই সমস্ত বিধির স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারেন। (সুতরাং এইভাবেই মন্বাদির স্মৃতিনিবন্ধ বেদপ্রমাণমূলক বলিয়াই আদরণীয় হইয়া থাকে)। কিন্তু এই বিপ্রকীর্ণবাদীয় পক্ষটীতেও দ্বিবিধ বিরোধ থাকে বলিয়া বিকল্পিতভাবে স্মৃতির বাধ স্বীকার করিতে হয়। কারণ, এখানে বিরোধটী প্রত্যক্ষশ্রৌত; এজন্য বিকল্পিতভাবে স্মৃতির বাধ হয়। (অভিপ্রায় এই যে, এতাদৃশ স্থলে প্রত্যক্ষ শ্রুতি থাকা সত্ত্বেও তাহা প্রত্যক্ষ নহে এইরূপ মনে করিয়া স্মৃতির উপর আস্থা স্থাপন এবং নির্ভর করিতে হয়—ইহা এক প্রকার বিরোধ। আবার স্মৃতির মূলস্বরূপে ঐ শ্রুতিকে অনুমেয় বলিয়া কল্পনা করিতে হয়—ধরিয়া লইতে হয়; ইহা আর একটী বিরোধ। আবার প্রত্যক্ষ শ্রুতির সহিত

*অভিপ্রায় এই যে, স্মৃতি হইতে শ্রুতির অনুমান হইবে বটে কিন্তু সেই শ্রুতিবাক্যটী কিরূপ হইবে? তাহার পদবিন্যাস তো ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে সেই অনুমীয়মান শ্রুতিবাক্যটীর পদবিন্যাস যত প্রকারেরই হউক না কেন, সকল স্থলেই কিন্তু তাহার মধ্যে একটী বিধিবোধক পদ থাকিবে। আর তাহা হইলেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট পদগুলির কোন্‌টী আগে কোন্‌টী পরে আছে তাহা জানিয়া কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে না। অতএব, যাহাতে কোন প্রমাণ নাই এবং প্রয়োজনও নাই তাহার জন্য ব্যাকুলতা নিরর্থক।

**যাহা দ্বারা ক্রতুর (যজ্ঞের) উপকার সাধিত হয় অর্থাৎ যাহা যাগের অঙ্গ বা উপকারক, তাহাকে বলা হয় 'ক্রত্বর্থ'। আর যাহা যজ্ঞের উপকার সাধন করে না কিন্তু পুরুষেরই অভীষ্ট সম্পাদন করে, তাহা পুরুষার্থ। সুতরাং প্রধান যাগটী পুরুষের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে বলিয়া তাহা পুরুষার্থই হইয়া থাকে। কিন্তু অগ্নী-ষোমীয় পশুযাগ প্রভৃতিগুলি প্রধান যাগেরই পূর্ণতা সাধন করে বলিয়া ঐগুলি সর্ব্বদাই ক্রত্বর্থ।

স্মৃতির বিরোধ হইলে স্মৃতিটীরই বাধ হয়—অনুষ্ঠাপকতা থাকে না; যাহাদের নিকট ঐ শ্রুতিটী প্রত্যক্ষ কেবল তাহাদেরই নিকট স্মৃতিটী অননুষ্ঠাপক—অন্যের নিকট নহে। এজন্য স্মৃতির ঐ বাধটী বিকল্পিত।) কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ (বহুশাখাদর্শী ঋষিগণ) ঐ প্রকার বিকল্পিতভাবে যে বাধ তাহা অনুমোদন করেন না। স্মৃতিকারগণ কিন্তু প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিরুদ্ধস্থলে স্মৃতির বাধ অর্থাৎ অননুষ্ঠাপকতা স্বীকার করিয়াছেন, আবার ঐ স্মৃতির মূলীভূত শ্রুতিটী যে অনুমেয় তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। এস্থলে স্মৃতির বাধ অর্থাৎ যাহাদের নিকট শ্রুতিটী প্রত্যক্ষ তাহাদের নিকট উহার বিরুদ্ধ স্মৃতিটী প্রবর্ত্তনা উৎপাদন করিবে না, ইহাই স্মৃতিটীর অননুষ্ঠাপকত্বরূপ বাধ। আবার যাহাদের নিকট ঐ বিরুদ্ধ বেদ বচনটী প্রত্যক্ষ নহে কিন্তু অনুমেয় তাহাদের পক্ষে দুইটী স্মৃতিই তুল্যবল, দুইটী হইতেই প্রবর্ত্তনা জন্মিবে। কাজেই সেরূপ স্থলে ঐ স্মৃতিদ্বয়ের বিকল্পই হইবে। "আচার্য্যগণ বলিয়াছেন আশ্রম একটীই, (আর সেটী গৃহস্থাশ্রম), যেহেতু প্রত্যক্ষ শ্রুতিতে গার্হস্থ্যেরই বিধান রহিয়াছে"—গৌতম এরূপও বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত উৎসন্ন বেদ শাখা যদি মনু প্রভৃতি মহর্ষির প্রত্যক্ষই হইত তাহা হইলে "যেহেতু প্রত্যক্ষ শ্রুতিতে গার্হস্থ্যেরই বিধান রহিয়াছে" এই প্রকার উক্তিটী কিরূপে যুক্তিসংগত হয়? (কারণ ইহা মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ)। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, বাস্তবিকপক্ষে সমস্ত আশ্রমই প্রত্যক্ষ শ্রুতিবোধিত। তবে যে গৌতম ঐ প্রকার বলিয়াছেন উহা আসলে তাঁহার নিজেরই মত। তিনি নিজ মতটীকেই আচার্য্যের নাম লইয়া চালাইয়া দিয়াছেন এবং "তাঁহার পক্ষে আশ্রমের বিকল্প আছে" এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া "আশ্রম একটীমাত্রই" এইরূপে উপসংহার করিয়াছেন।

মন্ত্র এবং অর্থবাদ সকলের প্রামাণ্যেরও কোন বিরোধ (অসামঞ্জস্য) নাই। সত্য বটে অর্থবাদ সকল বিধির যাহা নির্দ্দেশ (যাহা বিহিত) তাহারই প্রশংসা প্রকাশ করিয়া থাকে মাত্র, কিন্তু সেগুলি স্বার্থের বিধায়ক নহে (অর্থবাদ বাক্য হইতে যে অভিধেয় অর্থ বোধিত হয় তাহার কোন বিধি অর্থাৎ কর্ত্তব্যতা উহা দ্বারা প্রতিপাদিত হয় না) তথাপি এমন কতকগুলি অর্থবাদও আছে যেগুলি স্বীয় বাচ্যার্থের বিধি (কর্ত্তব্যতা) না বুঝাইলে অন্য বিষয়ের (অন্য একটী বিধির) অংগ হইতে পারে না; (কাজেই সেরূপস্থলে অর্থবাদও আগে স্বার্থবিধান করে, আগে স্বার্থপর হয় —স্বীয় বাচ্যার্থে তাৎপর্য্যযুক্ত হয়, তাহার পর তাহা পরার্থপর হইয়া থাকে—অন্য একটী বিধির অনুকূলতা করিয়া থাকে)। ইহার উদাহরণ যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রকরণে পঞ্চাগ্নিসম্বন্ধে যে বিধি আছে তাহারই সহিত উহার অংগরূপে "স্তেনো হিরণ্যস্য" ইত্যাদি অর্থবাদটী পঠিত হইয়াছে। (উহার অর্থ, 'যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের স্বর্ণ অপহরণ করে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়াও সুরা পান করে, যে ব্যক্তি গুরুপত্নী গমন করে, যে লোক ব্রহ্মহত্যা করে এবং যে ব্যক্তি এই সমস্ত দুষ্কৃতকারীদের সহিত সামাজিক ব্যবহার করে, তাহারা সকলেই পতিত হয়।* কিন্তু পঞ্চাগ্নিবিদ্যার এমনই শক্তি যে, ইহার প্রভাবে ঐ সমস্ত ব্যক্তিও পাপদূষিত হয় না)।' কিন্তু এই অর্থবাদটী দ্বারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রশংসা ততক্ষণ বুঝা যায় না, যতক্ষণ না ঐ অর্থবাদ বাক্য হইতে 'সুবর্ণ অপহরণ করিবে না, সুরাপান করিবে না, গুরুপত্নী গমন করিবে না, ব্রহ্মহত্যা করিবে না, কিংবা ঐ সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারীর সহিত সংসর্গ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় এবং সামাজিক ব্যবহার করিবে না'- এই প্রকার নিষেধ বোধিত হয়। যে ব্যক্তি এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা অধ্যয়ন করেন তিনি সুবর্ণাপহরণাদি করিলেও কিংবা তাদৃশ লোকের সহিত শাস্ত্রীয় এবং সামাজিক ব্যবহার করিয়াও পতিত হন না; তাহা না হইলে (পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানা বা অধ্যয়ন করা না থাকিলে) কিন্তু ঐ সমস্ত কর্ম্মের ফলে পাতিত্য ঘটে, এই প্রকার একটী জ্ঞান যে ঐ অর্থবাদ হইতে জন্মে তাহার বিরুদ্ধে আপত্তির কিছু থাকে না। (কাজেই এতাদৃশ স্থলে অর্থবাদ সকল স্বার্থ প্রতিপাদন দ্বারাই অন্য একটী বিধির শেষতা প্রাপ্ত হয়)।

*পাঁচটী অনগ্নিকে (যাহা অগ্নি নহে তাহাকে) অগ্নিহোত্রের অগ্নিরূপে চিন্তা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন তৎসংশ্লিষ্ট বস্তুকে সেই অগ্নিহোত্রের সাধন বা উপকরণরূপে এবং তাহা দ্বারা কি প্রকারে সেই আরোপিত অগ্নিহোত্র সম্পাদিত হয় তাহা চিন্তা করা বা এইভাবে ভাবনাত্মক অগ্নিহোত্র সম্পাদনরূপ উপাসনা করার নাম 'পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা'। শ্রুতিমধ্যে উহা যেভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে ঠিক সেইভাবেই উপাসনা করিতে হইবে। ইহার ফলে, শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকলাপে যাবজ্জীবন নিরত ব্যক্তিগণেরও সংসার বা জন্মমৃত্যুরূপ গমনাগমন রহিত হয় না, ইহা বুঝিয়া জীবের বৈরাগ্য জন্মিবে—এইটী শ্রুতির মুখ্য প্রতিপাদ্য।

আগে বলা হইয়াছে যে, অর্থবাদ সকল বিধিবোধক নহে; ইহাতে কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন—কেবল বিধিবাক্যই বিধি প্রতিপাদন করে কিন্তু অর্থবাদ বিধিনির্দ্দেশ করে না; এরূপ পরিভাষা কে করিল? বিধিবাক্যে যেমন আখ্যাত (তিঙন্ত ক্রিয়া) আছে, "এতে পতন্তি চত্বারঃ"=এই চারি প্রকার ব্যক্তি পতিত হয়, ইত্যাদি অর্থবাদ স্থলেও ত ঐরূপ আখ্যাত পঠিত হইতেছে? (সুতরাং ইহাও বিধিবোধক না হইবে কেন)? যদি বলা হয়, কেবল আখ্যাত থাকিলেই চলিবে না, কিন্তু বিধিবোধক লিঙ্, লোট্ কিংবা তব্য প্রভৃতি প্রত্যয় থাকা আবশ্যক; তাহা যখন "এতে পতন্তি" ইত্যাদি বাক্যে নাই তখন উহা বিধি বুঝাইবে কিরূপে? তাহা হইলে ইহার উত্তরে বক্তব্য, রাত্রিসত্র বিধায়ক "প্রতিতিষ্ঠন্তি" ইত্যাদি যে বাক্য আছে তাহাতেও ত লিঙ্ প্রভৃতি শ্রুত হয় না। ("প্রতিতিষ্ঠন্তি হ বা এতে য এতা রাত্রীরুপযন্তি" অর্থাৎ "যাহারা এই রাত্রিসত্র নামক যাগ করে তাহারা প্রতিষ্ঠিত হয়" এই বাক্যটীতে রাত্রিসত্র নামক যাগ বিহিত হইয়াছে বলা হয়, অথচ এখানে একটীমাত্রই ক্রিয়াপদ; সেটী হইতেছে "প্রতিতিষ্ঠন্তি"; কিন্তু ইহাতে বিধিবোধক লিঙ্ বিভক্তি নাই, তৎপরিবর্তে লট্ বিভক্তিই রহিয়াছে। তথাপি যেমন ইহাকে বিধিবোধক বলা হয়, (হিরণ্যস্তেনাদি বাক্যেও সেইরূপ লিঙ্ না থাকিলেও উহা বিধি বুঝাইবে)। আর ইহাতে যদি বলা হয় যে, ঐ রাত্রিসত্র বিষয়ক বাক্যে যে অধিকার (ফলসম্বন্ধ) বোধিত হইতেছে তাহারই আকাঙ্ক্ষা অনুসারে দুইটী বাক্যের একবাক্যতা থাকায় "প্রতিতিষ্ঠন্তি" এইস্থলে বিধিবোধক পঞ্চমলকার ('লেট্' লকার) প্রভৃতি কল্পনা করিয়া এখানে বিধি নিশ্চয় করা হইবে; তাহা হইলে বলিব 'হিরণ্যস্তেনা'দি বাক্যেও ঠিক ঐরূপ হইবে না কেন? (অভিপ্রায় এই যে, কোন কর্ম্মের কোন প্রকার যে ফলশ্রুতি সেই ফলসম্বন্ধযুক্ত হওয়ার নাম অধিকার। কিন্তু সেই যে কর্ম্ম তাহা না করিলে সেই ফলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়া যায় না অর্থাৎ সেই ফল লাভ করা যায় না। আবার সেই কর্ম্মের বিধি না থাকিলে তাহার অনুষ্ঠানে কেহ প্রবৃত্ত হইতে পারে না। এ কারণে, যেখানে ফলশ্রুতি আছে অথচ বিধি নাই সেখানে বিধি কল্পনা করিতে হয়। যেমন রাত্রিসত্র বিষয়ক বাক্যে বিধি কল্পনা করা হয়। কেহ কেহ বলেন যে, এখানে বিধি কল্পনা করিবার দরকার নাই, কারণ, "প্রতিতিষ্ঠন্তি" এইটাই বিধি। আর লিঙ্, লোট্ কিংবা তব্য প্রভৃতি প্রত্যয় যেমন বিধিবোধক সেইরূপ 'লেট্' নামে একটী লকার আছে তাহা যদিও 'লট্' লকারের অনুরূপ তথাপি তাহা স্বতন্ত্র একটী লকার। তাহাও বিধিবোধক। উহাকে লট্, লোট্, লঙ্ ও লিঙ্ এই চারিটীর অতিরিক্ত একটী লকার—পঞ্চম লকার বলা হয়। রাত্রিসত্র বিষয়ক বিধি স্থলে যদি পঞ্চম লকার স্বীকার করা হয় তাহা হইলে হিরণ্যস্তেনাদি বাক্যেও ঐরূপ অধিকারাকাঙ্ক্ষামূলক একবাক্যতা যখন রহিয়াছে তখন ওখানেও পঞ্চম লকার স্বীকার করিতে বাধা কি?)।

বস্তুতঃপক্ষে দ্রব্য বিষয়ক এবং দেবতা বিষয়ক এমন বহু বিধি আছে যাহা অর্থবাদ হইতে অবগত হইতে হয়। সেরূপ স্থলে সেই অর্থবাদসকল যে বিধিটীর শেষ (অঙ্গ বা স্তুতিবোধক) সেই বিধিটীই দ্রব্য এবং দেবতার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে (কারণ সেই বিধিটী কেবলমাত্র কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু দ্রব্য এবং দেবতা বিনা কর্ম্মের স্বরূপ প্রসিদ্ধ নাই। অথচ বিধি মধ্যে কোন দ্রব্য অথবা দেবতারও বিধান নাই)। সুতরাং ঐ কর্ম্মোৎপত্তি বিধি দ্বারা সাধারণভাবে যে দ্রব্য এবং দেবতা বোধিত হইতেছিল উহার অর্থবাদ বাক্যে যে বিশেষ দ্রব্য এবং বিশেষ দেবতা বর্ণিত হয় সেই বিশেষ দ্রব্যটী এবং বিশেষ দেবতাটীকে সেই কর্ম্মের স্বরূপ নির্ব্বাহ করিবার জন্য বিধেয় বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক। (যেহেতু তাহা না হইলে কর্ম্মটীই অলীক হইয়া পড়ে)। এইভাবে ঐ ব্যাপারের (কর্ম্মের) অন্তর্গত দ্রব্য এবং দেবতারূপ যে 'বিশেষ', তাহার জ্ঞান অর্থবাদাধীন হইলেও উহা দোষের হয় না। পক্ষান্তরে, এই 'হিরণ্যস্তেন'-রূপ অর্থবাদ বাক্যে যে প্রতিষেধবিধি কল্পনা করা হয় তাহা ঐ স্থলের পঞ্চাগ্নি বিধির সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে; অথচ ঐ প্রকার একটী অনপেক্ষিত বিধি কল্পনা করা হইতেছে। (সুতরাং উহাদের মধ্যে পরস্পর সাকাঙ্ক্ষতা নাই বলিয়া একবাক্যতা হইতে পারে না,—দুইটী বিধি মিলিত হইয়া একই বিধেয় পদার্থে যে তাৎপর্য্যযুক্ত হইতেছে তাহা নহে)। কাজেই এখানে 'বাক্যভেদ' নামক দোষ উপস্থিত হইতেছে। অতএব এখানে যে হিরণ্যস্তেয়াদির নিষেধবিধি কল্পনা করা হইতেছে তাহা প্রকৃত (প্রকরণ প্রতিপাদ্য পঞ্চাগ্নি বিদ্যারূপ) পদার্থের শেষ (অঙ্গ) হইতে পারিতেছে না। আর তাহা হইলে প্রতিপাদ্য পদার্থের শেষত্বাভাব নিবন্ধন (যেহেতু ঐ নিষেধ

বিধিটী প্রতিপাদ্য পঞ্চাগ্নি বিদ্যাসম্বন্ধীয় বিধির শেষ বা অঙ্গ হইতেছে না সেই জন্য) একথা বলা সংগত হইতেছে না যে, ঐ নিষেধ বিধিটীও প্রতিপাদ্য পঞ্চাগ্নি-বিদ্যাবিধির আকাঙ্ক্ষাবশে কল্পিত হইয়া থাকে (কারণ উহাদের কেহও কাহারও সহিত আকাঙ্ক্ষাযুক্ত নহে)। এই কারণে "অক্তাঃ শর্করা উপদধাতি", "তেজো বৈ ঘৃতম্" ইত্যাদি অর্থবাদ বাক্যের সহিত হিরণ্যস্তেয় বিষয়ক অর্থবাদ বাক্যটীর পার্থক্য রহিয়াছে।* এইপ্রকার আপত্তি কেহ কেহ উত্থাপন করিয়া থাকেন। (অভিপ্রায় এই যে, অর্থবাক্য হইতেও বিধি কল্পনা করা হইয়া থাকে; ইহার উদাহরণ হিরণ্যস্তেয়াদি বাক্য। ইহা সিদ্ধান্তীর কথা। ইহার বিরুদ্ধে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলেন যে, অর্থবাদ বাক্য হইতে বিধি অনুমান করা অস্বীকার করি না, কিন্তু ঐ হিরণ্যস্তেয় বাক্য হইতে বিধি কল্পনা করা যায় না। ইহার কারণ কি তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে)। (এইরূপ আপত্তি হইলে ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন)—ঐ প্রকার উক্তি সংগত নহে। কারণ হিরণ্যস্তেনাদি বাক্য হইতে যে নিষেধ বিধিটী কল্পনা করা হয় তাহার সহিত একবাক্যতা না করিলে এই অর্থবাদ বাক্যটীর অর্থাবগতিই (অর্থবোধই) হইতে পারে না। কাজেই তাহার সহিত মিলিত হইয়াই ইহা একটী বাক্য হইয়া থাকে। এজন্য এখানে বাক্যভেদ দোষ প্রসঙ্গ দেখাইয়া যে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছিল তাহার কোন স্থান নাই।

এইরূপ, মন্ত্রসকল কর্ম্মানুষ্ঠানটীর কোন না কোন একটী অবস্থার প্রকাশ করে—জ্ঞাপন করে বলিয়া তাহা মন্ত্রের প্রকাশ্য (বর্ণনীয়) দ্রব্য এবং দেবতা বিষয়ক বিধি কল্পনা করাইয়া দেয়। (অর্থাৎ মন্ত্র মধ্যে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের দ্রব্য অথবা দেবতার বর্ণনা আছে; তাহাই কর্ম্মের রূপ; যদি সেই মন্ত্রসম্বন্ধ বস্তুটী অন্য কোন বিধি দ্বারা বিহিত না হয় তাহা হইলে ঐ মন্ত্র বর্ণনা হইতেই কর্ম্ম মধ্যে দ্রব্য এবং দেবতা বিহিত হইবে। সুতরাং মন্ত্র হইতে দ্রব্য এবং দেবতার বিধি সিদ্ধ হয়)। মন্ত্র হইতে দ্রব্য দেবতার বিধি সিদ্ধ হয় বটে কিন্তু ঐ দ্রব্য এবং দেবতা যে-কর্ম্মটীর রূপ সেটী যদি বলা না থাকে এবং ঐ কর্ম্মটীর অনুষ্ঠান করিবে কে ইহাও যদি জানা না থাকে তবে কেবলমাত্র ঐ দ্রব্য এবং দেবতা কোন প্রয়োজনে আসিবে না। এ কারণে তাহা হইতেই কর্ম্মের উৎপত্তি এবং অধিকার বিধিটীও আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। সুতরাং "অষ্টকা" মন্ত্র হইতে দ্রব্য-দেবতা বিধি আসে, এবং সেই বিধিটী নিজ সার্থকতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত কর্ম্মের উৎপত্তি বিধি (স্বরূপজ্ঞাপক বিধি) এবং অধিকার বিধি (অনুষ্ঠানকর্ত্তার সম্বন্ধে বিধি), বিনিয়োগ বিধি (কোন্ দ্রব্য কোন্ অবান্তর কর্ম্মটীর অঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ক বিধি) এবং প্রয়োগ বিধি (কোন্‌টীর পর কোন্‌টী করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়ক বিধি)—এই সব কয়টীকেই আনিয়া হাজির করিয়া দেয়। এইভাবে মান্ত্রবর্ণিক বিধিও (মন্ত্র বর্ণনা হইতে যে দ্রব্য অথবা দেবতার বোধ হয় তদ্বিষয়ক বিধিও) স্বীকার করিতে হয়। যেমন, 'আঘার' নামক কর্ম্মে দেবতার বিধি নাই বলিয়া উহার মন্ত্র মধ্যে যে দেবতার বর্ণনা আছে তাহার বিধি স্বীকার করা হয়—ইহা 'মান্ত্রবর্ণিক' বিধি। ধর্ম্ম 'চতুষ্পাদ'—চারিটী বিধির উপর ভর দিয়া দাঁড়ায় অর্থাৎ একটী শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম (ধর্ম্ম) উৎপত্তি-অধিকার-বিনিয়োগ এবং প্রয়োগ এই চারিটী বিধি দ্বারা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটী ক্ষুদ্র অংশ যদি শ্রুতিবোধিত হয় তাহা হইলে তাহা ঠিক ঐভাবে অবশিষ্ট সব কয়টী অংশেরই বোধ (জ্ঞান) জন্মাইয়া দিবে; কারণ একটী বিধির সহিত অবশিষ্ট সব কয়টীরই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকে এবং সেইভাবেই সে সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। (অভিপ্রায় এই যে—একটী কর্ম্ম চারিটী বিধি দ্বারা সিদ্ধ হয়। কর্ম্মটী কি তাহা 'উৎপত্তি বিধি' দ্বারা বোধিত হইলে উহার অনুষ্ঠানকর্ত্তা কে, তাহা অধিকার বিধি দ্বারা জ্ঞাপিত হয়। কর্ম্মটীর মধ্যে যে সব অবান্তর কর্ম্ম আছে প্রধান কর্ম্মটীর সহিত তাহার সম্বন্ধ বা উপকারিতা কিরূপ—কোন্‌টী কাহার অঙ্গ ইত্যাদি প্রকার বিষয় সকল জানা যায় 'বিনিয়োগ বিধি' হইতে। আর কাহার পর কি

*'অক্ত' অর্থাৎ স্নেহপদার্থে সিক্ত শর্করা (প্রস্তর খণ্ড) গুলি অগ্নিস্থাপনের জায়গায় বসাইয়া দিবে—ইহা বিধিবাক্য। কিন্তু কোন্ স্নেহপদার্থ দ্বারা সিক্ত করিয়া ঐ শর্করাসকল সাজাইতে হয় তাহা কিছু বলা নাই। তবে, ঐখানে সঙ্গে সঙ্গেই শ্রুতি বলিতেছেন "তেজো বৈ ঘৃতম্"=ঘৃত তেজঃস্বরূপ। এইভাবে ঐখানে হঠাৎ ঘৃতের প্রশংসা করিবার কোন সংগত কারণ থাকে না যদি উহাকে একটী বিধির সহিত মিলিত করিয়া না দেওয়া হয়। আর তখন সাধারণভাবে স্নেহপদার্থ বোধক ঐ "অক্তাঃ শর্করাঃ" ইত্যাদি বিধিটীর সহিত উহাকে মিলাইয়া দিলে এইরূপ অর্থ দাঁড়াইবে, যেহেতু ঘৃত তেজঃস্বরূপ, অতএব ঐ স্নেহপদার্থের দ্বারা সিক্ত যে শর্করা তাহাই অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণের জন্য সাজাইবে।

করিতে হইবে, ইহা বুঝাইয়া দেয় 'প্রয়োগ বিধি'। কাজেই ইহাদের কোনটীকেই বাদ দেওয়া যায় না। যদি ঐ চারিটী বিধির মধ্যে যে কোন একটী বিধি পাওয়া যায় তাহা হইলে সেটীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অবশিষ্ট তিনটী বিধিও নিরূপণ করিয়া লইতে হয়, অন্যথা যেটীকে পাওয়া যাইতেছে সেই বিধিটীও নিরর্থক হইয়া পড়ে)।

মোটের উপর কথা এই যে, মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণের কোন না কোন উপায়ে স্মৃতির মূলীভূত যে বেদ তহার সহিত সংযোগ ছিল অর্থাৎ তাহা প্রত্যক্ষ করা ছিল। এমন হইতে পারে যে, ভিন্ন ভিন্ন বেদশাখা অধ্যয়নকারী বহু শিষ্য এবং সেইরূপ বহু বেদজ্ঞ ব্যক্তির সহিত তাঁহার সমাগম হইয়াছিল, আর তাহাদের নিকট হইতে সেই সমস্ত বেদ শাখা শ্রবণ করিয়া তিনি (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে) গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আর ঐ সমস্ত বেদ শাখাগুলিই যে নিজ গ্রন্থের মূল ইহা তিনি দেখাইয়া দিয়া ঐ গ্রন্থকে প্রধানরূপে গ্রহণীয় বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। এইভাবে অপরাপর ব্যক্তিরা উঁহাদের উপর বিশ্বাস থাকায় কেবল ঐ স্মৃতিবিহিত কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠানের দিকেই আদর (যত্ন) পরায়ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা আর উহার মূলীভূত বেদ প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, (যদিও তাহা প্রত্যক্ষ করা তখন তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল)। এখন কিন্তু এই মূল শ্রুতি বিষয়ক যে জ্ঞান আমাদের হইতেছে ইহা অনুমানাত্মক জ্ঞান (কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান নহে)। এই কারণে আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ শ্রুতির সহিত যদি স্মৃতির বিরোধ ঘটে তাহা হইলে স্মৃতির বাধ হওয়াও সংগত হয়। কারণ প্রত্যক্ষ শ্রুতি দ্বারা অনুষ্ঠানটী সম্পাদিত হইয়া গেলে, অন্য শ্রুতির প্রতি আকাঙ্ক্ষা জিজ্ঞাসাই থাকে না। (অভিপ্রায় এই যে, প্রত্যক্ষ শ্রুতি বোধিত অর্থ এবং স্মৃতি বোধিত অর্থের যদি বিরোধ ঘটে তবে সেরূপ স্থলে কোন্‌টী প্রবল হইবে, ইহাই সংশয়। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে স্মৃতির দ্বারা শ্রুতির অনুমান করিতে হয় বলিয়া সেই অনুমেয় শ্রুতিটী হয় বিপ্রকৃষ্ট, তাহা দূরে থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষ শ্রুতিটী নিকটেই রহিয়াছে। সুতরাং উহাই তখন কর্ম্মসাধক বলিয়া প্রবল; ঐ প্রত্যক্ষ শ্রুতি অনুসারেই তখন প্রবর্ত্তনা জন্মিবে। আর তাহা হইলে স্মৃতি দ্বারা যে শ্রুতিটী অনুমিত হইবে তাহা আর প্রবর্ত্তনা জন্মাইতে পারিবে না, কারণ তাহা তখন নিকটে নাই। কাজেই সে অনুসারে অনুষ্ঠান হইবে না। এইভাবে স্মৃতি বাক্যটী যে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি উৎপাদন করিতে পারিতেছে না, ইহারই নাম 'বাধ' -এই 'অননুষ্ঠাপকত্ব'কেই স্মৃতির বাধ বলা হয়। কিন্তু ইহা দ্বারা স্মৃতির সর্ব্বথা বাধ হইবে না; কারণ স্থলান্তরে, যেখানে কোন বিরোধ নাই সেরূপ স্থলে উহার প্রবর্ত্তকত্ব অব্যাহতই থাকে)। ইহার উদাহরণ যেমন, 'সামিধেনী' ঋক্ সকলের 'সাপ্তদশ্য' এবং 'পাঞ্চদশ্য' এই উভয় প্রকার যে বিধি আছে তাহাতে উভয়ই প্রত্যক্ষ শ্রুতি দ্বারা বিহিত হইলেও প্রকৃতিযাগে 'পাঞ্চদশ্য' বিধি থাকায় তাহা অবরুদ্ধ অর্থাৎ এখানে কয়টী ঋক্ পাঠ করিতে হইবে এই প্রকার ঋক্ বিষয়ক সংখ্যা সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া গিয়াছে। কাজেই সেখানে 'সাপ্তদশ্য' বিধিটী প্রত্যক্ষ পঠিত হইলেও তাহার প্রতি আর আকাঙ্ক্ষাই নাই। (এইজন্য তাহা সেখানে অনুষ্ঠাপক হইতে পারিবে না।* কাজেই সেখানে ঐ 'সাপ্তদশ্য' বিধিটীর অননুষ্ঠাপকত্বরূপ বাধই হইয়া পড়িবে ; ঐ প্রকৃতি যাগ ছাড়া অন্য স্থলে যেখানে সংখ্যা উল্লেখ নাই সেইরূপ স্থলেই কতকগুলি 'বিকৃতি' যাগ মধ্যে উহার অনুষ্ঠাপকত্ব থাকিবে; সেখানে সতরটী ঋক্‌ই পাঠ্য হইবে)।

যেহেতু 'আভিধানিক' অর্থ (শব্দ হইতে অভিধান শক্তি হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে অর্থ প্রতীত হয়) তাহাই সন্নিকৃষ্ট—অতি নিকটস্থ, (শীঘ্র সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ হয়)। সুতরাং

*অমরকোষ অভিধানে আছে "ঋক্ সামিধেনী ধায্যা চ যা স্যাদগ্নিসমিন্ধনে"—যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার সময় যে ঋক্ পাঠ করা হয় তাহার নাম 'সামিধেনী', তাহাকেই 'ধায্যা' বলা হয়। যাহা কোন কর্ম্মের প্রকরণে পঠিত নহে তাহাকে বলে 'অনারভ্যাধীত'। যাহা অনারভ্যাধীত তাহা প্রকৃতিযাগ মধ্যে গৃহীত হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। একটী বিধি আছে—"সপ্তদশ সামিধেনীরনুব্রূয়াৎ"=সামিধেনী ঋক্ সতরটী করিয়া পাঠ করিবে। ইহা ঐ 'অনারভ্যাধীত' বিধি। সুতরাং ঐ নিয়ম অনুসারে ইহাও প্রকৃতিভূত যাগে যাইবে। কিন্তু প্রকৃতিযাগের প্রকরণে আম্নাত হইয়াছে "পঞ্চদশ সামিধেনীরন্বাহ"=পনরটী সামিধেনী ঋক্ পাঠ করিবে। এখানে এই যে 'পাঞ্চদশ্য' এবং 'সাপ্তদশ্য' বিষয়ক দুইটী বিধি ইহারা উভয়েই প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত হইলেও পাঞ্চদশ্য বিষয়ক বিধিটী প্রকৃতিযাগীয় প্রকরণে পঠিত বলিয়া নিকটস্থ হওয়ায় তাহার দ্বারাই অগ্রে ঐ ঋক্ সম্বন্ধীয় সংখ্যা বোধিত হইয়া যায়। এজন্য ঐ সাপ্তদশ্য বিষয়ক বিধিটী আর সেখানে আকাঙ্ক্ষিত হয় না। কাজেই, সেখানে তাহার অননুষ্ঠাপকত্বরূপ বাধই হইয়া থাকে। কিন্তু স্থলান্তরে তাহা বিধায়ক হয়।

শব্দাভিহিত অর্থের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে যে অর্থটীর বোধ হয় তাহা ঐ অভিহিত অর্থটী দ্বারা ব্যবহিত হইতেছে বলিয়া বিপ্রকৃষ্ট—বিলম্বে উপস্থিত বা বুদ্ধিস্থ হয়; এজন্য আভিধানিক অর্থ অপেক্ষা তাহা দুর্ব্বল, অর্থাৎ ব্যবহার সম্পাদনে অনাকাঙ্ক্ষিত বলিয়া অপ্রয়োজনীয়। যেহেতু (ব্যবহার সম্পাদন প্রথমটীর দ্বারাই সমাপ্ত হইয়া যায়। কারণ, যেখানে উভয়েরই যোগ্যতা সমান সেখানে প্রথমে যে উপস্থিত হয় তাহা দ্বারাই প্রয়োজন নির্ব্বাহ হইয়া যায় বলিয়া তাহার পরক্ষণে যে উপস্থিত হয় তাহার প্রয়োজন সম্পাদন যোগ্যতা থাকিলেও তাহার কোন কাজ না থাকায় যে অপ্রয়োজনীয়ই হইয়া থাকে)। কাজেই উহার এই প্রকার অনপেক্ষিতত্বরূপ বাধই হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা দ্বারা যে উহার সর্ব্বথা অপ্রামাণ্য ঘটিল তাহা বলা চলে না, অর্থাৎ উহার অর্থটী যে সর্ব্বথা 'বাধ'-দোষগ্রস্ত হইল তাহা বলা চলে না; (কিন্তু কেবল ঐ প্রকার স্থলেই তাহার অনুষ্ঠাপকতা নাই—স্থলান্তরে আছে। যেহেতু 'সর্বথা বাধ' তখনই হইবে যখন কোন স্থলেই তাহার অনুষ্ঠাপকতা থাকিবে না, কিন্তু ইহা সেরূপ নহে)। যেমন, প্রকৃতিযাগে যে সকল অঙ্গ কর্ম্ম থাকে সেগুলি বিকৃতিযাগে 'চোদক' (অতিদেশ বিধি) বলে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ঐ বিকৃতি-যাগ মধ্যেই যে সকল অঙ্গ উপদেশ বিধি দ্বারা প্রাপ্ত হয় সেগুলির সহিত যদি উহাদের বিরোধ ঘটে তাহা হইলে অতিদেশ বিধিরই বাধ হইয়া থাকে; ইহাও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

যে পক্ষে সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ স্বীকার করা হয় সেখানে 'অন্ধপরম্পরা' প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। কারণ, সেখানে কাহারও নিকট ঐ বেদ শাখা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় হইতে পারিতেছে না। (সুতরাং মূলে কোন 'প্রমাণ' না থাকায় সেখানে স্মৃতির অপ্রামাণ্যই হইবে, কারণ প্রমাণমূলক স্মৃতিই প্রমাণ হয়)। আর যাঁহাদের মতে স্মৃতির মূলীভূত স্মৃতি সর্ব্বকালেই অনুমেয় তাঁহাদের এই পক্ষটীও সম্প্রদায়বিচ্ছেদপক্ষীয় যে মতবাদটী পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে তাহা হইতে বড় বেশী তফাৎ নহে। (অর্থাৎ ঐ নিত্যানুমেয় পক্ষটীতেও অন্ধপরম্পরা প্রসঙ্গই হইবে। কারণ, যাহা নিত্যানুমেয়—সর্ব্বকালেই তাহা কেবল অনুমানগম্য বলিয়া সেই বেদ শাখাটীকে কেহ কস্মিন্ কালেও প্রত্যক্ষ করে নাই। সুতরাং তাহার মধ্যে এই সমস্ত বিষয় ছিল, একথা বিশ্বাসযোগ্য হইবে কিরূপে- কাহার প্রামাণ্যে তাহাতে বিশ্বাস জন্মিবে? কারণ, কেহই মূল প্রমাণটী প্রত্যক্ষ করে নাই)। মনু প্রভৃতির যে স্মরণ (স্মৃতি) তাহার মূল কি, ইহা পরীক্ষা করাই আমাদের উপস্থিত প্রয়োজন। যদি তাঁহাদের কাছেও ঐ বেদ প্রত্যক্ষ না হইয়া অনুমেয়ই হয় তাহা হইলে আমাদেরই ন্যায় তাঁহারাও আর স্মরণকর্ত্তা হইতে পারেন না। (কারণ, যে অনুভব করে সে-ই স্মর্ত্তা হয়। কিন্তু মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারগণও যখন তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছেন না তখন তাঁহারা উহা স্মরণ করিবেন কিরূপে? যেমন আমরা সেই বেদ শাখা প্রত্যক্ষ করি নাই বলিয়া তাহার স্মর্ত্তাও হইতে পারি না)। আবার, যে পদার্থ কাহারও প্রত্যক্ষগম্য হয় না তাহার অনুমেয়তাও থাকিতে পারে না—তাহা অনুমানগম্যও হইতে পারে না; কারণ, সেখানে কোন প্রকার 'অন্বয়' অর্থাৎ ব্যাপ্তি বা সাহচর্য্য জ্ঞান নাই; (আর ব্যাপ্তি না থাকিলে অনুমান হয় না)। ক্রিয়া প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ পদার্থ অনুমানগম্য হইলেও সামান্যাকারে সেখানে ঐ ব্যাপ্তি সম্বন্ধটী অবশ্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অথবা 'ক্রিয়া' প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থগুলি 'অর্থাপত্তি' নামক প্রমাণের দ্বারা প্রমিত (নিরূপিত) হয়। কিন্তু অর্থাপত্তি প্রমাণ স্থলে যেমন 'অন্যথা-অনুপপত্তি' আবশ্যক এখানে মূল শ্রুতির নিত্যানুমেয়তা স্থলে সেরূপ কোন 'অন্যথা-অনুপপত্তি' নাই—(যেহেতু বেদ প্রত্যক্ষ না করিলে স্মৃতি অনুপপন্ন হয়- অসঙ্গত হয়, এরূপ আপাদন করা চলে না, কারণ বেদবাহ্য স্মৃতিসকলও ত রহিয়াছে)।

অতএব এই সকল আলোচনা হইতে ইহাই স্থির হয় যে, মনু প্রভৃতির যে স্মৃতি সে বিষয়ে তাহার মূলীভূত শ্রুতির সহিত উহার প্রত্যক্ষ বিষয়তারূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ বিষয়তারূপ সম্বন্ধটী কিরূপ (তাহা কি তিনি স্বয়ং অধ্যয়ন করিয়াছেন অথবা যাঁহারা সেই সকল শাখা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহাকে উহা শুনাইয়াছেন এইভাবে) 'তাঁহার প্রত্যক্ষটী ঠিক এই প্রকার', ইহা নিরূপণ করা সম্ভব নহে। তবে একথা ঠিক যে, 'ঐ স্মার্ত্ত কর্ম্মকলাপগুলি অবশ্যই করা উচিত' এই প্রকার যে সুদৃঢ় কর্ত্তব্যতাজ্ঞান বেদবিদ্ ব্যক্তিগণের মধ্যে চিরকাল চলিয়া আসিতেছে তাহার মূলে অবশ্যই বেদ আছে, এই প্রকার কল্পনা করাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু, ভ্রম, প্রমাদ অথবা প্রতারণাবুদ্ধি উহার মূলে ছিল, এরূপ অনুমান করা সমীচীন নহে। যেহেতু,

ঐরূপ কল্পনা করা হইলে অবগতির অনুরূপই কারণ কল্পনা করা হয় (তাঁহারা যেরূপ বেদ অবগত হইয়াছিলেন তাহাই স্মৃতি মধ্যে নিবন্ধ রহিয়াছে দেখিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রামাণ্যে, আরও অনেকে ঐ বেদ না দেখিলেও তাহার অনুষ্ঠান করিতে থাকেন)। এরূপ স্থলে মন্ত্রাংশ এবং অর্থবাদাংশ উৎসাদন প্রাপ্তই হউক অথবা বিপ্রকীর্ণই (ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তই) হউক স্মার্ত্ত কর্ম্মকলাপের প্রত্যক্ষ বিধিসকল প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হয়। কাজেই বর্ত্তমানকালে স্মৃতি দেখিয়া ঐ সকল বিধি অনুমান করা হয়। বস্তুতঃ এখনও কোন কোন স্মার্ত্ত কর্ম্মের মূলীভূত বেদবিধি দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন "রজস্বলা নারীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিবে না" এই বেদ বিধিটী এখনও প্রত্যক্ষ। উহাই স্মৃতি মধ্যে অধ্যয়ন এবং উপনয়ন প্রকরণে পঠিত হয় (নিবন্ধ আছে)। এ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা লেশমাত্রই এখানে বলিলাম।. ইহার বিস্তৃত আলোচনা 'স্মৃতি বিবেক' নামক গ্রন্থ হইতে জ্ঞাতব্য।

(পূর্ব্বের আলোচিত বিষয়গুলি শ্লোকে সংগ্রহ করিয়া পুনরায় সংক্ষেপে বলিয়া দিতেছেন)—বেদের কতকগুলি শাখা উৎসাদনপ্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা আমি অনুমোদন করি না। কারণ, এপক্ষে কোন প্রমাণ নাই; প্রত্যুত ইহাতে বহু অদৃষ্ট কল্পনা করিতে হয়। বরং ইহা অপেক্ষা একথা বলা অধিক যুক্তিসঙ্গত যে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত (ভিন্ন ভিন্ন শাখায় পঠিত) বেদ বিধিসকল একত্র উৎপত্তিবিধি প্রভৃতি আকারে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্ত প্রায় দেখাও যায়। যিনি স্বয়ং বেদজ্ঞ, বহু শিষ্য ও উপাধ্যায় এবং অপরাপর বহু বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা সম্মানিত তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে অপরাপর বেদ শাখা শ্রবণ করিয়া তাহার স্মৃতি নিবন্ধাকারে রচনা করিতে পারেন। আর তাহা হইলেই যাঁহারা স্মৃতির মূল যে বেদ তাহা দেখিয়াছেন তাঁহারাই ঐ স্মৃতিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ বলা সঙ্গত হয়। ইদানীং পর্য্যন্ত আমাদেরও ঐরূপই নিশ্চয়জ্ঞান যথাসম্ভব বিদ্যমান রহিয়াছে। মন্ত্রসকল প্রয়োগ (কর্ম্মানুষ্ঠান) দ্যোতন করে—নামতঃ প্রকাশ করে বা জানাইয়া দেয়, এইজন্য মন্ত্র প্রয়োগদ্যোতক। আবার অধিকার (যে ব্যক্তি অনুষ্ঠান করিবে তাহার সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ) এবং কর্ম্মের উৎপত্তি এ দুইটী না থাকিলে প্রয়োগ (কর্ম্মানুষ্ঠান) সম্ভব নহে। (কাজেই মন্ত্র দ্বারা তাহাও বোধিত হয়)। 'আঘার' নামক কর্ম্মে যে বিশিষ্টদেবতার বিধি তাহা মন্ত্রবর্ণনা হইতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। মন্ত্রও প্রয়োগসমবেত দ্রব্যদেবতারূপ অর্থের প্রকাশক বলিয়াই ঐ মন্ত্রবর্ণ হইতে আঘার কর্ম্মে দেবতা বিধি সিদ্ধ হয় যাহার ফলে ঐ কর্ম্মটী নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। প্রত্যেক কর্ম্মে অপেক্ষিত উৎপত্তি বিধি প্রভৃতি চারি প্রকার যে বিধি আছে তাহার একটী সিদ্ধ হইলেই অপরগুলিরও অবগতি (জ্ঞান) অবশ্যই হইবে; কারণ, তাহা না হইলে উহার স্বরূপহানিই ঘটিবে (যেহেতু অপর তিনটী বিধিকে না পাইলে তাহা পরিপূর্ণ-ভাবে অনুষ্ঠান বুঝাইতে পারিবে না)। কাজেই তাহা কখনও স্বরূপ ধ্বংস করিতে পারে না (অর্থাৎ একটী বিধি যে কোন প্রকারে এমন কি মন্ত্র বর্ণাদি হইতেও যদি সিদ্ধ হয় তাহা হইলে তাহা অপর তিনটীকেও সিদ্ধ করিবে)। যেমন বিশ্বজিৎযাগীয় বিধিটী কর্ম্মোৎপত্তি বিষয়ক হইলেও তাহা অনুক্ত অধিকার বিধিটীকে উপস্থিত করিয়া দেয়—ইহাতে স্বর্গ কামনাবান্ ব্যক্তির অধিকার বলিয়া বিশ্বজিৎযাগের ফল স্বর্গ কল্পনা করিয়া দেয়। (যেহেতু তাহা না হইলে ঐ যাগে কাহারও প্রবৃত্তি ঘটিবে না, আর তাহা হইলে ঐ উৎপত্তি বিধিটীও অনর্থক হইয়া পড়িবে)। কাজেই একটী বিধির জ্ঞান হইলে তাহার সহিত সম্বন্ধ অপরাপর বিষয়গুলিরও বিধি অবশ্যই জ্ঞাত হইয়া যায়। কখন কখন মন্ত্র এবং অর্থবাদ সকল হইতে যদি সেই কল্পনীয় বিধির জ্ঞান নাও হয় তাহাতেও কিছু আসিয়া যায় না। (আচ্ছা), ভগবান্ পাণিনি বলেন যে, বিধি লিঙাদি হইতে জানা যায়—লিঙ্, লোট্ প্রভৃতি লকারই বিধিবোধক। কিন্তু ঐ যে মন্ত্র এবং অর্থবাদ উহারা সিদ্ধস্বরূপ বস্তুরই স্বরূপ প্রকাশ করে; কাজেই উহারা বিধি জানাইয়া দিতে সমর্থ নহে (যেহেতু ক্রিয়া প্রতিপাদন না করিলে বিধি প্রতিপাদন করা যায় না)। আর যেস্থলে প্রত্যক্ষ বিরোধ ঘটায় অর্থবাদকে গুণবাদরূপে ব্যাখ্যা করা হয় (যেমন "আদিত্যো যূপঃ"=যূপকাষ্ঠটী সূর্য্যস্বরূপ) সেখানে উহা স্বার্থে তাৎপর্য্যশূন্য—স্বার্থ প্রতিপাদন করে না; কাজেই সেরূপ স্থলে অর্থবাদ হইতে যে অর্থ প্রতীত হয় তাহা সত্য হইবে কিরূপে? 'রাত্রি'সকল অর্থাৎ রাত্রিসত্র নামক যাগ প্রতিষ্ঠারূপ ফলসাকাঙ্ক্ষ, তাহাতে ফল কল্পনায় বাক্যভেদ হয় না। ঐ বিধিগত যে বিশেষ অর্থাৎ বিধি সাধারণভাবে যে দ্রব্যাদি

বুঝাইয়া থাকে তাহারই বিশেষ অর্থাৎ সেই কর্ম্মে অপেক্ষিত বিশেষ দ্রব্যটী বাক্যশেষ হইতে অবগত হইতে হয়। 'হিরণ্যস্তেনাদি' বাক্য হইতে হিরণ্যস্তেয়াদির নিষেধরূপ বিধি অবশ্যই বোধিত হয়—অবগত হওয়া যায়। আর তাহা হইলে বাক্যভেদ হইয়া পড়িবে; কাজেই দৃষ্টান্তটী সমান প্রকার হইল না। 'বাচঃস্তোম' নামক কর্ম্মে সকল মন্ত্রই প্রয়োগ (পাঠ) করিতে হয়, কারণ সেইরূপই বিধি আছে। এইরূপ, অষ্টকা প্রভৃতি স্থলেও মন্ত্রের বিধিবোধকতা বিষয়ে কোন প্রভেদ নাই। সামান্য সম্বন্ধ (না থাকিলে) কোন লিঙ্গ বিনিয়োজক হয় না অর্থাৎ লিঙ্গের দ্বারাই মন্ত্রের বিনিয়োজকতা—লিঙ্গ বলিতে অর্থপ্রকাশন সামর্থ্য বুঝায়—যেমন "বর্হির্দেবসদনং দামি"="দেবগণের বসিবার আধারস্বরূপ বর্হি (কুশ) ছেদন করিতেছি"—এই মন্ত্রটী স্বীয় অর্থপ্রকাশনসামর্থ্য হইতে বর্হি অর্থাৎ কুশ ছেদন কর্ম্মে বিনিযুক্ত হয়, কারণ উহা সামান্য সম্বন্ধ দ্বারা কুশচ্ছেদনরূপ অর্থই বুঝাইতেছে। (এখানে মন্ত্রের লিঙ্গ হইতে বিধি কল্পনা করা হয়)। আর এখানে প্রকরণ প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায়, প্রকরণাদি সম্বন্ধ না থাকিলেও মন্ত্রের ঐ যে লিঙ্গ উহা সামান্য সম্বন্ধ বুঝায় না যে তাহা নহে।

তন্মূলবাদী অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বত্র বিধিকেই মূল বলেন তাঁহারা এস্থলে এই প্রকার পরিহার (সমাধান) বলিয়া থাকেন যে, রাত্রিসত্র যাগীয় বাক্যমধ্যে "প্রতিতিষ্ঠন্তি" এইরূপ যে উল্লেখ আছে সেখানে লিঙ্ প্রভৃতি কোন বিধিবোধক প্রত্যয় নাই বটে, কিন্তু ইহাই বিধি, ইহা বিধি-বোধক পঞ্চমলকার—'লেট্' লকার; সুতরাং এখানে বিধিবোধক শব্দ হইতেই বিধি বোধিত হইতেছে—বিধি জ্ঞান হইতেছে, ইহাই আমাদের অভিপ্রেত—মতসিদ্ধ। সেইরূপ, "পতন্তি" ("এতে পতন্তি চত্বারঃ") এবং "ন ম্লেচ্ছিতবৈ" ইত্যাদি স্থলে উহা পঞ্চম লকারই হইবে, এবং উহা হইতেও ঐভাবে বিধিজ্ঞান হইবে। বাচঃস্তোম নামক কর্ম্মে "সর্ব্বা দাশতয়ী রনুব্রূয়াৎ" এইভাবে 'দাশতয়ী' (ঋগ্বেদ) মধ্যে পঠিত সমস্ত মন্ত্রই পাঠ করিবার বিধি আছে। কিন্তু তাহাতে ঋগ্বেদের দশটী মণ্ডলের বহির্ভূত (পরিশিষ্টপঠিত) ঋক্ সকলও গৃহীত হইয়া থাকে। সমাখ্যা (প্রকৃতিপ্রত্যয়লব্ধ যৌগিক শব্দ) সামান্যসম্বন্ধকরী—সাধারণভাবে সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিয়া বিধি বিজ্ঞাপিত করে। গৃহ্য কর্ম্মের অর্থাৎ বিবাহাদি যে সমস্ত কর্ম্ম গৃহ্যস্মৃতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয় সেই সমস্ত কর্ম্মের মন্ত্রসকলও ঐ সমখ্যাবলেই ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত হইয়া ঐ সকল কর্ম্মে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। সমাখ্যাই এখানে ঐ প্রকার প্রয়োগ করিবার বিধি বোধিত করিয়া দেয়। "স্তেনো হিরণ্যস্য" ইত্যাদি বাক্য হিরণ্যস্তেয়ের নিন্দা দ্বারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যার শেষভাব (অঙ্গত্ব বা অংশত্ব) প্রাপ্ত হয়; কিন্তু হিরণ্যস্তেয় প্রভৃতির নিষেধ সিদ্ধ না হইলে উহা ঐ প্রকার শেষভাব প্রাপ্ত হইতে পারে না। বাক্যার্থ অনুসারে একবাক্যতা দ্বারা জানা যায় যে, উহা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিষয়ক বিধিরই শেষ অর্থাৎ সম্বন্ধযুক্ত অংশ। আর উহা হইতে হিরণ্য-স্তেয়াদির যে অকর্ত্তব্যতা (নিষেধবিধি) কল্পিত হয় তাহা ঐ শেষত্বের দৃঢ়তা সম্পাদন করে, (যেহেতু ঐ প্রকার নিষেধবিধি না থাকিলে অর্থবাদটীর স্তাবকতাই সিদ্ধ হয় না); কাজেই ঐ নিষেধবিধিকল্পনা ঐ অর্থবাদটীর প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিরোধী হয় না। (এইভাবে মন্ত্র এবং অর্থবাদের প্রামাণ্য বিধিসংসর্গবলে নিরূপিত হইলে তন্মূলক স্মৃতি সকলেরও প্রামাণ্য সুস্থিত হয়)। সুতরাং স্মৃতির মূলীভূত বেদ নিত্যানুমেয় অর্থাৎ সর্ব্বকালেই অনুমানবোধ্য (কোন কালেই তাহা কাহারও প্রত্যক্ষ হয় নাই) এই যে পক্ষ এবং আগমপরম্পরা অর্থাৎ সম্প্রদায়-পরম্পরা ছিল কিন্তু তাহা উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এই যে দুইটী পক্ষ, এই দুই স্থলেই অন্ধ-পরম্পরান্যায় প্রসঙ্গ হয়; উহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। (অতএব উহা স্বীকার করা যায় না)।

আর, এরূপ হইলে পর, গৌতম যে গার্হস্থ্য সম্বন্ধে 'প্রত্যক্ষবিধান আছে' এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই প্রকার অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন যে, গার্হস্থ্য সম্বন্ধীয় যে বিধি সেটী শব্দের অব্যবহিত ব্যাপার দ্বারা বোধিত—সাক্ষাৎ শব্দব্যাপার বোধিত—কিন্তু শব্দের সাক্ষাৎ ব্যাপার হইতে একটী অর্থ প্রতীত হইতেছে, আর সেই অর্থটীর সামর্থ্য (আকাঙ্ক্ষাদি) বলে অপর একটী বিষয়েরও বিধি উপস্থিত হইতেছে এরূপ নহে। শব্দ শ্রবণের অব্যবহিত পরক্ষণেই যে অর্থটীর প্রতীতি হয় তাহা প্রত্যক্ষ। আর ঐ অর্থটী প্রতীত হইবার পর তাহার সামর্থ্য পর্য্যালোচনা দ্বারা যে অর্থটীর বোধ হয় তাহার জ্ঞান বিলম্বে জন্মে বলিয়া তাহা প্রত্যক্ষ নহে। এইভাবে সকলই যুক্তিসঙ্গত হইয়া থাকে।

"স্মৃতিশীলে চ তদ্‌বিদাম্‌"=সেই বেদবিদ্‌গণের যে 'স্মৃতি' এবং 'শীল' তাহাও ধর্ম্মে প্রমাণ। "স্মৃতিশীলে" ইহা, স্মৃতি এবং শীল=স্মৃতিশীল (এইভাবে দ্বন্দ্ব সমাস নিষ্পন্ন)। পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলেন 'শীল' অর্থ—রাগ (আসক্তি) এবং বিদ্বেষ এই দুইটীর পরিত্যাগ। ঐ 'শীল'ও ধর্ম্মের মূল অর্থাৎ কারণ। তবে বেদ এবং স্মৃতি যেমন ধর্ম্মের জ্ঞাপক হেতু অর্থাৎ উহারা ধর্ম্মের স্বরূপ জানাইয়া দেয় বলিয়া ধর্ম্মের কারণ, 'শীল' কিন্তু সেরূপ জ্ঞাপক হেতু নহে, যেহেতু উহা ধর্ম্মনিষ্পাদক কারণ—ধর্ম্ম উৎপাদন করে বলিয়া উহা ধর্ম্মের প্রতি কারণ। যেহেতু অনুরাগ এবং বিদ্বেষ এগুলি পরিত্যাগ করিলে তবেই ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়।

(ইহাতে কেহ প্রশ্ন করিতেছেন), আচ্ছা! জিজ্ঞাসা করি, যাহা শ্রেয়ের সাধন—শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির কারণ তাহাই হইতেছে ধর্ম্ম, ইহাই ত ধর্ম্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে। রাগদ্বেষ পরিত্যাগও স্বরূপতঃ ঐরূপ অর্থাৎ উহাও শ্রেয়ঃসাধন ; কাজেই উহাও স্বরূপতই ধর্ম্ম। তাহাই যদি হয় তবে কি জন্য বলা হইতেছে যে, রাগদ্বেষ পরিত্যাগের দ্বারা ধর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ রাগদ্বেষ পরিত্যাগ ধর্ম্মের কারণ, (এইভাবে কার্য্যকে কারণ বলা হইতেছে কেন)? বিশেষতঃ এরূপ ব্যতিরেক (ভেদ) নির্দ্দেশ করিবার হেতু কিছু নাই যখন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 'ধর্ম্ম' এই শব্দটী কার্য্য এবং কারণ, (যাহা ধর্ম্মের কারণ তাহাকেও ধর্ম্ম বলা হয় আবার কার্য্যটীকেও ধর্ম্ম বলা হয়—এইভাবে ধর্ম্মশব্দ) এই উভয় প্রকার অর্থেই স্মৃতিকারগণ প্রয়োগ করিয়াছেন। যখন ইহার অর্থ 'কারণ' তখন ইহা বিধিনিষেধ দ্বারা যে ক্রিয়া (অনুষ্ঠান) বোধিত হয় সেইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর যখন ইহার অর্থ 'কার্য্য' তখন ইহা 'অপূর্ব্ব' নামক একটী অর্থকে বুঝাইয়া দেয়। কর্ম্মের অনুষ্ঠান ক্রিয়াস্বরূপ ; কাজেই উহা সঙ্গে-সঙ্গেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। ঐ কর্ম্মের ফল দীর্ঘকাল পরে লাভ করা হয়। কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং ফলের উৎপত্তির মধ্যে যে এই দীর্ঘকালের ব্যবধান ততক্ষণ এই কার্য্য এবং কারণের সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। (যেমন বাণ ছোঁড়া হইলে উহার প্রথম ক্রিয়া রূপ কারণ এবং লক্ষ্যবেধ-রূপ কার্য্যকে বাণের বেগ নামক পদার্থটী সম্বন্ধযুক্ত করিয়া রাখে ; ঐ বেগটীকে সেই প্রথম ক্রিয়ার 'ব্যাপার' বলা হয় ; সেইরূপ) কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং তজ্জন্য ফলের মাঝখানেও থাকে একটী ব্যাপার। (ইহাকে শাস্ত্রে 'অপূর্ব্ব' নামে অভিহিত করা হইয়াছে)। ধর্ম্ম বলিতে কখন কখন ঐ ব্যাপারটীও অভিহিত হইয়া থাকে। (যদি বলা হয় ঐ 'অপূর্ব্ব' নামক পদার্থটীর অস্তিত্বে প্রমাণ কি? তদুত্তরে বক্তব্য) শাস্ত্রই ঐ 'অপূর্ব্ব' নামক পদার্থটীর অস্তিত্বে প্রমাণ। (বস্তুতঃ মীমাংসকগণের মতে 'অর্থাপত্তি'—শ্রুতার্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারা 'অপূর্ব্ব' সিদ্ধ হইয়া থাকে)। যাগ যদি অপূর্ব্বনামক ঐ প্রকার একটী বস্তুকে উৎপন্ন না করিয়াই বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে দীর্ঘকাল পরে যে ঐ যাগের ফল উৎপন্ন হয় তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

এই যে অপূর্ব্বনামক বস্তুটী, ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই এখানে ধর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। (সুতরাং 'রাগদ্বেষ পরিত্যাগের দ্বারা ধর্ম্ম নিষ্পাদিত হয়' এখানে ধর্ম্ম বলিতে ঐ 'অপূর্ব্ব'কে বুঝাইতেছে)। 'শীল' হইতেছে উহার মূল অর্থাৎ কারণ। কাজেই পূর্ব্বে যেরূপ অর্থ করা হইয়াছে তাহাতে কোন কিছু অসঙ্গত হয় নাই। ঐ অপূর্ব্বকে লক্ষ্য করিয়াই ধর্ম্ম শব্দটী ব্যবহার করা হয়। যেমন "ধর্ম্মই একমাত্র বন্ধু যে মৃত্যুর পরেও পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে (তাহার সঙ্গ ছাড়ে না)", ইত্যাদি স্থলে ঐ অপূর্ব্বকে লক্ষ্য করিয়াই ধর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেহেতু, যাগাদি হইতেছে ক্রিয়াস্বরূপ। আর ক্রিয়া অনুষ্ঠানের পরক্ষণেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ফল জন্মিবার সময় পর্য্যন্ত তাহার থাকিয়া যাওয়া কিরূপে সম্ভব?

বেদবিদ্‌গণের শীলও ধর্ম্মের কারণ এ কথা বলায় কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন :—। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, শ্রুতি এবং স্মৃতি দ্বারা বিহিত সকল প্রকার কর্ম্মই হইতেছে ধর্ম্মের মূল। শীলও ত উহারই অন্তর্ভূত হইয়া আছে (কারণ উহাও ঐ শাস্ত্রবিহিতই হইতেছে)। তবে আবার আলাদাভাবে শীলকে ধর্ম্মের কারণ বলা হইল কেন? ইহা ত অনর্থক? উক্তপ্রকার শীলও যে স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম ছাড়া নহে, তাহা স্বয়ং আচার্য্যের (মনুর) উক্তি হইতেই জানা যায়। যেহেতু তিনি শীলের বিধান করিবার জন্য অগ্রে বলিবেন "ইন্দ্রিয়সকলকে জয় করিবার জন্য দিবারাত্র যোগ (মনোজয়) অবলম্বন করিবে। কারণ, মনকে জয় করা হইলে পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় জয় করা হয়।" রাগদ্বেষ পরিত্যাগই মনোজয়, ইহা অগ্রে (সেই স্থলে) আমরা ব্যাখ্যা কালে বলিব।

এইপ্রকার আপত্তির পরিহারকল্পে কেহ কেহ বলেন,—আদরের জন্য অর্থাৎ শীলের প্রতি যাহাতে বেশী যত্ন করা হয় তাহারই জন্য উহাকে এখানে পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ, এই যে শীল ইহা সকল কর্ম্মেরই অনুষ্ঠানের উপযোগী অর্থাৎ সকল কর্ম্মেতেই রাগ-দ্বেষপরিত্যাগরূপ শীল থাকা আবশ্যক। অধিক কি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ন্যায় ইহাও স্বতঃ স্বভাবতঃ প্রধান কর্ম্ম। শুধু তাহাই নহে, ইহা ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণেরই আচরণীয় ধর্ম্ম এবং ইহা এমন একটী ধর্ম্ম যাহা ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমেই অনুষ্ঠেয়। এই কারণেই এখানে যখন সামান্যধর্ম্ম নিরূপণ করা হইতেছে (সাধারণভাবে ধর্ম্মের লক্ষণ বলা হইতেছে) তখন এই উহা বলিয়া দেওয়া হইতেছে।*

আমরা কিন্তু বলি, সমাধিকে (মনের একাগ্রতাকে) ‘শীল’ বলা হয়। কারণ, ধাতুগণপাঠে ‘শীল’-ধাতু সমাধি অর্থে পঠিত হইয়া থাকে। সমাধি ও সমাধান একই কথা; উহা মনের ধর্ম্মবিশেষ। চিত্ত (মন) অন্যবিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া যে অস্থির হইয়া থাকে—একটী বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না, মন সেই ব্যাকুলভাব পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রতত্ত্ব নির্ণয় করিতে যে ঝুঁকিয়া পড়ে, তদ্বিষয়ে নিবিষ্ট হইয়া থাকে ইহাকেই ‘শীল’ বলা হয়। “স্মৃতিশীলে” এস্থলে ‘ইতরেতর-যোগ’ অর্থে দ্বন্দ্ব সমাস হইয়াছে। কাজেই স্মৃতি এবং শীল ইহারা উভয়ে যে পরস্পরসাপেক্ষ হইয়াই ধর্ম্মনিরূপণে প্রামাণ্যযুক্ত, ইহা জানাইয়া দেওয়াই এস্থলে অভিপ্রেত হইতেছে। সুতরাং, আগে যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ‘শীল ধর্ম্মনিষ্পাদকরূপেই ধর্ম্মের কারণ, তাহা আর এপক্ষে গ্রহণীয় হইবে না। (অভিপ্রায় এই যে, স্মৃতিযুক্তশীল এবং শীলযুক্ত স্মৃতিই ধর্ম্মে প্রমাণ ; কিন্তু স্মৃতিনিরপেক্ষ শীল কিংবা শীলনিরপেক্ষ স্মৃতি ধর্ম্মে প্রমাণ নহে)। এস্থলে যাহা বলিয়া দেওয়া হইল তাহা এইরূপ,—(পূর্ব্ববর্ণিত) ‘সমাধানযুক্ত যে স্মৃতি’ তাহাই ধর্ম্মে প্রমাণ, কিন্তু সাধারণভাবে সকল স্মৃতিই ধর্ম্মে প্রমাণ নহে। কাজেই, যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকার সমাধান সম্পন্ন নহেন তাঁহারা বেদার্থবিৎ হইতে পারেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের যে স্মৃতি তাহা ধর্ম্মে প্রমাণ নহে ; যেহেতু যাঁহারা শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যবিষয়ে অবধানশূন্য (একাগ্রতা রহিত) তাঁহাদের ভ্রম প্রভৃতি হওয়া সম্ভব।

এখানে মূল শ্লোকে একটী ‘চ’ শব্দ আছে ; উহা “তদ্‌বিদাম্” এই পদটীর পরে হইবে (অর্থাৎ যদিও উহা “স্মৃতিশীলে চ তদ্‌বিদাম্” এইরূপ পঠিত আছে তথাপি—উহাকে “স্মৃতিশীলে তদ্বিদাং চ” এইভাবে পাঠ করিতে হইবে)। ছন্দের অনুরোধেই শ্লোকে এইরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে। আর ঐ ‘চ’কারটীর অর্থ সমুচ্চয় (মিলন)। কিন্তু কাহার সহিত কাহার সমুচ্চয় হইবে? পূর্ব্ববর্ণিত সেরূপ কিছু না থাকায় এই শ্লোকটীরই তৃতীয় চরণে “আচারশ্চৈব সাধূনাং” এই অংশে যাহা বলা হইয়াছে (যে শিষ্টাচারকে ধর্ম্মে প্রমাণ বলা হইয়াছে) তাহারই সহিত সমুচ্চয় বুঝান হইতেছে। সুতরাং ধর্ম্মের প্রতি প্রামাণ্য সম্বন্ধে তিনটী বিশেষণ এখানে গ্রহণ করিতে হইবে। (অতএব শ্লোকটীর ফলিতার্থ দাঁড়াইতেছে এই যে) যে সমস্ত বিদ্বান্ ব্যক্তি যথাবিধি আচার্য্যের নিকট হইতে বেদবিদ্যা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা যদি সেই বিদ্যার অনুশীলনে নিবিষ্ট থাকেন এবং সেই বিদ্যার উপদেশ অনুসারে কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকেন তবেই তাঁহাদের স্মৃতি ধর্ম্মে প্রমাণ হইবে। মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণের মধ্যে এইসব কয়টীই ছিল, ইহা পরম্পরাক্রমে স্মৃত হইয়া আসিতেছে। তাহা না হইলে, শিষ্টগণ যে তাঁহাদের গ্রন্থ-সকল গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন তাহার পক্ষে কোনও যুক্তি থাকে না।

*ধর্ম্ম দুই প্রকার সামান্য ধর্ম্ম এবং বিশেষ ধর্ম্ম। যাহা সকল বর্ণের পক্ষেই সকল আশ্রমেই অনুষ্ঠেয় তাহাকে বলা হয় ‘সামান্য ধর্ম্ম’। “ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ” অর্থাৎ ক্ষমা, সত্য, দম, শুচিতা, দান, ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতিগুলি সকল অবস্থায় সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অনুষ্ঠেয় বলিয়া ঐগুলির নাম সামান্য ধর্ম্ম। আর যে সমস্ত অনুষ্ঠান বিশেষ বিশেষ বর্ণের পক্ষে বিশেষ বিশেষ আশ্রমেই কর্ত্তব্য বলিয়া সীমাবদ্ধ সেগুলির নাম ‘বিশেষ ধর্ম্ম’। যেমন, সত্রনাম যাগ কেবল ব্রাহ্মণেরই অনুষ্ঠেয়। রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ কেবল ক্ষত্রিয়েরই কর্ত্তব্য : এইজন্য এইগুলি বর্ণবিশেষে সীমাবদ্ধ। এইরূপ, কতকগুলি অনুষ্ঠান আছে যেগুলি কেবল ব্রহ্মচর্য্য, বা গার্হস্থ্য প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ আশ্রমেই অনুষ্ঠেয়, সকল আশ্রমে নহে। এইজন্য এগুলি হইতেছে আশ্রমবিশেষে সীমাবদ্ধ ‘বিশেষ ধর্ম্ম’। ইহাদের ব্যতিক্রম করিলে তাহা ধর্ম্ম না হইয়া অধর্ম্মই হইয়া থাকে।

(প্রশ্ন) আচ্ছা, এইরূপেই যদি হয় তাহা হইলে সোজাসুজি স্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়াই ত উচিত যে, মনু প্রভৃতির বাক্যই ধর্ম্মের মূল (জ্ঞাপক কারণ)। এরূপ লক্ষণ করিবার প্রয়োজন কি? (উত্তর)—তাহা ঠিক। তবে কি না, মনু প্রভৃতির প্রামাণ্যসম্বন্ধে যদি কেহ কিছু বিপরীত ধারণা পোষণ করে তাহা হইলে তাহাকেও ত যুক্তি দ্বারা নিরস্ত করা উচিত। তাহারই জন্য ন্যায় শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে হেতুনির্দ্দেশ করা আবশ্যক। এইজন্য মনু প্রভৃতির যে প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় তাহারই ইহা হেতুনির্দ্দেশ। (যেহেতু ধর্ম্মের প্রতি প্রামাণ্যের কারণ হইতেছে ঐ তিনটী এবং মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণের মধ্যে ঐ তিনটী জিনিষই ছিল—এই কারণেই তাঁহাদের স্মৃতি সকল ধর্ম্মে প্রমাণ)। ইদানীন্তনকালেও যাঁহার মধ্যে প্রামাণ্যের কারণস্বরূপ ঐ তিনটী জিনিষ বিদ্যমান থাকে তাঁহার উক্তিও মনু প্রভৃতির বচনের ন্যায় অবশ্যই ধর্ম্মতত্ত্বনিরূপণে প্রমাণ-রূপে গ্রহণীয় হইবে। এই জন্যই শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের নির্দ্দেশ প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি উপদেশে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আর ঐপ্রকার শিষ্ট ব্যক্তিগণই 'পরিষৎ' রূপে প্রমাণভূত হইয়া থাকেন। এইজন্যই কথিত হইয়াছে যে, 'বেদবিৎ ব্রাহ্মণ একজনও যে ধর্ম্মনিরূপণ করিয়া থাকেন' ইত্যাদি। এই কারণেই "মনু, বিষ্ণু, যম, অঙ্গিরা" ইত্যাদি বচনে স্মৃতিকারগণের যে গণনা অর্থাৎ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা অমূলক। যেহেতু, পৈঠীনসি, বৌধায়ন, প্রচেতাঃ প্রভৃতি মহর্ষিগণকেও শিষ্টগণ ঐভাবে স্মৃতিকার বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। অথচ পূর্ব্বোক্ত গণনার মধ্যে উঁহাদের ধরা হয় নাই, নাম উল্লেখ করা হয় নাই। মোটের উপর কথা এই যে, শিষ্টগণ যাঁহাকে বিনা নিন্দায়—অনিন্দিতভাবে ঐপ্রকার গুণসমূহসমন্বিত বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন কিংবা ঐসকল গুণান্বিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন এবং এই নিবন্ধ তাঁহারই প্রণীত ইহা বলিয়া দেন (তিনি ইদানীন্তন ব্যক্তি হইলেও) তাঁহার উক্তি ধর্ম্মে প্রমাণ হইবে, যদিও তাহা পৌরুষেয় বচনই হইতেছে (তাহাতে কিছু আসিয়া যাইবে না)। ইহাই "স্মৃতিশীলে চ তদ্‌বিদাম্‌" এই অংশটীর তাৎপর্য্যার্থ।

ইদানীন্তন কালে যে ব্যক্তি ঐসকল গুণযুক্ত তিনি যদি প্রামাণ্যের হেতুস্বরূপ ঐরূপ হইয়া গ্রন্থ রচনা করেন তাহা হইলে তিনিও পরবর্ত্তিকালের শিষ্টগণের নিকট মনু প্রভৃতির ন্যায় প্রমাণ হইবেন। কিন্তু ইহাও এস্থলে জ্ঞাতব্য যে, বর্ত্তমানকালের শিষ্ট ব্যক্তিগণের যে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয় তাহা ঐ পূর্ব্বোক্ত অধুনাপ্রসিদ্ধ স্মৃতি গ্রন্থকারের উক্তি হইতে জন্মে না। কারণ, ঐ স্মৃতিগ্রন্থকার যে সমস্ত উপাদান হইতে জ্ঞানলাভ করেন অপরাপর শিষ্টগণও তাহা হইতেই জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন ; সুতরাং এস্থলে উভয়েরই জ্ঞানকারণ এক বলিয়া একজনের বচনের উপর অন্য সকলের সাপেক্ষতা নাই। যেহেতু ইদানীন্তন কোন স্মৃতি নিবন্ধকার যতক্ষণ না তাঁহার ঐ স্মৃতির মূল দেখাইতে পারেন ততক্ষণ সুধী শিষ্ট সমাজ তাঁহার কথা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু তিনি যখন নিজ স্মৃতির মূল দেখাইয়া দেন তখন তাঁহার সেই গ্রন্থ প্রমাণ বলিযা স্বীকৃত হয়। এবং সেইভাবে পরে ভবিষ্যৎকালে যদি তাঁহারও সেই বাক্য কোন প্রকারে অষ্টকাদিস্মৃতি বাক্যের ন্যায় তুল্যতালাভ করে তাহা হইলে তাঁহার সেই বাক্যেরও যে মূলীভূত বেদবাক্য আছে তাহা অনুমান করা সঙ্গত হয় ; যেহেতু তাহা না হইলে শিষ্টগণ যে তাঁহার বাক্যকে ধর্ম্মে প্রমাণ বলিয়া তখনও স্বীকার করিয়া লইতেছেন তাহা সঙ্গত হয় না। (কিন্তু বর্ত্তমানকালেই তাঁহার বাক্য হইতে মূলীভূত বেদবচন অনুমান করা চলিবে না ; কারণ, তিনি যে বেদবচনকে নিজ স্মৃতির মূল বলিতেছেন তাহা তাঁহার ন্যায় অপর সকলেও প্রত্যক্ষ করিতে পারে)।

"আচারশ্চৈব সাধূনাম্‌"=সাধুগণের আচারও ধর্ম্মের মূল। এখানে 'চ' শব্দটী থাকায় "বেদবিদাম্‌" এই বিশেষণটীও ইহার সহিত অন্বিত হইবে। (সুতরাং অর্থ হইতেছে—'বেদবিৎ' সাধুগণের যে আচার তাহাও ধর্ম্মের কারণ হইয়া থাকে)। এখানে 'বেদবিৎ' এবং 'সাধু' এই দুইটী পদের দ্বারা শিষ্ট ব্যক্তিই লক্ষিত হইতেছে। অতএব ইহার অর্থ দাঁড়াইতেছে এই যে, শিষ্টগণের যে ধর্ম্মার্থ আচার তাহাও ধর্ম্মের মূল। 'আচার' ইহার অর্থ ব্যবহার বা অনুষ্ঠান। যেসকল অনুষ্ঠান সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য কিংবা স্মৃতিবচন নাই অথচ শিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহা ধর্ম্মজ্ঞানে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাহাও ঠিক আগেকার মত (শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত কর্ম্মের ন্যায়) বৈদিক অর্থাৎ বেদমূলক বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেমন, বিবাহ প্রভৃতি কর্ম্মে কঙ্কণবন্ধন প্রভৃতি যে সমস্ত অনুষ্ঠান মাঙ্গলিক কর্ম্মরূপে করা হয় ; কিংবা দেশভেদে, বিবাহের দিন, যাহার বিবাহ

হইবে সেই মেয়েটীর দ্বারা প্রসিদ্ধ বৃক্ষ, যক্ষ, চতুষ্পথ প্রভৃতির যে পূজা প্রদক্ষিণাদি করান হয়, অথবা চূড়া রাখিবার যে স্থানভেদ এবং সংখ্যাভেদ (মস্তকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে এক, তিন বা পাঁচ গোছা চুল রাখা হয়) ; এইরূপ অতিথি, গুরুজন প্রভৃতির প্রতি প্রিয় ও হিতকর কথা বলা, অভিবাদন করা, উঠিয়া দাঁড়ান প্রভৃতিরূপ যে অনুবৃত্তি (সেবা শুশ্রূষাদি মনোমত কাজ) করা হয় ; এইরূপ হাতে ঘাস লইয়া 'পৃশ্নিসূক্ত' (বেদের অংশ বিশেষ) অধ্যয়ন করা হয়, যেন অশ্বমেধীয় অশ্বকে উহা খাওয়ান হইতেছে। এই প্রকারের যে সমস্ত আচার তাহা সদাচার বা শিষ্টাচার নামে কথিত হইয়া থাকে।

এই যে সদাচার ইহা গ্রন্থরূপে নিবন্ধ করা সম্ভব নহে। কারণ, লোকেদের স্বভাবের ভিন্নতা এবং মনেরও সুস্থতা অথবা দুঃস্থতা প্রভৃতির উপর নির্ভর করায় প্রত্যেক স্থলেই ইহার এক একটা বিশেষত্ব আছে : এইভাবে উহা অনন্ত প্রকার হইয়া থাকে। (কাজেই সেই সকলগুলির প্রত্যেকটী লিপিবদ্ধ করিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া সম্ভব নহে)। উহা মনের সুস্থতা এবং দুঃস্থতার উপর নির্ভর করে। যেমন যে বিষয়টী একজনের নিকট প্রিয় বলিয়া বহুবার লক্ষ্য করা গেছে সেইটাই আবার সময়ান্তরে অন্যের নিকট বিপরীত (অপ্রিয়) হইয়া দাঁড়ায়; যেমন গৃহস্থের দ্বারা অতিথির যে পরিচর্য্যা করা হয় তাহা কোন কোন অতিথির সন্তোষসাধন করে, সে ভাবিতে থাকে এ লোকটী ভৃত্যের ন্যায় পরিচর্য্যা করিতেছে; আবার কোন কোন অতিথি তাহাতে বিরক্ত হয় ; সে মনে করে,—কি জ্বালা, এ ব্যক্তিটী যে আমার কাছ ছাড়ে না, এ কাছে থাকিতে যে নিশ্চিন্ত মনে ও অব্যাকুলভাবে বসিয়া একটু বিশ্রাম করিতে পারিতেছি না।" এইভাবে সেই অতিথিটী গৃহস্থের পরিচর্য্যায় বিরক্তই হয়। কাজেই এসব বিষয়ের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে কি সাধারণভাবের কি বিশেষভাবের কোনপ্রকার বেদবিধিই অনুমান করা সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে অষ্টকাপ্রভৃতি স্মৃতিবিহিত কর্ম্মকলাপের যে কর্ত্তব্যতা তাহার স্মৃতি সকল দেশে সকল সময়েই একই প্রকার অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ইহাই স্মৃতি এবং শিষ্টাচারের মধ্যে পার্থক্য।

"আত্মনস্তুষ্টিরেব চ" অর্থাৎ নিজের তুষ্টি বা মনের সন্তোষ (ইহাও ধর্ম্মের মূল)। এস্থলে শ্লোকের প্রথমাংশে বর্ণিত "ধর্ম্মমূলম্" এই অংশটীর অনুষঙ্গ করিতে হইবে। 'বেদবিৎ সাধুগণের' এই অংশটীরও এখানে অনুষঙ্গ হইবে। (সুতরাং ইহার অর্থ দাঁড়াইতেছে এইরূপ) —বেদবিৎ সাধু ব্যক্তিগণের যে আত্মতুষ্টি (মনের প্রসন্নভাব) তাহাও ধর্ম্মের মূল। এই আত্মতুষ্টির যে ধর্ম্মমূলতা তাহাও প্রমাণ রূপেই (বুঝিতে হইবে), এইরূপ কেহ কেহ বলিয়াছেন। এই প্রকার ব্যক্তিগণের (বেদবিৎ ব্যক্তিগণের) যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে মন প্রসন্ন হয় (যে অনুষ্ঠানটী করিয়া মনে তৃপ্তি আসে), কোন প্রকার বিদ্বেষ (বিরূপ ভাব, খুঁৎখুঁতানি) জন্মে না তাহা ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণীয় হইবে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা! এরূপ হইলে ত—নিষিদ্ধ কর্ম্মেতেই যাঁহার মন প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয় তাঁহার কাছে তাহাও ত ধর্ম্ম হইয়া প'ড়ে, আবার বিহিত কর্ম্মে যদি তাঁহার 'করিয়া কি হইবে, দরকার নাই', এই প্রকার মনোভাব জন্মে তবে তাহাও ত অধর্ম্ম হইয়া পড়ে? (উত্তর)—সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন এতাদৃশ মহাত্মাদের মনের যে প্রসন্নভাব (কর্ম্মানুষ্ঠানজন্য সন্তোষ) তাহার এমনই মহান্ প্রভাব যে তাহাতে অধর্ম্মও ধর্ম্ম হইয়া যায় এবং ধর্ম্মও অধর্ম্ম হইয়া পড়ে। কিন্তু রাগদ্বেষাদিদোষদূষিত ব্যক্তিগণের সেটী নাই। ইহার উদাহরণ, যেমন লবণ-স্তূপের মধ্যে যে জিনিষই প্রবিষ্ট হয় তাহাই লবণে পরিণত হইয়া যায়; ঠিক এইরূপ বেদবিৎ ব্যক্তিগণের হঠাৎ মনের মধ্যে যে কর্ম্মানুষ্ঠানজনিত সন্তোষ উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা সমস্ত বস্তুরই মল দূরীভূত হইয়া যায়। অতএব ষোড়শিনামক যজ্ঞপাত্রের যে গ্রহণ (কর্ম্মানুষ্ঠানকালে কর্ম্মবিশেষে ব্যবহার) তাহা সেই কর্ম্মে নিষিদ্ধ হইলেও তাঁহারা যদি তাহা বিধিনির্দ্দিষ্টভাবে গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাহাও দোষের হয় না। আর এই প্রতিষিদ্ধ স্থলে যে ঐ ষোড়শিপাত্র গ্রহণের ন্যায় বিকল্প হইবে তাহাও সম্ভব নহে ; কারণ আত্মতুষ্টি ব্যতিরিক্ত অন্যান্য স্থলে ঐ প্রতিষেধ সকল ব্যবস্থিত। (অর্থাৎ যে যে স্থলে বেদবিৎ সাধুগণের আত্মতুষ্টি জন্মিয়া থাকে সেগুলি প্রতিষিদ্ধ হইবে না, কিন্তু যে যে স্থলে তাঁহাদের আত্মতুষ্টি জন্মে না সেগুলিকেই প্রতিষিদ্ধ সুতরাং অননুষ্ঠেয় বলা হয়। কাজেই ষোড়শিনামক পাত্র গ্রহণ করা বা না করা উভয়ই যেমন বিধির বিষয় সুতরাং কর্ম্মবিশেষে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাহা গ্রহণীয় এবং অনুষ্ঠান

বিশেষে তাহা গ্রহণীয় নহে, এইভাবে ব্যবস্থিত বিকল্প হইয়া থাকে ; কিন্তু নিষিদ্ধ বিষয়-সকল ওরূপ নহে)।

অথবা (পূর্ব্বপক্ষবাদী যে প্রশ্ন করিয়াছেন অধর্ম্ম অনুষ্ঠানেও যদি তাঁহাদের আত্মতুষ্টি জন্মে তবে তাহাও ধর্ম্ম হইয়া পড়িবে—ঐ প্রকার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কারণ) ইহা মোটেই সম্ভব নহে যে অধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাদের অন্তঃকরণ পরিতোষলাভ করিবে। যেমন, নেউলকে সাপে কামড়াইলে সে যে ওষধি (গাছগাছড়া) চর্ব্বণ করিতে থাকে তাহা বিষঘ্নী ওষধি ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না (কারণ প্রকৃতিদত্ত প্রবৃত্তি অনুসারে সে অবস্থায় কেবল বিষঘ্নী ওষধি চর্ব্বন করাই তাহাদের স্বভাব) সেইরূপ তাদৃশ শিষ্টব্যক্তিগণেরও যে মনঃপ্রসাদ তাহা কিছুতেই বিরুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানজন্য হইতে পারে না। এইজন্য কথিতও আছে—"সর্পদিষ্ট নকুল যে যে ওষধি দংশন (চর্ব্বণ) করে তাহাই বিষঘ্নী"।

বস্তুতঃ আত্মতুষ্টির প্রামাণ্যসম্বন্ধে প্রমাণভূত আচার্য্যগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা এইরূপ ;—। শাস্ত্রমধ্যে এমন অনেক অনুষ্ঠান উপদিষ্ট হইয়াছে যেগুলি বৈকল্পিক—এরকমও করা যায় আবার অন্য রকমও করা যায়। সেরূপ স্থলে, ইচ্ছাবিকল্পবিষয়ীভূত ঐ দুইটী পক্ষের যে পক্ষটীতে তাঁহাদের মন প্রসন্ন হয় (ঐ দুইটী প্রকারের যে প্রকারটী অবলম্বন করিয়া অনুষ্ঠান করিলে তাঁহাদের মনে প্রসন্নভাব এবং সন্তোষ জন্মে) সেই পক্ষটীই অবলম্বন করা উচিত। আচার্য্য (মনু) স্বয়ং দ্রব্যশুদ্ধি প্রকরণে এবং প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে এইরূপ বলিবেন—"সেরূপ-স্থলে ততক্ষণ তপস্যা করিবে যতক্ষণ না তাহা মনের সন্তোষজনক হয়।" অথবা, "আত্মনস্তুষ্টি-রেব চ" এই অংশে বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি নাস্তিকতাবশতঃ শাস্ত্রার্থানুষ্ঠানে শ্রদ্ধাহীন তাহার তাহাতে অধিকার নাই, সে ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের অনধিকারী। যেহেতু, সেরূপ লোক শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিলেও তাহা নিষ্ফলই হইবে। অথবা ইহা দ্বারা বলা হইয়াছে যে, সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই 'ভাবপ্রসাদ' আবশ্যক—মনকে সদ্‌বৃত্তিসম্পন্ন, প্রসন্ন রাখা দরকার; কর্ম্মানুষ্ঠানকালে ক্রোধ, মোহ, শোক প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া প্রফুল্ল থাকা উচিত। এই কারণে পূর্ব্ববর্ণিত 'শীল' যেমন সকল অনুষ্ঠানের অংগ, এই আত্মতুষ্টিও সেইরূপ সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানের অংগ ; এই জন্যই ইহাকেও ধর্ম্মের মূল বলা হইয়াছে। ৬

(মনু যে কোন বর্ণের এবং যে কোন আশ্রমের পক্ষে যে কোন ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন সে সমুদয়ই বেদমধ্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, যেহেতু বেদই হইতেছে সমস্ত জ্ঞানের আকর।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে বেদবিৎ ব্যক্তিগণের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় তাহাই এই শ্লোকে পরিস্ফুট করিয়া দিতেছেন। "যঃ কশ্চিৎ ধর্ম্মঃ"=যে কোন ধর্ম্ম,—। তাহা বর্ণধর্ম্মই হউক, আশ্রমধর্ম্মই হউক, সংস্কারধর্ম্মই এবং ব্রাহ্মণাদি বিশেষ বর্ণের জন্য বিহিত যে-কোন বিশেষধর্ম্মই হউক ;—। "মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ"=যাহা মনুর দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। "স সর্ব্বোঽপি"=তৎসমুদয়ই "বেদে অভিহিতঃ"=বেদমধ্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেভাবে ইহা বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা আগের শ্লোকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। "সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ"=যেহেতু বেদই হইতেছে সকল প্রকার অদৃষ্টবিষয়ক (যে সমস্ত বিষয় লৌকিক প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায় না সেই সমস্ত) জ্ঞানের হেতু অর্থাৎ জ্ঞাপক কারণ। "সর্ব্বজ্ঞানময়ঃ" এস্থলে যে 'ময়ট্' প্রত্যয় হইয়াছে তাহা দ্বারা ইহাই বুঝান হইতেছে যে, বেদ যেন সমস্ত জ্ঞানের দ্বারা নির্ম্মিত ; এইভাবে জ্ঞানের বিকার (কার্য্য) বেদ, এইরূপ কল্পনা করিয়াই ঐ 'ময়ট্' প্রত্যয়ের প্রয়োগ। কারণ, যে বস্তু যাহার বিকার (কার্য্য) সেই বস্তুটীকে 'তন্ময়', অর্থাৎ সেই কারণেরই স্বভাববিশিষ্ট, বলা হইয়া থাকে। জ্ঞানই বেদের হেতু অর্থাৎ বেদও হইতেছে যেন জ্ঞানের বিকার বা কার্য্য ; এজন্য বেদকেও ঐ জ্ঞানময় বলা হইয়াছে। 'সৎকার্য্যবাদ' সিদ্ধান্ত অনুসারে কারণের মধ্যেই কার্য্যের স্বভাব বিদ্যমান থাকে ; (কাজেই তদনুসারে এইরূপ বলা হইয়াছে)। অথবা, 'সর্ব্বজ্ঞানময়' ইহার অর্থ, সমস্ত জ্ঞানরূপ হেতু (কারণ) হইতে অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইতে উহা আগত হইয়াছে। এখানে "হেতুমনুষ্যেভ্যঃ" এই সূত্র অনুসারে ময়ট্ প্রত্যয় করা হইয়াছে। ৭

(সমস্ত বিষয় সমগ্রভাবে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা সমীক্ষা করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকারই করেন ; সুতরাং তদনুসারে স্বধর্ম্মে নিবিষ্ট হওয়া তাঁহার উচিত।)

(মেঃ)—"সর্ব্বং"=কৃত্রিম (উৎপত্তিযুক্ত) এবং অকৃত্রিম (উৎপত্তিহীন) সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থ,—। যাহা কেবলমাত্র শাস্ত্র হইতেই জানা যায় তাহা এবং যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণগম্য ও অপ্রত্যক্ষ (অনুমানাদি) প্রমাণগম্য তাহা,—। "জ্ঞানচক্ষুষা"=তর্ক, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, মীমাংসা প্রভৃতি বিদ্যাস্থানসমূহ আচার্য্যমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া এবং স্বয়ং তাহা চিন্তা (আলোচনা) করিয়া যে জ্ঞান জন্মে তাহা দ্বারা,—। সেই যে জ্ঞান তাহা চক্ষুঃস্বরূপ—চক্ষুর ন্যায়,—। জ্ঞানের কারণতা বিষয়ে চক্ষুর সহিত শাস্ত্রের সমানতা আছে—যেহেতু, চক্ষুদ্বারা যেমন রূপজ্ঞান জন্মে সেই রকম শাস্ত্রের দ্বারাও ধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়,—। "নিখিলং সমবেক্ষ্য"=(সমগ্রভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া) সম্যক্ বিচারপূর্ব্বক নিরূপণ করিয়া,—। "শ্রুতিপ্রামাণ্যতঃ"=বেদের প্রামাণ্যহেতু,—। "ধর্ম্মে নিবিশেত"=(ধর্ম্মে নিবিষ্ট হওয়া উচিত) ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।

সকল শাস্ত্র ঠিকমত জানা হইলে তবেই বেদের প্রামাণ্য ঠিক থাকে (ঠিক বুঝিতে পারা যায়), সকল শাস্ত্র জানা না হইলে কিন্তু তাহা হয় না। কারণ, সেই সকল শাস্ত্র নিপুণভাবে চিন্তা (আলোচনা) করিতে থাকিয়া শেষ পর্য্যন্ত ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, বেদ ছাড়া অন্য শাস্ত্রের প্রামাণ্য থাকিবার পক্ষে কোন সংগত যুক্তি নাই ; পক্ষান্তরে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিবার পক্ষে সমীচীন যুক্তি আছে। "সর্ব্বং"—এটীকে জ্ঞেয় পদার্থের বিশেষণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। আর, "নিখিলং" ইহা "সমবেক্ষ্য" এই ক্রিয়াটীর বিশেষণ। সুতরাং ইহা দ্বারা যে অর্থ বুঝাইতেছে তাহা এইরূপ,—যতপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ (বিরোধী যুক্তি) সম্ভব সেই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া—অপরাপর শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবার পক্ষে এবং বেদকে অপ্রমাণ বলিবার পক্ষে যত কিছু যুক্তি সম্ভব সেই সমস্তই দেখাইয়া সেগুলি যখন সিদ্ধান্তপক্ষের হেতু দ্বারা নিরাস করা হয় তখন সিদ্ধান্ত নিগমন করিবার সময় বেদেরই প্রামাণ্য থাকিয়া যায় (আর সব কিছু অপ্রমাণ হইয়া পড়ে); এইরূপ অর্থই এখানে 'নিখিল' শব্দটী প্রয়োগ করিয়া দেখান হইয়াছে। কাজেই 'নিখিল' এবং 'সর্ব্ব' এই দুইটী শব্দ একার্থক হইলেও উহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় ভিন্ন ভিন্ন। অতএব উহাদের পুনরুক্তি হয় নাই। "স্বধর্ম্মে" এখানে 'স্ব' শব্দটী অনুবাদী অর্থাৎ 'ধর্ম্ম' পদের দ্বারা যে অর্থ বুঝান হইয়াছে 'স্ব' শব্দের দ্বারা তাহাই বুঝান হইতেছে, অতিরিক্ত কিছু উহা দ্বারা বোধিত হয় নাই। কারণ, যাহা একজনের পক্ষে ধর্ম্ম তাহা অন্যের পক্ষে অধর্ম্ম। (কাজেই—'ধর্ম্ম' বলিতেই স্বধর্ম্ম অভিহিত হয়।) ৮

(মানুষ শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে ইহজগতে কীর্ত্তিলাভ করিয়া থাকে এবং পরজন্মেও নিরতিশয় সুখ প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—যদি কোন লোক নাস্তিকতা নিবন্ধন এইপ্রকার মোহগ্রস্ত হয় যে, বৈদিক কর্ম্মকলাপ নিষ্ফল, এবং তাহার পরিণামে সে ঐ বৈদিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত না হয়, এইজন্য বন্ধুস্থানীয় হইয়া আচার্য্য দেখাইয়া দিতেছেন যে (পারলৌকিক ফলের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম), বৈদিক কর্ম্মসকলের এমন ফলও ত রহিয়াছে যাহা ইহলোকেই দেখা যায়, কাজেই উহা অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইবে না কেন? অন্য ফল (পারলৌকিক ফল) এখন দূরে থাক। শ্রুতি এবং স্মৃতিমধ্যে যে কর্ম্মকলাপ উপদিষ্ট হইয়াছে যাহাকে ধর্ম্ম বলা হয়, তাহার অনুষ্ঠান করিলে ইহ জগতে যতদিন বাঁচিয়া থাকে ততদিন সেই লোক কীর্ত্তিলাভ করে—লোকের প্রশংসা এবং পূজা (সম্মান) ও সৌভাগ্য লাভ করে। কারণ, যে ব্যক্তি সৎপথে থাকে সকল লোকই তাঁহাকে 'ইনি বড় পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক' এই বলিয়া সম্মান করে এবং তিনি সকলের প্রিয়পাত্রও হন। "প্রেত্য" ইহার অর্থ অন্যদেহে—পরজন্মে। "অনুত্তমং সুখম্"=অনুত্তম (নাই উত্তম যাহা অপেক্ষা), যাহার চেয়ে আর উৎকৃষ্ট সুখ নাই তাহা তিনি লাভ করেন। যেহেতু, সাধারণতঃ স্বর্গ কামনাযুক্ত ব্যক্তিরই অধিকার অর্থাৎ স্বর্গের জন্য সাধারণতঃ (অধিকাংশ) কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান। আর সর্ব্বোত্তম যে প্রীতি (সুখ) তাহাই স্বর্গ। এইজন্যই বলা হইয়াছে "অনুত্তমং সুখম্"। অতএব যে লোক নাস্তিক সেও যদি পূর্ব্বোক্ত ইহলোকলভ্য ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহারও এই সকল শাস্ত্রীয় কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ইহাই এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্যার্থ। ৯

(শ্রুতি বলিতে বেদ বুঝিতে হইবে আর স্মৃতি হইতেছে ধর্ম্মশাস্ত্র। সর্ব্বপ্রকার বিধি-নিষেধস্থলে ঐ দুইটীকে অন্য প্রমাণের সহিত সংবাদী করিতে চেষ্টা করিবে না, যেহেতু কেবল শ্রুতি এবং স্মৃতি হইতেই ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রকাশ পায়।)

(মেঃ)—এই গ্রন্থখানি কি ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, ইহা কি কোশ-শাস্ত্র যাহাকে অন্য কথায় অভিধান বলা হয়, যাহার মধ্যে "আত্মভূঃ পরমেষ্ঠী" ইত্যাদি প্রকার পর্য্যায় শব্দ দেখাইয়া শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে? যেহেতু ইহার মধ্যেও ঐ কোশশাস্ত্রের ন্যায় শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিবার জন্য বলা হইতেছে—"শ্রুতি বলিতে বেদ বুঝিতে হইবে এবং স্মৃতি অর্থে ধর্ম্মশাস্ত্রই জানিতে হইবে? এই প্রকার সংশয়ের উত্তর বলা যাইতেছে ;—। শিষ্টাচার সকল শ্রুতিও নয় এবং স্মৃতিও নয়, কারণ সে সম্বন্ধে কোন নিবন্ধ নাই। যেহেতু বেদার্থের যে স্মরণ লিপিবদ্ধ করা আছে তাহাই স্মৃতি। (সুতরাং শিষ্টাচার সকল যখন লিপিবদ্ধ নাই তখন সেগুলি স্মৃতি হইতে পারে না, এইরূপ সংশয় হইতে পারে)। এইজন্য শিষ্টাচার সকলও যে স্মৃতি তাহা এই শ্লোকে উপপাদন করা হইতেছে। অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম অনুশাসন করা যাহার প্রয়োজন তাহাই 'ধর্ম্মশাস্ত্র'। আর, যাহার মধ্যে ধর্ম্ম অনুশিষ্ট হইয়াছে, 'ধর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য' এই কথা বুঝান হইয়াছে তাহা স্মৃতি। সুতরাং এস্থলে নিবন্ধাক্ষরত্ব কিংবা অনিবন্ধাক্ষরত্ব স্মৃতিত্ব এবং অস্মৃতিত্বের প্রয়োজক অর্থাৎ কারণ নহে। যেহেতু, শিষ্টগণের যে সদনুষ্ঠান তাহা হইতেও ধর্ম্মের (সেই সেই কর্ম্মের) কর্ত্তব্যতা বুঝিতে পারা যায়। কাজেই সেই শিষ্টাচারও নিশ্চয়ই স্মৃতি বলিয়া গ্রাহ্য। আর এই কারণে, যেস্থলে কোন করণীয় সদনুষ্ঠানের জন্য স্মৃতির (অনুশাসনের) দিকে দৃষ্টিপাত করা হয় সেখানে শিষ্টাচারও প্রমাণ বলিয়া গ্রহণীয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাদৃশ স্থলে স্মৃতি এবং শিষ্টাচার উভয়ের দিকেই লোকে তাকাইয়া থাকে—এ সম্বন্ধে স্মৃতি কি বলিতেছে অথবা এরূপ শিষ্টাচার আছে কি না, ইহাই লোকে দেখে। ধর্ম্মশাস্ত্রই যদি স্মৃতি হয় তাহা হইলে বেদও ত স্মৃতি হইয়া পড়ে ; কারণ বেদ হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মানুশাসন? এই প্রকার আপত্তি হইতে পারে বলিয়া তাহা নিরাস করিবার জন্য বলিতেছেন "শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ঃ"। যেখানে ধর্ম্মানুশাসনের শব্দ অর্থাৎ অলৌকিকার্থ-জ্ঞাপক অপৌরুষেয় বাক্য শ্রুত হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয় তাহা 'শ্রুতি'। আর যেখানে তাদৃশ বাক্য শ্রুত হয় না—প্রত্যক্ষত উপলব্ধ হয় না কিন্তু তাহা স্মৃত হয় তাহাই 'স্মৃতি'। ঐ যে স্মরণ উহা সদাচার স্থলেও আছে অর্থাৎ সদাচার হইতে স্মৃতি এবং স্মৃতি হইতে সেই স্মরণের মূলীভূত অনুভবজনক বেদবাক্য অনুমিত হয়, কাজেই সদাচার হইতেও বেদবচন স্মৃত হয় বলিয়া সদাচারও স্মৃতিই হইতেছে। যেহেতু ঐ শিষ্টাচার স্থলেও তাহার মূলীভূত বৈদিক শব্দ (বেদবচন) যদি স্মৃত না হয় তাহা হইলে তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় না। অথবা, স্মৃতিও বেদেরই তুল্য, ইহা জানাইয়া দিবার জন্য এখানে 'শ্রুতি' এই শব্দটীর প্রয়োগ করা হইয়াছে।

(প্রশ্ন)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, কার্য্যবিষয়ে শ্রুতি এবং স্মৃতির যে সমানতা বলা হইতেছে সেটী কি রকম যাহা শিষ্টাচারেও প্রযোজ্য হয়? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে "তে সর্ব্বার্থেষ্বে-মীমাংস্যে" ;—। "তে"=ঐ দুইটী অর্থাৎ ঐ শ্রুতি এবং স্মৃতি,—। "সর্ব্বার্থেষু"=সকল বিষয়ে, এমন কি সেই বিষয়গুলি যতই অসম্ভব হউক না কেন, সে সম্বন্ধে দৃষ্টবিষয়ক প্রমাণসাহায্যে (কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করা উচিত নহে। শব্দাতিরিক্ত প্রমাণগুলি দৃষ্টবিষয়ক)। ইহার উদাহরণ যেমন ;—। যাগীয় হিংসা শ্রুতিস্মৃতি বিহিত হওয়ায় উহা অভ্যুদয়ের কারণ, কিন্তু অন্য হিংসা নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহা প্রত্যবায়জনক। এইরূপ, সুরাপান নিষিদ্ধ বলিয়া তাহার ফলে নরক হইয়া থাকে, কিন্তু সোমপান বিহিত বলিয়া তাহাতে পাপক্ষয় হয়। ইত্যাদি প্রকার বিষয় সকল বিচারযোগ্য হইবে না—ইহাদের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করা উচিত হইবে না। "অমীমাংস্যে"= মীমাংসার (বিচারের) যোগ্য নহে, ইহা দ্বারা যে মীমাংসার কথা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ উহাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ আশঙ্কা (সংশয়) প্রকাশ কিংবা বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন। যেমন, হিংসা যদি পাপের কারণ হয় তাহা হইলে বেদবিহিত হিংসাও সেইরূপই হইবে, যেহেতু হিংসাত্ব উভয়স্থলেই সমভাবে বিদ্যমান। আবার এরূপ যদি হয় যে, বেদবিহিত হিংসা অভ্যুদয়জনক হইয়া থাকে তাহা হইলে লৌকিক হিংসাও তাদৃশই হইবে, কারণ হিংসার স্বরূপ উভয় স্থলেই সমান। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, যে কর্ম্মের যেপ্রকার রূপ (স্বভাব) বেদ হইতে অবগত হওয়া

যায় সেই কর্ম্মের তাহার বিপরীত স্বভাব সম্ভাবনা করা, অসঙ্গত তর্কমূলক দৃষ্ট হেতু দ্বারা সে সম্বন্ধে যে বিচার করা এবং সেই অসৎ-হেতু হইতে যে পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয় তাহাতে যে অভিনিবেশ (ঝোঁক) দেওয়া তাহাই এখানে নিষেধ করা হইতেছে "তে সর্ব্বার্থেষ্ব-মীমাংস্যে" এই কথা দ্বারা। কিন্তু বেদের তাৎপর্য্য অবধারণ করিবার নিমিত্ত যে মীমাংসা—এইটীই কি এখানে পূর্ব্বপক্ষ, না এইটী এখানে সিদ্ধান্ত এই প্রকার যে বিচার, তাহা এখানে নিষিদ্ধ হয় নাই। অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্য নিরূপণ করিবার জন্য যদি পক্ষ প্রতিপক্ষ এবং তদ্‌বিষয়ক হেতু উদ্‌ভাবন করা হয় তাহাতে কোন নিষেধ নাই। যেহেতু আচার্য্য (মনু) স্বয়ংই ঐ কথা বলিয়া দিবেন—"যে লোক সদ্‌যুক্তির দ্বারা বেদের তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করে সেই ব্যক্তিই ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হয়, অন্যে নহে" ইত্যাদি।

(প্রশ্ন)—আচ্ছা! জিজ্ঞাসা করি, শ্রুতি স্মৃতির প্রতিপাদ্য বিষয়ে কোন প্রকার কুতর্ক উদ্‌ভাবনরূপ মীমাংসা করিবে না, এইভাবে মীমাংসার যে নিষেধ করা হইল, ইহার ফল কি? ইহাতে কি কোন অদৃষ্ট (পুণ্য) হইবে? ইহার উত্তরে বলিব, না—তাহা নহে; এইজন্য বলিতেছেন "তাভ্যাং ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ"=যেহেতু শ্রুতি এবং স্মৃতি এই দুইটী হইতেই ধর্ম্ম নিঃসংশয়ে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা দ্বারা এই কথা বলিয়া দেওয়া হইল যে, কুতার্কিকগণ বেদ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিরুদ্ধ বিষয় প্রতিপাদন করিবার জন্য যে 'সাধন' (হেতু) প্রয়োগ করিয়া থাকেন তাহা 'আভাস' অর্থাৎ দোষযুক্ত হেতু। তাঁহারা যে 'হেতুটী' নির্দ্দেশ করেন তাহা এইরূপ;—। বেদবিহিত (যাগযজ্ঞাদি মধ্যগত) হিংসা পাপের কারণ, যেহেতু তাহা হিংসা, যেমন লৌকিক হিংসা। কিন্তু এখানে জ্ঞাতব্য এই যে, হিংসা (লৌকিক অথবা বৈদিক যে কোন হিংসাই হউক তাহা) যে পাপের কারণ (অর্থাৎ হিংসা হইতে যে পাপ হয়) ইহা আগম ছাড়া অন্য কোন প্রমাণের সাহায্যে জানা যায় না। (কারণ পুণ্য ও পাপ এবং বিহিত ও অবিহিত কর্ম্মের মধ্যে যে কার্যকারণ ভাব আছে তাহা প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি কোন প্রমাণের দ্বারাই নিরূপিত হয় না; একমাত্র শাস্ত্র নির্দ্দেশ হইতেই তাহা জানা যায়)। আর তাহাই যদি হয় তাহা হইলে যতক্ষণ না শাস্ত্র নির্দ্দেশকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় ততক্ষণ হিংসা হইতে যে পাপ হয় ইহা অনুমান দ্বারা প্রতিপাদন করিবার 'হেতু' থাকে না। (কারণ অনুমান করিতে গেলে কার্য্য-কারণাদিরূপ অব্যভিচরিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট একটী 'হেতু' থাকা আবশ্যক। কার্য্যের দ্বারা কারণের অনুমান করা হয়, যেমন, ধূমের দ্বারা অগ্নি অনুমান করা হইয়া থাকে। কিন্তু হিংসা এবং পাপের মধ্যে যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে তাহা কেবল শাস্ত্রের নির্দ্দেশ হইতেই জানিতে হয়। আবার শাস্ত্র নির্দ্দেশকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করিলে পাপ এবং হিংসার কার্য্যকারণ ভাব স্থির হয় না)। সুতরাং হিংসা পাপজনক, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য শাস্ত্র নির্দ্দেশের প্রামাণ্য যদি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে ঐ শাস্ত্র মধ্যে যেরূপ নির্দ্দেশ অছে তহার বিরোধী কোন যুক্তি প্রয়োগ করা সঙ্গত হয় না; কারণ তাহাতে শাস্ত্রেরই অপ্রামাণ্য আসিয়া পড়ে। আর তাহা হইলে 'পরস্পরব্যাঘাত' হয়;—আগে যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইল পরে তাহাকেই অপ্রমাণ বলিতে হয়। কাজেই এই প্রকার পক্ষ নিজ বচনের সহিতই বিরোধী হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রকার বিরোধ তার্কিকগণ স্বীকার করেন না, ইহা তর্ক-শাস্ত্র সম্মত নহে; যেমন 'আমার মাতা বন্ধ্যা' এই প্রকার উক্তি ব্যাঘাত-দোষদুষ্ট, পূর্ব্বোক্ত যুক্তিও সেইরূপ। আর ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ত বটেই। (কারণ শাস্ত্র মধ্যে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে পশুহিংসা করিতে বিধানই করা হইয়াছে; তাহা দ্বারা যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইয়া ধর্ম্মই হইবে। অথচ কুতার্কিক বলিতেছেন উহাতে অধর্ম্ম হয়)।

আর যদি বলা হয়, শাস্ত্র প্রমাণই নহে। কাজেই সেই শাস্ত্রের বিরোধী তর্ক উদ্‌ভাবন করা দোষের হইবে কেন? শাস্ত্রের মধ্যে অনৃত (মিথ্যা), ব্যাঘাত (পরস্পরবিরুদ্ধ নির্দ্দেশ) এবং পুনরুক্তি রহিয়াছে বলিয়া শাস্ত্র প্রমাণ নহে। (ইহার মধ্যে শাস্ত্রে যে অনৃতভাষণ আছে তাহার উদাহরণ যথা;—)। লোকে 'কারীরী'-ইষ্টি নামক যাগ প্রভৃতি কর্ম্ম করে এই অভিলাষে যে, তাহার পরক্ষণেই উহার ফল পাইবে (বৃষ্টি হইবে)। কিন্তু ঐ যাগ অনুষ্ঠান করিবার পরক্ষণেই যে ঐ ফল (বৃষ্টি) অব্যভিচরিতভাবে সকল স্থলেই পাওয়া যায় তাহা নহে। ইহাতে যদি বলা হয়, পরক্ষণেই না হউক সময়ান্তরেই (বিলম্বে) উহা হইবে তাহা হইলে বলি এ সম্বন্ধে ঠিকই প্রবাদ আছে বটে, "শরৎকালে বর্ষণ না হওয়ায় ধানগাছ সব একেবারে শুকাইয়া

যাইতেছে। ইহার প্রতীকারের জন্য যাহাতে বৃষ্টি হয় সেই উদ্দেশ্যে (কারীরী যাগ করিলে বৃষ্টি হয়, এইরূপ নির্দ্দেশ আছে বলিয়া) কারীরী যাগ করা হইল। আর তাহার ফলে বসন্তকালে বৃষ্টি হইল, আবার তাহার ফলে গো-মড়ক দেখা দিল!" এইরূপ, জ্যোতিষ্টোমাদি যে সকল কর্ম্ম বেদ মধ্যে বিহিত হইয়াছে, যেগুলির ফল লোকান্তরে ভোগ করিতে হয়; সুতরাং সেগুলির অনুষ্ঠান করিতে যাওয়া বৈতালিকগণের সন্দেহ শূন্য ব্যবহারেরই সমান (কারণ বৈতালিকগণ হইতেছে স্তাবক; তাহারা যেমন রাজাদির সকল আচরণ, সকল উক্তি নিঃসন্দেহে প্রমাণরূপে মানিয়া লইয়াই তাহাদের স্তাবকতা করিয়া থাকে ইহাও সেইরূপ)। কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে নিরন্বয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়— (তাহার কোন অন্বয় অর্থাৎ কার্য্য অথবা অনুবর্ত্তনশীল কোন ধর্ম্ম থাকে না); তাহার পর একশত বৎসর পরে (অনুষ্ঠাতা লোকটী মরিয়া গেলে স্বর্গে) তাহার ফল প্রকাশ পাইবে; (ইহাও অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্য)। অতএব ইহা মিথ্যা কথা। ব্যাঘাতের উদাহরণ,—। সূর্য্য উদিত না হইলে—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করিয়া থাকে তাহার পক্ষে 'উদিত হোম' (সূর্য্যোদয়ের পরে হোম করা) দোষ। কিন্তু এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন, "প্রতিদিন সকালবেলা তাহারা মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে যাহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হোম করে"। আবার যে উদিত হোম (সূর্য্যোদয়ের পরে যে হোম) করা হইবে তাহাও নির্দ্দোষ নহে। কারণ শ্রুতি বলিতেছেন "অতিথি চলিয়া গেলে তাহাকে কোন বস্তু নিবেদন করা যেরূপ (বিফল) ইহাও সেইরূপ হইয়া থাকে যদি (সূর্য্যোদয়ের পরে) অগ্নিহোত্র হোম করা হয়"। এইভাবে এক স্থলে অনুদিত হোমের নিন্দা করিয়া উদিত হোম বিধান করা হইয়াছে আবার অন্য স্থানে ঠিক উহার বিপরীতটী করা হইয়াছে অর্থাৎ উদিত হোমের নিন্দা করিয়া অনুদিত হোম বিধান করা হইয়াছে। সুতরাং ইহার মধ্যে যে একটী পক্ষ অবলম্বন করা হইবে তাহা বলা চলে না, কারণ কোন্ পক্ষটী যে আশ্রয় করা হইবে তাহা অনিশ্চিত (অনিরূপিত), তাহা নিশ্চয় করা যায় না। (পুনরুক্তির উদাহরণ, যেমন) বেদের একটী শাখাতে যে অগ্নিহোত্র বিহিত হইয়াছে অপর একটী শাখাতেও ঠিক সেইটীরই বিধান রহিয়াছে। অথচ ইহা স্বীকার করা হয় যে একই কর্ম্ম বেদের সকল শাখার প্রতিপাদ্য। কাজেই ইহাতে পুনরুক্তিই হইতেছে। (সুতরাং যাহার মধ্যে এইভাবে অনৃতোক্তি, ব্যাঘাত এবং পুনরুক্তি রহিয়াছে সে শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায় কিরূপে? অতএব বেদ প্রমাণ নহে)।

(উক্তপ্রকার আপত্তির উত্তরে বক্তব্য:—) পূর্ব্বপক্ষবাদী যাহাকে অনৃত বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন তাহা যে মোটেই অনৃত নহে তাহাই মূলশ্লোকটীর "তাভ্যাং ধর্ম্মো হি নির্বভৌ" এই চতুর্থ চরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ইহার অর্থ,—(ঐ শ্রুতি ও স্মৃতির প্রতিপাদ্য বিষয়ে কুতর্ক উদ্ভাবনরূপ 'মীমাংসা' করা উচিত নহে) যেহেতু বেদ বচনে ধর্ম্মের কর্ত্তব্যতাই কেবল প্রতিপাদ্য, যাগাদিরূপ ধর্ম্ম যে অনুষ্ঠেয় এই অর্থই কেবল বোধিত হয়। কিন্তু সেই কর্ম্মের ফল কখন প্রকাশ পাইবে, এই প্রকার কালবিশেষ তাহা হইতে বোধিত হয় না। যেহেতু, অধিকার বাক্যে (ফল সম্বন্ধবোধক বাক্যে) কালবিশেষের কোন নির্দ্দেশ নাই—অর্থাৎ এই সময়ে এই ফলটী পাওয়া যাইবে, এমন কোন নির্দ্দেশ বেদমধ্যে নাই। বিধিবাক্য হইতে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, এই কর্ম্ম থেকে এই ফল হয়। কিন্তু কালবিষয়ক কোন সীমা নির্দ্ধারণ করা বিধির বিষয় নহে। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এই প্রকার যে কালবিভাগ ইহা ধাত্বর্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত; (যেমন, 'গম্' ধাতুর অর্থ গমন; তাহার উত্তর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালবোধক বিভক্তি যুক্ত হইলে অতীতকালীন গমন, ভবিষ্যৎকালীন গমন কিংবা বর্ত্তমানকালীন গমন, এইরূপ অর্থই বোধিত হয় বলিয়া এস্থলে কাল ধাত্বর্থ সম্বন্ধী—গম্ ধাতুর অর্থ যে গমন তাহার সহিতই সম্বন্ধযুক্ত)। আর এই ধাত্বর্থই যে ফল তাহা নহে, কিন্তু ইহা কেবল 'বৈধ' অর্থাৎ বিধিবিহিত; (কারণ বিধিবাক্যে) 'যজেত' এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় যজ্ ধাত্বর্থ যে যাগ তাহাই তদুত্তর বিহিত লিঙ্ প্রত্যয় বোধিত বিধি দ্বারা বিহিত হইয়াছে। ধাত্বর্থের যাহা ফল তাহা তখনই (যাগের সঙ্গে সঙ্গেই) নিষ্পাদিত হইয়া থাকে; যেহেতু দেবতার উদ্দেশ্যে যে হবির্দ্রব্যাদির ত্যাগ তাহাই যাগ (উহা সঙ্গে সঙ্গেই সম্পন্ন হয়)। যদি কোন লোক কাহারও আজ্ঞাবাহী হয় আর তাহাকে যদি সেই ব্যক্তিটী আজ্ঞা করে 'যাও, গ্রামে যাও' তখন সে লোকটী সেই আজ্ঞা পালন করিলে তাহার পারিশ্রমিকরূপ ফল যে সকল সময়ে সঙ্গে সঙ্গেই সে পায় তা নয়, কিন্তু কখন হয়ত প্রথমেই বেতন লাভ করে, কখন বা মাঝখানে তাহা পায়, আবার কখনও বা আজ্ঞা পালন

করা হইয়া গেলে শেষকালে সেই বেতনরূপ ফল পাইয়া থাকে, সুতরাং তাহার এই ফললাভ কার্য্যের পরক্ষণেই, কিংবা পরের দিনে অথবা বহুকাল পরেও ঘটিয়া থাকে। এই যে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ফল ইহাও এইরূপ অনিয়তকাল—ইহা উৎপন্ন হইবার কোন বাঁধাধরা সময় নাই। (ইহাতে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় 'কারীরী'র ফল তবে কি হইল? কারণ, বৃষ্টি ত স্বাভাবিক নিয়মে কোন না কোন সময়ে হইবেই। ইহার উত্তরে বক্তব্য, বৃষ্টি হইল দ্যুলোকের কার্য্য; (কোন কারণে স্বাভাবিক সময় হইতে তাহা দূরে পড়িয়া গিয়াছে এরূপ হইলে) ঐ যাগের দ্বারা দ্যুলোকের কার্য্য ঐ যে বৃষ্টি প্রভৃতি তাহার মাত্র নৈকট্য সাধিত হয়—বৃষ্টি নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে, ইহাই বচন হইতে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সেই দিনেই—ঐ যাগের দিনেই যে বৃষ্টি হইবে তাহা কোন বাক্য হইতে জানা যায় না। আবার, যদি প্রতিবন্ধক থাকে তাহা হইলে হয়ত বৃষ্টি হয়ই না। লৌকিক ফললাভের যেমন স্থলবিশেষে প্রতিবন্ধক বশতঃ ফল লাভ হয় না (রাজসেবাদি করিয়াও সময় সময় মন্ত্রী প্রভৃতি কোন পদস্থ ব্যক্তির প্রতিকূলতাবশতঃ যেমন অর্থাদি পাওয়া যায় না সেইরূপ) বেদ বিহিত কর্ম্ম করিয়াও হয়ত ফল পাওয়া যায় না, যদি পূর্ব্বকৃত পাপাদিরূপ প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকে। এ রকম যে হইতে পারে না তাহা নহে, কারণ বেদ মধ্যেই ঐরূপ উল্লেখ থাকিতে দেখা যায়। যেমন, "যাগ করিলেও যদি বর্ষণ না হয় তাহা হইলে ঐভাবেই থাকিবে" ইত্যাদি। 'সর্ব্বস্বার' নামক যজ্ঞ সম্বন্ধে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। (সর্ব্বস্বার যজ্ঞে যাগকর্ত্তা যজ্ঞ করিতে থাকিয়া অসমাপ্ত অবশিষ্ট অংশগুলি সম্পন্ন করিবার ভার দেন ঋত্বিক্‌গণের উপর, এবং তাহার পর তিনি নিজ দেহ সেই যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিয়া থাকেন, ইহাই বিধি)। এস্থলে যাগকর্ত্তার এই যে মরণ* ইহা কিন্তু যজ্ঞের ফল নহে। ঐ যজ্ঞের ফল সম্বন্ধে যে শ্রুতি বাক্য তাহা এইরূপ,— "যে ব্যক্তি কামনা করিবে অনাময় হইয়া স্বর্গলোকে যাই" (সে এই যজ্ঞ করিবে; সুতরাং স্বর্গই উহার ফল)।

আর যে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছেন, লৌকিক হিংসা এবং বৈদিক হিংসার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, তদুত্তরে বক্তব্য, হিংসার স্বভাব কি পাপ জন্মান অথবা পুণ্য জন্মান তাহা প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণের সাহায্যে অবগত হওয়া যায় না, কিন্তু তাহা একমাত্র শাস্ত্র হইতেই জানিতে পারা যায়। কাজেই শাস্ত্রীয় হিংসা এবং লৌকিক হিংসার মধ্যে ভেদ রহিয়াছে। যেহেতু লৌকিক হিংসার মূলে আছে রাগদ্বেষ (আসক্তি বা বিদ্বেষ)—তাহারই জন্য লোকে প্রাণিহিংসা করে। পক্ষান্তরে শাস্ত্রীয় হিংসা ঐ প্রকার আসক্তি বা বিদ্বেষমূলক নহে, কিন্তু উহা বিধিমূলক, (যেহেতু জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করিবার জন্য) অগ্নীষোমদেবতার উদ্দেশ্যে পশুহিংসা করিবার বিধি আছে, এই জন্যই সেখানে পশুহিংসা করা হয়, কেন না তাহা না হইলে ঐ যজ্ঞটী সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং এখানে যজ্ঞ সম্পন্ন করাই হিংসার উদ্দেশ্য। কাজেই দুই প্রকার হিংসার মধ্যে অনেক তফাত্। অতএব বেদে কোন অনৃত ভাষণ নাই। আর যে 'ব্যাঘাত' দেখান হইয়াছে অগ্রে মূল শ্লোকেই তাহার পরিহার বলা হইবে। ১০

(যে দ্বিজ অসৎ-তর্ক অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের মূল ঐ যে শ্রুতি এবং স্মৃতি ঐ দুইটীকে অনাদর করে শিষ্টগণের উচিত হইবে তাহাকে বহিষ্কৃত, অপাংক্তেয় করিয়া দেওয়া, কারণ সে বেদনিন্দাকারী, অতএব নাস্তিক।)

(মেঃ)- যে বেদের অপ্রামাণ্যের হেতুগুলি অসত্য অর্থাৎ ভিত্তিহীন (যে বেদের অপ্রামাণ্যের কোন কারণ নাই), সেই বেদকে "যো দ্বিজঃ অবমন্যেত"=যে দ্বিজাতি অবজ্ঞা (অনাদর) করে; "হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াৎ"=হেতুশাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া ;—। হেতুশাস্ত্র=নাস্তিকদের তর্কশাস্ত্র ; যেমন বৌদ্ধ, চার্ব্বাক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের শাস্ত্র,—যেখানে এই কথাই বার বার ঘোষণা করা হইয়াছে যে, 'বেদ অধর্ম্মফলক—বেদ পড়িলে অধর্ম্ম হইবে,—। ঐ প্রকার তর্কশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া যে ব্যক্তি শ্রুতি ও স্মৃতির প্রতি অনাদর করে,—। কোন লোক যখন কাহাকেও বারণ করে, 'এ রকম করিও না, ইহা বেদ মধ্যে নিষিদ্ধ হইয়াছে' তখন যদি ঐ ব্যক্তি সেই নিষেধকারীকে উপেক্ষা করিয়া সেই কাজ করিতে চায়- সে যদি এরূপ কথা বলে যে 'বেদে কিংবা স্মৃতিতে নিষেধ থাকিলে হয়েছে কি, ঐ বেদ এবং স্মৃতির প্রামাণ্যের কি কিছু উপযুক্ত কারণ আছে'? সে ব্যক্তি যদি এরূপ

*মূলে "স্মরণং" পাঠ আছে। উহা "মরণং" এইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া অনুবাদ করা হইল।

কথা বলে কিংবা মনে মনে ঐরূপ চিন্তাও করে, এইভাবে তাহাকে যদি (নাস্তিক) তর্কশাস্ত্রে আস্থাবান্ দেখা যায় তাহা হইলে,—। "স সাধুভি র্বহিষ্কার্য্যঃ"=শিষ্ট ব্যক্তিগণের উচিত হইবে তাহাকে যাজন, অধ্যাপন, আতিথিসংকার প্রভৃতি সেই সেই কার্য্য হইতে সরাইয়া দেওয়া (বহিষ্কার করিয়া দেওয়া)। এখানে 'কোথা হইতে—কোন্ কাজ থেকে বহিষ্কার করিতে হইবে' এই প্রকার কোন বিশেষ ক্রিয়ার নির্দ্দেশ না থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের পক্ষে যে সমস্ত কর্ম্ম বিহিত সেই সমস্ত ক্রিয়া হইতে তাহাকে বহিষ্কার করিতে হইবে। যেহেতু যে ব্যক্তি অবিদ্বান্—যাহার অন্তঃকরণ সম্যক্ সংস্কৃত নহে, সে 'তার্কিকগন্ধিতা' বশতঃ এইরূপ ব্যবহার করে। (যে ব্যক্তি নির্দ্দোষ তর্ক উদ্ভাবনকুশল সে তার্কিক। যাহার তর্ক বা যুক্তি নির্দ্দোষ নহে অথচ তাহা দ্বারা লোকের মনে ধাঁধা বা সংশয় আপাদন করিয়া থাকে সে যথার্থ তার্কিক নহে, কিন্তু তার্কিকগন্ধী—তার্কিকের গন্ধযুক্ত, তার্কিকের গন্ধ মাত্র তাহার মধ্যে বিদ্যমান—তাহার তর্ক যথার্থ তর্ক নহে, কিন্তু তাহা তর্কাভাস)। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিদ্বান্ যথার্থ তর্কবিৎ তাঁহারই বেদবোধিত ক্রিয়াকলাপে অধিকার। এই জন্যই ঐ বেদাদি শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা আনিবার জন্য যে বিচার করা হয় তাহারই নিষেধ করা হইয়াছে; কিন্তু বেদাদি শাস্ত্রের বিশেষ অর্থটী কি, তত্ত্বটী কি, তাহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত যে নির্দ্দোষতর্কমূলক বিচার তাহা নিষিদ্ধ হয় নাই। এই কথাটী বুঝাইয়া দিবার জন্যই এ বিষয়ে হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন "নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ"। এই কারণেই (প্রতিপাদ্য বিষয়টী দৃঢ় করিবার নিমিত্ত) পূর্ব্বপক্ষরূপে যে ব্যক্তি বেদের অপ্রামাণ্য বলে সে লোক নাস্তিক-পদবাচ্য হইবে না। কারণ, সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করিবার জন্যই পূর্ব্বপক্ষে হেতু (যুক্তি) নির্দ্দেশ করা হয়। (অভিপ্রায় এই যে বেদের প্রামাণ্য স্থাপন করিবার জন্যই তাহার বিরুদ্ধপক্ষরূপ পূর্ব্বপক্ষ উদ্ভাবন করা হয়। এবং সে সম্বন্ধে যত কিছু যুক্তি দেওয়া যায় তাহা প্রয়োগ করিলে সেই পূর্ব্বপক্ষটী প্রবল হইয়া উঠে। তাহার পর যদি তাহা খণ্ডন করিয়া বেদের প্রামাণ্য স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে এস্থলে পূর্ব্বপক্ষরূপে বেদের প্রামাণ্যের বিরুদ্ধে বহু যুক্তিতর্কাদি প্রয়োগ করিলেও সে ব্যক্তি 'নাস্তিক' নামে অভিহিত হইবে না; কারণ, এখানে বেদের অপ্রামাণ্য প্রতিপাদন করা তাহার অভিপ্রায় নহে কিন্তু বেদের প্রামাণ্য স্থাপন করাই তাহার উদ্দেশ্য)। "বেদনিন্দক" এস্থলে যে স্মৃতির নাম উল্লেখ করা হয় নাই, তাহার কারণ, বেদ এবং স্মৃতি উভয়েরই প্রামাণ্য আলোচিত হইতেছে বলিয়া এস্থলে উভয়ই তুল্যপ্রকার; কাজেই একটীর নাম উল্লেখ করা হইলে উভয়েরই উল্লেখ সিদ্ধ হয়, ইহাই অভিপ্রায়। ১১

(বেদ, স্মৃতি, সদাচার, এবং শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের মধ্যে নিজের যেটী ভাল লাগে, যেটী মনস্তুষ্টিকর সেইরূপ আত্মতুষ্টি, এই চারিটীকে জ্ঞানিগণ ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ অর্থাৎ প্রমাণ বলিয়াছেন।)

(মেঃ)—'বেদনিন্দক' শব্দটীর যেরূপ অভিপ্রায় পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইল যিনি ঐ প্রকার অর্থ না বুঝিয়া মনে করেন যে বেদশব্দটীর অর্থ এখানে বিবক্ষিত; সুতরাং (পূর্ব্ব বচনটীর অর্থ অনুসারে) বেদনিন্দকই বহিষ্কার্য্য হইবে কিন্তু যে ব্যক্তি স্মৃতিনিন্দক সে অপাংক্তেয় হইবে না, তাহার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন "বেদঃ স্মৃতিঃ" ইত্যাদি। এখানে বিশেষ (অধিক) কিছু বলা হয় নাই; বেদনিন্দার নিষেধ করা হইয়াছে; স্মৃতি, শিষ্টাচার এবং আত্মতুষ্টিরও যাহারা নিন্দা করে, এই শ্লোকটীর দ্বারা তাহাদেরও বহিষ্কার্য্যতা বিধান করা হইয়াছে। কারণ, ঐ স্মৃতি, শিষ্টাচার এবং আত্মতুষ্টিও বেদমূলক ধর্ম্মের বিষয়ই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। এজন্য যে ব্যক্তি স্মৃতি প্রভৃতিগুলির নিন্দক সে নিশ্চয়ই বেদেরও নিন্দক। আচ্ছা! জিজ্ঞাসা করি, ইহার জন্য দুইটী শ্লোকের কি দরকার? ঐ দুইটী শ্লোককে একটী শ্লোকে পরিণত করিয়া এইরূপ বলা উচিত "শ্রুত্যাদীন্ আত্মতুষ্ট্যন্তান্" ইত্যাদি। অর্থাৎ যে বিপ্র হেতুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া আত্মতুষ্টি পর্য্যন্ত শ্রুত্যাদির (শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মতুষ্টির) নিন্দা করে, তাহার ঐ নাস্তিকতাহেতু সাধু (শিষ্ট) ব্যক্তিগণের উচিত তাহাকে বহিষ্কৃত করা। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, আচার্য্য গ্রন্থের বাহুল্যকে দোষের মনে করেন না, কিন্তু বুদ্ধির ভারকে যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিতে থাকেন অর্থাৎ যেরূপ উক্তিতে প্রতিপাদ্য বিষয়টী বুঝিবার জন্য বুদ্ধির পরিশ্রম হয় তাহা তিনি এড়াইতে চান। যেহেতু সেরূপ স্থলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঠিকমত জ্ঞান হয় না। আর তাহাতে পুরুষার্থের ব্যাঘাত ঘটে। আবার, যদি পৃথক্ পৃথক্ভাবে উল্লেখ করা

হয় তাহা হইলেও কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিবে যে, এখানে কেবল বেদেরই উল্লেখ করা উচিত (অন্যগুলির নাম নির্দ্দেশ অনাবশ্যক), যেহেতু যত কিছু ধর্ম্ম আছে সবই ত বেদমূলক, প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ বেদ দ্বারা বিহিত। এই সমস্ত কারণে ইহাই বলিতে হয় যে, বক্তব্য বিষয়টী পরিস্ফুট করিয়া জানাইয়া দিবার জন্য পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। যাঁহারা সংক্ষেপ পছন্দ করেন তাঁহাদের জন্য আগের শ্লোকটী; আর, বাকী সকলের জন্য দুইটী শ্লোক বলা হইয়াছে। "স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ"=নিজের যেটী ভাল লাগে, মনের পরিতোষজনক হয়, ইহা দ্বারা পূর্ব্বকথিত আত্মতুষ্টিরই উল্লেখ করা হইল। এখানে "স্বস্য" এ পদটী না দিলেও চলিত, উহা কেবল ছন্দের অনুরোধে, শ্লোক পূরণ করিবার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। "এতৎ চতুর্ব্বিধং"=এই চারি প্রকার "সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্"=ধর্ম্মের সাক্ষাৎ নিমিত্ত অর্থাৎ জ্ঞাপক প্রমাণ, কিন্তু প্রত্যক্ষ ধর্ম্মে প্রমাণ নহে, যেমন বৌদ্ধাদি কোন কোন বাদীরা বলিয়া থাকেন তাঁহাদের আচার্য্য ধর্ম্ম সাক্ষাৎকার (প্রত্যক্ষ) করিয়াছেন। "চতুর্ব্বিধং" এস্থলে যে 'বিধা' শব্দটী রহিয়াছে তাহা প্রকারবোধক—তাহার অর্থ প্রকার। ধর্ম্মে প্রমাণ একটীই, তাহার নাম বেদ। এই যে স্মৃতি প্রভৃতি এগুলি তাহারই প্রকার অর্থাৎ ভেদ অর্থাৎ অংশবিশেষ মাত্র।

কেহ কেহ এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন যে, বক্তব্য বিষয়টীর উপসংহার করিবার জন্য এই শ্লোকটী বলা হইয়াছে। ধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য যে প্রকরণ চলিতেছিল তাহা এইখানে সমাপ্ত হইল। এই কারণে পুনর্ব্বার আবৃত্তি প্রকরণের সমাপ্তিসূচক। যেমন বেদাঙ্গ মধ্যেও প্রকরণ সমাপ্তি স্থলে "সংস্থাজপেন উপতিষ্ঠন্তে উপতিষ্ঠন্তে" এই প্রকার দুইবার আবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে ইহাই বুঝান হইতেছে যে, আগে যে সমস্ত বিষয়গুলি বলা হইল সেগুলি মনের মধ্যে পিন্ডীকৃত অবস্থায় (তাল পাকাইয়া) রহিয়াছে—সবগুলি একসঙ্গে জড়ো হইয়া আছে। (নৈয়ায়িকগণ যেমন পরার্থানুমান স্থলে নিগমন বাক্যে প্রতিজ্ঞা বাক্যেরই পুনরুল্লেখ করিয়া থাকেন প্রতিপাদ্য বিষয়টীকে পুনরায় ধরিয়া লইবার সুবিধার জন্য)। যেমন শব্দের অনিত্যতা অনুমান করিতে গিয়া প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞারূপে বলা হয়—'শব্দ অনিত্য', তাহার পর হেতু নির্দ্দেশ প্রভৃতি করিয়া নিগমনরূপে বলেন 'অতএব শব্দ অনিত্য'। সাধারণতঃ ইহাই গ্রন্থকারগণের রীতি। এইরূপ পাণিনি ব্যাকরণের মহাভাষ্যকারও কোথাও কোথাও সূত্র এবং বার্ত্তিকের উল্লেখ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়া শেষকালে আবার ঐ সূত্র এবং বার্ত্তিকের উল্লেখ করিয়াছেন। ১২

(যাহারা অর্থকামে প্রসক্ত নহে তাহাদেরই ধর্ম্মজ্ঞান বিশেষরূপে স্থিরতালাভ করে। যাহারা ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক শ্রুতিই তাহাদের সে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।)

(মেঃ)—গরু, ভূমি, স্বর্ণ প্রভৃতি ধন হইতেছে 'অর্থ'। তাহাতে 'সক্তি'—প্রসক্ত হওয়া অর্থাৎ তৎপরায়ণ হইয়া তাহার অর্জন ও রক্ষণের জন্য কৃষি এবং সেবা (চাকরি) প্রভৃতি কার্য্য করা। 'কাম' হইতেছে স্ত্রীসম্ভোগ। তাহাতে প্রসক্তি, ইহার অর্থ নিত্য তাহা করা এবং তাহার অঙ্গ যে গান-বাজনা তাহাতে নিরত হওয়া। যে সমস্ত লোক ঐ প্রকার অর্থ ও কামের প্রসক্তি বর্জ্জিত তাহাদের কাছে "ধর্ম্মজ্ঞানং"=ধর্ম্ম বিষয়ক তত্ত্ব নিরূপণ "বিধীয়তে"=বিশেষরূপে ব্যবস্থিত হয় (স্থিরতা লাভ করে)। এখানে 'বিধীয়তে' এই পদটী আধানার্থক 'ধী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (ইহা 'ধা' ধাতুর রূপ নহে); এইজন্য ইহার অর্থ 'বিহিত হয়' এরূপ নহে।

যাহারা ঐ সমস্ত বিষয়ে আসক্ত তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান হয় না কেন? কারণ, তাহারাও ত যথাক্ষণে ঐ সমস্ত কর্ম্মের অবিরোধী অবকাশকালে, যেমন ভোজনাদির সময়ে, ইতিহাস শ্রবণ করিয়া, অন্যের উপদেশ লাভ করিয়া, কিংবা সমাচার (শিষ্টাচার) হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে পারে? এই প্রকার জিজ্ঞাসা হইলে তাহার উত্তরে বলিতেছেন "ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাম্" ইত্যাদি। ধর্ম্ম নিরূপণ বিষয়ে প্রধান প্রমাণ হইতেছে বেদ। সেই বেদ অর্থতঃ আয়ত্ত করা ঐ সমস্ত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ, বেদ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা বড়ই কঠিন; বেদের অর্থ জানিতে হইলে নিগম, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, তর্ক, পুরাণ এবং মীমাংসা শাস্ত্রের আলোচনা (গুরুর নিকট) শ্রবণ করা আবশ্যক হয়। কিন্তু এই সকল রাশিকৃত গ্রন্থ আয়ত্ত করা, যে ব্যক্তি সকল প্রকার ব্যাপার পরিত্যাগ না করে তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। সদাচার, ইতিহাস প্রভৃতি হইতে কিছু কিছু ধর্ম্ম জানিতে পারা যায় বটে, কিন্তু বেদাদি শাস্ত্র হইতে যেমন জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের

(ধর্ম্মের) প্রয়োগ তাহার সকল প্রকার অঙ্গ যন্ত্ররূপে অবগত হওয়া যায় ঐ সকল হইতে সেরূপ হয় না। এই জন্যই বলা হইয়াছে "প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ"=বেদই মুখ্য প্রমাণ। এইজন্য, ইহা দ্বারা সমাচার, ইতিহাস প্রভৃতিরও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যতটুকু প্রামাণ্য তাহা খর্ব্ব করা হয় নাই। (ঐ সমস্ত ব্যাপারান্তর বর্জিত হইলে তবেই যে বেদবিদ্যা অধিগত হওয়া যায় সে সম্বন্ধে) এইরূপ কথিতও আছে,—"যে ব্যক্তি ধনকে সাপের মত ভয় করে, মিষ্টান্নকে বিষবৎ দেখে এবং কামিনীকে রাক্ষসীর ন্যায় মনে করে সেই লোকই বিদ্যা লাভ করে"।

অন্য কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন;—। 'অর্থকাম' বলিতে দৃষ্টফলপ্রার্থী লোক অভিহিত হয়। যাহারা 'অর্থকামাসক্ত' অর্থাৎ পূজা (সম্মান), খ্যাতি প্রভৃতি দৃষ্টফল অভিলাষ করে, তাহারা দৃষ্টফলপ্রার্থী; কেবল লোকপক্তি (লোক-আকর্ষণ) যাহাদের প্রয়োজন তাহাদের জন্য 'ধর্ম্মজ্ঞান' অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান শাস্ত্র মধ্যে উপদিষ্ট হয় নাই। 'যাহাতে জানা যায় অর্থাৎ জ্ঞান হয় তাহা জ্ঞান' এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে জ্ঞান বলিতে অনুষ্ঠান বুঝায়। যেহেতু, শাস্ত্র জ্ঞাত হইবার সময়ে ধর্ম্মের স্বরূপ যেভাবে প্রকাশিত হয় অনুষ্ঠানকালে তাহা তদপেক্ষা অধিক প্রকটিত হইয়া থাকে। অতএব ইহা দ্বারা যাহা বলা হইল তাহা এইরূপ,—। যদিও ইহা ঠিক যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে লোকপক্তিরূপ দৃষ্ট প্রয়োজন লাভ করা যায় তথাপি ঐ উদ্দেশ্যাসিদ্ধিকে প্রধান করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। তবে কিভাবে প্রবৃত্ত হইবে? (উত্তর)—যেহেতু উহা শাস্ত্র মধ্যে কর্ত্তব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, এই কারণেই উহাতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। আর ঐভাবে প্রবৃত্ত হইয়া যদি ঐ প্রকার কোন দৃষ্টফল লাভ হয়, তাহা হইলে তাহা বিচার করা হয় না। এইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় শ্রুতিও স্বাধ্যায় গ্রহণের দৃষ্টফল উল্লেখ করিতেছেন "যশ এবং লোকপক্তি (লাভ করা যায়)"। "জনসমাজ এই ধার্ম্মিক ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পক্তা লাভ করিতে থাকিয়া (আকৃষ্ট হইয়া) অর্চ্চা (পূজা), দান, অজেয়তা এবং অবধ্যতা এই চারিটী বিষয়ের দ্বারা ইঁহাকে পালন (পোষণ) করিয়া থাকে" ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে একটী শ্লোক আছে—"যেমন আক ক্ষেতে আকের জন্য জল সেচ দেওয়া হইলে সেই জল সেখানে ঘাস এবং লতাদিকেও (আগাছাগুলিকেও) ভিজাইয়া দেয় সেইরূপ লোকে যদি ধর্ম্ম পথে চলে তাহা হইলে সে যশ, কাম এবং প্রচুর ধনও লাভ করে"।

আচ্ছা! যার যেটা স্বভাব বলিয়া জানা যায় সেটী অন্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইলেও ত তাহার স্বভাব হইতে বিচ্যুত হয় না, কিন্তু তাহার যা কাজ সেটী সে নিশ্চয়ই প্রকাশ করিয়া থাকে। যেমন বিষকে যদি ঔষধ বলিয়াও খাওয়া যায় তাহা হইলে তাহা অবশ্যই প্রাণনাশ করে। কাজেই শাস্ত্রীয় কর্ম্মকলাপ ইহলোকে পূজা, খ্যাতি প্রভৃতি দৃষ্টফল লাভ করিবার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইলেও সেগুলি অদৃষ্ট পারলৌকিক ফলেরও ত জনক হইবেই। সুতরাং এ বিষয়ে আপনার এরূপ বিদ্বেষ কেন যে, আপনি বলিতেছেন "লোককে আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশে শাস্ত্রীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে"? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাম্" ইত্যাদি। আসল কথা হইল এই যে, ধর্ম্ম নিরূপণে বেদই প্রমাণ। আর সেই বেদই এই কথা বলিয়া দিতেছেন যে, দৃষ্টফল কামনা করা যাহাদের উদ্দেশ্য তাহাদের অদৃষ্ট ফল—শাস্ত্রীয় কর্ম্মের যাহা শাস্ত্রবোধিত ফল তাহা সিদ্ধ হয় না। শুধু যে অদৃষ্ট ফল সিদ্ধ হয় না তাহা নহে, পরন্তু নিষিদ্ধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করার জন্য তাহাদের অধর্ম্মও হইয়া থাকে। ১৩

(যেখানে দুইটী শ্রুতি বাক্যের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ উপদেশ আছে সেরূপ স্থলে দুইটীই ধর্ম্ম—দুইটীই বিকল্পিতভাবে অনুষ্ঠেয়। যেহেতু মনীষিগণ বলিয়া গিয়াছেন যে সেই দুইটীই ধর্ম্ম এবং দুইটীই নির্দ্দোষ।)

(মেঃ)—বেদের অপ্রামাণ্য প্রতিপাদন করিবার জন্য দুইটী শ্লোক আগে ব্যাখ্যামধ্যে পূর্ব্বপক্ষবাদীকর্ত্তৃক যে ব্যাঘাত দোষ উদ্ভাবিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহার পরিহার বলিতেছেন। যেখানে বেদবচনের মধ্যে দুরকম কথা বলা হইয়াছে, পরস্পর বিরুদ্ধ উপদেশ আছে—কোন একটী শ্রুতি বাক্য যাহাকে 'ইহা ধর্ম্ম' এইরূপ উপদেশ দিয়াছে তাহাকেই আবার অপর একটী শ্রুতি বচন বলিতেছে অধর্ম্ম—সেরূপ স্থলে সেই দুইটী পদার্থই ধর্ম্ম এবং তাহা বিকল্পিতভাবে অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যেহেতু বিধায়কতা বিষয়ে ঐ দুইটী শ্রুতিরই বলবত্তা সমান।

কাজেই সেরূপ স্থলে এই শ্রুতিটী প্রমাণ, আর এই শ্রুতিটী প্রমাণ নহে, এরূপ ভেদ নিরূপণ করা অসম্ভব। এই জন্য সমানবিষয়ক তুল্যবল দুইটী শ্রুতির মধ্যে বিরোধ হইলে অনুষ্ঠেয় বিষয়টীর বিকল্পই হইবে।

আচ্ছা! মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে "ঐ দুইটীই ধর্ম্ম হইবে"; এরূপ হইলে ত সমুচ্চয় আসিয়া পড়িতেছে অর্থাৎ দুইটীরই মিলিতভাবে অনুষ্ঠেয়তা বুঝাইতেছে। আর দুইটীই যদি একত্র অনুষ্ঠিত হয় তবেই দুইটীই ধর্ম্ম হইবে। তাহা না হইলে বিকল্পপক্ষে (যে কোন একটী অনুষ্ঠেয় হয় বলিয়া যেটীর অনুষ্ঠান হইবে না সেটী ধর্ম্মও হইবে না। আর তাহা হইলে উহাদের মধ্যে) একটীই ধর্ম্ম হয়—(দুইটীই ধর্ম্ম হয় কিরূপে)? ইহার উত্তরে বলিব,—না, তাহা নহে। যদি পর্য্যায়ক্রমে (পালা করিয়া পর পর) অনুষ্ঠান করা হয় তাহাতেও এখানে যে 'উভয়' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার অর্থপ্রকাশকতার কোন ব্যাঘাত ঘটে না; কারণ এই শব্দটী যে পরস্পর সাপেক্ষ দুইটী বিষয়কেই বুঝাইবে এরূপ নহে। সুতরাং এরূপস্থলে বিকল্প হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। ইহার উদাহরণ যেমন,—অগ্নিহোত্র নামক কর্ম্মটী স্বরূপত এক; কিন্তু তাহা অনুষ্ঠান করিবার যে কাল উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা পৃথক্ পৃথক্ তিনটী। এস্থলে কর্ম্মটীই প্রধান, কাল তাহার গুণ বা অঙ্গ। কিন্তু একটী অনুষ্ঠানে তিনটী কালের সমাবেশ সম্ভব নহে। আবার ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে যে তিনটী কালের অনুরোধে কর্ম্মানুষ্ঠানটীর আবৃত্তি (পৌনঃপুন্য) হইবে—তিনবারই অনুষ্ঠান হইবে। যেহেতু অঙ্গের অনুরোধে প্রধানকে টানিয়া আনা—আবার অনুষ্ঠান করা, সমীচীন নহে। অতএব সমান বলশালী বচনদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে বিধেয় পদার্থটীর বিকল্প হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। আচ্ছা, এই শ্লোকটীর প্রথমার্দ্ধে দ্বিতীয় চরণে বলা হইয়াছে "তত্র ধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ", আবার তৃতীয় চরণে বলা হইতেছে "উভাবপি হি তৌ ধর্ম্মৌ"; দুইটী অর্থই ত এক, প্রভেদ কি? (উত্তর)—না, কোনই প্রভেদ নাই। পূর্ব্বটীতে নিজের মত উপস্থাপিত করা হইয়াছে আর পরবর্ত্তীটীতে নিজেরই ঐ মতটী অন্য আচার্য্যের সম্মতি নির্দ্দেশ করিয়া দৃঢ় করা হইয়াছে মাত্র--উহাতে বলা হইয়াছে যে, আমি যাহা বলিতেছি অন্য মনীষিগণও এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। ১৪

(সূর্য্য উদিত হইলেই হউক, সূর্য্য উদিত না হইতেই হউক, কিংবা উষাকালেই হউক, মোটের উপর অগ্নিহোত্র হোম যে-কোন রকমে করণীয়, ইহাই এই বেদ বচনের তাৎপর্য্য অর্থ।)

(মেঃ)--সবেমাত্র আগে যে বিরোধ দেখান হইল ইহা তাহারই উদাহরণ। অগ্নিহোত্র হোমের যে তিনটী সময় বিধান করা হইয়াছে এবং প্রত্যেকটীতে অন্যটীর নিন্দা করা হইয়াছে সেখানে শ্রুতি বাক্যগুলির তাৎপর্য্য এইরূপ;—। "সর্ব্বথা বর্ত্ততে যজ্ঞঃ"=সকল প্রকার হোমই অনুষ্ঠেয় হইবে। উদিত হোমের যে নিন্দা আছে তাহার উদ্দেশ্য এরূপ নহে যে উদিত হোমকে নিষিদ্ধ করা। তবে উহার উদ্দেশ্য কি? (উত্তর)--অনুদিত' হোমের কর্ত্তব্যতা বিধান করা। অন্যটীর পক্ষেও এই একইরূপ তাৎপর্য্য। অতএব উহা দ্বারা যে কথা বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ;—এই যে তিনটী কাল বলিয়া দেওয়া হইল ইহার যে-কোন একটীতে উহা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাদের মধ্যে যে সময়টীতেই উহা করা হউক না কেন তাহাতেই শাস্ত্রের বিধান পূর্ণ হইবে, এই বৈদিকী শ্রুতির ইহাই প্রতিপাদ্য; এই প্রকার অর্থেই ইহার তাৎপর্য্য, কিন্তু যে বিষয়টীর নিন্দা করা হইতেছে তাহা নিষিদ্ধ করা উহার তাৎপর্য্য নহে।

'যজ্ঞ' বলিতে এখানে অগ্নিহোত্র নামক হোমকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; কারণ, যাগ এবং হোমের মধ্যে খুব যে বেশী পার্থক্য আছে তাহা নহে। দেবতার উদ্দেশে কোন দ্রব্য ত্যাগ করা, সেই দ্রব্যটীতে নিজের যে স্বত্ব ছিল তাহা 'ইহা আমার নহে, ইহা অমুক দেবতার' এই প্রকারের যে ত্যাগ, ইহার নাম 'যাগ'। যাগের এই যে স্বরূপ ইহা হোমের মধ্যেও বিদ্যমান; তবে বিশেষ এই যে হোমের বেলায় ঐ ত্যক্তস্বত্ব দ্রব্যটীকে অগ্নি প্রভৃতিতে প্রক্ষেপ করিতে হয়, এইটা হোমেতে বেশী থাকে। 'প্রক্ষেপ' অর্থ অগ্নি প্রভৃতির মধ্যে দ্রব্যটীকে আরোপিত করিতে হয়--ফেলিয়া দিতে হয়। এই জন্য এখানে মূল শ্লোকে 'যজ্ঞ' শব্দের দ্বারা হোমই অভিহিত হইতেছে। কারণ, ঐ যে উদিত-অনুদিত প্রভৃতি কাল ওগুলি হোমের উদ্দেশ্যেই শ্রুতি মধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যে-কোন যাগের পক্ষে ঐ কাল বিহিত হয় নাই।

মূল শ্লোকে যে 'উদিত' প্রভৃতি শব্দ রহিয়াছে উহা দ্বারা, "সূর্য্য উদিত হইলে হোম করিবে" ইত্যাদি শ্রুতির একাংশ উল্লেখ করিয়া ঐ শ্রুতিবাক্যগুলিকেই সমগ্রভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে। অতএব শ্লোকটীর এইরূপ পদযোজনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে, "সূর্য্য উদিত হইলে হোম করিবে, সূর্য্য উদিত না হইতেই হোম করিবে" এই যে শ্রুতি তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ। শ্লোকে যে 'সময়াধ্যুষিত' শব্দটী উহা সমগ্রভাবে একটী; উহা দ্বারা উষাকাল বোধিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা দুইটী পদ। তন্মধ্যে (সময়া এবং অধ্যুষিত, এই দুইটীর মধ্যে) 'সময়া' শব্দটীর অর্থ সমীপ (নিকট); কাজেই উহা যাহার সমীপ সেই 'সমীপী'র সহিত সম্বন্ধযুক্ত। উদিত এবং অনুদিত এই দুইটীর সামীপ্য উহার রহিয়াছে; কাজেই উহার অর্থ সন্ধ্যাকাল। (পূর্ব্ব সন্ধ্যা=উষাকাল)। 'অধ্যুষিত' অর্থ রাত্রি চলিয়া যাইবার সময়; রাত্রি প্রভাত হইলে, ইহাই উহার ফলিতার্থ। কোন কোন শ্রুতি মধ্যে এইরূপ পাঠ আছে, আবার কোথাও অন্যরূপ পাঠ, এইভাবে শ্রুতিবাক্যের অনুকরণ করিতেছে মাত্র এই স্মৃতি বচনটী। সুতরাং (সময়াধ্যুষিত) ইহা দুইটী পদ কি একটী পদ, তাহা ঐ শ্রুতি হইতেই--শ্রুতি অনুসারেই নিরূপণ করিতে হয়। অতএব (এই সমস্ত আলোচনা হইতে ইহাই স্থির হইল যে) হোম নামক একটী কর্ম্ম সম্বন্ধে বিকল্পিতভাবে তিনটী কাল বিহিত হইয়াছে। কাজেই কোন বিরোধ হইতেছে না। কারণ, যে বস্তু সিদ্ধস্বরূপ (যেমন কাষ্ঠলোষ্ট্রাদি) তাহাতে পরস্পর বিরুদ্ধ একাধিক রূপের সমাবেশ হইতে পারে না; এজন্য সেখানে বিরোধ দোষাবহ হইতে পারে। কিন্তু যাহা সাধ্যস্বরূপ (তাহার রূপ যখন ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পাদন করিতে হয়, সুতরাং তাহা ইচ্ছামত এরূপ, ওরূপ বা অন্যরূপ করা যায় বলিয়া) তাহাতে কোন বিরোধ হয় না। যেহেতু যাহা সাধ্য (ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পাদ্য) তাহা এইপ্রকারেও নিষ্পন্ন হয় আবার অন্য প্রকারেও নিষ্পন্ন হইতে পারে, উহা জানা যায়। কাজেই তাহাতে বিরোধ কোথায়? পরস্পরবিরুদ্ধ স্মৃতি সকলেরও এইরূপ বিকল্প স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত। ১৫

(গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি পর্যান্ত সকল কর্ম্মই যাহাদের মন্ত্রযুক্ত বলিয়া কথিত কেবল তাহাদেরই এই শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকার বুঝিতে হইবে, অন্য কাহারও নহে।)

(মেঃ)—আগে বলা হইয়াছে, বিদ্বান্ 'ব্রাহ্মণের' ইহা পাঠ করা উচিত। ইহা কিন্তু অর্থবাদ। 'অধ্যেতব্যম্' এখানে যখন 'তব্য' প্রত্যয় রহিয়াছে তখন ইহা বিধি, এই প্রকার ভ্রম কাহারও কাহারও হইতে পারে। আর তাহা যদি হয় তবে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের অধ্যয়ন রহিত হইয়া যায়। এই প্রকার শংকা নিবারণ করিবার জন্য এই শ্লোকে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরও যে এই শাস্ত্র অধ্যয়ন কর্ত্তব্য, তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। আবার যদি শূদ্র ঐ প্রকার কামনাযুক্ত হয় তাহা হইলে সেও হয়ত ইহা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। কাজেই তাহা নিষিদ্ধ করিবার জন্যও এই শ্লোক, এইভাবে এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য পূর্ব্ব আচার্য্যগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এখানে এই 'শাস্ত্র' শব্দটী মনু প্রণীত গ্রন্থকে বুঝাইতেছে। "অধিকার" ইহার অর্থ 'আমার ইহা অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য', এই প্রকার জ্ঞান। কিন্তু শব্দরাশির অনুষ্ঠেয়ত্ব বুঝা যাইতে পারে না; কারণ তাহা সিদ্ধস্বরূপ। যেহেতু, কোন দ্রব্য কোন বিশেষ ক্রিয়াকে আশ্রয় না করিলে সাধ্যরূপে (নিষ্পাদনযোগ্যরূপে) পরিণত হইতে পারে না। (অর্থাৎ দ্রব্যটী যে অবস্থায় আছে তাহাকে অবস্থান্তরে লইয়া যাওয়া তবেই সম্ভব হয় যদি তাহাকে কোন ক্রিয়ার সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া যায়)। এইজন্য এখানে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে 'অধিকার' বলাতে কোন ক্রিয়াতেই অধিকার। এরূপ স্থলে 'কৃ' (করা), 'ভূ' (হওয়া), 'অস্তি' (হওয়া বা থাকা) এগুলি যে ঐ অধিকারের বিষয়, এরূপ প্রতীতি হয় না। কারণ, 'ভূ' এবং 'অস্তি' দুয়েরই অর্থ 'হওয়া'। যদি এই 'হওয়া' ক্রিয়ার সহিত ঐ অধিকারের সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় তাহা হইলে অর্থ দাঁড়ায় এইরূপ, 'শাস্ত্রের যে হওয়া অথবা শাস্ত্রের যে সত্তা (থাকা) তাহার অনুষ্ঠান করিবে'। কিন্তু ইহাত সম্ভব নহে যে অপরের সত্তা (হওয়া বা থাকা) অন্যে অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপ 'কৃ' ধাতুর অর্থের সহিতও ঐ অধিকারের সম্বন্ধ ঘটান যায় না। কারণ, (মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে 'এই শাস্ত্রে তাহারই অধিকার'। আর শাস্ত্র হইতেছে পদসমষ্টিরূপ বাক্যাত্মক; এজন্য) পদসকল নিত্য—উহা কাহারও ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পাদ্য নহে; কাজেই 'কৃ' ধাতুর অর্থের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিলে অর্থ দাঁড়ায় 'এই শাস্ত্রে অধিকার' অর্থাৎ এই শাস্ত্রের পদসকল তৈয়ারি করা। কিন্তু

পূর্ব্বোক্ত কারণে ইহা সম্ভব নহে। আবার, বাক্যের সহিত ঐ 'করোত্যর্থের' সম্বন্ধ হয় না; যেহেতু, এই শাস্ত্রের বাক্যসকল আগে থেকেই অপরের দ্বারা (রচনা) করা হইয়া আছে। এই সমস্ত কারণে, 'এই শাস্ত্রে তাহারই অধিকার' ইহা দ্বারা ঐ শাস্ত্রের অধ্যয়ন ক্রিয়াই বুঝাইতেছে; কারণ ঐ অধ্যয়নক্রিয়াটীই শাস্ত্রের সহচারিণী। অতএব, ইহা দ্বারা যে অর্থ বোধিত হইতেছে তাহা এইরূপ,—'এই শাস্ত্র অধ্যয়নে তাহারই অধিকার'; এই শাস্ত্র অধ্যয়নে যেমন অধিকার, ইহা শ্রবণেও সেইরূপ অধিকার।

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, মনুপ্রণীত গ্রন্থ ত আর বেদের ন্যায় অনাদি নহে; কিন্তু ইহা ত পরে রচিত হইয়াছে; কাজেই ইহার আদি আছে। পক্ষান্তরে বেদ হইতেছে অনাদি। সুতরাং সেই বেদ মধ্যে কিরূপে ঐ মনু প্রণীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার বিধি থাকিতে পারে—বেদ কিরূপে এই বিধিটীর মূল হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিব, শাস্ত্র প্রতিপাদক যে-কোন বাক্য আছে (অর্থাৎ 'ইহা করিবে' কিংবা 'ইহা করিবে না' এই প্রকার অনুশাসনবোধক যত বচন আছে) তাহার কোনটীই শূদ্রের অধ্যয়ন করা উচিত নহে, এই প্রকার 'সামান্যতঃ অনুমান' (সাধারণভাবে বেদবিধির অনুমান) করা যাইতে পারে। যেগুলি বেদবাক্য কিংবা সেই বেদার্থ ব্যাখ্যাকারিগণের ঐ বেদবাক্যসমানার্থপ্রতিপাদক যে সকল অনুরূপ বচন সে সবগুলিই 'প্রবাহ নিত্যতা' বিশিষ্ট বলিয়া সে সবগুলিও অবশ্যই নিত্য। আবার, শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য হইতেছে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা। তাহাতে চারি বর্ণের অধিকার।

আচ্ছা, এরূপ হইলে ত যেগুলি 'সামান্য ধর্ম্ম,' যাহাতে বিশেষ কোন কর্ত্তার উল্লেখ নাই সেগুলিতে শূদ্রেরও অধিকার হইয়া পড়ে (শূদ্রও সে সকল কর্ম্ম করিতে পারে)? (উত্তর) -না, এরূপ হইতে পারিবে না; কিভাবে ইহা সম্ভব তাহা সেই সেই স্থলে (অগ্রে) আমরা বলিয়া দিব। (উক্ত প্রকার শঙ্কার বিরুদ্ধেই কেহ কেহ প্রশ্ন করিতেছেন)--আচ্ছা, শূদ্রের পক্ষে যখন শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং তাহার অর্থ নিরূপণ উভয়ই নিষিদ্ধ তখন (সামান্য ধর্ম্ম সকলে) শূদ্রেরও অধিকার হইবে, এরূপ আশঙ্কা করাই বা কিরূপে সঙ্গত হয়? কারণ, যে ব্যক্তি অনুষ্ঠেয় কর্ম্মটার স্বরূপ কি তাহা অবগত নহে তাহার পক্ষে কি সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা সম্ভব? আবার, শাস্ত্র অধ্যয়ন করা না থাকিলে ত উহার অর্থ জানা সম্ভব নহে। আর, (একথা বলাও সঙ্গত হইবে না যে, ঐ সমস্ত না জানিয়াই সে কর্ম্ম করিবে; কারণ) শাস্ত্রবিদ্যা (জ্ঞান) শূন্য ব্যক্তির ত শাস্ত্রীয় কর্ম্মে অধিকার নাই? (উত্তর)—তা ঠিক বটে। তথাপি অপরের উপদেশ শুনিয়াও ওসম্বন্ধে যা হয় কিছু জ্ঞান জন্মিতে পারে। শূদ্র যে ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করিয়া থাকে কিংবা যে ব্রাহ্মণ অর্থের লোভে শূদ্রের (যাজন) কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন তিনিই তাহাকে শিখাইয়া দিবেন 'ইহা করিয়া ইহা কর'। কাজেই কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনে শূদ্রের শাস্ত্রাধ্যয়ন করা এবং তাহার অর্থ জানা আবশ্যক হয় না; যেহেতু স্ত্রীলোকদের শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের ন্যায় শূদ্রেরও ঐ কর্ম্মানুষ্ঠান অন্যের জ্ঞানের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। স্ত্রীলোকদের পক্ষে যেমন তাহাদের স্বামীর শাস্ত্রজ্ঞানই তাহাদেরও কর্ম্মের উপকার সাধন করে 'প্রসঙ্গ' ন্যায় অনুসারে, কিন্তু কর্ম্মবিষয়ক শাস্ত্রবচনসকল তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞানের প্রয়োজক হয় না। "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ"= 'স্বাধ্যায় (স্বীয় বেদশাখা) অধ্যয়ন করিবে--ইহা করা কর্ত্তব্য'—এই বিধিটী যে সকল পুরুষের জন্য, কেবল তাহাদেরই পক্ষে তাহাদের নিজ নিজ শাস্ত্রজ্ঞান শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠানের হেতু হয় (অর্থাৎ যাহাদের জন্য স্বাধ্যায় বিধি তাহারা যদি শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং তাহার অর্থবোধ না আয়ত্ত করে তাহলে তাহাদের কর্ম্মানুষ্ঠান নিষ্ফল; কারণ, উহা তাহাদের কর্ম্মানুষ্ঠানের হেতু বা কারণ)। আর ঐ যে 'স্বাধ্যায়বিধি' উহা কেবল ব্রাহ্মণাদি তিনটী বর্ণের পুরুষেরই জন্য। ঐ সমস্ত ব্যক্তিরও যে বেদাধ্যয়ন এবং তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা, অর্থজ্ঞান তাহার প্রয়োজক নহে, কিন্তু আচার্য্যকরণবিধি এবং স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধি এই দুইটী বিধিই উহার প্রয়োজক।

'নিষেক' অর্থ গর্ভাধান; সেই নিষেক হইয়াছে 'আদি' যাহার- যে সংস্কারসমুদয়ের তাহা "নিষেকাদি"। গর্ভাধান একটী সংস্কার; উহা বিবাহের পর (স্ত্রী ঋতুমতী হইলে তাহার সহিত) যখন প্রথমবার সংসর্গ করা হয় সেই সময়ে অনুষ্ঠেয়; "বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু" ইত্যাদি মন্ত্র ঐ কর্ম্মে প্রযোজ্য। সুতরাং কাহারও কাহারও কুলাচারক্রমে উহা কেবলমাত্র ঐ প্রথম স্ত্রীসংসর্গ-কালেই কর্ত্তব্য; আবার কাহারও কাহারও ঐ সংস্কারটী যতক্ষণ না প্রথম গর্ভ উৎপন্ন হয় ততক্ষণ স্ত্রীর প্রত্যেকটী ঋতুতেই অনুষ্ঠেয়। 'শ্মশান' হইয়াছে 'অন্ত' (অবসান) যাহার তাহা

"শ্মশানান্ত"। যেখানে (শ্ম=) মৃত শরীরসকল (শান=শোয়ান) লইয়া গিয়া রাখা হয়, সেই স্থান 'শ্মশান' শব্দের অর্থ। এখানে সাহচর্য্যবশতঃ ঐ শ্মশান শব্দটী প্রেতের অন্তিম ইষ্টিরূপ সংস্কারকে বুঝাইতেছে। (অর্থাৎ শ্মশান বলিতে এখানে শ্মশানে উপস্থাপিত মৃত পুরুষটীর সংস্কার করিবার জন্য যে একটী ইষ্টি বা যাগ করা হয়; উহাই তাহার শরীর অবলম্বনে অন্ত্য বা চরম ইষ্টি অর্থাৎ যাগ। এইজন্য ইহার নাম 'অন্ত্যেষ্টি'। বর্ত্তমানকালে ঐ অন্ত্য-ইষ্টি না হইলেও উহার সহভাবী 'দাহ' ক্রিয়াকেও অন্ত্যেষ্টি বলা হয়)। এখানে 'শ্মশান' বলিতে যে ঐ অন্ত্য-ইষ্টিই অভিহিত হইতেছে, তাহার কারণ ঐ প্রকার ক্রিয়ার জন্যই মন্ত্র; সুতরাং ক্রিয়াই মন্ত্রবতী, কিন্তু শ্মশানরূপ স্থানটা মন্ত্রবৎ নয়। "নিষেকাদিঃ শ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ" ইহা দ্বারা দ্বিজাতিরা অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কারের অধিকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, এই তিনটী বর্ণ লক্ষিত হইতেছে। কারণ, উহাদেরই সকল সংস্কার সমন্ত্রক। এখানে "দ্বিজাতীনাং" বলিলেই সরলভাবে কথাটী বলা হইত; কিন্তু তাহা বলা হয় নাই। এই স্বায়ম্ভুব মনুর শ্লোক রচনা সব বিচিত্র রকমের। "মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ" এখানের পদগুলির এরূপ সম্বন্ধ নহে যে "মন্ত্রৈঃ"—মন্ত্র সকলের দ্বারা, "উদিতঃ"=অভিহিত বা কথিত, "বিধিঃ"= বিধান বা কর্ত্তব্যতা। কারণ, মন্ত্রসকল বিধিবোধক নহে—মন্ত্রসকল অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করে না। কিন্তু উহা অনুষ্ঠানকালে সেই অনুষ্ঠেয় কর্ম্মটীর (স্বরূপের) স্মারক হয়—স্মৃতি জন্মাইয়া দেয় মাত্র। (মন্ত্রপাঠ করিয়া সেই মন্ত্রের বর্ণনা অনুসারে কর্ম্মের দ্রব্য এবং দেবতাকে স্মরণ করিতে করিতে ঐ কর্ম্মটী সম্পাদন করিতে হয় বলিয়া মন্ত্র হইতেছে কর্ম্মের স্মারক)। এইজন্য মন্ত্র বিধায়ক নহে—বিধিবোধক নহে (ইহা কর, এই রকম কর, এই প্রকার বিধি নির্দ্দেশ করা মন্ত্রের অর্থ নহে)। অতএব শ্লোকটীর ঐ অংশের ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে, নিষেকাদি শ্মশানান্ত এই যে বিধি, ইহা যাহাদের পক্ষে মন্ত্রের দ্বারা যুক্ত—সমন্ত্রক। "নান্যস্য কস্যচিৎ"=অন্য কাহারও নহে, ইহা অনুবাদ মাত্র; কারণ, দ্বিজগণের পক্ষেই, তাহাদের মধ্যেই ইহা নিয়ত বা সীমাবদ্ধ। অথবা, কেহ যদি মনে করে যে দ্বিজাতির পক্ষে ইহা বিহিত, কাজেই অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু শূদ্রগণের পক্ষেও ইহা বিহিত না হইলেও নিষিদ্ধ নহে। এই প্রকার শঙ্কা দূর করিবার জন্যই "নান্যস্য কস্যচিৎ" ইহা বলা হইল। ১৬

(সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী এই দুইটী দেবনদীর যে মধ্যবর্ত্তী স্থান সেই দেবনির্ম্মিত দেশকে শিষ্ট ব্যক্তিগণ 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা যাহা প্রমাণ তাহা বলা হইল। আবার সেই প্রমাণ সকলের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদকতারূপ বিরোধ হইলে যে 'বিকল্প' হইবে তাহাও বলা হইয়াছে। ইহাতে কাহাদের অধিকার তাহাও সাধারণভাবে বলা হইয়াছে। এক্ষণে সেই সমস্ত দেশের (স্থানের) বিষয় বর্ণনা করা হইবে যেখানে ধর্ম্মানুষ্ঠানের যোগ্যতা আছে বলিয়া ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় হইতে পারে। 'সরস্বতী' একটী নদী; 'দৃষদ্বতী'—ইহাও অপর একটী নদী। ঐ দুইটী নদীর যে 'অন্তর' অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী স্থান সেই দেশকে শিষ্ট ব্যক্তিগণ 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' এই নামে ব্যবহার করেন। অবধি (সীমা) এবং অবধিমান্ (যাহার সীমা নির্দ্দেশ করা হইতেছে) এই দুইয়ের প্রশংসা জ্ঞাপন করিবার জন্য "দেবনির্ম্মিতং" এখানে 'দেব' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। ঐ দেশটী দেবগণের দ্বারা নির্ম্মিত; কাজেই সকল দেশ অপেক্ষা উহা পবিত্র। ১৭

(ঐ দেশে যে আচার চতুর্ব্বর্ণ এবং সঙ্করবর্ণের মধ্যে পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিয়াছে তাহাকে সদাচার বলা হয়।)

(মেঃ)—এস্থলে ইহা বিবেচনা করিতে হইবে, এই ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে যে 'আচার' প্রচলিত তাহাকে ধর্ম্মে প্রমাণ বলা হইবে বটে কিন্তু বেদবিদ্যাবত্তা এবং শিষ্টতা এই দুইটী ধর্ম্মকেও কি তাহার বিশেষণ ধরিতে হইবে অর্থাৎ বেদবিদ্যা এবং শিষ্টতাসংযুক্ত যে শিষ্টাচার তাহাই কি ধর্ম্মে প্রমাণ হইবে? অথবা যাহারা বিদ্বান্ নহে এবং শিষ্টও নহে, তাহারা কেবল ঐ দেশের অধিবাসী, এই জন্য তাহাদের আচারও প্রমাণ হইবে, সুতরাং ঐ 'দেশ'ই এখানে প্রামাণ্যের বিশেষণ হইবে—'যেহেতু ইহা ঐ দেশের আচার, অতএব ইহা ধর্ম্মে প্রমাণ', এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে? (প্রশ্ন)—ইহাতে (এই প্রকার বিবেচনাতে) ফল কি? (উত্তর)—ফল এই যে, বিদ্যাবত্তা এবং শিষ্টতা, এই দুইটী বিশেষণ ঐ দেশীয় আচারেরও প্রামাণ্যে দরকার না হইলে "বেদবিদ্গণের শিষ্টাচারও ধর্ম্মে প্রমাণ" এইরূপ যে বিশেষণ দুইটী আগে বলা হইয়াছে তাহা

অনর্থক হইয়া পড়ে। অসাধুগণের যে আচার তাহাকে ত আর ধর্ম্মের মূল বলা যুক্তিযুক্ত হয় না; কারণ, বেদের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ থাকা সম্ভব নহে। আর, ঐ দুইটী বিশেষণও যদি ঐ দেশের আচারের প্রামাণ্যের জন্য দরকার হয় তাহা হইলে এখানে এইভাবে দেশবিশেষের সম্বন্ধ লাগাইয়া প্রতিপাদ্য বিষয়টীর কোনও উপকার সাধিত হইবে না। কারণ, একথা ত বলিতে পারা যায় না যে, ঐ দেশের শিষ্টাচারই প্রমাণ আর অন্য দেশের বেদবিৎ শিষ্টগণের যে সদাচার তাহা প্রমাণ নহে। এই প্রকার সংশয় হইলে তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, আধিক্য অর্থাৎ বাহুল্য অনুসারে এইরূপ বলা হইয়াছে। এই দেশে বেশীর ভাগই শিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্ম; এই জন্যই বলা হইয়াছে "সেই দেশের যে আচার তাহা সদাচার"।

কেহ কেহ ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ বলেন,—দাক্ষিণাত্য দেশে মাতুলকন্যা বিবাহ করিবার প্রথা আছে। সেই দেশীয় আচার নিষেধ করিবার জন্য এখানে 'দেশ' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। এরূপ বলা যুক্তিসংগত নহে। কারণ, দেশ সম্বন্ধে কোন পার্থক্য না রাখিয়াই অগ্রে বলা হইয়াছে "সেই দেশ, বংশ এবং জাতির আচারের পক্ষে যাহা বিরুদ্ধ নহে সেইরূপ ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে"। ইহা কিন্তু, "পিতৃসম্বন্ধযুক্ত পক্ষ হইতে সাত এবং মাতৃসম্বন্ধীয় পক্ষ হইতে পাঁচ, ইহাদের উপরে (বাহিরে) বিবাহ হইবে" এই বচনের সহিত বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। [কারণ, সেই দেশের যে আচার তাহা ইহার বিরুদ্ধ (এই বচনটীর বিরুদ্ধ) যেখানে মাতুলকন্যা বিবাহ প্রথা প্রচলিত]। আবার এই (ব্রহ্মাবর্ত্ত) দেশেতেই যাহার উপনয়ন হয় নাই তাহারও সহিত এক সংগে বসিয়া ভোজন করা প্রভৃতি আচার প্রচলিত আছে। তাহাও নিশ্চয়ই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হয় না। কারণ, যে আচার স্মৃতি নির্দ্দেশের বিরুদ্ধ তাহার প্রামাণ্য থাকিতে পারে না -তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। যেহেতু (শ্রুতিমূলকত্ব নিবন্ধনই স্মৃতি ও আচারের প্রামাণ্য, কিন্তু শ্রুতির সহিত স্মৃতির নৈকট্য বেশী, পক্ষান্তরে) শ্রুতির সহিত আচারের সম্পর্ক দূরতর। ইহার কারণ এই যে, আচার হইতে স্মৃতি অনুমান করিতে হয়, তাহার পর সেই স্মৃতি হইতে আবার শ্রুতির অনুমান হইয়া থাকে। (এইভাবে আচার এবং শ্রুতির মাঝখানে স্মৃতি ব্যবধান করিয়া দাঁড়াইয়া আছে)। পক্ষান্তরে স্মৃতি কোনরূপ ব্যবধান বিনাই মূলীভূত শ্রুতির অনুমান সাধন করে। (এজন্য আচার এবং স্মৃতির মধ্যে বিরোধ হইলে আচার অপ্রমাণ, স্মৃতিই প্রমাণ হয়)।

আরও কথা, মাতুলকন্যাকে বিবাহ করা প্রভৃতি যে আচার তাহার লৌকিক কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। মাতুলের কন্যাটী বড় রূপবতী। তাহাকে দেখিয়া লোভ হইল; তাহার সহিত অবৈধ সংসর্গ করিল। পরে ঐ কন্যাগমন (কুমারীর সহিত সংসর্গ) করার জন্য যখন রাজদন্ড হইবার উপক্রম হইল তখন ঐ দণ্ডের ভয়ে সে তাহাকে বিবাহ করিয়া বসিল। পরবর্ত্তীকালের অজ্ঞ লোকেরা "যেপথে নিজ পিতৃ-পিতামহগণ যাইয়াছেন" ইত্যাদি বচনের ঐ আপাতলভ্য অর্থটীকেই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া মনে করিতে লাগিল 'ইহাও ধর্ম্ম' (মাতুলকন্যা বিবাহও ধর্ম্ম; এইভাবে ঐ আচারটী প্রচলিত হইয়া গিয়াছে)। ঐ প্রকার আচারের অপ্রামাণ্য খ্যাপন করিবার আরও কারণ এই যে, "এই তিন জাতীয় কন্যাকে ভার্য্যাত্ব সম্পাদন করিবার জন্য বিবাহ করিবে না" ইত্যাদি বচনে উহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া আছে। ইহা কিন্তু ভ্রান্তির হেতু হইয়া পড়ে। কারণ ইহা দেখিয়া এইরূপ ভ্রম হইতে পারে যে, 'এই তিনটী কন্যা ছাড়া অন্য কন্যাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু এই বচনটীর তাৎপর্য্যার্থ ঐরূপ নহে; কি জন্য, তাহা অগ্রে ব্যাখ্যা করিয়া দিব। (সুতরাং ঐ প্রকার আচারসকল প্রচলিত হইবার কারণ কি, মূল কি, তাহা আলোচনা করিলে জানা যায় যে, বেদ উহার মূল হইতে পারে না, কিন্তু লোভ অথবা কাম প্রভৃতিই উহার মূল)। সুতরাং যে স্মৃতি কিংবা যে আচার প্রচলিত হইবার লৌকিক কারণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার প্রামাণ্য স্বীকার্য্য হইতে পারে না। এইজন্য ভট্টপাদ (কুমারিল) বলিয়াছেন—'যে স্মৃতি প্রত্যক্ষ শ্রুতি বিরুদ্ধ, যাহা শিষ্টজন নিন্দিত, যাহার কোন লৌকিক প্রয়োজন দৃষ্ট হয়, কিংবা যাহার মূলে লোভ, ভয় প্রভৃতি কারণ থাকে, অথবা যাহার সম্বন্ধে বলা হয় যে ইহারও মূলে লোভাদি থাকা সম্ভব—সেরূপ স্মৃতি শ্রুতিমূলক হইবে না। অতএব, "দ্বিজগণের এই সমস্ত দেশ আশ্রয় করা উচিত" এই প্রকার যে বিধি (কয়েকটী শ্লোক পরেই বলা হইবে), ইহা তাহারই শেষ বা অংগ; আশ্রয়ণীয় ঐ সমস্ত দেশের প্রশংসা করিবার জন্য ইহা অর্থবাদ মাত্র।

"পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ",—। 'পরম্পরা'ই পারম্পর্য্য; যাহা একজন থেকে আর একজনে সংক্রমিত হয়, তা থেকে আর একজনে, তাহা হইতে আবার অন্য ব্যক্তিতে—এই প্রকারের যে প্রবাহ বা ধারা তাহার নাম 'পরম্পরা'। 'ক্রম' অর্থ উহার বিচ্ছেদ না হওয়া। সেই পারম্পর্য্যক্রম হইতে আগত অর্থাৎ সম্যক্ প্রাপ্ত। "সান্তরালানাং" এখানে সঙ্কর জাতিরা 'অন্তরাল' নামে বর্ণিত হইয়াছে। সেই অন্তরালের সহিত চারি বর্ণের (পারম্পর্য্যক্রমে যাহা আগত তাহা সদাচার হইবে)। ১৮

(কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল এবং শূরসেন—এগুলি হইতেছে ব্রহ্মর্ষিদেশ। এই ব্রহ্মর্ষিদেশ পূর্ব্ববর্ণিত ব্রহ্মাবর্ত্তদেশ অপেক্ষা কিছুটা ভিন্ন—উহার তুলনায় অল্প মাহাত্ম্যযুক্ত।)

(মেঃ)—এই 'কুরুক্ষেত্র' প্রভৃতি শব্দগুলি দেশের নাম। 'কুরুক্ষেত্র'—স্যমন্তপঞ্চক; ইহা প্রসিদ্ধ; কুরুগণ ঐখানে বিনাশপ্রাপ্ত হন। 'পুণ্য কর, এইখানেই তোমাদের শীঘ্র পরিত্রাণ হইবে'—ইহা 'কুরুক্ষেত্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি (প্রকৃতিপ্রত্যয়-বিভাগলভ্য অর্থ)। 'মৎস্য' প্রভৃতি শব্দগুলি বহুবচনান্ত হইলে তবেই দেশবিশেষবাচক হইবে। (সুতরাং এখানে ঐগুলি বহুবচনান্ত থাকায় উহাদের অর্থ মৎস্যদেশ, পাঞ্চালদেশ ইত্যাদি)। 'ব্রহ্মর্ষিদেশ' ইহা ঐগুলির সমষ্টিগত নাম। 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' হইতেছে দেবনির্ম্মিত দেশ। ব্রহ্মর্ষিগণ দেবগণ অপেক্ষা কিছু ছোট। এ কারণে ঐ ব্রহ্মর্ষিদেশটী ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া ঐরূপ নাম পাওয়ায় উহার মাহাত্ম্যও 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' দেশ হইতে কম। এইজন্য বলিয়াছেন "ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিছুটা ভিন্ন। এখানে নঞ্ ঈষদর্থক। (অনন্তর= ন অন্তর ; 'ন' অর্থ ঈষৎ ; 'অন্তর' অর্থ ভেদ)। যেমন চিকিৎসকগণ উপদেশ দেন আময়াবী (অজীর্ণ রোগী) 'অনুষ্ণ যবাগু সেবন করিবে—অর্থাৎ ঈষদুষ্ণ। (এখানেও সেইরূপ 'ঈষৎ' অর্থে 'ন')। 'অন্তর' শব্দটী ভেদবাচক—উহার অর্থ ভেদ। (ঐ অর্থে প্রয়োগও আছে; যেমন) —'নারী, পুরুষ এবং জল ইহাদের মধ্যে যে অন্তর (ভেদ বা তফাত) তাহা খুব বেশীই তফাত। ১৯

(পৃথিবীর সকল মানবগণ এই দেশসমুৎপন্ন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে নিজ নিজ চরিত্র অর্থাৎ আচার শিখিয়া লইবে—জানিয়া লইবে।)

(মেঃ)—এই কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি দেশে উৎপন্ন "অগ্রজন্মনঃ"=ব্রাহ্মণের নিকট হইতে স্ব স্ব "চরিত্রং"=আচার "শিক্ষেরন্"=জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। পূর্ব্বের "তস্মিন্ দেশে" ইত্যাদি শ্লোকে ইহার ব্যাখ্যা হইয়া গিয়াছে। ২০

(উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত, সরস্বতী যেখানে অদৃশ্য হইয়াছে তাহার পূর্ব্বে এবং প্রয়াগের পশ্চিমে অবস্থিত যে স্থান তাহার নাম মধ্যদেশ।)

(মেঃ)—উত্তর দিকে হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণ দিকে বিন্ধ্য। "বিনশন" অর্থ যে প্রদেশে সরস্বতী নদীর অন্তর্ধান ঘটিয়াছে (সিন্ধুদেশ)। "প্রয়াগ"=গঙ্গা এবং যমুনার মিলনস্থল। এই দেশগুলিকে চারিদিকের সীমা করিয়া যে ভূভাগ পাওয়া যায় তাহাকে 'মধ্যদেশ' বলিয়া জানিতে হইবে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট দেশও নয় আবার অতি নিকৃষ্ট দেশও নয়, এইজন্য ইহা 'মধ্যদেশ' (মাঝারি রকমের দেশ); কিন্তু পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত দেশ বলিয়া ইহার নাম মধ্যদেশ, এরূপ নহে। ২১

(পূর্ব্ব সমুদ্র এবং পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী এবং ঐ হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী যে ভূভাগ তাহাকে শিষ্ট ব্যক্তিগণ 'আর্য্যাবর্ত্ত' নামে পরিচিত বলিয়া জানেন।)

(মেঃ)—পূর্ব্ব সমুদ্র পর্য্যন্ত এবং পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত অর্থাৎ এই দুইটীর মাঝখানে বিস্তৃত যে ভূভাগ যাহা "তয়োঃ এব গির্য্যোঃ"=পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত ঐ হিমালয় এবং বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যভাগে অবস্থিত, তাহা আর্য্যাবর্ত্ত দেশ নামে শিষ্টগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়া থাকে। 'আর্য্যাবর্ত্ত'=আর্য্যগণ এখানে বর্ত্তমান থাকেন—সেখানে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হন, এইজন্য উহার নাম আর্য্যাবর্ত্ত। ম্লেচ্ছগণ বার বার আক্রমণ করিয়াও সেখানে বেশী দিন থাকিতে পারে না। 'আসমুদ্রাৎ'—এখানে 'আ' অভিবিধিবোধক নহে কিন্তু ইহা মর্য্যাদাবাচক। এই কারণে ঐ সমুদ্রদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপগুলি আর্য্যাবর্ত্ত হইবে না। (যেহেতু 'আ' ইহা অভিবিধি বুঝাইলে ঐ

সমুদ্রদ্বয়ও আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত হইয়া পড়িত বলিয়া উহার অন্তর্গত দ্বীপগুলিও আর্য্যাবর্ত্ত হইয়া যাইত। কিন্তু ইহা মর্য্যাদাবোধক হওয়ায় ঐ সমুদ্র দুইটী আর্য্যাবর্ত্ত হইতে পৃথক্ হইয়া যাইতেছে। কাজেই ঐ সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী দ্বীপ আর্য্যাবর্ত্ত হইবে না)। পূর্ব্ব সমুদ্র প্রভৃতি এই চারিটীকে, দেশের চারিদিকের সীমারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। পূর্ব্ব দিকে পূর্ব্ব সমুদ্র (বঙ্গোপসাগর), পশ্চিম দিকে পশ্চিম সমুদ্র (আরব সাগর), উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্ব্বত। এই দুইটী পর্ব্বতকেও সীমারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কাজেই ঐ দুইটী আর্য্যাবর্ত্ত নহে; সুতরাং ওখানে শিষ্টগণের বসবাস হইতে পারে না। (ইহা কিন্তু অভিপ্রেত নহে)। এইজন্য পুনরায় পরবর্ত্তী শ্লোকে উহাদেরও যে শিষ্টজনবাসযোগ্যতা এবং যজ্ঞিয়-ভূমিত্ব আছে তাহা বলিয়া দিতেছেন। ২২

(যে স্থানে কৃষ্ণসার মৃগ স্বাভাবিকভাবে বাস করে সেই ভূভাগকে যজ্ঞিয়—যজ্ঞের উপযুক্ত দেশ বলিয়া জানিবে। ইহার পর সব ম্লেচ্ছদেশ।)

(মেঃ)—কালোতে সাদাতে কিংবা কালোতে হলদেতে মিশানো যাদের চামড়া সেইসব হরিণের নাম 'কৃষ্ণসার' মৃগ। সেই মৃগ যেখানে "চরতি"=বাস করে;—। "স্বভাবতঃ"=স্বভাবতঃ অর্থাৎ যেখানে উহাদের উৎপত্তি হয় স্বাভাবিকভাবে। কাজেই কোন স্থানে যদি এমন হয় যে সেখানে ঐ মৃগ জন্মে না কিন্তু অন্যস্থান হইতে প্রশস্ততাবশতঃ কিংবা উপহারাদি নিমিত্তক্রমে ঐ মৃগসকল আনিয়া রাখা হইয়াছে এবং সেগুলি সেখানে কিছুকাল বাসও করিতেছে—সেরূপ জায়গা এখানে ধর্ত্তব্য হইবে না। ঐ রকম যে স্থান "স জ্ঞেয়ঃ যজ্ঞিয়ঃ দেশঃ"=তাহাকে যজ্ঞিয় অর্থাৎ যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান বুঝিতে হইবে। "অতঃ পরঃ"=ইহার পর অর্থাৎ এই কৃষ্ণসার মৃগের স্বাভাবিক বিচরণ ক্ষেত্রের পর অন্য যেসব স্থান তাহা ম্লেচ্ছদেশ। 'ম্লেচ্ছ'—ইহারা প্রসিদ্ধ। মেদ, অন্ধ্র, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি জাতি ম্লেচ্ছ; ইহারা চারিবর্ণের যে জাতি তাহার বাহিরে, ইহারা প্রতিলোমজাতীয় এবং শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনধিকারী।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, শ্রুতি মধ্যে যেমন "সমতল স্থানে যাগ করিবে" ইত্যাদি বচনে বিশেষ প্রকার স্থলভাগকেই যাগের আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই শ্লোকটীতে কিন্তু ঐভাবে কৃষ্ণসার মৃগের বিচরণ স্থলরূপ ভূমিকে যাগের অধিকরণরূপে গ্রহীতব্য বলিয়া বিধান করা হইতেছে না। কারণ, এখানে বিধিবোধক কোন শব্দ নাই; যেহেতু, "কৃষ্ণসারস্তু চরতি" এস্থলে 'চরতি' পদে বর্ত্তমানকালবোধক লকার রহিয়াছে। আর ইহা ত সম্ভব নহে যে যখনই যেখানে ঐ মৃগ চরিতে আরম্ভ করিবে তখনই সেখানে যাগ করা হইবে। কারণ দেশ (বিশেষ স্থান) হইতেছে যাগের অধিকরণ ; তাহা ঐ যাগের সাধন (নিষ্পাদক) যে কর্ত্তা প্রভৃতি কারক এবং তদাশ্রিত দ্রব্যাদি তাহা ধারণ করিয়া থাকে, তাহার আধার (আশ্রয়) হইয়া থাকে বলিয়াই অধিকরণ। কিন্তু মূর্ত্তিযুক্ত দুইটী পদার্থের একই সময়ে একই স্থানে অবস্থিতি সম্ভব নহে। (সুতরাং একই জায়গায় একই সময়ে ঐ মৃগও চরিতে থাকিবে এবং যাগও হইতে থাকিবে, ইহা সম্ভব নহে)। আর যদি বলা হয়, যখনই ঐ মৃগ চরিতে থাকিবে তখনই যে যাগ করিতে হইবে, ইহা ঐ "কৃষ্ণসারস্তু চরতি" বাক্যের তাৎপর্য্য নহে, কিন্তু সেইরূপ স্থানে কালান্তরে—যাগের যাহা কাল সেই সময়েই যাগ করিতে হইবে, ইহাই ঐ বচনটীর তাৎপর্য্যার্থ। ইহা বলা সঙ্গত হইবে না; কারণ এরূপ অর্থ করিতে হইলে ঐ বচনটীতে ঐ কালান্তরে লক্ষণা করিতে হয়; কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে। যেহেতু, বিধিবাক্যে লক্ষণা স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। এইজন্য 'শূর্পাধিকরণে' (মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের তৃতীয় অধিকরণে ২৬ সূত্রের ভাষ্যে) উক্ত হইয়াছে—"ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি মধ্যে—'তাহা দ্বারাই অন্ন করা হয়' এইরূপ বলা হইয়াছে" (ঐস্থলে সিদ্ধান্তপক্ষে ভাষ্য মধ্যে বলা হইয়াছে যে, 'বিধিতে লক্ষণা করা যায় না')। আচ্ছা, যেখানে অধিকরণে সপ্তমী হয় সেখানে 'তিলে তৈল থাকে' ইত্যাদি স্থলের ন্যায় উহার আধেয় পদার্থটীকে যে অভিব্যাপকই হইতে হইবে এমন ত কোন নিয়ম নাই। কারণ, এরূপ হইলে সমগ্র আধারটীকে ব্যাপ্ত করিলে তবেই অধিকরণের অর্থ নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু যাহা অধিকরণের একদেশের (অংশ বিশেষের) সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহাও ত আধেয় হইতে পারে এবং তাহাতেও ত সমগ্র অধিকরণটীরই আধারতা থাকে। ইহার উদাহরণ যেমন, 'প্রাসাদে

আছে', 'রথে অধিষ্ঠান করিতেছে' ইত্যাদি। (এখানে আধেয়বস্তু—মানুষ প্রভৃতি—প্রাসাদ ও রথের একাংশেই থাকে ; তবুও প্রাসাদ এবং রথ আধারাধিকরণ)। সেইরূপ, এস্থলেও একটী দেশের বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে; সেই দেশ হইতেছে গ্রাম ও নগরের সমষ্টিকে লইয়া গঠিত এবং নদী ও পর্ব্বতান্ত তাহার সীমা। কাজেই সেখানে ঐ মৃগ পর্ব্বত, অরণ্য প্রভৃতি স্থলে বিচরণ করিতে থাকিলেও সমগ্র দেশটীই আধারাধিকরণ হইতে পারে। আর তাহা হইলে 'মূর্ত্তিযুক্ত দুইটী পদার্থ একই সময়ে একই স্থানে থাকিতে পারে না' এই প্রকার যে আপত্তি দেখান হইয়াছিল উহা দোষের হয় না।

ইহার উত্তর বলা যাইতেছে,—। এখানে ("কৃষ্ণসারস্তু চরতি" ইত্যাদি শ্লোকে) 'যাগ করিবে' এরূপ কোন বিধি নাই। যেহেতু এস্থলে 'জ্ঞা' ধাতুর উত্তরই বিধিবোধক কৃত্য প্রত্যয় রহিয়াছে, কিন্তু 'যজ্' ধাতুতে তাহা নাই। সেখানে যাগ নিষ্পন্ন হইবার যোগ্য, যাগের উপযুক্ত ঐ দেশ, এই প্রকার অর্হার্থতাই রহিয়াছে। আর ঐ দেশের যে যাগার্হতা তাহা বুঝাইবার জন্য কোন বিধি বিভক্তি আবশ্যক হয় না যেহেতু বিধি না থাকিলেও দেশের যাগার্হতা সিদ্ধ হয়। কারণ, যাগের অঙ্গ দর্ভ এবং পলাশ-খদির প্রভৃতি বৃক্ষ এবং অপরাপর দ্রব্য বেশীর ভাগই এখানে আছে। আবার, যাগের অধিকারী ত্রৈবর্ণিক ও ত্রৈবিদ্য ব্যক্তিদের ঐ দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই ইহাকে আশ্রয় করিয়া ঐ দেশের যে যাগার্হতা তাহারই এখানে অনুবাদ (প্রমাণান্তর-সিদ্ধ বিষয়েরই উল্লেখ) করা হইয়াছে। আর "জ্ঞেয়ঃ" এস্থলে যে কৃত্য প্রত্যয় রহিয়াছে তাহাও বিধিবোধক নহে, কিন্তু উহা 'বিধিবন্নিগদ'-রূপ অর্থবাদ ছাড়া আর কিছুই নহে ; উহাতে বিধ্যর্থের অধ্যারোপ (ভ্রম) হইয়া থাকে। যেমন "জর্তিলযবাগ্বা জুহুয়াৎ" এই বাক্যে "জুহুয়াৎ" পদটীতে লিঙ্ বিভক্তি থাকায় উহাতে বিধিভ্রম হয়, আসলে কিন্তু উহা অর্থবাদ (মীমাংসা দর্শনের ১০।৮।৭ম সূত্র দ্রষ্টব্য), ইহাও সেইরূপ।

আর যে বলা হইয়াছে, 'ইহার পর ম্লেচ্ছদেশ', ইহাও প্রায়িক ঘটনার অনুবাদ মাত্র। ইহার পর যে সমস্ত দেশ সেগুলিতে প্রায়শই (বেশীর ভাগই) সব ম্লেচ্ছ থাকে। (এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে), ঐ সমস্ত দেশের সহিত অধিবাসিত্বাদি সম্বন্ধ থাকায় যে তাহারা ম্লেচ্ছ, এরূপ অর্থ এখানে লক্ষিত হইতেছে না; কারণ, ম্লেচ্ছগণও ব্রাহ্মণাদি জাতির ন্যায় স্বাভাবিকভাবেই প্রসিদ্ধ অর্থাৎ ম্লেচ্ছত্বও ব্রাহ্মণত্বাদির ন্যায় স্বাভাবিক, (উহা কোন দেশবিশেষসম্বন্ধনিবন্ধন নহে)। কেহ যদি মনে করেন যে "ম্লেচ্ছদেশ" এই শব্দটী 'ম্লেচ্ছগণের দেশ' এই প্রকার অর্থ অনুসারেই প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে ইহা কিন্তু সংগত হইবে না। কারণ, ইহাতে দোষ হইবে এই যে, যদি কখন কোনরকমে ম্লেচ্ছগণ ঐ ব্রহ্মাবর্ত্তাদি দেশ আক্রমণ করে এবং সেখানে বসবাস করিতে থাকে তাহা হইলে তাহাও 'ম্লেচ্ছদেশ'ই হইয়া যাইবে। আবার এমন যদি কখন হয় যে, ক্ষত্রিয়াদিজাতীয় সদাচারসম্পন্ন কোন রাজা ঐ ম্লেচ্ছদেশে ম্লেচ্ছগণকে পরাজিত করেন এবং সেখানে চারিবর্ণের লোকদিগকে বাস করান এবং আর্য্যাবর্ত্তে যেমন চণ্ডালদিগকে ব্যবস্থাপিত করিয়া রাখা হইয়াছে সেখানেও সেইরূপ ম্লেচ্ছগণকে পৃথক্ করিয়া রাখেন তাহা হইলে তখন সেই দেশটীও যজ্ঞিও (যজ্ঞ কর্ম্মের যোগ্য) হইবে। ইহার কারণ এই যে, ভূমি স্বভাবতঃ দোষগ্রস্ত নহে, কিন্তু দুষ্ট (অপবিত্র) জনের সংসর্গেই তাহা অপবিত্র হইয়া থাকে, যেমন (মল-মূত্রাদি) অপবিত্র বস্তু দ্বারা দূষিত হইলে উহা (ভূমি) অপবিত্র হয়। কাজেই, পূর্ব্বে যে দেশগুলির নাম উল্লেখ করা হইল উহা ছাড়া অন্য দেশেও ত্রৈবর্ণিকগণের পক্ষে অবশ্যই যাগাদি শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যাইবে, যদি সেখানে যাগের সামগ্রী সংগৃহীত হয়, সেখানে কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ না করিলেও কিছু আসিয়া যাইবে না। অতএব, "তাহাকে যজ্ঞিয় দেশ বলিয়া জানিবে, ইহার পর সব ম্লেচ্ছদেশ" এটী অনুবাদ মাত্র। ইহা, পরবর্ত্তী শ্লোকে যে বিধি বলা হইবে তাহারই শেষভূত—অঙ্গস্বরূপ অর্থবাদ। ২৩

(দ্বিজাতিগণ যত্নসহকারে এই সকল দেশে আশ্রয় লইবেন। তবে শূদ্র যদি এখানে জীবিকার অভাব বোধ করে তাহা হইলে সে যে-কোন দেশে বাস করিতে পারে।)

(মেঃ)—যে বিধি নির্দ্দেশ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন নাম বলা হইল, এক্ষণে সেই বিধিটী বলিতেছেন, "এতান্ দেশান্"=ব্রহ্মাবর্ত্তাদি এই সকল দেশকে "দ্বিজাতয়ঃ"=দ্বিজগণ

অন্য দেশে জন্মিয়াও "সংশ্রয়েরন্"=আশ্রয় করিবে। নিজ নিজ জন্ম দেশ ছাড়িয়া এই ব্রহ্মাবর্ত্তাদি দেশ যত্নসহকারে আশ্রয় করা উচিত। এস্থলে কেহ কেহ বলেন যে, এই সমস্ত দেশকে আশ্রয় করিবার এই যে বিধি ইহা অদৃষ্টার্থক—ইহার ফলে অদৃষ্ট (পুণ্য) হইবে। অন্য দেশে যাগাদি কর্ম্ম করিবার অধিকার থাকা সম্ভব হইলেও এই সমস্ত দেশে বাস করা উচিত। এখানে বাস করিবার অধিকার (ফল) কল্পনীয় হইলে, এই সমস্ত দেশে বাস করিবার এই বিধি ইহার দ্বারা এইরূপ অর্থই কল্পনা করিতে হয় যে এখানে বাস করা পবিত্রতা সম্পাদন করে, যেমন গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থে স্নান পবিত্রতা সাধন করিয়া থাকে। কোন কোন জল যেমন অধিক পবিত্র সেইরূপ কতকগুলি ভূভাগও পবিত্র। পুরাণেও এইরূপ বর্ণনা করা আছে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, এই সমস্ত দেশকে আশ্রয় করাটাই প্রধান; আর তাহা হইতেই স্বর্গ হয়, যেমন 'বিশ্বজিৎ' নামক যাগে স্বর্গ হইয়া থাকে।

এস্থলে এই দুইটী পক্ষই অপ্রাপ্ত। যে সংশ্রয় (এই দেশকে আশ্রয় করা) অপ্রাপ্ত তাহার যদি বিধান করা হয় (যাহার এখানে সংশ্রয় নাই সে এখানে সংশ্রয় করিবে, এই প্রকার যদি বিধি হয়) তাহা হইলে অধিকার (ফল) কল্পনাও করিতে হইবে। এখন বিবেচনা করিতে হইবে, ইহাদের কোন্ পক্ষটী ভাল। যাহারা এখানে অধিকৃত (এখানকার অধিবাসী) তাহাদের পক্ষে উহা প্রাপ্ত—ঐ সংশ্রয়টী আগে থেকেই সিদ্ধ। নিত্য এবং কাম্য কর্ম্মসকল পূর্ব্বোক্ত রীতিতে এই স্থানেই অনুষ্ঠান করা সম্ভব। যেহেতু এই দেশটী ছাড়া অন্য কোথাও সমগ্রভাবে বিধিমত ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভব নহে। কারণ, কাশ্মীর প্রভৃতি হিমপ্রধান অঞ্চলে লোকে শীতে কাতর হইয়া বহির্ভাগে সন্ধ্যাবন্দনা করিতে পারে না। কিংবা গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পূর্ব্বদিকে বা উত্তরদিকে স্বাধ্যায় সম্পাদন করিতে পারে না। এইরূপ, হেমন্ত ও শীত ঋতুতে প্রতিদিন নদীতে স্নান করা প্রভৃতিও তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। "দ্বিজাতয়ঃ" এখানে যে বহুবচন আছে তাহাও এইরূপ অর্থের জ্ঞাপক। ম্লেচ্ছের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে কোন দেশই স্বভাবতঃ ম্লেচ্ছদেশ হয় না। তাহা যদি হইত তাহা হইলে (এ কয়টী দেশ ছাড়া অন্য দেশে যাহারা বাস করে তাহাদের সেইদেশ ম্লেচ্ছদেশ) আর ঐ ম্লেচ্ছদেশের সহিত সম্বন্ধ ঘটায় তাহাদের দ্বিজাতিত্ব থাকা কিরূপে সম্ভব? ইহার পরিহারার্থে যদি বলা হয় যে, সেখানে কেবল যাইলেই ম্লেচ্ছ হইবে না, কিন্তু সেখানে বাস করা আবশ্যক। আর তাহাই এই বচনে নিষেধ করা হইতেছে। কিন্তু ইহাও সম্ভব নহে; কারণ এখানে 'সংশ্রয়' করিবার বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। আর তাহারই পক্ষে 'সংশ্রয়' করা সম্ভব যে অন্য দেশে জন্মিয়াছে। তাহার সেই দেশ ছাড়িয়া অন্য দেশের সহিত যে অধিবাসিত্ব-সম্বন্ধ তাহাই সংশ্রয়। কিন্তু যে ব্যক্তি সংশ্রিত—জন্মাবধিই সেখানকার অধিবাসী, তাহার পক্ষে আর সংশ্রয় করা হইতে পারে না। তাহার জন্য এ বিধিও নহে। তাহা যদি হইত তাহা হইলে বচনে এইরূপই বলা হইত, 'এই সকল দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য জায়গায় বাস করিবে না।' আর যদি বলা হয়, এখানে সংশ্রয় করাটা আগে থেকে সিদ্ধ বটে, সেইটার উপর নির্ভর করিয়া, অন্য দেশ সংশ্রয় করাটা যাহাতে না হয় সেইটার নিষেধ করিবার জন্য এইরূপ বলা হইয়াছে,—তাহা হইলে কিন্তু ইহা পরিসংখ্যা বিধি হইয়া পড়িবে। ঐ পরিসংখ্যায় কিন্তু তিনটী দোষ স্বীকার করিয়া লইতে হয়; (তাহা কি উচিত?)। আর যদি বলা হয় এখানে "সংশ্রয়েৎ" ইহা লক্ষণা বলে হানি (পরিত্যাগ করা) বুঝাইবে—তাহা হইলে উহার অর্থ হইবে—এইসকল দেশ ত্যাগ করিবে না। ইহাও কিন্তু সঙ্গত অর্থ নহে; যেহেতু শক্যার্থ সম্ভব হইলে লক্ষণা স্বীকার করা অনুচিত। এই কারণেই ভূতপূর্ব্বগতিও স্বীকার করা যায় না। অতএব এই কথাই বলিতে হয় যে, "সংশ্রয়েৎ" ইহা জ্ঞাপক—ইহা এই প্রকার অর্থই জানাইয়া দিতেছে যে, লোকে দেশবিশেষের সহিত সম্বন্ধ করিলেই ম্লেচ্ছ হয় না, কিন্তু ম্লেচ্ছপুরুষের সম্পর্ক হইতেই একটী দেশ 'ম্লেচ্ছ-দেশ' হইয়া থাকে। (ঐ ম্লেচ্ছসম্পর্ক তিরোহিত হইলে তাহা আর 'ম্লেচ্ছদেশ' হয় না)।

শূদ্রের পক্ষে দ্বিজাতির শুশ্রূষা করা বিহিত; কাজেই সেই দ্বিজাতিরা যেখানে থাকিবে তাহার পক্ষেও সেখানে সর্ব্বদা বাস করা স্বাভাবিক। কিন্তু এরূপ অবস্থায় সেখানে সে যদি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে না পারে তবে অন্য দেশে বাস করাও তাহার পক্ষে অনুমোদন করা চলে। শূদ্রের যদি পোষ্যবর্গ অনেকগুলি হয়, কিংবা শুশ্রূষা করিবার শক্তি যদি তাহার না থাকে তাহা হইলে যে দ্বিজাতিকে সে আশ্রয় করিয়া থাকিবে তাহারই উচিত তাহাকে ভরণ করা। এরূপ অবস্থায় দেশান্তরে যদি ধনার্জ্জন সম্ভব হয় তাহা হইলে সেইখানেই সে বাস

করিবে। তবে ম্লেচ্ছপ্রধান স্থানে যেন বসবাস না করে, যজ্ঞের উপযুক্ত দেশেই সে বাস করিবে। যেহেতু ম্লেচ্ছসংকীর্ণ স্থানে বাস করিলে পথ চলা, বসা, কিংবা খাওয়া প্রভৃতি সকল কাজেই ম্লেচ্ছ সংসর্গ অপরিহার্য্য বলিয়া তাহাকেও ম্লেচ্ছভাব প্রাপ্ত হইতে হয়। 'বৃত্তিকর্শিত' ইহার অর্থ বৃত্তির অভাবে কাতর হইলে। নিজেকে কিংবা পোষ্যবর্গকে ভরণ করিবার জন্য যে ধন আবশ্যক তাহা বৃত্তি। সেই বৃত্তির অভাব ঘটিলে যে 'কর্শন' (দুঃখকষ্ট) হয় তাহাকে বৃত্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া বৃত্তিকর্শিত বলা হইয়াছে। যেমন বলা হয়—'সুভিক্ষ-দুর্ভিক্ষ বর্ষাকৃত'। (বাস্তবিকপক্ষে সুভিক্ষ বর্ষাকৃত হইলেও দুর্ভিক্ষ বর্ষাজন্য নহে কিন্তু) দুর্ভিক্ষ বর্ষার অভাবকৃত—ইহাকেই বর্ষাকৃত বলিয়া উল্লেখ করা হয়। "যস্মিন্ তস্মিন্" ইহা দ্বারা বলা হইল যে, তাহার পক্ষে ঐ কারণে বাস করিবার স্থানের কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই।২৪ .

(ধর্ম্মের এই যে কারণ এবং সমগ্র জগতের উৎপত্তি ইহা আপনাদিগের নিকট সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে আপনারা বর্ণধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি তাহা শুনিতে অবধান করুন।)

(মেঃ)—এ পর্য্যন্ত গ্রন্থে যে অর্থ বলিয়া আসা হইল তাহাই সব একত্র করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে যাহাতে তাহা ভুলিয়া যাওয়া না হয়। "যোনিঃ" অর্থ কারণ; "সমাসেন"=সংক্ষেপে। "সম্ভবশ্চ,' ইহা দ্বারা প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত বিষয় স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল। "বর্ণধর্ম্মান্"—বর্ণগণের দ্বারা অর্থাৎ চারিবর্ণের দ্বারা অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম 'বর্ণধর্ম্ম'। সেই বর্ণ-ধর্ম্মসকল আপনারা "নিবোধত"—বিস্তৃতভাবে জানুন।

স্মৃতিবিবরণকার এখানে কিছু বিস্তৃত করিয়া অর্থ বলিয়াছেন, যথা ;—। ধর্ম্ম পাঁচ প্রকার; বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, নৈমিত্তিকধর্ম্ম এবং গুণধর্ম্ম। তন্মধ্যে যে ধর্ম্মটী কেবল জাতিকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার বয়স, আশ্রম প্রভৃতির জন্য যাহার কোন তারতম্য হয় না তাহা বর্ণধর্ম্ম। যেমন, "ব্রাহ্মণকে বধ করিবে না", "ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবে না" ইত্যাদি। ইহা (বালকবৃদ্ধ-ব্রহ্মচারিগৃহস্থনির্ব্বিশেষে) ব্রাহ্মণ জাতিকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত, এবং ইহা চরম নিশ্বাস (মৃত্যুকাল) পর্য্যন্ত পালনীয়। 'আশ্রমধর্ম্ম'—যেখানে কেবল জাতির উপর নির্ভর নাই কিন্তু বিশেষ আশ্রমকে যে আশ্রয় করা হয় তাহার উপরই নির্ভর ; যেমন, ব্রহ্মচারীর পক্ষে পালনীয় ধর্ম্ম—গুরুর সমিধ্ সংগ্রহ এবং ভিক্ষাচর্য্যা। 'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম'—ইহা বর্ণ এবং আশ্রম উভয়েরই উপরে নির্ভর করে। ইহার উদাহরণ যেমন, ব্রহ্মচারী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাহার 'জ্যা' (ধনুকের ছিলা) মৌর্ব্বী হইবে (মৌর্ব্বী—'মূর্ব্বা'তৃণের ছিলা তাহার মেখলা হইবে)। ইহা তাহার পক্ষে অন্য আশ্রমে পালনীয় নহে, অথবা ইহা অন্য জাতির পক্ষেও ধারণীয় নহে। প্রথমে যে গ্রহণ করিতে বলা হইল তাহার কারণ উহা উপনয়নের ধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম নহে। উপনয়ন কিন্তু আশ্রমেরই জন্য বটে, কিন্তু উহা আশ্রমধর্ম্ম নহে (যেহেতু বেদগ্রহণের জন্যই উপনয়ন)। 'নৈমিত্তিক ধর্ম্ম'—দ্রব্যশুদ্ধি প্রভৃতি। 'গুণধর্ম্ম'—যাহা গুণকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয়। যেমন, "ছয়টী দ্বারা পরিহার্য্য হইবে" ইত্যাদি। বহুশ্রুত (অধিক শাস্ত্র অধ্যয়ন) এই গুণানুসারে ঐ ধর্ম্ম। এইরূপ, অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের পালনীয় ধর্ম্ম প্রভৃতিও গুণধর্ম্মের উদাহরণ বোদ্ধব্য।

এখানে (মূলশ্লোকে) 'বর্ণ' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় উহা দ্বারাই এই সমস্তগুলি লক্ষিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ধর্ম্মের যে সমস্ত অবান্তর ভেদ আছে তাহা ঐ 'বর্ণ' শব্দের মধ্যেই রহিয়াছে। আবার এমন কতকগুলি ধর্ম্ম আছে যেগুলি অ-বর্ণধর্ম্ম—কোন বিশেষ বর্ণের পক্ষে সেগুলি সীমাবদ্ধ নহে, কিন্তু সেগুলি মনুষ্য সাধারণের পালনীয় ধর্ম্ম। সেগুলিকেও পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বলিয়া দিতে হয়। এইরূপ, অপরাপর যে সমস্ত ভেদ আছে সেগুলি ধরিয়া লইতে হইবে। এখানে যে 'বর্ণ' শব্দটীর প্রয়োগ করা হইয়াছে উহা দৃষ্টান্তমাত্র—কিন্তু যাহাদের কোন বর্ণ নাই সেই সমস্ত সংকরজাতিকে বাদ দেওয়া উহার অভিপ্রায় নহে। কারণ, সংকীর্ণ জাতিদের যাহা ধর্ম্ম তাহাও বলা হইবে, পূর্ব্বে (প্রথম অধ্যায়ে) এইরূপ প্রতিজ্ঞা (বক্তব্য বিষয়ের নির্দ্দেশ) করা হইয়াছে। আর এখানকার এই যে প্রতিজ্ঞা—"বর্ণধর্ম্মান্ নিবোধত" এই উক্তি, ইহা তাহারই পুনরুল্লেখ। ২৫

(মঙ্গলকর বেদমন্ত্রপাঠসহকৃত কৃত কর্ম্মকলাপের দ্বারা ত্রৈবর্ণিকগণের নিষেকাদি শরীরসংস্কার করিতে হইবে। তাহা ইহলোক এবং পরলোক উভয়স্থলেরই পবিত্রতাসাধন করে।)

(মেঃ)—বৈদিক কর্ম্ম বলিতে এখানে মন্ত্র প্রয়োগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ এখানে মন্ত্রাভিপ্রায়ে 'বেদ' শব্দটীর প্রয়োগ করা হইয়াছে। ঐ মন্ত্রসকলের যে উচ্চারণ তাহা ঐ সংস্কার সকলে বর্ত্তমান হয়। কাজেই, 'অধ্যাত্ম' প্রভৃতি শব্দের উত্তর 'ঠক্' প্রত্যয় হয়, এই নিয়ম অনুসারে বেদ শব্দটীও অধ্যাত্মাদিগণের মধ্যে পড়ে বলিয়া উহার উত্তর 'তত্র ভবঃ' এই অর্থে ঠক্ প্রত্যয় হইয়াছে। অথবা 'বৈদিক' শব্দটী এখানে গৌণার্থক,—কারণ, ঐ সকল কর্ম্ম বেদমূলক ; এজন্য উহাদিগকে 'বৈদিক' বলা হইল। আর 'কর্ম্ম' বলিতে ইতিকর্ত্তব্যতারূপ কর্ম্ম বুঝাইতেছে। আর তাহা হইলে, 'ইতিকর্ত্তব্যতারূপ অঙ্গকর্ম্ম সকলের দ্বারা নিষেকাদি সংস্কার করিতে হইবে' এই প্রকারে সাধ্য এবং সাধনরূপ ভেদ নির্দ্দেশ করাও সঙ্গত হয়। (এখানে নিষেকাদি প্রধান কর্ম্ম সকল হইতেছে সাধ্য, এবং মন্ত্রোচ্চারণাদি ইতিকর্ত্তব্যতারূপ অঙ্গকর্ম্ম সকল হইতেছে তাহার সাধন)। 'নিষেক' সংস্কারটী প্রধান, আর মন্ত্রোচ্চারণ তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা বা অঙ্গ।

'নিষেক' অর্থ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে শুক্রত্যাগ করা। সেই নিষেক হইতেছে আদি যাহার অর্থাৎ উপনয়ন পর্য্যন্ত যে সংস্কারকলাপের, তাহাই 'নিষেকাদি সংস্কার'। যদিও সংস্কার বহু প্রকার, তথাপি এখানে 'শরীরসংস্কার' এই সমগ্র অংশটীর সহিত সম্বন্ধ থাকায় "সংস্কারঃ" এখানে একবচন দেওয়া হইয়াছে। 'সংস্কার' বলিতে তাদৃশ কর্ম্ম বুঝায় যাহা দ্বারা সগুণ (গুণ-বিশিষ্ট) শরীর নিষ্পন্ন হয়। এরূপ হইলে পর, নিষেক হইবে ঐরূপ শরীরের নিষ্পাদক (উৎপাদক), আর বাকী সংস্কার কর্ম্মগুলি সেই উৎপন্ন শরীরের বিশেষত্ব (পবিত্রত্ব) সাধক। এই কথাই "পাবনঃ" ইহা দ্বারা বলিয়া দিতেছেন। যাহা পবিত করে অর্থাৎ অশুদ্ধতা দূর করিয়া দেয় তাহাকে বলে 'পাবন'। "প্রেত্য চেহ চ" ইহা দ্বারা এই কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এই সমস্ত সংস্কারযুক্ত হইলে দৃষ্টফল কারীরী-ইষ্টি প্রভৃতিতে এবং অদৃষ্টফল জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মে অধিকার জন্মে ; এইভাবে ঐ সংস্কার সকল ইহলোক এবং পরলোক উভয় লোকেরই উপকার সম্পাদন করিয়া থাকে। "পুণ্যঃ" অর্থ শুভ বা মঙ্গলকর। যাহা শুভ তাহা সৌভাগ্য আনয়ন করে এবং দৌর্ভাগ্য দূর করিয়া দেয় ;—ইহাই এখানে 'পুণ্য' এবং 'পাবন' এই দুইটী শব্দের অর্থগত পার্থক্য। "দ্বিজন্মনাম্"—ইহা শূদ্রগণের অধিকার নিষেধ করিবার জন্য বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা, যাহাদের সংস্কার করা হইবে তাহাদেরও নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইল। "দ্বিজন্মনাং" এই পদটী হইতে লক্ষণাবলে ত্রৈবর্ণিক লোকদের বুঝান হইতেছে। কারণ, (যতক্ষণ না উপনয়ন হয় ততক্ষণ 'দ্বিজন্মা' হইতে পারে না বলিয়া) তখনই (নিষেককালেই) সেই জনিষ্যমাণ পুরুষ দ্বিজন্মা হয় না। ২৬

(গর্ভাধানাদি নিমিত্তক হোমাদি দ্বারা, জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ এবং উপনয়ন দ্বারা দ্বিজগণের শুক্রশোণিত সংক্রান্ত দোষ দূরীভূত হয়।)

(মেঃ)—সংস্কারের প্রয়োজন কি, তাহাতে বলা হইল যে উহা পবিত্রতা সম্পাদন করে, উহা দ্বারা শরীরের সংস্কার হয় এবং উহা মঙ্গলকর। যাহা দুষ্ট (দোষগ্রস্ত) তাহার দোষ দূর করাই পাবনত্ব ; তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে। শরীর দুষ্ট (দোষগ্রস্ত) হইতে যাইবে কিসের জন্য ? —এই প্রকার শঙ্কা হইলে তদুত্তরে বলিতেছেন, "বৈজিকং গার্ভিকং চৈনঃ" ইত্যাদি। যাহা বীজ হইতে জন্মে তাহা 'বৈজিক'। 'গার্ভিক' পদটীরও ব্যুৎপত্তি এইরূপ। "এনঃ" অর্থ পাপ; ইহা অদৃষ্টরূপে দুঃখের কারণ। বীজ এবং গর্ভ এই দুইটী ঐ পাপের কারণ বলিয়া এখানে ঐ পাপ বলিতে কেবল অশুচিত্ব অর্থ বুঝিতে হইবে। শুক্র এবং শোণিত এই দুইটী বস্তু পুরুষের (জনিষ্যমাণ মনুষ্যের) বীজ। ঐ দুইটী জিনিষ কিন্তু স্বভাবতই অশুচি। গর্ভাধানক্রিয়াও (শাস্ত্রবিহিতভাবে হইলেও উহা) অবশ্যই দোষগ্রস্ত; কারণ উহাতেও ঐ বৈজিক দোষের সংক্রমণ হয়। এ কারণে উহার জন্য পুরুষের যে (জন্মগত) অশুচিত্ব তাহা সংস্কার সকলের দ্বারা "অপমৃজ্যতে"=অপনোদিত হয়।

এক্ষণে ঐ সংস্কার সকলের মধ্যে কতকগুলিকে নাম উল্লেখ করিয়া এবং কতকগুলিকে সংস্কার্য্যবিশেষ দ্বারা উপলক্ষিত করিয়া জানাইয়া দিতেছেন "গার্ভৈর্হোমৈঃ" ইত্যাদি।

স্ত্রীলোকের গর্ভ উৎপন্ন হইলে করা হয় বলিয়া অথবা গর্ভ গ্রহণ করিবার জন্য করা হয় বলিয়া—গর্ভই যাহার প্রয়োজন তাহা 'গার্ভ'। স্ত্রীলোক সেখানে দ্বারস্বরূপ মাত্র; গর্ভই কিন্তু উহার প্রয়োজক বা নিমিত্ত। কাজেই 'গার্ভ হোম' গর্ভের দ্বারা প্রযুক্ত বলিয়া উহার অর্থ ঐ গর্ভের উদ্দেশ্যে করা হয় যে সমস্ত হোম তাহাই বুঝায় ;—যেমন পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, গর্ভাধান। বস্তুতঃ এখানে 'হোম' শব্দটী তাদৃশ কর্ম্মমাত্রের জ্ঞাপক (উহা কেবল হোমই বুঝাইতেছে না); কারণ, গর্ভাধান কর্ম্মটী হোম নহে (উহাতে অগ্নিমধ্যে কোন আহুতি দেওয়া হয় না)। এই সমস্ত কর্ম্মের রূপ কি তাহা জানিতে হইলে তজ্জন্য—গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি স্মৃতি হইতে উহাদের দ্রব্য এবং দেবতা প্রভৃতি নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। গার্ভ হোম সকলের দ্বারা যেমন দোষ দূর হয় সেইরূপ জাতকর্ম্ম নামক সংস্কার দ্বারাও উহা হইয়া থাকে। এইরূপ 'চৌড়' কর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ চূড়াকরণ নামক কর্ম্মের দ্বারা। চূড়ার জন্য যাহা করা হয় তাহার নাম 'চৌড়'। 'মৌঞ্জীনিবন্ধন' অর্থ উপনয়ন ; কারণ উহাতেই মুঞ্জতৃণনির্ম্মিত মেখলা বাঁধা হয়। এজন্য উহা দ্বারা উপনয়ন কর্ম্ম উপলক্ষিত হইতেছে। বন্ধনকেই এখানে 'নিবন্ধন' বলা হইয়াছে। এখানে 'নি' শব্দটী অধিক (নিরর্থক) ; ইহা ছন্দঃ পূরণ করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে। জাতকর্ম্ম প্রভৃতি শব্দগুলি বিশেষ বিশেষ সংস্কারের নাম; উহাদের দ্বন্দ্ব সমাস করা হইয়াছে; তাহার পর করণ বিভক্তি (তৃতীয়া) দ্বারা পাপ দূরীকরণের সাধনরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

(এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে), সমস্ত সংস্কারই সংস্কার্য্যের মধ্যে কিছু একটা বিশেষত্ব সম্পাদন করিয়া থাকে ; সেই বিশেষত্বটী দৃষ্টও হইতে পারে আবার অদৃষ্টও হইতে পারে। যাহার সংস্কার করা হয় সেই সংস্কার্য্যটী আবার অন্য একটী কার্য্যের অঙ্গ হয়। ঐ সংস্কার্য্যটী 'কৃতার্থ' হইতে পারে (যাহার প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা 'কৃতার্থ') ; অথবা 'করিষ্যমাণার্থ'ও হইতে পারে (তাহার প্রয়োজন পরে সম্পাদিত হইবে)। সংস্কারের দ্বারা যে বিশেষত্ব সম্পাদিত হয় তাহা দৃষ্টার্থও হইতে পারে ; যেমন,—"ব্রীহি দ্বারা যাগ সম্পাদন করিবে" এই বাক্যে বিহিত ব্রীহি সকল যাগ সম্পাদন করিবে বটে, কিন্তু তাহার জন্য "ব্রীহির উপর অবঘাত করিবে" এই বিধি অনুসারে তাহার অবঘাতরূপ সংস্কার করা হয় ; উহা দ্বারা ঐ সংস্কার্য্য ব্রীহি সকলের মধ্যে যে তুষ নিষ্কাসনরূপ বিশেষত্ব সাধিত হয় তাহা দৃষ্ট সংস্কার। (এই সংস্কার্য্য ব্রীহি করিষ্যমাণার্থ)। "মাল্যটী মস্তক হইতে নামাইয়া পবিত্র স্থানে রাখিবে"। এখানে মালাটীকে যে 'পবিত্র স্থানে' রাখা তাহাও সংস্কার (মালাটী সংস্কার্য্য এবং তাহা 'কৃতার্থ', তাহার কার্য্য বা প্রয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছে)। যাহা উপযুক্ত (ব্যবহৃত) হইয়াছে, যাহা বিক্ষিপ্তভাবে আছে তাহার 'প্রতিপত্তি' (ব্যবস্থা বা বন্দোবস্ত) করাই নিয়ম। ইহা দ্বারা ঐ মালাটীর একটী সংস্কার হয়; কিন্তু সেই সংস্কার দ্বারা মালাটীর যে বিশেষত্ব সাধিত হয় তাহা দেখা যায় না বলিয়া তাহা 'অদৃষ্ট'। এই যে গর্ভাধানাদি সংস্কার এগুলি দ্বারা শরীর শুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু মৃত্তিকা কিংবা জলাদি দ্বারা শরীরের দুর্গন্ধাদি যেমন নষ্ট হইতে দেখা যায় এই সংস্কারগুলি দ্বারা সেরূপ কিছু হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কাজেই এইসব সংস্কারের দ্বারা যে শুদ্ধি জন্মে, তাহার ফলে যে বিশেষত্ব ঘটে তাহা দৃষ্ট হয় না, চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না। এজন্য এই সংস্কার সকল জন্মাদিকাল-শুদ্ধির ন্যায় 'অদৃষ্টবিশেষ'। এই শুদ্ধি দ্বারা পবিত্র হইলে শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত কর্ম্ম সকলে অধিকার জন্মে। যেমন হোমীয় ঘৃত মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত অতএব পবিত্র হইলে তবেই তাহা হোমের যোগ্য হয়। পক্ষান্তরে লৌকিক কার্য্যের বেলায় দ্রব্যশুদ্ধির নিয়ম অনুসারেই শুদ্ধতা সুতরাং ব্যবহারযোগ্যতা ঘটিয়া থাকে। যেমন ভোজনাদি কার্য্যে ব্যবহার্য্য ঘৃত দ্রব্যশুদ্ধির নিয়ম অনুসারে শুদ্ধ হইলেই ব্যবহারযোগ্য হয়। নবজাত কুমার স্পর্শনযোগ্য হয় "জলের দ্বারা গাত্র (শরীর) শুদ্ধ হইয়া থাকে" এই নিয়মানুসারে তাহাকে জলের দ্বারা শুদ্ধ করিয়া দিলেই (স্নান করাইয়া দিলেই), কেবলমাত্র ইহাতেই হইবে। এইজন্য অন্য স্মৃতিকারও ব্যবস্থা দিয়াছেন "উহাকে (নবজাত শিশুকে) স্পর্শ করিলে অশুচিতা ঘটে না"।

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি,—এই যে বলা হইল, গর্ভাধানাদি সংস্কার দ্বারা শরীর শুদ্ধ হইলে সেই শরীর শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্মের অধিকারযুক্ত (যোগ্য) হয় ; সুতরাং ঐ সংস্কারগুলি কর্ম্মার্থ—শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্মের উপকারক (অঙ্গ)। কিন্তু ইহা বলা কিরূপে সঙ্গত হয়? হোমীয় ঘৃতের 'উৎপবন'রূপ সংস্কার করিলে তবেই তাহা হোমের উপযোগী হয় ; এখানে ঐ উৎপবনরূপ

সংস্কারটীকে যে কর্ম্মার্থ বলা হয় তাহা ঠিকই। কারণ আজ্য (ঘৃত) যজ্ঞের উপকারক ; আবার উৎপবন সেই ঘৃতের উপকারক। কাজেই একই কর্ম্মের প্রকরণে ঘৃত এবং উৎপবন বিহিত হওয়ায় ঐ উৎপবনটী ঘৃতকে আশ্রয় করিয়া হোমরূপ প্রধান কর্ম্মের উপকার সাধন করে। এখানে প্রকরণই উহার বিনিয়োজক বলিয়া প্রকরণ দ্বারা ঐ উৎপবনরূপ সংস্কারের কর্ম্মার্থতা (প্রধান কর্ম্মের উপকার সম্পাদকতা) সিদ্ধ হয়। কিন্তু ঐ নিষেকাদি কর্ম্মত কোন প্রধান কর্ম্মের প্রকরণে উপদিষ্ট হয় নাই; ঐগুলি কর্ম্মপ্রকরণবহির্ভূত; কাজেই ঐগুলি সংস্কার্য্য পুরুষকে আশ্রয় করিয়া যে কোন প্রধান কর্ম্মের উপকার সাধন করিবে, এরূপ বলা শক্ত। আবার এ কথাও বলা চলে না যে, কোন প্রধান কর্ম্মে ঐ সংস্কারগুলির উপযোগিতা না থাকিলেও ঐগুলি নিষ্পাদন করিতে হইবে এবং ঐগুলি সংস্কারও হইবে। যেহেতু এরূপ হইলে ঐগুলি আর সংস্কার কর্ম্ম হইবে না, কিন্তু উহারা প্রধান কর্ম্মই হইয়া পড়িবে (কারণ, যাহা অপরের গুণ বা অঙ্গ অর্থাৎ উপকারক নহে, তাহা সংস্কার হইতে পারে না—অপ্রধান হইতে পারে না) ; সুতরাং ঐগুলির সংস্কারতারই হানি ঘটিয়া পড়ে। (ইহাতে যদি বলা হয় যে, না হয় ঐগুলি প্রধান কর্ম্মই হউক, ক্ষতি কি? কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ), "শরীর সংস্কার কর্ত্তব্য" "পুত্র জন্মিলে অপরে স্পর্শ করিবার আগেই ইহা করিতে হইবে" ইত্যাদি বাক্যে ("শরীরং সংস্কুর্য্যাৎ" ইত্যাদি প্রকারে "শরীরং" এস্থলে যে) দ্বিতীয়া বিভক্তি শ্রুতি রহিয়াছে তাহা বাধা-প্রাপ্ত হয়—তাহার অর্থের হানি ঘটে (যেহেতু দ্বিতীয়া শ্রুতি দ্বারা শরীরের সংস্কার্য্যতারূপ অঙ্গত্ব বোধিত হইতেছে)। "সক্তূন্ জুহোতি" এস্থলে যেমন বিনিয়োগ ভঙ্গ করিয়া অনন্য-উপায় হইয়া "শক্তুভির্জুহোতি" এইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়, কেন না শক্তুতে করণ বিভক্তি না দিলে শক্তু যে হোমের সাধন তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না; সেইরূপ এখানেও শ্রুতিমধ্যে যে প্রকার বিনিয়োগ আছে তাহা ছাড়িয়া দিয়া অন্য প্রকার 'শরীরেণ সংস্কুর্য্যাৎ' ইত্যাদিরূপ পরিবর্ত্তন করিতে হয় (ইহা আর একটী অসামঞ্জস্য)। আবার ইহার জন্য অধিকার (ফল) কল্পনা করাও আবশ্যক হইয়া পড়ে, (ইহাও আর একটী অসামঞ্জস্য), ইত্যাদি প্রকার বহু অসামঞ্জস্য ঘটিয়া থাকে। (অতএব ঐগুলিকে সংস্কার বলা সঙ্গত নহে)।

ইহার উত্তরে বক্তব্য,—। (গর্ভাধানাদি সংস্কারসকল 'কর্ম্মার্থ'। উহাদের দ্বারা শরীর সংস্কৃত হইলে সেই শরীর শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্মের যোগ্য হয় বলিয়া ঐ কর্ম্মযোগ্যতা সম্পাদন করাই উহাদের অর্থ বা প্রয়োজন;—এজন্যই ঐগুলি 'কর্ম্মার্থ'।) উহাদের এই যে তদর্থতা (কর্ম্মার্থতা) উহাকে আমরা অঙ্গত্বযুক্ত বলি না। উহা যদি অঙ্গত্বযুক্ত হইত তাহা হইলে সেই অঙ্গত্ব নিরূপণ করিবার জন্য শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ প্রভৃতি ছয়টী প্রমাণ আবশ্যক হইত বটে; এবং এখানে সেই ছয়টী প্রমাণের একটীও না থাকায় উহাদের অঙ্গত্বও সিদ্ধ হইতেছে না, এই প্রকার আপত্তি করাও সঙ্গত হইত বটে। কিন্তু আমরা উহাদের এই যে তদর্থতা (কর্ম্মার্থতা) বলিতেছি ইহার অর্থ হইতেছে 'উপকারকত্ব'। যাহার মধ্যে এই উপকারকত্ব থাকিবে তাহাকে যে অন্য কাহারও অঙ্গ হইতেই হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। সুতরাং অনঙ্গ হইলেও (কাহারও অঙ্গ না হইলেও) উপকারত্ব থাকিতে পারে। ইহার উদাহরণ যেমন 'অগ্ন্যাধান' কর্ম্ম এবং স্বাধ্যায়াধ্যয়ন কর্ম্ম। ইহাদের অঙ্গত্ববোধক শ্রুতি, লিঙ্গ প্রভৃতি কোন প্রমাণই নাই। যেহেতু "আহবনীয় অগ্নিতে যে হোম করা যায়" ইত্যাদি শ্রুতিতে ঐ আহবনীয় অগ্নি প্রভৃতির বিনিয়োগ বা কর্ম্মাঙ্গতা বোধিত হয়। আর ঐ 'আহবনীয়' প্রভৃতির স্বরূপ কোন লৌকিক প্রমাণের দ্বারা নিরূপিত হয় না বলিয়া 'অগ্ন্যাধান' সম্বন্ধে যে বিধি আছে তাহার দ্বারাই উহাদের স্বরূপ সিদ্ধ হইয়া থাকে। "ব্রাহ্মণ বসন্তকালে অগ্ন্যাধান করিবে" ইহাই অগ্ন্যাধানবিষয়ক বিধি। (কিন্তু অগ্ন্যা-ধানের প্রয়োজন কি তাহা বলা নাই)। তথাপি ঐ 'অগ্ন্যাধান' সকল ক্রতুরই (যজ্ঞেরই) উপযোগী হইয়া থাকে, উপকার সাধন করিয়া থাকে ঐ আহবনীয়াদি অগ্নিনিষ্পাদনকে দ্বার করিয়া। অথচ উহা কোন কর্ম্মেরই অঙ্গ নহে। (আধান না হইলে 'আহবনীয়' প্রভৃতি অগ্নি সিদ্ধ হয় না ; আবার আহবনীয়াদি অগ্নি না থাকিলে যজ্ঞের হোমাদি কর্ম্ম সম্পাদিত হইতে পারে না। আহবনীয়াগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি, এবং দক্ষিণাগ্নি এই ত্রিবিধ অগ্নি; ইহাদিগকে এক কথায় 'ত্রেতা' বলা হয়)। এইরূপ অধ্যয়নবিধিও অর্থজ্ঞানকে দ্বার করিয়া (মাঝখানে রাখিয়া) সকল ক্রতুর উপকার সাধন করে। (শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন কর্ত্তব্য। এই বেদাধ্যয়ন বিধি দ্বারা বেদার্থবিচারপূর্ব্বক বেদার্থজ্ঞান পর্য্যন্ত বোধিত হইয়াছে।

অথচ এই 'স্বাধ্যায়বিধি'টী কোন কর্ম্মের প্রকরণে পঠিত নহে বলিয়া উহা কাহারও অঙ্গ নহে। তথাপি উহার কর্ম্মার্থতা—সকল যজ্ঞের উপকারিতা স্বীকার করা হয়। এইবিধি অনুসারে বেদের অক্ষরগ্রহণ এবং বেদার্থজ্ঞান জন্মিলে যজ্ঞাদিকর্ম্মসকলের সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান হয়; তখন যজ্ঞাদিকর্ম্ম ঠিকভাবে অনুষ্ঠান করিবার যোগ্যতা জন্মে)। এইরূপ ঐ নিষেকাদি সংস্কার-গুলিও কোন কর্ম্মের অঙ্গ না হইয়াও সকল কর্ম্মেরই উপকার সাধন করিয়া থাকে। যেহেতু এই সকল সংস্কার দ্বারা যে ব্যক্তি সংস্কৃত হইবে তাহারই পক্ষে বেদ অধ্যয়ন করিবার বিধান। ঐ অধ্যয়ন বিধির দ্বারা যে পরিমাণ কর্ত্তব্যতা (অর্থাৎ বেদার্থজ্ঞানপর্য্যন্ত) বিহিত হইয়াছে তাহা নিষ্পাদিত হইলে তখন বিবাহ কর্ত্তব্য ; বিবাহ করা হইলে অগ্ন্যাধান কর্ত্তব্য ; এবং 'আহিতাগ্নি' হইলে, যথাবিধি অগ্ন্যাধান নিষ্পাদিত হইলে তখন যাগাদি কর্ম্মে অধিকার জন্মে। কাজেই পুরুষের যে নিষেকাদি সংস্কার করা হয় সেগুলি যাগাদিকর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রকরণের বহির্ভূত হইলেও ঐ সকল কর্ম্মে ঐগুলির উপযোগিতা (প্রয়োজনীয়তা) রহিয়াছে।

এই যে নিষেকাদি উপনয়ন পর্য্যন্ত সংস্কার, ইহার সবগুলিতেই পিতারই অধিকার। কারণ, নিষেক (গর্ভাধান) উহাদের অন্যতম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইহার আরও কারণ এই যে, 'জাতকর্ম্ম' নামক সংস্কারে যে মন্ত্র পঠিত হয় তাহাতে বলা হইতেছে "আমার আত্মাই তুমি পুত্রনামে পরিচিত হইতেছ"। (সর্ব্বত্র পিতার অধিকার না হইলে এই মন্ত্রটী সঙ্গত হয় না।) আবার, পিতার পক্ষেই অপত্য উৎপাদন করা এবং পুত্রকে 'অনুশাসন' করা বিহিত হইয়াছে। এইজন্য শ্রুতি বলিতেছেন (অপত্যোৎপাদন সম্বন্ধে)—"পিতৃঋণ, ঋষিঋণ এবং দেবঋণ এই ত্রিবিধ ঋণ পরিশোধ করিয়া তবে মোক্ষে মন দিবে"। (অপত্য উৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ হয়, স্বাধ্যায়াধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ এবং যজ্ঞাদিকর্ম্মের দ্বারা দেবঋণ পরিশোধ হয়। ইহা তৈত্তিরীয়-সংহিতায়—"জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণ স্ত্রিভির্ঋণবান্ জায়তে" ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে।) "এই কারণে পিতার নিকট অনুশাসনপ্রাপ্ত পুত্রকে জ্ঞানিগণ 'লোকসাধক' বলিয়া থাকেন" ; (ইহা অনুশাসন বিষয়ক বচন)। 'অনুশাসন' অর্থ তাহাকে তাহার নিজ অধিকার বুঝাইয়া দেওয়া। বেদ অধ্যয়ন এবং তাহার অর্থজ্ঞানলাভ করা,—ইহা দ্বারা ঐ অনুশাসন সম্পাদিত হয়, এ কথা অগ্রে বলিব। এই জন্যই ঐ সংস্কারসকল উভয়েরই উপকার সাধন করিয়া থাকে। পিতার উপকার সাধিত হয় অপত্য উৎপাদন দ্বারা, আর মাণবকের (পুত্রের) উপকার সাধিত হয় পরবর্ত্তী কর্ম্মগুলি সম্পাদন করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়া। উহা সংস্কারসাধ্য। এইজন্য ঐ সকল কর্ম্মে পিতারই অধিকার; পিতা না থাকিলে পিতৃস্থানাপন্ন যে হইবে তাহারই অধিকার। এইজন্য অন্য স্মৃতিকার বলিয়া দিয়াছেন—"যাহাদের সংস্কার আগে হইয়া গিয়াছে সেইরূপ জ্যেষ্ঠভ্রাতৃগণ অসংস্কৃত কনিষ্ঠ ভ্রাতার সংস্কার সম্পাদন করিবে" ইত্যাদি। ২৭

(ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদাধ্যয়ন, তাহার অর্থবোধ, সাবিত্র্যাদিব্রত, অগ্নিমধ্যে সমিৎপ্রক্ষেপরূপ হোম এবং দেব ও ঋষিগণের তর্পণ দ্বারা এবং গার্হস্থ্যাশ্রমে পুত্রোৎপাদন, পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের দ্বারা এই শরীরমধ্যস্থিত আত্মাকে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির যোগ্য করা হয়।)

(মেঃ)—বালকের সংস্কারগুলি যে সকল কর্ম্মের উপকার সাধন করে সেগুলি এক্ষণে কেবল নামোল্লেখ করিয়া দেখাইতেছেন "স্বাধ্যায়েন" ইত্যাদি। এখানে 'স্বাধ্যায়' শব্দের দ্বারা অধ্যয়ন-ক্রিয়া বুঝান হইয়াছে। "ত্রৈবিদ্যেন" ইহা ঐ অধ্যয়নক্রিয়ারই বিষয়নির্দ্দেশ। যদিও এখানে 'স্বাধ্যায়' এবং 'ত্রৈবিদ্য' এই দুইটী শব্দের মধ্যে ("ব্রতৈর্হোমৈঃ" এই দুইটী পদের) ব্যবধান রহিয়াছে তথাপি "যাহার সহিত যাহার অর্থসম্বন্ধ থাকে (সে দূরস্থ হইলেও নিকট হইয়া পড়ে)" এই নিয়ম অনুসারে অর্থানুরোধে উভয়ের অন্বয় হইবে। আর এই কারণেই ঐ দুইটী পদে সমান বিভক্তি থাকিলেও (দুইটীতেই তৃতীয়া বিভক্তি থাকিলেও) বিভক্তির পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া 'বেদত্রয়ের অধ্যয়নের দ্বারা' এইরূপে বিষয়-বিষয়িভাব হইবে—'ত্রৈবিদ্য' অর্থাৎ বেদত্রয় বিষয় এবং স্বাধ্যায় হইবে বিষয়ী। ত্রিবেদই (বেদত্রয়ই) 'ত্রৈবিদ্য' পদের অর্থ। 'চাতুর্ব্বর্ণ্য' প্রভৃতি পদের ন্যায় 'ত্রৈবিদ্য' পদটীর রূপ (স্বার্থিক প্রত্যয় দ্বারা) নিষ্পন্ন হইয়াছে। অথবা "স্বাধ্যায়েন" ইহা দ্বারা বেদাধ্যয়ন এবং "ত্রৈবিদ্যেন" ইহা দ্বারা ঐ অধীত বেদের অর্থজ্ঞান বুঝাইতেছে।

"ব্রতৈঃ"=ব্রতসকলের দ্বারা; ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য 'সাবিত্র ব্রত' প্রভৃতি দ্বারা। "হোমৈঃ"= হোম দ্বারা; অর্থাৎ যখন ঐ সকল ব্রত আচরণের আদেশ দেওয়া হয় সেই সময়ে যে হোম করা হয় তাহা দ্বারা ;—। অথবা 'হোম' শব্দের অর্থ এখানে অগ্নীন্ধন। ব্রহ্মচারীকে সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে সমিধ্ দিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিতে হয় ; তাহাই এখানে 'হোম' শব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে। হোমেতে প্রক্ষিপ্যমাণ ঘৃতাদির আধার হয় অগ্নি, আর ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য এই যে সমিৎপ্রক্ষেপ ইহারও আধার হইয়া থাকে অগ্নি। এই প্রকার সম্বন্ধ সাদৃশ্য অনুসারেই এখানে অগ্নিতে সমিৎপ্রক্ষেপকে 'হোম' বলা হইয়াছে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, অগ্নিতে সমিৎপ্রক্ষেপ কি তবে হোম নয়, যে জন্য বলা হইতেছে 'সম্বন্ধের সাদৃশ্যবশতঃ হোম বলা হয়'? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, না, উহা হোম নহে; যেহেতু যাগ এবং হোমেতে ত্যাগ বা প্রক্ষেপ আছে বটে, কিন্তু যাহা ত্যাগ বা প্রক্ষেপ করা হইবে তাহা খাদ্যদ্রব্য হওয়া আবশ্যক। (প্রশ্ন)—তাহাই যদি হয় তবে এ কথা বলা কিরূপে সংগত হয় যে, "সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে আলস্যবিহীন হইয়া ঐ সমিৎ দ্বারা হোম করিবে"—? (উত্তর)—লক্ষণা দ্বারা এইরূপ অর্থ করিতে হয় যে, অগ্নিতে সমিৎপ্রক্ষেপকে হোম বলা হইতেছে। হোমীয় দ্রব্য যেমন অগ্নিতে প্রক্ষেপ করা হয়, অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিবার জন্য যে সমিৎ তাহাও সেইরূপ প্রক্ষেপ করা হয়। এইজন্য এই সামান্য (সাদৃশ্য) নিবন্ধন অগ্নি সমিন্ধনকেই 'হোম' বলা হইতেছে। বস্তুতঃ কথা এই যে, তথায় কর্ম্মের উৎপত্তিবাক্যে (স্বরূপবোধক যে বিধিবাক্য তাহাতে) উপদিষ্ট হইয়াছে, "সমিধ্ আধান করিবে"। কাজেই "তাহা দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে" এটী অনুবাদ (পুনরুক্তি), ইহার অর্থ যে অন্যপ্রকার তাহা পরে বলিব। কাজেই, এটী যখন অনুবাদ তখন ইহাতে লক্ষণা করা দোষের নহে।

বাস্তবিকপক্ষে এস্থলে এইরূপ বলাই সঙ্গত যে, যাগ এবং হোম এদুটী যে-কোন মেধ্য (পবিত্র) দ্রব্য দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে। কারণ, এরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া দিলে তবেই বহু বিধির অর্থ ঠিক থাকে। যেমন "সূক্তবাক মন্ত্রের দ্বারা প্রস্তর (যজ্ঞের প্রয়োজন বিশেষের জন্য আগে থেকে বাঁধিয়া রাখা একগোছা কুশ) অগ্নিতে প্রহার (নিক্ষেপ), করিবে"। এখানে "প্রহরতি" পদটীকে 'যাগ' বলা হয় এবং ঐ 'প্রস্তর'কে ঐ যাগের দ্রব্য বলা হয়। (অথচ ইহা কোন খাদ্যদ্রব্য নয়।) আর যদি বলা হয়, এখানে যখন ঐ প্রকার বিশেষ বচন রহিয়াছে তখন এই যাগ ঐ দ্রব্য দ্বারাই সাধ্য হইবে—(উহা খাদ্যদ্রব্য না হইলেও ক্ষতি নাই)। বস্তুতঃ দর্ভও (কুশও ত) কাহারও কাহারও (প্রাণিবিশেষের) খাদ্য। ইহার উত্তরে জিজ্ঞাসা করি 'শাকলহোম' স্থলে তবে গতি কি হইবে? যদি বলা হয়, ওখানেও "শকল-সকল (কাঠের টুকরাগুলি) অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে" এই প্রকার কর্ম্মোৎপত্তি বিধি রহিয়াছে (কাজেই তাহাকেও হোমই বলা হইবে), তাহা হইলে পুনরায় প্রশ্ন করি 'গ্রহযজ্ঞ' স্থলে কি দশা হইবে? কারণ, সেখানে বিধি রহিয়াছে— "গ্রহগণের প্রত্যেকের উদ্দেশে অর্ক (আকন্দগাছ) প্রভৃতির সমিধ্ হোম করিবে"। এই সমস্ত স্থলে ঠেকা হয় বলিয়া এই প্রকার অর্থই স্বীকার করিতে হয় যে, যেখানে "জুহুয়াৎ" এই পদের দ্বারা কাষ্ঠাদি দ্রব্যও দেবতার উদ্দেশ্যে পরিত্যক্ত হওয়ায় তাহাও দেবতার সহিত বিশেষ-সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া উৎপত্তি-বাক্যে নির্দ্দেশ আছে তথায় উহাও হোমই হইবে।

"ইজ্যয়া" ইহার অর্থ দেব এবং ঋষিগণকে তর্পণ করিয়া—(তৃপ্ত করিয়া)। এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল এগুলি সব উপনীত মাণবকের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াকলাপ। এক্ষণে গৃহস্থের যাহা ধর্ম্ম তাহা বলা হইতেছে। "সুতৈঃ"=পুত্রোৎপাদন কর্ম্ম দ্বারা ;—। "মহাযজ্ঞৈঃ"= ব্রহ্মযজ্ঞ প্রভৃতি যে পাঁচটী কর্ম্ম আছে তাহা দ্বারা,—। "যজ্ঞৈঃ"—প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিহিত জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞের দ্বারা,—। আচ্ছা; আবার জিজ্ঞাসা করি, এইসকল কর্ম্মের কি কোন প্রয়োজন (সার্থকতা) আছে? তাহা যদি থাকে তবেই এই সমস্ত বাহ্য সংস্কারগুলি সার্থক হয়; কারণ, এগুলি দ্বারা সেই সার্থকতা সম্পাদনের অধিকার উৎপন্ন হয়? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন "ব্রাহ্মী ইয়ং ক্রিয়তে তনুঃ;"—। "ইয়ং তনুঃ"—এই শরীর, "ব্রাহ্মী"=ব্রহ্মসম্বন্ধিনী, "ক্রিয়তে"= সম্পাদিত হয়। ব্রহ্ম অর্থ পরমাত্মা—জগৎকারণ পুরুষ ; এই তনু তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত, "ক্রিয়তে"=সম্পাদিত হয়, এই সমস্ত শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত কর্ম্মকলাপের দ্বারা। 'ব্রহ্মসম্বন্ধযুক্ত' ইহার অর্থ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি ; কারণ ইহাই পরম পুরুষার্থ। ইহা ছাড়া শরীরের আর যত কিছু সম্বন্ধ আছে সেগুলি প্রার্থনীয় নহে, যেহেতু সেগুলি কোন না কোন একটা সাংসারিক পদার্থের কারণ। এইরূপে ইহা দ্বারা মোক্ষলাভের বিষয় বলা হইল। এখানে 'ব্রাহ্মী' এবং 'তনু' এই

দুইটী শব্দ দ্বারা ঐ শরীরের অধিষ্ঠাতা যে পুরুষ তিনিই লক্ষিত (লক্ষণা দ্বারা বোধিত) হইতেছেন। কারণ, এই সংস্কারগুলি আসলে ঐ শরীরী পুরুষেরই সংস্কার, শরীর এখানে দ্বার মাত্র ; যেহেতু তাঁহারই মোক্ষলাভ হয়। শরীর নষ্ট হইয়া যায়।

অন্য কেহ কেহ কিন্তু এস্থলে এইরূপ বলেন ;—"ব্রাহ্মী ক্রিয়তে" ইহার অর্থ ব্রহ্মত্বলাভের যোগ্য করা হইয়া থাকে। এরূপ বলিবার কারণ এই যে, কেবলমাত্র (জ্ঞাননিরপেক্ষ) কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ হয় না, কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় (মিলন) হইতেই মুক্তি হইয়া থাকে। কাজেই, যে ব্যক্তি এই সমস্ত সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হয় সেই লোকই আত্মোপাসনার (পরমাত্মার উপাসনার) অধিকারী। এইজন্য শ্রুতি-(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)-মধ্যে উক্ত হইয়াছে,—"হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অক্ষর (ব্রহ্ম)তত্ত্ব বিদিত না হইয়া যাগ, হোম, তপস্যা, অধ্যয়ন অথবা দান করে তাহার এ সমস্ত কর্ম্মই বিনশ্বর (বিফল) হইয়া থাকে"। আচ্ছা! জিজ্ঞাসা করি, আগে যে বলা হইয়াছে ব্রহ্মপ্রাপ্তিই এই সমস্ত কর্ম্মের ফল, তাহা কিরূপে সঙ্গত হয়? কারণ শাস্ত্রমধ্যে ত ঐ ফল উল্লিখিত হয় নাই। যেহেতু, নিত্যকর্ম্মসকলের কোন ফলই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট নাই। কাজেই উহাদের যদি কোন ফল কল্পনা করা হয় তাহা হইলে তাহা মনুষ্যকল্পিতই হইবে, (শাস্ত্রসঙ্গত হইবে না)। শাস্ত্রের সহিত ঐ ফলের সম্বন্ধ রক্ষা করিবার জন্য যদি 'বিশ্বজিৎ' ন্যায়ে ফল কল্পনা করা হয় তাহাও ঠিক হইবে না। কারণ, 'বিশ্বজিৎ' যাগ নিত্য কর্ম্ম নহে (অথচ তাহার কোন ফলেরও উল্লেখ নাই। এজন্য সেখানে ফল কল্পনা করিলে তাহা শাস্ত্রসঙ্গত হয়)। পক্ষান্তরে এগুলি হইতেছে 'নিত্যকর্ম্ম' ; যেহেতু নিত্যকর্ম্মতা বোধক 'যাবজ্জীব' প্রভৃতি শব্দ উহাদের সহিত পঠিত হইয়া থাকে। (কোন কর্ম্মের সহিত যদি, 'সদা', 'নিত্য', 'যাবজ্জীবন', 'কখন অতিক্রম করিবে না', 'না করিলে পাপ হইবে' ইত্যাদি প্রকার উক্তি থাকে তাহা হইলেই তাহা 'নিত্য কর্ম্ম' হইবে)। আর, যদি বলা হয় যে, এই বচনবলেই ঐ সকল কর্ম্মের মোক্ষ-ফলকতা সিদ্ধ হইবে, তাহা হইলে এই সকল কর্ম্মে মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির অধিকার স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে ; আর তাহা হইলে ঐ সকল কর্ম্মের যে 'নিত্যকর্ম্মতা' সিদ্ধ ছিল তাহা ছাড়িয়া দিতে হয় ; আর তাহা হইলে শ্রুতিবিরোধ হইয়া পড়ে। (কাজেই এজন্য ঐগুলির মোক্ষফলকতা স্বীকার্য্য নহে)। ইহাতে যদি বলা হয়, নিত্যকর্ম্মের কোন ফল না থাকায় নিষ্ফল কর্ম্ম কেহই ত অনুষ্ঠান করিবে না? তদুত্তরে বক্তব্য - নাই হউক অনুষ্ঠান। তবে এ কথা ত ঠিক যে, প্রমাণের প্রয়োজন হইতেছে প্রমেয়সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মাইয়া দেওয়া। নিত্যকর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্ররূপ প্রমাণের দ্বারা যদি ঐ অবগতি সম্পাদন করা হইয়া থাকে তাহা হইলেই শাস্ত্রের কার্য্যসিদ্ধ হইল। বস্তুতঃ, এই নিত্যকর্ম্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রসকলের দ্বারা ঐ সকল কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা বুদ্ধি সাধিত হয় ; ঐ সকল কর্ম্ম যে কর্ত্তব্য, এই প্রকার জ্ঞান উহা হইতে অবশ্যই জন্মে। আর তাহা যদি হয়—ঐ সকল কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা শাস্ত্রবিহিত, এই প্রকার জ্ঞান যদি হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলে শাস্ত্রার্থ লঙ্ঘন করা হইয়া থাকে। আর তাহাতে প্রত্যবায় (পাপ) জন্মে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের যে শব্দার্থবিষয়ক ব্যবহার (প্রয়োগ) প্রচলিত আছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই প্রকার অর্থই লিঙ্ (লোট্) প্রভৃতি কর্ত্তব্যতাবোধক পদের দ্বারা বোধিত হইয়া থাকে। কারণ, (প্রভু তাহার ভৃত্যকে কার্য্য করিতে আদেশ দিলেও) ভৃত্য যদি আজ্ঞাকারী প্রভুর আজ্ঞা পালন না করে তাহা হইলে, বেতন চাহিলে সে প্রভুর নিকট হইতে বেতন পায় না, হয়ত বা তাহাকে (ঐ আজ্ঞালঙ্ঘন করার জন্য) কোনরূপ প্রত্যবায় (শাস্তি) দেওয়াও হইয়া থাকে। শাস্ত্রোক্ত ঐ সকল নিত্যকর্ম্ম স্থলে কোন ফল উল্লিখিত হয় নাই। কাজেই উহা না করিলে যে ফলও জন্মে না, তাহাকে এখানে প্রত্যবায় বলা চলিবে না ; কিন্তু নিত্যকর্ম্মসকল না করিলে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে ; ইহাই এখানে প্রত্যবায়। এই প্রকার অর্থ স্বীকার করিলে সকল পুরুষের পক্ষেই যে নিত্য অধিকার—নিত্যকর্ম্মসকলের কর্ত্তব্যতা, তাহা সমর্থিত হইয়া থাকে। অতএব ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, নিত্যকর্ম্মসকলের কোন ফল নাই। পক্ষান্তরে কাম্যকর্ম্ম-সকলের ফল মোক্ষ নহে, কিন্তু সে ফল অন্য প্রকার (যাহা সেই সেই কর্ম্মের প্রকরণ হইতে জানা যায়)। যেহেতু, সেই সমস্ত ফল তথায় উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাই যদি হয় তবে কিরূপে এ কথা বলা সঙ্গত হয় যে, পরম পুরুষার্থরূপ মোক্ষ এই সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে সিদ্ধ হইয়া থাকে? (উত্তর)—এই সমস্ত অসুবিধাবশতই কেহ কেহ এখানে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন যে, "ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ" ইহা অর্থবাদমাত্র। সংস্কার বিধির স্তুতি (প্রশংসা) করাই

ইহার প্রয়োজন। এখানে যে কোন একটা আলম্বন (সাদৃশ্য) লইয়া ইহাকে 'গুণবাদ'রূপে ব্যাখ্যা করা হয়। 'ব্রহ্ম' অর্থ বেদ ; তনু সেই ব্রহ্মসম্বন্ধীয় হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাহা উচ্চারণ করিবার যোগ্যতা লাভ করে—তাহার অধিকারী হয়।

এক্ষণে পুনরায় এইরূপ সংশয় হয় যে, নিষেক প্রভৃতিগুলিই যদি 'সংস্কার' হয় তাহা হইলে গোতম যে বলিয়াছেন—"এই চল্লিশটী সংস্কার (যাহার করা হয়)" ইত্যাদি, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? (কারণ ঐগুলি ত সংস্কারকর্ম্ম নহে।) এমন কি সেখানে তিনি সোমযাগকেও ঐ চল্লিশটী সংস্কারের মধ্যে গণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ সোমযাগ প্রভৃতিগুলি প্রধান কর্ম্মই হইতেছে। কিন্তু প্রধান যাগকে সংস্কার বলা ত যুক্তিসঙ্গত নহে। আবার, ইহাকেও যে অর্থবাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইবে তাহাও ত সম্ভব নহে ; কারণ, "চত্বারিংশৎ সংস্কারাঃ" এই যে বচন, ইহা কাহারও শেষ বা অঙ্গ নহে (যেহেতু ইহা স্বতন্ত্রভাবেই উক্ত হইয়াছে)। এই প্রকার আপত্তি উঠিলে ইহার উত্তরে বক্তব্য, এস্থলেও উহা স্তুতিই (প্রশংসার্থবাদই) হইবে। এখানে আত্মগুণের যাহা শেষ (উপকারক অঙ্গ) তাহাতে সংস্কারত্ব আরোপ করিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে গোতম বলিয়াছেন—ঐ চল্লিশটী সংস্কার দ্বারা যদি আত্মার আটটী গুণ উৎপাদিত না হয় তাহা হইলে ঐগুলি বিফল। সুতরাং ঐগুলি যেন ঐ সকল আত্মগুণের শেষ বা অঙ্গ। এবং ঐগুলি যেন সংস্কার কর্ম্ম-স্বরূপ। এইজন্য ঐগুলিকেও সংস্কার বলা হইয়াছে)। এইরূপ এখানেও অসংস্কারের সহিত সংস্কারগুলিকে সমান করিয়া লইয়া, উভয়ের ফলের তুল্যতা আছে এই প্রকার আরোপ করিয়া, ইহা বলিয়া দিতেছেন যে এই সংস্কারগুলি অবশ্য কর্ত্তব্য। এই প্রকার ব্যাখ্যা করা হইলে আর এগুলিকে সংস্কারের প্রকরণ হইতে স্থলান্তরে সরাইয়া লইতে হয় না। (সংস্কারের দ্বারা যাগীয় দ্রব্যাদি যেমন কর্ম্মার্হ হইয়া থাকে আলোচ্য গর্ভাধানাদি 'সংস্কার'গুলি দ্বারাও দ্বিজাতি-গণের শরীর সেইরূপ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিবার যোগ্য হয়—ইহাই উভয় ক্ষেত্রে ফলের তুল্যতা)। ইহা যে স্তুতি (প্রশংসার্থবাদ) তাহার আরও কারণ এই যে, "ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে" এখানে বর্ত্তমান কালবোধক বিভক্তি রহিয়াছে, কিন্তু বিধিবোধক কোন বিভক্তি নাই। অতএব এখানে বিধিবিভক্তি না থাকায় ফলেরও কোন প্রসঙ্গ হইতে পারে না। আর তাহা হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ইহার ফল হইবে, এরূপ অর্থ কোথা হইতে আসে? এখানে কোন কর্ম্ম বিহিত হয় নাই, যে তাহার জন্য, বর্ত্তমান-কাল বোধিত হইলেও, অধিকার আকাঙ্ক্ষিত হওয়ায় রাত্রিসত্রযাগের অর্থবাদ মধ্যে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠা যেমন তাহার ফলরূপে কল্পিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তিও ফলরূপে কল্পনীয় হইবে। অতএব এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে হয় যে, সংস্কারগুলির প্রশংসা নির্দ্দেশ করিবার জন্যই এইসব বলা হইয়াছে।

যাঁহারা এই প্রকার ভাগ করিয়া ফল নির্দ্দেশ করিয়া দেন যে, নিত্যকর্ম্মসকলের ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি, আর কাম্যকর্ম্মসকলের ফল যাহা নির্দ্দেশ করা আছে তাহাই, তাঁহাদের সে কথাও প্রমাণ নহে ; কারণ, এসমস্তটাই হইতেছে অর্থবাদ। আর, কোন ফল না থাকিলেও যে নিত্য-কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য হইবে, ইহা আগে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এইজন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছেন "কামাত্মতা ন প্রশস্তা" ইত্যাদি। ২৮

(নাভিচ্ছেদনের পূর্ব্বেই নবজাত বালকের জাতকর্ম্ম কর্ত্তব্য ; সেই সময় মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তাহার দেহে স্বর্ণস্পর্শ এবং তাহার মুখে মধু ও ঘৃত দিতে হয়।)

(মেঃ)—'নাভিবর্দ্ধন' এখানে 'বর্দ্ধন' অর্থ ছেদন। 'জাতকর্ম্ম' ইহা একটী কর্ম্মের নাম। এই কর্ম্মটীর স্বরূপ কি তাহা গৃহ্যসূত্র হইতে জ্ঞাতব্য। কোন্ কর্ম্মের নাম জাতকর্ম্ম? তাহার জন্য বলা হইয়াছে "হিরণ্য (স্বর্ণ), মধু এবং ঘৃত" খাওয়াইতে হয়—মুখে দিতে হয়। "অস্য" ইহা দ্বারা নবজাত বালককে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; অথবা ইহা কর্ম্মকে বুঝাইতেছে ; "অস্য"=এই কর্ম্মের। এই যে মন্ত্রপাঠসহকারে ঐ জিনিষগুলি নবজাত বালকের মুখে দেওয়া হয়, ইহাই এই জাতকর্ম্মে প্রধান। ইহা "মন্ত্রবৎ"=সমন্ত্রক অর্থাৎ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক করণীয়। এখানে ঐ কর্ম্মের কোন মন্ত্র বলিয়া দেওয়া হয় নাই ; কাজেই অন্যস্থলে এই কর্ম্মে যে মন্ত্র বলা আছে তাহাই এখানে গ্রহণীয় ; কারণ সকল স্মৃতিরই একই বিষয় প্রতিপাদ্য। অতএব গৃহ্যসূত্রমধ্যে যেসকল মন্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে সেই সমস্ত মন্ত্র দ্বারাই এই কর্ম্মটী সমন্ত্রক কর্ত্তব্য হইবে।

ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে, গৃহ্যসূত্রই যদি মন্ত্রের জন্য দেখিয়া লইতে হয় তাহা হইলে এখানে দ্রব্যনির্দ্দেশও করা উচিত হয় না। (কারণ দ্রব্যও সেখানে গৃহ্যসূত্রমধ্যে ধরিয়া দেওয়া আছে)। যেহেতু গৃহ্যসূত্রমধ্যে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"ঘৃত, মধু ও স্বর্ণখণ্ড স্বর্ণপাত্রে রাখিয়া খাওয়াইবে" এবং তখন "প্র তে দদামি" ইত্যাদি মন্ত্রটী পাঠ করিতে হইবে। গৃহ্যসূত্র হইতে উহা জানিতে গেলে আরও অসুবিধা এই যে, গৃহ্যসূত্র একখানি নহে—বহু আছে; আবার প্রত্যেক গৃহ্যসূত্রের মধ্যে যে মন্ত্র ধরা আছে তাহারও ভেদ আছে—তাহাও ভিন্ন ভিন্ন; আবার কর্ম্মকলাপের ইতিকর্ত্তব্যতাও গৃহ্যসূত্রভেদে পৃথক্ পৃথক্। সুতরাং গৃহ্যসূত্র হইতে জানিতে হইলে কোন্ গৃহ্যসূত্রটী অবলম্বন করা হইবে ইহা ত আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি বলা হয়, বেদশাখার নাম ইহার নিয়ামক হইবে, তাহা হইলে এখানে ঐ জাতকর্ম্ম প্রভৃতির উপদেশ দেওয়া বিফল; কারণ উহার বিধান সেইসব স্থলেই ত রহিয়াছে। কঠশাখাধ্যায়িগণের গৃহ্যসূত্র, বহ্বৃচগণের গৃহ্য, আশ্বলায়নগণের গৃহ্য, এইভাবে যেটী যে নামে উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে সেই শাখাধ্যায়িগণ তদনুসারেই কার্য্য করিবেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য,—। ভিন্ন ভিন্ন গৃহ্য-স্মৃতিতেও যখন একই দ্রব্যের উল্লেখ রহিয়াছে তখন এই কর্ম্মটী যে, সকল স্থলেই একই কর্ম্ম, তাহা বেশ স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে। কারণ, এইরূপ হইলে (কর্ম্মের অভিন্নতা হইলে) তবেই এ সম্বন্ধে যে প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে তাহা সঙ্গত হয়। ইহা সেই একই দ্রব্য, ইহা সেই একই নামযুক্ত কর্ম্ম, এইভাবে সেই একই গুণের সম্পর্কযুক্ত দেখা হইয়াছে—কাজেই ইহা একই কর্ম্ম এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়। (যেমন স্থলান্তরে এবং সময়ান্তরে যে লোককে দেখা হইয়াছিল অন্য কোন সময়ে অন্য কোন জায়গায় তাহাকে দেখিলে—'এ সেই একই লোক' এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হয়)। আর এইভাবে সকল স্মৃতিমধ্যে এই কর্ম্মের যখন অভিন্নতা সিদ্ধ হয় তখন যদি কোন অঙ্গকলাপ কোন স্মৃতিমধ্যে বলিয়া দেওয়া না থাকে তাহা হইলে তাহা যদি বিরুদ্ধ না হয় তবে তাহাও অন্য স্মৃতি হইতে সেইখানে লইয়া যাইতে হইবে, তাহাও অনুষ্ঠেয় হইবে। যেহেতু, বেদমধ্যে যেমন সকল শাখার মধ্যে একই কর্ম্মের উপদেশ দৃষ্ট হয় স্মৃতিমধ্যেও সেইরূপ হইবে—বেদমধ্যে 'সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়'* এবং স্মৃতিতেও 'সর্ব্ব-স্মৃতিপ্রত্যয়'। আর যে বলা হইয়াছে, গৃহ্যসূত্র অনেকগুলি, কাজেই কোন্টী অবলম্বন করা হইবে তাহা নিরূপণ করা যায় না—এ প্রকার সংশয়ও ভিত্তিহীন। কারণ, সকলগুলি গৃহ্যসূত্রেরই সমান প্রামাণ্য। এজন্য একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন গৃহ্যস্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইলে তাহার বিকল্প হইবে, এবং স্বতন্ত্র কোন পদার্থের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ থাকিলে তাহার সমুচ্চয় হইবে অর্থাৎ অন্যটীর সহিত সেটীও অনুষ্ঠেয় হইবে। সমাখ্যা অর্থাৎ যৌগিক অর্থ--প্রকৃতি-প্রত্যয়লভ্য অর্থ হইতে বেদের শাখা এবং গৃহ্যসূত্রের যে নাম প্রসিদ্ধ তাহা দ্বারা গৃহ্যস্মৃতি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, গোত্র এবং প্রবরের সহিত পুরুষের সম্বন্ধ যেমন নিয়ত অর্থাৎ অবিচ্ছেদ্য বেদশাখা কিংবা গৃহ্যস্মৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ সেরূপ অবিচ্ছেদ্য নহে। ইহার কারণ এই যে, যাহা দ্বারা যে শাখা অধীত হইয়াছে সেই শাখা অনুসারে তাহার উল্লেখ করা হয়, যেমন 'কঠ', 'বহ্বৃচ' ইত্যাদি। কিন্তু বেদাধ্যয়নসম্বন্ধে যে বিধি আছে তাহাতে এমন কোন নিয়ম অভিহিত হয় না যে, এই ব্যক্তিকে এই শাখাই অধ্যয়ন করিতে হইবে। প্রত্যুত একাধিক বেদ শাখা অধ্যয়ন করিবার কথাও আছে--ইহা আচার্য্য বলিবেন—"বেদত্রয় অধ্যয়ন করিয়া" ইত্যাদি। এরূপ স্থলে, যে ব্যক্তি বেদত্রয় অধ্যয়ন করে তাহাকে সবকয়টী শাখার নাম সংযোগেই ডাকিতে হয়। আবার যাহারা কঠ, কৌথুম, বহ্বৃচ প্রভৃতি একাধিক শাখার সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহাদের ঐগুলিতে অবশ্যই বিকল্প স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। তবে যাহারা কেবল একটী শাখাই অধ্যয়ন করে তাহাদের পক্ষে যে গৃহ্যসূত্র যে শাখার নামসংযোগে

*মীমাংসাদর্শনের ২।৪।৯ সূত্রের শাবরভাষ্যে বলা হইয়াছে "সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়মেকং কর্ম্ম"। বেদান্তদর্শনের ৩।৩।১ সূত্রে আছে "সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্"; তথায় শাঙ্করভাষ্যে আছে "সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি বিজ্ঞানানি"। ঐখানে 'ভামতী' টীকায় বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—"সর্ব্ববেদান্তপ্রমাণানি বিজ্ঞানানি"। অতএব "সর্ব্বশাখা-প্রত্যয়ম্ একং কর্ম্ম" ইহার অর্থ এই যে, একই কর্ম্মের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রমাণ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শাখায় একই কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। ইহারই অনুকরণে পূজ্যপাদ মেধাতিথি এখানে বলিতেছেন—"সর্ব্বস্মৃতি-প্রত্যয়";—একই কর্ম্ম সকল স্মৃতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে। কোথাও যদি কোন অতিরিক্ত অঙ্গ—দ্রব্যাদির উপদেশ থাকে তাহা হইলে তাহার 'উপসংহার' করিতে হইবে অর্থাৎ অন্য শাখীরাও তাহা নিজ শাখোক্ত কর্ম্মের সহিত যুক্ত করিয়া লইবেন যদি সেটী নিজ শাখার কর্ম্মের কিংবা তদঙ্গের বিরোধী না হয়।

অভিহিত হয় সেই শাখার নামানুসারে প্রচলিত যে গৃহ্যসূত্র তাহারই নির্দ্দেশ অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। এরূপ লোক ঐ শাখানির্দ্দিষ্ট কর্ম্মই করিতে পারে, কারণ ঐ শাখারই মন্ত্র সে অধ্যয়ন করিয়াছে বলিয়া সেগুলি সে প্রয়োগ করিতে সমর্থ। যেহেতু অধীত সেটীতেই সে ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করিয়াছে। আর ঐ জ্ঞানলাভ করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে বেদোক্ত কর্ম্মকলাপ অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হওয়া। বেদাধ্যয়ন বলিতে বিচারপূর্ব্বক বেদার্থে জ্ঞানলাভ করা বুঝাইলেও বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন বেদবিহিত কর্ম্মকলাপ ঠিক ঠিকভাবে অনুষ্ঠান করা, এইজন্যই অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের উপযোগী সেই সমস্ত মন্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকিবে।

ইহার উত্তর বলা যাইতেছে,—। স্বাধ্যায়বিধি অনুসারে বেদাধ্যয়ন করা হয় ; কারণ যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করে নাই তাহার বৈদিক কর্ম্মে অধিকার নাই। কিন্তু বেদাধ্যয়ন যে কর্ম্মপ্রযুক্ত তাহা নহে অর্থাৎ কর্ম্মসকল বেদাধ্যয়নের প্রয়োজক নহে অর্থাৎ যেহেতু বৈদিক কর্ম্ম করিতে হইবে অতএব বেদাধ্যয়ন কর্ত্তব্য—এভাবে বেদাধ্যয়ন প্রাপ্ত নহে।* কাজেই কঠগণের গৃহ্যসূত্র, বাজসনেয়িগণের গৃহ্যসূত্র ইত্যাদি প্রকার যে সমাখ্যা অর্থাৎ বেদের শাখাসম্পর্কিত নাম তাহা বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের বিনিয়োগ হইতে তদনুসারে প্রচলিত হইয়াছে। বেদের যে শাখায় যেসকল মন্ত্র পঠিত হয় সেই মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ (কর্ম্মে ব্যবহার) সেখানে খুববেশীভাবে আছে বলিয়া সেই গৃহ্যসূত্র সেই নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। গৃহ্যস্মৃতিই ইহার প্রমাণ। সেই গৃহ্যস্মৃতি যদিও 'ইহা কঠশাখাধ্যায়িগণের গৃহ্যস্মৃতি' এইভাবে অভিহিত হয় তথাপি তাহা 'বহ্বৃচ' শাখাধ্যায়িগণেরও কর্ত্তব্যতানির্দ্দেশ অবশ্যই করিয়া থাকে। কর্ম্মসম্বন্ধে কর্ত্তব্যতা নির্দেশ করাই বেদের প্রতিপাদ্য ; স্মৃতিরও তাহাই। কর্ম্মকলাপের কর্ত্তব্যতা যখন বেদ কিংবা স্মৃতি হইতে অবগত হওয়া যায় তখন সেই সকলের কর্ত্তা কে ইহা না জানা গেলে তাহাতে কাহারও নিজের কর্ত্তব্যতাবোধ জন্মে না। যেমন 'পঞ্চ প্রযাজ' যাগের মধ্যে 'তনূনপাৎ' নামক যে যাগটী আছে তাহাতে বশিষ্ঠগোত্রীয়গণেরই অধিকার নাই। অথবা তাহার নিষেধ থাকায় তাহা লোপ পাইয়াছে। কিন্তু এখানে ও দুইটীই নাই অর্থাৎ গৃহ্যস্মৃতি কোন গোত্রমধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, কিংবা অন্য গৃহ্যস্মৃতি অনুসরণ করা নিষিদ্ধও নহে। আর এরূপ কল্পনা করাও সম্ভব নহে, যে, 'বহ্বৃচ' শাখিগণের অনুষ্ঠানবিধি কঠশাখিগণের পক্ষে প্রমাণ নহে, কিংবা কঠশাখিগণের অনুষ্ঠান 'বহ্বৃচ' শাখিগণের নিকট প্রমাণরূপে (গ্রাহ্য) নহে। ইহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তিকে আজ 'কঠ' বলা হয় সেই লোকই আর 'কঠ' নামে উল্লেখ্য হইবে না যদি সেই কঠশাখার অধ্যয়ন তাহার না থাকে। পক্ষান্তরে গোত্র হইতেছে নিয়ত—ইহার পরিবর্ত্তন হয় না ; কাজেই ইহা শাখার সহিত সমান উদাহরণ হইতে পারে না। এই কথাটাই "যে লোক নিজ শাখাসঙ্গত গৃহ্যসূত্র ত্যাগ করিয়া অন্য শাখার গৃহ্যসূত্র অনুসরণ করে" ইত্যাদি বচনে নিন্দাস্বরূপে বলা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি যাহা অধ্যয়ন করে তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়টী অনুষ্ঠান করা তাহার পক্ষে সম্ভব। এই জন্যই যদি কোন ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে কোন শাখা অধ্যয়ন করিয়া থাকে পরে কর্ম্মানুষ্ঠানকালে যদি সেই শাখা লঙ্ঘন করিয়া তাহার পিতা-পিতামহ কর্ত্তৃক অনুসৃত শাখা অবলম্বনে কর্ম্ম করে এবং তদনুগত গৃহ্যসূত্রমতে কাজ করে তাহা হইলে তাহার পক্ষে শাখাত্যাগ দোষ ঘটিয়া থাকে। কিংবা পিতাপ্রভৃতি সংস্কার কর্ত্তারা যদি মাণবকটীকে পূর্ব্বপুরুষক্রমাগত শাখা অধ্যাপনা না করান তাহা হইলে তাঁহাদেরও এই শাখাত্যাগ দোষ ঘটে। ঐ মাণবকটীর কিন্তু এস্থলে কোন দোষ নাই। আর এমন যদি হয় যে (জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে) পিতা মারা গিয়াছে তখন সেরূপ অবস্থায় বালকের নিজ শাখা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকিতে পারে না, (ইহার উদাহরণ যেমন 'সত্যকাম জাবাল' প্রভৃতি) ; কাজেই শৈশবে পিতৃহীন সত্যকাম জাবাল যেমন স্বয়ং আচার্য্যকে আশ্রয় করিয়াছিলেন সেইরূপ সেও স্বয়ং কোন আচার্যকে আশ্রয় করে। কিন্তু এরূপ স্থলেও "পিতৃপুরুষগণ যে পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি নিয়ম অনুসারে তাহারও সেই পূর্ব্বপুরুষাশ্রিত শাখাই অধ্যয়ন করা উচিত। যদি কোন উপায়েও সেই স্বশাখা অধ্যয়ন করা সম্ভব না হয় তা হ'লে তখন স্বশাখাত্যাগ দোষাবহ হয় না। অতএব এই সমস্ত আলোচনা

* প্রভাকর মতানুসারে এইরূপ বলা হইয়াছে। ভাট্টমতে বেদার্থবিচার ক্রত্বপূর্ব্বপ্রবৃত্ত—করিষ্যমাণ যাগের অপূর্ব্ব উহার প্রয়োজক। স্বাধ্যায়বিধি দ্বারা অর্থজ্ঞান পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়নই নিয়ম বিধির বিষয়।

হইতে ইহাই স্থির হইল যে, সকল স্মৃতির মধ্যেই 'জাতকর্ম্ম' প্রভৃতি কর্ম্মের উপদেশ আছে। তবে যেসমস্ত অঙ্গকর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন থাকে সেগুলির সমুচ্চয় করিতে হয়, আর যেসমস্ত অঙ্গকলাপ বিরুদ্ধ কিংবা সমপ্রকার সেগুলির বিকল্প হইয়া থাকে।

মূল শ্লোকে যে বলা হইয়াছে "পুংসঃ", ইহা দ্বারা স্ত্রীজাতি এবং নপুংসকের ব্যাবৃত্তি (নিষেধ) বুঝাইতেছে। (অর্থাৎ স্ত্রীলোক বা নপুংসকের পক্ষে এ সকল সংস্কার কর্ত্তব্য নহে, ইহা জানাইয়া দিবার জন্যই বলা হইয়াছে "পুংসঃ"=পুরুষের)। কেহ কেহ মনে করেন, এখানে 'পুরুষের' এইরূপ উল্লেখ থাকিলেও পুংলিঙ্গ বিবক্ষিত নহে—উহা বিশেষণরূপে গ্রহণীয় হইবে না। কারণ, পূর্ব্বে (২৬শ শ্লোকে) "দ্বিজন্মনাং"='দ্বিজগণের' এই কথা উল্লিখিত হওয়ায় উহা দ্বারা সাধারণভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়কেই সংস্কার্য্যরূপে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। আর সংস্কার্য্য (যাহার সংস্কার হইবে সে) হইতেছে প্রধান, সে-ই (সংস্কার্য্যই এখানে বিধেয় সংস্কারগুলির) 'উদ্দেশ্য'। আবার বাক্যমধ্যে যাহা 'উদ্দেশ্য' সুতরাং প্রধান হয়, তাহার লিঙ্গ, সংখ্যা প্রভৃতি বিশেষণগুলি বিবক্ষিত নহে—সেগুলি 'বিধেয়' অংশের সহিত অন্বিত হয় না। ইহার উদাহরণ যেমন, যজ্ঞমধ্যে "গ্রহনামক পাত্রটীর মার্জ্জনসংস্কার করিবে" এই বাক্যে গ্রহপাত্রের উদ্দেশে যে সম্মার্জ্জনরূপ সংস্কার বিহিত হইয়াছে, এখানে 'গ্রহং' এইপদে একবচন থাকিলেও উহা বিবক্ষিত নহে—উহা এস্থলে বিধেয় যে সম্মার্জ্জনরূপ সংস্কার তাহার সহিত অন্বিত হয় না। সুতরাং 'গ্রহং' এই পদে একবচন থাকিলেও (এবং তদনুসারে 'একটী গ্রহপাত্রের সম্মার্জ্জনসংস্কার করিবে' এই প্রকার অর্থ পাওয়া গেলেও) সেখানে যেকয়টী গ্রহপাত্র আছে সেগুলির সব কয়টীকেই সম্মার্জ্জন করা হয়। (ইহা হইল বৈদিক উদাহরণ এবং ইহাতে দেখান হইল যে উদ্দেশ্য অংশের একবচনরূপ বিশেষণটী অবিবক্ষিত —উহা বিধেয়ে অন্বিত হয় না)। এইরূপ, "জ্বরাক্রান্ত 'নর' জ্বর মুক্ত হইলে তাহাকে দিবাবসানে ভোজন করাইবে"—এই বচনে 'নর' এই প্রকার উল্লেখ থাকিলেও নারী যদি জ্বরাক্রান্ত হয় তবে তাহার পক্ষেও উহাই ভোজন করিবার সময়রূপে বিধেয়। (এখানে 'নর' শব্দটী বাক্যের 'উদ্দেশ্য' অংশ হওয়ায় উহার বিশেষণ যে পুংলিঙ্গ তাহা বিবক্ষিত নহে—তাহা বিধেয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবে না। এজন্য নারীর পক্ষেও ঐ ভোজনকালই বিধেয়)। এইরূপে মূল শ্লোকের "পুংসঃ" এই পদের পুংলিঙ্গকে যদি অবিবক্ষিত বলা হয় তাহা হইলে ইহা দ্বারা পুরুষ এবং স্ত্রী সকলের পক্ষেই ঐ সংস্কারগুলি কর্ত্তব্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে পর তবেই অগ্রে (২।৬৬ শ্লোকে) "স্ত্রীলোকের পক্ষে কিন্তু ইহা মন্ত্রহীন করণীয়" ইত্যাদি বাক্যে যে নিষেধ করা হইবে তাহা সঙ্গত হইবে—কারণ এইভাবে স্ত্রীলোকদের পক্ষেও যাহা অনুষ্ঠান করিবার প্রসঙ্গ হইতেছিল তাহারই নিষেধ করা হইবে। (তাহা না হইলে ঐ বাক্যে, যাহার প্রসঙ্গই নাই তাহারই নিষেধ করা হইয়া পড়ে,—ইহাতে অপ্রাপ্তপ্রতিষেধ দোষ হয়)। আবার, যাহারা নপুংসক তাহাদেরও যে পাণিগ্রহণকর্ম্মের নির্দ্দেশ দেখা যায় "ক্লীবগণেরও যদি পত্নীগ্রহণের অভিলাষ থাকে" (মনু ৯।২০৩) ইত্যাদি, তাহাও এখানের (মূল শ্লোকের "পুংসঃ" এই পদটীর) পুংলিঙ্গ অবিবক্ষিত হইলে তবেই সঙ্গত হয়।

ইহার উত্তরে বক্তব্য,—। 'নর' শব্দটী যেমন মনুষ্যবাচক—'নর' বলিলে যেমন মানবজাতি অর্থাৎ পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লীব সকলকেই বুঝায় এখানকার এই 'পুং' শব্দটী সেরূপ মনুষ্যজাতিবাচক নহে ; তাহা যদি হইত তাহা হইলে উহার বিশেষণীভূত লিঙ্গটী বিভক্তিবোধিত হওয়ায় তাহা বিবক্ষিত হইত না বটে। (কিন্তু তাহাত নহে)। কিন্তু উহার অর্থই হইতেছে একটী বিশেষ লিঙ্গ ; তাহা স্থাবর, মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত সকলের মধ্যে অবস্থিত, তাহা প্রসূত ফলস্বরূপ। (গরু বলিলে যেমন একটী বিশেষ প্রাণী 'গো' এই প্রাতিপদিকের অর্থ হয় সেইরূপ) এখানে 'পুমস্' শব্দরূপ প্রাতিপদিকেরই অর্থ হইতেছে একটী বিশেষ লিঙ্গ। (এজন্য তাহা উদ্দেশ্যগত হইলেও অবিবক্ষিত হইতে পারে না ; কারণ তাহা হইলে উদ্দেশ্যটী অর্থশূন্য হওয়ায় তাহার উল্লেখ করা না করা উভয়ই সমান হইয়া পড়ে)। এই জন্য উদ্দেশ্য কিংবা বিধেয়ের উত্তর যে বিভক্তি যোগ হয় তাহার বাচ্য অর্থ যে লিঙ্গ কিংবা বচন তাহাই উহার বিশেষণ ; তাহাই বিবক্ষিত কিংবা অবিবক্ষিত হইয়া থাকে (বিধেয়গত লিঙ্গ ও বচনাদি বিবক্ষিত হয় কিন্তু উদ্দেশ্যগত হইলে তাহা বিবক্ষিত হয় না)। ইহার কারণ এই যে, কেবলমাত্র একবচন বা দ্বিবচনাদি

বুঝাইয়া দেওয়াই বিভক্তির প্রয়োজন নহে, কিন্তু কর্ম্মকারক প্রভৃতিরূপ অর্থ বোধ করানও তাহার প্রয়োজন। কাজেই যেখানে বিভক্তিবাচ্য বচন বিবক্ষিত না হয় সেখানে তাহা নিষ্ফল হয় না, সেখানে বিভক্তিবাচ্য কর্ম্মকারক প্রভৃতিরূপ অর্থ বিবক্ষিত হওয়ায় বিভক্তির সার্থকতা থাকে। পক্ষান্তরে এখানে 'পুমস্' শব্দটীর অর্থ যে লিঙ্গবিশেষ তাহা প্রাতিপদিকার্থ ; তাহা যদি বিবক্ষিত না হয় তবে ঐ শব্দটীই অনর্থক হইয়া পড়ে। যেমন পূর্ব্বোক্ত "গ্রহং সম্মার্ষ্টি"= গ্রহনামকপাত্রের সম্মার্জ্জন করিবে, এই বাক্যটীতে গ্রহপ্রাতিপদিকের অর্থ যে পাত্রবিশেষ তাহাকে বিবক্ষিতই বলা হয়, অন্যথা বাক্যটীর আনর্থক্য হইয়া পড়ে।

এস্থলে কেহ কেহ বলেন, উদ্দেশ্যের উত্তর যে সুপ্‌প্রভৃতি প্রত্যয় হয় কেবল তাহারই অর্থ যে অবিবক্ষিত এমন নহে, কিন্তু উদ্দেশ্যের বিশেষণরূপে যতগুলি পদার্থ আছে সে সমুদয়েরই অর্থ বিবক্ষিত নহে। যেমন হবিরার্ত্ত্যধিকরণে (মীঃ দঃ ৬।৪।৬ অধিঃ) বিচার করা হইয়াছে "যাহার উভয় প্রকার হবির্দ্রব্য নষ্ট হয় সে ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে পঞ্চশরাব যাগ করিবে" এই শ্রুতি-বাক্যে উদ্দেশ্য 'হবিঃ'-পদের বিশেষণরূপে 'উভয়' এই পদটী পঠিত হইয়াছে বটে কিন্তু উহার অর্থ বিবক্ষিত নহে ; যেহেতু ইহার অর্থ এরূপ নহে যে দধি এবং পয়ঃ এই উভয়প্রকার হবির্দ্রব্য যুগপৎ নষ্ট হইলে তবেই ঐ যাগ কর্ত্তব্য ; কিন্তু উহাদের যেকোন একটীর অপচার ঘটিলেই ঐ যাগ প্রায়শ্চিত্তরূপে অনুষ্ঠেয়। এখানে 'উভয়' শব্দটীর অর্থ বিবক্ষিত নহে। এই প্রকার আপত্তির পরিহারার্থে কেহ কেহ বলেন,—আলোচ্যবিষয়ের সহিত এই দৃষ্টান্তটীর সাদৃশ্য নাই। কারণ এখানে যে পঞ্চশরাব যাগ বিধেয়—উহার 'উদ্দেশ্য' হবির্দ্রব্য নহে ; কারণ হবির্দ্রব্যের বিনাশ ঘটিলেই পঞ্চশরাব বিহিত হইয়াছে বলিয়া 'হবিরার্ত্তি'ই (হবির্দ্রব্যের বিনাশই) উহার উদ্দেশ্য—সুতরাং এখানে হবিরার্ত্তি 'উদ্দেশ্য' এবং পঞ্চশরাব 'বিধেয়'। পক্ষান্তরে আলোচ্য 'পুমস্' শব্দের বেলায় দেখা যাইতেছে যে ঐ সংস্কারগুলি মাণবকের উদ্দেশ্যেই বিহিত হইয়াছে। (আর এখানে 'পুমস্' শব্দটী ঐ সংস্কার্য্যকেই বুঝাইতেছে ; সুতরাং উহাই এখানে উদ্দেশ্য)।

বস্তুতঃপক্ষে কথা এই যে, এই প্রকার পার্থক্যই যে উদ্দেশ্যগত বিশেষণের বিবক্ষিতত্ব কিংবা অবিবক্ষিতত্বের প্রয়োজক (নিয়ামক বা কারণ) তাহা নহে। কিন্তু 'বাক্যভেদ' রূপ দোষের ভয়ে এখানে বিশেষণের অর্থকে বিবক্ষিত বলা যায় না (অর্থাৎ বিশেষণের অর্থকে বিবক্ষিত বলিলে 'বাক্যভেদ' নামক দোষ উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু সম্ভবপক্ষে বাক্যভেদ স্বীকার করা হয় না)। ঐ পঞ্চশরাব যাগটী যদি (হবির্বিনাশের উদ্দেশ্যে না হইয়া) হবির্দ্রব্যেরই উদ্দেশ্যে বিহিত হইত তাহাতেও 'বাক্যভেদ' দোষটী দূর হইত না। অতএব ইহা কোন পরিহারই নহে। এখানে "বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ" (২৬ শ্লোঃ) ইত্যাদি বাক্যে যে বিষয়টী বলিতে উপক্রম করা হইয়াছে তাহারই অন্তর্ভুক্ত যে জাতকর্ম্ম তাহার উৎপত্তিবাক্য হইল "প্রাঙ্নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসঃ" ইত্যাদি বাক্যটী। ইহাতে 'পুমান্' (পুংলিঙ্গ বিশিষ্ট) যে তাহাকেই সংস্কার করিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আর উহাই যদি বিবক্ষিত না হয় তাহা হইলে বাক্যটীই অনর্থক হইয়া পড়ে। যেমন ঐ 'হবিরার্ত্তি' বাক্যে 'হবিঃ' পদটীর অর্থই যদি অবিবক্ষিত হয় তাহা হইলে ঐ বাক্যটীই বাজে হইয়া পড়ে। একারণে ওখানে 'হবিঃ' পদটীর অর্থকে অবশ্যই বিবক্ষিত বলিতে হয়। আচ্ছা! এরূপ হইলে শূদ্রের পক্ষেও ত ঐ সংস্কারগুলির প্রাপ্তি ঘটে,—কারণ, এখানে কেবল 'পুংসঃ' এইরূপ বলা হইয়াছে, কোন বিশেষ জাতির ত উল্লেখ নাই? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—না, শূদ্রের পক্ষেও ঐ সংস্কারগুলির কর্ত্তব্যতা প্রাপ্ত হইবে না ; কারণ ঐ কর্ম্মগুলির অনুষ্ঠান মন্ত্রসাধ্য। অথবা পূর্ব্বে উপক্রমস্থলে (২৬ শ্লোকে) যে "দ্বিজন্মনাং" বলা হইয়াছে তাহাই এখানে 'বাক্য-শেষ' হইবে (আর তাহা হইলে শূদ্রের পক্ষে সংস্কারের কর্ত্তব্যতা প্রাপ্ত হইবে না ; যেহেতু শূদ্র 'দ্বিজন্মা' নহে)। এরূপ হইলে পূর্ব্বোক্ত 'হবিরার্ত্তি' বাক্যের 'উভয়' পদটীর অর্থ যেমন অবিবক্ষিত হয় এখানেও সেইরূপ "পুংসঃ" এই পদটীর অর্থ অবিবক্ষিতই হইয়া পড়িবে, এ প্রকার আশঙ্কা করাও সঙ্গত হইবে না। কারণ, এখানে বিধেয় যে সংস্কার তাহার 'উদ্দেশ্য' অংশটী আগে থেকেই যদি নির্দ্দিষ্ট হইত, ("দ্বিজন্মা" এই পদের সহিত অন্বিত হইয়া আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইত), তবে "পুংসঃ" ইহার অর্থ অবিবক্ষিত হইতে পারিত, (কিন্তু এখানে "পুংসঃ" এইটাই হইতেছে উদ্দেশ্য অংশ)।

এরূপ হইলে, অগ্রে স্ত্রীলোকদের যে সংস্কার বিধান করা হইবে তাহাও অপ্রাপ্তেরই বিধান হইবে। আর ক্লীবেরও যে দারপরিগ্রহ হইতে পারে, ইহাও অগ্রে দেখা যাইবে। "যে ক্লীব 'বাতরেতা', কিংবা উভয়প্রকার লিঙ্গেরই চিহ্ন যাহার আছে, কিংবা যাহার ইন্দ্রিয় কর্ম্মক্ষম নহে ; এইভাবে ক্লীবেরও বহুপ্রকার পার্থক্য থাকায় জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিবার সময়ে তাহা নিশ্চয় করা সম্ভব নহে ; যেহেতু অধিকাংশ স্থলেই ক্লীবত্ব সারিয়া যাইতে পারে যদি সময়ে ঠিকমত চিকিৎসা করা হয়।" আর যে ধর্ম্মটী (বিশেষণটী) অধিকারীর সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকে না সেই ধর্ম্মের অনুরোধে অধিকারও লোপ পাইতে পারে না। ইহার উদাহরণ যেমন 'অদ্রব্যত্ব'। (দ্রব্য অর্থ ধন। অদ্রব্যত্ব=ধনহীনত্ব)। ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতি জাতি যেমন অবিচ্ছেদ্য ধর্ম্ম অদ্রব্যত্ব সেরূপ নহে ; কারণ আজ যে অদ্রব্য আছে সেই ব্যক্তিই আগামীকল্য ধনবান্ হইতে পারে। চিরকাল ধনহীন থাকিয়াও একদিনে ধনকুবের হইতে পারে। (কাজেই আজ যে ক্লীব আছে কিছুদিন পরে সে ক্লীবত্বরহিত হইতে পারে।) এইজন্য এতাদৃশ চিরক্লীব ব্যক্তিকে যদি কেহ বধ করে তাহা হইলে পলালভারকদানে তাহার শুদ্ধি হইবে, (এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করা হইয়াছে)। কারণ, তাহার কোন সংস্কারকর্ম্ম নাই—উপনয়নও হয় নাই। সে কাহারও মঙ্গলের জন্য জীবনধারণ করে না। অতএব ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, এইসমস্ত বাক্যে কেবল পুরুষের জন্যই এই সংস্কারগুলির বিধান করা হইয়াছে। আর অন্য বচন দ্বারা স্ত্রীলোকদের জন্যও সংস্কার বিহিত হইয়াছে বটে তবে তাহা মন্ত্রহীন। নপুংসকের কোন সংস্কারই নাই। ২৯

(দশম অথবা দ্বাদশ দিবসে ঐ নবজাত বালকের নামকরণ কর্ত্তব্য। কিন্তু ঐ নামকরণের তিথি এবং লগ্নটী শুভ হওয়া আবশ্যক এবং সেদিনের নক্ষত্রটীও গুণযুক্ত অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট দোষরহিত হওয়া উচিত।)

(মেঃ)—দশমী তিথিতে (দশম দিবসে) কিংবা দ্বাদশী তিথিতে (দ্বাদশ দিনে) "অস্য"= ইহার অর্থাৎ এই নবজাত বালকের "নামধেয়ং কারয়েৎ"—নামকরণ করিবে। "কারয়েৎ" এস্থলে যদিও ণিচ্ প্রত্যয় রহিয়াছে তথাপি উহার অর্থ বিবক্ষিত নহে—'অপরের দ্বারা করাইবে' এরূপ অর্থ এখানে বক্তব্য নয়, কিন্তু পিতা স্বয়ং নামকরণ করিবে। এইজন্য গৃহ্যসূত্রে উক্ত হইয়াছে —"দশমী তিথিতে পিতা নামকরণ করিবে"। যাহাকে বলে নাম তাহাকেই বলে 'নামধেয়'। কার্য্যের সময়ে (প্রয়োজনকালে) যে শব্দের দ্বারা ডাকা হয় তাহাই 'নাম'। পূর্ব্ব শ্লোকে "প্রাঙ্নাভিবর্দ্ধনাৎ" ইত্যাদি দ্বারা জাতকর্ম্ম সম্বন্ধে কর্ত্তব্যতা বলা হইতেছে বলিয়া এখানে জন্ম দিবস হইতে দশমী বা দ্বাদশী তিথি (দিন) নামকরণের কাল। কিন্তু চান্দ্র দশমী তিথি অথবা দ্বাদশী তিথি—এরূপ উহার অর্থ নহে।

এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, 'দশমী তিথিতে' ইহা অশৌচ নিবৃত্তির জ্ঞাপক ; (সুতরাং তাঁহাদের মতে একাদশ দিবসে উহা কর্ত্তব্য)। এখানে "অতীতায়াং" এই পদটীর অধ্যাহার করিতে হইবে অর্থাৎ উহার অর্থ দশটী তিথি (দিন) অতীত হইলে নামকরণ। ব্রাহ্মণের পক্ষে দশটী তিথি অতীত হইলে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দ্বাদশটী তিথি অতীত হইলে এবং বৈশ্যের পক্ষে পঞ্চদশটী তিথি অতিক্রান্ত হইলে নামকরণ কর্ত্তব্য। এভাবে অর্থ করা অসঙ্গত; কারণ ইহাতে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়; অথচ লক্ষণা স্বীকার করিবার কোন প্রমাণ (কারণ) নাই। সুতরাং জাতকর্ম্ম যেমন অশৌচ মধ্যেই করা হয় ইহাও সেইরূপ করা হইবে। যদি এই কর্ম্মে ব্রাহ্মণভোজন কোথাও বিহিত থাকে তাহা হইলে লক্ষণা করা সঙ্গত (যেহেতু অশৌচ মধ্যে ব্রাহ্মণভোজন হইতে পারে না)।

নামকরণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঐযে দশম এবং দ্বাদশ দিন উহাতে যদি বক্ষ্যমাণ গুণগুলি থাকে তাহা হইলে তাহাতেই উহা কর্ত্তব্য। আর যদি সেরূপ না হয় তবে অন্য কোন পুণ্যদিনে উহা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়া, পঞ্চমী প্রভৃতি তিথিগুলি পুণ্যদিন। 'পুণ্য' অর্থ প্রশস্ত। নবমী, চতুর্দ্দশী প্রভৃতি তিথিগুলি 'রিক্তা' ; ঐগুলি প্রশস্ত নহে। 'মুহূর্ত্ত' অর্থ 'কুম্ভ' লগ্ন প্রভৃতি। সেই মুহূর্ত্তটীও প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক—কোন পাপগ্রহ (শনি, মঙ্গল প্রভৃতি) সেই লগ্নে বিদ্যমান না থাকিলে এবং তাহা বৃহস্পতি ও শুক্র এই দুইজন গুরু দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রশস্ত হইয়া থাকে। লগ্নশুদ্ধি কিরূপ তাহা জ্যোতিষ হইতে জানিয়া লইতে হইবে। এইরূপ,

সেই দিনের নক্ষত্রটীও গুণযুক্ত (শুভ) হওয়া আবশ্যক। শ্রবিষ্ঠা (শ্রবণা) প্রভৃতি নক্ষত্র যে দিনে গুণযুক্ত হইবে। ক্রূরগ্রহ, পাপগ্রহ, বিষ্টি, ব্যতিপাত এইসকল বর্জ্জিত হইলে নক্ষত্র গুণযুক্ত হয়। "বা" শব্দটীর অর্থ এখানে 'সমুচ্চয়'। অর্থাৎ সব কয়টীর মিলন। অতএব ইহা দ্বারা এইরূপ উপদেশ করা হইল যে, তিথি, নক্ষত্র এবং লগ্ন যেদিন শুদ্ধ হইবে (সেই দিনটী প্রশস্ত)। এগুলির সমুচ্চয় কখন কিভাবে হইতে পারে তাহা জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে জ্ঞাতব্য। সুতরাং এখানকার ফলিতার্থ দাঁড়াইতেছে এই যে, দশম অথবা দ্বাদশ দিনের আগে উহা কর্ত্তব্য নহে। ইহার পর যেদিন নক্ষত্র, লগ্ন শুদ্ধ থাকিবে সেই দিনেই উহা কর্ত্তব্য। ৩০

(ব্রাহ্মণের নাম হইবে মঙ্গলবাচক শব্দ, ক্ষত্রিয়ের বলবাচক শব্দ, বৈশ্যের ধনবাচক এবং শূদ্রের নিন্দাবোধক শব্দ।)

(মেঃ)--এক্ষণে, কিরূপ নাম করিতে হইবে তাহারই স্বরূপতঃ এবং অর্থতঃ নিয়ম বলিয়া দিতেছেন। তন্মধ্যে নামের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া দিবার জন্য বলিতেছেন "মঙ্গল্যম্" ইত্যাদি। যাহা মঙ্গলের পক্ষে হিত অথবা তদ্বিষয়ে সাধু (উপযুক্ত বা নিপুণ) তাহা 'মঙ্গল্য'--ইহাই 'মঙ্গল্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি (প্রকৃতিপ্রত্যয়লভ্য অর্থ)। মঙ্গল কি? চিরজীবিত্ব, বহুধন প্রভৃতি দৃষ্ট এবং অভিলষিত সুখরূপ অদৃষ্ট ফলের যে সিদ্ধি তাহাই মঙ্গল। যে শব্দ ঐ প্রকার অর্থ প্রকাশ করিতে পারে সেই শব্দই মঙ্গলের পক্ষে 'হিত' (মঙ্গল্য); তাহাই শব্দের হিতত্ব এবং সাধুত্ব। এই ভাবেই, মঙ্গল্য পদের মধ্যে যে তদ্ধিত প্রত্যয় আছে তাহার সার্থকতা। 'সাধুত্ব' বলিতে এখানে অভিলষিত বিষয়ের সিদ্ধি (সাফল্য) প্রতিপাদনই বক্তব্য নহে, কিন্তু যাহা অভিলাষ করা যায় তাহার নির্দ্দেশক—বোধক হইলেও চলিবে। এইভাবেই তদ্ধিত প্রত্যয়ের অর্থটী সার্থক। সমাসান্ত শব্দ নাম রাখা হইলে তাহার সমাস হইতে আয়ুঃসিদ্ধি, ধনসিদ্ধি, পুত্রলাভ ইত্যাদি অর্থ প্রতীত হয়। তদ্ধিতান্ত হইলে তদ্ধিত হইতে 'হিত', 'নিমিত্ত', প্রয়োজন ইত্যাদি অর্থ আসে। ইহাদের মধ্যে তদ্ধিতান্ত নাম রাখা গৃহ্যসূত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে "তদ্ধিতান্ত নাম করিবে না" ইত্যাদি। সমাসেও দুইটী পদের 'একার্থীভাব' হয়। তাহাতে আবার নামটী বহু অক্ষরযুক্ত হইয়া পড়ে। কারণ আচার্য্য স্বয়ং বলিয়া দিবেন যে, 'ব্রাহ্মণের নাম শর্ম্ম পদযুক্ত হইবে'--ব্রাহ্মণের নামের সহিত 'শর্ম্মা' এই উপপদটী থাকিবে। এরূপ হইলে আসল নামটী যদি চারি অক্ষরে কিংবা তিন অক্ষরে হয় এবং তাহার সহিত 'শর্ম্মা' এই উপপদটীও যুক্ত থাকে তাহা হইলে নামটী পাঁচ অক্ষরে কিংবা ছয় অক্ষরে হইয়া যায়। উহা কিন্তু নিষিদ্ধ; যেহেতু বলিয়া দেওয়া হইয়াছে 'দুই অক্ষরে অথবা চারি অক্ষরে নাম রাখিবে'। অতএব সেইরূপ অর্থবোধক শব্দই শেষাংশে শর্ম্ম পদযুক্ত করিয়া নাম রাখিতে হইবে যাহা নিন্দিত নহে অথচ সাধারণতঃ সকলের অভিলষিত হইয়া থাকে, যেমন পুত্র, পশু, গ্রাম, কন্যা, ধন প্রভৃতি। অতএব, গোশর্ম্মা, ধনশর্ম্মা, হিরণ্যশর্ম্মা, কল্যাণশর্ম্মা, মঙ্গলশর্ম্মা ইত্যাদি শব্দ নামরূপে গ্রহণ করা সিদ্ধ হয়।

অথবা, 'মঙ্গল্য' পদটীর অর্থ এইরূপ;—। মঙ্গল অর্থ ধর্ম্ম; যাহা সেই মঙ্গলের সাধন তাহাই মঙ্গল্য। আচ্ছা, তাহ'লে ঐ ধর্ম্মরূপ মঙ্গলের সাধন যে নাম তাহা কিরূপ? ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি যে সকল দেবতাবাচক শব্দ আছে সেইগুলি সব মঙ্গল্য। এইরূপ ঋষিবাচক শব্দ সকলও মঙ্গল্য; যেমন, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, মেধাতিথি প্রভৃতি। ঐ ঋষিবাচক শব্দসকলেরও ধর্ম্মসাধনতা আছে—তাহাও ধর্ম্মের সাধন। 'ঋষিদের তর্পণ করিবে, পুণ্যকারী ব্যক্তিদের মনে মনে চিন্তা করিবে'। "যে লোক নিজের শ্রী (উন্নতি) কামনা করিবে তাহার উচিত প্রাতঃকালে উঠিয়া দেবগণের, ঋষিগণের, ব্রাহ্মণগণের এবং পুণ্যকারিগণের নাম উচ্চারণ করা"। এখানে 'মঙ্গল্য' এই শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় 'যম', 'মৃত্যু' ইত্যাদি অশুভসূচক নাম কিংবা 'ডিত্থ' প্রভৃত অর্থশূন্য নাম যে পরিত্যাজ্য তাহা বুঝাইতেছে।

ক্ষত্রিয়ের নাম হইবে "বলান্বিত" শব্দ; 'বলসংযুক্ত' অর্থাৎ বলবাচক। অন্বিত=অন্বয়যুক্ত; অন্বয় অর্থ সম্বন্ধ। অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধ ইহা প্রতিপাদকতা সম্বন্ধ, (বোধকতা, বাচকতা সম্বন্ধ; অর্থ বাচ্য, শব্দ তাহার বাচক বা বোধক)। 'বল' অর্থ সামর্থ্য শক্তি; যে শব্দ দ্বারা ঐ সামর্থ্য প্রতিপাদিত (বোধিত) হয় ক্ষত্রিয়ের সেইরকম নাম রাখা উচিত। যেমন শত্রুন্তপ, দুর্য্যোধন, প্রজাপাল ইত্যাদি। যে বিভাগের দ্বারা নাম নির্দ্দেশ করা হয় তাহা

জাতির চিহ্ন। এইরূপ বৈশ্যের পক্ষে নাম হইবে ধনসংযুক্ত। 'ধন' বলিতে যে কেবল বিত্ত, স্বাপতেয় প্রভৃতি ধনের পর্য্যায় শব্দই বুঝাইবে তাহা নহে, কিন্তু যে কোনরূপে ধনের প্রতীতি হয় তাহা যে শব্দের দ্বারা বুঝাইবে তাহাই বৈশ্যের নাম হইবে। ধন প্রভৃতি শব্দ উল্লেখ করিয়াও উহা হইতে পারে, আবার সেই ধনের সহিত অর্থগত সম্বন্ধ যাহার আছে তাদৃশ শব্দও হইতে পারে: যেমন 'ধনকর্ম্মা', 'মহাধন', 'গোমান্', 'ধান্যগ্রহ' প্রভৃতি। এইরূপ অর্থ অপরাপর স্থলেও বুঝিয়া লইতে হইবে। 'অন্বিত' শব্দটীর প্রয়োগ আছে এতাদৃশ শব্দও নাম হইবে, বলান্বিত, ধনসংযুক্ত ইত্যাদি। তাহা না হইলে এইরূপ নির্দ্দেশ দিতেন যে, 'বলবাচক নাম রাখিবে'। কিন্তু ইহাতে দোষ এই যে, মানুষ অসংখ্য, কিন্তু বলবাচক শব্দ খুব কম। কাজেই একই শব্দ অনেকের নাম হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে ভেদ নিরূপণ করা কঠিন হয়; তাহাতে ব্যবহার উচ্ছেদই হইয়া যায়। শূদ্রের নাম হইবে 'জুগুপ্সিত' (নিন্দা অথবা হীনতাবোধক); যেমন কৃপণক, দীন, শবরক ইত্যাদি। ৩১

(ব্রাহ্মণের নাম শর্ম্ম উপপদযুক্ত হইবে, ক্ষত্রিয়ের রক্ষাবোধক শব্দ—যেমন 'বর্ম্ম' ইত্যাদি উপপদ হইবে, বৈশ্যের নামে 'বৃদ্ধ, গুপ্ত' প্রভৃতি পুষ্টিবোধক উপপদ থাকিবে এবং শূদ্রের নাম শেষে 'দাস' প্রভৃতি ভৃত্যত্ববাচক শব্দ সংযুক্ত হইবে।)

(মেঃ)—ব্রাহ্মণের নাম 'শর্ম্ম' শব্দযুক্ত হইবে, এখানে 'শর্ম্ম' শব্দটীর স্বরূপত উল্লেখ, এবং পাঠানুক্রম দুইটীই গ্রহণীয় হইবে। সুতরাং আগে মঙ্গলবাচক শব্দ তাহার পর 'শর্ম্মা' শব্দ থাকিবে। ঐরূপই উদাহরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ক্ষত্রিয় প্রভৃতির নামের বেলায় এটা সম্ভব নহে: কারণ, শ্লোকে বলা হইয়াছে "রক্ষাসমন্বিতম্"। 'রক্ষা' শব্দটী স্ত্রীলিঙ্গ, উহা পুরুষের সহিত অভেদান্বয়যুক্ত হইতে পারে না। কাজেই রক্ষা-অর্থবোধক শব্দই এখানে নির্দ্দেশ করা হইতেছে; যেহেতু, ব্রাহ্মণের নামকরণের নির্দ্দেশ দিবার উপক্রম (আরম্ভ) এবং ক্ষত্রিয়াদিরও নামকরণেরও ইহা উপক্রম, কাজেই ব্রাহ্মণের নামকরণের বেলায় যে নিয়ম অনুসরণ করা হইতেছে ক্ষত্রিয়ের পক্ষেও তাহাই হইবে। লৌকিক ব্যবহারও এইরূপ। অতএব 'রক্ষা' অর্থবোধক শব্দ ক্ষত্রিয়ের নামে থাকিবে। সমুচ্চয় স্বীকার না করিলে 'বাক্যভেদ' হইয়া পড়ে; এজন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে নাম হইবে তাহা—যাহা যুক্তভাবে মঙ্গল্য এবং 'শর্ম্ম' শব্দের অর্থবোধক। শর্ম্ম, শরণ, আশ্রয় এবং সুখ এগুলি শর্ম্ম শব্দেরই অর্থবোধক। আবার 'অর্থ' গ্রহণ করা হইতেছে বলিয়া এখানে 'স্বামি, দত্ত, ভব, ভূতি' প্রভৃতি শব্দও নামরূপে গ্রহণীয় হইবে। যেমন, —ইন্দ্রস্বামী, ইন্দ্রাশ্রয়, ইন্দ্রদত্ত প্রভৃতি। নামের মধ্যে ঐ মঙ্গল্যাশ্রয়তাও বুঝাইতেছে। সকল স্থলে এইভাবে অর্থানুসারে নাম নিরূপণ করিয়া লইতে হইবে।

আচ্ছা! জিজ্ঞাসা করি, 'বাক্যভেদ' হইয়া পড়িবে বলিয়া ব্রাহ্মণের নামে মঙ্গল্য এবং শর্ম্ম শব্দের সমুচ্চয় হইবে, এই যে বাক্যভেদ প্রসঙ্গরূপ হেতুটী দেখান হইল এটী কি রকম যুক্তি? এরূপ হইলে ত "ব্রীহি দ্বারা যাগ করিবে, যবের দ্বারা যাগ করিবে" এখানেও ব্রীহি এবং যবের সমুচ্চয় হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, এখানে এই যে 'বাক্যভেদ' দোষের উল্লেখ করা হইল ইহা এখানকার আসল যুক্তি নহে, ইহা জ্ঞাপক মাত্র। কারণ, ইহা মনুষ্য রচিত গ্রন্থ; আর পৌরুষেয় বাক্যে বাক্যভেদ দোষাবহ নহে (অপৌরুষেয় বেদেই বাক্যভেদ গুরুতর দোষ)। যদি এস্থলে যব-ব্রীহির ন্যায় বিকল্প নির্দ্দেশ করাই তাঁহার অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে "ব্রাহ্মণের নাম হইবে মঙ্গল্য কিংবা শর্ম্মবৎ" এইভাবে উল্লেখ করিতেন, কারণ ইহাতেই লাঘব হয়—অল্পের মধ্যে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, বক্তব্যটী বলিয়া দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে বাক্যভেদ স্বীকার করা হইলে, যে ক্রিয়াপদটী একবার মাত্র প্রয়োগ করা হইয়াছে সেটীকে (দুইটী বাক্যের অনুরোধে) দুইবার উচ্চারণ করিতে হয়। ইহাতে পরিশ্রমের গুরুত্ব (আধিক্য) হইয়া পড়ে। (এইজন্যই বলা হইয়াছে 'বাক্যভেদ' দোষ হয়)। রক্ষা অর্থ পরিপালন, পুষ্টি অর্থ বৃদ্ধি এবং গুপ্তি ইহার অর্থ গোপন করা অথবা পালন করা। এতৎসংযোগে নামটী হইবে 'গোবৃদ্ধ', 'ধনগুপ্ত' ইত্যাদি। 'প্রেষ্য' অর্থ দাস (ভৃত্য)। যেমন, ব্রাহ্মণদাস, দেবদাস, ব্রাহ্মণাশ্রিত, দেবতাশ্রিত, ইত্যাদি। ৩২

(স্ত্রীলোকদের নাম এমন একটী রাখিতে হইবে যাহা অনায়াসে উচ্চারণ করা যায়, তাহা যেন কোন ক্রূর অর্থ না বুঝায়, তাহার অর্থটী যেন উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের

বোধগম্য হয়, নামটী শুনিলে মনে যেন আহ্লাদ জন্মে, তাহা যেন শুভার্থবোধক হয়, তাহার শেষে যেন দীর্ঘবর্ণ থাকে এবং তাহা যেন আশীঃপ্রকাশক শব্দ হয়।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে জাতকর্ম্মাদি সংস্কারের নির্দ্দেশোপক্রমে "পুংসঃ" (পুরুষের সংস্কার) বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছিল। কাজেই স্ত্রীলোকদের নামকরণ বিধিও প্রাপ্ত হইতেছিল না। তাহারই নিয়ম বলিয়া দিতেছেন "স্ত্রীণাম্" ইত্যাদি। যাহা সুখে (অনায়াসে) বলা যায় তাহা সুখোদ্য। স্ত্রীলোকদের নাম এমন একটী শব্দ নির্ব্বাচন করা উচিত যাহা যে কোন স্ত্রীলোক এবং বালক অনায়াসে উচ্চারণ করিতে পারে। ইহার কারণ স্ত্রীলোকের ব্যবহার স্ত্রীজাতি এবং বালকদের সঙ্গেই বেশীর ভাগ; ইহাদের বাগিন্দ্রিয়ের পটুতা নাই; কাজেই সমস্ত সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করিবার শক্তি ইহাদের নাই। এই জন্য এই প্রকার বিশেষভাবে তাহাদের নাম সম্বন্ধে উপদেশ (কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ) দেওয়া হইতেছে। তাই বলিয়া পুরুষের নাম যে অসুখোদ্য (যাহা উচ্চারণ করা কষ্টসাধ্য) হইবে এরূপ অনুজ্ঞা দেওয়া হইতেছে না। স্ত্রীলোকদের 'সুখোদ্য' নামের উদাহরণ যেমন, মঙ্গলদেবী, চারুদতী, সুবদনা ইত্যাদি। ইহার বিপরীত (অসুখোদ্য নামের) উদাহরণ যেমন, শর্ম্মিষ্ঠা, সুশিলষ্টাঙ্গী প্রভৃতি।

"অক্রূরম্" ইহার অর্থ অক্রূর অর্থবাচক। ক্রূরার্থবাচী শব্দ যেমন 'ডাকিনী', 'পরুষা' ইত্যাদি। "বিস্পষ্টার্থম্"=যাহার অর্থ বুঝিয়া লইতে কোন ব্যাখ্যা আবশ্যক হয় না; যে শব্দ শুনিবামাত্রই পণ্ডিতই কি আর মূর্খই কি সকলেরই অর্থবোধ জন্মায়। ইহার বিপরীত হইবে অবিস্পষ্টার্থ শব্দ, যেমন 'কামনিধা', 'কারীষগন্ধ্যা' প্রভৃতি। কামনিধা ইহার অর্থ—যে স্ত্রী কামের 'নিধা'র (আকরের) ন্যায়,—অর্থাৎ স্বয়ং কামদেব তাহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে,—এই প্রকার ব্যাখ্যা যতক্ষণ না বলিয়া দেওয়া হয় ততক্ষণ ঐ শব্দটীর অর্থ বুঝিয়া উঠা যায় না। এইরূপ, 'করীষগন্ধির কন্যা=কারীষগন্ধ্যা' এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া দরকার হয় ঐ শব্দটীর অর্থ বুঝিবার জন্য।

"মনোহরম্"=যাহা চিত্তে আহ্লাদ উৎপাদন করে ; যেমন, 'শ্রেয়সী' ইত্যাদি। ইহার বিপরীত যেমন 'কালাক্ষী' প্রভৃতি। 'শর্ম্মবতী' ইত্যাদি নাম "মঙ্গল্য"। ইহার বিপরীত নাম 'অভাগা', 'মন্দভাগা' ইত্যাদি। "দীর্ঘবর্ণান্তম্"=যাহার শেষে দীর্ঘ অক্ষর থাকে। (আগের নামগুলিই ইহার উদাহরণ)। ইহার বিপরীত, যেমন 'শরৎ' প্রভৃতি। "আশীর্ব্বাদাভিধানবৎ",—যাহা আশীঃ-প্রকাশ করে তাহা 'আশীর্ব্বাদ'; 'অভিধান' অর্থ শব্দ; এই দুইটীর বিশেষণ সমাস (কর্ম্মধারয়) সমাস করিয়া 'আশীর্ব্বাদাভিধান' হইবে। ঐ 'আশীর্ব্বাদাভিধান' যাহাতে থাকে তাহা 'আশীর্ব্বাদাভিধানবৎ'। যেমন, সপুত্রা, বহুপুত্রা, কুলবাহিকা ইত্যাদি। এই অর্থগুলি আশীঃ-(অভিলষিত বিষয়)-সূচক। ইহার বিপরীত, যেমন অপ্রশস্তা, অলক্ষণা ইত্যাদি। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, মঙ্গল্য এবং আশীর্ব্বাদ ইহাদের পার্থক্য কি? (উত্তর)—কিছুই না—কোনই পার্থক্য নাই; কেবল ছন্দটী (শেলাকটী) পূর্ণ করিবার জন্য শব্দ দুইটী পৃথক্‌ভাবে গ্রহণ (উল্লেখ) করা হইয়াছে মাত্র। ৩৩

(চতুর্থ মাসে শিশুকে সূতিকাগৃহ হইতে বাহির করিয়া সূর্য্য দেখাইবে। আর ষষ্ঠ মাসে হইবে তাহার অন্নপ্রাশন এবং বংশের অপরাপর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান যাহা থাকে তাহাও এই সময়ে করাইবে।)

(মেঃ)—ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে চতুর্থ মাসে শিশুটীকে গৃহের বাহিরে 'নিষ্ক্রমণ' করাইবে অর্থাৎ সূর্য্য দেখাইবে। তিনটী মাস তাহাকে সূতিকাগৃহেই রাখিয়া দিবে। "শিশো-র্নিষ্ক্রমণং" এখানে 'শিশু' এই শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, এটীতে শূদ্রেরও প্রাপ্তি আছে, ইহা শূদ্রেরও কর্ত্তব্য। এইরূপ ষষ্ঠ মাসে হইবে 'অন্নপ্রাশন'। সুতরাং পাঁচটী মাস কেবল দুধই হইবে শিশুর আহার। আবার, বালকটী যে বংশে জন্মিয়াছে সে বংশের যেটী মাঙ্গলিক আচার থাকে, যেমন পূতনা, শকুনিকা, এক বৃক্ষ প্রভৃতিকে উপহার দেওয়া প্রভৃতি লোকপ্রসিদ্ধ অনুষ্ঠান (সেগুলিও এখন কর্ত্তব্য)। অথবা অন্য একটী বিশেষ সময়েও তাহা করা যাইবে। ইহা দ্বারা এই যে কুলাচার বলা হইল এটী সকল সংস্কারেরই অঙ্গ—সকল সংস্কারের পক্ষেই এটী প্রযোজ্য। কাজেই নামকরণের সম্বন্ধে আগে যেসব নিয়ম বলা

হইল তাহা না থাকিলেও উহা কুলাচার অনুসারে কর্ত্তব্য। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন কুলধর্ম্ম অনুসারে ইন্দ্রস্বামী, ইন্দ্রশর্ম্মা, ইন্দ্রভূমি, ইন্দ্রঘোষ, ইন্দ্ররাত, ইন্দ্রবিষ্ণু, ইন্দ্রজ্যোতিঃ, ইন্দ্রযশা ইত্যাদি প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ধরণের নামকরণও সংগত হয়। ৩৪

(সকল দ্বিজগণের পক্ষে বেদ নির্দ্দেশ অনুসারে চূড়াকরণ প্রথম বৎসরে অথবা তৃতীয় বৎসরে ধর্ম্মার্থে করণীয়।)

(মেঃ)—'চূড়া' অর্থ (এক গোছা চুল); তাহার জন্য যে কর্ম্ম তাহা 'চূড়াকর্ম্ম'। মস্তকের বিশেষ বিশেষ অংশে বিশেষ রকমের বিন্যাস (বিউনি) করিয়া কেশ রাখা হয়; ইহাকে চূড়াকর্ম্ম বলা হয়। ইহা প্রথম বৎসরে অথবা তৃতীয় বৎসরে কর্ত্তব্য। গ্রহসন্নিবেশ যাহাতে প্রশস্ত হয়, তাহারই জন্য এইরূপ বিকল্প বলা হইল। এখানে যে "শ্রুতিনোদনাৎ"=বেদের বিধান অনুসারে, এইরূপ বলা হইল ইহা অনুবাদ মাত্র (জ্ঞাতজ্ঞাপক), যেহেতু এই স্মার্ত্ত কর্ম্মের প্রামাণ্যের মূলে আছে শ্রুতি, ইহা আগেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অথবা ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—'শ্রুতি' বলিতে কেবল বিধিবোধক বেদবাক্যই ধর্ত্তব্য হইবে না, কিন্তু যাহা বিধিপ্রতিপাদন করে না, সেইরূপ মন্ত্রও গ্রাহ্য হইবে। আর,"যাং জনাঃ প্রতিনন্দন্তি" ইত্যাদি মন্ত্র যেমন 'অষ্টকা' নামক শ্রাদ্ধকর্ম্ম প্রতিপাদন করে "যৎ ক্ষুরেণ মার্জ্জয়েৎ" ইত্যাদি মন্ত্রও সেইপ্রকার 'রূপ'দ্বারা (দ্রব্য এবং দেবতা প্রতিপাদন করিয়া) চূড়াকর্ম্ম প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা এই কথা বলিয়া দেওয়া হইল যে, এই কর্ম্মটী সমন্ত্রক কর্ত্তব্য। তবে ইহার বিশেষ অনুষ্ঠান কি তাহা জানিবার জন্য গৃহ্যসূত্রের বিধান অনুসরণ করিতে হইবে। এই জন্য, এ সংস্কারটী শূদ্রের কর্ত্তব্য নহে, বিশেষতঃ যখন এখানে "দ্বিজাতীনাং" বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া রহিয়াছে। তবে অনিয়মিত সময়ে শূদ্রের পক্ষেও কেশচ্ছেদন করা হয়, ইহা অর্থাপত্তি লভ্য; কাজেই তাহার নিষেধ নাই। ৩৫

(গর্ভোৎপত্তিকাল হইতে গণনা করিয়া অষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্ত্তব্য, ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন গর্ভগ্রহণ হইতে একাদশ বৎসরে এবং বৈশ্যের হইবে গর্ভ হইতে দ্বাদশ বৎসরে।)

(মেঃ)—শিশু গর্ভস্থ হইলে তখন থেকে ধরিয়া বৎসর গণনা করিলে যেটী অষ্টম বৎসর হয় (অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইবার পর ছয় বৎসর তিন মাস কাটিয়া গেলে) যে বৎসরটী পাওয়া যাইবে সেটী হইবে তাহার গর্ভাষ্টম বৎসর। 'গর্ভ' শব্দটী দ্বারা এখানে সাহচর্য্যবশতঃ 'সংবৎসর' লক্ষিত (লক্ষণা দ্বারা বোধিত) হইতেছে। যেহেতু গর্ভের কোন সংবৎসরকে মুখ্য অর্থে অষ্টম বৎসর এরূপ বলা যায় না। সেই সময়ে ব্রাহ্মণের 'ঔপনায়ন' করিবে। উপনয়নকেই 'ঔপনায়ন' বলা হইয়াছে। উপনয়ন শব্দের উত্তর স্বার্থে 'অণ্' প্রত্যয়; "অন্যেষামপি দৃশ্যতে" এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে শেষের পদটীর প্রথম স্বর দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে। অথবা উহা ছন্দের মধ্যে প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া ছন্দের অনুরোধে উভয় পদেরই বৃদ্ধি হইয়াছে। এই সংস্কারটী বেদ-বিদ্‌গণের গৃহ্যস্মৃতি মধ্যে 'উপনয়ন' এই নামেই প্রসিদ্ধ; ইহার অপর নাম 'মৌঞ্জীবন্ধন'। যে সংস্কারের দ্বারা "উপ"=সমীপে অর্থাৎ আচার্য্যের সমীপে "নীয়তে"=বালকটী নীত হয় তাহার নাম 'উপনয়ন'। আচার্য্যের সমীপে সে বেদাধ্যয়নের জন্যই নীত হয়, চেটা মাদুর বুনিতে কিংবা ঘরের দেওয়াল দিতে (সাহায্য করিবার জন্য) তাহাকে সেখানে লইয়া যাওয়া হয় না। 'উপনয়ন' ইহা একটী বিশিষ্ট সংস্কারের নাম। "গর্ভাৎ একাদশে রাজ্ঞঃ"=গর্ভধারণ কাল হইতে কিংবা গর্ভের পর হইতে যেটী একাদশ বৎসর সেটীতে ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন কর্ত্তব্য। 'রাজ্ঞঃ' এস্থলে যে 'রাজন্' শব্দটী রহিয়াছে উহার অর্থ ক্ষত্রিয়জাতিমাত্র, কিন্তু উহা রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি ধর্ম্ম বুঝাইতেছে না; যেহেতু এইরূপ অর্থেই ক্ষত্রিয় শব্দের প্রয়োগ বহু গ্রন্থ মধ্যে দেখা যায়, বিশেষতঃ এখানে ব্রাহ্মণাদি জাতির সহিত ঐ 'রাজ' শব্দটী যখন রহিয়াছে। কাজেই ব্রাহ্মণাদি শব্দ যেমন জাতিবাচক এই 'রাজ' শব্দটীও সেইরূপ জাতিবাচক। ইহার আরও কারণ এই যে, অগ্রে ত্রৈবর্ণিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে মেখলারূপ গুণবিধান করিবার কালে আচার্য্য স্বয়ং বলিবেন "ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্ব্বী"=ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মৌর্ব্বী মেখলা হইবে। এখানে যখন 'ক্ষত্রিয়' শব্দটীর প্রয়োগ দেখা যাইতেছে তখন ইহা হইতেই নিশ্চয় হইয়া থাকে যে এখানকারও এই 'রাজ শব্দ'টী ঐ ক্ষত্রিয় জাতিকেই বুঝাইতেছে। ক্ষত্রিয় ছাড়া বৈশ্য প্রভৃতি জাতির লোক যদি জনপদের অধীশ্বর হয় তবে তাহাকেও 'রাজা' এই শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হইয়া থাকে বটে

কিন্তু সেস্থলে 'রাজ' শব্দের প্রয়োগ যে গৌণ—উহা যে গৌণার্থক, সে কথা অগ্রে বলিব—আলোচনা করিব। মুখ্য অর্থ গ্রহণ করায় বাধা ঘটিলে, উহা সম্ভব না হইলে তখন গৌণ অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। 'রাজ' শব্দটী যে এখানে ক্ষত্রিয় জাতিবাচক তাহা গৃহ্যসূত্রকারের বচন হইতেও নিরূপিত হয়। এইজন্য গৃহ্যসূত্রকার বলিতেছেন "ব্রাহ্মণ বালককে অষ্টম বর্ষে উপনয়ন সংস্কারযুক্ত করিবে, ক্ষত্রিয় বালককে একাদশ বৎসরে এবং বৈশ্য পুত্রকে দ্বাদশ বৎসরে"। ভগবান্ পাণিনিও এই প্রকার অর্থই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি 'রাজার কর্ম্ম রাজ্য' এই প্রকার ব্যুৎপত্তি দেখাইয়া বলিয়া দিতেছেন যে রাজ্য শব্দটীর প্রকৃতি হইতেছে রাজ শব্দ। কাজেই জনপদের ঐশ্বর্য্য (অধীশ্বরত্ব) নিবন্ধন যে 'রাজা' সেরূপ অর্থে রাজ শব্দটীর প্রয়োগ, ইহা তিনি বলিতেছেন না।* এইরূপ, গর্ভ হইতে গণনা করিয়া দ্বাদশ বৎসরে বৈশ্যের উপনয়ন হইবে। ৩৬

(ব্রহ্মবর্চ্চস লাভের কামনা থাকিলে ব্রাহ্মণের উপনয়ন ঐরূপ পঞ্চম বৎসরে কর্ত্তব্য, রাজ্য-বলপ্রার্থিতা থাকিলে ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন ঐরূপ ষষ্ঠ বৎসরে এবং কৃষিবাণিজ্যাদি-বিষয়ক চেষ্টা লাভের কামনায় বৈশ্যের উপনয়ন অষ্টম বৎসরে কর্ত্তব্য।)

(মেঃ) পিতার ধর্ম্মের (কামনার) দ্বারা পুত্রকে বিশেষিত করিয়া দিতেছেন "ব্রহ্মবর্চ্চস" ইত্যাদি। পিতা কামনা করিতে পারে যে আমার পুত্রটী ব্রহ্মবর্চ্চসযুক্ত হউক ; পিতার এই প্রকার কামনাটী পুত্রের উপর আরোপ করিয়া বলিতেছেন 'তাদৃশ কামনাযুক্তের উপনয়ন হইবে পঞ্চম বৎসরে'। বস্তুতঃ পুত্র তখন বালক ; কাজেই তাহার ঐ প্রকার কামনা হওয়া সম্ভব নহে (অতএব ইহা পিতারই কামনা)। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, এভাবে একজনের অনুষ্ঠিত কর্ম্মে অপর একজন ফল-ভাগী হইবে, ইহা স্বীকার করিলে 'অকৃতাভ্যাগম' নামক দোষ হয় (ইহাতে কার্য্যকারণের সামানাধিকরণ্য থাকে না বলিয়া বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি হইয়া পড়ে)। আবার, যে ফলটী যে কামনা করে নাই তাহা সে পাইয়া থাকে বলিয়া বিনা কামনায় ফলোৎপত্তি ঘটে। কাজেই পিতার কামনায় পুত্রের ব্রহ্মবর্চ্চসরূপ ফল হইবে, একথা বলিলে শব্দপ্রমাণ এবং ন্যায় (যুক্তিবিচার) ইহাদের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াই কথা বলা হয়? (উত্তর)—না, ইহা দোষের নহে। শ্যেনযাগের ন্যায় ইহা হইবে। অভিচারকারী ব্যক্তি শ্যেনযাগ করে কিন্তু ইহার ফলে যাহার বিরুদ্ধে অভিচার করা হয় সে লোকটী মরে। ইহাতে যদি বলা হয় যে, অভিচর্য্যমাণ ব্যক্তি মরিলেও যে অভিচার করে তাহার ত ঐটাই কামনা, কাজেই তাহারই ঐ ফল। যেহেতু ঐ যাগকারী ব্যক্তি শত্রুর মরণই কামনা করে, আর তাহাই সে ফলরূপে পায়; কাজেই এখানে ফলটী যে অকর্তৃগামী তাহা নহে। এখানেও সেইরূপ উপনয়নকর্ত্তা পিতা; তাঁহার কামনা তিনি বিশিষ্ট পুত্রবান্ হইবেন—পুত্রটী একজন বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি হইবে। পুত্রের আরোগ্যে যেমন পিতার প্রীতি হইয়া থাকে, পুত্রের 'ব্রহ্মবর্চ্চস' হইলেও পিতার সেইরূপ প্রীতি জন্মে। কাজেই ঐ উপনয়নরূপ কর্ম্মটী সম্পাদন করিবার যিনি অধিকারী তিনি ঐ কার্য্যের কর্ত্তা, ঐ ফলটীও তাঁহারই হইল। শাস্ত্রবচনের পদসকলের অর্থের অন্বয় (পরস্পরসম্বন্ধ) অনুসারেই শাস্ত্রের অর্থ নিরূপণ করিতে হয়। আর তদনুসারে এখানে ("ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য" ইত্যাদি শ্লোকটীতে) 'পুত্রের ঐ প্রকার ফল হউক ইহা যাহার কামনা তাহার পক্ষে এইরূপ কর্ত্তব্য' এই প্রকার অন্বয়ই প্রতীত হইতেছে। আর শব্দানুসারে পদার্থসকলের যেরূপ অন্বয় প্রতীত হয় তাহা পরিত্যাগ করিবার কোন প্রমাণও (কারণও) এখানে নাই।

ইহা দ্বারা এ বিষয়টীরও ব্যাখ্যা বলিয়া দেওয়া হইল যে, পুত্র কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের দ্বারা মৃত পিতার পারলৌকিক উপকার সাধিত হয়। কারণ, এখানেও পুত্র হইতেছে পিতার ঔর্দ্ধ্বদৈহিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, অথচ ঐ কর্ম্মের ফল হইতেছে ঐ মৃত পিতার তৃপ্তিলাভ। (এখানেও কর্ম্ম করিতেছে এক ব্যক্তি আর তাহার ফল পাইতেছে অন্য ব্যক্তি; আবার দেখা যাইতেছে ঐ কর্ম্মের মূলে যাহার কামনাও নাই এবং অনুষ্ঠানও নাই সেই ব্যক্তি ফল লাভ করিতেছে)। বস্তুতঃপক্ষে কথা এই যে, "হে পুত্র, তুমি আমার আত্মাই, পুত্র

*মূলে পাঠ আছে "জনপদৈশ্বর্য্যেণ রাজশব্দপ্রবৃত্তিমাহ"; ইহাতে অর্থটী সঙ্গত হয় না। এজন্য উহা "জনপদৈশ্বর্য্যে ন রজশব্দপ্রবৃত্তিমাহ" এই প্রকার পরিবর্ত্তন করিয়া অর্থ করা হইল।

নামে বাহিরে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছ" এই শ্রুতিবাক্যটী এখানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকর্ত্তা পুত্র এবং তৃপ্তিলাভকারীর পিতার অভিন্নতার জ্ঞাপক। কাজেই প্রকৃতপক্ষে পিতাই এখানে নিজের উদ্দেশ্যে নিজের শ্রাদ্ধ করিতেছে, কারণ এই উদ্দেশ্যেই পিতা পুত্রোৎপাদন করিয়াছে (এবং নিজেই পুত্ররূপে জন্মিয়াছে)। ইহার উদাহরণ যেমন, 'সর্ব্বস্বার' নামক যজ্ঞে 'আর্ভবপবমান' নামক স্তোত্র (সাম বিশেষ) যখন পঠিত হইতে থাকে সেই সময় যাগকর্ত্তা ঐ যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দেয়, (ইহাই বিধি)। কিন্তু ঐ স্তোত্রটীর পরেও ঐ যজ্ঞেরই অনেকগুলি অনুষ্ঠান করিতে হয়; সেগুলি ঐ যজমানেরই কর্ত্তব্য। তথাপি ঐ যজ্ঞে যে সকল ঋত্বিক্ থাকেন তাঁহারাই ঐ বাকী কাজগুলি সমাধা করেন (এবং তাহাতে ঐ যজমানের ফললাভে কোন বাধা হয় না)। ইহার কারণ এই যে, মরণকালে ঐ যজমান ঋত্বিক্‌গণকে এইভাবে নিযুক্ত করিয়া যান, কর্ম্মের ভার দিয়া যান "হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার যজ্ঞটী সম্পন্ন করিবেন"—এইভাবে নিয়োগ করিবার জন্যই হউক, কিংবা আগে থেকে ঋত্বিগ্‌গণকে দক্ষিণা দিয়া ঐ কার্য্যে বরণ করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই হউক যজমানই এখানে নিয়োগকর্ত্তা (সুতরাং কর্ম্মটীর কর্ত্তা)। এইরূপ এখানেও ঐ পিণ্ডপ্রয়োজনে পুত্র উৎপাদন করা হইয়াছে বলিয়া মৃত পিতার উদ্দেশে সেই পুত্র যে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করে তাহা সেই পিতা দ্বারাই করা হইল।

'ব্রহ্মবর্চ্চস' ইহার অর্থ অধ্যয়ন এবং অধীতবিষয়ের বিশেষ জ্ঞান। "বলার্থিনঃ রাজ্ঞঃ"= বলাভিলাষী ক্ষত্রিয়ের। 'বল' ইহার অর্থ ভিতরের এবং বাহিরের সামর্থ্য। উৎসাহশক্তি এবং মহাপ্রাণ্যতা (যুঝিবার শক্তি) ইহা আভ্যন্তরে সামর্থ্য। আর বাহিরের সামর্থ্য হইতেছে (ক্ষত্রিয়ের পক্ষে) হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এবং কোশসম্পৎ (সম্পাদন)। ইহা এইরূপ কথিতও আছে,— 'রাজ্যাঙ্গের সমাবেশ এবং যুদ্ধের উপযোগী বস্তুসকল সংগ্রহ করা' (ইহা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বল)। 'ঈহা' অর্থ চেষ্টা; বহু ধনের দ্বারা কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির প্রয়োগ। সবকয়টী স্থলেই বর্ষগণনা হইবে গর্ভোৎপত্তিকাল হইতে। যেহেতু পূর্ব্বশ্লোকের 'গর্ভাৎ' এই কথাটীর অনুবৃত্তি চলিতেছে। ৩৭

(গর্ভোৎপত্তিকাল হইতে গণনা করিয়া ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের উপনয়নকাল কাটিয়া যায় না; এইরূপ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দ্বাবিংশ বৎসর এবং বৈশ্যের পক্ষে চতুর্ব্বিংশ বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়নকাল থাকে।)

(মেঃ) —এইভাবে মুখ্য উপনয়ন এবং কাম্য উপনয়ন দুয়েরই সময় বলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এমন যদি ঘটে যে পিতা মারা গেলেন কিংবা বালকেরই ব্যাধি প্রভৃতি হইল যাহার ফলে বালকটীর ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপনয়ন হইতে পারিল না, তখন উপনয়নকাল উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় সে আর উপনয়নযোগ্য হইবে না। যদিও কাল ক্রিয়ার অঙ্গ ছাড়া আর কিছু নহে, তথাপি সেই অঙ্গটীর অভাব ঘটিলেও ঐ কর্ম্মের অধিকার চলিয়া যায়। যেমন সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্র কর্ত্তব্য; সে সময়ে যদি তাহা করা না হয় তাহা হইলে অন্য সময়ে তাহা আর করা চলে না। এইজন্য পূর্ব্বোক্ত ঐ বিহিত কাল ছাড়াও অন্য সময়ে তাহা যে করা যায় সেই প্রতিপ্রসব নির্দ্দেশ করিবার জন্য "আষোড়শাব্দাৎ" ইত্যাদি শ্লোকটী বলিতেছেন। গর্ভগ্রহণকাল হইতে যতদিন ষোড়শ বৎসর (অপূর্ণ) থাকে ততদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের উপনয়নযোগ্যতা নষ্ট হয় না। "সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে" এখানে 'সাবিত্রী' শব্দটী দ্বারা উপনয়ন নামক কর্ম্ম লক্ষিত (লক্ষণা দ্বারা বোধিত) হইতেছে, কারণ উপনয়নই সাবিত্রী অনুবচনের (অধ্যয়নের) সাধন (নির্ব্বাহক)। "ন অতিবর্ত্ততে" ইহার অর্থ, উহার কাল অতিক্রান্ত হয় না।

এইরূপ, "আ দ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোঃ"=ক্ষত্রবন্ধুর অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতীয়ের পক্ষে ঐভাবে দ্বাবিংশ বৎসরটী যতদিন না পূর্ণ হয় (ততদিন উপনয়নকাল কাটিয়া যায় না)। 'ক্ষত্রবন্ধু' এখানে এই যে 'বন্ধু' শব্দটী রহিয়াছে ইহা কোন কোন স্থলে নিন্দা অর্থ বুঝায়। যেমন, 'ওরে ক্ষত্রিয়বন্ধো'! (ক্ষত্রিয়াধম) ইত্যাদি ; এখানে 'বন্ধু' শব্দটী নিন্দার্থক। কখন কখন উহার অর্থ জ্ঞাতিও হয়; যেমন, 'গ্রামতা, জনতা, বন্ধুতা এবং সহায়তা এগুলির স্বরূপ বুঝিয়া উঠা দেবরাজ ইন্দ্রেরও অসাধ্য, পৃথিবীর লোকের ত কথাই নাই। বন্ধু শব্দের অর্থ দ্রব্য হয় ; যেমন,— "জাত্যন্তাৎ ছ বন্ধুনি" এইসূত্রে দ্রব্য বা জাতি বুঝাইতেছে। এগুলির মধ্যে প্রথম দুইটী অর্থ

এখানে খাটে না বলিয়া তৃতীয় অর্থটী (জাতি অর্থটী) গ্রহণ করা হইতেছে। দ্বাবিংশতির যাহা পূরণ (পূরক) তাহা 'দ্বাবিংশ'; সেই অব্দ, ইহাই তদ্ধিত (ডট্) প্রত্যয়টীর অর্থ। "আ চতুর্ব্বিংশতেঃ বিশঃ"=বৈশ্যের পক্ষে ঐভাবে চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়নকাল থাকে। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও পূরণবাচক প্রত্যয় হওয়া উচিত ছিল (তাহা হইলে "চতুর্বিংশাৎ" এইরূপ হইত)। কিন্তু ছন্দের অনুরোধে তাহা করা হয় নাই। তবে এখানেও ঐ পূরণ প্রত্যয়েরই অর্থ প্রতীত হইতেছে। কারণ, তাহা না হইলে 'চতুর্বিংশতি' শব্দটী সংখ্যাবাচক বলিয়া উহা হয় সমষ্টিবোধক; আর সমষ্টি কাহারও সীমা হইতে পারে না। পক্ষান্তরে ঐ সমষ্টির অংশস্বরূপ যে 'চতুর্বিংশ' বৎসর তাহা সীমা হইতে পারে। "আ ষোড়শাব্দাৎ" ইত্যাদি স্থলের 'আঙ্ (আ)' এই শব্দটীর অর্থ 'অভিবিধি' (ব্যাপ্তিবোধক সীমা)—প্রাচীনগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা জ্ঞাপক শ্রুতিবাক্যও উদাহরণ দিয়া থাকেন; যথা,—। "গায়ত্রী দ্বারা ব্রাহ্মণকে উপনীত করিবে, ত্রিষ্টুভ্ দ্বারা ক্ষত্রিয়কে উপনীত করিবে এবং জগতী দ্বারা বৈশ্যকে উপনীত করিবে।" এই যে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ এবং জগতী তিনটি ছন্দঃ (ইহাদের চারি চরণে যথাক্রমে ৩২, ৪৪ এবং ৪৮টী অক্ষর থাকে বলিয়া) পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সময়ে (১৬, ২২ এবং ২৪ বৎসরে) উহাদের দুইটী চরণ পূর্ণ হইয়া যায়। ঐ সময় পর্য্যন্ত ঐ ছন্দগুলি ঐ সমস্ত বালকের নিকট বলবৎ থাকে—উহারা নিজেদের আশ্রয়স্বরূপ বর্ণগুলিকে পরিত্যাগ করে না। কিন্তু বয়সের বৎসরসংখ্যায় উহাদের তৃতীয় চরণ আরম্ভ হইয়া গেলে ঐ সকল ছন্দের বয়স কাটিয়া যায়—অধিক বয়স হইয়া পড়ে, উহাদের রস (আগ্রহ বা উৎসাহশক্তি) চলিয়া যায়, উহাদের সামর্থ্য কমিয়া যায়, তখন সমাপ্তির দিকে (শেষ দশায়) উপস্থিত হয়। যেমন পঞ্চাশ বৎসর হইলে মানুষ স্থবির হইয়া পড়ে। আর এই কারণে, '(এখন পর্য্যন্ত) এ ব্যক্তি আমাদের উপাসনা করিল না', এই ভাবিয়া সেই বর্ণকে (জাতিকে) ঐ সকল ছন্দ ছাড়িয়া যায়। তাহার পর ব্রাহ্মণ আর 'গায়ত্র' (গায়ত্রীযুক্ত) থাকে না, ক্ষত্রিয় 'ত্রৈষ্টুভ' থাকে না এবং বৈশ্যও 'জাগত' (জগতী ছন্দযুক্ত মন্ত্রার্হ) থাকে না। যে ঋক্ মন্ত্রের দেবতা হইতেছেন সবিতা তাহার নাম 'সাবিত্রী'; তাহা গায়ত্রী ছন্দের একটী ঋক্‌মন্ত্রবিশেষ বুঝিতে হইবে; ইহা গৃহ্যসূত্র হইতে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সাবিত্রী হইবে ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোযুক্ত ঋক্‌মন্ত্র;—"আ কৃষ্ণেন" ইত্যাদি মন্ত্রটী। বৈশ্যের পক্ষে গায়ত্রী হইবে জগতীছন্দোবদ্ধ ঋক্‌মন্ত্র;—"বিশ্বা রূপাণি" ইত্যাদি মন্ত্রটী। ৩৮

(উক্ত নির্দ্দিষ্টকালমধ্যে ঐ বর্ণত্রয়ের বালকগণের উপনয়নসংস্কার না হইলে ইহার পর উহারা সকলেই সাবিত্রীভ্রষ্ট হয়, উহারা তখন 'ব্রাত্য' হইয়া যায়; শিষ্টগণের নিকট নিন্দিত হইতে থাকে)।

(মেঃ)—"অত ঊর্দ্ধং"=এই সময়ের পরে, "ত্রয়ঃ অপি এতে"=ব্রাহ্মণ প্রভৃতি এই তিনটী বর্ণই "যথাকালং"=যাহার পক্ষে যে উপনয়নকাল (মুখ্যকাল) এবং তাহার আনুকল্পিককাল (গৌণকাল) সেই সময়ের মধ্যে "অসংস্কৃতাঃ"=উপনয়নসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত না হওয়ায় "সাবিত্রীপতিতাঃ"= তাহারা সাবিত্রী হইতে পতিত হয় উপনয়নভ্রষ্ট হইয়া থাকে এবং "ব্রাত্যাঃ"=তাহাদের তখন সংজ্ঞা হয় 'ব্রাত্য'। এবং তাহারা "আর্য্যবিগর্হিতাঃ"—আর্য্যগণের দ্বারা, শিষ্টগণের দ্বারা নিন্দিত হয়। ইহারা যে অনুপনেয় তাহা পূর্ব্ব শ্লোকেই বলা হইয়াছে। কাজেই তখন উহাদের সংজ্ঞা হয় 'ব্রাত্য', ইহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য এই শ্লোকটী বলা হইল। ৩৯

(এই ব্রাহ্মণাদিজাতীয় ব্রাত্যগণ শাস্ত্রোক্ত নিয়মমত প্রায়শ্চিত্ত না করিলে ইহাদের সহিত কোন আপৎকল্পেও অধ্যয়নাদিসম্বন্ধ এবং বিবাহসম্পর্ক স্থাপন করিবে না।)

(মেঃ)—ইহারা আর্য্যগণের দ্বারা নিন্দিত এ কথা বলা হইল। ইহাদের যে নিন্দা করা হয় সেটী কিরূপ? তাহাই বলিতেছেন "নৈতৈঃ" ইত্যাদি। "এতৈঃ"=এইসকল ব্রাত্যগণের সহিত "বিধিবৎ"=যথাবিধি, "তাহাদিগকে তিন কৃচ্ছ্র করাইয়া" ইত্যাদি বচনে ব্রাত্যগণের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে শাস্ত্রমধ্যে যেরূপ নিয়ম বলিয়া দেওয়া আছে তদনুসারে, "অপূতৈঃ"=প্রায়শ্চিত্ত না করিলে, "আপদি অপিহি কর্হিচিৎ"=কোন আপৎকল্পেও, "সম্বন্ধান্ ন আচরেৎ"=সম্বন্ধ করিবে না। (প্রশ্ন)—তবে কি উহাদের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধই নিষিদ্ধ হইল? (উত্তর)—না, তাহা নহে; "ব্রাহ্মান্ যৌনাংশ্চ"=ব্রাহ্মসম্বন্ধ এবং যৌনসম্বন্ধ করিবে না। 'ব্রহ্ম' অর্থ বেদ;

সেই বেদসম্পর্কিত সম্বন্ধ; যেমন, যাজন, অধ্যাপন, প্রতিগ্রহ—এইগুলি করিবে না। ঐ ব্রাত্যগণের যাগ (পূজা প্রভৃতি) করা চলিবে না এবং উহাদিগকে যাজক (পূজক, ঋত্বিক্) করা চলিবে না। এইরূপ উহাদিগকে অধ্যাপনা করা চলিবে না কিংবা উহাদের নিকট অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য হইবে না। প্রতিগ্রহও ব্রাহ্মসম্বন্ধ; কেন না, বেদাধ্যয়ন করিয়াছে বলিয়াই সেই অধীতবেদ ব্যক্তির প্রতিগ্রহ করিবার অধিকার থাকে (অন্যথা নহে)। 'যৌন সম্বন্ধ' অর্থ কন্যাদান করা কিংবা কন্যাগ্রহণ করা। "ব্রাহ্মণৈঃ সহ" এখানে ব্রাহ্মণশব্দ দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে মাত্র; (বস্তুত ব্রাত্য—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিনজনই এখানে বক্তব্য।)

ব্রাত্য হইলে এই প্রকার দোষ ঘটে বলিয়া, পিতা না থাকিলে ঐ ব্রাত্যতাদোষ পরিহার করিবার নিমিত্ত বুদ্ধিমান্ বালক নিজেই নিজেকে উপনীত করাইবে, ইহা বিধিসিদ্ধ; এই প্রকার অর্থ এখানে প্রতীত হইতেছে। এই যে আচার্য্য কর্ত্তৃক অধ্যাপনবিষয়ক বিধান ইহা কাম্য কর্ম্ম। কাজেই যদি কেহ আচার্য্যত্ব কামনা না করেন, আমার আচার্য্য হইবার দরকার নাই, এই ভাবিয়া মাণবককে অধ্যাপনা করিতে প্রবৃত্ত না হন তাহা হইলে মাণবকের কর্ত্তব্য হইবে দক্ষিণা প্রভৃতি দিয়া তাঁহার কাছে প্রার্থনা করা (যাহাতে তিনি অধ্যাপনা করিতে প্রবৃত্ত হন)। শ্রুতি (ছান্দোগ্য উপনিষৎ) মধ্যে সেইরূপ আম্নাত হইয়াছে,—সত্যকাম জাবাল হারিদ্রুম আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমি আপনার সমীপে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিব" ইত্যাদি। এইভাবে তিনি স্বয়ংই আচার্য্যসমীপে উপনয়নের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ৪০

(ঐ তিন জাতীয় ব্রহ্মচারী যথাক্রমে কৃষ্ণমৃগচর্ম্ম, রুরুমৃগচর্ম্ম এবং ছাগচর্ম্ম উত্তরীয় করিবে। তাহারাই যথাক্রমে শণনির্ম্মিত, ক্ষৌম এবং ঊর্ণানির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিবে।)

(মেঃ)—'কার্ষ্ণ' অর্থাৎ কৃষ্ণসার মৃগের। যদিও 'কৃষ্ণ' শব্দটী কৃষ্ণগুণযুক্ত যেকোন বস্তুকেই বুঝায়, যেমন, কৃষ্ণগরু, কৃষ্ণকম্বল ইত্যাদি, তথাপি উহা এখানে কৃষ্ণমৃগকেই বুঝাইতেছে; কারণ অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপই নির্দ্দেশ দেওয়া আছে, বিশেষতঃ এইখানেই 'রৌরব' (রুরুনামক এক জাতীয় মৃগের) এই শব্দটীর সঙ্গে উহার যখন উল্লেখ রহিয়াছে। 'রুরু' অর্থ এক বিশেষজাতীয় মৃগ। 'বস্ত' অর্থ ছাগ। 'রৌরব' এবং 'বাস্ত' দুইটী স্থলেতেই 'রুরু' এবং 'বস্ত' শব্দের উত্তর বিকারার্থে কিংবা অবয়বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কৃষ্ণসারমৃগচর্ম্ম, ক্ষত্রিয় রুরুমৃগের চর্ম্ম এবং বৈশ্য ছাগচর্ম্ম আচ্ছাদনরূপে (উত্তরীয় করিয়া) ব্যবহার করিবে। এবং তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রও হইবে যথাক্রমে শণ, ক্ষুমা এবং ঊর্ণা নির্ম্মিত। 'চ' শব্দটী এখানে সমুচ্চয়ার্থক। ইহাদের মধ্যে শণ প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত বস্তুগুলি উত্তরীয় হইবে না (কিন্তু পরিধেয় হইবে), আর ঐ চর্ম্মগুলি হইবে উত্তরীয় ·ইহাই হওয়া উচিত: বস্ত্র কৌপীন এবং আচ্ছাদনের জন্য গ্রহণীয়। "আনুপূর্ব্ব্যেণ"=ক্রমানুসারে অর্থাৎ ঐগুলি যে ক্রমে উক্ত হইয়াছে সেই ক্রমে ব্রাহ্মণাদিবর্ণের ব্রহ্মচারীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবে এক এক জাতীয় ব্রহ্মচারীর সবগুলির সহিত সম্বন্ধ হইবে না কিংবা যে ক্রমে বলা আছে তার বিপরীত ক্রমেও হইবে না। প্রথম-উল্লিখিত চর্ম্ম এবং বস্ত্রের প্রথম (ব্রাহ্মণ) ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধ এবং দ্বিতীয় স্থানে উল্লিখিত চর্ম্মও বস্ত্রের সহিত দ্বিতীয় (ক্ষত্রিয়) ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধ। তাহাই এখানে বচনমধ্যে ("আনুপূর্ব্ব্যেণ" ইহা দ্বারা) দেখান হইল।

আচ্ছা! জিজ্ঞাসা করি, এখানে বচন না থাকিলেও ত চলিত; কারণ, ইহা লৌকিক ব্যবহার হইতেই নিরূপিত হয়। যেমন 'বজ্র, অনিল এবং হুতাশন দ্বারা চূর্ণিত, আক্ষিপ্ত এবং দগ্ধ হইলে' এই শ্লোকে ক্রম অনুসারেই পূর্ব্বার্দ্ধস্থিত পদগুলির সহিত পরার্দ্ধস্থিত পদগুলির অন্বয় হইয়া থাকে—চূর্ণিত হয় বজ্রের দ্বারা, আক্ষিপ্ত (দূরে নিক্ষিপ্ত) হয় অনিল দ্বারা এবং দগ্ধ হয় হুতাশন দ্বারা—সেইরূপ আলোচ্য বিষয়গুলির স্থলেও হইবে। (অতএব ইহার জন্য বচনের দরকার কি?)। ইহার উত্তরে বক্তব্য, ঐরূপ হইতে পারিত বটে যদি ভিন্ন ভিন্নভাবে (ব্রহ্মচারিগণের জাতিনির্দ্দেশ সহকারে) উল্লেখ থাকিত এবং সংখ্যাতেও ব্রহ্মচারী এবং উত্তরীয়াদিগুলির সমতা থাকিত। তাহা কিন্তু এখানে নাই। এখানে "ব্রহ্মচারিণঃ" (ব্রহ্মচারিগণ) এই একটী মাত্র শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া উহাদের জাতিগত ক্রম কিছু বুঝা যায় না। তাহার উপর আবার—ব্রহ্মচারী তিনজন, কিন্তু বিধীয়মান পদার্থগুলি সংখ্যায় ছয়টী, তিনটী চর্ম্ম

এবং তিনটী বস্ত্র। কিন্তু এখানে যদি "আনুপূর্ব্ব্য" এই কথাটী দেওয়া থাকে তাহা হইলে ইহার পূর্ব্বে অন্য বাক্যে যে ক্রম আছে তাহা অনুসরণ করা যায়। আর তাহাতে চর্ম্মগুলির সহিত ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধ গ্রহণ করিয়া পুনরায় ঐ ব্রহ্মচারী পদটীর আবৃত্তিকরতঃ বস্ত্রগুলির সহিত উহাদের সম্বন্ধ করান যায়। আর তাহাতে উভয়দিকে সংখ্যারও সমতা সিদ্ধ হয়। এই প্রকার বিষয় সম্বন্ধেই ভগবান্ পাণিনি যত্ন করিয়া বলিয়াছেন "সমপদার্থগুলি নির্দ্দেশ হইবে সমসংখ্যা অনুসারে"। ৪১

(ব্রাহ্মণের মেখলা হইবে মুঞ্জতৃণনির্ম্মিত, তাহা তিন খি হইবে এবং সম হইবে অর্থাৎ কোথাও সরু কোথাও মোটা এরূপ হইবে না এবং তাহা মসৃণও হইবে। মূর্ব্বাতৃণনির্ম্মিত যে ধনুকের ছিলা তাহাই ক্ষত্রিয়ের মেখলা এবং শণ সূতা দ্বারা তৈয়ারি মেখলা বৈশ্যের কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—'মুঞ্জ' একজাতীয় তৃণ; তাহা দ্বারা নির্ম্মিত (মেখলা) মৌঞ্জী; ব্রাহ্মণের মেখলা অর্থাৎ মধ্যদেশে (কটিদেশে) বাঁধিবার রজ্জু করিতে হইবে ঐ মৌঞ্জী। তাহা "ত্রিবৃৎ"=ত্রিগুণ (তিন খি)। তাহা "সমা"=সমপ্রকার, কোথাও সূক্ষ্ম কোথাও সূক্ষ্মতর এরূপ হইবে না, কিন্তু সকল অংশেতে একই প্রকার। এবং তাহা হইবে "শ্লক্ষ্ণা"=সূক্ষ্মতাবিশিষ্ট এবং ঘসামাজা (অতএব মসৃণ)। ক্ষত্রিয়ের মেখলা হইবে জ্যা অর্থাৎ ধনুকের ছিলা। উহা কখন কখন চামড়ার হয়, কখন তৃণবিশেষনির্ম্মিত এবং কখনও বা ছেলো রজ্জুনির্ম্মিতও হইয়া থাকে। এই জন্য নিয়ম বলিয়া দিতেছেন "মৌর্ব্বী";—মূর্ব্বা নামক তৃণবিশেষ নির্ম্মিত যে জ্যা তাহাই ক্ষত্রিয়ের মেখলা হইবে;—ধনুক হইতে ছাড়াইয়া লইয়া তাহা দ্বারা কটিবন্ধ করিতে হইবে। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ত্রিবৃৎ, সম এবং শ্লক্ষ্ণ এই গুণগুলি কেবলমাত্র মুঞ্জমেখলার পক্ষেই নহে কিন্তু উহা মেখলামাত্রেরই আবশ্যক, এইভাবে যদিও প্রথমে নির্দ্দেশ দেওয়া আছে তথাপি ঐগুলি জ্যা মেখলায় প্রযোজ্য হইবে না, কারণ তাহা হইলে তাহাতে জ্যার স্বরূপ নষ্ট হইয়া যাইবে।

যাহা শণতন্তু দ্বারা নির্ম্মিত তাহা "শণতান্তবী"। ছন্দের অনুরোধে এখানে উত্তরপদ যে তন্তু তাহারই আদি অক্ষরের বৃদ্ধি হইয়াছে। অথবা প্রথমতঃ কেবল তন্তু শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় করা হইলে 'তান্তব' পদ হয়; তাহার পর শণ শব্দের সহিত ঐ পদটীর সম্বন্ধ করিতে হইবে—তাহাতে শণের তান্তবী=শণতান্তবী এই পদটী সিদ্ধ হয়। যাহা প্রকৃতির বিকার তাহাকেও সেই মূল প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যেমন, গব্য ঘৃত (দুগ্ধই গব্য গোবিকার ঘৃত আবার সেই দুগ্ধের বিকার, তথাপি বলা হয় 'গব্য ঘৃত'), দেবদত্তের পৌত্র (দেবদত্তের পুত্র—তাহার পুত্র)। 'তন্তু' অর্থ সূতা; তাহাও ঐ মৌঞ্জীর ন্যায়ই করিতে হইবে। কারণ, গৃহ্যসূত্রকার সুস্পষ্টভাবেই বলিয়া দিয়াছেন যে বৈশ্যের মেখলাতেও 'ত্রিবৃৎ' প্রভৃতি ঐ পূর্ব্বোক্ত গুণগুলি থাকিবে। ৪২

(মুঞ্জ প্রভৃতিগুলি পাওয়া না গেলে কুশ, অশ্মন্তক এবং বল্বজনামক তৃণবিশেষ দ্বারা যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদির মেখলা কর্ত্তব্য হইবে। তাহা তিন খি হইবে এবং তাহাতে একটী, তিনটী অথবা পাঁচটী গ্রন্থি থাকিবে।

(মেঃ)—'মুঞ্জালাভে' এখানে একটী 'আদি' শব্দ ছিল, সেটী লোপ পাইয়াছে; সুতরাং ইহা হইবে 'মুঞ্জাদ্যলাভে'। 'কর্ত্তব্যা' এখানে বহুবচন থাকাটা বেশী যুক্তিসঙ্গত। মেখলাগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ব্রহ্মচারীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া ঐগুলিও ভিন্ন ভিন্ন (সুতরাং তদনুসারে "কর্ত্তব্যাঃ" এখানে বহুবচনের প্রয়োগই অধিক সঙ্গত)। আর যদি একজাতীয় ব্রহ্মচারীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয় তাহা হইলেও একজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া বহুবচনের প্রয়োগ সঙ্গত হয়। আগেকার শ্লোকে যে বলা আছে "বিপ্রস্য" এটীকে বহুবচনে পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে। একই স্থলে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সমাবেশ হইলে বিকল্প হয়। কিন্তু উপায় থাকিলে বিকল্প স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে। কাজেই ইহার অর্থ হইবে এইরূপ,—মুঞ্জ পাওয়া না গেলে মেখলাটী কুশনির্ম্মিত হইবে, জ্যা পাওয়া না গেলে অশ্মন্তক নামক তৃণবিশেষ দ্বারা হইবে এবং শাণ (শণ সূতার) অভাব ঘটিলে বল্বজ নামক তৃণবিশেষ দ্বারা কর্ত্তব্য। কুশ প্রভৃতি শব্দগুলি তৃণবিশেষ—ওষধিবিশেষ রূপ অর্থের বাচক। ইহা দ্বারা বলা হইল যে, মুঞ্জ প্রভৃতির

প্রতিনিধিরূপে এইগুলি গ্রহণীয়। কাজেই যদি কুশ প্রভৃতির অভাব ঘটে তাহা হইলে ঐ মুঞ্জ প্রভৃতির সহিত যাহার সাদৃশ্য আছে এমন অন্য বস্তুও গ্রাহ্য হইবে। "ত্রিবৃতা গ্রন্থিনৈকেন"= তিন খি এবং একটী গ্রন্থিযুক্ত হইবে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে যে এই গ্রন্থি ভেদ তাহা নহে, কিন্তু প্রত্যেক বর্ণের পক্ষে গ্রন্থির ইহা (কুলানুসারে) বিকল্প নির্দ্দেশ। কুশাদিনির্ম্মিত যে মেখলা করা হয় তাহাতেও এই গ্রন্থিভেদ রূপ ধর্ম্মভেদ বলা হইল বুঝিতে হইবে। ৪৩

(ব্রাহ্মণের পক্ষে উপবীত হইবে কার্পাসনির্ম্মিত ; তাহাতে তিনটী সূতা উদ্ধর্দিকে তুলিয়া ধরিয়া বেষ্টন করিয়া লইতে হয়। ক্ষত্রিয়ের উপবীতও ঐভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, তবে তাহা শণসূতার তৈয়ারি হওয়া উচিত। আর বৈশ্যের উপবীতও ঐরূপে নির্ম্মাণ করতে হইবে, কিন্তু তাহার সূতা মেষলোমনিষ্পন্ন হওয়া আবশ্যক।)

(মেঃ)—'উপবীত' শব্দের দ্বারা বস্ত্র ধারণ করিবার একটী বিশেষ বিন্যাস (ভঙ্গি) বলা হইতেছে। আচার্য্য স্বয়ং এ কথা অগ্রে "দক্ষিণ হস্ত উদ্ধৃত করিলে" ইত্যাদি বচনে বলিয়া দিবেন। এই যে 'উপবীত' ইহা মাত্র একটী ধর্ম্ম (বস্ত্রের গুণ বা অবস্থাবিশেষ-বোধক বিশেষণ)। সেই ধর্ম্মটী কার্পাস হইতে পারে না। কাজেই এখানে ঐ উপবীতরূপ ধর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মী কার্পাস লক্ষিত হইতেছে। ঐ উপবীতরূপ বিন্যাসটী যাহার ধর্ম্ম তাহা হইবে কার্পাস। অথবা 'কার্পাস' এটী বিশেষণ, ইহা মত্বর্থীয় অকার প্রত্যয়যুক্ত; কারণ উহা 'অর্শ আদি' গণের অন্তর্ভুক্ত। উহা উপবীতের ন্যায় ; এজন্য উহাকেও উপবীত বলা হইয়াছে। উহা "উদ্ধর্বৃতং"=উদ্ধর্দিকে চালনা করিয়া বেষ্টন করা হয়। উহা "ত্রিবৃৎ"—তিনগুণ, তিন খি। কাপাসকে কার্টুনি (টেকো, তকলি) প্রভৃতি দ্বারা সূত্ররূপে পরিণত করিয়া সেই সূতাকে আবার তিন খি করিয়া লইতে হইবে এবং তাহাকে উদ্ধর্দিকে চালনা করিয়া বেষ্টন করিতে হইবে। তিনটী সূতা একত্র করিয়া উদ্ধর্দিকে চালনা করত রজ্জুসদৃশ করিয়া তাহা দ্বারা উপবীত করিবে। ঐ রজ্জু একটাই ধারণ করিবে ; অথবা উহা তিনগাছি, পাঁচগাছি কিংবা সাতগাছি করিয়া ধারণ করা যায়। যজ্ঞের সহিত উহার সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া উহা 'যজ্ঞোপবীত' নামে প্রসিদ্ধ। যজ্ঞকর্ম্মের জন্য ইহা ধারণ করা হয়, এইভাবে ভক্তি বশতঃ অর্থাৎ সাদৃশ্যগুণ-যোগে ঐরূপে গৌণ প্রয়োগ করিয়া উল্লেখ করা হয়। ইষ্টিযাগ, পশুযাগ এবং সোমযাগ (এই যে তিনভাগে বিভক্ত যজ্ঞ আছে) এগুলি যজ্ঞরূপে এক ; কাজেই ঐ সকল কার্য্যের জন্য যে উপবীত, তাহা একটী তন্তু দ্বারা নির্ম্মাণ করা হয়। অথবা, তিনটী অগ্নি দ্বারা যজ্ঞকর্ম্ম নিষ্পাদিত হইয়া থাকে বলিয়া ঐ অগ্নিসংখ্যা অনুসারে উহা তিনটী তন্তু দ্বারা নির্ম্মাণ করা হয় ; কিংবা 'একাহ'যাগ, 'অহীন'যাগ এবং 'সত্র'যাগ এই ত্রৈবিধ্য অনুসারে উহা ত্রিগুণ হইয়া থাকে। অথবা সোমযাগ সপ্তসংস্থ (উহার সাতটী 'কল্প' আছে) ; তদনুসারে ঐ যজ্ঞোপবীতের তন্তু সাতটী করা হয়। এক দিনের প্রাতঃসন্ধ্যা প্রভৃতি তিনটী সন্ধ্যায় তিনটী সবন (সোম-যাগের অনুষ্ঠান বিশেষ) আছে ; তদনুসারে উহার পঞ্চগুণ (?) বিহিত। সূত্রের অভাব ঘটিলেও পট (বস্ত্র) প্রভৃতি দ্বারাও উহা কর্ত্তব্য ; অন্য স্মৃতিতে এইরূপ বলা আছে। "আবিক-সূত্রিকম্"='আবি' অর্থ মেষ ; তাহার দ্বারা কৃত সূত্র (মেষলোমনির্ম্মিত সূত্র) আবিকসূত্রিক। এখানে (অবিসূত্র শব্দের উত্তর) অধ্যাত্মগণীয় শব্দের উত্তর যে, 'ঠঞ্' প্রত্যয় হয়, তাহাই হইয়াছে। অথবা, ইহাকে 'অবিকসূত্রিক' এইরূপ পদ ধরিতে হইবে। তাহা হইলে মত্বর্থীয় 'ঠন্' প্রত্যয় দ্বারা পদটী সিদ্ধ হইবে। ৪৪

(ব্রাহ্মণের যোগ্য দণ্ড হইবে বিল্ব অথবা পলাশবৃক্ষনির্ম্মিত, ক্ষত্রিয়ের হইবে উহা বট অথবা খদিরবৃক্ষের, আর বৈশ্যের পক্ষে উহা পীলু অথবা ঔদুম্বরবৃক্ষের তৈয়ারি হইবে, ইহাই বিধান।)

(মেঃ)—যদিও "বৈল্বপালাশৌ" এইভাবে দ্বন্দ্বসমাস করিয়া বিল্বদণ্ড এবং পলাশ দণ্ডের সমুচ্চয় (মিলিতভাবে দুইটীরই প্রাপ্তি) বুঝান হইয়াছে তথাপি পরবর্ত্তী শ্লোকে দণ্ড সম্বন্ধে যে বিধি নির্দ্দেশ করিবেন তথায় একবচনের প্রয়োগ রহিয়াছে ; যেমন, "ব্রাহ্মণের দণ্ড হইবে কেশান্তিক", "মনোমত দণ্ড গ্রহণ করিয়া" ইত্যাদি। কাজেই দুইটী দণ্ডই যে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নহে, কিন্তু বিকল্পিতভাবে একটী দণ্ডও ধারণ করা যায়, এইরূপ অর্থই প্রতীত হইতেছে গৃহ্যসূত্র মধ্যেও এইরূপই বলা হইয়াছে; যথা—"ব্রাহ্মণের দণ্ড বিল্ববৃক্ষ অথবা পলাশবৃক্ষ

হইতে প্রস্তুত হইবে"। গোতমীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেও একটী দণ্ড গ্রহণ করিবার কথাই বলা আছে। এখানে কেবল দণ্ডের আবশ্যকতাই বলা হইয়াছে—"দণ্ডান্ অর্হন্তি" অর্থাৎ দণ্ডগুলি রাখা ব্রহ্মচারীর উচিত, এই দণ্ডগুলি ব্রহ্মচারীদের যোগ্য। কোন্ কর্ম্মে এইগুলির যোগ্যতা, তাহা এইখানেই কিছু পরে বলা হইবে, "মনের মত দণ্ড গ্রহণ করিয়া" ইত্যাদি। আর ঐ যে গ্রহণ কর্ম্ম দণ্ডটী উহাতে উপায়স্বরূপ, এজন্য উহার একত্বও বিবক্ষিত। এইজন্য এখানে যে দ্বিবচন দ্বারা নির্দ্দেশ সেটী যেমন, 'পর্জ্জন্যদেব যদি বর্ষণ করেন তাহা হইলে বহু লোক কৃষিকার্য্য করে' এই প্রকার যে উল্লেখ করা হয়, এইভাবে এস্থলে 'বহু' এ কথাটী যে বলা হয়, উহা যথাপ্রাপ্ত বিষয়েরই যত লোক চাষ করে তাবৎসংখ্যকেরই অনুবাদ মাত্র। (সুতরাং দণ্ড একটী অথবা দুইটী উভয়ই হইতে পারে।)

বিল্ব, পলাশ, বট, খদির, পীলু এবং উদুম্বর এগুলি বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের নাম। 'বৈল্ব' ইহার অর্থ বিল্ববৃক্ষনির্ম্মিত অথবা বিল্ববৃক্ষের অবয়ব (শাখা)। অপর সবগুলির পক্ষেও অর্থ এইরূপ। উদাহরণরূপে দেখাইবার জন্য এগুলির উল্লেখ। যেহেতু "যজ্ঞিয় বৃক্ষনির্ম্মিত দণ্ড মাত্রই সকলের পক্ষে গ্রহণীয়" এই প্রকার বচন রহিয়াছে। এই দণ্ডগুলি বক্ষ্যমাণ কার্য্যে ব্রহ্মচারীর যোগ্য। "ধর্ম্মতঃ" ইহার অর্থ শাস্ত্রবিধান অনুসারে। ৪৫

(ব্রাহ্মণের দণ্ড হইবে পা থেকে মস্তক পর্য্যন্ত পরিমাণের, ক্ষত্রিয়ের হইবে ললাট পর্য্যন্ত পরিমাণের এবং বৈশ্যের হইবে নাসিকাগ্র প্রমাণ।)

(মেঃ)—'দণ্ড' শব্দটী বিশেষ একটী আকারবোধক। দীর্ঘ কাষ্ঠ যাহার আয়াম (দীর্ঘতা এবং স্থূলতা) পরিমাণ অনুসারে (পরিমিতভাবে) থাকে তাহাকে 'দণ্ড' বলা হয়। উহার দৈর্ঘ্য কি পরিমাণ হইবে এইরূপ জিজ্ঞাসা হইলে তাহা বলিয়া দিতেছেন "কেশান্তগঃ" (কেশান্তকঃ) ;—যাহা কেশের 'অন্তে' (সমীপে) গমন করে—প্রাপ্ত হয় তাহা 'কেশান্তগ'= মস্তকপ্রমাণ। পা থেকে আরম্ভ করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত হয় 'কেশান্তগ'। অথবা 'কেশ যাহার অন্ত তাহা কেশান্তক'। এখানে সমাসান্ত 'ক'কার হইয়াছে—('কেশান্ত' না হইয়া 'কেশান্তক' হইল।) "প্রমাণতঃ"=এইরূপ প্রমাণ (পরিমাণ) করিয়া দণ্ড তৈয়ারি করাইতে হইবে। "ব্রাহ্মণস্য"= ব্রাহ্মণের পক্ষে, আচার্য্য এইরূপ করাইবেন। "ললাটসম্মিতঃ"=ললাটান্তপরিমিত—ললাট যেখানে শেষ হইয়াছে সেই পর্য্যন্ত মাপের। ললাটসম্মিত বলিতে কেবল ললাট পরিমাণ, এরূপ অর্থ হইতে পারে না ; কারণ ললাটের পরিমাণ চারি আংগুল মাত্র। সেই পরিমাণ কাষ্ঠকে কেহ দণ্ড বলে না। কাজেই "ললাটসম্মিত" ইহার অর্থ এইরূপ ধরিতে হইবে—পায়ের অগ্র থেকে ললাটের সমীপ ভাগ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ হয় সেই প্রমাণ দণ্ড হইবে ক্ষত্রিয়ের। এইরূপ, বৈশ্যের দণ্ড হইবে নাসিকান্ত পর্য্যন্ত পরিমাণ। ৪৬

(ঐ দণ্ডগুলির সব কয়টীই হইবে ঋজু, ছিদ্ররহিত, এবং দেখিতে সকলের প্রীতিজনক। উহা মনুষ্যাদি কাহারও পক্ষে যেন ত্রাসের কারণ না হয়, উহার ছাল যেন উঠাইয়া ফেলা না হয় এবং উহা বজ্রাগ্নি অথবা বনাগ্নিস্পৃষ্ট যেন না হয়।)

(মেঃ)—"ঋজবঃ" ইহার অর্থ যাহা বক্র নহে। "সর্ব্বে"=সব কয়টী ; ইহা অনুবাদ ; কারণ যাহা আলোচিত হইতেছে তাহার সহিত ইহা অবিশিষ্ট (অভিন্ন)। 'অব্রণ' অর্থ ছিদ্ররহিত। 'সৌম্য অর্থাৎ প্রীতিজনক হইয়াছে দর্শন যেগুলির' সেগুলি "সৌম্যদর্শনাঃ" ; সুতরাং ইহার অর্থ যেগুলির বর্ণ বিশুদ্ধ এবং যেগুলি কণ্টকযুক্ত নহে। "অনুদ্বেগকরাঃ"=যেগুলি দ্বারা কুকুরই হউক কিংবা মানুষই হউক কাহারও উদ্বেগ না জন্মে—ত্রাসের কারণ না হয়। "নৃণাম্"= মনুষ্যগণের ; ইহা কেবল দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে। "সত্বচঃ"=যেগুলিকে তক্ষণ করা হয় নাই—ছাল ছাড়ান চাঁচা হয় নাই। "অনগ্নিদূষিতাঃ"=যেগুলি বৈদ্যুতাগ্নি (বজ্রাগ্নি) কিংবা দাবাগ্নিদ্বারা স্পৃষ্ট হয় নাই। ৪৭

(মনোমত দণ্ড গ্রহণ করতঃ সূর্য্যোপস্থান করিবে। তাহার পর অগ্নির চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে ভিক্ষাসমূহ প্রার্থনা করিবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট চর্ম্মগুলি প্রাবরণ করা হইলে—(উত্তরীয়রূপে আচ্ছাদন করা হইলে) তাহার পর মেখলা বন্ধন কর্ত্তব্য। মেখলা বন্ধন করিয়া উপনয়ন করিতে হয়। উপবীত করা

হইলে তদনন্তর দণ্ডগ্রহণ। দণ্ডগ্রহণ করিয়া 'ভাস্কর' (সূর্য্য) উপস্থান কর্ত্তব্য; সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া আদিত্যদৈবত (আদিত্য যাহার দেবতা তাদৃশ) কয়েকটী মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যোপস্থান (সূর্য্যের উপাসনা) করণীয়। ঐ মন্ত্রগুলি গৃহ্যসূত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। এ সম্বন্ধে অপরাপর যেসব ইতিকর্ত্তব্যতা (আনুষ্ঠানিক) আছে তাহাও ঐ গৃহ্যসূত্র হইতে জ্ঞাতব্য। সকল-বর্ণের পক্ষে এ সম্বন্ধে যাহা সাধারণ অনুষ্ঠান কেবল তাহাই এখানে বলা হইতেছে। "প্রদক্ষিণং পরীত্যাগ্নিং"=অগ্নির চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া,—। "চরেৎ ভৈক্ষম্"=ভৈক্ষচর্য্যা করিবে। ভিক্ষার যে সমূহ তাহার নাম 'ভৈক্ষ'; তাহা করিবে অর্থাৎ ভিক্ষাসমূহ প্রার্থনা করিবে। "যথাবিধি"=বিধি অনুসারে; অগ্রে যে বিধি নির্দ্দেশ করা হইবে ইহা তাহার অনুবাদ। অল্প পরিমাণ যে অন্নাদি তাহাই এখানে ভিক্ষাশব্দটী দ্বারা অভিহিত হইতেছে। ৪৮

(ব্রাহ্মণ বালক উপনীত হইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিবার সময় 'ভবৎ' শব্দটী প্রথমে উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা চাহিবে, ক্ষত্রিয় ঐ 'ভবৎ' শব্দটীকে বাক্যের মাঝখানে প্রয়োগ করিয়া ভিক্ষা করিবে এবং বৈশ্য ঐ 'ভবৎ' শব্দটীকে শেষকালে উচ্চারণ করিবে।)

(মেঃ)—ভিক্ষাপ্রার্থনার সময়ে যে বাক্য উচ্চারণ করা হয় তাহাকেই এখানে 'ভৈক্ষ' বলা হইয়াছে। কারণ ঐ বাক্যেরই প্রথমে 'ভবৎ' শব্দ হওয়া সম্ভবপর, কিন্তু ভিক্ষাবস্তু অন্নাদির পূর্ব্বে উহা সম্ভব নহে। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, স্ত্রীলোকদের কাছে প্রথমে ভিক্ষা করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আবার যাচ্ঞা করিতে গেলে যাহার নিকট যাচ্ঞা করা হয় তাহাকে সম্বোধনও করিতে হয়। কাজেই এই 'ভবৎ' শব্দটীকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহা সম্বোধন বিভক্তিযুক্ত করত প্রয়োগ করিতে হইবে। কেবল এখানে, 'ভবৎ' শব্দটী প্রয়োগ করিবার যে ক্রম অর্থাৎ বাক্যের গোড়ায়, মাঝে কিংবা শেষে প্রয়োগ তাহারই নিয়ম বিধান করিয়া দেওয়া হইতেছে; এই যে নিয়ম ইহা অদৃষ্টার্থক। ব্রাহ্মণের পক্ষে ঐ শব্দটীর ঠিক ঠিক প্রয়োগ হইবে এইরূপ—'ভবতি! ভিক্ষাং দেহি'—মহাশয়া, ভিক্ষা দিন।

আচ্ছা, স্ত্রীলোকদিগকে যখন সম্বোধন করা হইতেছে তখন তাহাদের ঐ সংস্কৃতশব্দের অর্থবোধ হইবে কিরূপে? কারণ, স্ত্রীলোকরা ত আর সংস্কৃত জানে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য, এই যে উপনয়ন ইহা নিত্য (অবশ্যকরণীয় কর্ম্ম)। আর, সেই উপনয়নমধ্যে এইভাবে যে শব্দোচ্চারণ (ভিক্ষাপ্রার্থনা) ইহাও উহার অঙ্গ (সুতরাং নিত্য)। পক্ষান্তরে অপভ্রংশ শব্দ-সকল অনিত্য। কাজেই অনিত্য অপভ্রংশ শব্দের সহিত নিত্য উপনয়নের সম্বন্ধ হইতে পারে না। শিষ্ট (সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ) ব্যক্তিগণ যেমন অসাধু (ব্যাকরণদুষ্ট) শব্দসকল শুনিয়া সাধু শব্দসকল স্মরণ করেন এবং অর্থবোধ করিয়া লন, কেন না কতক অংশে উভয়ের সাদৃশ্য আছে। ইহার কারণ, অসাধু শব্দ (সাধু শব্দ) অনুমান দ্বারা অর্থের বাচক হয়, এইরূপ দেখা যায়। ইহার উদাহরণ যেমন, সংস্কৃত 'গো' শব্দের সহিত অপভ্রংশ 'গা' শব্দটীর কিছুটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া ঐ 'গা' শব্দটী শুনিয়া সংস্কৃত 'গো' শব্দটীর অনুমান হয় এবং তাহা হইতে অর্থবোধ জন্মে। স্ত্রীলোকরাও ঠিক ইহার বিপরীতভাবে অর্থবোধ করে- অসাধু শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ তাহাদের জানা আছে; আবার সাধু শব্দের সহিত অসাধু (অপভ্রংশ) শব্দসকলের সাদৃশ্যও রহিয়াছে। কাজেই তাহারা সাধু (সংস্কৃত) শব্দ শ্রবণ করিয়া অসাধু শব্দসকল স্মরণ করত সেগুলি থেকে অর্থবোধ করিয়া লইবে। বিশেষতঃ 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' এই যে তিনটী পদ ইহার অক্ষর খুব অল্প এবং সব জায়গাতেই ইহা প্রসিদ্ধ; কাজেই স্ত্রীলোকরাও ইহা সহজে বুঝিয়া লইতে পারে।

এইরূপ, ক্ষত্রিয় প্রার্থনা করিবে 'ভবৎ' শব্দটীকে মধ্যে উল্লেখ করিয়া—'ভিক্ষাং ভবতি দেহি' এইরূপ বলিয়া। আর বৈশ্য যে ভিক্ষাপ্রার্থনা বাক্য বলিবে 'ভবৎ' শব্দটী হইবে তাহার 'উত্তর' (শেষাংশ)। সব কয়টী বাক্যেরই অর্থ সমান। "উপনীতো দ্বিজোত্তমঃ" এখানে 'উপনীত' শব্দটীতে অতীতকাল বোধক 'ক্ত' প্রত্যয় রহিয়াছে। ইহা দ্বারা বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, উপনয়নের বহির্ভূত যে প্রাত্যহিক জীবিকার্থে ব্রহ্মচারীর ভিক্ষাচর্য্যা তাহাতেও প্রার্থনা বাক্য এইরূপই হইবে। আবার, "দ্বিজগণের পক্ষে ইহাই উপনয়ন সংক্রান্ত নিয়ম" এই কথা বলিয়া অগ্রে উপসংহার করা হইবে। কাজেই উপনয়নের অঙ্গস্বরূপ যে ভিক্ষাগ্রহণ তাহাতেও ইহাই বিধি, এই কথা বলিয়া দিতেছেন। ইহার অন্যথা করা যায় না বলিয়া এই প্রকার ভিক্ষাবাক্য

কেবল উপনয়নেরই অঙ্গ, তাহা না হইলে অন্যপ্রকার পদবিন্যাসপূর্ব্বকও প্রয়োগ করা চলিত। আবার এখানে 'উপনীত' এই পদটীতে যখন অতীত কালবোধক ও প্রত্যয় রহিয়াছে তখন উহার অর্থপ্রকাশকতা শক্তিবলে বুঝা যাইতেছে যে এই উপনয়নের প্রকরণ সরাইয়া লইয়া উহা জীবিকার নিমিত্ত যে ভিক্ষাচর্য্যা তাহাতেও প্রযোজ্য হইবে। উপনীত বালকের পক্ষে এই ভিক্ষাচর্য্যা উপনয়নাদিবসের একটী কর্ত্তব্য ; আবার প্রাত্যহিক জীবিকার জন্যও তাহার পক্ষে ইহা করণীয়। কাজেই সকল স্থলেই ভিক্ষাপ্রার্থনায় এইভাবে বাক্যপ্রয়োগরূপ ধর্ম্ম এখানে বিধেয়। ৪৯

(নিজ জননী, নিজ ভগিনী কিংবা মায়ের আপন ভগিনী অথবা যে স্ত্রীলোক ফিরাইয়া দিয়া অবজ্ঞা করিবে না তাহারই নিকট প্রথম ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে।)

(মেঃ)--'মাতৃ' প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থ প্রসিদ্ধ। "স্বসারং"=নিজ সহোদরা। "যা চৈনং ন বিমানয়েৎ"=যে স্ত্রীলোক তাহার বিমাননা করিবে না। 'বিমাননা' অর্থ অবজ্ঞা, 'ভিক্ষা দেওয়া হবে না' এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা। গৃহ্যসূত্রমধ্যেও এইরূপই বলা হইয়াছে ; যথা,—"যে পুরুষ অথবা নারী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে না (ফিরাইয়া দিবে না) তাহার নিকট সর্ব্বাগ্রে ভিক্ষা করিবে।" উপনয়নকালে ব্রহ্মচারী যে ভিক্ষা করে তাহাই প্রথম ভিক্ষা, তাহাতেই এই প্রাথম্যটীই মুখ্য (প্রধান)। দৈনন্দিন ভিক্ষার বেলায় কিন্তু এই ফিরাইয়া দিবার ভয় আশ্রয় করা সংগত হইবে না। ৫০

(যে পরিমাণ আবশ্যক তাবৎমাত্র ভৈক্ষ সংগ্রহ করিয়া তাহার উপর কোন আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া সেটী গুরুকে নিবেদন করিবে। তদনন্তর আচমন পূর্ব্বক শুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বাস্যে ভোজন করিবে।)

(মেঃ)--"সমাহৃত্য"=সংগ্রহ করিয়া (একত্র জড় করিয়া) এই শব্দটীর প্রয়োগ থাকায়, বহু স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ভিক্ষা আহরণ করিবার বিষয় বলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু একজনমাত্র স্ত্রীলোকের নিকট হইতে প্রচুর ভিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ হইবে না। "তৎ ভৈক্ষং"=সেই ভিক্ষা-সকল ; এখানে 'তৎ' শব্দটী প্রাত্যহিক জীবিকার জন্য যে ভৈক্ষ তাহাকেই বুঝাইতেছে ; কিন্তু এই উপনয়ন প্রকরণে উপনয়নের অঙ্গরূপে বিহিত যে ভিক্ষা তাহা বুঝাইতেছে না। কারণ, গৃহ্যসূত্রকারগণ "বেদাধ্যয়নের পর পাক করিবে" এই বলিয়া উপনয়নাঙ্গ এই ভিক্ষা পাক করিবারই বিধান দিয়াছেন, কিন্তু উহা পাক করিয়া সেদিন ভোজন করিবার নির্দ্দেশ দেন নাই। ইহার আরও কারণ এই যে, ঐ গৃহ্যসূত্রমধ্যেই "দিবাবসানপর্য্যন্ত অবস্থান করিবে" এইরূপ বিধান করিয়া দিয়াছেন বলিয়া (উপনয়নের পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভোজন না থাকায়) বালকটীর উপনয়ন হইবে বটে কিন্তু প্রাতঃকালে সে ভোজন করিয়া লইবে, এই প্রকার অর্থ পাওয়া যাইতেছে। অতএব ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করাটা উপনয়নের অঙ্গ নহে।

"যাবদর্থং" ইহার অর্থ—যে পরিমাণ দ্রব্যে 'অর্থ'=তৃপ্তিনামক প্রয়োজনটী নিষ্পন্ন হয়, (তত্টুকুমাত্র ভিক্ষা করিবে), কিন্তু বেশী ভিক্ষা করা উচিত হইবে না। "অমায়য়া নিবেদ্য গুরবে"= কোনপ্রকার মমতা না করিয়া গুরুকে নিবেদন করিয়া,—। ভাল অন্নটীর উপরে খারাপটী রাখিয়া, চাপা দিয়া সেই কদন্নটী গুরুর নিকট যে প্রকাশ করা, সেরূপ করিবে না। ইনি এই কদন্ন গ্রহণ করিবেন না, এইরূপ ভাবিয়া ঐরূপ কাজ করিবে না। "নিবেদ্য"=নিবেদন করিয়া ;— 'ইহা পাওয়া গেছে' এইভাবে যে প্রকাশ করা (জানাইয়া দেওয়া) তাহাই এখানে 'নিবেদন' পদের অর্থ। গুরু তাহা গ্রহণ না করিলে তাঁহার অনুমতি লইয়া ভোজন করিবে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, গুরুকে এই যে ভৈক্ষনিবেদন ইহা অদৃষ্টসংস্কারার্থক হইবে না কেন? (উত্তর)--উহা যে অদৃষ্টসংস্কারার্থক নহে, ইতিহাসই সে বিষয়ে প্রমাণ। ভগবান্ ব্যাসদেব তাই মহাভারত মধ্যে ত্রিতকূপ (উপমন্যু?) উপাখ্যানে দেখাইয়াছেন যে 'গুরু সব ভিক্ষাটাই গ্রহণ করিলেন'। 'গুরু অনুমতি দিলে ভোজন করিবে', ইহাও কোন কোন গৃহ্যসূত্র মধ্যে বলা আছে।

"আচম্য প্রাঙ্মুখঃ"--আচমন করিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া ;—। কেহ কেহ বলেন এখানে আচমনের ঠিক পরেই যখন পূর্ব্বমুখ হইবার কথা বলা হইয়াছে তখন ইহা আচমনের অঙ্গ অর্থাৎ এখানে পূর্ব্বমুখ হইয়া আচমন করিতে বলা হইয়াছে। ইহা কিন্তু ঠিক নহে ; কারণ অগ্রেই আচমন-সম্বন্ধে দিক্-নিয়ম বলিবেন--"পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া আচমন করিবে" ইত্যাদি।

অতএব ভোজন করিবার সহিতই ইহার সম্বন্ধ—(পূর্ব্বমুখ হইয়া ভোজন করিবে)। "শুচিঃ"= শুচি হইয়া ;—। চণ্ডাল প্রভৃতিকে দেখা অশুচি। এইরূপ, আচমন করিয়া ভোজনে বসিয়া অন্যস্থানে উঠিয়া গিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার ভোজন করা, কিংবা থুতু ফেলা, এসব ইহাদ্বারা নিষেধ করা হইল। ৫১

(আয়ুষ্কামনাযুক্ত হইলে ভোজন করিবে পূর্ব্বমুখ হইয়া, যশঃকামনায় দক্ষিণমুখ হইয়া, শ্রীকামনায় পশ্চিমমুখ হইয়া এবং স্বর্গকামনায় উত্তরমুখ হইয়া।)

(মেঃ)—নিষ্কাম ভোজনে পূর্ব্বমুখতা যে নিত্য বিহিত তাহার বিধান পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইল। এক্ষণে কামনাযুক্ত ভোজনের দিক্‌সম্বন্ধীয় বিধি বলা হইতেছে "আয়ুষ্যং প্রাঙ্মুখঃ ভুঙ্‌ক্তে" ইত্যাদি। 'আয়ুষ্য' অর্থ যাহা আয়ুর পক্ষে হিতকর। যদি ঐ ভোজনে আয়ুঃপ্রাপ্তি ঘটে তাহা হইলে উহা 'আয়ুষ্য' হয় বটে (কিন্তু তাহা হয় না।) কাজেই উহার অর্থটী এইরূপ দাঁড়াইবে, 'আয়ুষ্কামনাযুক্ত লোক পূর্ব্বমুখ হইয়া ভোজন করিবে'। সুতরাং পূর্ব্বদিক্ সম্বন্ধে দুই প্রকার অধিকার—নিত্য এবং কাম্য। যে ব্যক্তি আয়ুষ্কামনাবান্ সে ফলাভিসন্ধি রাখিবে, কিন্তু অন্য লোক (নিষ্কাম ব্যক্তি) ঐরূপ ফলাভিসন্ধিযুক্ত নহে। যেমন অগ্নিহোত্র নিত্যকর্ম্ম, স্বর্গকামনায় যখন তাহা অনেকবার অনুষ্ঠিত হয় তখন সেই ফলাভিলাষী ব্যক্তির যে অগ্নিহোত্রের নিত্যানুষ্ঠান তাহাও ঐ পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠানদ্বারাই তন্ত্রতাবলে সম্পাদিত হইয়া যায়। এইরূপ, যশঃ-কামনাবান্ ব্যক্তি ভোজন করিবে দক্ষিণমুখ হইয়া। এই বিধিগুলি কিন্তু কেবল কাম্য, নিত্য নহে। "শ্রিয়ন্"=শ্রীকামনা করিয়া ;—। শ্রী শব্দের উত্তর ক্যচ্ (?) (ক্বিপ্ ?) প্রত্যয় করিলে যে নামধাতু উৎপন্ন হয় তাহার উত্তর শতৃ প্রত্যয় করা হইয়াছে। (তাহারই প্রথমার একবচনে 'শ্রিয়ন্'।) অথবা, ইহা 'শ্রিয়ন্' পাঠ নহে, কিন্তু মকারান্ত ("শ্রিয়ম্" এইরূপ) পাঠ; 'আয়ুষ্য' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় ইহারও অর্থ হিতকর—'শ্রী সম্বন্ধে যাহা হিতকর'। "ভুঙ্‌ক্তে" এই 'ভুজ্'ধাতু স্বার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, কারণ ভোজন প্রাণীর প্রাণধারণের অঙ্গ। এইরূপ "ঋতং ভুঙ্‌ক্তে"। "শ্রিয়ং ভুঙ্‌ক্তে" ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ঐরূপ ভোজনে মানব শ্রীলাভ করে। আর এরূপ অর্থ ধরা হইলে এখানে 'শ্রিয়ম্' এইপ্রকার দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত পাঠই গ্রহণীয় হইবে। অথবা এখানে তাদর্থ্যে (নিমিত্তার্থে) চতুর্থী হইয়াছে ; তাহা হইলে পাঠটী হইবে "শ্রিয়ৈ প্রত্যক্" ইত্যাদি। 'ঋত' ইহার অর্থ সত্য অথবা যজ্ঞ, কিংবা যজ্ঞের ফল স্বর্গ। স্বর্গকাম ব্যক্তি উত্তরমুখে ভোজন করিবে। যদিও এখানে "ভুঞ্জীত" (ভোজন করিবে) ইত্যাদি প্রকার বিধিবোধক কোন প্রত্যয় নাই তথাপি এই বিষয়টী পূর্ব্বে প্রমাণান্তর দ্বারা প্রাপ্ত ছিল না ; কাজেই 'ভুঙ্‌ক্তে' এখানে পঞ্চমলকার (লেট্‌লকার) হইয়াছে এইরূপ কল্পনা করিয়া ঐভাবে বিধ্যর্থের প্রতীতি সিদ্ধ হয়। এইভাবে এই যে ভিন্ন ভিন্ন দিক্ বিভাগ করিয়া ভোজনবিধি ইহার প্রয়োজন হইতেছে বিশেষ বিশেষ ফললাভ করা। দুইটী দিকের মধ্যবর্ত্তী যে বিদিক্ সেদিকে মুখ করিয়া ভোজন অর্থাপত্তি সিদ্ধ ; এজন্য তাহাও নিষিদ্ধ হইয়া গেল ভোজনের ঐ পূর্ব্বমুখতা নিয়ম করায় (যেহেতু নিয়মবিধি স্থলে অন্য উপায়টী অর্থাপত্তিবলে ফলতঃ নিষিদ্ধ হইয়া যায়।)

ভোজনকালীন দিক্‌নিয়ম সম্বন্ধে এই যে কাম্য বিধি ইহা কেবল ব্রহ্মচারীর ভৈক্ষ ভোজনেই যে প্রয়োজ্য তাহা নহে, কিন্তু গৃহস্থ প্রভৃতিরও যে সাধারণ ভোজন তাহার বেলায়ও ইহাই নিয়ম। "নিবেদ্য গুরবে অশ্নীয়াৎ" এইভাবে "অশ্নীয়াৎ"='ভোজন করিবে', এই কথা বলিয়া দিক্‌নিয়ম বিধান করা হইয়াছে, তাহার পর দিক্‌নিয়ম নির্দ্দেশ করিবার সময়ে পুনরায়, "ভুঙ্‌ক্তে"=ভোজন করিবে, এই আর একটী অতিরিক্ত ক্রিয়াপদ বলা হইয়াছে। ইহার জ্ঞাপকতা হইতেই ঐরূপ অর্থ পাওয়া যায়। কারণ, তাহা না হইলে (কেবল ব্রহ্মচারীর পক্ষেই এইরূপ নিয়ম প্রয়োজ্য হইলে) প্রথমোল্লিখিত "অশ্নীয়াৎ" এই ক্রিয়াপদ দ্বারা বোধিত প্রকৃত (আলোচ্যমান) বিষয়টীই যাহাতে সন্দেহশূন্যভাবে প্রতীত হইত সেইরূপভাবেই নির্দ্দেশ করিতেন। কিন্তু 'ভুঙ্‌ক্তে' এইরূপ স্বতন্ত্র একটী ক্রিয়াপদ দ্বারা নির্দ্দেশ থাকায় স্বভাবতই এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, আলোচ্য বিষয়টীই কি আলাদা একটী শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইল, না কেবলমাত্র ভোজনরূপ যে অর্থ (যাহা 'অশ্' ধাতু এবং 'ভুজ্' ধাতু উভয়েরই সাধারণ অর্থ) তাহাই নির্দ্দেশ করা হইল? এই প্রকার সন্দেহ হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ক্রিয়াপদের

যখন পুনরুল্লেখ আছে তখন আর একটী স্বতন্ত্র বিষয়ও ইহা হইতে প্রতীত হইবে, কেবলমাত্র আলোচ্য বিষয়টীরই প্রত্যাভিজ্ঞা হইবে না। (অতএব ব্রহ্মচারী এবং গৃহী সকলেরই ভোজন সম্বন্ধে এই কাম্য দিক্‌নিয়ম প্রয়োজ্য।)

কেহ কেহ বলেন, ইহা (এই বচনটী) পূর্ব্বোক্ত ভোজনবিধির অঙ্গস্বরূপ অর্থবাদমাত্র ; কারণ এখানে বিধিবোধক কোন প্রত্যয়ই নাই। ইহার পরিহার মীমাংসাদর্শনের "বচনানি তু অপূর্ব্বত্বাৎ" (১০।৪।২২সূঃ) এই সূত্র উদ্ধার করিয়া বলা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বিধির সহিত ইহার কোনরূপ একবাক্যতাই নাই। যাহাকে বিভক্ত করিয়া লইলে সেটী পূর্ব্বের সহিত আকাঙ্ক্ষা-যুক্ত থাকিয়া যায় তাহারই একবাক্যতা থাকে সেই পূর্ব্ব বাক্যের সহিত। কিন্তু এখানে সেরূপ কোন সাকাঙ্ক্ষত্বাদি নাই। কাজেই একবাক্যতার হেতু না থাকায় পূর্ব্বের সহিত ইহার একবাক্যতাও নাই। (আর তাহা হইলে ইহা তাহার অঙ্গস্বরূপ অর্থবাদও নহে)। আর যে, 'ব্রহ্মচারী ছাড়া অন্য সকলের পক্ষেও ইহা প্রয়োজ্য', এই প্রকার অতিদেশ থাকায় ব্রহ্মচারীর পালনীয় ধর্ম্মগুলিও মনুষ্যমাত্রেরই আচরণীয় হইতে পারে পরন্তু তাহার জন্য তাহারা কোন ফল পাইবে না। কারণ, শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিৎগণের মতে 'গুণকামনায়'—(যেখানে কর্ম্মটী কর্ত্তব্যরূপে প্রাপ্ত এবং তাহা সম্পাদন করিবার জন্য যে দ্রব্যদেবতারূপ গুণও পরিপ্রাপ্ত। কিন্তু ঐ কর্ম্মের যে ফল তাহা ছাড়া অন্য কোন ফল প্রাপ্তির জন্য আলাদা একটী দ্রব্য রূপ গুণ দিয়া যাগ করা হয়—তাহা 'গুণকামনা' ; তাদৃশস্থলে) অতিদেশ বিধিবলে প্রবৃত্তি অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে পারে না। যেমন যজ্ঞমধ্যে 'চমস' নামক পাত্রে 'অপ্‌প্রণয়ন' নামক একটী অনুষ্ঠান করিবার বিধি আছে ; কিন্তু পশুলাভ কামনা থাকিলে ঐ চমসের বদলে গোদোহন পাত্র দিয়া উহা করিতে হয় ; এইরূপ, যজ্ঞে পশু-বন্ধনের জন্য যূপ বিহিত এবং তাহা বিল্বাদি কাষ্ঠেও নির্ম্মাণ করিবার বিধি ; কিন্তু বলা হইতেছে "খাদিরং বীর্য্যকামস্য"=যে ব্যক্তি শক্তি কামনা করিবে তাহার পক্ষে ঐ যূপ খদির কাষ্ঠে তৈয়ারি করিতে হইবে। এ দুইটী হইল গুণকামনার উদাহরণ। বিকৃতি যাগে ইহার অতিদেশ হয় না, ইহাই কাহারও কাহারও মত।৫২

(দ্বিজাতিগণ সকল সময়েই আচমনপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে পরিমিতভাবে অন্ন ভোজন করিবে এবং ভোজনের পর পুনরায় আচমন করিয়া ঊর্দ্ধ্বছিদ্রগুলি জল দিয়া স্পর্শ করিবে।)

(মেঃ)—আচমন এবং 'উপস্পৃশতি' (উপস্পর্শ) এদুটী শব্দের অর্থ সমান; শুদ্ধ হইবার জন্য যে বিশেষ একরকম সংস্কার আছে তাহাই উহার অর্থ, ইহা শিষ্ট ব্যবহার হইতে অবগত হওয়া যায়। যদিও ধাতুপাঠে দেখা যায় যে, 'স্পৃশ্‌' ধাতু অন্য প্রকার অর্থবোধক এবং 'চম্‌' ধাতুও ভোজন করা অর্থের বাচক তথাপি ঐ দুইটী ধাতু উপসর্গযুক্ত হইলে বিশেষ আর একপ্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে, এইরূপই প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই এখানেও উহারা সেই বিশেষ অর্থেরই বাচক বলিয়া প্রতীত হইবে। ইহার মধ্যে আবার স্পৃশ্‌ ধাতু সাধারণভাবে 'স্পর্শ' অর্থ বুঝাইলেও শিষ্ট প্রয়োগ অনুসারে উহার বিশেষ অর্থ নিরূপিত হইয়া থাকে। যেমন, ধাতুপাঠ অনুসারে গড়ি (গণ্ড্‌) ধাতু মুখের একটী অংশ বুঝায় ; কিন্তু প্রয়োগ অনুসারে দেখা যায় যে, মুখের একটী বিশেষ অংশ হইতেছে যে কপোল তাহাকে 'গণ্ড' বলা হয়, মুখের অন্য কোন অংশে গণ্ড শব্দটী প্রয়োগ করা হয় না। পাণিনীয় সূত্রানুসারে পুষ্য এবং সিদ্ধ্য এই শব্দ দুইটী সাধারণভাবে নক্ষত্ররূপ অর্থ বুঝায় অথচ উহাদের প্রয়োগ হয় বিশেষ একটী নক্ষত্রকে বুঝাইবার জন্য। এইরূপ 'ধায্যা' এই শব্দটী (ব্যাকরণানুসারে) সাধারণভাবে সামিধেনী (যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালনকালে যাহা পাঠ করিতে হয় সেই সকল) ঋক্‌ মন্ত্রকে বুঝায় কিন্তু প্রয়োগ-কালে উহা কেবল 'আবাপিকী' ঋক্‌ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কাজেই "আচম্য"=খাইয়া অর্থাৎ জলই মুখে দিয়া অর্থাৎ আচমন করিয়া—এই প্রকার অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ, 'উপস্পৃশ্য'=স্পর্শ করিয়া অর্থাৎ জলই স্পর্শ করিয়া,—উহাই উপস্পৃশতি ধাতুর অর্থ। এই আচমন সম্বন্ধে বিধি অগ্রে নির্দ্দেশ করা হইবে। আবার এই দুইটী ধাতুর একার্থ প্রতিপাদকতাও দেখা যায় : যেমন, "নিত্যকালম্‌ উপস্পৃশেৎ"='কর্ম্মকালে নিত্য আচমন করিবে' এইরূপ বলিয়া পুনরায় বলিলেন "ত্রিঃ আচামেৎ"='তিনবার আচমন করিবে'। কাজেই ইহাদের দুইটীরই অর্থ এক—অভিন্ন।

পূর্ব্বে ৫১ শ্লোকে "আশ্নীয়াৎ আচম্য"=আচমন করিয়া ভোজন করিবে, এই অংশে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে আচমনটী ভোজনের জন্য ; তথাপি যে এখানে পুনরায় বলা হইতেছে "উপস্পৃশ্য অন্নম্ অদ্যাৎ"=আচমন করিয়া অন্ন ভক্ষণ করিবে, ইহা দ্বারা আচমন এবং ভোজনের আনন্তর্য্য নিয়ম বলা হইল, আচমন করিবার পরক্ষণেই ভোজন করিবে, মাঝখানে অন্য কোন কাজ করিতে পারিবে না। এইজন্য ভগবান্ ব্যাসদেব বলিয়াছেন, "হে হরি (নারায়ণ)! যাহারা সর্ব্বদা দেহের পাঁচটী অবয়বকে আর্দ্র রাখিয়া ভোজন করে আমি তাহাদের মধ্যে বাস করি"। লক্ষ্মী এই কথাটী বলিতেছেন। দুই হাত, দুই পা এবং মুখ এই পাঁচটী অবয়ব ভিজা থাকিলে তাহাই হয় পঞ্চার্দ্রতা। আর ইহা সেই ব্যক্তিরই হওয়া সম্ভব যে লোক জলস্পর্শ করিবার ঠিক পরক্ষণেই ভোজন করে ; কিন্তু যে ব্যক্তি মাঝখানে দেরী করে তাহার পক্ষে এই পঞ্চার্দ্রতা থাকা সম্ভব নহে। এখানেও আচার্য্য স্বয়ং স্নাতকব্রত প্রকরণে অগ্রে এ কথা বলিয়া দিবেন—"আর্দ্রপাদস্তু" ইত্যাদি বচনে। সেটী যে পুনরুক্তি হইবে না তাহা সেই স্থলেই বলিয়া দিব।

"উপস্পৃশ্য দ্বিজো নিত্যম্" এখানে 'নিত্য' শব্দটী প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই, ইহা যখন ব্রহ্মচারীর প্রকরণে বলা হইতেছে তখন ইহা কেবল ব্রহ্মচারীরই অনুষ্ঠেয়, অন্যের নহে, এই প্রকার মনে হইতে পারে; এই 'নিত্য' শব্দটী দিয়া তাহা নিষেধ করা হইল—ইহা যে কেবল ব্রহ্মচারীরই অনুষ্ঠেয় এরূপ যেন বুঝা না হয়। কিন্তু ইহা যে, সর্ব্বসাধারণভাবে ভোজন মাত্রেরই ধর্ম্ম বা অঙ্গ, তাহা সাক্ষাৎ উপদেশ (বচন) দ্বারাই বলিয়া দেওয়া হইল। এস্থলে কেহ কেহ বলেন, এখানে যে 'দ্বিজ' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে উহা দ্বারা এই আচমন যে ভোজনকারী ব্যক্তি মাত্রেরই ধর্ম্ম (কর্ত্তব্য) তাহা বলিয়া দেওয়া হইল, আর 'নিত্য' এ শব্দটী অনুবাদমাত্র (উহার কোন সার্থকতা নাই)। ইহা কিন্তু সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এখানে এই 'দ্বিজ' শব্দটী যদি আলোচ্যমান ব্রহ্মচারীকে না বুঝাইত তাহা হইলে হয়ত ঐরূপ বলা চলিত। কিন্তু 'দ্বিজ' শব্দটী ঐ ব্রহ্মচারীকেও যখন নির্দ্দেশ করিতেছে তখন ঐ 'নিত্য' শব্দটী প্রয়োগ না করিলে ব্রহ্মচারী প্রকরণ লঙ্ঘন করা যাইবে না, ইহা ব্রহ্মচারী ছাড়া অন্যেরও ধর্ম্ম এ কথা বলা চলিবে না। (কাজেই ঐ নিত্য শব্দটীর প্রয়োগও সার্থক, উহা অনুবাদ নহে।)

"সমাহিতঃ"=একাগ্র বা তন্মনস্ক হইয়া,—। যে দ্রব্যটী ভোজন করা হইতেছে তাহা এবং নিজের যে পরিমাণ ভোজনশক্তি তাহাও বিবেচনা করিয়া,—। কারণ, যে ব্যক্তি ভোজনকালে অন্যমনস্ক হইবে তাহার পক্ষে গুরুভোজন, বিরুদ্ধভোজন কিংবা প্রদাহজনক ভোজন বর্জ্জন করা সম্ভব হইবে না এবং সুষম ও শক্তিকর ভোজন করাও সম্ভব হয় না। "ভুক্ত্বা চ উপস্পৃশেৎ"= ভোজন করিয়া আচমন করিবে। ভোজনকালে স্নেহদ্রব্য প্রভৃতি হাতে মুখে লাগিয়া যায়। তাহা শুদ্ধ করিবার বিধান দ্রব্যশুদ্ধি প্রকরণে অগ্রে বলা হইয়াছে। সেই নিয়ম অনুসারে (হাত-মুখ) শুদ্ধ করা হইলে পুনরায় এই আচমনটী ভোজনকারীর পক্ষে কর্ত্তব্যরূপে বিধান করা হইতেছে। কেহ কেহ এখানে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন,—। শুদ্ধ হইবার জন্য (হাত মুখ অন্নব্যঞ্জনাদি প্রলেপশূন্য করিবার জন্য) একবার আচমন। আর, "শয়ন করিয়া, হাঁচিয়া এবং খাইয়া (আচমন করিবে)" ইহা দ্বারা বলা হইয়াছে দ্বিতীয়বার আর একটীবার আচমন করিবে, তাহার ফল হইবে অদৃষ্ট। পঞ্চম অধ্যায়ে ইহা বিচারপূর্ব্বক নিরূপণ করা যাইবে।

"সম্যক্" ইহা দ্বারা ঐ আচমন কর্ম্মটী যেভাবে বিধিবোধিত হইয়াছে তাহারই অনুবাদ (পুনর্নির্দ্দেশ) করা হইল। "অদ্ভিঃ খানি চ সংস্পৃশেৎ"=ছিদ্রগুলি জল দিয়া স্পর্শ করিবে। "খানি" ইহার অর্থ মস্তকস্থিত ছিদ্রগুলি। আচ্ছা! এখানে এই যে মস্তকস্থ ছিদ্রগুলি স্পর্শ করিবার বিষয় বলা হইল ইহাও ত অন্যস্থলে বলাই হইয়াছে—"ছিদ্রগুলি জল দিয়া স্পর্শ করিবে" ইত্যাদি; (তবে আবার এখানে বলা হইল কেন)? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, ইহা দ্বারা আত্মা (হৃদয়) এবং মস্তক এই দুইটী স্থল জল স্পর্শকালে বাদ দিতে বলা হইয়াছে। লোক যখন শুচি অবস্থায় থাকে এবং তখন সে যে আচমন করে তাহা ভোজনার্থ আচমন নহে ; (সেই সময় আচমনকালে হৃদয় এবং মস্তক স্পর্শ করিতে হয় না।) যাহারা ভোজনের পর শুদ্ধ হইবার জন্য একটী আচমন এবং আরেকটী আচমন করে অদৃষ্টের জন্য তখন ঐ দ্বিতীয় আচমনটীতে হৃদয়দেশ এবং মস্তক স্পর্শ করা হয় না, কিন্তু শুদ্ধ হইবার জন্য যে আচমন

তাহাতে ঐ দুই জায়গাও স্পর্শ করা যুক্তিযুক্ত। ঐ আচমন এবং তাহার যে কয়টী অংগ আছে সেগুলির অনুষ্ঠানবিধান অগ্রে "শৌচেপ্সুঃ সর্ব্বদাচামেৎ" ইত্যাদি শ্লোকের শেষাংশে বলিয়া দিবেন। অথবা, এই যে আচমন এটী শাস্ত্রীয় আচমন, ইহা লৌকিক আচমন নহে, এইভাবে বিধিবিহিত আচমনটীর যাহাতে প্রত্যভিজ্ঞা হয় তাহা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য বলা হইয়াছে "অদ্ভিঃ খানি চ সংস্পৃশেৎ"। ঊর্দ্ধ্ব ছিদ্রগুলি স্পর্শ করা আচমনেরই অংগ। অংগীর (প্রধান কর্ম্মের) সহিত তাহার বিশেষ অংগগুলির সম্বন্ধ যাহার জানা আছে তাহার কাছে যখন কেবল ঐ অংগগুলিরই নির্দ্দেশ উপস্থিত হয় তখন তাহার 'ইহা সেই কর্ম্ম বা সেই কর্ম্মেরই অংগ' এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা জন্মিয়া থাকে। (কাজেই এখানে জল দিয়া ঊর্দ্ধ্বছিদ্র স্পর্শ করিতে বলায় ইহার অংগী যে আচমন তাহারই প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে)। আর এই কারণে, যেখানে কেবল "আচমন করিবে" এইরূপ উল্লেখ আছে সেখানে যে-কোন দ্রব্যের ভক্ষণ মাত্রই বুঝাইবে না, কিন্তু আচমনরূপ যে শাস্ত্রীর সংস্কার এবং তাহার অংগকলাপ তৎসমুদয়ই অভিহিত হইবে। ৫৩

(ভোজনকালে অন্ন উপস্থিত দেখিলে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে। কোন সময় ভোজনের জন্য উপস্থাপিত অন্নের নিন্দা করিতে করিতে তাহা খাইবে না। অন্ন দেখিয়া হর্ষ এবং প্রসন্নতা প্রকাশ করিবে এবং তাহা সর্ব্বপ্রকারে অভিনন্দিত করিবে।)

(মেঃ)—"পূজয়েৎ অশনং"=অন্নের পূজা করিবে। যাহা অশন (ভক্ষণ) করা যায় তাহা 'অশন'; ভাত, ছাতু, অপূপ (পিঠা, রুটি) প্রভৃতিকে অশন বলা হয়। ঐ অশন যখন ভোজনের নিমিত্ত নিকটে উপস্থিত করা হইবে তখন তাহাকে দেবতারূপে দেখিবে। এই জন্য শ্রুতিমধ্যে আম্নাত হইয়াছে "এই যে অন্ন ইহা পরম দেবতা"। ইহা সকল জীবেরই স্রষ্টা এবং ইহা সকল জীবেরই স্থিতিহেতু (বাঁচিবার) উপায়, এইভাবে যে অন্নকে দেখা ইহাই তাহার পূজা। অথবা অন্নকে 'প্রাণার্থ', প্রাণের উপকারক, বলিয়া যে ভাবনা করা তাহাই অন্নের পূজা। এই জন্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—"আমাকে ঐ প্রাণার্থ—প্রাণসম্পাদকরূপে ধ্যান করিয়া সর্ব্বদা পূজা করিবে"। অথবা অন্নকে নমস্কারাদি সহকারে যে গ্রহণ করা তাহাই অন্নের পূজা।

"অদ্যাৎ চ এতৎ অকুৎসয়ন্"=ইহার কুৎসা না করিয়া ভোজন করিবে। অন্নটী খারাপ বলিয়াই হউক কিংবা তাহা দুঃসংস্কারযুক্ত (ধরিয়া পুড়িয়া গিয়াছে) বলিয়াই হউক তাহার কুৎসা (দোষ-প্রকাশ) করিবার হেতু থাকা সত্ত্বেও অন্নের কুৎসা করিবে না। 'এটা কি খাওয়া যাচ্ছে, এ অতৃপ্তিকর, খেলে বৈষম্য ঘটিবে' ইত্যাদি প্রকার কথা বলিয়া ইহার নিন্দা করিবে না। যদি অন্নটী ঐ প্রকারই হয় তাহা হইলে উহা খাইবে না, কিন্তু কুৎসা করিতে করিতে যে খাইবে, তাহা সংগত হইবে না। "দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ"=অন্নটী দেখিয়া সেইরূপ হৃষ্ট হইবে—বহুদিন পরে বিদেশ হইতে বাড়ী আসিয়া স্ত্রীপুত্র, প্রভৃতিকে দেখিলে যেরূপ হর্ষ জন্মে সেইপ্রকার হর্ষ তৃপ্তি বা প্রীতি অনুভব করিবে। "প্রসীদেৎ চ"=এবং প্রসন্ন হইবে। অন্য কোন কারণবশত যদি মনে কলুষতা জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে অন্নদর্শন করিলে তাহা পরিত্যাগ করিবে এবং মনের প্রসন্নতা আশ্রয় করিবে। "প্রতিনন্দেৎ চ"=এবং প্রতিনন্দন (অভিনন্দন) করিবে। সমৃদ্ধি সম্বন্ধে আশা করাই প্রতিনন্দন। যেমন, 'আমরা যেন এই অন্নের সহিত নিয়ত সংযুক্ত থাকি (কখনও যেন অন্নের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ না হয়), এই প্রকারে যে আদর দেখান তাহাই অভিনন্দন। "সর্ব্বশঃ" ইহার অর্থ সর্ব্বদা। 'সর্ব্বশঃ' এখানে সপ্তমী বিভক্তির অর্থে (কালাধিকরণ—অর্থে) 'শস্' প্রত্যয় হইয়াছে। যেহেতু "অন্যতরস্যাম্" (বিকল্পে হয়)—এই পাণিনীয় সূত্রাংশসূচিত ব্যবস্থিতবিকল্প বিষয়ক বিধান হইতে ইহা জানা যায়। ৫৪

(অন্নকে পূজা করিয়া ভোজন করা হইলে তাহা বল এবং জীবনীশক্তি প্রদান করে। পক্ষান্তরে ভোজনের পূর্ব্বে তাহার পূজা না করিয়া ভোজন করিলে তাহা ঐ দুইটীকেই বিনষ্ট করিয়া দেয়।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটীতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা পূর্ব্বশ্লোকোক্ত বিধিরই 'শেষ' স্বরূপ অর্থবাদ, ইহা স্বতন্ত্র কোন ফলবিধি নহে। যদি ইহা ফলবিধি হইত তাহা হইলে ইহা উর্জ্জিত কামনাবিশিষ্ট এবং বলকামনাবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে কাম্যবিধি হইত। আর তাহা হইলে "পূজিতং হ্যশনং নিত্যম্" এখানে যে 'নিত্যম্' এই শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা সংগত হইত না।

এই কারণে ভোজন কর্ম্মে 'পূর্ব্বমুখতা' যেমন চিরজীবন কর্ত্তব্য, এইরূপ নিয়ম বিধি করা হইয়াছে ইহাও সেইরূপ যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য, এইরূপ নিয়ম বিধান করা হইতেছে। অন্নকে যদি পূজা না করিয়া ভোজন করা হয় তাহা হইলে তাহা বল এবং জীবনীশক্তি উভয়ই বিনষ্ট করিয়া দেয়। 'বল' অর্থ সামর্থ্য—অনায়াসে ভার উত্তোলন প্রভৃতি করিবার শক্তি ; আর 'ঊর্জ্জ' অর্থ মহাপ্রাণতা (বিশিষ্ট জীবনীশক্তি)। পূজিত অন্ন ভক্ষণে অঙ্গের উপচয় হয়, এবং শরীরও বলবিশাল হইয়া থাকে। ৫৫

(উচ্ছিষ্ট অন্ন কাহাকেও দিবে না, খাওয়া ছাড়িয়া দিয়া কোন কাজ করিয়া পুনরায় ইহা খাইবে না, খুব বেশী খাইবে না এবং উচ্ছিষ্ট অবস্থায় কোথাও যাইবে না।)

(মেঃ)—ভোজনপাত্রস্থিত অন্ন মুখস্পর্শে দূষিত হইলে তাহাকে 'উচ্ছিষ্ট' বলে। তাহা কাহাকেও দিবে না। সুতরাং শূদ্রকেও যে উচ্ছিষ্ট দেওয়া উচিত নহে তাহা এই নিষেধবিধি দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া যায়। তথাপি স্নাতকব্রতপ্রকরণে পুনরায় যে শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট দিবার নিষেধ বলা হইয়াছে সে সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা সেইখানেই আলোচনা করা যাইবে। "কস্যচিৎ" এখানে ষষ্ঠী না হইয়া 'দা' ধাতুর যোগে 'কস্মৈচিৎ' এই প্রকার চতুর্থী হওয়া উচিত ছিল বটে কিন্তু উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধমাত্রই সর্ব্বসাধারণভাবে নিষেধ করিবার জন্যই সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ করা হইয়াছে। কাজেই, কুকুর বিড়াল প্রভৃতি যাহাদের ইহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই যে ইহা (উচ্ছিষ্ট) আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহাদেরও খাদ্যরূপে উচ্ছিষ্ট দ্রব্য রাখিবে না। (তাহাদিগকেও উহা খাইতে দিবে না)। 'দা'ধাতুর যাহা ঠিক ঠিক অর্থ তাহা এখানে পূর্ণ নহে –পুরামাত্রায় বুঝাইতেছে না ; ঐ দ্রব্যে দাতার যে স্বত্ব (স্বামিত্ব বা অধিকার) ছিল কেবলমাত্র তাহার নিবৃত্তি বা (ধ্বংস) বুঝানই অভিপ্রেত ; কিন্তু 'দা'ধাতুর অর্থের সেই দ্রব্যটীতে অন্য কাহারও স্বত্ব জন্মান অংশটা এখানে নাই।

"ন অদ্যাদেতৎ তথা অন্তরা" এস্থলে 'অন্তরা' শব্দটীর অর্থ মধ্যস্থল। ভোজনের সময় দুইটী, সকালবেলা এবং রাত্রিবেলা। ইহা ছাড়া অন্য সময়ে ভোজন করিবে না। অথবা 'অন্তরা' শব্দটীর অর্থ ব্যবধান। খাওয়া ছাড়িয়া দিয়া তাহার পর অপর কিছু কাজ করিয়া এইভাবে ব্যবধান করত পূর্ব্বপাত্রে গৃহীত সেই খাদ্যটী পুনর্ব্বার আর খাইবে না। অন্য স্মৃতিমধ্যে এ সম্বন্ধে অতিরিক্ত কথাও উক্ত হইয়াছে। তথায় বলা হইয়াছে—"উত্থান এবং আচমন ইহা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলেও আর খাইবে না"। কেহ কেহ বলেন 'অন্তর' শব্দের অর্থ বিচ্ছেদ। কারণ, শ্রুতিমধ্যে এইরূপ আম্নাত হইয়াছে,--"বাম হস্ত দ্বারা ভোজন পাত্রটী স্পর্শ করিয়া থাকিয়া দক্ষিণ হস্তে অন্ন কাটিয়া লইয়া মুখমধ্যে প্রাণের উদ্দেশে হোম করিবে"। এস্থলে বাম হস্ত দ্বারা পাত্রটীকে যে স্পর্শ করা হয় সেটীর যাহাতে অন্তর (বিচ্ছেদ) না হয়, সেইভাবে খাইবে। "ন চৈবাত্যশনং কুর্য্যাৎ"=অতিমাত্রায় ভোজন করিবে না। ইহা অনারোগ্যের কারণ—ইহার ফলে আরোগ্য (অরোগতা, রোগহীনতা) থাকিতে পারে না, কিন্তু ইহাতে রোগ আক্রমণ করে। ইহা দ্বারা গুরুপাক দ্রব্য আহার কিংবা বিরুদ্ধ আহার প্রভৃতিও ধরিতে হইবে অর্থাৎ তাহাও নিষিদ্ধ। 'মাত্রাশিতা' অর্থাৎ পরিমিতমাত্রায় আহার করাটাকে (রোগহীনতার) হেতু বলা হইয়াছে। সুতরাং আহারের অতিমাত্রতা কিরূপ তাহা আয়ুর্ব্বেদ হইতে জ্ঞাতব্য। যে পরিমাণ অন্ন খাওয়া হইলে উদর পরিপূর্ণ হইয়া না উঠে এবং ভুক্ত দ্রব্যটী ভালভাবে পরিপাক হইয়া যায় সেই পরিমাণ খাওয়া উচিত। উদরের ভাগ তিনটী; এক ভাগ অন্ন ধারণ করিবার, বাকী দুই ভাগ পান করিবার এবং দোষ সঞ্চার করিবার (সরাইয়া দিবার)। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে অনারোগ্য হইবে। "ন চ উচ্ছিষ্টঃ ক্বচিদ্ ব্রজেৎ"=উচ্ছিষ্ট অবস্থায় কোথাও যাইবে না। এই জন্য উচ্ছিষ্ট দূর করিয়া শুচিত্ব সম্পাদন করা হইলে (করিতে হইলে) সেই স্থানেই আঁচাইতে হয়। ৫৬

(অতিমাত্রায় ভোজন করাটা অনারোগ্যকর, আয়ুর অহিতকর, ক্ষতিকর, স্বর্গলাভের পরিপন্থী, দুর্দশাজনক এবং জনসমাজে তাহা নিন্দার বিষয় হয়। অতএব তাহা বর্জন করিবে।)

এই যে অতিভোজন নিষেধ ইহা দৃষ্টমূলক, তাহাই বলিয়া দিতেছেন;—।

(মেঃ)—অতিভোজন—"অনারোগ্যম্", রোগহীনতার পরিপন্থি;—কারণ, ইহাতে ব্যাধি জন্মে, জ্বর, উদরপীড়া প্রভৃতি দেখা দেয়। ইহা "অনায়ুষ্যম্"=আয়ুর পক্ষে হানিকর; কারণ, ইহাতে

বিসূচিকা প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জীবননাশ হইতে পারে। ইহা "অস্বর্গ্যম্"=স্বর্গলাভের পরিপন্থী; যেহেতু, 'সকলদিক্ থেকে নিজেকে (শরীরকে) রক্ষা করিবে' এইভাবে শরীররক্ষার বিধান থাকায় এবং অতিভোজনে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে বলিয়া উহা অস্বর্গ্য—স্বর্গের পরিপন্থী। এখানে স্বর্গ না হওয়া দ্বারা নরক প্রাপ্তি বুঝান হইতেছে। ইহা "অপুণ্যম্"=দুর্ভাগ্য-দুর্দ্দশা আনয়ন করে। এবং ইহা "লোকবিদ্বিষ্টম্"=যে ব্যক্তি বেশী খায় লোকে তাহার নিন্দা করে। এই সমস্ত কারণে অতিভোজন ত্যাগ করিবে। ৫৭

(দ্বিজাতিগণ সকল সময়েই ব্রাহ্মতীর্থ অথবা কায়তীর্থ কিংবা দেবতীর্থে আচমন করিবে কিন্তু কোন সময়েই পিতৃতীর্থে আচমন করিবে না।)

(মেঃ)—'তীর্থ' শব্দের দ্বারা পবিত্র জলাধার অভিহিত হয়। যাহা তারণ (পার) করাইবার জন্য কিংবা পাপ বিমোচনের জন্য থাকে তাহা তীর্থ। কেহ কেহ বলেন, 'যাহা দ্বারা অবতরণ করা যায় তাহা তীর্থ; সুতরাং 'তীর্থ' অর্থ জলে নামিবার পথ অর্থাৎ যাহাকে বলে ঘাট। এখানে কিন্তু তীর্থ শব্দের অর্থ করতলের অংশবিশেষ যাহা জল ধারণ করে। বস্তুতঃ কথা এই যে, এতাদৃশ অর্থে যে তীর্থ শব্দটী প্রয়োগ করা হয় তাহা স্তুতিমাত্র; কারণ করতলের মধ্যে কোন অংশেই সকল সময়ে জল থাকে না। ঐ তীর্থের দ্বারা "উপস্পৃশেৎ"=আচমন করিবে। "ব্রাহ্মেণ" এই প্রকার যে উক্তি ইহা স্তুতিমাত্র (প্রশংসাবোধক মাত্র)। ব্রহ্মা যাহার দেবতা তাহার নাম 'ব্রাহ্ম'। কারণ, বস্তুতঃপক্ষে, তীর্থের কোন দেবতা হইতে পারে না, যেহেতু উহা যাগস্বরূপ নহে। (কারণ, যাগেতেই দেবতা থাকে)। তথাপি, যাগ যেমন শুদ্ধির কারণ হয় এই তীর্থও সেইরূপ শুদ্ধির কারণ, এইভাবের কোন একটী ধর্ম্ম-(গুণ)গত সাদৃশ্য অনুসারে ঐ তীর্থের উপরেও যাগত্ব কল্পনা করিয়া 'ব্রাহ্ম' এখানে দেবতার্থে তদ্ধিত করা হইয়াছে। "নিত্যকালম্" ইহার অর্থ শৌচের জন্য (শুচি=শুদ্ধ হইবার জন্য) এবং শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিবার জন্য তাহার অঙ্গরূপে।

'ক' অর্থ প্রজাপতি; সেই 'ক' হইয়াছে দেবতা যাহার তাহা 'কায়'। এইরূপ, ত্রিদশগণ (দেবগণ) দেবতা যাহার তাহা ত্রৈদশক। 'ত্রিদশ' শব্দের উত্তর প্রথমে দেবতার্থে 'অণ্' প্রত্যয় করিলে হয় 'ত্রৈদশ'; তাহার পর স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় হইয়াছে। আর এখানেও পূর্ব্বের ব্যাখ্যা মতই দেবতা-সম্বন্ধ জ্ঞাতব্য। এই সকল তীর্থ দ্বারা আচমন করিবে। এখানে যে 'বিপ্র' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে উহার অর্থ বিবক্ষিত নহে—কেবল বিপ্রই যে আচমন করিবে তাহা নহে। যেহেতু ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পক্ষে আচমনের যে বিশেষত্ব আছে তাহা আচার্য্য স্বয়ং অগ্রে বলিবেন। ক্ষত্রিয়াদির পক্ষেও আচমন যদি সাধারণভাবে প্রাপ্ত (বিহিত) না হইত তাহা হইলে 'ক্ষত্রিয়' কণ্ঠ পর্য্যন্ত গামী জলের দ্বারা আচমন করিয়া শুদ্ধ হয় ইত্যাদি বিশেষ বিধান সঙ্গত হইত না। 'পিত্র্য' অর্থাৎ পিতৃদৈবত্য যে তীর্থ তাহা দ্বারা কদাচ আচমন করিবে না। এমন কি যদি ফোড়া, পাঁচড়া প্রভৃতি হওয়ায় ব্রাহ্ম প্রভৃতি তীর্থগুলি ক্রিয়ার অযোগ্য হয় তথাপি নয়।

আচ্ছা! এখানে পিতৃতীর্থের দ্বারা আচমনের যখন কোন বিধান নাই তখন উহার প্রাপ্তিও (প্রসঙ্গও) নাই; তবে আবার "ন পিত্র্যেণ" এইরূপ বলিয়া নিষেধ করা হইতেছে কেন? (উত্তর)-এখানে কিছু আশঙ্কার সম্ভাবনা আছে। 'পিতৃতীর্থ' কোন্‌টী তাহা জানাইয়া দিবার জন্য অবশ্যই বলিতে হইবে যে 'ঐ ব্রাহ্মতীর্থ এবং দেবতীর্থের অধোভাগ পিতৃতীর্থ'। কিন্তু সেখানে ঐ পিতৃতীর্থের কোনপ্রকার কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইতেছে না। তাহা হইলে ঐ পিতৃতীর্থটীর কার্য্য কি, এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে। তখন ঐ আচমনরূপ কার্য্যের সহিত পিতৃতীর্থটীরও অবশ্যই কোন সম্বন্ধ আছে, এই প্রকার সন্দেহ হইতে পারে; কারণ এখানে আচমনসম্পর্কেই ঐ 'তীর্থ'গুলির উপযোগিতা বলা হইতেছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে, ঐ আলোচ্য আচমনের সহিত পিতৃতীর্থের কোন সম্বন্ধ নাই, এইভাবে নিষেধ জানাইয়া দেওয়া হইলে তখন উহার কার্য্যোপযোগিতা অবগত হওয়া যায় 'পিত্র্য' এই সমাখ্যা (প্রকৃতি-প্রত্যয়লব্ধ অর্থ) হইতে। উহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই তীর্থের দ্বারা উদকতর্পণ প্রভৃতি পিতৃকার্য্য কর্ত্তব্য। এইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে তবেই ঐ তীর্থটীকে যে পিতৃদৈবত্য বলিয়া স্তুতি (প্রশংসাসূচক নাম) করা হইয়াছে তাহা সার্থক হয়। আবার ব্রাহ্ম প্রভৃতি তীর্থগুলি হইতেছে শ্রুতিবোধিত, কিন্তু

পিতৃতীর্থটী হয়ত শ্রুতি-উল্লিখিত নহে, এই প্রকার শঙ্কাও হইতে পারে; তাহা দূর করিবার জন্যও উহার নাম উল্লেখ করা আবশ্যক।৫৮।

(বৃদ্ধাঙ্গুলীর গোড়ার দিকে নীচকার যে অংশ তাহাকে ব্রাহ্মতীর্থ বলা হয়; কনিষ্ঠাঙ্গুলীর গোড়াকে কায়তীর্থ বলা হয়; সবকয়টী অঙ্গুলীর অগ্রভাগকে দৈবতীর্থ বলা হয়; আর তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর মাঝখানকে বলা হয় পিতৃতীর্থ।)

(মেঃ)—অঙ্গুষ্ঠের মূল অর্থাৎ নিম্নভাগ; তাহার যে তলপ্রদেশ—চেপ্‌টা অংশ, সেটী 'ব্রাহ্মতীর্থ'। হস্তের যে ভিতরকার (চেপ্‌টা) অংশ তাহাকে তল বলে। হস্তমধ্যে মহারেখা আত্মাভিমুখে যেখানে প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে তাহা 'ব্রাহ্মতীর্থ'। অঙ্গুলিগুলির গোড়ায় দণ্ড রেখাগুলির উপরে 'কায়তীর্থ'। অঙ্গুলীসমুদায়ের "অগ্রে" 'দৈবতীর্থ'।* "পিত্র্যং তয়োরধঃ"=সেই দুইটী (অঙ্গুলির) নিম্নভাগ পিত্র্য, পিতৃদৈবত্য তীর্থ। যদিও অঙ্গুলি শব্দটী এবং অঙ্গুষ্ঠ শব্দটী সমাস মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় গুণীভূত (অপ্রধান) হইয়া আছে, তথাপি ঐ অঙ্গুলী শব্দের সহিতই "তয়োঃ" ইহার সম্বন্ধ হইবে অর্থাৎ "তয়োঃ" বলিতে ঐ দুইটী অঙ্গুলিকেই বুঝিতে হইবে। আর অঙ্গুলি এখানে তর্জ্জনীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। "তয়োরধঃ" ইহার অর্থ 'ঐ দুইটী অঙ্গুলীর মাঝখান হইবে পিত্র্যতীর্থ', এইভাবে যে ব্যাখ্যা করা হইতেছে ইহার মূলে আছে অপরাপর স্মৃতিমধ্যে এই 'তীর্থ'গুলির যেরূপ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তদনুরূপ প্রসিদ্ধি; তাহারই সামর্থ্য অনুসারে এই রকম ব্যাখ্যা করা হইল। অন্যথা শ্লোকটীর মধ্যে যে প্রকার পদবিন্যাস রহিয়াছে তদনুসারে অন্বয় হইতে পারে না—সঙ্গত অর্থ হইতে পারে না। মহর্ষি শঙ্খও তাঁহার স্মৃতিমধ্যে এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—"বৃদ্ধাঙ্গুলির নিম্নভাগে এবং করতলমধ্যে যে পূর্ব্বমুখী রেখা আছে তাহারও অধোভাগে করতলের যে অংশ পড়ে তাহা 'ব্রাহ্মতীর্থ'; বৃদ্ধাঙ্গুলী এবং তর্জ্জনীর মধ্যবর্ত্তী অংশটী 'পিতৃতীর্থ', কনিষ্ঠাঙ্গুলী এবং করতলের পূর্ব্বভাগে প্রথম পাব পর্য্যন্ত অর্থাৎ কনিষ্ঠার মূল অংশটী 'কায়'তীর্থ, সবকয়টী অঙ্গুলির অগ্রভাগ 'দৈবতীর্থ'। ৫৯

(প্রথমে তিনবার জল মুখে দিবে, তাহার পর দুইবার মুখ মার্জ্জন করিবে এবং তদনন্তর মুখমণ্ডলস্থিত ছিদ্রগুলি, হৃদয় ও মস্তক এই সকল অঙ্গ জল দ্বারা স্পর্শ করিবে।)

(মেঃ)—ব্রাহ্মতীর্থ, কায়তীর্থ এবং দৈবতীর্থ ইহাদের যে-কোন একটী দ্বারা "ত্রিঃ"=তিনবার, "অপঃ"=জল, "আচামেৎ"=আচমন করিবে অর্থাৎ মুখের সাহায্যে উদরমধ্যে প্রবেশ করাইবে। "ততঃ"=তাহার পর—জল খাইবার পর, "দ্বিঃ"=দুইবার "মুখম্"=ওষ্ঠদ্বয়, "পরিমৃজ্যাৎ"= পরিমার্জ্জন করিবে; ওষ্ঠে যে সমস্ত জলকণা লাগিয়া থাকে সেগুলিকে জলহাত দিয়া যে সরাইয়া দেওয়া তাহাই এখানে প্রমার্জ্জন। আচ্ছা! এখানে যে ব্যাখ্যা করা হইল 'হস্তের দ্বারা পরিমার্জ্জন করিবে' এই হস্ত কথাটী কোথা থেকে পাওয়া গেল? (উত্তর)—এইরকমই অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে, কাজেই তদনুসারে ঐভাবে ব্যাখ্যা করা হইল। অথবা, এখানে 'তীর্থ' সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে, কাজেই সেই অনুসারে ঐ প্রকার বলা হইল। পরের শ্লোকে বলা হইয়াছে "অদ্ভিঃ তীর্থেন"; কাজেই সেখানকার ঐ 'তীর্থ' শব্দটীকে এখানে টানিয়া আনা হইতেছে। এই যে পরিমার্জ্জন ইহার প্রয়োজন প্রত্যক্ষসিদ্ধ; এজন্য এখানে 'মুখ' শব্দটীর পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ (ওষ্ঠদ্বয়) যাহা মুখের অংশবিশেষ তাহাই বুঝাইতেছে।

"খানি" অর্থ ছিদ্রসকল, "চ উপস্পৃশেৎ অদ্ভিঃ"=এবং স্পর্শ করিবে জল দিয়া অর্থাৎ হস্তে জল লইয়া তাহা দ্বারা। এখানে স্পর্শনকেই উপস্পর্শন বলা হইয়াছে। এই যে স্পর্শ করিবার বিধান ইহা দ্বারা মুখমণ্ডলস্থিত ছিদ্রগুলিকেই স্পর্শ করিতে বলা হইয়াছে; যেহেতু মুখের আলোচনাপ্রসঙ্গে এই স্পর্শনবিধি বলা হইতেছে। মহর্ষি গৌতমও তাই বলিয়াছেন "শিরঃস্থিত অর্থাৎ মুখমণ্ডলস্থ ছিদ্রসকল স্পর্শ করিবে।" "আত্মানং শির এব চ"=আত্মাকে এবং মস্তকটীকেও স্পর্শ করিবে। এখানে আত্মা বলিতে হৃদয় অথবা নাভিকে বুঝান হইতেছে।

*"অঙ্গুলি" শব্দটী "মূলে" ইহার সহিত সমাসবদ্ধ হওয়ায় গুণীভূত হইলেও "অগ্রে" ইহার সহিত এভাবে সম্বন্ধ হইবে, যেহেতু সাপেক্ষতা রহিয়াছে। (অনুবাদ)

কারণ, উপনিষৎ মধ্যে আম্নাত হইয়াছে "হৃদয়মধ্যে আত্মদর্শন করিবে"। কাজেই এই যে হৃদয়-দেশ স্পর্শ করা, ইহা দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ বিভু আত্মাকেই স্পর্শ করা হয়। বস্তুতঃপক্ষে আত্মা অমূর্ত্ত—তাঁহার কোন অবয়ব নাই ; কাজেই তাঁহাকে স্পর্শ করা যায় না। আবার কোন কোন স্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "নাভি স্পর্শ করিবে" ; সেজন্য আমাদের মনে হয় 'আত্মা' অর্থ নাভিদেশ। "শিরঃ"—ইহার অর্থ প্রসিদ্ধ। সমস্ত স্মৃতিরই যখন প্রতিপাদ্য এক তখন অপরাপর স্মৃতিতে যে বলা হইয়াছে 'মণিবন্ধ (হাতের কব্জি) পর্য্যন্ত প্রক্ষালন করিয়া' ইত্যাদি, তাহাও এখানে ধরিয়া লইতে হইবে। এইরূপ, আচমনকালে মুখের কোনরূপ ধ্বনি হইবে না, কথা কহা বন্ধ থাকিবে, পায়ে জলের ছিটা দিবে—এগুলিও ধরিয়া লইতে হইবে। মহাভারতে দুইটী পা ধুইবার কথাও বলা হইয়াছে। ৬০

(ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তি শুদ্ধিলাভের মানসে নির্জ্জন প্রদেশে ফেণাদিরহিত অনুষ্ণ জল দিয়া পূর্ব্বোক্ত তীর্থ দ্বারা আচমন করিবে—ইহা সকল সময়েই পূর্ব্বাস্য অথবা উত্তরাস্য হইয়া কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—"অনুষ্ণাভিঃ"=যাহা উষ্ণ নহে ; ইহা দ্বারা আগুনে গরম করা জলের কথা বলা হইল (তাহারই নিষেধ করা হইল)। এইজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে বলা হইয়াছে "অগ্নিপক্ব নয় এমন জল দিয়া"। কাজেই গ্রীষ্মের উত্তাপে যাহা গরম হইয়া গিয়াছে কিংবা স্বভাবতই যাহা উষ্ণ তাদৃশ জল নিষিদ্ধ নহে। "অফেনাভিঃ"=যাহাতে ফেনা নাই;—। ইহা দ্বারা বুদ্বুদও (ধর্ত্তব্য বলিয়া) উল্লিখিত হইল। এইজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে "ফেনা এবং বুদ্বুদ-বিহীন জল দ্বারা"। "তীর্থেন ধর্ম্মবিৎ"=ধর্ম্মজ্ঞব্যক্তি পূর্ব্বোল্লিখিত তীর্থের দ্বারা আচমন করিবে। এ অংশটী ছন্দ (শ্লোক) পূরণ করিবার নিমিত্ত বলা হইয়াছে ; (ইহার কোন সার্থকতা নাই)। "শৌচেপ্সুঃ"=শৌচ (শুদ্ধি) লাভ করিতে যিনি অভিলাষী অর্থাৎ শুদ্ধ হইবার কামনা যাহার আছে ; যেহেতু এরূপ না করিলে অন্যপ্রকারে শুদ্ধ হওয়া যায় না। "সর্ব্বদা"=সকল সময়ে ; এখানে ভোজনসংক্রান্ত আলোচনামধ্যে বলা হইতেছে ; এজন্য কেবল ভোজন-কালেই যে ঐরূপ আচমন কর্ত্তব্য তাহা নহে, কিন্তু রেতঃ, বিষ্ঠা, মূত্র প্রভৃতি হইতে শুদ্ধিলাভ করিতে হইলে তখনও ঐ প্রকার আচমন কর্ত্তব্য। আচমনে জল খাইতে হয় ; কাজেই জল ঐ ভক্ষণ ক্রিয়ার কর্ম্ম (সুতরাং ইহাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইবার কথা) ; তথাপি যে ইহাতে তৃতীয়া বিভক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা দ্বারা এই কথা বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে এই অনুষ্ণত্ব প্রভৃতিগুলি কেবল যে আচমনার্থে ভক্ষ্যমান জলেরই ধর্ম্ম হইবে তাহা নহে কিন্তু পা ধোয়া প্রভৃতি ব্যাপারে করণস্বরূপ হয় যে জল তাহারও ঐগুলি ধর্ম্ম, সেগুলিও অনুষ্ণত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মযুক্ত হওয়া আবশ্যক। আমরা কিন্তু বলিব আচমনার্থ যে জল ভক্ষণ করা হয় তাহাও করণকারকই হইবে : যেহেতু আচমন ক্রিয়াটী ঐ জলের সংস্কার নহে (যেজন্য জল তাহার কর্ম্ম হইবে)। "একান্তে" অর্থ শুদ্ধ স্থানে। কারণ, একান্ত প্রদেশ হয় জনতাবর্জ্জিত ; এই জন্য সাধারণতঃ তাহা শুদ্ধই হইয়া থাকে।

"প্রাগুদঙ্মুখঃ"=পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া;—। এখানের 'মুখ' এই শব্দটী প্রাক্ এবং উদক্ এই দুইটী শব্দের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত। মহর্ষি গৌতমও এইরূপই বলিয়াছেন, "পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া"। আর 'প্রাগুদঙ্মুখ' এই সমাসবদ্ধ পদটীর ব্যাসবাক্য হইবে এইরূপ, 'প্রাগুদক্ (পূর্ব্ব-উত্তরদিকে) মুখ যাহার'। ইহা দ্বন্দ্বগর্ভ বহুব্রীহি সমাস নহে কিন্তু ইহা কেবল (শুদ্ধ) বহুব্রীহিই হইবে। কারণ, ইহার মধ্যে দ্বন্দ্বসমাস অন্তর্লীন থাকিলে সেইটীকে হয় সমাহার দ্বন্দ্ব, না হয় ইতরেতর দ্বন্দ্ব বলিতে হইবে। কিন্তু ইহাকে সমাহার দ্বন্দ্ব বলা চলিবে না, যেহেতু সেরূপ হইলে 'প্রাগুদক্' ইহার শেষে সমাসান্ত 'অ'কার যোগ হইত (কিন্তু তাহা এখানে হয় নাই)। আবার এখানে ইতরেতরযোগ দ্বন্দ্ব যে হইবে তাহাও মোটেই সম্ভব নহে। কারণ, তাহা হইলে উহার অর্থ হইবে পূর্ব্বমুখ এবং উত্তরমুখ হইয়া। কিন্তু একই সময়ে দুই দিকে মুখ করা ত সম্ভব নহে। আর তাহা না হইলে এইরূপ অর্থ করিতে হয় যে, আচমনের কতক অংশ পূর্ব্বমুখ হইয়া এবং কতক অংশ উত্তরমুখ হইয়া কর্ত্তব্য, এইরূপ হইয়া পড়ে কিন্তু একস্থানে থাকিয়া আর আচমন হয় না। আর দিক্‌রূপ অর্থটী যে উপাদেয় (বিধেয়) তাহাও নহে ; উহা বিধেয় হইলে ঐ দ্বন্দ্বসমাসের ইতরেতরযোগ বোধিত পরস্পরের প্রতি যে অপেক্ষা-দ্বয় তাদৃশ অপেক্ষাযুক্ত দুইটী পদ পরস্পরসম্বন্ধযুক্ত হইতে পারিত। আবার, দক্ষিণ-পূর্ব্ব

প্রভৃতি শব্দ যেমন বিশেষ এক একটী দিক্ বুঝায় ঐ 'প্রাগুদক্' সেরূপ অপরাজিতা দিক্ (ঈশান কোণ) বাচক বলিয়া প্রসিদ্ধও নহে; সেরূপ হইলে দিক্‌বাচক শব্দদ্বয়ের সমাসযুক্ত বহুব্রীহি সমাস বুঝা যাইত বটে। অতএব ইহা অন্য কোন সমাসসহকৃত বহুব্রীহি সমাস নহে। সুতরাং এখানে বিকল্প হইবে। অন্য স্মৃতিমধ্যেও তাহাই বলা আছে, যথা—"পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া শৌচ করিতে আরম্ভ করিবে"। ইহার উদাহরণ যেমন, 'ষড়হ' নামক যাগে 'বৃহৎ' ও 'রথন্তর' নামক দুইটী সাম থাকে। (এখানে 'বৃহদ্রথন্তরসাম' সমাসবদ্ধ করিয়া বলা থাকিলেও) ঐ যাগের কতকগুলি দিনে থাকে 'বৃহৎ' সাম এবং অপর কতকগুলি দিনে থাকে 'রথন্তর' নামক সাম। কিন্তু একই দিনে যে ঐ বৃহৎ এবং রথন্তর দুইটী সামই প্রযোজ্য তাহা নহে। আচমনে ভক্ষণীয় জলের পরিমাণ ঠিক করিয়া দিতেছেন "হৃদ্‌গাভিঃ" ইত্যাদি। ৬১ .

(ব্রাহ্মণ পবিত্র হয় হৃদয়পর্য্যন্তগামী জলের দ্বারা আচমন করিয়া, ক্ষত্রিয় শুদ্ধ হয় কণ্ঠদেশ-পর্য্যন্তগামী জল দ্বারা, বৈশ্যের শুদ্ধি হয় মুখগহ্বরস্পৃষ্ট জল দ্বারা এবং শূদ্র পবিত্র হয় আচমনের জল জিহ্বা স্পর্শ করিলে।)

(মেঃ)—যাহা হৃদয় পর্য্যন্ত গমন করে—প্রাপ্ত হয় তাহা 'হৃদ্‌গ'। "অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে" এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে 'গম্' ধাতুর উত্তর 'ড' প্রত্যয় করিয়া হইয়াছে 'হৃদ্‌গ'; আর হৃদয় শব্দটীর 'হৃৎ' আদেশ হইয়াছে 'যোগবিভাগ' নিয়ম অনুসারে। "পূয়তে" ইহার অর্থ পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়—অশুচিতা কাটিয়া যায়। কিছুটা কম এক গণ্ডূষমাত্র পরিমাণ যে জল (আচমনের যোগ্য) "কণ্ঠগাভিঃ"=কণ্ঠদেশপর্য্যন্ত যাহা ব্যাপ্ত করে সেই জল দ্বারা; "ভূমিপঃ"=ক্ষত্রিয়। ভূমির উপর আধিপত্য করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই বিহিত। এইজন্য সেই প্রসিদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা এখানে ক্ষত্রিয় জাতি লক্ষিত হইয়াছে। যদি ঐ আধিপত্য করাটাও এখানে বিবক্ষিত হইত অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতি না হইয়া ভূমির অধিপতি এখানে বক্তব্য হইত তাহা হইলে ইহা রাজধর্ম্ম প্রকরণেই বলিতেন। "প্রাশিতাভিঃ"=জল মুখ মধ্যে প্রবেশিত হইলে তাহা দ্বারাই বৈশ্য শুদ্ধ হয়। ফলিতার্থ এই যে, বৈশ্য আচমন কালে যে জল মুখে দিবে তাহা কণ্ঠ পর্য্যন্ত না গেলেও সে শুদ্ধ হইবে। শূদ্র মাত্র সেই পরিমাণ জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে যাহা "অন্ততঃ"=ওষ্ঠপ্রান্ত দ্বারা "স্পৃষ্টাভিঃ"=স্পৃষ্ট হয়। এখানে এই যে 'অন্ত' শব্দটী রহিয়াছে ইহা 'আদ্য' প্রভৃতি গণের মধ্যে পড়িয়াছে বলিয়া ইহার উত্তর 'তস্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'সমীপ' অর্থবোধক অন্ত শব্দ আছে। যেমন "উদকান্তে গিয়াছে" বলিলে জলসমীপে গিয়াছে, এইরূপ অর্থই প্রতীত হয়। আবার 'অন্ত' শব্দের অর্থ অবয়ব বা অংশও হয়; যেমন, 'বস্ত্রান্ত', বসনান্ত। কিন্তু এই দুই প্রকার অর্থেই ইহা (অন্ত শব্দটী) অন্য একটী সম্বন্ধযুক্ত পদার্থের সহিত সাপেক্ষ হইয়া থাকে—কাহার সমীপ কিংবা কাহার অবয়ব? আর তাহা হইলে, এখানে তীর্থ এবং জিহ্বা এবং ওষ্ঠরূপ যে স্থানের দ্বারা অন্যান্য বর্ণের আচমন বিহিত হইয়াছে, এখানে অন্ত (সমীপ) বলিলে ঐগুলিরই অন্ত বোধিত হইবে। তবে, 'অন্ত' শব্দের অর্থ যে সমীপ তাহা এখানে সম্ভব নহে; কারণ এখানে আচমন বিধান করা হইতেছে; উহা যে ঐ 'সমীপ' সাধ্য হইবে তাহা সম্ভব নহে। (ওষ্ঠ ও জিহ্বা দ্বারা) স্পর্শ হইলেও ভক্ষণ হইবে। যে হেতু, যাহা জিহ্বা এবং ওষ্ঠের দ্বারা স্পৃষ্ট হয় তাহার রসাস্বাদনও অবশ্যই ঘটিবে। তবে এখানে ইহাই বক্তব্য যে, বৈশ্য যে পরিমাণ জলে আচমন করে শূদ্রের আচমনের জল তাহার চেয়ে কিছু কম পরিমাণ হইবে। বৈশ্যের পক্ষে আচমনের জল জিহ্বার গোড়া পর্য্যন্ত যাইবে আর শূদ্রের পক্ষে উহা জিহ্বার ডগা স্পর্শ করিবে। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, জল হইতেছে দ্রব্য; কাজেই উহার যে সীমা বলিয়া দেওয়া হইল তাহা অতিক্রম করা অপরিহার্য্য—আচমনকালে উহা কণ্ঠ প্রভৃতি সীমা ছাড়াইয়া যাওয়া স্বাভাবিক। কাজেই ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ সীমা ছাড়াইয়া গেলে দোষ নাই, কিন্তু জল ঐ সীমা পর্য্যন্ত যদি না যায় তাহা হইলে সেই আচমনে শুদ্ধি হইবে না। তীর্থ সম্বন্ধে এই যে স্থানবিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইল ইহা দক্ষিণ হস্তের পক্ষেই প্রযোজ্য বুঝিতে হইবে। কারণ, 'দক্ষিণাচারতা' অর্থাৎ শাস্ত্রীয় কর্ম্ম দক্ষিণ হস্তে সম্পাদন করাই পুরুষের ধর্ম্ম (কর্ত্তব্যরূপে) বিহিত হইয়াছে; কাজেই আচমনেও তাহাই উচিত হইবে। এইজন্যই এই অবধিনির্দ্দেশ স্থলে ইহা বলা হইতেছে। ৬২

(গলায় যজ্ঞসূত্রাদি ধারণ করিতে গেলে যদি দক্ষিণ হস্ত উদ্ধৃত করিয়া তাহার মধ্য দিয়া চালাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে বামস্কন্ধে যে তাহার ধারণ হয় তাহাতেই উপবীতী,

বাম হস্ত ঐভাবে উদ্ধৃত করিলে দক্ষিণস্কন্ধে ধারণ করায় হয় 'প্রাচীনাবীতী', আর কোনও হাত উদ্ধৃত না করিয়া গলায় মালার ন্যায় ধারণ করিলে হয় 'নিবীতী'।)

(মেঃ)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, ইহা ত ধর্ম্মশাস্ত্র; কাজেই যে পদের যে অর্থ বৃদ্ধব্যবহার অনুসারে প্রসিদ্ধ আছে তাহা অবলম্বন করিয়াই ইঁহারা চলিবেন। কিন্তু মনু প্রভৃতির বাক্য, পদ এবং পদার্থের জ্ঞানলাভের জন্য ব্যবহৃত হইবার তো প্রয়োজন নাই ; ব্যাকরণস্মৃতি, অভিধান-স্মৃতি অথবা কান্ডস্মৃতিরই ইহা প্রয়োজন। (তবে কেন এখানে 'উপবীতী' প্রভৃতি পদের অর্থ নির্দ্দেশ করা হইতেছে?) (উত্তর)—হাঁ, তা ঠিক বটে; তবে কিনা, যে পদার্থ সমধিক প্রসিদ্ধ নহে তাহারই লক্ষণ ইঁহারা বলিয়া দিতেছেন; সুতরাং ইহার জন্য (দোষ, খুঁত ধরিয়া) নিন্দা করিবার কি আছে? বস্তুতঃ, কথা এই যে, এখানে এরূপ বলিয়া দিবার অন্য একটু প্রয়োজনও আছে। আচমনের ক্রম যখন বলা হইতেছে তখন উত্তরীয় ধারণ প্রভৃতিও যে ঐ আচমনের অঙ্গ তাহা জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক। সত্য বটে ব্রতের জন্যই হউক কিংবা পুরুষার্থরূপেই হউক উপবীত ধারণ সর্ব্বদা কর্ত্তব্য তথাপি উহা যে আচমনেরও অঙ্গ, কাজেই উহা ব্যতীত আচমন করা হইলেও যে তাহা পরিপূর্ণ হইবে না, ইহা জানাইয়া দেওয়া দরকার। এই বচনটী যদি না থাকে, তাহা হইলে উপবীত ধারণ যে আচমনেরও অঙ্গ তাহা জানা যায় না; আর তাহা হইলে উপবীত ধারণ না করিয়া ব্রত করা হইলে তাহাতে ব্রতের বৈগুণ্য (অঙ্গহানি) হয় এবং পুরুষার্থ-রূপে উহাতে পুরুষেরও দোষ ঘটে বটে (কিন্তু তাহাতে আচমনের কোন বৈগুণ্য ঘটিবে না)। কিন্তু এই উপবীত ধারণ আচমনেরও অঙ্গ হইলে ইহা ব্যতীত যদি আচমন করা হয় তাহা হইলে তাহা না করারই সামিল হইবে, অধিক কি অশুচি পুরুষ ঐ জলপান করায় তাহাতে তাহার দোষই হইয়া পড়ে। আচ্ছা, আবার জিজ্ঞাসা করি, এখানে ত কেবল উপবীতিত্বেরই লক্ষণ বলা হয় নাই, কিন্তু প্রাচীনাবীতিত্ব প্রভৃতিরও ত লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। (তবে একথা বলা কিরূপে সঙ্গত হয় যে উপবীত ধারণ আচমনেরই অঙ্গ, ইহা বলিয়া দিবার জন্যই এখানে উহাদের লক্ষণ বলা হইতেছে?) ইহার উত্তরে বক্তব্য,—'প্রাচীনাবীত' (দক্ষিণ স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র ধারণ) যে পিতৃকার্য্যে (শ্রাদ্ধতর্পণাদিতে) বিহিত তাহা ঐ শব্দটীর স্বরূপ হইতেই বোধিত হয়। কাজেই ঐ কার্য্যে উহার সার্থকতা সিদ্ধ হইলে উহার আর অন্য কোন প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষা থাকে না। কিন্তু উপবীতের প্রয়োজন কি তাহা এখনও নিরূপিত হয় নাই। এজন্য উহা প্রয়োজন-সাকাঙ্ক্ষ। কাজেই ইহার সহিত ঐ নিরাকাঙ্ক্ষ প্রাচীনাবীতের বিকল্প হইতে পারে না। আর নিবীত ধারণের সার্থকতা অভিচার প্রভৃতি কর্ম্মে সিদ্ধ (সুতরাং তাহার সহিতও উপবীত ধারণের বিকল্প হইবে না)। সত্য বটে এখানে (এই স্মৃতিমধ্যে) নিবীতের কোনও বিনিয়োগ (কর্ম্মে ব্যবহার) নির্দ্দেশ করা হয় নাই, তথাপি অন্য স্মৃতিতে ইহার যেরূপ বিনিয়োগ বলা আছে এখানেও তাহাই অবশ্য গ্রহণীয় হইবে, কারণ সকল স্মৃতিরই প্রয়োজন এক।

"উদ্ধৃতে দক্ষিণে পাণৌ"—দক্ষিণ পাণি তুলিয়া ধরা হইলে;—। এখানে 'পাণি' শব্দটী বাহু (সমগ্র হস্ত) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ তৎকালে বাহু উদ্ধৃত করিয়া থাকে যে লোক তাহাকেই উপবীতী বলা হয় (যেহেতু বাহু উদ্ধৃত করিয়া ধারণ করিতে হয়)। এই উপবীত যে সকল সময়েরই জন্য গ্রহণীয় তাহা অগ্রে বলিব। কিন্তু কেবল 'পাণি' (হস্তের অগ্রভাগ) উদ্ধৃত হইলে উপবীতী হয় না। বাম বাহু উদ্ধৃত করা হইলে হয় 'প্রাচীনাবীতী'। যদিও এখানে শেলাক. মধ্যে 'প্রাচীন আবীতী' এইরূপে দুইটী পদকে ব্যস্ত রাখিয়া বলা হইয়াছে তথাপি ঐ নামটী হইবে 'প্রাচীনাবীতী' এই প্রকার সমাসবদ্ধ পদ; এখানে ছন্দের অনুরোধে সমাস না করিয়া ঐভাবে পৃথক্ রাখিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। "কণ্ঠসজ্জনে"=কণ্ঠে সজ্জন অর্থাৎ সঙ্গ বা স্থাপন করা হইলে। বস্ত্র কিংবা সূত্র ধারণ কালে যখন একটী হাতও তুলিয়া ধরা হয় না তখন লোকে 'নিবীতী' হইয়া থাকে। ৬৩

(মেখলা, চর্ম্ম, দন্ড, উপবীত এবং কমন্ডলু এগুলি বিনষ্ট হইলে জলে ফেলিয়া দিয়া নূতন করিয়া উহা মন্ত্রপাঠসহকারে গ্রহণ করিবে।)

(মেঃ)—বিনষ্টগুলি জলে ফেলিয়া দেওয়া এবং অন্য নূতন গ্রহণ করিবার বিধান ইহা দ্বারা বলা হইল। জলে ফেলিয়া দেওয়ার এবং নূতন গ্রহণ করিবার অগ্রপশ্চাৎ ক্রম যেমন উল্লেখ আছে

সেইরূপই গ্রাহ্য। এইভাবে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবার নির্দ্দেশ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে ঐগুলি কেবল উপনয়নেরই অঙ্গ নহে। যদি উহা কেবলমাত্র উপনয়নেরই অঙ্গ হইত তাহা হইলে সেই উপনয়নের পরই উহাদের নাশ (ফেলিয়া দেওয়া) বিহিত হইত। কিন্তু যতদিন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে থাকিবে ততদিন ঐগুলি ধারণ করিতে হইবে, (ইহাই বিধি)। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, এমনও কি হইতে পারে না যে, উপনয়নকালেই কর্ম্ম সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে দৈব অথবা মনুষ্যকৃত প্রতিবন্ধকবশতঃ ঐগুলি বিনষ্ট হইয়া গেল? তখন কি ঐ কর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার জন্য আর দ্বিতীয়-বার ঐগুলি গ্রহণ করা হইবে না? যেমন, দ্বাদশকপালাদি যজ্ঞে একটী কপাল নষ্ট হইয়া গেলে পুনরায় তাহার স্থানে অপর একটী কপাল গ্রহণ করা হয়, সেরূপ কি এখানে করা হইবে না, যাহার জন্য বলা হইতেছে 'এইভাবে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবার নির্দ্দেশ থাকায় উপনয়নকালীন ঐ দণ্ডকমণ্ডলু প্রভৃতিগুলি যে ধারণ করিতে হয় তাহা অনুমান করা যাইতেছে'? ইহার উত্তর বলা যাইতেছে;—। দণ্ডের গ্রহণ এবং মেখলার বন্ধন বিধি দ্বারা বিহিত হইয়াছে। সেস্থলে সূত্রের যে বিশেষ এক প্রকার বিন্যাস তাহাও উপনয়নের অঙ্গরূপে অবশ্যই করিতে হইবে। তাহা করা হইলেই শাস্ত্রের যাহা বিধান তাহার অনুষ্ঠানও করা হইয়া গেল। তাহার পর সেগুলি নষ্টই হউক আর নষ্ট নাই হউক তাহাতে কি আসিয়া যায়? তবে প্রধান কর্ম্মের যাহা অঙ্গ তাদৃশ দ্রব্যাদির যদি নাশ ঘটে তাহা হইলে তাহার বিশেষ বিশেষ 'প্রতিপত্তি' (বিলি-ব্যবস্থা) করা হয়; এবং তাহাতে আসল কর্ম্মটীর কোন না কোন উপকার সাধিত হইয়া থাকে। আবার, ঐ দণ্ডকমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণেরই বিধি আছে; কিন্তু উহাদের দ্বারা কোন্ কার্য্য (প্রয়োজন) সম্পাদিত হইবে তাহা বলিয়া দেওয়া নাই। তাহা যদি থাকিত তাহা হইলে ঐ কার্য্যটী সম্পন্ন করিবার জন্য একটী বিশিষ্ট সময়ে ঐগুলি গ্রহণ করাটা বাচনিক (বচনবোধিত) হইত। কারণ, ঐগুলির যাহা কার্য্য তাহা সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই ঐগুলি নষ্ট হওয়ায় সেই প্রয়োজনের অনুরোধে ঐগুলিকে যে পুনরায় গ্রহণ করিতে হয় তাহা অর্থাপত্তি সিদ্ধ; যে হেতু ঐ পুনর্গ্রহণ কার্য্য-(প্রয়োজন)-প্রযুক্ত—প্রয়োজনের অনুরোধে তাহা করিতে হয়। আর অর্থাপত্তি সিদ্ধ ঐ পুনর্গ্রহণটীই বচন দ্বারা উল্লিখিত হইতেছে। অতএব, ঐ দ্রব্যগুলি বিনষ্ট হইলে জলে ফেলিয়া দিবে, এই প্রকার 'প্রতিপত্তি'র বিধান যখন নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং নূতন করিয়া ঐগুলি গ্রহণ করিবারও যখন উল্লেখ দেখা যাইতেছে তখন ইহাই বলিতে হয় যে ঐগুলি ধারণ করাটাই উপনয়নাদির অঙ্গ; আর সেই ধারণ করাটা যে অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্ত হইয়া যাইবে তাহা নহে। কারণ উহাদের মধ্যে একটী দ্রব্য হইতেছে কমণ্ডলু; সেটী কর্ম্মের পরেও থাকিয়া যায়; আর কমণ্ডলু নষ্ট হইলে তাহা জলে ফেলিয়া দিয়া তাহার 'প্রতিপত্তি' করিবার যেমন নির্দ্দেশ আছে অন্যগুলিরও 'প্রতিপত্তি' করিবার নির্দ্দেশ উহারই সমপ্রকার। কাজেই, ইহা হইতে ঐ মেখলা প্রভৃতিও যে কমণ্ডলুর মতই পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত থাকিয়া যাইবে, তাহা বুঝা যাইতেছে। উহাদের ঐ অনুবৃত্তি ব্রহ্মচারীর ব্রতের অঙ্গ। অতএব ঐ মেখলা প্রভৃতিগুলির দ্বারা দুইটী প্রয়োজন সাধিত হয়। তন্মধ্যে প্রকরণ অনুসারে ঐগুলি উপনয়নের অঙ্গ, (কারণ উপনয়নেরই প্রকরণে ঐগুলি বিহিত হইয়াছে)। আবার উপনয়ন সম্পন্ন হইয়া গেলেও ঐগুলি থাকিতে দেখা যায় বলিয়া যতদিন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা হয় ঐগুলিও ততদিন থাকিয়া যায়। তন্মধ্যে কমণ্ডলুটী আবার যে জলধারণরূপ প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও ঐ প্রতিপত্তি বিষয়ক বচনটী দ্বারা সূচিত হয়। কারণ, তাহা না হইলে, যখন কমণ্ডলু থাকিবে তখন এই প্রতিপত্তি কর্ত্তব্য (নচেৎ উহা কর্ত্তব্য নহে), এইভাবে ঐ প্রতিপত্তিটী বৈকল্পিক হইয়া পড়ে। (কিন্তু ইহা বৈকল্পিক নহে। অতএব উহা সর্ব্বদা ধারণীয়)।

দণ্ড গ্রহণ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিবে এইভাবে ক্রম নির্দ্দেশ থাকায় দণ্ড ধারণটী ভৈক্ষচর্য্যার অঙ্গরূপেই প্রাপ্ত হয়; আবার লোকাচার অনুসারে ভিক্ষা বহির্ভূত যে ভ্রমণ তাহাতেও উহা অবশ্যই উপকার সাধন করে। কিন্তু তাই বলিয়া যে দাঁড়ান, বসা, শোয়া, খাওয়া প্রভৃতি সকল কার্য্যে সকল অবস্থাতেই হাতে দণ্ডটী ধরিয়া থাকিতে হইবে এরূপ নহে। এইজন্য বেদাধ্যয়ন কালে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া থাকিবার যে উপদেশ দিবেন তাহা সঙ্গত হয়; (অন্যথা এক হাতে দণ্ড ধরা থাকিলে আর বদ্ধাঞ্জলি হওয়া সম্ভব নহে)। মূল শ্লোকে যে বলা হইয়াছে "মন্ত্রবৎ" ইহা দ্বারা এই কথা বলিয়া দেওয়া হইল যে উপনয়ন কালে যে নিয়মে গ্রহণ করা হয় সেইভাবে গ্রহণ করিবে। তন্মধ্যে আবার মেখলা গ্রহণেরই মন্ত্র আছে, দণ্ড গ্রহণের মন্ত্র নাই। ৬৪

(কেশান্ত নামক সংস্কারটী ব্রাহ্মণের পক্ষে ষোল বৎসরে কর্ত্তব্য, ক্ষত্রিয়ের উহা বাইশ বৎসরে এবং বৈশ্যের চব্বিশ বৎসরে বিহিত।)

(মেঃ)—'কেশান্ত' ইহা একটী সংস্কারের নাম। ইহা ব্রাহ্মণের গর্ভষোড়শ বৎসর বয়সে করিতে হয়। ঐ সংস্কারটীর স্বরূপ জানিতে হইলে গৃহ্যসূত্রই আশ্রয়ণীয়। দুইটী বর্ষ অধিক যাহাতে—যে দ্বাবিংশ বৎসরে, তাহা 'দ্বাবিংশ বৎসর'। অথবা বহুব্রীহি সমাস অন্য পদার্থকে বুঝায়; এখানে দ্বাবিংশ বর্ষটী সেই অন্য পদার্থ নহে, কিন্তু একটী বিশেষ কালই ঐ 'দ্ব্যধিক' পদের বাচ্য। আর তাহাতে অর্থ হয়, দ্বাবিংশ বৎসরের পর 'দ্ব্যধিক' যে কাল তাহাতে বৈশ্যের ঐ সংস্কার কর্ত্তব্য। আর, 'দ্ব্যধিক' এখানে সংখ্যাবাচক দ্বিশব্দের সংখ্যেয় (সংখ্যা দ্বারা প্রতিপাদ্য) হইবে বর্ষ ছাড়া অন্য কিছু নয়; যে হেতু সেইগুলিই 'প্রকৃত'—সেই বৎসর সম্বন্ধেই এখানে আলোচনা চলিতেছে। ৬৫

(এই সমস্ত 'আবৃৎ' অর্থাৎ সংস্কারসকলের আনুষ্ঠানিক কর্ম্মগুলি স্ত্রীলোকদের পক্ষেও তাহাদের শরীর সংস্কারের জন্য যথানির্দ্দিষ্ট কালে এবং যথানির্দ্দিষ্ট ক্রমে কর্ত্তব্য, তবে তাহাদের পক্ষে ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানে কোনও মন্ত্রের প্রয়োগ থাকিবে না।)

(মেঃ)—এই 'আবৃৎ' সমগ্রভাবে বিনা মন্ত্র প্রয়োগে স্ত্রীলোকদের পক্ষেও অনুষ্ঠেয়। জাত কর্ম্ম থেকে আরম্ভ করিয়া যতগুলি সংস্কার আছে সবগুলিরই এই যে "আবৃৎ" অর্থাৎ পরিপাটী —সকল প্রকার ইতিকর্ত্তব্যতা সমন্বিত এই সংস্কারসমূহ, ইহাই ফলিতার্থ। "সংস্কারার্থং শরীরস্য"=শরীরের সংস্কারের জন্য। পুরুষের পক্ষে যেমন ইহার প্রয়োজন আছে স্ত্রীলোকদের পক্ষেও সেইরূপ ইহার প্রয়োজন আছে, তাহাই বলিয়া দিলেন। "যথাকালং"=যে সময়ে যে সংস্কার কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই কাল অতিক্রম না করিয়া। 'যথাকালম্' এখানে 'যথাহসাদৃশ্যে' এই নিয়ম অনুসারে কোন পদার্থ অতিক্রম না করিয়া, এইরূপ অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হইয়াছে। 'যথাক্রমং' এখানেও ঐভাবে সমাস বুঝিতে হইবে। এখানে জ্ঞাতব্য এই যে, এখানে ঐ 'আবৃৎ' বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কেবল মন্ত্রপ্রয়োগ রহিত করা হইয়াছে মাত্র ; কাজেই ঐগুলি যে অ-যথাকালে (অসময়ে) এবং অ-যথাক্রমে (ক্রম ভঙ্গ করিয়া) করা হইবে, এরূপ প্রসঙ্গই নাই; সুতরাং মূলে যে "যথাকালং যথাক্রমম্" বলা তাহা অনর্থক। কাজেই ঐ উক্তিটী 'নিত্যানুবাদ', কিংবা উহা দ্বারা শ্লোক পূরণ করা হইয়াছে মাত্র। তবে এখানে এইটুকুই বক্তব্য (প্রতিপাদ্য) যে, এইসকল সংস্কার স্ত্রীলোকদের পক্ষেও কর্ত্তব্য, কিন্তু এগুলি তাহাদের বেলায় 'অমন্ত্রক'—বিনা মন্ত্র প্রয়োগে অনুষ্ঠেয়। ৬৬

(বিবাহই হইতেছে স্ত্রীলোকদের উপনয়নস্থানীয় বৈদিক সংস্কার; পতিসেবা তাহাদের গুরুগৃহে বাসের সামিল; আর গৃহস্থালীর কর্ম্ম করাটাই তাহাদের পক্ষে গুরুগৃহে কর্ত্তব্য অগ্নিপরিচর্য্যা প্রভৃতি কর্ম্মের সমান।)

(মেঃ)—বেদ অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত "বৈদিকঃ সংস্কারঃ"=উপনয়ন নামে প্রসিদ্ধ যে সংস্কার (পুরুষের) করা হয়, "স্ত্রীণাং"=স্ত্রীলোকদের পক্ষে তাহা "বৈবাহিকো বিধিঃ"=বিবাহসাধ্য ব্যাপার। যাহা বিবাহে হয় তাহা 'বৈবাহিক' ; সুতরাং ইহার অর্থ বিবাহবিষয়ক বা বিবাহসাধ্য। কাজেই, স্ত্রীলোকদের পক্ষে বিবাহ কর্ম্মটী পুরুষের উপনয়নস্থানে বিহিত—উপনয়নস্থানাপন্ন বলিয়া বিবাহ দ্বারা উপনয়নপ্রাপ্তি বলা হইল অর্থাৎ বিবাহের দ্বারাই স্ত্রীলোকদের উপনয়ন সংস্কার সিদ্ধ হইয়া যায়। বিবাহটী যদি ঐ উপনয়নের কার্য্য (প্রয়োজন) সম্পাদন করে তবেই ঐ উপনয়ন সংস্কারটী সিদ্ধ হয়। (প্রশ্ন)—বেশ, তাহা হইলে ত স্ত্রীলোকদের বেদাধ্যয়ন এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমবিহিত ব্রতপালনও করিতে হয়, উপনয়ন না হয় নাই হইল? এইজন্য এই দুইটী (বেদাধ্যয়ন এবং ব্রতচর্য্যা) পদার্থেরই নিষ্পত্তি দেখাইতেছেন "পতিসেবা গুরৌ বাসঃ";—স্ত্রীলোক বিবাহের পর থেকে পতিকে যে সেবা করে, শুশ্রূষা ও আরাধনা (সন্তোষ বিধান) করে তাহাই তাহার গুরুগৃহে বাসস্বরূপ। গুরুগৃহে বাস করিতে থাকিয়া বেদাধ্যয়ন কর্ত্তব্য। কিন্তু স্ত্রীলোকদের ত আর সত্যিকারের গুরুগৃহে বাস করা নাই; কাজেই তাহাদের বেদাধ্যয়ন প্রসঙ্গ হইবে কিরূপে?

"গৃহার্থঃ"=গৃহস্থলীর কর্ম্মকলাপ, যেমন রন্ধন করা, পোষাক-পরিচ্ছদ, বস্ত্রাদি গুছাইয়া রাখা প্রভৃতি; এগুলি নবম অধ্যায়ে বলা হইবে, যথা,—"টাকাকড়ি গণিয়া ঠিকমত রাখিয়া

দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপার স্ত্রীলোকের উপর ভার দিবে” ইত্যাদি। ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে থাকিয়া সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে যে সমিৎ সংগ্রহ করে তাহা স্ত্রীলোকদের গৃহস্থালীর কর্ম্ম দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া যায়। আর গৃহকর্ম্মের মধ্যে রন্ধনাদি অগ্নিসাধ্য কাজ যে সমস্ত করে তাহা দ্বারা ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য যত কিছু যম-নিয়ম প্রভৃতি আছে সেগুলিও অনুষ্ঠিত হইয়া যায়। কাজেই, এখানে স্ত্রীলোকের অগ্নি পরিক্রিয়াটী পুরুষের যম-নিয়মাদি কর্ত্তব্যকলাপের উপলক্ষণ। সুতরাং এইভাবে এই কথাই বলিয়া দেওয়া হইল যে, বিবাহটী স্ত্রীলোকদের পক্ষে উপনয়নস্থানীয়। কাজেই, পুরুষের পক্ষে যেমন উপনয়ন কর্ম্মের আরম্ভ থেকে শ্রৌত, স্মার্ত্ত এবং শিষ্টাচারপ্রাপ্ত কর্ত্তব্যসমূহ অবশ্য পালনীয় হয়, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে পর্যন্ত তাহাদের ‘কামচার’—নিজের খুশীমত কাজ করার অধিকার থাকে, এবং তখন তাহারা ঐ সকল কর্ম্মের অনধিকারীও থাকে স্ত্রীলোকদেরও সেইরূপ বিবাহের পূর্ব্বে পর্যন্ত ঐ ‘কামচার’—খুশীমত কাজ করার অধিকার—বাঁধাধরা নিয়মপালন না করা চলে, কিন্তু বিবাহের পর শ্রৌত-স্মার্ত্ত ক্রিয়াকলাপের অধিকার জন্মে।

অথবা শ্লোকটীর পদযোজনা হইবে এইরূপ;—। বিবাহই হইতেছে স্ত্রীলোকদের পক্ষে বৈদিক সংস্কার উপনয়ন। যদিও বিবাহ আর উপনয়ন এক নয় তবুও ইহা গৌণ প্রয়োগ, উপনয়নের সহিত গুণগত সাদৃশ্য থাকায় বিবাহকেও উপনয়ন বলা হইয়াছে। উপনয়নের সহিত বিবাহের ঐ গুণগত সমানতাটী কি প্রকার, যাহার জন্য বিবাহকেও উপনয়ন নামে উল্লেখ করা হইতেছে? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন “পতিসেবা” ইত্যাদি। ৬৭

(দ্বিজাতিগণের পক্ষে উপনয়ন সংক্রান্ত এই যে বিধান বলা হইল ইহাই তাহাদের যথার্থ জন্মের অভিব্যঞ্জক এবং ইহা পবিত্রতা আধায়ক। এক্ষণে তাহাদের কোন্ কোন্ কর্ত্তব্য কর্ম্মের সহিত সম্পর্ক তাহা শুনুন।)

(মেঃ)· এইবার প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন;—। এই পর্য্যন্ত উপনয়নের প্রকরণ। কাজেই ইহার মধ্যে যাহা কিছু বলা হইল উপনয়নকে সাঙ্গ করাই তাহার প্রয়োজন। ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে, ‘কেশান্ত’ নামক সংস্কারটীও যখন এই প্রকরণ মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে তখন তাহাও কি ঐ উপনয়নের অঙ্গ হইবে? (উত্তর) না, তাহা হইবে না; কারণ, উপনয়ন সমাপ্ত হইয়া গেলে তদনন্তর ঐ কর্ম্মটী অনুষ্ঠান করিবার যে কাল সেই সময়েই উহা কর্ত্তব্য, এইরূপ বিধান বলা হইয়াছে। যদি কোন কর্ম্ম অন্য একটী কর্ম্মের প্রকরণে বিহিত হয় তথাপি বাক্যের বিনিয়োজকতা শক্তিবলে তাহা অন্য কর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে (কারণ প্রকরণ অপেক্ষা বাক্য প্রবল)। এইজন্য কাহারও কাহারও মতে সমাবর্ত্তন হইবার পরও ঐ ‘কেশান্ত’ নামক সংস্কারটী করা যায়।

“ঔপনায়নিকঃ”=যাহা উপনয়নে হয়। পূর্ব্বে যেমন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সেইভাবেই এখানে উত্তরপদটীর বৃদ্ধি সমর্থনীয়। “উৎপত্তিব্যঞ্জকঃ” -উৎপত্তি অর্থ মাতাপিতার নিকট হইতে জন্ম গ্রহণ; সেই উৎপত্তিকে যাহা অভিব্যক্ত করে, প্রকাশিত করে অর্থাৎ গুণসমন্বিত করিয়া তুলে তাহা ‘উৎপত্তিব্যঞ্জক’। যে হেতু যাহার উপনয়ন হয় নাই তাহার জন্ম হইলেও সে অনুৎপন্নেরই সদৃশ থাকে, কারণ কোন শাস্ত্রীয় কর্ম্মেই তাহার অধিকার জন্মে নাই। এইজন্য এই বিধি অর্থাৎ এই সমস্ত কর্ম্মকলাপ তাহার উৎপত্তির অভিব্যঞ্জক। “পুণ্যঃ”—ইহা ‘পুণ্য’। পুণ্য কথাটীর অর্থ শব্দোচ্চারণ বোধ্য (উহা আর বলিয়া দিবার দরকার হয় না)। “কর্ম্মযোগং” ;— উপনীত হইলে যে কর্ম্মকলাপের সহিত তাহার যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ বা অধিকার হয়—সেই উপনীত ব্যক্তির যাহা কর্ত্তব্য তাহা এক্ষণে বলিব, “নিবোধত”=আপনারা অবধান করুন। ৬৮

(গুরু শিষ্যকে উপনয়ন সংস্কৃত করিয়া প্রথমে শৌচ, আচার, অগ্নিকার্য্য এবং সন্ধ্যাবন্দনা শিক্ষা দিবেন।)

(মেঃ)—“শিক্ষয়েৎ”=বুঝাইয়া দিবেন ; “শৌচম্”=শৌচ অর্থাৎ শুচিতা ; “আদিতঃ”=প্রথমে ; যদিও এখানে শ্লোকের পদবিন্যাস অনুসারে ‘প্রথমে শৌচ শিক্ষা দিবেন’ এইরূপ অর্থ প্রতীত হইতেছে তথাপি আচার প্রভৃতি অপরাপর বিষয়গুলির পূর্ব্বেই যে শৌচ শিক্ষা দিতে হইবে

এরূপ অর্থ অভিপ্রেত নহে; কিন্তু এইগুলির ক্রম অর্থাৎ পারম্পর্য্য বা অগ্রপশ্চাদ্‌ভাব নিয়মিত করা হইতেছে না। (উহাদের যে কোনটী আগে বা পরে হইতে পারে, শিক্ষা করা হইলেই শাস্ত্রার্থ সিদ্ধ হইবে)। পারম্পর্য্যের মধ্যে কেবল উপনয়নের অনন্তর ব্রতবিষয়ক আদেশ দান করিতে হইবে, এইস্থানে ক্রম অনুসরণীয়, একথা অগ্রে বলিবেন। ব্রতাদেশ প্রাপ্ত হইলে তাহার পর বেদাধ্যয়ন হইবে। এই কারণে ব্রতাদেশ না হইলে বেদাধ্যয়নও হইতে পারে না বলিয়া ব্রহ্মচারী তখনও কোন বেদমন্ত্রও উচ্চারণ করিবার অধিকারী নহে। অথচ অগ্নীন্ধন এবং সন্ধ্যা-বন্দনা মন্ত্রসাধ্য কর্ম্ম; কাজেই ঐ মাণবকের পক্ষে তাহা করিবারও অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। এইজন্য এখানে ব্রতচর্য্যার পূর্ব্বেই যে সেই ব্রহ্মচারী মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অগ্নীন্ধন ও সন্ধ্যাবন্দনা করিবে তাহারই, সেই অপ্রাপ্ত অধিকারেরই প্রাপ্তি বিধান করিতেছেন। শৌচের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই; কাজেই তাহা সেই দিনেই উপদেশ করা দরকার। আচার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। কাজেই শৌচ প্রসঙ্গে যে বলিতেছেন "আদিতঃ"='প্রথমেই শৌচ শিক্ষা', ইহা শৌচের প্রতি আদর অর্থাৎ যত্ন বা বিশেষ আগ্রহ দেখাইবার জন্য। ইহা দ্বারা কিন্তু একথা বলা হয় নাই যে শৌচটীই সর্ব্বপ্রথমে উপদেশ দিতে হইবে।

'শৌচ' বলিতে অগ্রে পঞ্চমাধ্যায়ে (১৩৪-৩৬) শ্লোকে বর্ণিত 'লিঙ্গদেশে একবার মৃত্তিকা' ইত্যাদি আচমন পর্য্যন্ত পদার্থ (কর্ম্ম) সকল বোদ্ধব্য। 'আচার' অর্থ গুরু প্রভৃতিকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়ান, আসন পাতিয়া দেওয়া, অভিবাদন করা প্রভৃতি। 'অগ্নিকার্য' অর্থ অগ্নিতে সমিৎ আধান (সমিৎ প্রক্ষেপ) করিয়া অগ্নিকে সম্যক্‌রূপে প্রজ্জ্বলিত করা। সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের উপাসনা, তাহার স্বরূপ চিন্তা, ইহাই সন্ধ্যা-উপাসনা। অথবা অগ্রে (১০১ শ্লোকে) "পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং" ইত্যাদি বচনে যে বিধান বলিবেন, তাহাই সন্ধ্যা-উপাসনা। ইহা ব্রহ্মচারীর ব্রতের ধর্ম্ম (অঙ্গ কর্ম্ম)। এইবার অধ্যয়নের অঙ্গগুলি বলিতেছেন;—। ৬৯

(শিষ্য যখন বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিবে তখন সে ধৌত বস্ত্র পরিয়া যথাবিধি আচমন করিয়া উত্তরমুখে বসিবে এবং ইন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া অঞ্জলি বন্ধন সহকারে থাকিলে তখন তাহাকে বেদ পড়ান হইবে।)

(মেঃ)--'অধ্যেষ্যমাণঃ' এখানে লৃট্‌ বিভক্তির অর্থে 'স্যমান' প্রত্যয় হইয়াছে; এই লৃট্‌ বিভক্তিটী অতি নিকটবর্ত্তী ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং 'অধ্যেষ্যমাণ' হইয়া ইহার অর্থ 'অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়া', অধ্যয়ন আরম্ভে বসিয়া, অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়া :—। "উদঙ্‌মুখঃ"=মাণবক উত্তর দিকে মুখ করিয়া বসিলে, "অধ্যাপ্যঃ"=তাহাকে অধ্যাপনা করা হইবে। গৌতম ধর্ম্মশাস্ত্রে বলা আছে, "অথবা শিষ্য পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিবে এবং আচার্য্য পশ্চিমাস্য হইবেন"। যথাশাস্ত্র আচমন করিলে। ইহা পূর্ব্বোক্ত আচমনবিষয়ক নিয়মগুলি স্মরণ করাইয়া দিতেছে। "ব্রহ্মাঞ্জলিকৃতঃ"=ব্রহ্মাঞ্জলি করা হইয়াছে যাহা দ্বারা সে 'ব্রহ্মাঞ্জলিকৃত'। (এখানে ঐরূপ বহুব্রীহি সমাস করিলে সমস্ত পদটী 'কৃতব্রহ্মাঞ্জলি' এই প্রকারই হওয়া উচিত।) কিন্তু ইহা 'আহিতাগ্নি' গণের মধ্যে পড়ে, যে হেতু 'আহিতাগ্নিগণীয়' শব্দগুলি আকৃতিগণ —উহাদের সংখ্যা এবং স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট নাই। কাজেই, এখানে 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত 'কৃত' এই শব্দটী পূর্ব্বে না বসিয়া শেষাংশে গিয়া পড়িয়াছে। অথবা এখানে "ব্রহ্মাঞ্জলিকৃদধ্যাপ্যঃ" এইরূপ পাঠ ধর্ত্তব্য; তাহাতে ঐ শব্দটী হয় 'ব্রহ্মাঞ্জলিকৃৎ'। "লঘুবাসাঃ"=ধৌত বস্ত্র— কাচা কাপড় পরিয়া আছে যে; এরূপ বলিবার কারণ এই যে প্রক্ষালন করা হইলে, কাচা হইলে বস্ত্রদ্বয় (পরিধেয় এবং উত্তরীয়) হাল্‌কা হয়। অতএব এখানে 'লঘু' শব্দটী দ্বারা বস্ত্রের শুদ্ধতা লক্ষণা দ্বারা বলা হইল। অথবা, এই বালক যদি পশুলোমাদি নির্ম্মিত মোটা কাপড় পরিয়া পড়িতে বসে সেই পাঠ গ্রহণকালে তাহার চিত্তচাঞ্চল্য হইলে যখন প্রহার করা হইবে তখন তাহার কোনই কষ্ট অনুভব হইবে না (কারণ মোটা কাপড়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত)। আর তাহা হইলে সে মনোযোগ সহকারে পড়িবে না। আবার, প্রহার করিবার জন্য সেই কাপড় সরাইয়া দিতে হইলে গুরুরও পরিশ্রম হয়। অধিকন্তু সেই ভাবে একেবারে খোলা গায়ে যদি রজ্জু প্রভৃতি দিয়া ঐ বালককে প্রহার করা হয় তাহা হইলে তাহাকে বড়ই বেদনা অনুভব করিতে হয়। কাজেই বস্ত্রের এই যে লঘুতা ইহার প্রয়োজন প্রত্যক্ষসিদ্ধ। "জিতেন্দ্রিয়ঃ" ;—জিত অর্থাৎ নিয়মিত (সংযত) করা হইয়াছে উভয় প্রকার ইন্দ্রিয়ই যাহা দ্বারা সে জিতেন্দ্রিয়। ইহা দ্বারা এই কথাই

বলিয়া দেওয়া হইল যে, (পাঠ গ্রহণের সময়) এদিকে ওদিকে চাহিবে না, কোন কিছু সামান্য মাত্রেও কাণ দিবে না এবং অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিবে। ৭০

(বেদাধ্যয়নের প্রারম্ভে সকল বারেই গুরুর পাদস্পর্শ কর্ত্তব্য। হস্তদ্বয় পরস্পর সংশ্লিষ্ট করিয়া অধ্যয়ন কর্ত্তব্য। উহা ব্রহ্মাঞ্জলি নামে প্রসিদ্ধ।)

(মেঃ)—"ব্রহ্মারম্ভে"—বেদাধ্যয়নের প্রারম্ভে; যদিও ব্রহ্ম শব্দটীর অনেকগুলি অর্থ আছে তথাপি এখানে উহার অর্থ বেদ বলিয়া বুঝা যাইতেছে, যে হেতু অধ্যয়নবিষয়ক আলোচনার মধ্যে ইহা উল্লেখ করা হইতেছে। সেই ব্রহ্মের আরম্ভে,—। এখানে যে সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে ইহা নিমিত্ত সপ্তমী। অধ্যয়ন ক্রিয়ার অধিকার (প্রসঙ্গ) চলিতেছে বলিয়া এখানে 'ব্রহ্ম' অর্থ ব্রহ্মবিষয়ক অধ্যয়ন ক্রিয়া; তাহারই আরম্ভ অর্থাৎ পুরুষ কর্ত্তৃক প্রথম বারের উচ্চারণ। সেইখানে গুরুর এই পাদ গ্রহণ (পাদস্পর্শ)। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, বেদের যে সমস্ত আদ্যক্ষর আছে, যেমন (ঋগ্বেদের) "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি, (যজুর্বেদের) "ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা" ইত্যাদি এবং (সামবেদের) "অগ্ন আয়াহি" ইত্যাদি সেগুলিকে লক্ষ্য করিয়া এখানে 'আরম্ভ' কথাটী বলা হয় নাই। কারণ, উহা বেদ বলিয়া নিত্য, উহা যে কাহারও 'নিমিত্ত' (কারণ) হইবে তাহা সম্ভব নহে, যে হেতু যাহা কাদাচিৎক অর্থাৎ কখন থাকে কখন থাকে না তাহাই নিমিত্ত হইয়া থাকে। অতএব, ইহা দ্বারা যাহা বলিয়া দেওয়া হইল তাহা এইরূপ;—। বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করিলে গুরুর পাদ গ্রহণ করিবে, তাহা করিয়া তবে তাহার পর স্বাধ্যায়ের অক্ষরসকল উচ্চারণ করিবে, কিন্তু অধ্যয়ন কার্য্য (বেদোচ্চারণ) আরম্ভ করিয়া তাহার পর যে গুরুর পাদ গ্রহণ করিবে এরূপ নহে।

আচ্ছা! জিজ্ঞাসা করি, ক্রিয়ার যে প্রথম ক্ষণ তাহারই নাম আরম্ভ; তাহাই এখানে নিমিত্ত হইতেছে। আর, যাহা বিদ্যমান থাকে সেইটীই ত নিমিত্ত হয়, ইহাই ত যুক্তিসঙ্গত; যেমন জীবন কর্ম্মের নিমিত্ত হইয়া থাকে। সত্য বটে 'ক্ষামবতী ইষ্টি' (যাগবিশেষ) প্রভৃতি স্থলে 'গৃহদাহ' প্রভৃতি হয় তাহার নিমিত্ত, আর ঐ গৃহদাহটী যাগ কালে বিদ্যমান থাকে না, কিন্তু অতীত কালে (আগেই) সংঘটিত হয়; কিন্তু এই প্রকার নিমিত্তসকল সেই সেই স্থলেই শ্রুতিমধ্যে বলিয়া দেওয়া থাকে (কাজেই, বচন নির্দ্দেশ থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলা যায় না)। অতএব, অধ্যয়নারম্ভ এবং পাদ গ্রহণ এই দুইটী ক্রিয়ার সহপ্রয়োগ (একই সময়ে অনুষ্ঠান) করাই ত যুক্তিসঙ্গত? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—অধ্যয়নের যে অধ্যবসায় (উদ্‌যোগ) তাহাই এখানে আরম্ভ। গুরু যখনই বলিবেন 'অধ্যয়ন কর' তখনই মাণবক পড়িবার উদ্‌যোগ করে। এইজন্য তাহারই পরক্ষণে গুরুর পাদ গ্রহণ করা উচিত। বস্তুতঃপক্ষে, এই যে পাদ বন্দনা ইহা দ্বারা গুরুর চিত্তকে প্রসন্ন করিয়া তোলা হয়; কারণ, তিনি ত উপকার করিতে উদ্যত হইতেছেন। লৌকিক ব্যবহারেও যেমন দেখা যায়, কোন ব্যক্তি উপকার করিতে প্রবৃত্ত হইলে লোকে তাহাকে এইরূপ বলিয়া খুশী করিতে থাকে 'আঃ, বাঁচিলাম; মহাশয়! আপনি আমাদের এই পাপ থেকে উদ্ধার করিলেন' ইত্যাদি। এই যে গুরুর পাদবন্দনা ইহা 'মূক অধ্যেষণা'—(প্রার্থনাসূচক কোন কথা উচ্চারণ করা হইতেছে না বটে তথাপি ইহা দ্বারা গুরুকে অধ্যাপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে প্রার্থনা করা হইতেছে অতি বিনীতভাবে)—ইহা দ্বারা 'মহাশয়! আমি অধ্যয়নাভিলাষে, আপনার উপসন্ন (সমীপস্থ) হইয়াছি (আপনি অনুগ্রহ করিয়া পড়ান), এই প্রকার মূক অধ্যেষণা সূচিত হইতেছে। কারণ, গুরুকে ত আর এইরূপ উপরোধ করা যায় না যে আপনি আমায় পড়ান। তাঁহার সমীপস্থ হওয়াই কর্ত্তব্য, ইহা দ্বারা তাঁহার স্মরণ হইবে যে বালকটীর ইহা অধ্যয়ন করিবার সময়। অতএব, গুরুর 'উপসদন' করিয়া তাহার পর বেদের অক্ষর উচ্চারণ করিবে। আরও কথা, 'হস্তদ্বয় সংহত (সংযুক্ত) করিয়া অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য', ইহা বলিয়া দেওয়া হইতেছে। কাজেই, সে সময় পাদ গ্রহণ করিবার যেরূপ বিধি আছে অধ্যয়নকারী ব্যক্তির পক্ষে তাহা পালন করা সম্ভব নহে বলিয়া তাহাকে তখন ঐ বিধিটী লঙ্ঘন করিতে হয়। (ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে; কাজেই ইহার পূর্ব্বেই গুরুর পাদ গ্রহণ কর্ত্তব্য)।

'অবসান' অর্থ সমাপ্তি—অধ্যয়ন হইতে বিরত হওয়া। যদিও এখানে 'ব্রহ্মারম্ভে' এই প্রকার সমাসবদ্ধ থাকায় 'ব্রহ্ম' শব্দটী ঐ আরম্ভ শব্দটীতে গুণভূত (অপ্রধান) হইয়া গিয়াছে তথাপি

'অবসানে' এইরূপ উক্ত হওয়ায় ঐ 'অবসান' পদটীও অন্য একটী পদের সহিত সাপেক্ষ (আকাঙ্ক্ষা-যুক্ত) হইয়া আছে। আবার, ঐ সমাসমধ্যগত ব্রহ্ম শব্দটী কিন্তু এখানে সন্নিহিত—ঐ 'অবসান' পদটীর কাছাকাছি রহিয়াছে। কাজেই, ঐ ব্রহ্ম পদটীরই সহিত যে ইহার সম্বন্ধ তাহা বুঝা যাইতেছে; কারণ অন্য কোন পদ ঐ সাপেক্ষ 'অবসান' পদটীর আকাঙ্ক্ষাপূরকরূপে এখানে উল্লিখিত হয় নাই।

এখানে 'সদা' এই শব্দটী প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বপ্রথম যে বেদাধ্যয়ন কেবল সেই বারের জন্যই যে এই নিয়মটী তাহা নহে; কিন্তু তাহার পরেও যতবার ঐ কার্য্য করা হইবে ততবারই আরম্ভে এবং অবসানে এই প্রকার পাদ গ্রহণ কর্ত্তব্য। ইহাই ঐ 'সদা' শব্দটী প্রয়োগ করিয়া জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যে হেতু তাহা না হইলে, উপনয়নের পর ব্রতাদেশের অনন্তর যে প্রথম বেদাধ্যয়ন আরম্ভ কেবল সেই স্থলেই সেই বারের জন্য ঐভাবে পাদ গ্রহণ করা হইলে শাস্ত্রার্থ পালিত হইয়া যায়, তাহার পর আর পাদ গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা থাকে না। ইহার উদাহরণ যেমন, দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবার প্রারম্ভে 'আরম্ভনীয়া ইষ্টি' নামক যাগ করিবার বিধান আছে। উহা কিন্তু প্রতিমাস কর্ত্তব্য যে দর্শপূর্ণমাস যাগ তাহাতে করা হয় না, প্রত্যেক বার অনুষ্ঠিত হয় না। কিন্তু অগ্ন্যাধানের পর প্রথম যে দর্শপূর্ণমাস যাগানুষ্ঠান কেবল সেই বারের জন্যই উহা করা হইয়া থাকে। (এখানেও ঐ পাদ গ্রহণ কর্ম্মটী পাছে ঐভাবে এক বার মাত্র অনুষ্ঠিত হয় এইজন্য এখানে 'সদা' শব্দটী বলিয়া উহার প্রতিবার কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে)।

ঐ অধ্যয়ন ক্রিয়া প্রাতঃকালে আরম্ভ করিয়া যতক্ষণ না এক দিনের পাঠ্য দুইটী প্রপাঠক পরিমাণ অংশ গৃহীত হয় ততক্ষণের মধ্যে ঐ যে অধ্যয়ন ক্রিয়া উহা একটী বলিয়াই ধরিতে হইবে। যদি উহার মাঝখানে কোন কারণে কোনরূপ বিচ্ছেদ ঘটে এবং তাহার পর আবার উহা চালিতে থাকে তখন আর তাহাকে আরম্ভ বলা হইবে না; কাজেই তখন যে পুনরায় পাদ গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নহে। এইজন্য অন্য স্মৃতি মধ্যে এইরূপ নির্দ্দেশও রহিয়াছে "প্রতি-দিন প্রাতঃকালে গুরুর পাদ বন্দনা কর্ত্তব্য" ইত্যাদি। "সংহত্য" ইহার অর্থ হস্তদ্বয় সংলগ্ন করিয়া, পরস্পর সংশ্লিষ্ট করিয়া, অধ্যয়ন করিতে হইবে। কচ্ছপের আকারে হস্তদ্বয়ের যেরূপ সন্নিবেশ করা প্রসিদ্ধ আছে সেইরূপ কর্ত্তব্য। "স হি ব্রহ্মাঞ্জলিঃ"—তাহাই ব্রহ্মাঞ্জলি (এই নামে অভিহিত হয়)। এটী পূর্ব্বোক্ত ঐ পদের অর্থকথন মাত্র, (ইহা কোন বিধি নহে)। ৭২

(গুরুর পাদ বন্দনা করিবার সময়ে দু'খানি হাত পরস্পর বিপরীতভাবে চালনা করিতে হইবে। এইভাবে নিজ বাম হস্তের দ্বারা গুরুর বাম পাদ এবং নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ পাদ স্পর্শ করিতে হইবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্ব শ্লোকে গুরুর যে পাদ বন্দনা করিবার কথা বলা হইল তাহা 'ব্যত্যস্তপাণি' হইয়া কর্ত্তব্য। হস্তদ্বয়ের যে ব্যত্যাস (বৈপরীত্য) তাহা কিরূপে কর্ত্তব্য তাহাই বলিয়া দিতেছেন "সব্যেন" ইত্যাদি। নিজ বাম হস্তে গুরুর বাম পাদ স্পর্শ করিতে হইবে মাত্র, কিন্তু বহুক্ষণ যাবৎ তাহা চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না। এই যে ব্যত্যাস ইহা তখনই ঘটে যখন দুইখানি হাত একই সময়ে পরস্পরের বিপরীত দিকে চালিত করা হয়। গুরুর মুখোমুখী হইয়া সাম্নে থাকিয়া পাদ গ্রহণ কর্ত্তব্য। তখন শিষ্যের বাম হস্তটী তাহারই দক্ষিণ দিকে চালিত করিতে হয় আবার তাহার দক্ষিণ হস্তটী তাহারই বাম দিকে গুরুর পা লক্ষ্য করিয়া চালাইয়া দিতে হয়। এইরূপ করিলে তবেই নিজ বাম হস্ত দ্বারা গুরুর বাম পাদ এবং নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ পাদ স্পৃষ্ট হয়। ইহাই 'পাণিব্যত্যাস'। কেহ কেহ এখানে "ব্যত্যস্তপাণিনা" ইহার পরিবর্ত্তে "বিন্যস্তপাণিনা"=(হস্তদ্বয় বিন্যাস করিয়া) এই প্রকার পাঠ স্বীকার করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা এইরূপ ব্যাখ্যাও বলিয়া দিয়া থাকেন যে, হস্তদ্বয়ের দ্বারা পাদ স্পর্শ করিতে গেলে আপনাআপনিই হাত দু'খানির বিন্যাস আসিয়া পড়ে; কাজেই, তাহার জন্য 'বিন্যস্তপাণি' একথা বলিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। সুতরাং ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নিতপ্ত লোহগোলক স্পর্শ করিতে লোকে যেমন সঙ্কুচিত হয় পুড়িয়া যাইবার ভয়ে এবং যদি বা স্পর্শ করে তাহাও কোন গতিকে আঙুলের ডগা দিয়া, গুরুর পাদ স্পর্শ সেভাবে করা

উচিত নহে; কিন্তু হস্তদ্বয় তাঁহার দু'খানি চরণের উপর বিন্যাস করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। তবে উহা দ্বারা যেন চাপিয়া ধরা না হয়, কারণ সেটা গুরুর পীড়াদায়ক হইবে। ৭২

(গুরু যখন মাণবকটীকে পড়াইতে ইচ্ছা করিবেন, তখন তিনি তাহাকে বলিবেন 'ওহে! পড়'; আবার যখন পাঠ বন্ধ করিবেন তখন তিনি বলিবেন 'বিরাম হউক'। এ বিষয়ে সকল সময়ে আলস্যহীন হইতে হইবে।)

(মেঃ)—'অধ্যেষ্যমাণ' ইত্যাদি পদগুলির ব্যাখ্যা আগেই (৭০ শ্লোকে) বলিয়া আসা হইয়াছে। এই শ্লোকোক্ত এই বিধিটী গুরুর পক্ষে প্রযোজ্য। গুরু যখন মাণবকটীকে পড়াইতে ইচ্ছা করিবেন তখন তাহাকে "অধীষ্ব ভোঃ"=ওহে! অধ্যয়ন কর, এইভাবে নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু মাণবকটী যদি ঐভাবে গুরু কর্ত্তৃক পাঠ গ্রহণের জন্য আদিষ্ট না হয় তাহা হইলে তাহার উচিত হইবে না, 'মহাশয়! আমাকে একটী অনুবাক পড়াইয়া দিন' এই বলিয়া বিরক্ত করা। এইজন্য অন্য স্মৃতি মধ্যেও কথিত হইয়াছে "গুরু কর্ত্তৃক আহূত হইলে তখন অধ্যয়ন করিবে"। "বিরামোঽস্তু"=বিরাম হউক (থামা হউক) এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া "আরমেৎ"=নিবৃত্ত হইবে (থামিবে)। কে থামিবে? গুরুই থামিবেন; কারণ, 'গুরু' এই শব্দটীই এখানে প্রথমা বিভক্তি-যুক্ত হইয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অথবা, নিবৃত্ত হইবে শিষ্যই বটে কিন্তু গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া; পরন্তু নিজ ইচ্ছামত থামিবে না। এই প্রকার অর্থ ধরা হইলে শ্লোকটীকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, যথা,—। 'গুরু যখন বলিবেন বিরাম হউক তখন ব্রহ্মচারী থামিবে—পাঠ বন্ধ করিবে। অপর কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, পাঠ বন্ধ করিবার সময় 'বিরামোঽস্তু' এই প্রকার যে উক্তি ইহা শিষ্যই কি আর আচার্যই কি সকলেরই পক্ষে পালনীয় ধর্ম্ম—সকলেরই ইহা উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। অন্য স্মৃতি মধ্যেও এইরূপ বলিয়া দেওয়া আছে, যথা;—"বেদ অধ্যয়ন করা হইয়া গেলে বিরাম কালে তর্জ্জনী দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া যজুর্বেদ পাঠের অবসানে 'স্বস্তি' এই শব্দটী উচ্চারণ করিবে, সাম বেদের বেলায় বলিবে 'বিস্পষ্টাম্', ঋগ্বেদের পক্ষে 'বিরামঃ' এবং অথর্ব্ব বেদের সময়ে উচ্চারণ করিবে 'আরমঃ' এই শব্দটী"। "অতন্দ্রিতঃ"=আলস্যহীন হইয়া। 'তন্দ্রা' অর্থ আলস্য। সেই তন্দ্রা যে পুরুষের আছে তাহাকে বলা হয় তন্দ্রিত। সুতরাং 'অতন্দ্রিত' ইহার অর্থ 'আলস্য ত্যাগ করিয়া'। বস্তুতঃপক্ষে ইহা অনুবাদ মাত্র। তন্দ্রা অর্থ এখানে শ্রম নহে। এস্থলে এই প্রকার শঙ্কা করা উচিত হইবে না যে, যে ব্যক্তি আলস্যহীন তাহার পক্ষেই এইরূপ বিধি, আর যে আলস্যযুক্ত লোক তাহার জন্য অন্য প্রকার বিধান (কিন্তু সকলের পক্ষেই ঐ একই নিয়ম)। ৭৩

(বেদ পাঠের আদিতে এবং অবসানে সকল সময়েই ওঁকার উচ্চারণ করিবে। কেন না, আদিতে ওঁকার শূন্য বেদাধ্যয়ন ছিদ্রযুক্ত পাত্রে জলের ন্যায় ঝরিয়া পড়ে এবং অবসানে প্রণব শূন্য হইলে সেই পাঠটী বিনষ্ট, বিফল হইয়া যায়।)

(মেঃ)—এখানেও পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে 'বেদের আদিতে এবং অবসানে প্রণব উচ্চারণ করিবে' ইহার অর্থ বেদবিষয়ক যে অধ্যয়ন ক্রিয়া তাহার আদি ও অন্তে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। 'প্রণব' এই শব্দটী ওঁকারবাচক। এইজন্য আচার্য্য স্বয়ংই বলিবেন "ওঁকারহীন অধ্যয়ন বিফল হয়"। 'সর্ব্বদা' এই শব্দটী প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই যে বৈধ বেদাধ্যয়ন মাত্রেই ইহা কর্ত্তব্য; তাহা না হইলে প্রকরণ অনুসারে ইহা ব্রহ্মচারীর যে বেদগ্রহণ কেবল তাহারই ধর্ম্ম হইয়া পড়ে, কেবল সেই সময়েই আদ্যন্তে প্রণব উচ্চারণ করিতে হয়। কিন্তু এই 'সর্ব্বদা' শব্দটী প্রয়োগ করা থাকিলে, ভুলিয়া না যাইবার জন্য যে বেদাভ্যাস করা হয় অথবা "প্রতিদিন (যাবজ্জীবন) বেদ পাঠ করিবে" ইত্যাদি শ্রুতি বচনে গৃহস্থ প্রভৃতির পক্ষেও যে প্রত্যহ বেদাধ্যয়ন বিহিত হইয়াছে সেরূপ সকল স্থলেই আদ্যন্তে ওঁকার উচ্চারণ কর্ত্তব্য বলিয়া সিদ্ধ হয়। আর সন্ধ্যা-জপ প্রভৃতি স্থলেও যে উহা কর্ত্তব্য তাহা আচার্য্য স্বয়ং অগ্রে "এতদক্ষরমেতাং তু" (২।৭৮) ইত্যাদি শ্লোকে বিধান করিয়া দিবেন। তবে এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, এই প্রণব উচ্চারণ বেদ-সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম নহে, কাজেই যে কোন স্থলে বৈদিক বাক্য উচ্চারণ করিতে গেলেই যে প্রণবো-চ্চারণ করিতে হয় তাহা নহে। এইজন্যই হোম, মন্ত্রজপ (পাঠ), শাস্ত্রানুবচন, এবং যাজ্যা (বেদমন্ত্র বিশেষ) প্রভৃতির আরম্ভে প্রণবোচ্চরণ নাই, কিংবা কোন উদাহরণ দিবার জন্য স্থল-বিশেষে যে বৈদিক বাক্য উদ্ধৃত (প্রয়োগ) করা হয় তাহাতেও প্রণব উচ্চারণ করিবার ব্যবহার

নাই। অতএব স্থির হইল যে, এই প্রকরণে যে স্বাধ্যায়াধ্যয়ন বিধান করা হইতেছে এই প্রণব উচ্চারণ তাহারই ধর্ম্ম ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য এখানে 'সর্ব্বদা' এই শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। দৈনন্দিন বেদ পাঠের আদ্যন্তেও যে 'প্রণব' উচ্চারণ কর্ত্তব্য তাহা পূর্ব্ব শ্লোকের 'নিত্যকাল' এই পদটীর অনুবৃত্তি (এ শ্লোকটীতেও অন্বয়) স্বীকার করিলেই পাওয়া যায়।

"স্রবত্যনোঙ্কৃতম্" ইত্যাদি অংশটী ঐ প্রণব উচ্চারণ বিধির অর্থবাদ। ব্রহ্ম (বেদ পাঠ) যদি প্রারম্ভে 'অনোঙ্কৃত' হয় তাহা হইলে তাহা ক্ষরিত হইয়া যায়। যাহা 'ওঁ' দ্বারা কৃত তাহা 'ওঁকৃত'; সুতরাং 'ওঁকৃত' ইহার অর্থ ওঁ শব্দের দ্বারা সংস্কৃত। "সাধনং কৃতা" এই নিয়ম অনুসারে এখানে সমাস হইয়াছে। অথবা, 'ওঁ' হইয়াছে 'কৃত' অর্থাৎ উচ্চারিত যাহাতে, যে ব্রহ্মতে (বেদ পাঠে), সেই ব্রহ্ম হইতেছে 'ওঁকৃত'। 'কৃত' শব্দটী সুখাদিগণের মধ্যে পড়ে বলিয়া এখানে উহার 'পরনিপাত' হইয়াছে। "পরস্তাৎ চ"=সমাপ্তি কালেও। এখানে 'চ' শব্দটী থাকায় পূর্ব্বের 'অনোঙ্কৃত' এই পদটীর সহিত ইহার সম্বন্ধ হইবে। "স্রবতি"=ক্ষরিত হয় এবং "বিশীর্য্যতি"=বিশীর্ণ হয় (বিশরণ প্রাপ্ত হয়), এই দুইটী শব্দের দ্বারাই অধ্যয়নের নিষ্ফলতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে অর্থাৎ ঐ দুইটী শব্দের ফলিতার্থ হইতেছে 'নিষ্ফল হয়'। সেই অধীত ব্রহ্ম (বেদ) যে কর্ম্মে বিনিয়োগ করা হয় সেই কর্ম্মটী নিষ্ফল হইয়া থাকে, এই প্রকার নিন্দার্থবাদও প্রতিপাদন করা হইল। দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য পাক করিবার জন্য কোন ছিদ্রযুক্ত পাত্রে ঢালা হইলে তাহা যে পাক হইবার পূর্ব্বেই চারিদিকে পড়িয়া যায় তাহাই ক্ষরণ; তাহাকেই বলা হয় 'স্রবতি'; আর পাক করিবার পর ঐ দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য যখন ঘন-জমাট হইয়া যায় তখন তাহা ভোগ করিবার উপযুক্ত হয়, সেই অবস্থায় সেটীর যে বিনাশ তাহার নাম 'বিশরণ', তাহাকেই বলা হয় "বিশীর্য্যতি"। ৭৪

(পূর্ব্বাগ্র কুশের উপর বসিয়া ঐ কুশ নির্ম্মিত 'পবিত্র' নামক দ্রব্যের দ্বারা শুচিতা লাভ করিয়া তিন বার প্রাণায়াম দ্বারা পবিত্র হইয়া তাহার পর ওঁকার উচ্চারণ করিবে।)

(মেঃ)—'কূল' শব্দটীর অর্থ কুশের ডগা। তাহাতে 'পর্য্যুপাসীন' হইয়া কতকগুলি কুশ পূর্ব্বদিকে ডগা করিয়া পাতিয়া তাহার উপর উপবিষ্ট হইয়া, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। 'পর্য্যুপাসীন' এই পদটী 'পরি—উপ—আ—আসীন' এইভাবে তিনটী উপসর্গযুক্ত; ইহার মধ্যে 'আঙ্' একটী উপসর্গ শ্লিষ্ট হইয়া আছে বুঝিতে হইবে। আর ঐটী থাকার জন্যই 'প্রাক্-কূলান্' এখানে "অধি-শীঙ্-স্থাসাম্" এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে আঙ্ পূর্ব্বক আস্ ধাতুর যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। কারণ, ঐ সূত্রটীর মধ্যেও 'স্থা—আ—আসাম্' এইভাবে বিচ্ছেদ করিলে আস্ ধাতুটীর পূর্ব্বে 'আঙ্' এই নিপাতটীকে পাওয়া যায়। 'পর্য্যুপাসীন' ইহার মধ্যে যে 'পরি' এবং 'উপ' এই দুইটী শব্দ আছে উহাদের কোন সার্থকতা নাই। "পবিত্রৈঃ"=ঐ দর্ভের (কুশের) দ্বারাই, "পাবিতঃ"=শুচিত্বলাভ করিয়া। যদিও অঘমর্ষণাদি মন্ত্রকে পবিত্র বলা হয় তথাপি তাহা এখানে অভিপ্রেত নহে; কারণ, ব্রহ্মচারী তখনও সেগুলি অধ্যয়ন করে নাই। আবার, যে ব্যক্তি নিকটস্থ দর্ভের দ্বারা কোন একটীও কাজ না করে সেই দর্ভগুলি কেবল তাহার নিকটে পড়িয়া থাকিয়া তাহাকে পবিত্র করিবার 'করণ' হইতে পারে না। কাজেই, এখানে ঐ পবিত্র নামক দর্ভের দ্বারা পবিত্রতা লাভ করিতে হইলে একটী মাঝখানের ব্যাপার (ক্রিয়া) আবশ্যক। অন্য স্মৃতির নির্দ্দেশ অনুসারে 'প্রাণোপস্পর্শন'রূপ একটী ক্রিয়া ঐ দর্ভের দ্বারা করিতে হয়। এইজন্য গৌতম বলিয়াছেন "দর্ভের দ্বারা প্রাণোপস্পর্শন ও পূর্ব্বাগ্র দর্ভে উপবেশন কর্ত্তব্য"।

"প্রাণায়ামৈঃ ত্রিভিঃ পূতঃ"=তিনটী প্রাণায়ামে পবিত্র হইয়া;—। মুখ এবং নাসিকার মধ্য দিয়া সঞ্চরণশীল যে বায়ু তাহার নাম 'প্রাণ'। সেই বায়ুর যে 'আয়াম' অর্থাৎ নিরোধ অর্থাৎ শরীর মধ্যে আটকাইয়া রাখা, বাহিরে চলিয়া যাইতে না দেওয়া, তাহাই প্রাণায়াম। এই বায়ুকে কতক্ষণ আটকাইয়া রাখিতে হইবে তাহার পরিমাণ এবং তৎকালে মন্ত্র স্মরণ করিবার বিধান কি তাহা অন্য স্মৃতি মধ্যে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। "প্রাণ বায়ুকে নিরুদ্ধ করিয়া তিনবার গায়ত্রী ও গায়ত্রীশিরঃ জপ করিবে, এবং প্রত্যেক বারই তাহাতে প্রণব সংযুক্ত থাকিবে।" ভগবান্ বশিষ্ঠ এখানে মহাব্যাহৃতিসকল জপ (স্মরণ) করিবার কথাও বলিয়াছেন। ঐ মন্ত্রানুস্মরণ সমাপ্ত হইলেই ঐ বায়ুনিরোধও সমাপ্ত হইবে—উহাই নিরোধের অবধি (কালিক সীমা)। কারণ, এখানে অন্য কোন মন্ত্রানুস্মরণ আর উপদিষ্ট হয় নাই। বিশেষতঃ, কোন

বিরোধ দেখা না দিলে সকল স্মৃতিরই প্রতিপাদ্য বিষয়ই যখন এক বলিয়া স্বীকার করা হয় তখন এস্থলেও ঐরূপই অনুষ্ঠান করা যুক্তিযুক্ত।

(প্রশ্ন)—আচ্ছা! ইহাতে যে 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ হইয়া পড়িতেছে; কারণ, প্রাণায়াম করা না হইয়া গেলে ওঁকার জপ কর্ত্তব্য হইবে না, আবার ওঁকার জপ ব্যতীত প্রাণায়ামও নিষ্পন্ন হইবে না। (উত্তর)—ইহা কোন দোষের নহে। কারণ, 'তিনবার ওঁকার জপ করিবে' এইরূপ যে বিধান করা হইয়াছে ইহা দ্বারা এই কথাই বলা হইতেছে যে প্রাণায়ামকালে মনে মনে ওঁকার স্মরণ করিবে, (উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে হইবে যে তাহা নহে) ; যেহেতু কোন ব্যক্তি যখন ঐ প্রাণবায়ুকে নিরুদ্ধ করিয়া থাকে তখন তাহার পক্ষে শব্দ উচ্চারণ করা সম্ভব নহে, যদিও কোন কোন জপ শব্দোচ্চারণসাধ্যই বটে (কিন্তু প্রাণায়ামস্থলে উহা খাটে না)। তবে কিন্তু বেদাধ্যয়নের বেলায় জোরে উচ্চারণ করাটাই অভিপ্রেত, (কর্ত্তব্য)। কারণ, অধ্যয়ন ক্রিয়াটীর উহাই স্বরূপ (জোরে পাঠ করাকেই অধ্যয়ন বলে)। যে হেতু অধ্যয়নার্থক ধাতুর অর্থ শব্দ উচ্চারণ করা; আবার শব্দ হইতেছে শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য, উহা মনের দ্বারা অনুভূত হয় না। (কাজেই, বেদবর্ণ কর্ণ-গোচর না হইলে তাহা অধ্যয়ন হইবে না।) আর, এই প্রাণায়াম যে ওঁকারের ধর্ম্ম তাহাও নহে; কারণ, তাহা হইলে অন্য স্থলে যখনই ঐ ওঁকার উচ্চারণ করিবার দরকার হয় তখনই প্রাণায়াম করাও আবশ্যক হইয়া পড়িবে। অথচ স্মৃতি মধ্যে বিধান বলিয়া দেওয়া আছে যে, স্বাধ্যায় আরম্ভ-কালে ওঁকার উচ্চারণ কর্ত্তব্য। যদি প্রাণায়াম ওঁকারের ধর্ম্ম হইত তাহা হইলে 'ওমিতি ব্রূমঃ'=(হাঁ, এই কথা বলিব) ইত্যাদি লৌকিক বাক্যে ঐ 'ওঁ' শব্দ উচ্চারিত হওয়ায় ওখানেও প্রাণায়াম করিতে হয় (কারণ ওঁকারের ধর্ম্ম হইলে যখনই ওঁকার উচ্চারণ তখনই প্রাণায়াম কর্ত্তব্য)। এই পর্য্যন্ত অংশে বলা হইল যে ওঁকার উচ্চারণ প্রাণায়ামসাপেক্ষ নহে। এইবার দেখান যাইতেছে যে, প্রাণায়ামও ওঁকারসাপেক্ষ নহে। মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন, "প্রাণায়াম তিনটী, তাহাতে পনরটী 'মাত্রা' থাকিবে"। অকার প্রভৃতি অবিকৃত স্বর উচ্চারণ করিতে যে পরিমাণ সময় লাগে তাহাকেই 'মাত্রা' বলা হয়। অন্য স্মৃতি মধ্যে যে পরিমাণ সময় নির্দ্দেশ করা আছে তাহা গ্রহণ করিলে বিরোধ হয় বলিয়া এখানে গৌতমোক্ত প্রাণায়ামে তাহা অনুসরণীয় নহে। আবার এখানে মন্ত্র স্মরণ করিবারও নির্দ্দেশ নাই। কাজেই, ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ওঁকার স্মরণ বিনাও প্রাণায়াম হয়। (সুতরাং প্রাণায়ামও ওঁকারসাপেক্ষ নহে)। অতএব, পূর্ব্বে যে অন্যোন্যাশ্রয় দোষপ্রসঙ্গ আশঙ্কা করা হইয়াছিল তাহা অমূলক। "তত ওঁকারমর্হতি"=তাহার পর ওঁকার উচ্চারণ করিবার অধিকারী হইবে। এখানে 'কর্ত্তুম্' এই পদটী উহার শেষাংশরূপে উহ্য করিতে হইবে, যদি ধরা যায় যে 'ওঁকার' এই সমস্ত অংশটীই একটীমাত্র শব্দ এবং ইহা 'রূঢ়ি' অনুসারে প্রণবরূপ অর্থের বাচক। আর যদি এমন হয় যে 'ওঁ' এবং 'কার' এই দুইটী আলাদা আলাদা শব্দ তাহা হইলে তখন আর 'কর্ত্তুং' এইরূপ একটী পদান্তরের অপেক্ষা থাকে না। এপক্ষে 'ওঁকার' ইহা একটী সমাসবদ্ধ পদ; 'ওঁ' ইহার 'কার'=ওঁকার। 'কার' অর্থ 'করণ' (করা) অর্থাৎ উচ্চারণ করা। পূর্ব্বশ্লোকে 'প্রণব' শব্দ দ্বারা কর্ত্তব্যতা বলা হইয়াছে, আর এখানে 'ওঁকারমিতি' ইহা দ্বারা তাহারই অনুবাদ করা হইল। এইজন্য এই দুইটী শব্দেরই অর্থ এক; ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। ৭৫

(প্রজাপতি তিন বেদ হইতে অকার, উকার ও মকার এবং ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এইগুলি সাররূপে দোহন করিয়াছিলেন।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটী পূর্ব্বোক্ত বিধিরই অর্থবাদ। ওঁকার হইতেছে তিনটী অক্ষরের সমষ্টিস্বরূপ। উহাদেরই এক একটীর উৎপত্তি বলিয়া দিতেছেন। "বেদত্রয়াৎ" ইহার অর্থ তিনখানি বেদ হইতে, "নিরদুহৎ"=উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, যেমন দধি হইতে ঘৃত উদ্ধৃত করা হয়। কেবল যে ঐ তিনটী অক্ষরকেই উদ্ধৃত করিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই তিনটী ব্যাহৃতিও উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ৭৬

('তৎ' ইত্যাদি যে সাবিত্রী ঋক্ তাহার এক একটী চরণ তিন বেদের এক একটী হইতে পরমেষ্ঠী প্রজাপতি উদ্ধৃত করিয়াছেন।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটী "তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্" ইত্যাদি গায়ত্রীর উৎপত্তিবিষয়ক অর্থবাদ। কিন্তু ইহা অর্থবাদ হইলেও গায়ত্রীরূপে ইহার বিধান (রাত্রিসত্রন্যায়ে) এই অর্থবাদ হইতেই

প্রাপ্ত হইতেছে। এইরূপ, আগেকার শ্লোকটীও যদ্যপি অর্থবাদ তথাপি তাহা দ্বারাই ঐ তিনটী ব্যাহৃতির বিধান বোধিত হইয়াছে। ঐ ব্যাহৃতিত্রয়ের উচ্চারণে ক্রম কি তাহাও উহাদের যেরূপ পাঠ আছে তদনুরূপ বুঝিতে হইবে। ব্যাহৃতিগুলিও যে গায়ত্রীর সহিত পাঠ করিতে হয় তাহা আচার্য্য স্বয়ং "এতদক্ষরম্" ইত্যাদি পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিয়া দিবেন। "অদূদুহৎ" ইহার অর্থ—উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। এখানে কেবল 'তৎ' এই অংশটী গায়ত্রীর প্রতীকরূপে উল্লিখিত হইয়াছে উহা দ্বারা "তৎ সবিতুর্বর্ণীমহে" ইত্যাদি ঋক্‌টীও লক্ষিত হইতে পারে বটে কিন্তু ঐ ঋক্‌টী 'ত্রিপদা' নহে, উহার তিনটী পাদ নয় (কিন্তু চারিটী পাদ); অথচ এখানে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে 'ত্রিপদা সাবিত্রী ঋক্' অর্থাৎ যে ঋক্ মন্ত্রটীর দেবতা সবিতা এবং যাহার পাদ তিনটী সেইরূপ 'তৎ' ইত্যাদি ঋক্; কাজেই ইহা 'তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্' ইত্যাদি ঋক্ ছাড়া অন্য কোন ঋক্ হইবে না। কশ্যপ প্রভৃতি প্রজাপতিগণও আছেন; এইজন্য বিশেষণ দিয়া প্রজাপতির উল্লেখ করিতেছেন "পরমেষ্ঠী"। ইহার অর্থ হিরণ্যগর্ভ। তিনি পরম (শ্রেষ্ঠ) যে স্থান যেখান থেকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, সেইখানে অবস্থান করেন। প্রজাপতির সম্বন্ধে এই যে বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে ইহা দ্বারা সাবিত্রীর প্রতি অধিক আদর (সম্মান) দেখান হইল। এই যে সাবিত্রী ইহা যা তা বস্তু নয়, সাক্ষাৎ পরমেষ্ঠী—যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রজাপতি তিনি বেদত্রয় হইতে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৭৭

(এই একটী অক্ষর ওঁকার এবং এই যে ব্যাহৃতিত্রয় ইহা প্রথমে বসাইয়া দিয়া এই সাবিত্রী ঋক্‌টীকে যে ব্রাহ্মণ উভয় সন্ধ্যাকালে জপ করেন তিনি বেদোক্ত পুণ্যলাভ করিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—যদিও স্বাধ্যায়বিধিসম্বন্ধীয় প্রকরণ এখনও চলিতেছে তথাপি বাক্যের বিনিয়োজকতা অনুসারে ইহা সন্ধ্যাকালীন জপ করিবারই বিধি বুঝিতে হইবে। ইহার মধ্যে গায়ত্রীরও উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু উহা অনুবাদ মাত্র। প্রণব এবং ব্যাহৃতিত্রয়ের বিধি আগে থেকে প্রাপ্ত ছিল না, এজন্য ইহা ঐ অপ্রাপ্ত পদার্থদ্বয়েরই বিধি। এখানে কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন;—। ইহা সন্ধ্যাকালীন জপবিধি হইতে পারে না; কারণ, ইহা তাহার প্রকরণ নহে। যদি বা বিধি হয় তাহা হইলে ইহা ব্রহ্মচারীর পক্ষেই বিধান হইবে; যে হেতু ইহা ব্রহ্মচারীরই প্রকরণ। পরন্তু, ইহা ব্রহ্মচারীর পক্ষে বিধি হইতে পারে না; কারণ এখানে 'বেদবিৎ' এই পদটী অধিকারীর বিশেষণরূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে। আর ব্রহ্মচারী কখনো বেদবিৎ হইতে পারে না; কারণ সবেমাত্র তাহার উপনয়ন হইয়াছে। (তাহারই মধ্যে তাহার বেদাধ্যয়ন ও তাহার অর্থবোধ ইত্যাদি হইয়া জ্ঞান হইবে কিরূপে?)। ইহা যে সন্ধ্যাকালীন জপবিধি হইতে পারে না তাহার আরও হেতু এই যে, এখানে "বেদপুণ্যেন যুজ্যতে" এইভাবে এই ক্রিয়ার ফলশ্রুতি রহিয়াছে। অথচ, সন্ধ্যাবন্দনবিধি হইতেছে নিত্য, উহা ফলার্থ নহে—উহার কোন ফল থাকিতে পারে না, (ফল থাকিলে আর উহা নিত্য কর্ম্ম হইবে না)। আবার 'বেদপুণ্য' এই যে কথাটী বলা হইয়াছে ইহাই বা কি তাহা ত বুঝি না। সুতরাং, ঐ জপে বেদপুণ্যের সহিত যে যোগ হয় তাহাই বা কি? যদি উহার অর্থ এমন হয় যে, বেদাধ্যয়নে যে পুণ্য হয়, সেই পুণ্যলাভকেই বেদপুণ্যের সহিত যোগ বলা হইয়াছে, তাহা হইলে তাহাও ঠিক হইবে না। কারণ, এই যে স্বাধ্যায়বিধি, যাহার আলোচনার প্রকরণ চলিতেছে, তাহার একমাত্র ফল হইতেছে 'অর্থাববোধ' —বেদার্থে জ্ঞানলাভ, ইহা ছাড়া অন্য কোন ফল ইহার হইতে পারে না ; কারণ, তাহার উল্লেখ নাই। আর ফল উল্লিখিত না থাকিলেও যে তাহা কল্পনা করিয়া লওয়া হইবে তাহাও সম্ভব নহে; কারণ, ঐ অর্থাববোধই উহার দৃষ্ট (প্রত্যক্ষসিদ্ধ) ফল। (দৃষ্ট ফল পাওয়া গেলে কোন অদৃষ্ট, অশ্রুত ফল কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে)। আবার, গৃহস্থাশ্রমিগণের পক্ষেও তৈত্তিরীয় আরণ্যকের "প্রতিদিন স্বাধ্যায়াধ্যয়ন করিবে" এই যে বিধি ইহাও 'নিত্য'। ঐ বিধির নিকটে যে ঘৃতকুল্যাদি বাক্যে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু প্রভৃতি বর্ষণের উল্লেখ তাহাও নিশ্চয়ই অর্থবাদ। অতএব, ইহা বিধি নহে। যদি ইহা বিধি হইত তাহা হইলে এইগুলি সব বিবক্ষিত (সার্থক) হইতে পারিত বটে। সুতরাং, ইহা যখন অর্থবাদ হইতেছে তখন এখানে যে "জপন্" বলা হইয়াছে উহা দ্বারা আলোচ্য অধ্যয়নকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আর "বেদপুণ্যেন" এই অংশটীরও যা হয় কোনরকম একটা অর্থ দেখাইলেই চলিবে।

এই প্রকার আপত্তির উত্তরে বক্তব্য,—বাক্যের দ্বারা যে প্রকরণের বাধ ঘটে তাহা পূর্ব্বে বলাই হইয়াছে। এখানে যে 'বেদবিৎ' এবং 'সন্ধ্যা' এই দুইটী পদ আছে তাহা যখন প্রকরণ-প্রতিপাদ্য (ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্যতারূপ) বিষয়ের সহিত অন্বিত হইতে পারে না তখন এই কারণেই ইহা ঐ ব্রহ্মচারী ছাড়া অপরের পক্ষেই বিধি। অথবা 'দুই সন্ধ্যায় এই তিনটী জপ করিবে', মাত্র এইটুকু অংশই এখানে বিধি। আর 'বেদবিৎ' পদটী অনুবাদী। যদি বলা হয়, গৃহস্থাশ্রমী প্রভৃতির পক্ষে 'বেদবিৎ' হওয়া সম্ভব বটে কিন্তু ব্রহ্মচারীর পক্ষে বেদবিৎ হওয়া ত সম্ভব নহে তাহা হইলে বলিব, ব্রহ্মচারীর পক্ষে বেদবিৎ হওয়া সম্ভবই হউক আর অসম্ভবই হউক তাহাতে কি আসিয়া যায়? ঐ পদটী যদি যথাপ্রাপ্তের অনুবাদ স্বরূপ হয় তাহা হইলে সকল আশ্রমীর পক্ষেই যে ঐ জপে অধিকার, ইহা পাওয়া যায়। কিন্তু যদি ঐ 'বেদবিৎ' পদটীকে জপকর্ত্তার বিশেষণ বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে ঐ কার্য্যে ব্রহ্মচারীর অধিকার পাওয়া যায় না (কারণ ব্রহ্মচারী বেদবিৎ নহে)। ঐ পদটী অনুবাদ হইবে কেন? (উত্তর)—যে হেতু তাহা না হইলে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। যদি উহাকে বিধি বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সন্ধ্যাবিধিটী পূর্ব্ব হইতেই যখন প্রাপ্ত (বিহিত) হইয়াই আছে তখন তাহার আর বিধি হইতে পারে না বলিয়া 'প্রণব' এবং 'ব্যাহৃতি' গুলিরই বিধি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; কারণ, ঐগুলি আগে প্রাপ্ত ছিল না - বিহিত হইয়াছিল না। তাহার উপর যদি আবার ঐ একই বাক্যে 'বেদবিৎ' এই আরেকটী বিষয়ে বিধি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে 'বাক্যভেদ' হইয়া পড়িবে। কারণ, যে কর্ম্ম পূর্ব্বে বচনান্তরের দ্বারা বিহিত হইয়াছে তাহাতে একটীর বেশী গুণ বিধান করিতে পারা যায় না (কারণ, তাহাতে বাক্যভেদ হয়)। পক্ষান্তরে, প্রণব এবং ব্যাহৃতিগুলিকে যে অনুবাদ বলা হইবে তাহাও সম্ভব নহে। এখন তাহা হইলে এই শ্লোকোক্ত বাক্যটীর অর্থ দাঁড়াইবে এইরূপ,—। উভয় সন্ধ্যায় সাবিত্রী জপ করিবে এইরূপ যে বিধান করা হইয়াছে তাহাতে অপর একটী এই গুণ বিধান করা যাইতেছে যে সেই গায়ত্রী জপে পূর্ব্বে (প্রথমে) প্রণব এবং ব্যাহৃতিত্রয় জপ (উচ্চারণ) করিতে হইবে। আর এরূপ পক্ষে শ্লোকোক্ত 'বিপ্র' পদটীকে ত্রৈবর্ণিকের পক্ষেই যে ইহা কর্ত্তব্য তাহা অধিকারীর একটী উদাহরণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র।

আর যে বলা হইয়াছে, এই বাক্যটীর মধ্যে যখন ফলের উল্লেখ রহিয়াছে তখন ইহাকে বিধি বলা যায় না, কারণ সন্ধ্যাজপ নিত্যকর্ম্ম (তাহার কোন ফল থাকিতে পারে না), ইহার উত্তরে বক্তব্য, এটী আবার একটী বিরোধ কি (বিরুদ্ধ উক্তি কি)? ঐ প্রণব-ব্যাহৃতিরূপ গুণটীও নিত্যবিধি; অন্যান্য স্থলে যেমন নিত্যগুণেও কামনাবিধি দেখা যায় এখানেও সেইরূপ ঐ নিত্য-গুণেই না হয় কামনা বিধি হইবে। আর তাহাতে অর্থ হইবে এইরূপ, ঐ সন্ধ্যাকালীন জপে যদি প্রণব এবং ব্যাহৃতিরূপ 'গুণ' থাকে তাহা হইলে তাহার ফল হইবে এইরূপ। ইহার উদাহরণ যেমন, অগ্নিহোত্র কর্ম্মটী নিত্য, তাহাতে চমস নামক পাত্রে 'অপ্ প্রণয়ন' করিবার বিধি আছে; কিন্তু "গো-দোহনেন পশুকামস্য"=যে ব্যক্তির পশু প্রাপ্তির অভিলাষ থাকিবে সে ঐ চমসের বদলে গো-দোহন পাত্রে ঐ 'অপ্-প্রণয়ন' কার্য্যটী করিবে। (নিত্য কর্ম্মস্থলেও এখানে কামনাবিধি দেখা যাইতেছে)। বস্তুতঃপক্ষে ঐ প্রণব এবং ব্যাহৃতি জপটী কাম্যবিধি নহে, তবে বাক্যার্থ অনুসারে প্রৌঢ়িবাদ অবলম্বন করিয়া, পূর্ব্বপক্ষবাদীর মত স্বীকার করিয়া লইয়াই ঐরূপ বলা হইল মাত্র। যেহেতু, অন্য স্মৃতিমধ্যে একথা স্পষ্টভাবেই বলিয়া দেওয়া আছে যে, এই প্রণব এবং ব্যাহৃতি জপ নিত্যকর্ম্ম ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না; তথায় বলা হইয়াছে—"গায়ত্রী এবং গায়ত্রীশির ব্যাহৃতি পাঠপূর্ব্বক জপ করিবে", ইত্যাদি। (এখানে কোন ফলশ্রুতি নাই)। নিত্যকর্ম্মের ফল প্রতীত না হওয়াটাত আপনিই (পূর্ব্ববাদীই) বলিলেন।

"বেদপুণ্যেন" এই কথাটীরও তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ,—সন্ধ্যাবন্দনায় যে পুণ্য হয় বলিয়া বেদ মধ্যে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি এই মন্ত্র তিনটী জপ করে সে ঐ পুণ্যের সহিত যুক্ত হয়—ঐ পুণ্য লাভ করে; কিন্তু যে ব্যক্তি কেবলমাত্র গায়ত্রী জপ করে তাহার পক্ষে ঐ পুণ্যযোগ ঘটে না। পুণ্য অর্থ ধর্ম্ম। স্মৃতিসকল বেদমূলক; কাজেই ঐ পুণ্যযোগ যদিও বেদমধ্যে সাক্ষাৎ উল্লিখিত হয় নাই বটে তথাপি উহা স্মৃতিমধ্যে যখন অভিহিত হইয়াছে তখন উহাকে 'বেদপুণ্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, (ইহা অসঙ্গত নহে)। 'বেদপুণ্য' অর্থ বেদের পুণ্য। (প্রশ্ন)—বেদের পুণ্যটী আবার কিরূপ? (উত্তর)—যাহা সেই বেদে প্রতিপাদিত হইয়া থাকে (তাহাই বেদের

পুণ্য)। বেদ পাঠ করা হইতে থাকিলে যে পুণ্য জন্মে তাহাকেও তাহার অর্থাৎ সেই বেদের পুণ্য বলিতে পারা যায়। এখানে বেদপুণ্য অর্থ বেদের প্রতিপাদ্য পুণ্য, এইরূপ বলাই যুক্তি-সঙ্গত; কিন্তু বেদের উৎপাদ্য পুণ্য, এরূপ অর্থ বলা চলে না; কারণ, ধর্ম্ম (পুণ্য) প্রতিপাদন করা (জানাইয়া দেওয়া), ইহাই বেদের অসাধারণ ধর্ম্ম; (ধর্ম্ম উৎপাদন করাটা বেদের কাজ নয়); যে হেতু যাগাদিই ধর্ম্ম (পুণ্য) উৎপাদন করে, কিন্তু বেদ সেই ধর্ম্মের স্বরূপ কেবল প্রতিপাদনই করিয়া থাকে; এজন্য বেদ ধর্ম্মপ্রতিপাদক। কেহ কেহ বলেন, এই শ্লোকটীর চতুর্থ চরণের ("বেদপুণ্যেন যুজ্যতে" এই অংশটীর) অর্থ হইতে বুঝা যায়, নিত্য যে বেদাধ্যয়ন বলা হইয়াছে তাহাও সন্ধ্যাকালে এই মন্ত্র তিনটী জপ করিলেই সিদ্ধ হইয়া যায়। ইহা কিন্তু ঠিক নহে; কারণ, এরূপ হইলে ঐ স্বাধ্যায়বিধির সহিত এই মন্ত্র পাঠের বিকল্প হইয়া পড়ে। আর বিকল্প হইলে স্বাধ্যায়বিধির বাধও বিকল্পিতভাবে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ঐ বাধ স্বীকার না করিয়াই যদি সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হয় তাহা হইলে বাধ স্বীকার করা অনুচিত। (বাধ স্বীকার না করিয়া কি ভাবে সঙ্গতি রক্ষা করা হয় তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে)। "এতৎ অক্ষরম্"=এই একটী অক্ষর; ইহা দ্বারা ওঁকারকেই নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

আচ্ছা, এই ওঁকারটী ত একটী মাত্র অক্ষর নহে; উহা দুইটী অথবা তিনটী অক্ষরই হইতেছে? ('ও' এবং 'ম্' এই দুইটী অক্ষর, অথবা—'অ-উ-ম্' এই তিনটী অক্ষর হইতেছে)। ইহার উত্তরে বক্তব্য, 'অক্ষর' শব্দের দ্বারা কেবল স্বরবর্ণই অভিহিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণ সংযুক্ত থাকে যদি তাহাও ঐ স্বরবর্ণের সংখ্যা অনুসারেই গণনীয় হইবে। আর তাহা হইলে, এখানে যেরূপ একস্বরাত্মক ওঁকার আলোচিত হইতেছে সেইরূপ ভাবেই তাহার উল্লেখ করা হইল (কিন্তু 'অ-উ-ম্' এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ধর্ত্তব্য হইবে না)। "এতাং চ"=এই "তৎ সবিতু-র্বরণ্যেম্" ইত্যাদি সাবিত্রীটীকে,—। "ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্"=ব্যাহৃতিসকল হইয়াছে পূর্ব্বে যাহার (যে সাবিত্রীর তাহা জপ করিয়া, ·)। 'ব্যাহৃতি' বলিতে আলোচ্য পূর্ব্বোক্ত (ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ এই) তিনটী ব্যাহৃতিই গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু 'ভূঃ' হইতে 'সত্য' পর্য্যন্ত যে সাতটী ব্যাহৃতি আছে তাহা গ্রহণীয় হইবে না। ৭৮

(যে কোন দ্বিজ ইহা বহির্দেশে যদি এক হাজার বার জপ করেন তাহা হইলে সাপ যেমন খোলোস থেকে মুক্ত হয় তিনিও সেইরূপ মহাপাতক হইতেও মুক্তি লাভ করেন।)

(মেঃ) -"বহিঃ"=বাহিরে; ইহা অনাবৃত (আবরণশূন্য ফাঁকা) জায়গাকেই বুঝাইতেছে। ইহা দ্বারা এই কথা বলিয়া দেওয়া হইল যে, গ্রাম এবং নগরের বাহিরে অরণ্যে কিংবা নদীতীর প্রভৃতি স্থানে। "সহস্রকৃত্বঃ"=এক হাজার বার "অভ্যস্য"=আবৃত্তি করিয়া,—। আচ্ছা! "সহস্র-কৃত্বঃ" এখানে যে 'কৃত্বসুচ্' প্রত্যয়টী হইয়াছে তাহাই ত আবৃত্তি বুঝাইতেছে; আবার "অভ্যস্য" ইহা দ্বারাও যখন সেই আবৃত্তিই বুঝান হইতেছে তখন এখানে পুনরুক্তি হইয়া পড়িতেছে যে? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—ঐ দুইটী দ্বারা সামান্যবিশেষ ভাব বোধিত হওয়ায় পুনরুক্তি দোষ হইবে না। কারণ, "অভ্যস্য" ইহা দ্বারা সামান্য (সাধারণ) ভাবে অভ্যাস বলা হইয়াছে; আর উহারই বিশেষ সংখ্যা বুঝাইতেছে "সহস্রকৃত্বঃ" এই পদটী। কিন্তু কেবলমাত্র কৃত্বসুচ্ প্রত্যয়ান্ত পদের দ্বারাই যে ঐ দুইটী বিষয়েরই প্রতীতি জন্মিবে তাহা হইতে পারে না। কারণ, 'দেবদত্ত দিনে পাঁচবার' এ কথা বলিলে কোন সম্পূর্ণ বাক্যার্থ বোধ হয় না, যতক্ষণ না বলা হয় 'ভোজন করে'। আচ্ছা! "অভ্যস্য"='অভ্যাস করিয়া' এই অংশটী দ্বারাও ত কোন বিশেষ ক্রিয়া বুঝায় না? (উত্তর –) তা ঠিক। তবে কিনা, এখানে 'জপ' সম্বন্ধেই যখন আলোচনা চলিতেছে তখন, 'জপ অভ্যাস করিয়া–আবৃত্তি করিয়া' এই প্রকার অর্থই প্রতীত হইতেছে। 'আবৃত্তি' অর্থ পুনঃ পুনঃ সেবা। "মহতঃ' অপি এনসঃ"=মহৎ পাপ হইতেও,—। 'মহৎ পাপ', যেমন ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি, তাহা হইতেও মুক্ত হইয়া যায়, উপপাতকের ত কথাই নাই (তাহা হইতে যে মুক্ত হইবে তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?)। 'অপি' শব্দটীর অর্থ এখানে 'সম্ভাবনা'—উহার অর্থ সমুচ্চয় নহে। যদি দুইটী পদার্থের ভেদ (পৃথক্ পৃথক্ ভাবে একই বস্তুর সহিত সম্বন্ধ) বক্তব্য হয় তবেই সমুচ্চয় অর্থ প্রতীত হইতে পারে; যেমন, 'এখানে দেবদত্তের প্রভুত্ব, তবে যজ্ঞদত্তেরও প্রভুত্ব আছে। আলোচ্য স্থলটীতে কিন্তু ঐ প্রকার ভেদ প্রতীত হইতেছে না। (অর্থাৎ 'অপি' শব্দটী সমুচ্চয় অর্থ প্রকাশ করিলে মানে হইবে—'মহৎ পাপ থেকেও মুক্ত হয় অর্থাৎ মহৎ পাপ এবং অন্য কিছু থেকে মুক্ত হয়'; কিন্তু তাহা এখানে বক্তব্য নহে। এজন্য উহার অর্থ 'সম্ভাবনা', ইহাই স্বীকার করিতে হয়।)

কোন্ কোন্ উপপাতক হইতে এই মুক্তিলাভ বলা হইতেছে? (কারণ)—গোবধ প্রভৃতিগুলি উপপাতক। সেই পাপগুলির এবং যেগুলি রহস্যে (গোপনভাবে) আচরিত হয় তাহাদেরও প্রায়শ্চিত্ত কি তাহা প্রত্যেকটী পাপের উল্লেখ করিয়া বলিয়া দেওয়া আছে। আবার এমন কতকগুলি পাপ আছে যেগুলি আচরিত হয় নাই বলিয়াই লোকে জানিতেছে (মনে করিতেছে), অথচ সে পাপগুলির আচরণ অবশ্যম্ভাবী (অপ্রত্যাখ্যেয়) হওয়ায় সেগুলি আচরিত হইয়াছে বলিয়া জানা (অনুমান করা) যায়। নিত্যকর্ম্ম যে সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি তাহাই ঐ সমস্ত পাপের নাশক। এখানে এইভাবে যাহা বলা হইতেছে ইহা যদি প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হইত তাহা হইলে সেই প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণেই ইহা বলিতেন; যেমন সেখানে প্রায়শ্চিত্তরূপে বলা হইয়াছে "আহার সংযত করিয়া বেদসংহিতা তিন বার পাঠ করিবে" ইত্যাদি। আরও কথা, ইহা যদি প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হইত তাহা হইলে এখানেও যখন প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ করা হইতেছে তখন আবার স্বতন্ত্রভাবে অগ্রে প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ বলা অনর্থকই হইয়া পড়ে। শুধু তাহাই নহে, এখানে যখন কেবল জপের দ্বারাই পাপমুক্তির কথা বলা হইয়াছে তখন কে এমন হতভাগ্য আছে যে ইহা ছাড়িয়া দিয়া সে অতি কষ্টসাধ্য কৃচ্ছ্র-ব্রতসকল করিতে যাইবে, যাহার ফলে শরীর এবং প্রাণ উভয়ই নষ্ট হইতে পারে? এইজন্য লৌকিক প্রবাদও আছে, 'গৃহকোণে অথবা ঘরের পাশে আকন্দ গাছে যদি মধু পাওয়া যায় তবে উহার জন্য লোকে পাহাড়ের উপর উঠিতে যাইবে কেন? অভিলষিত বিষয়টী যদি অনায়াসেই পাওয়া গিয়া থাকে তবে তাহার জন্য আবার জানিয়া-শুনিয়া কষ্ট ভোগ করিতে চায়, এমন মূর্খ কে আছে?' আরও কথিত আছে 'কোন বুদ্ধিমান্ লোকই যে বস্তুটী এক পণে কিনিতে পারা যায় সেটা দশ পণ দিয়া কেনে না'। আর ইহা যে অর্থবাদ হইবে, তাহাও সম্ভব নহে; কারণ তাহা হইলে যাহার অর্থবাদ হইবে সেই আলোচ্য বিষয়টীর সহিত একবাক্যতা থাকা দরকার। যাহা হইতে যাহাকে বিভক্ত (আলাদা) করিয়া লইলে তাহা পূর্ব্বের সহিত আকাঙ্ক্ষাযুক্ত থাকিয়া যায় সেস্থলে পূর্ব্বের সহিত তাহার একবাক্যতা আছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু একবাক্যতার কারণীভূত ঐ প্রকার 'বিভজ্যমান হইলে সাকাঙ্ক্ষত্ব' প্রভৃতি কিছু এখানে নাই। অতএব, ইহা পূর্ব্বটীর শেষ অর্থাৎ অঙ্গীভূত নহে বলিয়া ইহা অর্থবাদও হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে বক্তব্য;—। ইহা বিধি ছাড়া আর কিছু নহে। পাপ মোচনের নিমিত্তই এই অনুষ্ঠান। আর যে বলা হইয়াছে বিষমশিষ্টের সহিত বিকল্প হইতে পারে না, তাহার উত্তরে বলিব জপরূপ যে অন্য প্রায়শ্চিত্ত আছে তাহার সহিত ইহার বিকল্প হইবে। যেমন, 'অঘমর্ষণ' প্রভৃতি জপের দ্বারা সর্ব্ববিধ পাপ দূর হয়, বলা আছে; তাহাদেরই সহিত ইহার বিকল্প হইবে। অঘমর্ষণ স্থলে তিন দিন উপবাস করিবার বিধান আছে। আর এখানে বলা হইতেছে যে, উপবাস না করিয়া, ভোজন করিয়াও যদি এটী একমাস ধরিয়া অনুষ্ঠান করা হয় তাহা হইলে ফল হইবে, শুদ্ধ (পাপমুক্ত) হইবে। কাজেই, দূরে অন্য প্রকরণে যে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি তপস্যার বিধান আছে তাহার সহিত ইহার যোগ (বিকল্প) নাই। সুতরাং এখানে বিষমশিষ্টতাও হইতেছে না (কারণ, ইহা গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের বদলে নহে)।

অথবা ইহা দ্বারা বলা হইতেছে, পূর্ব্ব জন্মে যে পাপ করা হইয়াছিল তাহা হইতে শুদ্ধি লাভ হয়; রাশিচক্রে দুষ্টস্থানে গ্রহের অবস্থান প্রভৃতি দ্বারা যে দৈবদোষ (দুর্দৈব বা দুরদৃষ্ট) সূচিত হয় তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। অনিষ্টকে (অনভিপ্রেত, অমঙ্গলকে) 'এনঃ' বলা হয়। সেই এনঃ হইতে মুক্ত হয়, তাহার ফল ভোগ করিতে হয় না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। "ত্বচেবাহিঃ"=সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক্ (খোলোস) থেকে মুক্ত হয়। ইহা দ্বারা এই কথা প্রতিপাদন করা হইল যে নিরবশেষভাবেই পাপ ধ্বংস হয় তাহার আর কোন শেষ বা ছিট্ থাকে না। আর 'দুশ্চর্ম্মতা' প্রভৃতি রোগের দ্বারা পূর্ব্ব জন্মের যে পাপ সূচিত হয় সে সম্বন্ধে বহু প্রায়শ্চিত্ত অন্য স্মৃতি মধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক আলোচনা কালে তাহা দেখাইব। এই যে অর্থ দেখান হইল ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,—'যাহারা জপ এবং হোম করে তাহাদের পতন দৃষ্ট হয় না'। ৭৯

(ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যদি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট-কাল-মধ্যে উপনয়ন-ক্রিয়া-রহিত হয় এবং এই সাবিত্রী ঋক্ বর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে তাহারা শিষ্ট জনগণ মধ্যে নিন্দালাভ করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—"এতয়া ঋচা"=এই সাবিত্রী ঋক্ দ্বারা "বিসংযুক্ত"=যে ব্যক্তি বিরহিত হয় অর্থাৎ সন্ধ্যাবন্দন রহিত এবং বেদাধ্যয়ন বর্জ্জিত হয়। "গর্হণাং"=নিন্দা, "সাধুষু"=শিষ্টগণের মধ্যে, "যাতি"=প্রাপ্ত হয়। কি প্রকার নিন্দা প্রাপ্ত হয় তাহাই বলিতেছেন—"কালে চ ক্রিয়য়া সহ"= 'ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত' ইত্যাদি প্রকার যে কাল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেই কাল ঐ সংস্কার ক্রিয়াবিহীনভাবে কাটিয়া গেলে নিন্দিত হয়। এইরূপ, যাহার উপনয়ন হইয়াছে সেও স্বাধ্যায় আরম্ভ করিবার যোগ্য হইয়াও যদি সাবিত্রী বর্জ্জিত হয় তাহা হইলে সেও 'ব্রাত্য'ই হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের যে সাধারণ স্বক্রিয়া—শাস্ত্রীয়ানুষ্ঠান তাহা লক্ষ্য করিয়াই ঐ "ক্রিয়য়া স্বয়া" বলা হইয়াছে। আর উপনয়নই হইতেছে বর্ণত্রয়ের সাধারণ 'স্বক্রিয়া'। এই প্রকার অর্থ করিলে তবেই এই শ্লোকের "কালে" এই পদটীর প্রয়োগ সার্থক হয়। যদি অধ্যয়ন প্রভৃতি স্বকর্ম্ম নির্দ্দেশ করাই উহার অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে কেবল "ক্রিয়য়া স্বয়া" এইটুকু বলিলেই চলিত, ("কালে" বলিবার প্রয়োজন ছিল না)। "যোনি" শব্দটী জন্মের পর্য্যায়—একার্থবাচক; উহা হইতে 'জাতি' রূপ অর্থ প্রতীত হইতেছে। সুতরাং "ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিড়্যোনি" ইহার অর্থ ব্রাহ্মণাদি জাতীয়। মোটের উপর কিন্তু ইহা অর্থবাদ; 'ব্রাত্য' হইলে যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় তাহারই জন্য এই অর্থবাদ (ব্রাত্যের নিন্দা) বলা হইল। ৮০

(প্রারম্ভে ওঁকারযুক্ত এই যে তিনটী অবিনাশী মহাব্যাহৃতি এবং এই যে ত্রিপদা সাবিত্রী, এগুলি বেদের মুখস্বরূপ।)

(মেঃ)—ওঁকার হইয়াছে পূর্ব্ব যাহাদের সেগুলি "ওঁকারপূর্ব্বিকাঃ"। "মহাব্যাহৃতয়ঃ"= পূর্ব্বোক্ত 'ভূঃ, ভুবঃ' এবং 'স্বঃ' এই তিনটী শব্দকেই মহাব্যাহৃতি বলা হইয়াছে। "অব্যয়াঃ"= এগুলি বিনাশ রহিত; ইহাদের ফল দীর্ঘকাল স্থায়ী বলিয়াই এইরূপ (অব্যয়) বলা হইয়াছে; তাহা না হইলে (মীমাংসক মতে) সকল শব্দই যখন নিত্য অর্থাৎ অবিনাশী, তখন পুনরায় এগুলিকে 'অব্যয়'=অবিনাশী এই বিশেষণ দিয়া বলা নিরর্থক হইয়া পড়ে। "ত্রিপদা"="তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্" ইত্যাদি সাবিত্রী ব্রহ্মের (বেদের) মুখস্বরূপ। উহাই আদ্য—প্রথমস্থানীয়; এইজন্য উহাকে মুখ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব, প্রথমেই ইহা অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, এই প্রকার যে বিধি তাহারই ইহা অর্থবাদ। অথবা, "মুখম্" অর্থ দ্বার বা উপায়, যে হেতু ইহা দ্বারা ব্রহ্ম (বেদ) প্রাপ্ত হওয়া যায়—লাভ করা যায় (এইজন্য ইহা বেদের মুখ বা দ্বার), এইরূপ অর্থই এই বাক্যটী বলিয়া দিতেছে। (অথবা এখানে 'ব্রহ্ম' অর্থ পরমাত্মা)। ৮১

(যে ব্যক্তি তিন বৎসর কাল প্রতিদিন এই সাবিত্রী অনলস হইয়া জপ করেন তিনি বায়ু-স্বরূপ হইয়া আত্মার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।)

(মেঃ)—তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী বিভু (পরিচ্ছেদ বা সীমাশূন্য) রূপে পরিণত হন এবং তিনি 'খমূর্ত্তি'=নিজ যে আত্মস্বরূপ তাহাতেই পরিণত হন; এখানে 'মূর্ত্তি' শব্দটীর অর্থ শরীর নহে; কারণ, আকাশের কোন শরীর নাই। আচ্ছা! এই যে ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্তি বলা হইল ঐ ব্রহ্ম পদার্থটী কি? (উত্তর)—তিনি পরমাত্মা, তিনি আনন্দস্বরূপ; বায়ুবেগে বিক্ষুব্ধ জলরাশির তরঙ্গসকল যেমন তাহা হইতে ভিন্ন নয় অথচ ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, এই জীবাত্মা-সকলও ঐ ব্রহ্মের সহিত ঐ প্রকার সম্বন্ধযুক্ত। ঐ জলরাশি শান্তভাব প্রাপ্ত হইলে যেমন সেই তরঙ্গসকল তাহারই স্বরূপে পরিণত হইয়া যায় এইরূপ ঐ ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা) সকলও অবিদ্যা-পগমে ঐ পরমাত্মস্বরূপই হইয়া যায়। এসকল কথা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বলা হইবে। ইহা গায়ত্রী অধ্যয়ন করিবার বিধি, ইহা জপ নহে; কাজেই, এখানে 'কতবার করিতে হইবে' এইভাবে আবৃত্তি গণনা নাই। 'অতন্দ্রিত' এইরূপ উক্ত হওয়ায় বহুবার যে ঐ কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে; কারণ, উহা একবার মাত্র অনুষ্ঠেয় হইলে আলস্যের কোন সম্ভাবনা থাকে না বলিয়া 'অতন্দ্রিত' বলা নিরর্থক। যে ব্যক্তি মোক্ষাভিলাষী তাহার পক্ষে এই বিধিটী প্রযোজ্য। ৮২

(একাক্ষর ওঁকারই হইতেছে পরব্রহ্ম, প্রাণায়াম শ্রেষ্ঠ তপঃস্বরূপ; সাবিত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্রজ্ঞান নাই; আর মৌন অপেক্ষা সত্যপ্রশস্ত।)

(মেঃ)—'একাক্ষর' হইতেছে ওঁকার; তাহাই পরব্রহ্ম; যে হেতু তাহা ব্রহ্ম প্রাপ্তির কারণ। যোগ দর্শনে বলা আছে, "সেই প্রণবের জপ এবং প্রণবের অর্থ (বাচ্য যে ঈশ্বর তাঁহার) সম্বন্ধে

অবিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা"; ইহা দ্বারাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে বলিয়া এইরূপ বলা হইল। 'ওঁ' এই শব্দটীই হইতেছে ব্রহ্মের বাচক নাম। এইজন্য ঐ যোগ দর্শনে উক্ত হইয়াছে "প্রণব ওঙ্কার সেই ঈশ্বরের বাচক নাম"। তাহা যে "পরং"=প্রকৃষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, কোন্ বিষয় হইতে শ্রেষ্ঠ? অন্য প্রকার যত ব্রহ্মোপাসনা আছে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ। (যেমন, ছান্দোগ্য উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে) "অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে", "আদিত্যকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে" ইত্যাদি প্রকার যত সম্পদুপাসনা আছে সে সকল হইতে ওঁকারকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা শ্রেষ্ঠ; কারণ, ইহার অধ্যয়ন (জপ) হইতেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে, এইরূপ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার আরও কারণ এই যে, শাস্ত্রমধ্যে শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা আছে। (আচার্য্য ভর্তৃহরিও তাঁহার বাক্যপদীয় নামক গ্রন্থে তাই বলিয়াছেন) "যে ব্যক্তি শব্দব্রহ্ম বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করেন তিনি পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন"। কোন বস্তুই শাব্দ উল্লেখের অতীত নহে অর্থাৎ বস্তু মাত্রেই শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। আবার ওঁকারই হইতেছে সকল শব্দের মূল। এইজন্য শ্রুতি মধ্যে আম্নাত হইয়াছে, "গাছের সমস্ত পাতাই যেমন শঙ্কু দ্বারা অনুস্যূত এইরূপ সকল শব্দই ওঁকারানুবিদ্ধ; ওঁকারই হইতেছে সর্ব্বাত্মক—যাহা কিছু অনুভব করা যাইতেছে সে সবই ওঁকার ছাড়া অন্য কিছু নহে"। এই শ্রুতি বাক্যটীর মধ্যে যে 'সন্তৃন্ন' কথাটী রহিয়াছে উহা হইতে ভাববাচক পদ হয় 'সন্তর্দ্দন'; ইহার অর্থ অনুস্যূতি অর্থাৎ অনুস্যূত থাকা অথবা আশ্রয়স্বরূপ। সকল শব্দই যে ওঁকারানুস্যূত তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? (উত্তর)—বৈদিক শব্দের মূলে যে ওঁকার থাকে তাহা বলাই হইয়াছে। লৌকিক বাক্ও যে ঐ ওঁকারমূলক তাহার কারণরূপে আপস্তম্ব বলিয়াছেন "সকল বাক্যের আদি হইতেছে ঐ ওঁকার"। উপনিষদের ভাষ্য মধ্যে কিন্তু ইহার অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; এখানে তাহার কোন উপযোগিতা না থাকায় তাহা আর বলিলাম না।

'আচমন' শব্দটী যেমন একটী বিশিষ্ট প্রকার ভক্ষণ বুঝায় প্রাণায়াম বলিতেও সেইরূপ একটী বিশিষ্ট প্রকার প্রক্রিয়া সমন্বিত প্রাণবায়ুর নিরোধ রূপ অর্থ বুঝায়। ইহা "পরং তপঃ"=চান্দ্রায়ণাদি হইতেও শ্রেষ্ঠ তপঃ। আচ্ছা! উহার ঐ শ্রেষ্ঠতাটী কিরূপ? (উত্তর)—ইহা ভাক্তপ্রয়োগ মাত্র। এইরূপ সাবিত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র জ্ঞান নাই। ইহা প্রশংসাবাদ। মৌন অপেক্ষা 'সত্য' প্রশস্ত। কারণ, মৌন অর্থ কথা বলা বন্ধ করা। তাহার দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় সত্য কথা বলায় তাহা অপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়। ইহার হেতু এই যে, সত্য কথা বলিলে বিধিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়টীও অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু মৌন অবলম্বন করিলে মিথ্যা বলার যে নিষেধ আছে কেবল সেইটাই পালন করা হয়। এই শ্লোকটী অর্থবাদ। ৮৩

(হোম, যাগ প্রভৃতি সকল বৈদিক ক্রিয়াই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু একমাত্র ওঁকার জপই অক্ষয় ফলপ্রদ, উহাই অক্ষর ব্রহ্ম, উহাই প্রজাপতি, জানিতে হইবে।)

(মেঃ)—যত কিছু বৈদিক হোম আছে, যেমন অগ্নিহোত্র প্রভৃতি, এবং যত কিছু বৈদিক যাগ আছে, যেমন জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি, সেগুলি সবই "ক্ষরন্তি"=পরিপূর্ণ ফল প্রদান করে না, অথবা সেগুলির ফল ঝরিয়া যায়—শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। পরন্তু, এই ওঁকার নামক যে অক্ষর ইহাই "অক্ষরং"=অনন্ত ফলপ্রদ "জ্ঞেয়ং"=জানিতে হইবে। কারণ, এই ওঁকার জপ দ্বারা ব্রহ্মত্ব লাভ হয়; আর ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া গেলে পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না। এইজন্য ইহা অক্ষয় ফলপ্রদ বলিয়া ইহাকে 'অক্ষর' বলা হইতেছে। মূল শ্লোকে দুইটী 'অক্ষর' শব্দ রহিয়াছে। উহার মধ্যে একটী হইতেছে বাক্যের উদ্দেশ্য অংশ, উহা ওঁকারের সংজ্ঞা (নাম); আর দ্বিতীয়টী যৌগিক শব্দ, উহা ক্রিয়াবোধক (নাই ক্ষর=ক্ষরণ যাহার—এইভাবে ক্ষরণ ক্রিয়ারাহিত্য বুঝাইতেছে সমাস দ্বারা)। আর তাহাই ব্রহ্ম। প্রজাপতিও ঐ ওঁকারই। ইহা প্রশংসার্থবাদ মাত্র।

'জুহোতি' এবং 'যজতি' ইহা ধাতুর নির্দ্দেশ; ঐ ধাতু দুইটীর যে "ক্রিয়াঃ"=প্রতিপাদ্য অর্থ হোম এবং যাগ। প্রত্যেক ব্যক্তিভেদে হোম ও যাগ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ঐগুলি বহু; এজন্য "ক্রিয়াঃ" এখানে বহুবচন দেওয়া হইয়াছে। অথবা এই যে 'জুহোতি' এবং 'যজতি' বলিয়া উল্লেখ ইহা দ্বারা ধাত্বর্থেরই (হোম এবং দানেরই) নির্দ্দেশ করা হইতেছে। আর "ক্রিয়াঃ" হইতেছে ঐ হোম এবং যাগ ছাড়া 'দান' প্রভৃতি অপরাপর ক্রিয়া। এরূপ অর্থ হইলে "জুহোতি-যজতি-ক্রিয়াঃ" এটী দ্বন্দ্ব সমাস নিষ্পন্ন পদ হয়। 'জুহোতি' (হোম), যজতি (যাগ) এবং ক্রিয়া-কলাপ'

ইহাই হইবে তখন ঐ সমাসের ব্যাসবাক্য। হোম এবং যাগের একটী প্রাধান্য আছে; এজন্য ঐ দুইটীকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হইল।

কেহ কেহ বলেন, এখানে যে ওঁকারের এত সব প্রশংসা করা হইল ইহা দ্বারা এই কথাই জানা যায় যে, ওঁকার কেবল ভাবেও (অন্যনিরপেক্ষভাবেও) জপ করিতে হয়। যে বিধির সম্বন্ধে এই প্রকরণে আলোচনা চলিতেছে এখানে কেবল তাহারই যে শেষ (অঙ্গস্বরূপ অর্থবাদ) আছে তাহা নহে; যে হেতু, সেই প্রকৃত (প্রকরণ প্রতিপাদ্য) বিধি সম্বন্ধে পুনরায় আর কোন উল্লেখ করা হইতেছে না। যেমন, বৈশ্বানরেষ্টি সম্বন্ধে যে শ্রুতিবাক্য আছে তাহা প্রকরণ প্রতিপাদ্যের অর্থবাদ বলিয়া তাহাতে সেই প্রকৃত (আলোচ্য) বিষয়টীর পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা,—(শ্রুতি মধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে--"পুত্র জন্মিলে বৈশ্বানর দেবতার উদ্দেশে দ্বাদশটী কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ দ্বারা যাগ করিবে"। ঐ দ্বাদশ কপালের মধ্যে আট, নয়, দশ এবং একাদশ কপাল অর্থাৎ মাটীর শরাজাতীয় পাত্র দ্বারাও পুরোডাশ নিষ্পন্ন হইয়া যায়। এইজন্য ঐ 'দ্বাদশ কপাল বৈশ্বানর যাগ' সম্বন্ধে প্রশংসা অর্থবাদরূপে শ্রুতি বলিতেছেন) "ঐ দ্বাদশ কপাল দ্বারা সংস্কার করিবার ফলে যে আটটী কপাল দ্বারা সংস্কৃত যাগও নিষ্পন্ন হইয়া যায় তাহাতে উহা গায়ত্রী রূপে পরিণত হইয়া ঐ জাতককে ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা পবিত্র করিয়া দেয়, উহা দ্বারা যে 'নবকপাল' যাগ নিষ্পন্ন হইয়া যায় তাহার ফলে উহা 'ত্রিবৃৎ'রূপে পরিণত হইয়া ঐ কুমারের মধ্যে তেজঃ আধান করে" ইত্যাদি। এখানে কিন্তু প্রধান যে বৈশ্বানর যাগ তাহার বৈশ্বানর পদের সহিত ঐ অষ্টত্ব, নবত্ব প্রভৃতি প্রত্যেকটীরই সম্বন্ধ রহিয়াছে; এইজন্য তাহার সহিত এইগুলির একবাক্যতাও থাকিতেছে বলিয়া এখানে ঐ অষ্টত্ব, নবত্বাদিঘটিত বাক্যগুলিকে স্বতন্ত্র বাক্য বলিয়া ধরা যায় না; কাজেই, ঐগুলি যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিধি বুঝাইতেছে তাহা বলা সম্ভব নহে। এজন্য ঐগুলি মূল বৈশ্বানর যাগেরই অর্থবাদ মাত্র। কিন্তু এই শ্লোকটীতে যে বলা হইয়াছে "অক্ষর ওঁকারকে অক্ষর ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে", ইহাতে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বিধিটীর সহিত কোন সম্বন্ধের আকাঙ্ক্ষা নাই, অথবা পূর্ব্বোক্ত 'সাবিত্রী' প্রভৃতিরও পুনরুল্লেখ নাই। এই সমস্ত কারণে ইহাকে অন্য কাহারও শেষ (অঙ্গ বা অংশ) বলা চলে না; যে হেতু এই বাক্যটী স্বান্তর্গত পদগুলির দ্বারাই প্রকাশিত, পরিপূর্ণ বাক্যার্থ প্রকাশ করিতেছে। (তাহার জন্য অন্য কোন বাক্যের প্রতি ইহার আকাঙ্ক্ষা নাই)। "জ্ঞেয়ং" এই পদে যে 'কৃত্য' প্রত্যয় রহিয়াছে তাহাই এখানে বিধ্যর্থ প্রতিপাদন করিতেছে। আর, 'ব্রহ্ম' এই পদটীর সহিত 'জ্ঞেয়' পদের সম্বন্ধ থাকায় অর্থ দাঁড়াইতেছে এই যে, ঐ অক্ষর (ওঁকার) ব্রহ্মরূপে জ্ঞাতব্য হইবে অর্থাৎ উপাস্য বলিয়া চিন্তনীয় হইবে। আর এই প্রকার চিন্তা করা বিধ্যর্থ হইলে উহা দ্বারা 'মানস জপ'ই যে কর্ত্তব্য তাহা বলিয়া দেওয়া হইল (কারণ, ওঁকারকে মনে মনে বার বার আলোচনা না করিলে তাহাকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করা যায় না)। ৮৪

(জপযজ্ঞ শাস্ত্রোক্ত যাগযজ্ঞাদি অপেক্ষা দশগুণ শ্রেষ্ঠ; ঐ জপ উপাংশু অর্থাৎ অস্ফুটস্বরে করা হইলে তাহা শতগুণ শ্রেষ্ঠ হয় এবং উহা মানস জপ হইলে সহস্রগুণ অধিক ফলপ্রদ হইবে।)

(মেঃ)—'বিধিযজ্ঞ' অর্থ বেদবিধির প্রতিপাদ্য যজ্ঞ, যেমন জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি। যে কর্ম্ম শাস্ত্র মধ্যে 'যজেত' এইরূপে বিহিত হইয়াছে, যাহা সম্পাদন করিতে বাহিরের অনুষ্ঠান আবশ্যক, এবং যাহা ঋত্বিক্ প্রভৃতি সকল প্রকার অঙ্গগুলির সমবায়ে সম্পাদিত হয় তাহাকেই এখানে 'বিধিযজ্ঞ' বলা হইয়াছে। জপযজ্ঞ ঐ জ্যোতিষ্টোমাদি বিধিযজ্ঞ অপেক্ষা দশগুণভাবে বিশিষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। ইহা দ্বারা এই কথাই বলিয়া দেওয়া হইল যে জপের ফল মহৎ—অতি অধিক। যাগের যাহা ফল তাহাই বহু গুণ বেশী করিয়া লাভ করা যায় জপ হইতে। বস্তুতঃপক্ষে কথা এই যে, শ্রুতিবিহিত যাগযজ্ঞাদির যে ফল জপের ফল যে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে তাহা হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে আর কেহই যাগযজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইত না, যাহার ফলে (উপবাসাদি কষ্টভোগ করিয়া) শরীর ক্ষয় এবং ধনক্ষয় ঘটিয়া থাকে। কাজেই ইহা জপের প্রশংসা ছাড়া আর কিছু নহে। যেমন, যজ্ঞপ্রকরণ মধ্যেই পূর্ণাহুতির প্রশংসারূপে শ্রুতি বলিতেছেন, "পূর্ণাহুতি দ্বারা লোকে সকল কাম্য বস্তুই পাইয়া থাকে"। (ইহা পূর্ণাহুতির প্রশংসা মাত্র; কেন না, কেবল পূর্ণহুতি দ্বারাই যদি সর্ব্বকামাপ্তি ঘটে তবে আর বহু কষ্টসাধ্য অপরাপর অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি?) সুতরাং শ্লোকটীর তাৎপর্য্যার্থ

হইতেছে এইরূপ;—। জপযজ্ঞ হইতে সেই স্বর্গাদি ফলই পাওয়া যায় বটে কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে যেমন দেখা যায় যে কৃষি প্রভৃতি লৌকিক কর্ম্ম সকলের সমান হইলেও তাহাতে বেশী প্রযত্ন করিলে, পরিশ্রম করিলে, ফলের পরিমাণ বেশী হয় সেইরূপ এখানেও (যজ্ঞাদি কর্ম্মেও) প্রযত্ন বাহুল্য না থাকিলে ফলবাহুল্য ঘটিবে না, প্রযত্নের পরিমাণ অনুসারে ফলের পরিমাণের তারতম্য ঘটিবে, কারণ যজ্ঞসকলের মধ্যে যজ্ঞরূপে কোন ভেদ নাই, পরিশ্রমাদির তারতম্য অনুসারেই ভেদ। যে যজ্ঞের যে ফল, তাহা স্বর্গই হউক, গ্রামই হউক, আর পশু প্রভৃতিই হইক—তৎসমুদয়ই জপযজ্ঞ দ্বারা লাভ করা যায়। ঐ জপ 'উপাংশু' হইলে তাহা শতগুণ ফলপ্রদ হয়। কাছের লোকও যে শব্দ শুনিতে পায় না তাহাকে উপাংশু বলে। 'সাহস্র' অর্থ সহস্রগুণ; "মানসঃ"=যাহা কেবল মনের ক্রিয়া দ্বারাই চিন্তা করা হয়। এই যে উপাংশুত্ব এবং মানসত্বরূপ গুণ ইহা কেবল জপের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কারণ, প্রকরণ প্রতিপাদ্য বিষয়টী পূর্ব্বোক্ত 'যোঽধীতে" (৮২ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি স্থলে যে জপ এবং শান্তি বা পুষ্টি প্রভৃতির জন্য যে জপ সেগুলির মধ্যে সর্ব্বত্র এই উপাংশুত্বাদি ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। সহস্র আছে যাহার মধ্যে তাহা 'সাহস্র'। এই সাহস্র কথাটী দ্বারা সহস্র গুণেরই অস্তিত্ব বুঝাইতেছে. কারণ গুণের কথাই এখানে বলা হইতেছে। শতগুণ ইত্যাদির 'গুণ' এই শব্দটীর অর্থ অবয়ব। ফলের আধিক্য হয় ঐ জপ ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধের আধিক্যবশতঃ। ৮৫

(পূর্ব্বোক্ত বিধিযজ্ঞ এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞের চারিটী যজ্ঞ এগুলির কোনটীই জপযজ্ঞের ষোড়শ ভাগেরও সমান নহে।)

(মেঃ)--পঞ্চ মহাযজ্ঞকে এখানে পাকযজ্ঞ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মযজ্ঞ (বেদাধ্যয়ন) বাদ দিয়া মহাযজ্ঞ হয় চারিটী। বিধিযজ্ঞ কি তাহা পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। সেই বিধি-যজ্ঞের সহিত চারিটী পাকযজ্ঞ। এইগুলি জপযজ্ঞের ষোড়শ (ষোল ভাগের এক ভাগ) "কলাং"=অংশ, "নার্হন্তি"=পাইবার যোগ্য নহে। অর্থাৎ ষোল ভাগের এক ভাগেরও সমান হয় না। অথবা, 'অর্হ' ধাতু দ্রব্য প্রাপ্তির অঙ্গস্বরূপ যে মূল্য দেওয়া সেই অর্থ বুঝায়। 'অর্হ' শব্দটীকে নামধাতু করিয়া পরে 'অন্তি' বিভক্তিযোগে 'অর্হন্তি' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ৮৬।

(ব্রাহ্মণ একমাত্র জপের দ্বারাই সকল প্রকার ফল লাভ করিতে পারেন, অন্য কোন যাগযজ্ঞাদি করুন আর নাই করুন। যেহেতু ব্রাহ্মণ যিনি, তাঁহার উচিত সর্ব্ব জীবে মিত্র-ভাবাপন্ন হওয়া;--ইহা কেবল জপযজ্ঞেই সম্ভব।)

(মেঃ)—কেবল জপকর্ম্মের দ্বারাই সিদ্ধি অর্থাৎ কাম্য ফল লাভ এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। এ সম্বন্ধে মনে এরূপ কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করা উচিত নহে যে, বহু কষ্টসাধ্য জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ করিয়া যাহা লাভ করিতে হয় তাহা কেবল জপের দ্বারা কিরূপে সিদ্ধ হইবে। বস্তুতঃ তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হয়।

"কুর্য্যাৎ অন্যৎ"=জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি অন্য কোন অনিত্য কর্ম্ম তিনি করুন অথবা "ন কুর্য্যাৎ"=নাই করুন (তাহাতে কিছু আসে যায় না); যে হেতু "মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে,"—। মিত্রকেই মৈত্র বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের উচিত সকল প্রাণীর প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হওয়া। আর জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিতে গেলে যখন অগ্নীষোম প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে পশুবধ করিতে হয় তখন যিনি ঐ সমস্ত যাগযজ্ঞ করেন তাঁহার পক্ষে সর্ব্বভূতে মিত্রভাবাপন্ন হওয়া কিরূপে সম্ভব? এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ইহা অর্থবাদ মাত্র; ইহা পূর্ব্বোক্ত জপেরই প্রশংসাসূচক বুঝা যাইতেছে। কাজেই ইহা দ্বারা, যে সমস্ত কর্ম্মে পশুবধ করিতে হয় তাহার নিষেধ বুঝাইতেছে না; কারণ, ঐ সমস্ত কর্ম্মগুলি প্রত্যক্ষশ্রুতি দ্বারা বিহিত হইয়াছে (সুতরাং উহা নিষিদ্ধ হইবে কিরূপে?)। এইখানে জপসম্বন্ধীয় বিধান সমাপ্ত হইল। ৮৭

(ইন্দ্রিয়সকল বিষয়াভিমুখে ছুটিয়া থাকে আবার বিষয়সকলও সেগুলিকে আকর্ষণ করে। এজন্য রথের সারথির ন্যায় ঐ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগুলিকে সংযত করিতে যত্ন অবলম্বন করা বিদ্বান্ ব্যক্তির উচিত।)

(মেঃ)—"ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিতে যত্ন অবলম্বন করিবে"—এইটুকুই হইতেছে এখান-কার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, অবশিষ্ট অংশটী অর্থবাদ, এবং এই অর্থবাদ অগ্রে সন্ধ্যাবন্দন

বিষয়ক বিধি পর্য্যন্ত চলিবে। 'সংযম' অর্থ নিষিদ্ধ বিষয়ে যে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে তাহা বর্জ্জন করা এবং যে সমস্ত বিষয় প্রতিষিদ্ধ নয় সেগুলিতেও অতিরিক্ত আসক্ত না হওয়া। নিষিদ্ধ বিষয়সকল বর্জ্জন করিবার যে সকল নিষেধ-বিধি আছে তাহা দ্বারাই উহা সিদ্ধ হয় বলিয়া উহার জন্য এই বচনগুলি নহে (এই বচনে কোন কিছুর নিষেধ করা হইতেছে যে তাহা নহে)। কিন্তু যে সমস্ত বিষয় প্রতিষিদ্ধ নহে সেগুলিতে যাহাতে অতিরিক্ত আসক্তি না হয় তাহা বলিয়া দিবার জন্যই এই শ্লোকগুলি। তাহাই বলিতেছেন ;—। "বিষয়েষু বিচরতাং"=বস্তুর স্বাভাবিক শক্তিবশতঃ যাহারা শব্দাদি বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। "অপহারিষু"=যাহারা পুরুষকে অপহরণ করে, আকৃষ্ট করে, নিজবশে লইয়া যায়, পরাধীন করিয়া দেয় সেগুলিকে বলে 'অপহারী'। বিষয়সকল ঐরূপ অপহারী; কারণ, সেগুলিকে 'মনোহর'=মনের হরণকারী বলা হয়। সেইরূপ বিষয়সকলের মধ্যে "বিচরতাম্"=বিবিধ প্রকারে, বিশেষভাবে যেগুলি চরা করে (ধাবিত হয়) ;—। ইন্দ্রিয়গণ যদি শব্দাদি বিষয়সকলে বিশেষভাবে ধাবিত না হইত তাহা হইলে ঐ বিষয়সকল 'অপহারী' হইলেও কি করিত? (কেনই অনিষ্ট করিতে পারিত না)। আবার ইন্দ্রিয়সকল যদি নিরঙ্কুশ (বাধাশূন্য) হয় হউক কিন্তু বিষয়সকল যদি ঐ ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাখ্যান করিত (তাহা হইলেও পতনের বা অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই)। কাজেই সেরূপ হইলে আত্মসংযম করা কঠিন হয় না। কিন্তু দেখা যাইতেছে ইন্দ্রিয়গণ এবং বিষয়সকল উভয়েই অপরাধপ্রবণ; কাজেই ও সম্বন্ধে যত্ন অবলম্বন করা উচিত, যেহেতু এগুলিকে সংযত করা বড়ই কঠিন। "যন্তেব বাজিনাং"=অশ্বসকলের সারথির ন্যায়। অশ্বসকলের যন্তা অর্থাৎ সারথি যেমন ঐ অশ্বগুলি রথে যুক্ত হইলেও তাহাদিগকে সংযত করিতে যত্নবান্ হয়, কেননা উহারা স্বভাবতঃ চঞ্চল; ঐরূপ করা হইলে আর তখন তাহারা রাস্তার বাহির দিক দিয়া রথ টানিবে না, কিন্তু সেই সারথির বশ্যতা স্বীকার করে ; এইরূপ ইন্দ্রিয়গণকেও বশবর্ত্তী রাখা উচিত। ৮৮

(প্রাচীন মনীষিগণ বলিয়া গিয়াছেন ইন্দ্রিয় এগারটী; সেগুলির সম্বন্ধে আমি যথাযথভাবে পর পর বলিতেছি।)

(মেঃ)—ইন্দ্রিয়গণের এই যে সংখ্যা (একাদশ) নির্দ্দেশ করা হইল ইহা এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে; কারণ ইহা অন্য প্রমাণের সাহায্যে জানিতে পারা যায়। (আর যাহা অন্য প্রমাণ দ্বারা জানা যায় তাহা শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য হয় না—কারণ, তাহাতে শাস্ত্রের অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বরূপ যে প্রামাণ্য তাহা থাকে না বলিয়া সে বিষয়ে শাস্ত্র অপ্রমাণ—তাৎপর্য্যশূন্য)। তথাপি শাস্ত্র বন্ধুভাবে এগুলি ব্যুৎপাদন করিয়া দিতেছে। প্রাচীন মনীষিগণ ঐগুলি বলিয়াছেন। আমি কিন্তু ইহার কোন্‌টীর কি নাম এবং কাজ তাহা অগ্রে বলিব। "অনুপূর্ব্বশঃ" এখানে যে 'আনুপূর্ব্ব্য' বলা হইয়াছে তাহার অর্থ অব্যাকুলভাবে (ধীরে সুস্থে)। 'পূর্ব্বে'=প্রাচীন,—এ কথাটী বলিবার অভিপ্রায় এই যে, এই প্রকার ব্যবস্থা (ইন্দ্রিয়গুলির বিভাগ) যে কেবল তার্কিকগণের উদ্ভাবিত তাহা নহে কিন্তু প্রাচীন আচার্য্যগণের নিকটেও ইহা জানাই ছিল। যাহারা এগুলির এই ব্যবস্থা বিদিত নয় তাহাদিগকে লোকে উপহাস করে—বলে যে এ ব্যক্তির আগম (শাস্ত্র) সম্বন্ধে জ্ঞান নাই। এ কারণে ইহা জানা উচিত। শ্লোকটীর পদগুলির অর্থ প্রসিদ্ধ এবং তাহা আগে ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে। ৮৯।

(কর্ণ, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, পঞ্চমতঃ নাসিকা, পায়ু অর্থাৎ মলদ্বার, উপস্থ অর্থাৎ মূত্রদ্বার, হস্ত, পদ এবং দশমতঃ বাগিন্দ্রিয়—এইগুলি বহিরিন্দ্রিয় বলিয়া কথিত।)

(মেঃ)—শ্রোত্র প্রভৃতিগুলি প্রসিদ্ধ। 'চক্ষুষী' ইহাতে দ্বিবচন আছে; কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় দুইভাগে ভিন্ন। অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানস্বরূপ শক্তি একটী, এই অভিপ্রায়ে সেগুলিতে একবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে। 'উপস্থ' হইতেছে পুরুষের পক্ষে শুক্রত্যাগ করিবার ইন্দ্রিয় আর স্ত্রীলোকের পক্ষে স্ত্রীরজঃ এবং তাহার আধার। পায়ু ও উপস্থ (এবং হস্ত ও পাদ, ইহারা দুইটী দুইটী করিয়া ইন্দ্রিয় হইলেও) দ্বিবচনে প্রয়োগ হয় নাই ; তাহার কারণ, ঐ দুইটী করিয়া শব্দ দ্বন্দ্ব সমাসে প্রবিষ্ট হইয়াছে, অথচ উহা প্রাণীর অঙ্গবাচক; সেইজন্য ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে একবচন হইয়াছে। 'বাক্' (বাগিন্দ্রিয়) হইতেছে মুখমধ্যস্থ তালু প্রভৃতি অবয়ব ; ইহারা শব্দের অভিব্যঞ্জক। ইহা ('বাক্'-এটী) শরীরের বিশেষ একটী অবয়বের নাম নির্দ্দেশ। ৯০

(ইহাদের মধ্যে শ্রোত্র প্রভৃতি পাঁচটীকে এবং পায়ু প্রভৃতি পাঁচটীকে মনীষিগণ যথাক্রমে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কৰ্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—এগুলির স্বরূপ যাহাতে ঠিকমত বুঝিয়া লওয়া যায় সেজন্য উহাদের কাহার কি কাজ তাহা বলিয়া দিতেছেন; কারণ, ইন্দ্রিয়সকল প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নহে। "বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি"=যেগুলি বুদ্ধির অর্থাৎ জ্ঞানের জনক—জ্ঞানরূপ কার্য্য করিবার করণ। 'বুদ্ধির' এখানে কার্য্যকরণ সম্বন্ধে ষষ্ঠী হইয়াছে। "শ্রোত্রাদীনি অনুপূর্ব্বশঃ"=শ্রোত্র 'আদি'গুলি যথাক্রমে। এখানে 'আদি' শব্দটীর অর্থ প্রকার, এইরূপ পাছে ধারণা জন্মে তাহার জন্য বলিতেছেন "অনুপূর্ব্বশঃ" অর্থাৎ ক্রম অনুসারে। সন্নিবেশ অনুসরণ করিয়াই ক্রম হইয়া থাকে; এজন্য পূর্ব্ব শ্লোকে যেভাবে সন্নিবেশ আছে (পর পর সাজান আছে) সেই ক্রমই এখানে গ্রহণীয়। "কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণি" =কর্ম্মের ইন্দ্রিয়সকল; কর্ম্মপদের অর্থ এখানে 'পরিস্পন্দন' রূপ ক্রিয়া (চলনাত্মক ক্রিয়া এখানে বক্তব্য নহে)। ৯১

(মনকে একাদশ ইন্দ্রিয় বলিয়া জানিতে হইবে। উহা নিজ গুণে উভয়াত্মক—উভয়স্বরূপ। ঐ মনটীকে জয় করিতে পারিলে পূর্ব্বোক্ত ঐ পাঁচটী করিয়া যে দুইটী গণ বলা হইল তাহাও বশীকৃত হয়।)

(মেঃ)—ইন্দ্রিয়গুলির একাদশ সংখ্যা পূরণ করিতেছে মন। তাহা "স্বগুণেন"=নিজ গুণে= স্বভাবে; মনের গুণ হইতেছে সংকল্প করা। "উভয়াত্মকং"—শুভ, অশুভ উভয়ই সংকল্পিত হয় (ঐ মনের দ্বারা)। অথবা মন 'উভয়াত্মক' ইহার অর্থ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কৰ্ম্মেন্দ্রিয় উভয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে গেলে তাহার মূলে থাকা চাই সংকল্প; এইজন্য মন 'উভয়াত্মক' অর্থাৎ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াত্মক এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়াত্মক। যে মন জিত (বশীকৃত) হইলে বুদ্ধীন্দ্রিয়সমষ্টি এবং কৰ্ম্মেন্দ্রিয়সমষ্টি, যাহাদের পরিমাণ আগে দেখান হইয়াছে সেগুলি বশীকৃত হয়। ইহা পদার্থের (বস্তুর) স্বরূপবর্ণনামাত্র। ৯২

(মানব ইন্দ্রিয়সকলে প্রসক্ত হইলে যে দোষ মধ্যে গিয়া পড়ে ইহাতে কোন সংশয় নাই। পক্ষান্তরে ঐগুলিকে ঠিকমত বশীভূত করিতে পারিলে তাহার ফলে নিশ্চয়ই সিদ্ধি-লাভ করে।)

(মেঃ)—ইন্দ্রিয়সকলের 'প্রসঙ্গে'—'প্রসঙ্গ' অর্থ তাহার অধীনতা। তাহার ফলে দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট দোষ প্রাপ্ত হয়। ইহাতে সন্দেহ নাই, ইহা নিশ্চিত। সেই ইন্দ্রিয়গণকে সম্যক্ সংযত করিয়া তাহা হইতে 'সিদ্ধি' অর্থাৎ অভিলষিত বিষয় লাভ—শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত ক্রিয়াকলাপের ফলপ্রাপ্তি সমভাবেই সিদ্ধ হয়। (তাহার কোন হানি ঘটে না)। ৯৩

(আকাঙ্ক্ষিত বস্তুসকল যতই উপভোগ করা যাউক না কেন তাহা দ্বারা কখনও আকাঙ্ক্ষার উপশম হয় না অর্থাৎ নিবৃত্তি ঘটে না। কিন্তু ঘৃতসংসর্গে অগ্নির ন্যায় তাহা সমধিক বৰ্দ্ধিতই হইয়া থাকে।)

(মেঃ) -শাস্ত্রে উপদেশ আছে—নিষেধ করা আছে বলিয়া যে বিষয়াভিলাষ করা হইবে না, সে কথা এখন থাকুক, পরন্তু ঐ বিষয়াভিলাষ নিবৃত্তি হইতে ত দৃষ্টসুখ হয়। কারণ, বিষয়-সকল উপভুক্ত হইতে থাকিলেও সেগুলি অধিক আকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া দেয়। যে লোক পেট পুরিয়া খাইয়া তৃপ্ত হইয়াছে সে ভোজনজনিত তৃপ্তি পূর্ণমাত্রায় লাভ করিলেও তাহার অভিলাষ হয়, আহা! আরও কেন অন্য বস্তু খাইতে পারিলাম না! যখন তাহার শক্তি থাকে না তখন সে ঐ ভোজনে আর প্রবৃত্ত হয় না। অতএব ভোগের দ্বারা এ নিবৃত্তি সম্পাদন করা সম্ভব নয়। "কামঃ"=অভিলাষ, "কামানাং"=কাম্যমান (স্পৃহণীয়) বিষয়সকলের "উপভোগেন"=সেবা দ্বারা "জাতু"=কখনও "ন শাম্যতি"=নিবৃত্ত হয় না; কিন্তু "ভূয়ঃ"=খুব বেশীভাবেই "বৰ্দ্ধতে"=বাড়িয়া উঠে; "হবিষা"=ঘৃতের দ্বারা, "কৃষ্ণবর্ত্মা ইব"=অগ্নির ন্যায়। অভিলাষ দুঃখস্বরূপ; যে ব্যক্তি যাহার রস উপভোগ করে নাই তাহার তাহাতে অভিলাষ জন্মে না। এ কথাগুলি বস্তুর স্বরূপ বর্ণনা—অথবা ইহা তত্ত্বোপদেশ। এইরূপ কথিতও আছে, "এই পৃথিবীমধ্যে যত ধান্য-যবাদি শস্য, হিরণ্য, পশু এবং ভোগোপযোগ্যা নারী আছে সেগুলি সমুদয় মিলিয়া একটী মাত্র পুরুষেরও

ভোগ নিবৃত্তির পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে (ইহাই যথার্থ কথা, যথার্থ ঘটনা); অতএব ইহা বিবেচনা করিয়া ভোগের নিবৃত্তিই অবলম্বন করিবে"। ৯৪

(যে ব্যক্তি এই কাম্য পদার্থসকল সমগ্রভাবে উপভোগ করে এবং যে ইহা পরিত্যাগ করে ইহাদের মধ্যে ঐ ভোগী ব্যক্তি অপেক্ষা ত্যাগী পুরুষই শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন।)

(মেঃ)—অনুমান বাক্য প্রয়োগে যেমন হেতু বাক্য এবং তাহার পর নিগমন বাক্য থাকে এখানেও সেইরূপ পূর্ব্ব শ্লোকে 'হেতু' বলা হইয়াছে, আর তাহাকে অবলম্বন করিয়া এখানে এই শ্লোকটীতে নিগমন বলা হইতেছে। যেহেতু বিষয় সেবায় কামনা (তৃষ্ণা) বাড়িতেই থাকে অতএব যে কামনাবান্ ব্যক্তি "এতান্ কামান্ সর্ব্বান্ প্রাপ্নুয়াৎ"=এই কাম্য বস্তুসকলকে সমগ্রভাবে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সেবা (ভোগ) করে;—ইহার উদাহরণ যেমন বহু দেশের অধীশ্বর কোন একজন তরুণ পুরুষ। এবং যে এগুলিকে একেবারে পরিত্যাগ করে, যেমন বালক অথবা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী,—। ইহাদের মধ্যে যে প্রাপক অর্থাৎ ভোগকারী তাহা অপেক্ষা ঐ যে ত্যাগী, যে পরিত্যাগ করে, সে "বিশিষ্যতে"=অতিশয় শ্রেষ্ঠ হয়। ইহা সকলেরই নিজ নিজ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ৯৫

(বিষয়সকল ভোগ না করিলে ইন্দ্রিয়সকলকে নিরুদ্ধ করা যায় বটে কিন্তু বিষয়দোষদর্শন-রূপ জ্ঞানের দ্বারা বিষয়াসক্ত ঐগুলিকে যেভাবে নিরুদ্ধ করা যায় ভোগবর্জ্জনের দ্বারা তাহা সে ভাবের হয় না।)

(মেঃ)—তাহাই যদি হয় তবে বনে বাস করাই ত বিধান (কর্ত্তব্য) হইয়া পড়ে। যেহেতু সেখানে আর ভোগ্য বিষয়গুলির সান্নিধ্য ঘটে না; আর বিষয়গুলি যদি সন্নিহিত না হয় তাহা হইলে সেগুলি ভোগ করা যায় না। এই প্রকার শঙ্কা হইলে তাহার পরিহার বলিতেছেন। বিষয়সেবা না করিয়া ইন্দ্রিয়সকল নিরুদ্ধ করা উচিত নহে। তবে বিষয়সেবা করিলেও তাহাতে সুখশূন্য হইবে অর্থাৎ তাহা হইতে সুখ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিবে না। এইজন্য এ বিষয়ে এইরূপ স্মৃতিবচনও আছে—"দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্ণ—এগুলিকে নিষ্ফল করিবে না, যতটুকু সম্ভব ঐ সকল সময়ে ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবিধ পুরুষার্থ লাভের জন্য চেষ্টা করিবে"। যদি বিষয়সেবা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় হয় তাহা হইলে শরীর ধারণ করাও সম্ভব হয় না। অতএব এই যে নিষেধ, ইহা ভোগতৃষ্ণারই নিষেধ বলা হইতেছে। বিষয় ভোগ থাকিলেও সেই ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় "জ্ঞানেন"—জ্ঞানের দ্বারা, বিষয়সেবার মধ্যে যে দোষ আছে সেই দোষ জানিলে তাহা দ্বারা; (যেমন এই গ্রন্থেরই ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৭৬ শ্লোকে বৈরাগ্য প্রকরণে শরীরের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্য বলা হইয়াছে,—)।

"এই যে মনুষ্যশরীর (ইহা মলমূত্রের ডিপো—একটী চালাঘর), অস্থিগুলি ইহার খুঁটি স্বরূপ, স্নায়ুরূপ রজ্জু দ্বারা ইহা বদ্ধ" ইত্যাদি বচনে যেরূপ বলা হইয়াছে সেই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা এবং নিজের অনুভবের দ্বারা—বিষয়সকল পরিণামে বিরস, দুঃখপ্রদ কিম্পাকফল ('মাকাল' ফল) সদৃশ আপাতমধুর কিন্তু পরিণামে বিষবৎ ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ; সেই অনুভবের দ্বারা, বিষয়সকলের মধ্যে দোষ সদাই বিদ্যমান এই প্রকার ভাবনার দ্বারা এবং বৈরাগ্য-অভ্যাস দ্বারা ক্রমে ক্রমে স্পৃহা (বিষয়ভোগাকাঙ্ক্ষা) নিবৃত্ত হয়—তাহা কমিয়া যায়। কিন্তু হঠাৎ একেবারে তাহা ত্যাগ করা যায় না। পরন্তু "নিত্যশঃ"=সকল সময়ে (বিষয়দোষদর্শন দ্বারা)—। "নিত্যশঃ" এটী "জ্ঞানেন" ইহার বিশেষণ। "প্রদুষ্টানি"=বিষয়ে প্রবৃত্ত—আসক্ত (ইন্দ্রিয়সকল), সেগুলি দোষবশতই প্রবৃত্ত হয় বলিয়া সেগুলিকে (ইন্দ্রিয়গুলিকে) প্রদুষ্ট বলা হইয়াছে।

"নিত্যশঃ" এখানে 'শস্' এই যে অংশটী রহিয়াছে ইহা মনু, ব্যাস প্রভৃতি মহামুনিগণ বহু-স্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন, নিত্যশঃ, অনুপূর্ব্বশঃ, সর্ব্বশঃ, পূর্ব্বশঃ ইত্যাদি। (ইহাকে 'শস্' প্রত্যয় নিষ্পন্ন বলা যায় না, কাজেই ঐরূপ পদগুলি সাধু নহে—কিন্তু ব্যাকরণদুষ্ট। কাজেই) ঐ পদ প্রয়োগ যাহাতে সাধু বলিয়া সমর্থন করা যায় সে বিষয়ে যত্ন—একটু প্রয়াস করা উচিত। 'বীপ্সা বুঝাইলে একবচনান্ত পদের উত্তর শস্ প্রত্যয়' হইবার নিয়ম ব্যাকরণে বলা আছে। তদনুসারে এইসকল স্থলেও 'বীপ্সা'—অর্থ যাহাতে কথঞ্চিৎ দ্যোতিত হয় সেইরূপ অর্থ করা উচিত। অপর কেহ কেহ বলেন—'শস্' ধাতু স্থা ধাতুর সমানার্থক;

তাহার উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিলে 'শস্' শব্দটী নিষ্পন্ন হয়। আর ইহা ক্রিয়া বিশেষণ ; কাজেই নপুংসকলিঙ্গ। সুতরাং "জ্ঞানেন নিত্যশঃ" ইহার অর্থ নিত্যস্থিত জ্ঞান দ্বারা। ৯৬

(বেদাধ্যয়নই হউক, দানই হউক, নিয়মই হউক, আর তপই হউক ইহাদের কোনটীও সেই ব্যক্তির নিকট ফলপ্রদ হয় না যাহার ভাব বিপ্রদুষ্ট—অন্তঃকরণ আসক্তিদূষিত।)

(মেঃ)—এ শ্লোকটী এখানে বিধিস্বরূপ—বিধায়ক। 'বেদ' অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন এবং জপাদি। ত্যাগ অর্থ, লক্ষণা করিয়া, দান। অথবা ত্যাগ অর্থ—যে মধু, মাংস ভক্ষণাদি নিষিদ্ধ নহে তাহাও বর্জন করা,—এ সমস্ত থেকে যে নিবৃত্তি তাহা ফলপ্রদ (তাহার ফল আছে), এই বিবেচনায় ত্যাগ করা। 'বি-প্র-দুষ্ট' অর্থাৎ আসক্তিদোষগ্রস্ত হইয়াছে 'ভাব' অর্থাৎ অন্তঃকরণ যাহার সে 'বিপ্রদুষ্টভাব'; তাহার পক্ষে ঐ বেদাধ্যয়নাদি কর্ম্মগুলি "সিদ্ধিং ন গচ্ছন্তি"=ফলপ্রদ হয় না, কোন কালেও হয় না। অতএব শাস্ত্রীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবার সময় অনুষ্ঠান কর্ত্তার মন যেন অভিপ্রেত বিষয়ে আসক্ত না হয়। কারণ, ঐ প্রকার আসক্তিহীন হইলে তবেই অন্যান্য সকল-প্রকার বিকল্প বিদূরিত করিয়া মনকে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে একাগ্র করিতে পারা যায়। এই শ্লোকোক্ত এই বাক্যটীর দ্বারা শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠানকালে বিষয়চিন্তা পরিত্যাগ করিবার বিধান বলা হইল; সেটী না থাকিলে সেই অনুষ্ঠিত কর্ম্ম নিষ্ফল হইবে—তাহার কোন ফল পাওয়া যাইবে না। ঐ 'বিপ্রদুষ্টভাবস্য' পদটীর দ্বারা 'ভাবদোষ' বোধিত হইয়াছে; কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত পুরুষ সেই কর্ম্মের প্রতি একাগ্রতা ত্যাগ করিয়া যে বিষয়ব্যসনে আসক্ত হয়—মনোনিবেশ করে—তাহাই ঐ 'ভাবদোষ'। ৯৭

(যে ব্যক্তি উত্তম অথবা অধম শব্দ শ্রবণ করিয়া, কোমল অথবা কঠিন বস্তু স্পর্শ করিয়া, ভাল অথবা মন্দ জিনিস দেখিয়া, খাইয়া, অথবা আঘ্রাণ করিয়া হৃষ্ট হয় না কিংবা গ্লানি অনুভব করে না তাহাকে জিতেন্দ্রিয় জানিবে।)

(মেঃ)—"শ্রুত্বা"=বাঁশীর স্বর অথবা সঙ্গীত প্রভৃতির শব্দ শ্রবণ করিয়া, কিংবা 'আপনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি' ইত্যাদি প্রকার আত্মপ্রশংসা শুনিয়া যে ব্যক্তি "ন হৃষ্যতি"=হর্ষ অনুভব করে না। এইরূপ, কর্কশ এবং দুষ্ট অপ্রিয় বচন শুনিয়া "ন গ্লায়তি"=গ্লানি অনুভব করে না, মনে দুঃখবোধ করে না। 'গ্লানি' অর্থ খেদ, দুঃখ। "স্পৃষ্টবা"=মৃগরোম নির্ম্মিত, কিংবা রেশম প্রভৃতি কোমল বস্ত্র এবং ছাগলোমাদি নির্ম্মিত বস্ত্র উভয়ই সমভাবে অনুভব করে। এইরূপ, সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিত যুবতীর নাট্য (অঙ্গচালন) দর্শনে এবং শত্রু দর্শনেও সমান প্রকার অনুভবযুক্ত থাকে। প্রচুর ঘৃত মিশ্রিত দুগ্ধময় ভোজ্যদ্রব্য এবং কোদ্রব (নিকৃষ্ট ধান্যজাতীয় শস্য) নির্ম্মিত ভোজ্য সমভাবে ভোজন করে। দেবদারু তৈল কিংবা কর্পূরাদি তৈল একইভাবে আঘ্রাণ করে, এই সমস্ত অবস্থার মধ্যে পড়িয়া এরূপ আচরণ করা উচিত যাহাতে কেবল মনঃকল্পিত দুঃখ স্পর্শ করিতে না পারে। এইরূপ করিতে পারিলে সেই ব্যক্তির পক্ষে ইন্দ্রিয়সকল জয় করা হইয়া যায়। কিন্তু একেবারেই যদি ঐগুলিতে প্রবৃত্ত হওয়া না যায়—ঐগুলির সহিত কোনরূপ সংস্পর্শ যাহাতে না হয় সেরূপ করা হয় তাহা হইলে ইন্দ্রিয় জয় হয় না (কারণ যদি কখন ঐগুলির সহিত সম্পর্ক ঘটে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তখন হয়ত সংযত থাকিতে পারিবে না)। ঐ ভাবের ঐ পর্য্যন্ত সংযম অবলম্বন করা উচিত। ৯৮

(সব কয়টী ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি একটীও আল্গা পায় তাহা হইলে ভিস্তির ছিদ্রপথ দিয়া যেমন সমস্ত জল পড়িয়া বাহির হইয়া যায় সেইরূপ তাহাও ঐ ব্যক্তির ধৈর্য্যসংযম বাঁধকে ভাঙ্গিয়া দেয়।)

(মেঃ)—"ইন্দ্রিয়াণাং"—এখানে নির্ধারে ষষ্ঠী হইয়াছে। একটী ইন্দ্রিয়ও যদি "ক্ষরতি"= স্বাধীনভাবে সেই ইন্দ্রিয়টীর ভোগ্য বিষয়ে লিপ্ত হয় এবং তাহাকে যদি না আটক করা হয়, তাহা হইলে তাহা হইতেই "অস্য"=এই পুরুষের "প্রজ্ঞা"=অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে যে ধৈর্য্যসংযম ছিল তাহাও "ক্ষরতি"=নষ্ট হইয়া যায়। "দৃতেঃ পাদাৎ"='দৃতি' অর্থ ছাগাদি চর্ম্ম নির্ম্মিত জলাদি সংগ্রহ করিবার পাত্রবিশেষ (ভিস্তি) ; তাহার অপর যতগুলি ছিদ্র আছে সেগুলির সব বন্ধ করা থাকিলেও তাহার একটী পাদ (পায়া—ছিদ্র) হইতে "উদকম্ ইব"=যদি জল পড়িতে থাকে তাহা হইলে ঐ পাত্রটী যেমন একেবারে খালি হইয়া যায়। জ্ঞানের অভ্যাসের দ্বারা যে ধৈর্য্য সঞ্চিত

হয়; অথবা সম্যক্ জ্ঞানই ধৈর্য্য। যে ব্যক্তি বিষয়লোলুপ তাহার মন ঐ বিষয়েতেই আসক্ত থাকে। কাজেই যে সমস্ত বিষয়ের তত্ত্ব যুক্তিশাস্ত্র আলোচনা দ্বারা (বিচার দ্বারা) নিরূপণ করিতে হয় সেগুলি তাহার মনে ঠিক ঠিকভাবে প্রকাশ পায় না। ৯৯

(ইন্দ্রিয়সমষ্টিকে ধীরে ধীরে বশীভূত করিয়া মনকে সংযত করত করণীয় কর্ম্মকলাপ নিষ্পাদন করিবে, কিন্তু শরীরকে অযথা পীড়া না দিয়া, ক্ষয় না করিয়াই উহা কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—প্রতিপাদ্য বিষয়টীর উপসংহার করিতেছেন "বশে কৃত্বা" ইত্যাদি। সত্য বটে মনও একটী ইন্দ্রিয়, কাজেই "ইন্দ্রিয়গ্রামং" বলায় মনকেও ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে তথাপি ইন্দ্রিয়-সকলের মধ্যে মনই প্রধান, এজন্য স্বতন্ত্রভাবে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে। 'গ্রাম' অর্থ সমষ্টি। ইন্দ্রিয়সমষ্টিকে এবং মনকে বশীভূত করিয়া, "সর্ব্বান্ অর্থান্"=শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত কর্ম্মকলাপ হইতে যাহা সাধিত (লব্ধ) হয় তাদৃশ অভিলষিত বিষয়সকল, "সংসাধয়েৎ"=নিষ্পন্ন করিবে। "তনুং"=শরীরকে "অক্ষিণবন্"=উৎপীড়িত না করিয়া, ক্ষয় না করিয়া। "যোগতঃ"=যুক্তি দ্বারা অর্থাৎ ক্রমিক প্রবৃত্তি (ধীরে ধীরে নিরোধ) অনুসরণ করিয়া। যে লোক কষ্টসহিষ্ণু নয়, তাহার পক্ষে অনভ্যস্ত কঠিন আসনে বসা কিংবা মৃগচর্ম্ম প্রভৃতিকে আচ্ছাদনরূপে ব্যবহার করা যদি হঠাৎ আরম্ভ হয় তাহা হইলে তাহাতে তাহার পীড়া জন্মিবে। এই জন্য "যোগতঃ"= ধীরে ধীরে, এইরূপ বলা হইয়াছে। যাহাদের সূক্ষ্ম, উন্নত ধরনের খাদ্য খাওয়া এবং কোমল শয্যায় শয়ন করা প্রভৃতি অভ্যাস তাহাদের উহা হঠাৎ একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে না; কিন্তু ক্রমশঃ ধীরে উহার বিপরীত প্রকার খাদ্য, শয্যা প্রভৃতি গাসহা করিয়া লইতে হইবে। 'যোগ' বলিতে এখানে ক্রমশঃ অর্থাৎ ধীরে ধীরে যে প্রবৃত্তি (অভ্যাস) তাহাই বুঝান হইতেছে। আর তাহা হইলে "যোগতঃ" এই পদটীকে শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের "বশে কৃত্বা" ইহার সহিত অন্বিত করিতে হইবে। অথবা উহা যেখানে আছে সেইখানেই উহাকে রাখিয়া অন্বয় যোজনা করিলেও চলিবে। তখন উহার অর্থ হইবে—'যুক্তি অনুসারে=ঔচিত্যযুক্ত বিষয় হইতে, শরীরকে সরাইয়া লইবে না; অর্থাৎ শরীরের পক্ষে যাহা পাওয়া উচিত হঠাৎ তাহা বন্ধ করিয়া দিবে না। অথবা 'যোগ' ইহার অর্থ 'তাৎপর্য্য' (তৎপরতা—তাহার প্রতি যত্ন); 'যোগতঃ' এখানে তৃতীয়া বিভক্তির অর্থে 'তস্' প্রত্যয় হইয়াছে। শরীরটাকে যত্ন সহকারে রক্ষা করিবে। ১০০

(প্রাতঃসন্ধ্যাকালে সূর্য্যোদয় দর্শন পর্য্যন্ত সাবিত্রী জপ করিতে করিতে দাঁড়াইয়া থাকিবে। আর সায়ংসন্ধ্যাসময়ে যতক্ষণ না নক্ষত্রগুলি স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর করা যায় ততক্ষণ ঐ সাবিত্রী জপ করিতে করিতে অবিচ্ছিন্নভাবে বসিয়া থাকিবে।)

(মেঃ)—যাহার সম্মুখেই প্রাতঃকাল তাহা 'পূর্ব্বসন্ধ্যা' অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যা; আর সূর্য্যাস্তকালে 'পশ্চিমসন্ধ্যা' বা সায়ংসন্ধ্যা। "পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং"=সেই পূর্ব্বসন্ধ্যাকাল ব্যাপিয়া, "তিষ্ঠেৎ"= দাঁড়াইয়া থাকিবে, "জপন্ সাবিত্রীম্"=সাবিত্রী জপ করিতে করিতে। আসন হইতে উঠিয়া, চলাফেরা বন্ধকরত এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকিবে, সাবিত্রীজপ করিতে করিতে;—"তৎসবিতুর্বরেণ্যম্" ইত্যাদি মন্ত্রটী সাবিত্রী, ইহা আগেই বলা হইয়াছে। তাহারই ইহা পুনরুল্লেখ। সন্ধ্যাকালীন জপের জন্য ওঁকার প্রভৃতি যে বিহিত তাহাও পূর্ব্বে "এতদক্ষরম্" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে। "আহর্কদর্শনাৎ"=(আ-অর্কদর্শনাৎ)=যতক্ষণ না ভগবান্ সূর্য্যদেব দৃষ্টিগোচর হন। জপ করা এবং দাঁড়াইয়া থাকা এই দুইটীরই ইহা সীমানির্দ্দেশ। (প্রশ্ন) আচ্ছা! এখানে এইভাবে সীমানির্দ্দেশ করিয়া দিবার প্রয়োজন কি? কারণ, সূর্য্যোদয় হইলেই ত প্রাতঃসন্ধ্যারূপ কালটী স্বভাবতই কাটিয়া যায়। এইজন্য কথিত আছে, "সমস্ত অন্ধকার কাটে নাই অথচ আলোকও পরিপূর্ণ হইয়া উঠে নাই, ইহাই সন্ধ্যাকাল"। আরও কথিত আছে, "যে সময়ে অন্তরিক্ষে আলোক উঠিয়া আছে কিন্তু ভূমণ্ডলে অন্ধকার আছে তাহাই সাবিত্রী জপের কাল, এইরূপ উপদিষ্ট হয়"। নিরুক্ত মধ্যেও উক্ত হইয়াছে "অধোভাগ সাবিত্রী কাল"। পশুসমাম্নায়ে জানা যায় "কোন্ সাদৃশ্য অনুসারে অধোমধ্যে রাম অধোভাগ কৃষ্ণ" (?) (অসংলগ্ন পাঠ)। আদিত্যোদয়ে সকল দিকের অন্ধকার কাটিয়া যায়। রাত্রির ধর্ম্ম অন্ধকার এবং দিবাভাগের ধর্ম্ম আলোক এই দুইটীরই যখন নিবৃত্তি না হয় সেই সময়টী সন্ধ্যা। "সন্ধ্যাং" এখানে অত্যন্তসংযোগে (ব্যাপ্তি অর্থে) দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। কাজেই উহা দ্বারা এই কথা বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে,

যতক্ষণ সন্ধ্যাকাল ততক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবে। তাহার পর থেকে অন্য সময়ে যেরূপভাবে থাকা ইচ্ছা সেইভাবে থাকিবার স্বাতন্ত্র্য (স্বাধীনতা) ত আছেই।

কেহ কেহ বলেন, ইহা অত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া হইতেই পারে না। তবে কি হইবে? বার্ত্তিককার কাত্যায়ন বলিয়াছেন, অকর্ম্মক ধাতুর বেলায় কালও তাহার কর্ম্মসংজ্ঞক হয়; আর তখন সেখানে "কর্ম্মণি দ্বিতীয়া" এই নিয়ম অনুসারেই দ্বিতীয়া হইয়া থাকে। তবে যে অপর একটী সূত্র আছে "অত্যন্তসংযোগ অর্থাৎ ব্যাপ্তি বুঝাইলে কালবাচক এবং পথবাচক শব্দে দ্বিতীয়া হয়" তাহার বিষয় হইবে সেইসব স্থলে যেখানে ক্রিয়াবাচক শব্দের প্রয়োগ নাই অথচ কাল ও পথবাচক শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে; ইহার উদাহরণ যেমন, "ক্রোশং কুটিলা নদী", "সর্ব্বরাত্রং কল্যাণী" ইত্যাদি। অথবা যেখানে ধাতুটী সকর্ম্মক অথচ কাল ও পথবাচক শব্দে দ্বিতীয়া হইয়াছে তাহাও ঐ "কালাধ্বনোঃ" ইত্যাদি সূত্রটীর বিষয়—উদাহরণস্থল; যেমন "মাসম্ অধীতে"। এখানে কিন্তু "সন্ধ্যাং তিষ্ঠেৎ" এই বাক্যে 'তিষ্ঠেৎ' এটী অকর্ম্মক। (কাজেই ইহা অত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া হইতে পারে না; কিন্তু "কালশ্চাকর্ম্মকাণাং" ইত্যাদি নিয়ম অনুসারেই দ্বিতীয়া।) কাজেই সমগ্র সন্ধ্যাকাল দুইটী ব্যাপিয়া যাহাতে যথাক্রমে দাঁড়ান এবং বসা এই দুইটী কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহারই জন্য "পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং" ইত্যাদি শ্লোকে এখানে বিধিনির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঐ কর্ম্ম দুইটী আরম্ভ করিবার সময় কখন তাহা কিন্তু এখানে বলা হয় নাই। ইহার কারণ সন্ধ্যাকালদ্বয় যখনই আরম্ভ হয় তাহাই ঐ সময়ে অনুষ্ঠেয় ঐ দুইটী কর্ম্মের আরম্ভকাল। 'পূর্ণমাসী' প্রভৃতি যাগের অনুষ্ঠানকাল যেমন দীর্ঘ, সন্ধ্যাকাল মোটেই সেরূপ নহে। তুলাদণ্ডের কক্ষা (পাল্লা) দুইটী যেমন অতি অল্পেই উঠিয়া পড়ে আবার স্বল্পেই নামিয়া পড়ে (ঠিক করা শক্ত) সেইরূপ এই সন্ধ্যাকালও লক্ষ্য করা, নিরূপণ করা বড় কঠিন; কারণ তাহা অতি সূক্ষ্মকাল; যদি বিলম্ব ঘটে তবে আর তাহাকে পাওয়া যাইবে না। যেহেতু, যেক্ষণে রাত্রির বিরাম (সমাপ্তি) ঘটে এবং যখন দিবাভাগ আরম্ভ হয় তাহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য লক্ষ্য করা যায় না। ভগবান্ সূর্য্যদেবের গতি অতি দ্রুত; যেমন একটী রাশি ছাড়িয়া অন্য একটী রাশিতে সূর্য্যের সংক্রমণের কাল জ্যোতির্বিদ্‌গণের মতে মাত্র একটী ত্রুটি (অতি সূক্ষ্ম অবিভাজ্য কালকলা—সেই সময়ের মধ্যেই সংক্রমণ ঘটিয়া থাকে), দিবাভাগের আরম্ভ এবং অবসানও ঠিক সেইরূপ সূক্ষ্ম কালকলার মধ্যেই সংঘটিত হয়। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত রাত্রি থাকে, আর সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দিন (আরম্ভ) হয়। এই কারণে সন্ধ্যা (ইহাদের সন্ধিক্ষণ) বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না; যেহেতু সূর্য্যোদয়ক্ষণেই রাত্রির বিরাম (বিচ্ছেদ বা নিবৃত্তি) ঘটিয়া যায়। এই কারণেই সূর্য্যের উদয় এবং অস্ত—ইহাদের সন্নিকটস্থ যে কাল তাহাতেই অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবে। প্রাতঃকালে সূর্য্য স্পষ্ট (দর্শনযোগ্য) হইলে এবং সায়ংকালে নক্ষত্রসকল ফুটিয়া উঠিলে তবেই রাত্রি এবং দিবাভাগের নিবৃত্তি (সকলের অনুভবগম্য) হয় বলিয়া যে ব্যক্তি এতটা সময় পর্য্যন্ত সন্ধ্যা উপাসনা করে নিশ্চয়ই সে লোক মুখ্যকালেই অনুষ্ঠেয় বিধিটী সম্পাদন করিয়াছে বলিতে হইবে। এই কারণেই 'সাবিত্র'কাল যে পরিমাণ সময় তাহাকেই এখানে সন্ধ্যা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে; কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রের গণনা দ্বারা যে অতি সূক্ষ্ম কালকলা পাওয়া যায় তাহাকে সন্ধ্যা বলা হয় না। সে কথা আগেই বলা হইয়াছে।

ইহাতে অপর একটী সন্দেহ জাগিতেছে,—সন্ধ্যাকালের স্বরূপ যদি এই প্রকারই হয় তাহা হইলে (যাহারা অনুদিত হোম করে) তাহাদের পক্ষে ইহাই ত অগ্নিহোত্রের সময়; সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে ত এই সন্ধ্যাবিধিটী প্রয়োজ্য হইতে পারিবে না? এইরূপ শঙ্কা উত্থাপন করা হইলে বলিব, এটা আবার একটা আপত্তি কি? কারণ, শ্রৌতবিধি দ্বারা স্মার্ত্তবিধির বাধই ত হইয়া থাকে (যদি পরস্পর বিরোধ ঘটে)। বস্তুতঃ এখানে শ্রৌত এবং স্মার্ত্তবিধির মধ্যে কোন বিরোধই নাই। কারণ, যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে দাঁড়াইয়া থাকে কিংবা সায়ংকালে বসিয়া থাকে সেও ত অনায়াসে অগ্নিহোত্রের হোম করিতে পারে। আচ্ছা, আবার জিজ্ঞাসা করি, দুইটী সন্ধ্যাকালে যথাক্রমে দাঁড়াইয়া থাকা এবং বসিয়া থাকাই ত কেবল বিধি নহে, কিন্তু তখন মন্ত্রত্রয়ের জপ করাও ত বিধি। ঐভাবে সাবিত্রীজপও ত করিতে হয়? কাজেই এসব করিতে থাকিলে হোমের মন্ত্র সে উচ্চারণ করিবে কিরূপে? উত্তর—(তাহা যদি অসম্ভবই হয় তবে) জপ করাটাই বন্ধ থাক্; কিন্তু ঐসময়ে যে দাঁড়ান এবং বসিয়া থাকা এই দুইটী কর্ম্মই প্রধান; সুতরাং (অগ্নিহোত্র

করিতে গেলে) ঐ দুইটী কার্য্য করিতে থাকিলেও কোন বিরোধ হয় না। আর "প্রধানের যাহা গুণ (অঙ্গ) সেটীর লোপ হইলেও অর্থাৎ অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হইলেও যাহা মুখ্য (প্রধান) তাহার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য হইবে" (মীমাংসাদর্শনের ১০।২।৬২ সূত্র) এই সূত্র সূচিত নিয়ম অনুসারে জপেরই বাধ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত ; কারণ উহা অঙ্গ। 'দাঁড়ান' এবং 'বসা' এ দুটীই যে প্রধান, তাহার কারণ "তিষ্ঠেৎ"=দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং "আসীত"=বসিয়া থাকিবে, এই দুইটী বিধির সহিত উহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। আবার ঐ জপ করাটী যে গুণ বা অঙ্গ তাহার কারণ ঐ জপার্থবোধক 'জপ্' ধাতুটীকে 'জপন্' এইভাবে শতৃযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে। ("লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ" অর্থাৎ কোন একটী ক্রিয়া যদি অপর একটী ক্রিয়ার লক্ষণ বা বিশেষণ হয়—বিশেষ অবস্থা প্রকাশ করে কিংবা তাহার হেতু অর্থাৎ কারণ হয় তাহা হইলে তাহার উত্তর শতৃ বিভক্তি হইয়া থাকে, এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে) জানা যায় যে 'জপ্' ধাত্বর্থ যে জপ করা তাহা বসা এবং দাঁড়ান এই দুইটী ক্রিয়ার লক্ষণ অর্থাৎ বিশেষণ অর্থাৎ অবস্থা বিশেষই প্রকাশ করিতেছে। আবার, 'দাঁড়ান' এবং 'বসা' এই দুইটী কর্ম্মই অধিকারসম্বন্ধ—কর্ম্মাধিকারী পুরুষের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। ইহা অগ্রের "ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্ব্বাং" এবং "তিষ্ঠন্ নৈশমেনো ব্যপোহতি" এই বচন হইতে জানা যায়। (কাজেই অগ্নিহোত্রীর পক্ষে জপ করা না হইলেও ক্ষতি নাই।)

কেহ কেহ এখানে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এইরূপ বলিয়াছেন যে, দাঁড়াইয়া থাকাটা এখানে গুণ আর জপই প্রধান কর্ম্ম, যেহেতু ঐ জপ করারই ফল পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইঁহাদের এই উক্তিটী সঙ্গত নহে। কারণ, এই যে স্থান ও আসনের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ ইহা মোটেই কামনাবান্ পুরুষদের জন্য বিধি নহে ; কাজেই ইহার ফলনির্দ্দেশ থাকিবে কিরূপে? (যেহেতু কামনাবান্ পুরুষদের পক্ষে যে কর্ম্ম বিহিত, সেটী হয় কাম্য কর্ম্ম; তাহারই ফলনির্দ্দেশ থাকে।) তবে পূর্ব্বের ৭৮ শ্লোকে যে বচনটী দ্বারা প্রণব প্রভৃতির জপ বিধান করা হইয়াছে তাহাতেই "বেদপুণ্যেন যুজ্যতে" এই প্রকার উক্তি থাকায় উহাকে ফলানুবাদ বলিয়া ভ্রম হয় ; এজন্য তাহার তাৎপর্য্য সেইখানেই নিরূপণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব দুই সন্ধ্যায় যথাক্রমে 'দাঁড়াইয়া থাকা' এবং 'বসিয়া থাকা' এই দুইটী কর্ম্মই প্রধান।

অথবা এমনও হইতে পারে, যাঁহারা অগ্নিহোত্রী অনুদিতহোমকারী তাঁহারা সাবিত্রী ঋক্ একবার কিংবা তিনবার জপ করিবেন ; ঐটুকুমাত্র কর্ম্ম করিতে গেলে অগ্নিহোত্রের কাল অতিক্রান্ত হইবে না। "সায়ংকালে বহুক্ষণ ধরিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে" এই বিধিটীরও ইহাতে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। এখানে এই বচনটীতে যে 'অশন' (?) শব্দটী রহিয়াছে উহার অর্থ 'বহুক্ষণ'। ঐভাবে ঐপর্যন্ত মাত্র অনুষ্ঠান করিলেই সন্ধ্যাসম্বন্ধীয় শাস্ত্রবিধান পালিত হইয়া যায়। 'যতক্ষণ না সূর্য্যদর্শন করা যায়', এই যে কালসম্বন্ধীয় সীমানির্দ্দেশ ইহাও ঐ কর্ম্মের অঙ্গ ছাড়া আর কিছু নহে। আবার, যাহারা উদিতহোম করে তাহাদের পক্ষে সন্ধ্যা-কালীন বিধি সম্পাদন করিবার পর অগ্নিহোত্রহোম করা কর্ত্তব্য।

মহর্ষি গোতম কিন্তু বলিয়াছেন, "দিবাভাগে অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যায় যতক্ষণ না সূর্য্যের জ্যোতি দৃশ্য হয়, সূর্য্যোদয় দেখা যায়" ; এই পরিমাণ কালকে সন্ধ্যা (প্রাতঃসন্ধ্যা) বলা হয়। কিন্তু কালের ঐ পরিমাণটী বিধির অঙ্গ নহে। কাজেই ঐ সময়টী যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ যে ঐ কর্ম্মটীর আবৃত্তি (পুনঃ পুনঃ) অনুষ্ঠান হইবে তাহা নহে। যেমন "পৌর্ণমাসী তিথিতে যাগ করিবে" এইরূপ বিধান আছে বটে কিন্তু তাই বলিয়া ঐ কালের অনুরোধে কর্ম্মটীর অনুষ্ঠান যে একই পূর্ণিমাতে পুনঃ পুনঃ কর্ত্তব্য—যতক্ষণ পূর্ণিমাতিথি থাকিবে ততক্ষণ বার বার যাগটীর যে অনুষ্ঠান হইবে, এরূপ নহে। এইরূপ, "প্রাতঃসন্ধ্যা নক্ষত্রসংযুক্ত এবং সায়ংসন্ধ্যা সূর্য্য থাকিতে থাকিতে" ইত্যাদি যে বচনটী রহিয়াছে উহাও লক্ষণা দ্বারা কালনির্দ্দেশ করিতেছে মাত্র। উহার তাৎপর্য্য এই যে, 'এই পরিমাণ কালকে সন্ধ্যা বলা হয়, সেই সময়ে সন্ধ্যাসম্বন্ধীয় কৃত্য সম্পাদন করিবে।' এরূপ হইলে পর এই যে এতটা সময়, যাহার পরিমাণ এক মুহূর্ত্ত অর্থাৎ দুই দণ্ড, তাহার মধ্যে তিন-চার কলা সময় ধরিয়া যদি কেহ দাঁড়াইয়া থাকে অথবা বসিয়া থাকে এবং সাবিত্রীজপ করে তাহা হইলেই ত বিধির যাহা প্রতিপাদ্য তাহা অবশ্যই সম্পাদন করা হইয়া যায়। মনু যেমন বলিয়াছেন যে, 'সমগ্র সন্ধ্যাকালটী জপ করিতে করিতে দাঁড়াইয়া অথবা

বসিয়া থাকিবে', পূর্ব্বে যে বচনটী উদ্ধৃত করা হইল তাহাতে কিন্তু 'সমস্ত সন্ধ্যাকাল ব্যাপিয়া' এ কথা বলা নাই। মোটের উপর কথা এই যে, অগ্নিহোত্র এবং সন্ধ্যাকালীন কৃত্য একই সময়ে পড়িলেও দুইটীরই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা চলে।

মূল শ্লোকটীর দ্বিতীয় ভাগে যে "সদা" শব্দটী রহিয়াছে উহা দ্বারা ঐ ক্রিয়া দুইটী যে 'নিত্যকর্ম্ম' তাহা বলিয়া দেওয়া হইল। ইহা উভয় সন্ধ্যার সহিতই সম্বন্ধযুক্ত। "আসীত" —এখানে যে 'আসন' তাহার অর্থ—না উঠিয়া 'বসিয়া থাকা'। "ঋক্ষ" অর্থ নক্ষত্র; এখানে যে শুধু "বিভাবনাৎ" পদটী রহিয়াছে তাহার সহিতও পূর্ব্বের "আ-অর্কদর্শনাৎ" এই অংশের 'আ' এই অব্যয়টীকে অনুষঙ্গ করিয়া যোগ করিয়া দিতে হইবে। আর এখানে যে "সম্যক্" শব্দটী রহিয়াছে উহা ঐ 'দর্শন' এবং 'বিভাবন' উভয়েরই বিশেষণ। "সম্যক্" ইহার অর্থ—যখন সূর্য্যদেবের মণ্ডল পরিপূর্ণ হইবে—ক্ষিতিজ রেখায় সূর্য্যমণ্ডল সমগ্রভাবে দেখা যাইবে, আবার সায়ংকালে নক্ষত্রসকলও যখন নিজ নিজ দীপ্তিযুক্ত হইয়া উজ্জ্বলভাবে দেখা দিবে—সেগুলির দীপ্তি সূর্য্যের কিরণে চাপা পড়িবে না। ১০১

(যে লোক প্রাতঃসন্ধ্যাকালে সাবিত্রীজপ করিতে করিতে দাঁড়াইয়া থাকে সে তাহা দ্বারা তাহার রাত্রিকৃত পাপ দূর করে এবং সায়ংসন্ধ্যাকালে ঐভাবে বসিয়া থাকিলে তাহা দ্বারা সে ব্যক্তি দিনগত পাপক্ষয় করে।)

(মেঃ)—এখানে ইহা একটী অধিকার অর্থাৎ ফলসম্বন্ধ বলিয়া দেওয়া হইতেছে। "এনঃ"=নিষিদ্ধ কর্ম্ম করায় যে দোষ (পাপ) জন্মে তাহা "ব্যপোহতি"=দূর করিয়া দেয়। "নৈশং"=যাহা নিশাকালে উৎপন্ন হয় ; সুতরাং রাত্রিতে অনুষ্ঠিত পাপকে 'নৈশ এনঃ' বলা হয়। এইরূপ "মলম্" ইহাও ঐ এনঃশব্দের সমানার্থক (উহারও অর্থ পাপ)। বস্তুতঃপক্ষে দিবসে এবং রাত্রিকালে যত কিছু পাপকর্ম্ম করা যায় ইহাই যে তাহার প্রায়শ্চিত্ত এরূপ নহে। কারণ তাহা হইলে বিশেষ বিশেষ পাপের বিশেষ বিশেষ প্রায়শ্চিত্তরূপে যে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি বিধান করা হইয়াছে তাহা অনর্থক হইয়া পড়ে ; যেহেতু লোকমধ্যে ত এরূপ প্রবাদই প্রচলিত আছে যে, 'গৃহকোণে (অথবা বাড়ীর পাশে আকন্দগাছে) যদি মধু পাওয়া যায় তবে আর তাহার জন্য পাহাড়ে উঠিতে যায় কি কেউ?' (সেইরূপ এই অতি অল্প পরিশ্রমসাধ্য উভয় সন্ধ্যাকালীন যৎকিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান করিলেই যদি দিবারাত্রের সকল প্রকার পাপ দূর করা যায় তাহা হইলে অতিকষ্টসাধ্য ঐ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত করিতে আর কেহ কি কখনও প্রবৃত্ত হয়?) অতএব উহার তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ,—দিনমানেই কি আর রাত্রিকালেই কি কতকগুলি অনুচিত কর্ম্ম অপ্রত্যাখ্যেয়রূপে অনিচ্ছাকৃতভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া যায়, সেগুলি পরিহার করা সম্ভব নহে এবং সেগুলির কোন বিশেষ প্রায়শ্চিত্তও শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট হয় নাই ; সেই সমস্ত লঘু পাপেরই নাশ হইয়া থাকে ঐ উভয় সন্ধ্যার বিধিপালন করা হইলে। ইহার উদাহরণ যেমন, ঘুমন্ত লোক হাত ফেলা ছোঁড়া প্রভৃতি করে ; ইহা দ্বারা শয়নস্থানে ছোট ছোট প্রাণীর প্রাণান্ত ঘটে। আবার ঐ অবস্থায় গুহ্যকণ্ডূয়ন করাও হইতে পারে ; ইহাও "অকস্মাৎ গুহ্যস্থান স্পর্শ করিবে না" ইত্যাদি বচনে নিষিদ্ধ। আবার সে অবস্থায় মুখলালা প্রভৃতিও নির্গত হইতে পারে, ইহার ফলে অশুচিতা হয় ; সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়েই তাহার শৌচ না করিয়া অবস্থান করা হয়, অথচ উহা নিষিদ্ধ। এইরূপ নিষিদ্ধ স্থানে গমনামন প্রভৃতির ফলেও পাপ জন্মে। (এই সমস্ত কারণ জন্য অশুচিতা সন্ধ্যানুষ্ঠান দ্বারা বিদূরিত হয় বলিয়া যে ব্যক্তি সেই সন্ধ্যাবন্দনা না করে সে সর্ব্বদাই অশুচিই থাকিয়া যায়।) ইহা লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—"যে লোক সন্ধ্যা-বন্দনা বর্জ্জিত সে সদাই অশুচি, জানিতে হইবে" ইত্যাদি। ইহাতে এরূপ আপত্তি করা সঙ্গত হইবে না, ইহাই যদি সন্ধ্যাবিধির ফল হয় তাহা হইলে উহা অনিত্য কর্ম্ম হইয়া পড়িবে (কারণ, ঐ সমস্ত নিষিদ্ধ কর্ম্ম যাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না তাহার আর সন্ধ্যা করিবার প্রয়োজনও নাই)। কারণ, এইপ্রকার দোষ ঘটিয়া যাওয়া সকল সময়ে সকলের পক্ষেই অপরিহার্য্য। (কাজেই কোন একজন লোকও যখন ইহা হইতে বাদ পড়ে না তখন ইহা অনিত্য হইবে কেন? যেহেতু একজনের পক্ষেও যদি বিধিটী প্রয়োজ্য না হয় তবেই তাহা অনিত্য হইয়া পড়ে বটে)। এইরূপ, দিনের বেলায় পথে যাইতে যাইতে পরস্ত্রীর মুখদর্শন হইতে পাপ ঘটে, তাহাকে দেখিয়া মনে

যদি কোনরূপ কামভাব হয়, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিতে থাকা হয়, ক্রুদ্ধ অথবা অশ্লীল সম্ভাষণ করা হয়, তাহা হইলে ইহার ফলে যে পাপ জন্মে তাহা ঐ উভয় সন্ধ্যাকালীন অনুষ্ঠান দ্বারা বিদূরিত হইয়া থাকে। ১০২

(যে লোক প্রাতঃসন্ধ্যাকালে দাঁড়াইয়া থাকে না কিংবা সায়ংসন্ধ্যাকালে বসিয়া থাকে না তাহাকে শূদ্রের ন্যায় ভাবিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি করণীয় সকলপ্রকার কার্য্য হইতে দূর করিয়া দিবে।)

(মেঃ)—এই বচনটীতে বলিতেছেন যে, ঐ অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় হয়। সুতরাং উহা যে নিত্যকর্ম্ম তাহা ইহা দ্বারা সমর্থন করা হইল। যে ব্যক্তি প্রাতঃসন্ধ্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া থাকে না, কিংবা সায়ংসন্ধ্যায় বসিয়া থাকে না, তাহাকে শূদ্রের সমান জানিতে হইবে। "সর্ব্বস্মাদ্ দ্বিজকর্ম্মণঃ"=দ্বিজের প্রতি কর্ত্তব্য সকল প্রকার কার্য্য হইতে ;—যেমন, তাহার প্রতি আতিথ্য-সৎকার, তাহাকে কন্যাসম্প্রদান ইত্যাদি। "বহিষ্কার্য্যঃ"=তাহাকে অপনোদন করিবে—দূর করিয়া দিবে। অতএব সন্ধ্যা না করিলে শূদ্রতুল্য হইতে হয় বলিয়া তাহা রহিত করিবার জন্যও সন্ধ্যা-বন্দনা নিত্য (প্রতিদিন) অনুষ্ঠেয়। ইহাও একটী অধিকারবোধক বাক্য। এখানে জপ করিবার সময় উভয় সন্ধ্যায় যথাক্রমে দাঁড়ান এবং বসিয়া থাকা এই দুইটীই যে প্রধান তাহা বলিয়া দেওয়া হইতেছে। কারণ, ফলের সহিত যাহার সম্বন্ধ থাকে তাহাই প্রধান হয়, আর বাকীগুলি সব সেই প্রধানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ; সেগুলি সব অঙ্গ। ১০৩

(অরণ্যে গিয়া জলের ধারে, যত্নবান্ হইয়া এবং চিত্তবিক্ষেপ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যস্বাধ্যায় সম্বন্ধে যেসকল বিধি বলা হইয়াছে তাহা অবলম্বনকরত অন্ততপক্ষে সাবিত্রী ঋক্‌টী পাঠ করিবে।)

(মেঃ)—স্বাধ্যায় সম্বন্ধে ইহা অপর একটী বিধি। ইহা অন্য প্রকরণ মধ্যে যখন পঠিত হইতেছে তখন ব্রহ্মচারীর পক্ষে গ্রহণার্থ (আয়ত্ত করিবার জন্য) যে স্বাধ্যায়বিধি আগে বলিয়া আসা হইয়াছে ইহা তাহা হইতে ভিন্নই হইতেছে। "অরণ্য" অর্থ গ্রামের বাহিরে জনশূন্য স্থান ; সেইখানে গিয়া "অপাং সমীপে"=নদী, দীঘি প্রভৃতির ধারে ; তাহা সম্ভব না হইলে কমণ্ডলু প্রভৃতি পাত্রে জল রাখিয়া তাহার সন্নিকটে থাকিয়া,—। "নিয়তঃ"=শুদ্ধ অথবা যত্নবান্ হইয়া,—। "সমাহিতঃ"=চিত্তবিক্ষেপ পরিত্যাগ করিয়া,—। "সাবিত্রীমপি অধীয়ীত"=অন্ততপক্ষে সাবিত্রী ঋক্‌টী পাঠ করিবে, যদি বিশেষ কোন কার্য্যের ব্যাঘাত সম্ভাবনায় বহু সূক্ত, অনুবাক, অধ্যায় প্রভৃতি অধ্যয়ন করা সম্ভব না হয়। "নৈত্যকং বিধিম্ আস্থিতঃ":—'নিত্য'কেই (স্বার্থে কণ্‌প্রত্যয় করিয়া) 'নৈত্যক' বলা হইয়াছে। এই বিধানটী নিত্য, এইরূপ বিবেচনা করিয়া। 'গ্রহণার্থ' (আয়ত্ত করিবার জন্য) যে স্বাধ্যায় অধ্যয়নবিধি সেইটীই হইতেছে প্রকৃতিভূত কর্ম্ম ; এটী তাহারই বিকৃতি (ধর্ম্মানুসরণকারী কর্ম্ম); কাজেই ইহা ঐ প্রকৃতিভূত অধ্যয়ন ক্রিয়াটীর ধর্ম্ম (নিয়ম বা অঙ্গ) সকল অনুসরণ করিবে। আর তাহা হইলে এখানেও "বেদ পাঠের পূর্ব্বে প্রণব উচ্চারণ", "পূর্ব্বাগ্র কুশে উপবেশন" ইত্যাদি ধর্ম্মগুলি ইহাতেও অনুসরণীয় হইবে। কেহ কেহ বলেন, "নৈত্যকং বিধিম্ আস্থিতঃ" এখানকার এই 'বিধি' শব্দটীর অর্থ বিধা অর্থাৎ প্রকার বা ইতিকর্ত্তব্যতা। নিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর অবশ্যকর্ত্তব্য যে স্বাধ্যায়াধ্যয়ন তাহার মধ্যে যে 'বিধা' অর্থাৎ ইতিকর্ত্তব্যতা (অনুষ্ঠান করিবার প্রকার) উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা "আস্থিতঃ"= অবলম্বন করিয়া। এরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে পরবর্ত্তী শ্লোকের "ব্রহ্মসত্রং হি তৎ স্মৃতম্" এই বচন হইতেই এই বিধিটীকে নিত্যকর্ম্ম বলিয়া নিরূপণ করিতে হয়। তবে এই দুইটী ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যাটীই বেশী সঙ্গত বলিয়া দেখা যাইতেছে। কারণ, 'বিধি' শব্দটীর অর্থ প্রকার, ইহা প্রসিদ্ধ নহে। আর যদি বলা হয় যে, এখানকার ঐ 'নৈত্যক' শব্দটীর দ্বারা ইহা যে কেবল ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিত্য কর্ম্মবিধি তাহা বলা হইল, তাহা হইলে ইহারই পরবর্ত্তী শ্লোকে "নৈত্যকে নাস্ত্যনধ্যায়ঃ"=নিত্যকর্ম্মে অনধ্যায় নাই, এই বচনে 'নৈত্যক' শব্দের দ্বারা ঐ ব্রহ্মচারীরই নিত্য-কর্ম্মকে বুঝাইবে, আর তাহা হইলে ঐ যে অনধ্যয়ননিষেধ উহা কেবল ঐ ব্রহ্মচারীর পক্ষেই প্রয়োজ্য হইয়া পড়ে (অন্যের পক্ষে নহে ; ইহা কিন্তু সঙ্গত নয়।) ১০৪

(বেদাঙ্গ সকলের অধ্যয়নে, নিত্যস্বাধ্যায়ে এবং অগ্নিহোত্রহোমের মন্ত্রে অনধ্যায়বিধি আদরণীয় নহে।)

(মেঃ)—"বেদোপকরণে"=বেদের উপকরণে। 'উপকরণ' অর্থ যাহা উপকার করে; সুতরাং ইহা দ্বারা কল্পসূত্র, নিরুক্ত প্রভৃতি বেদাঙ্গসকল অভিহিত হইতেছে। সেই বেদোপকরণ অর্থাৎ বেদাঙ্গ যখন পাঠ করা হয় তখন অনধ্যায়ের অনুরোধ (আদর, স্বীকার করা) নাই। এইরূপ স্বাধ্যায় এবং হোমীয় মন্ত্রসকল পাঠ করিবার বিষয়েও অনধ্যায় স্বীকার করা হয় না। কাজেই অনধ্যায়কালেও ঐগুলি অধ্যয়ন করিবে। "নানুরোধঃ" ইহার বদলে "ন নিরোধঃ" এই প্রকার পাঠও আছে। 'নিরোধ' অর্থ নিবৃত্তি; অনধ্যায়কালেও অধ্যয়নের নিবৃত্তি নাই। সত্য বটে, অনধ্যায়কালে যে অধ্যয়ন না করা তাহা অধ্যয়নবিধিরই ধর্ম্ম। আবার ঐ অধ্যয়নবিধির বিষয় হইতেছে স্বাধ্যায়; বেদকেই স্বাধ্যায় বলা হয়, কিন্তু বেদাঙ্গসকল স্বাধ্যায় শব্দের অর্থ নহে (সুতরাং ঐ বেদাঙ্গসকলে অনধ্যায়ের প্রসঙ্গই যখন নাই তখন তাহার নিষেধ করা অনাবশ্যক)। তথাপি ঐ বেদাঙ্গসকলও বেদবাক্যমিশ্রিত; এজন্য ওগুলিতেও ঐ অনধ্যায়বিধি প্রয়োজ্য হইবে, এইপ্রকার ধারণা বা ভ্রম হইতে পারে। এই হেতু উহা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্যই বলিয়া দিতেছেন যে, 'বেদাঙ্গসকলেও অনধ্যায়বিধি প্রয়োজ্য হইবে না'। অথবা ইহা দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে; বেদাঙ্গসকলে যেমন অনধ্যায় নাই, বেদেও সেইরূপ অনধ্যায় নাই।

"হোমমন্ত্রেষু"=অগ্নিহোত্রহোমেই হউক কিংবা সাবিত্র্যাদি শান্তিহোমেই হউক তথায় যে সকল মন্ত্র আছে তাহাতেও (অনধ্যায় নাই)। ইহা কেবল দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য বলা হইল। বস্তুতঃপক্ষে, কর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ শশ্বৎ-জপ (মুহুর্ম্মুহুঃ অথবা সকল সময়েই যাহা পাঠ করিতে হয়) সেই সমস্ত, 'প্রৈষ' প্রভৃতি যে মন্ত্র তাহাও অনধ্যায়কালে পাঠ করা চলিবে না, কারণ ঐ যে অনধ্যায়কালে অধ্যয়ন না করা উহা বৈদিক বাক্যমাত্রেরই প্রতি প্রয়োজ্য, যেহেতু স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধি দ্বারাই ঐ ধর্ম্মটী প্রযুক্ত (উপস্থাপিত) হইয়া থাকে, এই প্রকার ভ্রান্ত অর্থকে যথাযথ অর্থ মনে করিয়া হয়ত কেহ চতুর্দ্দশী প্রভৃতি অনধ্যায় তিথিতে ঐ হোমাদিমন্ত্রও পাঠ না করিতে পারে। তাহাকে এই যুক্তিলভ্য অর্থটী উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে যে স্বাধ্যায়াধ্যয়ন দ্বারা উপস্থাপিত এই অনধ্যায়ধর্ম্মটী বেদধর্ম্ম নহে (কাজেই সকল বেদবাক্যস্থলে উহা প্রয়োজ্য হইবে না)। সেইজন্য কর্ম্মাঙ্গ (কর্ম্মানুষ্ঠানকালে উচ্চারণীয়) মন্ত্রসকলে অনধ্যায় নাই; (সুতরাং তাহা সকল সময়ে পাঠ করা চলে)। "নৈত্যকে স্বাধ্যায়ে"=পূর্ব্ববাক্যে ব্রহ্মচারী, গৃহী প্রভৃতি সকল আশ্রমীর পক্ষে যাহা বিহিত হইয়াছে তাদৃশ যে নিত্য স্বাধ্যায়বিধি (তাহাতেও ঐ অনধ্যায়ের অনুরোধ খাটিবে না)। ১০৫

(নিত্য যে অধ্যয়নকর্ম্ম তাহাতে অনধ্যায় নাই; কারণ তাহা 'ব্রহ্মসত্র' বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকে। ঐ প্রকার ঐ যে সত্র ব্রহ্মাধ্যয়নই উহার পুণ্য আহুতিস্বরূপ এবং অনধ্যায়কালেও যে অধ্যয়ন তাহাই উহার বষট্‌কারস্বরূপ।)

(মেঃ)—এটী পূর্ব্বকথিত বিধিরই শেষস্বরূপ অর্থবাদ। এই সমস্ত কারণবশতঃ নিত্যস্বাধ্যায়বিধিতে অনধ্যায় আদৃত হয় না। যেহেতু "ব্রহ্মসত্রং তৎ স্মৃতম্"=তাহা ব্রহ্মসত্ররূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। 'সত্র' জাতীয় যাগের অনুষ্ঠান বহুবর্ষব্যাপী এবং তাহা প্রতিদিন কর্ত্তব্য; যেমন 'সহস্রসম্বৎসর' নামক সত্র। এই যে স্বাধ্যায়বিধি ইহাও ঐ 'সত্র' জাতীয় যাগের ন্যায় কোন সময় কোন দিন বাদ পড়িবে না; এই কারণে ইহাও সত্র ছাড়া আর কিছু নহে। ইহা 'ব্রহ্মসত্র'—ব্রহ্ম (বেদ) অধ্যয়ন দ্বারা নিষ্পাদিত হয়। আর যেহেতু ইহা সত্র সেই কারণে কোন দিন ইহা বাদ দেওয়া চলিবে না। কারণ যদি মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে (বাদ পড়ে) তাহা হইলে আর উহা সত্র হইবে না। উহা যে সত্র তাহা এক্ষণে রূপকচ্ছলে (সাদৃশ্যমূলক অভেদ নির্দ্দেশ করিয়া) দেখাইতেছেন। "ব্রহ্মাহুতিহুতম্"=ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, তাহাই এখানে আহুতিহুতস্বরূপ (হোমস্বরূপ); সত্রযাগেও সোমাহুতি দ্বারা হোম করা হয়। "ব্রহ্মাহুতিহুতম্" এখানে 'হু' ধাতুর অর্থ 'নিষ্পন্ন হওয়া'। কারণ, ধাতুসকল অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়, এইরূপ নিয়ম আছে। আর 'ব্রহ্ম' শব্দটীর অর্থ এখানে বেদ নয়, কিন্তু বেদাধ্যয়ন—ইহা লক্ষণা দ্বারা পাওয়া যায়। তাহার পর—'ব্রহ্ম' অর্থাৎ ব্রহ্মাধ্যয়নটী 'আহুতি'র ন্যায়, এই প্রকার বিগ্রহবাক্য করিয়া 'উপমিতসমাস' হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পাণিনি ব্যাকরণের সূত্র হইতেছে "উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ

সামান্যাপ্রয়োগে"। "অনধ্যায়বষট্‌কৃতম্"=অনধ্যায়কালে যে অধ্যয়ন করা হয় তাহা 'বষট্‌কৃত'। যেমন 'যাজ্যা' নামক বেদমন্ত্র প্রয়োগকালে শেষে বষট্ উচ্চারণ করা হয়, তাহাতেই মন্ত্রের অবিচ্ছেদ থাকে, এই ব্রহ্মসত্রের পক্ষেও সেইরূপ চতুর্দ্দশী প্রভৃতি অনধ্যায়কালে যে অধ্যয়ন করা হয় তাহাই ইহার ঐ বষট্‌কার স্থানীয় হইয়া থাকে। এখানে কেবল 'বষট্' শব্দটী বলা আছে বটে কিন্তু ইহা দ্বারা বৌষট্ শব্দটীও লক্ষিত হইয়াছে। ঐ 'বষট্' দ্বারা যাহা 'কৃত' অর্থাৎ যুক্ত বা সংস্কৃত তাহা বষট্‌কৃত। এখানে "সাধনং কৃতা" এই নিয়মে তৃতীয়া সমাস হইয়াছে। ১০৬

(যে লোক এক বৎসরকাল সংযত এবং শুদ্ধ হইয়া স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করে তাহার উপর ঐ স্বাধ্যায়ই দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং মধু বর্ষণ করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটীও আলোচ্য বিধিটীরই শেষস্বরূপ অর্থবাদ। ঐ আলোচ্য বিধিটী যে নিত্যকর্ম্ম তাহা জানা গিয়াছে। আর, যাহা নিত্যকর্ম্ম তাহাতে যদি কোন ফলশ্রুতি থাকে তবে তাহা অর্থবাদই হয়। ইহাকে যে স্বতন্ত্র একটী বিধি বলা হইবে তাহাও সম্ভব নহে; কারণ, এখানে কোন বিধিবিভক্তি নাই। কাজেই "একই কর্ম্ম নিত্য এবং কাম্য হইতে পারে যদি 'সংযোগপৃথক্ত্ব' থাকে অর্থাৎ তাদৃশ কাম্যত্ববোধক স্বতন্ত্র একটী সংযোগ অর্থাৎ বিধিবাক্য থাকে", এই নিয়ম অনুসারে ঐ পয়ঃপ্রভৃতিগুলি যে স্বতন্ত্র একটী অধিকার (ফলসম্বন্ধিতা) বুঝাইবে তাহাও এখানে সম্ভব নহে। সুতরাং স্বাধ্যায়বিধির অধিকার (কর্ত্তব্যতা) নিত্য—উহা নিত্যকর্ম্ম, ইহা যদি স্থির হয় তাহা হইলে আর 'রাত্রিসত্রন্যায়'টী এখানে প্রয়োজ্য হইবে না—খাটিবে না। (কারণ এখানে রাত্রিসত্রন্যায় স্বীকার করিলে—'পয়ঃপ্রভৃতি কামনাবান্ ব্যক্তি স্বাধ্যায়ধ্যয়ন করিবে' এই প্রকার বিধি কল্পনা করিতে হয়। অথচ বিধি কল্পনা করা তখনই সঙ্গত হয় যখন কোন বিধি পঠিত থাকে না। কিন্তু এখানে যখন বিধি আম্নাত রহিয়াছে তখন ঐভাবে বিধিকল্পনার স্থান কোথায়? সুতরাং এখানে স্বতন্ত্রবিধি সম্ভব না হওয়ায় 'সংযোগপৃথক্ত্বন্যায়' কিংবা 'রাত্রিসত্রন্যায়' কোনটীই খাটে না)। অতএব ইহা অর্থবাদ ছাড়া আর কিছু নহে। যে ব্যক্তি নিত্য বেদাধ্যয়ন করে তাহার সুখ্যাতি জনসমাজে ছড়াইয়া পড়ে, তখন লোকেদের কাছ থেকে দানগ্রহণ প্রভৃতি দ্বারা তাহার গরু লাভ হয়, তাহা হইতে সে দুগ্ধ প্রভৃতি জিনিষগুলি পায়; ইহাই তাহার উপর দুগ্ধাদিবর্ষণ। ইহাই ঐ প্রকার উক্তির আলম্বন। "স্বাধ্যায়ং"=বেদ, "অধীতে"=অধ্যয়ন করে, "অব্দং"=একবৎসর, "বিধিনা"=পূর্ব্বাগ্রকুশে উপবেশন প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে, "নিয়তঃ"=ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, "শুচিঃ"=স্নানাদি দ্বারা পবিত্র হইয়া, "তস্য"=সেই ব্যক্তির পক্ষে, "নিত্যং"=যাবজ্জীবন, "ক্ষরতি"=ক্ষরিত হয়—প্রদান করে, "এষঃ"=এই বেদ, "পয়ঃ দধি"=দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি।

কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এখানে 'পয়ঃ' প্রভৃতি চারিটী শব্দের দ্বারা যথাক্রমে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই পুরুষার্থচতুষ্টয় অভিহিত হইয়াছে। পয়ঃ অর্থ দুগ্ধ; ইহার মধ্যে যে বিশুদ্ধতা আছে সেই সাদৃশ্যে অনুসারে উহা ধর্ম্মকে বুঝাইতেছে (দুগ্ধ= ধর্ম্ম)। দধি শরীরপুষ্টিকর বলিয়া ঐ পুষ্টিকরত্বরূপ সাদৃশ্যবশত উহা অর্থকে বুঝাইতেছে (দধি=অর্থ)। ঘৃত ও কামের মধ্যে 'স্নেহ'রূপ সাধারণ ধর্ম্ম আছে বলিয়া ঘৃত শব্দের দ্বারা এখানে 'কাম' বুঝাইতেছে। আর সর্ব্ববিধ রসের পরিণতি মধুতে; এইজন্য মধু শব্দটী 'রস'-স্বরূপ মোক্ষবোধক। সুতরাং এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যতকিছু পুরুষার্থ আছে সে সমুদয়ই (চতুর্ব্বর্গই) একবৎসর বেদাধ্যয়ন করিলে যখন পাওয়া যায় তখন আরও অধিক-কালব্যাপী যে বেদাধ্যয়ন তাহার ফল যে কত অধিক তাহা কি আর বলিবার আছে? বস্তুতঃপক্ষে পূর্ব্বোল্লিখিত দুই প্রকার অর্থের মধ্যে 'পয়ঃ' প্রভৃতি শব্দের কোন্ অর্থটী এখানে সঙ্গত তাহাতে মনোযোগ দিবার কোন আবশ্যকতা নাই, কারণ উহা অর্থবাদমাত্র। ১০৭

(উপনীত ত্রৈবর্ণিকের পক্ষে যতক্ষণ না সমাবর্ত্তন হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত অগ্নীন্ধন, ভৈক্ষচর্য্যা, ভূমিতে শয়ন এবং গুরুর যাহাতে উপকার হয় সেই প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান এই-গুলি সব করা কর্ত্তব্য)।

(মেঃ)—'অগ্নীন্ধন' অর্থ সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে অগ্নিকে ভালভাবে প্রজ্বালিত করা। 'অধঃশয্যা' অর্থ পর্য্যঙ্কে (পালঙ্কে) শয়ন না করা; কেবল স্থণ্ডিলে (মেঝেয়) শয়ন করা উহার দ্বারা বিবক্ষিত হইতেছে না। 'গুরুর হিতানুষ্ঠান'—যেমন গুরুর জন্য কলসী ভর্ত্তি করিয়া জল

আনিয়া দেওয়া ইত্যাদিপ্রকার শুশ্রূষা। আর গুরুর উপকার করা—সেটী কেবল ব্রহ্মচর্য্যকালেই কর্ত্তব্য নহে কিন্তু যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন তাহা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যগুলি ততদিন করিতে হইবে যতদিন না সমাবর্ত্তন স্নান দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের সমাপ্তি এবং গুরুকুলবাসের নিবৃত্তি ঘটে। যতদিন বেদগ্রহণ চলিতে থাকিবে ততদিন ব্রহ্মচর্য্য এবং ব্রহ্মচর্য্যের অঙ্গস্বরূপ যতকিছু ধর্ম্ম অর্থাৎ করণীয় কর্ম্ম আছে সেগুলি সবই পালনীয়, অবশ্য আচরণীয় হইবে ; আর সেই বেদ-গ্রহণের নিবৃত্তি (সমাপ্তি) ঘটিলে ঐ সমস্ত আচরণগুলিরও সমাপ্তি ঘটিবে—ইহা বচন দ্বারা জানাইয়া দেওয়া না হইলেও তাহা যে অবশ্যই অর্থাপত্তিবলেও সিদ্ধ (নিরূপিত) হইতেছে তাহা বুঝা যাইতেছে।

অগ্নীন্ধন প্রভৃতি পদার্থগুলির কথা আগেই বলা হইয়াছে তথাপি এখানে যে পুনরুল্লেখ করা হইল তাহা দ্বারা ইহাই জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, ঐ কয়টী ছাড়া অন্যান্য যে সকল আচরণ আছে সেগুলি পরবর্ত্তী আশ্রমিগণের পক্ষেও পালনীয়; (কেবল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ঐ কয়টী ধর্ম্ম অধিক)। এইজন্য মহর্ষি গৌতমও বলিয়াছেন, "ইহার সহিত যেগুলির বিরোধ হয় না সেই সকল ধর্ম্ম অন্য আশ্রমীর পক্ষেও পালনীয়"। আচ্ছা! এমন কি হইতে পারে না যে, এই কয়টী ধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্যকাল ব্যাপিয়া আচরণীয়, বাকীগুলি তাহার আগেও (ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্তির পূর্ব্বেও) বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে? (উত্তর)—এ সম্বন্ধে ত অন্য স্মৃতির ব্যবস্থা আগেই দেখান হইয়াছে। "সকল নিয়মই প্রধানকালব্যাপী—যত দিন প্রধান কর্ম্মের স্থায়িত্ব তত দিন ঐ নিয়মগুলিও পালনীয়"—এই প্রকার যে নিয়ম আছে তাহা সম্ভবপর স্থলে অবশ্যই মানিয়া চলিতে হয়। (কাজেই, ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্তির পূর্ব্বেই যে অপরাপর আচরণগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া চলিবে তাহা হইবে না)। শ্লোকে আছে "গুরোঃ হিতম্"; উহা "গুরবে হিতম্" হওয়াই সঙ্গত ; কারণ, ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে 'হিত' শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। ১০৮

(আচার্য্যপুত্র, শুশ্রূষাপরায়ণ ব্যক্তি, অন্য বিদ্যা যিনি দান করেন, ধার্ম্মিক, শুচি, নিকট আত্মীয়, বিদ্যাগ্রহণ এবং ধারণে সমর্থ লোক, অর্থদানকারী, সাধু এবং নিজপুত্র বা উপনীত শিষ্য, এই দশ জনকে অধ্যাপনা করিবে,—ধর্ম্ম হইবে।)

(মেঃ)—অগ্রে (২৩৩ শ্লোকে) বলিবেন—সকল দানের মধ্যে ব্রহ্মদান অর্থাৎ বেদ দান করাই বড়। কিরূপ ব্যক্তিকে ঐ ব্রহ্মদান করা উচিত এই প্রকার জিজ্ঞাসা হইলে ঐ দানের পাত্র কিরূপ হইবে তাহা জানাইয়া দিবার জন্য এই শ্লোকটী বলিতেছেন। ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম নিরূপণ প্রসঙ্গে অধ্যাপনবিষয়ক এই বিধিটী বলা হইতেছে (বেদ দানের পাত্র হইবে এইসকল ব্যক্তি)। আচার্য্যের পুত্র। "শুশ্রূষু"=যে ব্যক্তি শুশ্রূষা অর্থাৎ পরিচর্য্যা করে—গৃহোপযোগী কর্ম্ম যথাশক্তি করিয়া দিয়া থাকে, শরীর সংবাহনাদিও করিয়া দিয়া থাকে। "জ্ঞানদ"—আচার্য্যের হয়ত কোন গ্রন্থ বা বিদ্যা জানা নাই, শিষ্যের সেটী কোন উপায়ে জানা আছে; সেই বিদিত বিষয়টী অর্থশাস্ত্র-সম্পর্কিত অথবা কামকলা সম্বন্ধীয় কিংবা ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট হইতে পারে (আচার্য্যের অজানা সেই বিষয়টী যে জানাইয়া দেয় সে জ্ঞানদ); এইরূপ ব্যক্তিকে বিদ্যাবিনিময়ে অধ্যাপনা করা হয়। "ধার্ম্মিক"=অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে আসক্ত। "শুচি"=মৃত্তিকা কিংবা জলের দ্বারা সর্ব্বদা শৌচসম্পন্ন, এবং যে ব্যক্তি অর্থশুদ্ধিসম্পন্ন। ধার্ম্মিক, শুচি এবং সাধু এই তিনটী পদে 'গো-বলীবর্দ্দন্যায়ে' পুনরুক্তি হইতেছে না। (গরু এবং বলীবর্দ্দ অর্থাৎ বলদ জাতিতে এক হইলেও 'ইহার অনেক গরু আছে, বলদও আছে' এই প্রকারে পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হয়—বলীবর্দ্দের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং উপযোগিতা আছে বলিয়া, সেই ভেদটী লক্ষ্য করিয়া; সেইরূপ এখানেও কথঞ্চিৎ ভেদবিবক্ষায় ঐ শব্দগুলির প্রয়োগ)। "আপ্ত"=সুহৃৎ, বান্ধব প্রভৃতি নিকট আত্মীয়। "শক্ত"=যে ব্যক্তি গ্রহণ এবং ধারণে সমর্থ অর্থাৎ যে লোক বিদ্যা বুঝিতে পারে এবং তাহা আয়ত্ত করিয়া মনে রাখিতেও পারে। "অর্থদ"=যে ব্যক্তি টাকাকড়ি দেয়। "স্ব" অর্থ পুত্র, এবং "উপনীত"=নিজে যাহার উপনয়ন সম্পাদন করা হইয়াছে। প্রথম নয় প্রকার ব্যক্তি অন্য কাহারও দ্বারা উপনীত হইলেও তাহাদিগকে পড়ান যায়।

আচ্ছা! মূল শ্লোকে যে বলা হইয়াছে "ধর্ম্মতঃ" ইহার অর্থ এই যে, ইহাদের পড়াইলে ধর্ম্ম হইবে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে 'অর্থদ' ব্যক্তির কাছ থেকে যে টাকাকড়ি পাওয়া যায়, ইহা ত দৃষ্ট উপকার তাহা হইলে আবার সেস্থলে ধর্ম্মরূপ 'অদৃষ্ট' কল্পনা করা

হয় কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য, 'অদৃষ্টকল্পনা' এ কথা কে বলিল? 'ধৰ্ম্ম হয়', ইহা যখন প্রত্যক্ষবচন বোধিত তখন 'কল্পনা' আবার কি? (যেখানে কোন বচনে ফলশ্রুতি নাই সেখানেই হয় ফল'কল্পনা')। এখানে "অধ্যাপ্যা দশ ধৰ্ম্মতঃ" এই প্রত্যক্ষবচনেই যখন ধৰ্ম্মরূপ ফল নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আছে তখন ইহাকে আর 'কল্পনা' বলা যায় না। ব্যাখ্যাকার উপাধ্যায় এস্থলে বলেন, এখানে ধৰ্ম্মসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা বলা হইতেছে; ইহাদের যদি পড়ান যায় তাহা হইলে ধৰ্ম্ম লঙ্ঘন করা হয় না, কিন্তু অর্থদানকারী ব্যক্তিকে পড়াইলেও বিদ্যাদানরূপ ধৰ্ম্ম হয় যে তাহা নহে। ১০৯

(যে ব্যক্তি নিজ শিষ্য নয় সে জিজ্ঞাসা না করিলে অযাচিতভাবে তাহাকে পড়া বলিয়া দিবে না, আবার জিজ্ঞাসা করিলেও যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রশ্ন না করে তাহা হইলেও বলিয়া দিবে না। এরূপ স্থলে বিচক্ষণ ব্যক্তির উচিত সমস্ত জানিয়াও লোকসমক্ষে মূক বা অজ্ঞের ন্যায় আচরণ করা।)

(মেঃ)—যে ব্যক্তি উপসন্ন নয়—শিষ্য নয়, সে বেদ অধ্যয়ন করিতে করিতে যদি পদলুপ্ত করিয়া কিংবা বর্ণহীন করিয়া—অথবা স্বরহীন করিয়া পাঠ করে তাহা হইলে সে জিজ্ঞাসা না করিলে এ কথা বলিবে না যে, "তুমি এখানে 'নাশিত' (নষ্ট) করিয়াছ, এটা এইভাবে পড়িবে"। কিন্তু নিজ শিষ্য পাঠকালে ঐরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটাইলে সে জিজ্ঞাসা না করিলেও তাহাকে বলিয়া দিবে। আবার পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেও যদি সে অন্যায়ভাবে প্রশ্ন করে তাহা হইলেও তাহাকে বলিয়া দিবে না। শিষ্যের যেরূপ করা উচিত সেইভাবে বিনয়সহকারে 'এ বিষয়টীতে আমার সন্দেহ ঠেকিতেছে, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া এটী বলিয়া দেন',—এইভাবে যে প্রশ্ন করা, ইহা ন্যায়ভাবে প্রশ্ন। তাহা না হইলে কিন্তু লোকমধ্যে "জড়বৎ"=বোবার ন্যায় থাকিবে, অজ্ঞের মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, "জানন্নপি"=জানিয়াও, জানা থাকিলেও। এই যে অজিজ্ঞাসিত ব্যক্তির পক্ষে অপরের সন্দেহভঞ্জন করিবার নিষেধ, ইহা শাস্ত্র সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; কিন্তু সামাজিক ব্যবহারস্থলে কর্ত্তব্য কি তাহা অগ্রে বলিবেন, "জিজ্ঞাসা করুক বা নাই করুক ধৰ্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির উচিত উপদেশ দেওয়া" ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন এ নিয়মটী সকল স্থলেই, কোন ইতরবিশেষ না করিয়াই প্রয়োজ্য। ১১০

(অন্যায়ভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়াও যে ব্যক্তি পাঠ বলিয়া দেন কিংবা যে ব্যক্তি অসঙ্গতভাবে জিজ্ঞাসা করে তাহাদের মধ্যে এক জন মারা যায় কিংবা জনসমাজে বিদ্বেষভাজন হয়।)

(মেঃ)—এই নিষেধটী লঙ্ঘন করিলে কি দোষ হয় তাহা বলিয়া দিতেছেন। অধৰ্ম্মপূৰ্ব্বক কিংবা অন্যায়ভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়াও যে উত্তর দেয় যেমন,—'এখানটা এইভাবে অধ্যয়ন করা সঙ্গত' এবং যে লোক অন্যায়ভাবে প্রশ্ন করে, তাহারা দুজনেই, মৃত্যুকাল উপস্থিত না হইলেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর যদি ইহাদের মধ্যে এক জন ব্যতিক্রম করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই মারা পড়ে। অন্যায়ভাবে প্রশ্ন করা হইলে যদি উত্তর না দেয় তাহা হইলে কেবল প্রশ্নকারীই মারা যায়, আর যদি উত্তর দেয় তবে দুজনেই মারা যায়। অন্যায়ভাবে প্রশ্ন করিলে যখন এইরূপ দোষ (অনিষ্ট) দেখিতে পাওয়া যায় তখন প্রশ্নকারীর উচিত বিধিসঙ্গতভাবে প্রশ্ন করা। "বা"=অথবা, লোকসমাজে "বিদ্বেষম্ অধিগচ্ছতি"=বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয়। ১১১

(যাহাদের পড়াইলে ধৰ্ম্মও নাই, অর্থও নাই কিংবা তদুপযুক্ত শুশ্রূষাও নাই সেখানে বিদ্যাদান করা উচিত নহে; যেমন মরুভূমিতে উৎকৃষ্ট বীজ ছড়াইতে নাই।)

(মেঃ)—আগে যে বলা হইয়াছে "এই দশ জনকে পড়াইলে ধৰ্ম্ম হয়"; এই শ্লোকটীতে সেই কথাটাই প্রকারান্তরে পুনরায় বলিয়া দিতেছেন, ইহাতে কোন অপূৰ্ব্ব (নূতন) কথা বলা হয় নাই; কারণ ইহা প্রকরণের বক্তব্য বিষয়টীরই অনুবাদ মাত্র। "ধৰ্ম্মার্থৌ" এখানে যে 'অর্থ' শব্দটী রহিয়াছে উহা কেবল টাকাকড়িই বুঝাইতেছে না, কিন্তু সাধারণভাবে উপকারপ্রাপ্তিই উহার অর্থ; যেহেতু বিদ্যাবিনিময়রূপ উপকার দ্বারাও অধ্যাপনা করা যায়, ইহা আগে বলা হইয়াছে। "তদ্বিধা" ইহার অর্থ অধ্যাপনের অনুরূপ; বেশী অধ্যাপনে বেশী শুশ্রূষা, আবার স্বল্প অধ্যাপনে স্বল্প শুশ্রূষা যদি পাওয়া না যায়। 'যাহা দ্বারা বিদিত হওয়া যায়' এই

প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'বিদ্যা' বলিতে পাঠ (পড়া) এবং তাহার অর্থবোধ দুইটীই বুঝায়। সুতরাং অর্থটী দাঁড়াইতেছে এই যে, যে লোক কোন উপকার করে না তাহাকে পড়াইবে না এবং তাহার নিকট শাস্ত্রের অর্থব্যাখ্যাও করিবে না। 'ঊষর' অর্থ ভূখন্ড বিশেষ, যাহার কোন অংশেই বীজ ফোটে না, চারা জন্মে না—মাটীর দোষে। "শুভং"=শ্রেষ্ঠ; যেমন ধান্য প্রভৃতি শস্যের বীজ লাঙ্গল প্রভৃতি দ্বারা কর্ষণ করিয়া বপন করা হয়, সেইরূপ বিদ্যাও যদি উপযুক্ত ক্ষেত্রে (পাত্রে) বপন করা যায় তাহারও ফল বিপুল হইয়া থাকে। এখানে কিন্তু এরূপ মনে করা ঠিক হইবে না যে, অর্থ লইয়া পড়ানটা ভৃতি (মাইনে, বেতন—সুতরাং চাকরী) স্বরূপ। কারণ, এই যে অর্থগ্রহণ ইহা সেরূপ নহে; গোড়া থেকে চুক্তি করিয়া, 'যদি এই পরিমাণ অর্থ দাও তবে পড়াইব' এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া এখানে পড়াইতে প্রবৃত্ত হইবার কথা বলা হইতেছে না। ঐ প্রকার বন্দোবস্তটী ভৃতির স্বরূপ বটে। কিন্তু যাহা হয় কিছু অর্থ দিয়া অধ্যাপকের উপকার করিয়াছে, ইহা দ্বারাই যে ভৃতি হইয়া যাইবে তাহা নহে। তবে যে এই প্রকার একটী নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়, "আগে থেকে গুরুর কোন উপকার (অর্থ দ্বারা) করিবে না" ইহার তাৎপর্য্য অন্যরূপ। ইহাতে এই কথা বলা হইয়াছে যে, সমাবর্ত্তন স্নান করিবার সময় গুরুর আজ্ঞা অনুসারে তাঁহার জন্য অবশ্যই কিছু অর্থ যথাশক্তি দিতে হয়। এই অর্থদানকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ প্রকার নিষেধ করা হইয়াছে। উহা তাহারই অঙ্গীভূত নিষেধ। ১১২

(ঘোর আপদ্ উপস্থিত হইলেও, উপযুক্ত শিষ্য না জুটিলে বেদবিৎ ব্যক্তি তাঁহার অধীত বেদবিদ্যা লইয়াই বরং মরিবেন সেও ভাল তথাপি 'ইরিণ' ক্ষেত্রে ঐ বিদ্যাবীজ বপন করা তাঁহার উচিত হইবে না।)

(মেঃ)—এখানে যে "সমং" শব্দটী রহিয়াছে উহার অর্থ 'সহিত'। বিদ্যা কাহাকেও প্রদান করা হইল না, নিজের দেহেই তাহা (দেহের সহিত) জরাপ্রাপ্ত হইল; সেরূপ অবস্থাতে সেই বিদ্যা সঙ্গে লইয়া যে মরণ তাহাও ব্রহ্মবাদীর অর্থাৎ বেদ অধ্যাপনকারীর পক্ষে বরণীয়, তথাপি অপাত্রে ঐ বিদ্যা দান করণীয় নহে। ইহা দ্বারা, এই বিষয়টীও জ্ঞাত হওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে তাহার পক্ষে অধ্যাপনাও অবশ্য কর্ত্তব্য, কেবল বৃত্তির জন্য অথবা জল-দানাদির ন্যায় ফলকামনার জন্যই যে অধ্যাপনা কর্ত্তব্য তাহা নহে। এইজন্য শ্রুতি বলিতেছেন, "যে লোক বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া প্রার্থী ব্যক্তিকে সেই বিদ্যা দান না করে সে 'কার্য্যহা' হইয়া থাকে, সে শ্রেয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকে। অতএব অধ্যাপনা করিবে; ইহা বড়ই যশস্কর, ইহা বাগ্‌বিষয়ক অধিকার, জ্ঞানিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। এই অধ্যয়ন-অধ্যাপনরূপ যোগসূত্রে এই সমগ্র জগৎ প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তাঁহারা অমর হইয়া থাকেন।" এখানে শ্রুতি 'সে ব্যক্তি কার্য্যহা হয়' এই অংশে বলিতেছেন যে, অধ্যাপনা না করিলে দোষ হয়; ইহা দ্বারা এই কথাই জানাইয়া দিতেছেন যে, অধ্যাপন অবশ্য কর্ত্তব্য। "ইরিণে"=পূর্ব্বকথিত তিনটী প্রয়োজনই যেখানে নাই। "আপদি অপি হি ঘোরায়াম্"—গুরুতর আপৎকালেও—ঐরূপ শিষ্য (ছাত্র) জোগাড় না হওয়াটা একটা কষ্টপ্রদ আপৎ। অধ্যাপন যদি অবশ্যকর্ত্তব্য হয় তবেই এই প্রকার উক্তিটী খাটে। ইহা যদি নিত্যকর্ম্ম হয় তাহা হইলে মুখ্য শিষ্য পাওয়া না গেলে প্রতিনিধি শিষ্যকে লইয়া অধ্যাপন সম্পাদন করিতে হয়। যেমন 'ব্রীহি' ধান্য পাওয়া না গেলে 'নীবার' ধান্য দ্বারা কাজ চালাইয়া লইতে হয়। কাজেই এরূপ অবস্থায় অধ্যাপন কর্ম্মটীর লোপই হইবে। যেমন উপযুক্ত লক্ষণসংযুক্ত অতিথি পাওয়া না গেলে 'আতিথ্য' কর্ম্মটী লোপ পায়—অতিথিসৎকার বন্ধ হয় (যদিও উহা নিত্যকর্ম্মই বটে)। "বপেৎ"=বপন করিবে, এই কথা হইতে লক্ষণা দ্বারা এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে যে, অধ্যাপন কর্ম্মটীতে বীজ-বপন কর্ম্মের বীজের ধর্ম্ম (গুণ) আছে। সংক্ষেত্রে বপন করিলে বীজ থেকে যেমন বহু ফল হয় বিদ্যাও সেইরূপ হইয়া থাকে।

"আপদি অপি" ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কেহ কেহ বলেন, অর্থাভাবটাই আপৎ; সেইরূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলেও। মরিয়া যাও সেও ভাল তথাপি যতই দুরবস্থায় পড় না কেন পূর্ব্বোক্ত ঐ 'ইরিণ' ক্ষেত্রে বিদ্যা বপন করিবে না। যদিও ঐ প্রকার অধ্যাপন জীবিকার উপায় হয় তথাপি ইহাই নিয়ম, ইহা পালন করিলে "সর্ব্ববিধ উপায়ে আপনাকে বাঁচাইবে" এই যে বিধি ইহা লঙ্ঘন করা হয় না। যাঁহারা এইরূপ ব্যাখ্যা করেন তাঁহাদের এই ব্যাখ্যাটী সঙ্গত নহে।

কারণ, যে ব্যক্তি অর্থদান করে সে 'ইরিণ' পদবাচ্য নহে, যেহেতু পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলির অনুবাদ-স্বরূপই হইতেছে ঐ 'ইরিণ' শব্দটী। যদি অধ্যাপ্য লোকটী অর্থদানও না করে তবে তাহাকে পড়াইতে কি আপৎকালে উৎসাহ আসে? বিশেষতঃ ঐ অর্থগ্রহণ দ্বারা বন্দোবস্ত করিয়া পড়ানটা যখন নিষিদ্ধ। ১১৩

(বিদ্যা অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—'আমি তোমার নিধিস্বরূপ; আমাকে রক্ষা করিও; পরনিন্দাপরায়ণ ব্যক্তিকে আমায় দান করিও না; তাহা হইলেই আমি অতিশয় সামর্থ্যযুক্ত হইয়া থাকিব'।)

(মেঃ)--এ শ্লোকটীও অর্থবাদ ছাড়া আর কিছু নহে। বিদ্যা মূর্ত্তিমতী হইয়া কোন অধ্যাপকের নিকট আসিয়া বলিতেছেন—আমি তোমার "শেবধিঃ"=নিধিস্বরূপ; আমায় রক্ষা করিও। তোমাকে রক্ষা করাটা কি রকম হইবে? "অসূয়কায়"=কুৎসাপরায়ণ নিন্দক ব্যক্তিকে "মাং মা দাঃ"=আমায় দান করিও না অর্থাৎ নিন্দক ব্যক্তিকে আমার অধ্যাপনা করিও না। তাহা হইলে এইরূপে আমি "বীর্য্যবত্তমা"=অতিশয় বীর্য্যবতী হইব—তোমার প্রয়োজন সম্পাদন করিতে পারিব। 'বীর্য্য' অর্থ কার্য্য সম্পাদন করিবার সামর্থ্যাধিক্য। "শেবধিষ্টেঽস্মি" এখানে ষত্ব করিয়া তদনন্তর সন্ধিতে টকার হইয়াছে। ঐভাবে ষত্ব করিয়া যে প্রয়োগ উহা বৈদিক প্রয়োগের অনুকরণ। ১১৪

(যে ব্যক্তিকে শুচি, সংযতেন্দ্রিয় এবং ব্রহ্মচারী জানিবে সেইরূপ প্রমাদশূন্য নিধি রক্ষার উপযুক্ত দ্বিজাতিকে আমার সম্বন্ধে উপদেশ দিবে।)

(মেঃ)·যে শিষ্যকে "শুচি", "নিয়ত" অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় এবং "ব্রহ্মচারী" বলিয়া জানিবে তাহার নিকট "মাং ব্রূহি"=আমার সম্বন্ধে উপদেশ দিবে। সে "নিধিপ"=নিধিরক্ষা করিতে পারিবে; কারণ সে "অপ্রমাদী"=তাহার প্রমাদ অর্থাৎ স্খলন হয় না; যেহেতু সে ঐ নিধিবিষয়ে যত্নপরায়ণ। এই অর্থবাদটীর তাৎপর্য্য অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে, শক্ত, অর্থদ এবং আপ্ত প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শিষ্যের যদি এই গুণগুলি থাকে তবে তাহাদের বিদ্যাদান করা উচিত। ১১৫

(অনুমতি না লইয়া যে ব্যক্তি অন্য অধ্যয়নকারীর অধ্যয়ন শুনিয়া বেদ শিক্ষা করে সে লোক 'ব্রহ্মস্তেয়'যুক্ত হয়; তাহাকে নরক ভোগ করিতে হয়।)

(মেঃ)--এক ব্যক্তি অভ্যাস (আয়ত্ত) করিবার জন্য বেদ অধ্যয়ন করিতেছে অথবা এক জনের উদ্দেশে বেদ যখন ব্যাখ্যা করা হইতেছে তখন সেই অবস্থায় অন্য কোন লোক আসিয়া যদি সেই বেদ গ্রহণ করে, অবশ্য সেটী যদি আগে থেকে তাহার জানা না থাকে, কিংবা তদ্বিষয়ক সন্দেহ দূর করিয়া লয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে কি প্রকার দোষ হয় তাহাই বলা হইতেছে। যতক্ষণ না সেই অধ্যাপকের নিকট হইতে অনুমতি আদায় করা যায়। 'ইঁহারা যেমন আপনার নিকট শিক্ষা করিতেছেন আমিও এইরূপ শিক্ষা করি, যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি দেন' এইভাবে (প্রার্থনাপূর্ব্বক) অনুজ্ঞা লাভ করিলে সেও শিক্ষা করিবে। তাহা না হইলে কিন্তু বিনা অনুমতিতে যে বেদাধ্যয়ন তাহা চুরি করার সামিল। সেইভাবে (চৌর্য্যপূর্ব্বক) যে ব্যক্তি অধ্যয়ন করে সে এই 'ব্রহ্মচৌর্য্য' সংযুক্ত হওয়ায় 'নরক' অর্থাৎ মহাযাতনার স্থান প্রাপ্ত হয়। "অধীয়ানাৎ" এখানে "আখ্যাতোপযোগে" এই নিয়ম অনুসারে পঞ্চমী হইয়াছে। অথবা এখানে অপাদানে পঞ্চমী; সে পক্ষে ব্রহ্ম (বেদ) যেন অধ্যয়নকারীর নিকট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে—এইরূপ অর্থ বিবক্ষিত হয় বলিয়া অপাদানের হেতুস্বরূপ যে 'অপায়' তাহা গম্যমান (চিন্তা করিলেই বুঝিয়া লওয়া যায়)। অথবা এখানে 'ল্যব্‌লোপে' ('যবর্থে') পঞ্চমী। 'অধীয়ান ব্যক্তির অধ্যয়ন শুনিয়া' সে বিদ্যাশিক্ষা করে। ১১৬

(লৌকিক, বৈদিক অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান যাঁহার নিকট হইতে লাভ করা হয় তাঁহাকে প্রথমেই অভিবাদন করিবে।)

(মেঃ)—প্রাসঙ্গিক অধ্যাপনবিষয়ক আলোচনা চলিয়া গেল। এক্ষণে অভিবাদন সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থা বলিতে আরম্ভ করা হইতেছে। লৌকিক জ্ঞান—যাহা লোকে (জনসমাজে) বিদ্যমান তাহা লৌকিক; সুতরাং 'লৌকিক জ্ঞান' ইহার অর্থ লোকাচার শিক্ষা। অথবা নাচ, গান, বাজনা এই

সমস্ত কলা সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা লৌকিক জ্ঞান; কিংবা বাৎস্যায়ন, বিশাখি প্রভৃতি আচার্য্য নির্ম্মিত কামকলাবিষয়ক যে গ্রন্থ সে সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা হইতেছে লৌকিক জ্ঞান। বৈদিক জ্ঞান—বিধিবিহিত জ্ঞান—বেদ, বেদাঙ্গ এবং স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান। আধ্যাত্মিক জ্ঞান—আত্মবিষয়ক যে উপনিষদ্‌বিদ্যা। অথবা ঔপচারিকভাবে আত্মা অর্থ শরীর, তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান—চিকিৎসা বিদ্যা। এই সমস্ত জ্ঞান যাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা করিবে। "তং"=তাঁহাকে অর্থাৎ সেই উপদেষ্টা পুরুষকে "পূর্ব্বম্"=প্রথমে "অভিবাদয়েৎ"=অভিবাদন করিবে। প্রথম সাক্ষাৎকার হইলে বক্ষ্যমাণরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার দৃষ্টি নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে হয়, ইহার ফলে তিনি আশীর্ব্বাদ করিবেন, ইহাই 'অভিবাদন করিবে' এই ক্রিয়াটীর অর্থ।

"পূর্ব্বম্" ইহা দ্বারা বলা হইল যে প্রথমেই (নিজে ঐরূপ করিবে)। সুতরাং আগেই তাঁহাকে সম্বোধন করিতে হয়; তিনি আগে কথা কহিবেন, এ অপেক্ষা করা উচিত নহে। কারণ তাহা হইলে অভিবাদয়িতা না হইয়া প্রত্যভিবাদয়িতা হইয়া পড়িতে হয়। কেহ হয়ত আপত্তিরূপে বলিতে পারেন যে, এখানে যখন "অভিবাদয়েৎ" এই কথাটী বলাতেই 'পূর্ব্ব' শব্দটীরও অর্থ বুঝাইয়া যাইতেছে তখন পুনরায় ঐ পূর্ব্ব শব্দটী যে প্রয়োগ করা হইয়াছে উহা অনর্থক। এরূপ আপত্তি করা কিন্তু সঙ্গত নহে; কারণ, এই 'পূর্ব্ব' শব্দটী প্রয়োগ করা থাকিলে তবেই ঐ প্রকার (প্রথমে অভিবাদন) অর্থটী পাওয়া যায়। ধাতু এবং উপসর্গ এই উভয়ের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে কেবল এইটুকু অর্থই পাওয়া যায় যে, অভিমুখ হইয়া কথা বলা। কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তি যদি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া থাকে তাহা হইলেও ত এই আভিমুখ্য অবশ্যই থাকে। (কিন্তু তাহা এখানে বক্তব্য নহে, যেহেতু নিজে সম্বোধন করিয়া আভিমুখ্য সম্পাদন করিবার কথাই এখানে বলা হইতেছে।) কেহ কেহ আবার ঐ 'পূর্ব্ব' শব্দটীর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন—নিজ আত্মীয়তা সম্পর্কে যাঁহারা গুরু তাঁহাদের 'পূর্ব্বে' ইঁহাকে অভিবাদন করিবে। ঐরূপ অর্থ এখানে প্রাকরণিক নহে বলিয়া উহা উপেক্ষা করাই উচিত। ১১৭

(যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ অনুসরণ করিয়া চলেন তিনি যদি বেদের কেবল সাবিত্রী ঋক্‌টুকু মাত্র আয়ত্ত করিয়া থাকেন তথাপি তিনি শ্রেষ্ঠ, পক্ষান্তরে যিনি বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিয়া চলেন তিনি ত্রিবেদবিৎ হইলেও কিছু নয়।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটী অভিবাদন প্রভৃতি আচারবিষয়ক যে বিধি তাহারই স্তুতিস্বরূপ। "সাবিত্রীমাত্রসারঃ"=কেবলমাত্র সাবিত্রীই হইয়াছে সার অর্থাৎ প্রধান যাঁহার তাঁহাকে সাবিত্রীমাত্রসার এইরূপ বলা হইতেছে। যিনি কেবল সাবিত্রীটুকু মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। "বরং"=শ্রেষ্ঠ; "বিপ্রঃ"=সেই ব্রাহ্মণ যদি 'সুযন্ত্রিত' হন অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে আত্মসংযমবিশিষ্ট হন। পক্ষান্তরে, যিনি 'অযন্ত্রিত' (অনাচারী, অসংযতাত্মা) তিনি "ত্রিবেদোঽপি"=বেদত্রয়বিৎ—শাস্ত্রবিৎ হইলেও, "সর্ব্বাশী"—তিনি যদি লোকাচার নিন্দিত বস্তু ভক্ষণ করেন, হইতে পারে যে সেই বস্তু ভক্ষণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে তথাপি, এবং তিনি যদি "সর্ব্ববিক্রয়ী"=যে কোন জিনিষ বিক্রয় করিতে থাকেন (তাহা হইলে তিনি পূজার্হ নহেন)। এখানে যা তা খাওয়া এবং যা তা বিক্রয় করা, ইহা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার জন্য বলা হইয়াছে; ইহা দ্বারা সকল প্রকার নিষিদ্ধ বিষয়ই লক্ষিত হইয়াছে। (সুতরাং, যিনি নিষিদ্ধ আচরণ করেন, এইরূপ ব্যক্তি শাস্ত্রবিৎ হইলেও পূজার পাত্র নহেন, ইহাই বক্তব্য)। ইহা দ্বারা এই কথা বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, অন্য সকল শাস্ত্রীয় নিয়ম ত্যাগ করিলে যেমন নিন্দা লাভ করিতে হয় সেইরূপ প্রত্যুত্থান প্রভৃতি না করিলেও নিন্দা পাইতে হয়। এখানে ব্যাকরণ সম্বন্ধে একটু জ্ঞাতব্য এই যে, "বরং বিপ্রঃ" না হইয়া "বরো বিপ্রঃ" এইরূপই হওয়া উচিত ছিল (কারণ, 'বর' এটী বিশেষণ পদ)। ইহার সমাধানকল্পে কেহ কেহ বলেন "বরম্" এটী প্রথমতঃ সাধারণভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, "বরম্ এতৎ" ইহা ভাল। ঐ 'ইহা'টা কি? তাহার উত্তর—"যৎ সুযন্ত্রিতো বিপ্রঃ"=সুনিয়ন্ত্রিত ব্রাহ্মণ। অপর কেহ কেহ বলেন 'বর' শব্দটী আবিষ্টলিঙ্গ অর্থাৎ বাচ্যলিঙ্গ বা বিশেষণ হইলেও কেবল নপুংসকলিঙ্গেই যাহার প্রয়োগ হয় এমন একটী 'বর' শব্দ আছে (তাহাই বহুস্থলে কবিকাব্যাদিতে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়)। ১১৮

(গুরুর জন্য যে শয্যা এবং আসন নির্দ্দিষ্ট করা থাকে তাহাতে তাঁহার সহিত বসিবে না। আবার নিজে যখন শয্যায় অথবা আসনে বসিয়া থাকিবে সেই অবস্থায় গুরুকে

দেখিতে পাইলে ঐ শয্যা এবং আসন ছাড়িয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্থান এবং অভিবাদন করিবে।)

(মেঃ)—শয্যা এবং আসন=শয্যাসন; "জাতিরপ্রাণিনাম্" এই নিয়ম অনুসারে সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস হইয়াছে। "শ্রেয়সা"=যিনি বিদ্যা প্রভৃতিতে বড় তাঁহার সহিত এবং গুরু প্রভৃতির সহিত, "ন সমাবিশেৎ"=ঐ শয্যাসনে একসঙ্গে বসিবে না। শয্যা এবং আসন=বসিবার স্থান মাত্রেই কি এই নিয়ম? (উত্তর)—না, তাহা নহে; কিন্তু "অধ্যাচরিতে"=তাঁহাদের জন্য যাহা শয্যা এবং আসনরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া স্থাপন করা হয় তাহাতেই ঐ নিয়ম। কাজেই, প্রস্তরফলক প্রভৃতি সাধারণ স্থানের পক্ষে ঐ নিয়ম প্রয়োজ্য নহে। আচার্য্য স্বয়ং এ কথা অগ্রে "আসীত গুরুণা সার্দ্ধং" ইত্যাদি (২।২০৪) শ্লোকে বলিয়া দিবেন। ইহা তাহারই অনুবাদ মাত্র। এখানে কেহ কেহ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—গুরু কর্ত্তৃক 'অধ্যাচরিত' অর্থাৎ অধিষ্ঠিত শয্যাসনে পরবর্ত্তী কালেও বসিবে না। ইহা কেবল যে একসময়ে এবং একসঙ্গে বসিবার নিষেধ তাহা নহে। যে-হেতু একসঙ্গে বসিবার যে নিষেধ তাহা অগ্রের বচন দ্বারাই সিদ্ধ হয় বলিয়া এখানে এটীকে অনুবাদ বলিতে হয় (কিন্তু 'পরবর্ত্তী কালেও বসিবে না' এরূপ বলিলে আর ইহাকে অনুবাদ বলিতে হয় না, কিন্তু ইহা বিধিই হইয়া থাকে)। আর 'বিধি'—অর্থ সম্ভব হইলে অনুবাদ স্বীকার করা সঙ্গত নহে।

লোকাচার অনুসারে কেহ কেহ এখানে এইরূপ পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেবল গুরুরই ব্যবহারের জন্য যে শয্যা এবং আসন, গুরু যেখানে নিয়মিতভাবে শয়ন করেন এবং বসেন, ইহা জানা আছে সেখানে শিষ্য গুরুর উপস্থিতিতেই কি আর অনুপস্থিতিতেই কি, কোন সময়েই যেন না বসে। কিন্তু যেখানে গুরু ঘটনাক্রমে হয়ত দুই-এক বার শয়ন করিয়াছেন অথবা বসিয়াছেন সেখানে গুরুর প্রত্যক্ষে (উপস্থিতিতে) শিষ্য যেন না বসে, এই প্রকার নিষেধ। 'অধ্যাচরিত' কথাটী দ্বারা এই প্রকার অর্থই বোধিত হইতেছে। কিন্তু গুরুর যেখানে শয্যা এবং আসনে স্ব-স্বামিসম্বন্ধ—তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যবহার করিবার সম্পর্ক, তাহার সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা হইতেছে না। নিজে শয্যায় কিংবা আসনে বসিয়া থাকিবার কালে যদি কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হন তাহা হইলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করা কর্ত্তব্য। "যানাসনস্থঃ" ইত্যাদি বচনে বলা হইয়াছে যে, গুরুকে দেখিলে সে স্থান হইতে নামিয়াই পড়িবে —সেই শয্যা এবং আসন ছাড়িয়া ভূমির উপরে পাশে সরিয়া দাঁড়াইবে, ইহাই সে স্থলের বক্তব্য। আর এখানে বলা হইতেছে যে, যিনি গুরু নহেন অথচ শ্রেষ্ঠ তাঁহার উদ্দেশে আসনে থাকিয়াই প্রত্যুত্থান করিবে—তাহাতে আসন ছাড়িবার দরকার নাই। ১১৯

(বৃদ্ধ লোক আসিয়া পড়িলে যুবা পুরুষের প্রাণবায়ু যেন শরীর ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিতে চায়; তাঁহাকে প্রত্যুত্থান এবং অভিবাদন করা হইলে সে ঐ প্রাণবায়ুকে যেন শরীরমধ্যে ফিরাইয়া পায়।)

(মেঃ)—এটী পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত বিষয়ের অর্থবাদ। "স্থবিরে"=বৃদ্ধবয়স্ক ব্যক্তি "আয়তি"= আসিয়া পড়িলে "যূনঃ"=যুবা পুরুষের "প্রাণাঃ"=জীবনস্বরূপ যে প্রাণবায়ু তাহা "ঊর্দ্ধম্ উৎক্রামন্তি"=মুখমার্গ দিয়া শরীর হইতে বাহিরে আসিয়া পড়ে, অপানবৃত্তি (শরীরে অধোভাগে গমন) ছাড়িয়া দিয়া জীবন যেন বাহির হইয়া যাইতে চায়। তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে যে অভিবাদন করা হয় তাহাতে আবার ঐ প্রাণবায়ু আগেকার মতই জীবনকে স্থির করিয়া দেয়। "প্রতিপদ্যতে"=পুনরায় বাঁচিয়া উঠে। ১২০

(অভিবাদন করিতে যে ব্যক্তি সতত অভ্যস্ত এবং যে ব্যক্তি সতত বৃদ্ধজনের সেবাপরায়ণ তাহার আয়ু, ধর্ম্ম, যশ এবং বল,—এই চারিটী বস্তু সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—"অভিবাদনশীলস্য"=অভিবাদনশীল ব্যক্তির; সকলের প্রতিই যথাযোগ্যভাবে যে নিজে আগে কথা বলা, তাহাই এখানে এই 'অভিবাদন'শীলতা পদটীর অর্থ; কিন্তু কেবল 'অভিবাদন জানাইতেছি' এইভাবে শব্দোচ্চারণ উহার অর্থ নহে। 'শীল' শব্দটী থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, বিনা প্রয়োজনে ঐরূপ কাজ যে ব্যক্তি করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি 'নিত্য' সতত প্রিয়বচনাদি

দ্বারা এবং যথাশক্তি উপকারসাধন করিয়া বৃদ্ধগণের পরিচর্য্যা করে তাহার চারিটী বস্তু ভালভাবেই বাড়িয়া যায়। সে চারিটী হইতেছে—আয়ুঃ; ধর্ম্ম,—যাহা পরলোকে স্বর্গাদি ফলজনক ধৰ্ম্মস্বরূপ; যশ এবং বল,—ইহাদের কথা আগে বলা হইয়াছে। যদিও এ শ্লোকটী অর্থবাদ মাত্র তথাপি ইহা ফলসম্বন্ধবোধক। ১২১

(ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের লোক বৃদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া অভিবাদনসূচক শব্দ উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই "অমুকনামাঽহমস্মি"='আমি অমুক' এই বলিয়া নিজ নামটী বলিয়া দিবে।)

(মেঃ)—"অভিবাদ"=যে শব্দ দ্বারা অপরকে সম্বোধন করা হয়, তিনি যাহাতে আশীর্ব্বাদ করেন তাহাতে প্রবৃত্ত করান হয় অথবা তিনি যাহাতে কুশল জিজ্ঞাসা করেন সেরূপ করা হয় তাহার নাম 'অভিবাদ'। এই অভিবাদের পর অর্থাৎ অভিবাদন-প্রতিপাদক শব্দ উচ্চারণ করিবার অব্যবহিত পরে 'আমি অমুক' এই শব্দ উচ্চারণ করিবে। এখানে "অসৌ" এই সর্ব্বনামটী সকল প্রকার বিশেষ নাম বুঝাইতেছে। যাঁহাকে অভিবাদন করা হইবে তাঁহাকে আকৃষ্ট করিবার জন্য এই প্রকার শব্দ প্রয়োগ করিতে হয় (এই কথা বলিতে হয়) 'আমি আপনাকে অভিবাদন করিতেছি', আমি আশীর্ব্বাদ লাভের নিমিত্ত এদিকে আপনার মনোযোগ দিতে বলিতেছি। তাহার পর সেই বৃদ্ধ এই প্রার্থনা বুঝিয়া আশীর্ব্বাদাদি প্রত্যভিবাদন করিতে আরম্ভ করিবেন। (তাঁহাকে নিজের নামটী শুনাইয়া দিতে হইবে, শুধু 'আমি অভিবাদন করিতেছি' এইটুকু বলিলে চলিবে না। কারণ) সর্ব্বনাম শব্দ কোন বিশেষকে বুঝায় না, কিন্তু উহা কেবল সামান্য অর্থাৎ সাধারণ অর্থই প্রতিপাদন করে; শুধু 'আমি অভিবাদন করিতেছি' বলিলে এ কথা বুঝা যায় না যে, আমার নাম অমুক, আমি আপনাকে অভিবাদন করিতেছি। আর তাহা না হইলে তিনি প্রার্থনাটীও ঠিক ধরিতে পারিবেন না; কাজেই কাহাকে তিনি আশীর্ব্বাদ করিবেন? এইজন্য মূলে বলা হইয়াছে যে, নিজের নামটীও বলিবে। তখন 'আমি দেবদত্তনামক' এইরূপ বলা হইলে তবে তিনি অভিবাদনটী বুঝিতে পারিবেন। কেহ কেহ এখানে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন যে, এ স্থলে 'অসৌ' এই পদটীর কোন সার্থকতা নাই (কারণ উহার যাহা অর্থ তাহা এখানে বুঝাইতেছে না)। কাজেই, উহা দ্বারা কোন নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য,—সূত্রকারগণ অন্য স্মৃতির সিদ্ধান্ত অনুসারেও ব্যবহার করেন—নিজ নিজ বক্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যেমন পাণিনি নিজ ব্যাকরণে সূত্র করিয়াছেন "কর্ম্মণি দ্বিতীয়া"; এখানে এই 'দ্বিতীয়া' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা তিনি অন্য শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ 'দ্বিতীয়া বিভক্তি' প্রভৃতিই বুঝাইতেছেন। এখানেও সেইরূপ 'অসৌ' এই পদটী নামেরই অতিদেশ বুঝাইতেছে। এইজন্য যজ্ঞসূত্র-পরিভাষাগ্রন্থেও বলা আছে, "অতিদেশবোধক পদ দ্বারা নিজ নাম বুঝাইবে"। ইহাতে পুনরায় আপত্তি করা হয় যে, এরূপ হইলে পর "স্বং নাম"=নিজ নাম (উল্লেখ করিবে)—এই কথা বলিলেই যখন চলিত তখন "অসৌ নাম" এরূপ বলা ত অনর্থক। ইহার উত্তরে বক্তব্য, 'নাম' এই শব্দটীও নামের সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্যই 'অসৌ' বলা হইয়াছে ('অসৌ' থাকায় 'দেবদত্ত' প্রভৃতি নাম এবং তাহার শেষে 'নাম' এই শব্দটীও প্রয়োজ্য হইবে, এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে)। সেটী কি রকম হইবে? (উত্তর)—'নিজের নাম উচ্চারণ করিবে—আমি অমুকনামা, আমার এই নাম—আমি এই স্বরূপে স্বয়ং উপস্থিত আছি'। সমানার্থতা আছে বলিয়া বিকল্প হয়, এইরূপ মনে করেন। (অর্থাৎ 'নাম' শব্দটী প্রয়োগ করিলেও হয়, না করিলেও চলে—কেবল নিজ নামটী মাত্র বলিলেও চলে।)

এই দুইটী শ্লোকে অভিবাদন বাক্যের যে স্বরূপ বলা হইল তাহা এই প্রকার, "অভিবাদয়ে দেবদত্তনামা অহং ভোঃ"। এখানে এই যে "ভোঃ" শব্দটী দেওয়া হইল ইহার প্রয়োগবিধি পর-তর শ্লোকটীতে বলা হইবে। শ্লোকমধ্যে বলা আছে "জ্যায়াংসম্"=জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে; ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যাহারা নিজের সমান কিংবা নিজ অপেক্ষা হীন তাহাদের প্রতিও অভিবাদন কর্ত্তব্য বটে; তবে তাহার প্রকার (রীতি) এরূপ নহে; এটী কেবল জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকেই অভিবাদন করিবার রীতি। ১২২

(অভিবাদন কালে যেভাবে অভিবাদনকারী ব্যক্তি নাম উচ্চারণ করে তাহার অর্থ বুঝিবার ক্ষমতা যাহাদের নাই তাহাদের কাছে কেবল 'অহম্' এইটুকু মাত্র শব্দ উচ্চারণ করাই

বিচক্ষণ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকদের অভিবাদন করিবার কালেও সকল স্থলেই এই পদ্ধতি অনুসরণীয়।)

(মেঃ)—যে ব্যক্তি বিদ্বান্ নহে তাহার যদি ধনাদির আধিক্য থাকে তবে তাহাকেও ঐ প্রকার বিধি অনুসারে অভিবাদন করিতে হয়, ইহা মনে হইতে পারে। এজন্য তাহা নিষেধ করিয়া দিয়া বলিতেছেন। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ যে সমস্ত লোক সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারিত নামধেয়ের "অভিবাদম্"=অভিবাদনের অর্থ "ন জানতে"=জানে না (বুঝিতে পারে না)—আমি এই ব্যক্তিটীর দ্বারা অভিবাদিত হইলাম, এরূপ অর্থটী যাহারা বুঝে না, কারণ তাহাদের ব্যাকরণ সম্বন্ধে কোন বোধ নাই, তাহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ, "প্রাজ্ঞঃ"=অভিজ্ঞ (অভিবাদনকারী) ব্যক্তি সেই সমস্ত লোকেদের এবং "সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ"=সকল স্ত্রীলোকদের "অহম্ ইতি ব্রূয়াৎ"=কেবল 'অহম্' (আমি) এই কথাটী মাত্র বলিবেন। কারণ, ইহারা যখন সংস্কৃত বুঝিতে অসমর্থ তখন অভিবাদনবিধিসঙ্গত যে নামোল্লেখ তাহার একদেশ (খানিকটা অংশ) বাদ দিয়া কেবল ঐ 'অহম্' এই অংশটুকুই বলিবে। সেটাও যদি না বুঝে তা হ'লে লৌকিক অপভ্রংশ শব্দও প্রয়োগ করিবে, এইভাবে তাহাদের অভিবাদন করিবে। এই প্রকার অর্থটী জানাইয়া দিবার জন্যই এখানে 'প্রাজ্ঞ' এই শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। যাহাকে অভিবাদন করা হইতেছে তাহার না বুঝিবার ক্ষমতা কতটা সেটা বিবেচনা করিয়া অভিবাদন করিবার কালে যে শব্দ বলিতে হয় সেটীর ঊহ (পরিবর্ত্তন) করিয়া লইতে হয়, তাহার জন্য শাস্ত্র প্রভৃতির নির্দ্দেশের অপেক্ষা নাই। স্ত্রীলোকদিগকেও ঠিক এইভাবেই অভিবাদন করিতে হয়। "স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ" এখানে 'সর্ব্ব' শব্দটী দিবার তাৎপর্য্য এই যে, গুরুপত্নীগণকে যখন অভিবাদন করা হইবে তখনও ঠিক এইভাবেই শব্দ উল্লেখ করিতে হইবে, তাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি থাকিলেও।

কেহ কেহ বলেন সাধারণতঃ লোকে উপনামেই (ডাকনামেই) প্রসিদ্ধ থাকে; কাজেই নামকরণ সময়ে পিতা তাহার যে নাম (রাশনাম) রাখেন সেটী প্রসিদ্ধ থাকে না, আবার যে নামটী তাহার প্রসিদ্ধ সেটী কিন্তু যথার্থ নাম নহে। এইজন্য ঐ অভিবাদনকারী তাহার আসল নামটী বলিয়া দিবে।

কেহ কেহ "অভিবাদং ন জানতে" এই অংশটীকে "প্রত্যভিবাদং ন জানতে"='প্রত্যভিবাদনবাক্য যাহারা প্রয়োগ করিতে জানে না'—এইভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা বলেন পাণিনি ব্যাকরণের "প্রত্যভিবাদে অশূদ্রে" এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যভিবাদন বাক্যে নামের অন্তে 'প্লুত' স্বর বিহিত। যাঁহারা সেটী না জানেন তাঁহাদের নিকট অভিবাদন বাক্যে কেবল 'অহম্' এইটুকু মাত্র বলিবে। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলি ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজন কি তাহা নিরূপণ করিবার প্রসঙ্গে ইহা বলিয়াছেন। "সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ যেসকল ব্যক্তি প্রত্যভিবাদন বাক্যে নামের শেষে যে প্লুত স্বর প্রয়োগ করিতে হয় ইহা জানে না তাহাদের কাছে দূরাগত ব্যক্তি কেবল 'অয়ম্ অহম্' এই কথাটী মাত্র বলিবে, যেমন স্ত্রীলোকদের অভিবাদনকালে ঐরূপ বলা হয়।" মূল শ্লোকের এই "অভিবাদং" পদটীকে যে 'প্রত্যভিবাদ' অর্থবোধকরূপে ব্যাখ্যা করা হইল তাহার কারণ এই যে, অন্য স্মৃতিমধ্যে এইভাবেই নির্দ্দেশ আছে। সুতরাং এস্থলেও যদি ইহাকে সেইভাবে ব্যাখ্যা করা না যায় তাহা হইলে অগ্রে পরতরবর্ত্তী শ্লোকে "নাভিবাদ্যঃ স বিদুষা"="বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাকে অভিবাদন করিবে না", এই নিষেধটী সকলের পক্ষেই প্রয়োজ্য হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে অন্য স্মৃতিমধ্যে "যেখানে অভিবাদনের প্রতিষেধ আছে সেখানে কেবল 'অয়ম্ অহম্' এই কথাটী বলিবে" এই প্রকার যে নির্দ্দেশ দেওয়া আছে তাহার সহিতও বিরোধ হইয়া পড়ে। কিন্তু এখানকার এই 'অভিবাদ' শব্দটীর যেরূপ ব্যাখ্যা বলা হইল সে অনুসারে "নাভিবাদ্যঃ স বিদুষা" এই নিষেধটী হয় অর্থবাদস্বরূপ, উহা বিধিবোধক নহে, এইভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। ১২৩

(অভিবাদনকালে নিজ নামবোধক বাক্যটীর শেষে 'ভোঃ' এই শব্দটীও উচ্চারণ করিবে। কারণ, ঐ 'ভোঃ' শব্দটী সকল নামের স্বরূপ বুঝাইয়া থাকে)—লৌকিক ভাষায় যেমন 'ওগো' প্রভৃতি শব্দ নাম ধরিয়া ডাকিবার বদলে বলা হয়।

(মেঃ)—অভিবাদনকারী নিজ নামটীর শেষে 'ভোঃ' এই শব্দটী উচ্চারণ করিবে। "স্বস্য নাম্নঃ" এখানে 'স্ব' শব্দটী দিবার তাৎপর্য্য এই যে, যাহাকে অভিবাদন করা হইতেছে তাহার পক্ষে এ

নিয়ম নহে। শ্লোকটীর অবশিষ্ট অংশ অর্থবাদ। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ঐ "ভোঃ" শব্দটী নিজ নামের অক্ষর যেখানে সমাপ্ত হইয়াছে তাহার পরে প্রয়োগ করা উচিত নহে, কিন্তু নামের পরেও "অহমস্মি" এই কথাটী যে বলিতে হয় উহার সব কয়টী অক্ষরের শেষেই "ভোঃ" শব্দটী বলা বিধি। এই প্রকার শব্দ প্রয়োগ ঠিক করিয়া দিবার জন্যই পূর্ব্বের (১২২ শ্লোকের) ঐ "অহমস্মি" বিধায়ক বাক্যে "ইতি" শব্দটী দেওয়া হইয়াছে ("অসৌ নাম অহমস্মীতি" এখানে 'অহম্ অস্মি' ইহার পর 'ইতি' বসান হইয়াছে)। এইভাবেই যে নামোল্লেখ কর্ত্তব্য, ইহা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে ঐ 'ইতি' শব্দটী বসাইয়া। (বস্তুতঃপক্ষে এরূপ বলিবার প্রত্যক্ষ প্রয়োজনও আছে) যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বাক্য প্রয়োগ না করিয়া "দেবদত্তো ভো অহম্" এইরূপ একটা শিষ্ট প্রয়োগ বিরুদ্ধ প্রয়োগ করে তাহা হইলে ঐটীর অর্থবোধ হইতে বিলম্ব ঘটে, তাহাতে যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ঐ কথা বলা হইতেছে তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে দেরী হয়, আর তাহার ফলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে। আবার, পদগুলি ঐভাবে ব্যবহিত হওয়ায় পদার্থগুলির সম্বন্ধ (পরস্পর অন্বয়) ব্যবহিত হয় বলিয়া কেহ হয়ত বা ঐ কথায় অবধানও দিবে না (গ্রাহ্য করিবে না)।

"স্বরূপভাবঃ"—'স্বরূপভাব' অর্থ স্বরূপের সত্তা (বিদ্যমানতা—উপস্থিতি) অথবা উহার অর্থ— 'ভোঃ' এই শব্দটী অভিবাদনীয় (যাহাকে অভিবাদন করা হইবে সেই) ব্যক্তির 'নাম স্বরূপ' হয়—নামের স্থানাপন্ন হয় (নামের পরিবর্ত্তে বসে); কাজেই তাহার নামটী ধরিয়া সম্বোধন করিতে হয়। এরূপ অর্থে এখানে ('স্বরূপ-ভাব'-স্থলে) 'ভাব' শব্দটী ভাববাচ্যে কিংবা কর্ত্তৃবাচ্যে প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে 'স্বরূপভাবে' এই প্রকার সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত পাঠও ধরা চলে। "ভোভাবঃ"='ভোঃ' এই শব্দটীর যে ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি বা সত্তা তাহা "নাম্নাং"= সকল নামের স্বরূপ। 'দেবদত্ত! শোন ত' এই প্রকারে কাহারও নাম উল্লেখ করিয়া যেমন সম্বোধন করা যায় সেইরূপ উহার বদলে "ভোঃ" (ওগো, ওহে, অথবা মহাশয়) এই শব্দটীও সম্বোধন অর্থ বুঝাইবার জন্য প্রয়োগ করা হয়। "ঋষিভিঃ স্মৃতঃ"=ঋষিগণ এইরূপ প্রযোগ স্মরণ করিয়া গিয়াছেন। ১২৪

(ব্রাহ্মণ যদি অভিবাদন করে তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক অভিবাদিত হইয়া 'আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য' এই কথাটী বলিতে হইবে এবং তখন তাহার নামটীর অন্তিম স্বর 'প্লুত' করিয়া নামোচ্চারণ কর্ত্তব্য হইবে।)

(মেঃ)—অভিবাদন করা হইলে পিতা যদি প্রত্যভিবাদনকারী হন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে "আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য" (=বৎস! দীর্ঘজীবী হও), এই প্রকার প্রত্যভিবাদন বাক্য বলিতে হইবে। ("সৌম্যেতি"=সৌম্য-ইতি)—এখানে 'ইতি' শব্দটীর অর্থ প্রকার। ('দীর্ঘজীবী হও' এই একই অর্থের বোধক অপরাপর শব্দ—যেমন) 'আয়ুষ্মান্ এধি, দীর্ঘায়ুর্ভূয়াঃ, চিরং জীব' ইত্যাদি প্রকার শব্দ, ইহা প্রয়োগ করা শিষ্টাচাররূপে প্রসিদ্ধই আছে। "অস্য"=ইহার অর্থাৎ যাহাকে প্রত্যভিবাদন করা হইতেছে তাহার যা নাম সেই নামের শেষে যে অকার থাকে সেটীকে 'প্লুত' স্বর করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। (হ্রস্বস্বর উচ্চারণে এক মাত্রা পরিমাণ কাল লাগে, দীর্ঘস্বরে দুই মাত্রা পরিমাণ সময় যায়, আর প্লুতস্বরে তিন মাত্রা পরিমাণ কাল লাগে। কাজেই) 'প্লুত' এটী 'ত্রিমাত্র' স্বরের সংজ্ঞা (নাম)। মূল শ্লোকে বলা আছে 'নামের শেষের অকারটীকে প্লুত করিবে', এখানে অকারটী উপলক্ষ্য মাত্র, দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য উহার উল্লেখ। বস্তুতঃ 'ইকার' প্রভৃতি স্বরবর্ণও ঐভাবে 'প্লুত' হইয়া যাইবে। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, 'নামের অন্তের অকারটী' এখানে এই 'অন্ত' শব্দ সর্ব্বশেষ বর্ণটীকে বুঝাইতেছে না, কিন্তু ঐ নামটীর মধ্যে যতগুলি স্বরবর্ণ আছে,সেগুলির মধ্যে যে অন্তিম স্বর তাহাকেই বুঝাইতেছে। কাজেই নামটী যদি ব্যঞ্জনবর্ণান্ত হয় তাহা হইলে তাহার মধ্যে যে স্বরবর্ণটী অন্তিম (যাহার পর আর কোন স্বরবর্ণ ঐ নামে নাই) তাহাই প্লুত হইয়া যাইবে। শ্লোকের "পূর্ব্বাক্ষরঃ" এটী প্লুতভাব প্রাপ্ত হইবে যে অকার তাহারই বিশেষণ হইতেছে। আর এখানে অক্ষর বলিতে ব্যঞ্জনবর্ণ বুঝিতে হইবে। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জন-বর্ণের সহিত সংযুক্ত সেই অকার (প্রভৃতি স্বরবর্ণের) সম্বন্ধেই এই প্লুত হইবার কথা বলা হইতেছে। সুতরাং নূতন কোন অকারাদি স্বরবর্ণ বাহির হইতে আনিয়া ঐ নামের শেষে যোগ করিলে চলিবে না। অতএব এখানে যাহা বলিয়া দেওয়া হইল তাহা এইরূপ। যেখানে অন্তিম অক্ষরটী ব্যঞ্জনবর্ণ সেখানে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী যে অকার (প্রভৃতি স্বরবর্ণ) তাহাকেই প্লুত করিয়া (বেশীক্ষণ ধরিয়া টানিয়া) উচ্চারণ করিতে হইবে; ঐ নামটীরই মধ্যে যে স্বরবর্ণ শেষে আছে

সেটীকেই প্লুত করিতে হইবে (শেষে ব্যঞ্জন বর্ণ আছে বলিয়া) অন্য কোন অকার বাহির হইতে আনিয়া ঐ ব্যঞ্জনবর্ণের শেষে যোগ করিয়া যে প্লুত করিতে হইবে তাহা নহে। ভগবান্ পাণিনির স্মৃতির (ব্যাকরণ স্মৃতির) নিয়ম অনুসারেই এসমস্তগুলি এইভাবে ব্যাখ্যা করা হইল। কারণ, শব্দ ও অর্থের প্রয়োগ সম্বন্ধে ভগবান্ পাণিনিরই প্রামাণ্য মনু প্রভৃতি আচার্য্যগণ অপেক্ষাও অধিক। আর তিনি "প্রত্যভিবাদেঽশূদ্রে" এই সূত্রে এই প্রকার স্মৃতিই প্রকাশ করিয়াছেন যে, শূদ্র ভিন্ন অন্যের উদ্দেশ্যে প্রত্যভিবাদন বাক্য যদি প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে সেই বাক্যে যে 'নামটী' উচ্চারিত হইবে তাহার 'টি' সংজ্ঞক অক্ষরটী প্লুত হইবে। আর, 'টি' সম্বন্ধে ব্যাকরণে এইরূপ সংজ্ঞা বলিয়া দেওয়া আছে যে, অন্তস্থিত স্বরবর্ণ অথবা অন্তিম স্বরবর্ণসমেত পরবর্ত্তী যে ব্যঞ্জনবর্ণ তাহার নাম 'টি'।

শ্লোকে যে 'বিপ্র' পদটী দেওয়া আছে উহার অর্থ বিবক্ষিত নহে। কাজেই ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পক্ষেও এই নিয়মই প্রয়োজ্য। অন্যান্য স্মৃতিমধ্যেও এই প্রকার আচার অনুসরণ করিবারই নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। আর অন্য কোন বিধিও এ সম্বন্ধে নাই যে তাহা অনুসরণীয় হইবে। এখানে যেরূপ ব্যবস্থা দেওয়া হইল তাহার উদাহরণ যেমন,—"আয়ুষ্মান্ ভব দেবদত্ত৩" (এখানে অন্তিমবর্ণটী স্বরবর্ণ হওয়ায় তাহার শেষে প্লুতত্বসূচক '৩' এই সংখ্যাটী দেওয়া হইবে)। আবার ঐ নামটী যদি ব্যঞ্জনবর্ণে সমাপ্ত হয় তাহা হইলে তাহার উদাহরণ যথা,—"আয়ুষ্মান্ এধি সোমশর্ম্ম৩ন্" (এখানে শেষ অক্ষর ব্যঞ্জনবর্ণ হওয়ায় তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরবর্ণে ঐ প্লুতত্বসূচক '৩ এই সংখ্যাটী দেওয়া হয়। ১২৫

(যে লোক অভিবাদনের অনুরূপ প্রত্যভিবাদন করিতে জানে না বিচক্ষণ ব্যক্তির উচিত হইবে না তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় ঐ অভিবাদনবাক্য প্রয়োগ করিয়া অভিবাদন করা, কারণ শূদ্র যেমন সে লোকটীও সেই রকম ব্যবহরণীয়।)

(মেঃ)—এখানে "যে ব্যক্তি প্রত্যভিবাদন জানে না" এইটুকুমাত্রই বলা উচিত ছিল, "অভিবাদস্য" একথাটী প্রয়োগ করা অতিরিক্ত অর্থাৎ অনর্থক, উহা সঙ্গত হয় নাই। এই প্রকার আপত্তি ঠিক নহে; কারণ, এখানে 'অভিবাদের অনুরূপ প্রত্যভিবাদন' এই প্রকার যোজনা (অন্বয়) করিয়া লইতে হইবে। যে ব্যক্তি নিজ নাম উচ্চারণ করিয়া অভিবাদন করিয়াছে তাহার নামটী প্রত্যভিবাদনকারীও উচ্চারণ করিবে এবং শেষের অক্ষরটীকে প্লুত উচ্চারণ করিতে হইবে। কিন্তু যদি কেহ (নিজ নাম না বলিয়া কেবল) "অহং ভোঃ"='(মহাশয়! আমি)'—এই বলিয়া অভিবাদন করে তাহা হইলে প্রত্যভিবাদনকারীকেও তাহার নাম উচ্চারণ করিতে হইবে না, কিংবা শেষ অক্ষরটীকে প্লুতও করিতে হইবে না। "নাভিবাদ্যঃ" ইহা পূর্ব্বোক্ত বিধিবিহিত যে অভিবাদন-বাক্য তাহা প্রয়োগ করিবারই নিষেধ, কিন্তু "অহং ভোঃ" ইত্যাদি বাক্য বলিবার নিষেধ নহে; কারণ ঐ প্রকার শব্দটী যে প্রয়োগ করিতে হয় তাহা আগে দেখানই হইয়াছে। এখানে "যথা শূদ্রঃ" এইরূপ দৃষ্টান্তটী থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, শূদ্র বৃদ্ধবয়স্ক হইলে তাহাকেও অভিবাদন এবং প্রথমে অভিভাষণ করা যায়। "বিদুষা" ইহা পাদপূরণের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে (ইহার কোন সার্থকতা নাই)। ১২৬

(সমাগমনের পর ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিবে 'কুশল ত'?, ক্ষত্রিয়কে ঐরূপ 'অনাময়' প্রশ্ন করিবে, বৈশ্যকে 'ক্ষেম' প্রশ্ন করিবে আর শূদ্রকে 'আরোগ্য' জিজ্ঞাসা করিবে।)

(মেঃ)—অভিবাদন এবং প্রত্যভিবাদন করিবার পর উভয়ের সৌহার্দ্দ জন্মিলে তখন পরস্পর সংবাদ জিজ্ঞাসা করা হয়। সে সময়েও ভিন্ন ভিন্ন জাতি অনুসারে ভিন্ন প্রকার শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়। সে সম্বন্ধে নিয়ম বলিয়া দিতেছেন। এই যে জাতিগত নিয়ম ইহা যাহাদের জিজ্ঞাসা করা হইবে তাহাদেরই জাতিভেদে প্রয়োজ্য, কিন্তু যাহারা জিজ্ঞাসা করিবে তাহাদের জাতিগত ভেদে প্রশ্নবাক্যের তারতম্য হইবে না। আর এই যে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নবাক্য ইহাদের অর্থ একেবারে ভিন্ন নহে (কিন্তু একই রকম); কাজেই শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধেই এই নিয়ম বিধান করা হইতেছে। এখানে যে 'আরোগ্য' এবং 'অনাময়' এই দুইটী শব্দ রহিয়াছে ইহাদের অর্থ অভিন্ন। এইরূপ ঐ 'ক্ষেম' এবং 'কুশল' এই দুইটী শব্দও একেবারে ভিন্নার্থক নহে। যদিও 'কুশল' শব্দটীর অর্থ নিপুণতাও হইতে পারে তথাপি এখানে উহা নিজ সম্পর্কিত সকল প্রকার বস্তু ও ব্যক্তি এবং নিজ শরীরের যে অক্ষুন্নভাব, এই প্রকার অর্থই বুঝাইতেছে। শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট

ঐ শব্দগুলি অবশ্যই প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য প্রকার প্রশ্নও বিশেষ বিশেষ বিষয় জানিবার জন্য তৎকালোচিত আকাঙ্ক্ষা অনুসারে প্রয়োগ করা চলিবে, তাহার নিষেধ নাই। মহাভারতের কোন কোন অধ্যায়ে ঐরূপ কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসাবাদ দেখানই আছে। এখানে কেহ কেহ এই প্রকার ব্যাখ্যা করেন যথা,—। শ্লোকে যে 'সমাগম্য' কথাটী রহিয়াছে উহার সামর্থ্য অনুসারে এইরূপ অর্থ পাওয়া যাইতেছে যে, এইসব কুশল প্রশ্নাদি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিবে না, কিন্তু সমানবয়স্ক যারা তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হ'লে এইভাবের আলাপ আলোচনা হইবে; কারণ গুরুর নিকট অভিগমন করিতে হয়, ইহাই বিধি, কিন্তু আকস্মিকভাবে তাঁহার সমাগম লাভ করা হইবে, ইহা সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ কথা এই যে, গুরুর নিকট যে অভিগমন করা হয় তাহাতেও 'সমাগম' থাকে। কাজেই ঐ প্রকার ব্যাখ্যার মধ্যে কোন সারবত্তা নাই। ১২৭

(সোমযাগে দীক্ষিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা উচিত নয়; যে একেবারে শিশু তাহারও নাম ধরিবে না। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি ঐ দীক্ষিত পুরুষকে 'ভোঃ' এবং 'ভবৎ' এই দুইটী শব্দ সহকারে উল্লেখ করিবেন।)

(মেঃ)—প্রত্যভিবাদনকালেই কি আর অন্য সময়েই কি জ্যোতিষ্টোমাদি সোমযাগে দীক্ষিত ব্যক্তিকে, দীক্ষণীয়া-ইষ্টিনামক ঐ যাগের প্রারম্ভে ঐ সোমযাগে দীক্ষিত করিবার জন্য যে যজ্ঞ করা হয় সেই সময় থেকে 'অবভৃথ' নামক যজ্ঞ দ্বারা যতক্ষণ না ঐ দীক্ষার নিবৃত্তি হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত "নাম্না ন বাচ্যঃ"=নাম ধরিয়া ডাকা চলিবে না, তাঁহার যা নাম তাহা উচ্চারণ করা চলিবে না। এইরূপ, "যবীয়ান্ অপি"=কনিষ্ঠ—নবজাত যে কুমার তাহারও নামগ্রহণ নিষিদ্ধ। এখানে ঐ 'অপি' শব্দটী থাকায় ইহাও অনুমিত হইতেছে যে, যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি পূর্ব্বোক্তরূপ দীক্ষিত না হইলেও তাঁহার নাম ধরা নিষিদ্ধ। এইজন্য গৌতম বলিয়াছেন, "গুরুর নাম এবং গোত্র সম্মানসহকারে উল্লেখ করিবে"। 'স-মান' ইহার মধ্যে যে 'মান' শব্দটী রহিয়াছে তাহার অর্থ পূজা (সম্মান); সেই সম্মানসহকারে তাহা গ্রহণ করা (উল্লেখ করা) উচিত। যেমন, 'ঈশ্বর জনার্দ্দন মিশ্র' ইত্যাদি। (প্রশ্ন)—দীক্ষিত ব্যক্তির নামোল্লেখ যদি নিষিদ্ধ হয় তবে তাঁহার সহিত দরকার পড়িলে সম্ভাষণ করা হইবে কিরূপে? (উত্তর)—"ভোভবৎপূর্ব্বকম্" ;—। "ভোঃ" এই শব্দটী প্রথমে উল্লেখ করিয়া ঐ দীক্ষিত ব্যক্তির সহিত কথা কহিবে, 'ভো দীক্ষিত, ভো যজমান' ইত্যাদি প্রকার যৌগিক শব্দ উল্লেখ করিবে। কিন্তু 'ভোঃ' এই শব্দটীকে প্রথমে বসাইয়া পরে নাম উল্লেখ করা যাইবে যে এরূপ নহে,—এরূপ করিবার অনুমতি দেওয়া হইতেছে না।

"ভোভবৎপূর্ব্বকম্"- 'ভোঃ' এবং 'ভবৎ' শব্দ হইতেছে পূর্ব্ব (প্রথমভাবী) যে অভিভাষণের তাহা 'ভোভবৎপূর্ব্বক'; এইভাবে ব্যাসবাক্য হয়। কিন্তু 'ভোঃ' এবং 'ভবৎ' এই দুইটী শব্দই একসঙ্গে একই বাক্যে প্রয়োগ করা যায় না। কাজেই স্থলবিশেষে ইহাদের প্রয়োগের ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। যখন সেই দীক্ষিত ব্যক্তির সহিত কথা কহা আবশ্যক হয় তখন 'ভোঃ' এই শব্দটী প্রয়োগ করিতে হইবে ; উহা সম্বোধনবিভক্তি সূচক। কিন্তু তাঁহার অসাক্ষাতে যখন তাঁহার গুণ প্রকাশ করিতে হয় তখন (ঐ 'ভবৎ' শব্দসহকারেই উহা কর্ত্তব্য ; যেমন,) 'তত্রভবান্ দীক্ষিত এইরূপ করিয়াছেন', 'তত্রভবান্ এইরকম করেন' ইত্যাদি প্রকার প্রয়োগ করা উচিত। মূল শ্লোকে 'ভবৎ' এটী কেবল প্রাতিপদিক (বিভক্তিহীন শব্দ) রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে; কিন্তু ব্যবহার করিবার সময় যেরূপ বিভক্তি দরকার তাহা দিয়াই প্রয়োগ করিতে হইবে। ১২৮

(যে স্ত্রীলোক অপরের পত্নী, কিংবা যে স্ত্রীলোকের সহিত আত্মীয়তা সম্বন্ধ নাই তাহার সহিত কোন প্রয়োজনবশতঃ কথাবার্ত্তা কহিবার দরকার হইলে তাহাকে 'ভবতি সুভগে' অথবা 'ভবতি ভগিনি' এইরূপ বলিয়াই সম্ভাষণ করিবে।)

(মেঃ)—যখন কোন স্ত্রীলোকের সহিত প্রয়োজনবশতঃ সম্ভাষণ করা আবশ্যক হয় তখন এই প্রকার শব্দ প্রয়োগ করা বিহিত। যে স্ত্রীলোক অপরের পত্নী তাহাকে বলিবে 'ভবতি সুভগে' অথবা 'ভবতি ভগিনি'। 'ভবতি' এটী 'ভবৎ' শব্দের উত্তর স্ত্রীপ্রত্যয় নিষ্পন্ন 'ভবতী' শব্দের সম্বোধনে হ্রস্ব-ইকারান্ত হইয়াছে। আর 'ভবতি' ইহার শেষে যে 'ইতি' শব্দটী দেওয়া হইয়াছে তাহা দ্বারা ইহাই বোধিত হইতেছে যে, উহার পরিবর্ত্তন করা চলিবে না। "সুভগে ভগিনি-ইতি" এখানে "ইতি" শব্দটী প্রকার অর্থ বুঝাইতেছে (এই প্রকার বলিবে—এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে)।

আর, এখানে "ব্রূয়াৎ" পদটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বোধিত হইতেছে যে, সম্ভাষণকালীন শব্দটার স্বরূপ এই প্রকারই হইবে। যদি তাঁহার সহিত 'আচার্য্যতা' সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে 'মাতঃ' অথবা 'যশস্বিনি' বলিয়া ডাকিবে। যদি সেই স্ত্রীলোকটী কনিষ্ঠা হয় তাহা হইলে তাহাকে 'দুহিতঃ' অথবা 'আয়ুষ্মতি' ইত্যাদি শব্দে সম্ভাষণ করিবে। এখানে "পরপত্নী" এইরূপ প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, কন্যা (অবিবাহিতা) নারীকে এভাবে সম্ভাষণ করা বিহিত নহে।

"অসম্বন্ধা চ যোনিতঃ",—। যে স্ত্রীলোকের সহিত মাতার সম্পর্ক ধরিয়া কিংবা পিতার সম্বন্ধ লইয়া জ্ঞাতিত্ব (বান্ধবত্ব বা আত্মীয়তা) প্রাপ্ত নহে, পরন্তু মাতুলকন্যা প্রভৃতি যাহাদের সহিত ঐরূপ সম্বন্ধ আছে তাহাদের জন্য অন্য নিয়ম "জ্ঞাতিসম্বন্ধযোষিতঃ" (২।১৩২) ইত্যাদি শ্লোকাংশে বলিবেন। আচ্ছা! উহা দ্বারাই ত এখানকার বক্তব্যটী সিদ্ধ হইয়া যায়, কারণ উহা সাধারণ নিয়ম বলিয়া এই সকল স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে উহা প্রয়োজ্য হইবে; সুতরাং "অসম্বন্ধা চ যোনিতঃ" ইহা বলিবার প্রয়োজন কি? (উত্তর)—তা ঠিক; তবে কিনা এটী পদ্যের বই—কাজেই কোথায় একটু আধটু পুনরুক্তি ঘটিল তাহা দেখাইতে ব্যস্ত না হইলেই ভাল হয়। (পদ্যগ্রন্থে একটু আধটু পুনরুক্তি ধর্ত্তব্য নহে)। ১২৯

(মাতুল, পিতৃব্য, শ্বশুর, ঋত্বিক্, গুরু ইঁহারা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও ইঁহাদের দেখিয়া প্রত্যুত্থান-পূর্ব্বক 'অসৌ অহম্'=আমি অমুক, এই কথা বলিবে।)

(মেঃ)—এখানের 'গুরূন্' এই পদটীতে বহুবচন থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, এই প্রকরণে যে গুরুর কথা বলা হইতেছিল তিনি ইহার লক্ষ্য নহেন; কিন্তু মহর্ষি গোতমের ধর্ম্মশাস্ত্রমধ্যে যেমন 'গুরু' শব্দটী সাধারণভাবে বিত্ত প্রভৃতিতে যাহাদের গুরুত্ব আছে তাহাদের লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। তাঁহারা "যবীয়সঃ"=ভাগিনেয় প্রভৃতির নিকট বয়সে ছোট হইলেও,—। "অসাবহম্" ইহা দ্বারা নিজ নাম উল্লেখ করিবারই কথা বলা হইতেছে। সেই নামের পর যদি 'অহং' শব্দটী প্রয়োগ করিতে চাও, আচ্ছা তাহা করিতে পার, (নিষেধ নাই)। তাঁহারা আসিয়া পড়িলে প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক ইহা করা উচিত। কেবল এখানে অভিবাদন করিবার বেলায় 'ভোঃ' শব্দটী উল্লেখ করা চলিবে না, উহা নিষিদ্ধ। মহর্ষি গোতমও বলিয়াছেন—"প্রত্যুত্থান করিবে, কিন্তু অভিবাদনবাক্য প্রয়োগ করিবে না"—তাহা বিহিত নহে। ১৩০

(মাসী, মামী, পিসী এবং শাশুড়ী ইহাদের গুরুপত্নীর ন্যায় পূজা করিবে; কারণ ইঁহারা গুরুপত্নীর সমান।)

(মেঃ)—ইঁহাদেরও প্রত্যুত্থান, অভিবাদন, আসন দেওয়া ইত্যাদি প্রকারে গুরুপত্নীর ন্যায় পূজা করা কর্ত্তব্য। এখানে জ্ঞাতব্য এই যে, "গুরুপত্নীবৎ" এই পর্য্যন্ত বলিলেই যখন বক্তব্যটী পূর্ণ হয় তখন পুনরায় "সমাঃ তাঃ গুরুভার্য্যয়া" ইহা বলিয়া আরও কিছু কর্ত্তব্য যে তাঁহাদের প্রতি আছে তাহা জানাইয়া দেওয়া হইতেছে; যেমন গুরুপত্নীর ন্যায় ইঁহাদেরও আজ্ঞাপালন প্রভৃতি কার্য্য সময় সময় করিবে, ইহারও অনুজ্ঞা রহিল। এরূপ অর্থ না করিলে, ইহা যখন অভিবাদনের প্রকরণ চলিতেছে তখন এখানেও "সম্পূজ্যাঃ" কথাটী দ্বারা কেবলমাত্র ঐ অভিবাদন করিবারই বিধান বোধিত হইয়া পড়ে। অথচ, অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ বলাই আছে যে, স্ত্রীলোকেরা তাহাদের স্বামীর বয়স অনুসারেই বড় বা ছোট বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।* সুতরাং যেসমস্ত স্ত্রীলোক বয়সে ছোট (কিন্তু ঐভাবে সম্মানে বড়) তাহাদের পক্ষেও এইরূপই অভিবাদন পদ্ধতি হইবে। ১৩১

(জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে প্রতিদিনই পা ছুঁইয়া নমস্কার করিবে, যদি তিনি সমানবর্ণের নারী হন। আর যাঁহারা জ্ঞাতিসম্পর্কিত বয়োজ্যেষ্ঠ স্ত্রীলোক তাঁহাদের পাদস্পর্শ করিবে কেবল বিদেশ হইতে আসিয়া।)

(মেঃ)—এখানে যদিও "ভ্রাতুঃ"=ভ্রাতার, এইরূপ বলা আছে তথাপি উহার অর্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার, এইরূপই বুঝিতে হইবে। "উপসংগ্রাহ্যা"=দুই পা ছুঁইবে। 'সবর্ণা' ইহার অর্থ সমানজাতীয়া।

*মূলের পাঠ "পরিবয়সঃ"; ইহা "পতিবয়সঃ" এইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া অনুবাদ করা হইল।

কিন্তু উহারা যদি ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতীয়া নারী হয় তাহা হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী হইলেও তাহাদের প্রতি যে অভিবাদনাদি তাহা জ্ঞাতিসম্পর্কীয় স্ত্রীদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয় সেইরূপ করিতে হইবে। "বিপ্রোষ্য"=বিদেশ হইতে আসিয়া (যথাশ্রুত অর্থ হয় বিদেশস্থ হইয়া ; কিন্তু) বিদেশে থাকিয়া ত আর দেশস্থিত উহাদের 'উপসংগ্রহণ' সম্ভব নহে (এজন্য উহার অর্থ করিতে হইবে 'বিদেশ হইতে আসিয়া')। "জ্ঞাতি-সম্বন্ধি-যোষিতঃ"; যাঁহারা জ্ঞাতি এবং যাঁহারা সম্বন্ধী তাঁহাদের স্ত্রীগণকে। পিতার সম্পর্কযুক্ত পিতৃব্য প্রভৃতিরা 'জ্ঞাতি'; আর, মাতার সম্পর্কযুক্ত (মাতুল প্রভৃতি) ব্যক্তিগণ 'সম্বন্ধী'। এইরূপ, শ্বশুর প্রভৃতিরাও সম্বন্ধিপদ-বাচ্য। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁহাদের পত্নীগণ। এই যে 'উপসংগ্রহণ' ইহা পূজা-স্বরূপ; কাজেই যাহারা বয়সে ছোট তাহাদের স্ত্রীগণের প্রতি এরূপ আচরণ বিহিত নহে, তাহারা ইহার যোগ্য নহে। ১৩২

(পিতা এবং মাতার ভগিনীর প্রতি এবং বয়োজ্যেষ্ঠ নিজ সহোদরার প্রতি মায়ের ন্যায় ব্যবহার করিবে। তবে কিন্তু মায়ের গুরুত্ব অর্থাৎ সম্মান তাহাদের সকলকার চেয়ে বেশী।)

(মেঃ)—পিতার যিনি ভগিনী এবং মাতার যিনি ভগিনী এবং "জ্যায়স্যাং স্বসরি"=নিজ জ্যেষ্ঠা ভগিনীর প্রতি, মাতার সহিত যেরূপ ব্যবহার করা হয় সেইরূপ করিবার বিষয়েই এই অতিদেশ বিধান। আচ্ছা! পূর্ব্বে (১৩১ শ্লোকে) "মাতৃষ্বসা মাতুলানী" ইত্যাদি বচনে, মাতৃষ্বসা এবং পিতৃষ্বসার প্রতি যে এই প্রকার আচরণ করিতে হয় তাহা ত বলাই হইয়াছে ; তবে আবার এখানে তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্যের পুনরুল্লেখ করা হইল কেন? যদি বলা হয়, সেখানে বলা হইয়াছে 'ইঁহাদের প্রতি গুরুপত্নীর ন্যায় ব্যবহার করিবে', এই কথাই সেখানে বলা হইয়াছে আর এখানে বলা হইতেছে যে 'মায়ের মত আচরণ করিবে', তদুত্তরে বক্তব্য ইহা মোটেই কোন পার্থক্য নহে (অর্থাৎ ইহা দ্বারা পৃথক্‌ভাবে অতিরিক্ত কিছু বলা হইল না)। কারণ, গুরুপত্নী এবং নিজ জননী ইঁহাদের প্রতি যে আচরণ তাহা তুল্যপ্রকার (অভিন্ন)।

এই প্রকার আপত্তির পরিহারকল্পে কেহ কেহ বলেন, "মাতা তাভ্যো গরীয়সী"=নিজ জননী ইহাদের সকলকার চেয়ে অধিক গুরুত্বসম্পন্না, এই বিষয়টীর বিধান নির্দ্দেশ করিবার জন্যই পিতা ও মাতার ভগিনীর যে গুরুত্ব আছে তাহার অনুবাদ করা হইয়াছে। যখন নিজ জননী কোন আজ্ঞা করেন আবার জ্যেষ্ঠ ভগিনী প্রভৃতিরাও আদেশ করেন তখন মায়ের আজ্ঞাটীই পালন করিতে হয়, অপর সকলের আদেশ না শুনিলেও চলিবে। ইহাতে কিন্তু এরূপ আপত্তি করা সংগত হইবে না যে, "মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে" এই বচনেই যখন ঐ বিষয়টী বলা হইয়াছে তখন ইহা পুনরুক্তিই হইতেছে? যেহেতু "মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে" এটী অর্থবাদ মাত্র। (সুতরাং উহা দ্বারা এখানকার বিধিটী বোধিত হয় না।)

আবার অপর কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, গুরুপত্নীর প্রতি এবং মায়ের প্রতি আচরণের পার্থক্য আছে। গুরুপত্নীর পূজা এবং আজ্ঞাপালন প্রভৃতি অবশ্য করণীয় (না করিলে চলিবে না) ; কিন্তু মাতার প্রতি তাহার অন্যথাও করা চলে, (তাহা দোষের হইবে না) ; কারণ শিশুকাল থেকেই মাতৃবাৎসল্য পাইতে থাকায় মায়ের আদরের সুযোগ লওয়ায়, এখানেও সেটীর অন্যথা হয় না বলিয়া কিছু এদিক ওদিক হইলেও সেটা ধর্ত্তব্য নহে। এই রকম, পিতৃষ্বসা এবং মাতৃষ্বসাও (মাসী পিসীও) বাল্যকাল থেকে লালনপালন করেন বলিয়া তাঁহাদের প্রতিও মাতৃবৎ এবং গুরুপত্নীবৎ এই উভয় প্রকার আচরণ করিবার ব্যবস্থা।

শিশুকালে নিজ ভগিনীর প্রতিও ঐ লালন (আদর, আব্দার) একই প্রকার থাকে। কিন্তু নিজ শৈশব উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তাঁহার প্রতিও তখন গুরুপত্নীর ন্যায় সম্মান দেখাইতে হইবে। এই সমস্ত বিষয়গুলি কেবলমাত্র এই শ্লোকটীর দ্বারা প্রতিপাদিত হয় না। কাজেই এ সম্বন্ধে ঐ দুইটী শ্লোকের দুইটী বচন না থাকিলে কেবলমাত্র "মাতৃবদ্ বৃত্তিঃ" এই বচনটীর দ্বারা প্রকরণ প্রতিপাদ্য অভিবাদন কর্ম্মটীরই কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত হইতেছে, এইরূপ প্রতীতি জন্মে। (সুতরাং পূর্ব্বের "মাতৃষ্বসা মাতুলানী" ইত্যাদি বচনটীর সহিত পুনরুক্তি হইতেছে না)। ১৩৩

(একই নগর, গ্রাম বা পল্লীতে যাহারা বাস করে তাহারা বয়সে দশ বৎসরের অধিক হইলে জ্যেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে অর্থাৎ দশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা বয়স্যবৎ ব্যবহর্ত্তব্য;

কলাবিদ্যাভিজ্ঞব্যক্তিদের সহিত পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের আধিক্য থাকিলে, শ্রোত্রিয়গণের মধ্যে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের আধিক্য থাকিলে এবং একবংশীয়গণের 'স্বল্প' কাল অর্থাৎ এক বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের আধিক্য থাকিলে তাহারা বয়স্যবৎ গণনীয় হইবে,—তাহার বেশী হইলে তাহারা 'জ্যেষ্ঠ' পদবাচ্য।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "বৃদ্ধ ব্যক্তি আসিয়া পড়িলে যুবা পুরুষের প্রাণ যেন বাহিরের দিকে চলিয়া আসিতে থাকে" ইত্যাদি। (এখন সন্দেহ হইতে পারে যে, এই স্থবির বলিতে কাহাকে বুঝিব) কত বৎসরে স্থবিরতা হয়? কারণ, লৌকিক ব্যবহারে (লোকাচার অনুসারে) দেখা যায় যে, কাহারও মাথার চুল পাকিয়া গেলে তবে তাহাকে স্থবির বলা হয়। এইজন্য ঐ স্থবিরতা স্বরূপ নিরূপণ করিয়া দিবার নিমিত্ত এই শ্লোকটী বলা হইতেছে। "দশাব্দাখ্যং পৌরসখ্যং"=পুরবাসিগণের মধ্যে কেহ বয়সে দশ বৎসরের বড় হইলেও তাহার সহিত 'সখ্য' রূপে ব্যবহার হইবে। ইহা দ্বারা এই প্রকার অর্থ পাওয়া যাইতেছে যে, তাদৃশ কেহ দশ বৎসর পর্য্যন্ত বড় হইলেও সে জ্যেষ্ঠপদ বাচ্য হইবে না,* কিন্তু তাহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার হইবে। তাহার সহিত 'ভোঃ', 'ভবন্', 'বয়স্য' ইত্যাদি প্রকার সম্ভাষণ হইবে। পরন্তু দশ বৎসরের অধিক বড় হইলে তাহাকে জ্যেষ্ঠ বলা হইবে। "দশাব্দাখ্যং";—এখানে 'আখ্যা' অর্থ আখ্যান (নাম); দশ অব্দ (বৎসর) হইতেছে আখ্যা যাহার=যে সখ্যের, তাহা 'দশাব্দাখ্য'। এখানে তিনটী পদে বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে। বর্ষ (অব্দ) সকল আখ্যার নিমিত্ত (কারণ) বলিয়া এখানে বর্ষরূপ নিমিত্ত (কারণ) ও আখ্যারূপ নিমিত্তী (কার্য্য), ইহাদের ভেদটী ধরা হইতেছে না। কাজেই ইহাদের অভেদরূপ সামানাধিকরণ্য থাকায় ঐ প্রকার বহুব্রীহি সমাস হইতে বাধা নাই। এখানে ঐ প্রকার সমাস দ্বারা যে অর্থটী বোধিত হইতেছে তাহা এইরূপ,—যে ব্যক্তি দশ বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ব্বে জন্মিয়াছে তাহার সহিত 'সখা' বলিয়াই ব্যবহার করিতে হইবে—সে সখাই হইবে। "পৌরসখ্যং"=যাহারা পুরে (নগরে) রহিয়াছে তাহারা পৌর; তাহাদের সখ্য='পৌরসখ্য'। এখানে 'পুর' শব্দটী একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন মাত্র। কাজেই যাহারা একই গ্রামে, বা পল্লীতে বসবাস করিয়া থাকে তাহাদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা, ঐ একই নিয়ম প্রয়োজ্য। যে কেহ একই গ্রামে বাস করে সেখানে যদি পরস্পরের মধ্যে নৈকট্য (ঘনিষ্ঠতা) ঘটিবার কারণ (সুযোগ সম্ভাবনা) থাকে তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা অনধিক দশ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সে বড় তাহারা পরস্পর সখা হইবে।

"কলাভৃতাম্";—। যাহারা কিন্তু শিল্প, গান, বাজনা প্রভৃতি যে-কোন কলাবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছে তাহাদের মধ্যে যে লোক পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সে বড় সে 'সখা' হইবে। আর যে তাহার বেশী বড় হইবে সে জ্যেষ্ঠ পদবাচ্য। শ্রোত্রিয়গণের সখ্য "ত্র্যব্দপূর্ব্ব"; তিনটী অব্দ হইয়াছে পূর্ব্ব যাহার। "স্বযোনিষু"=একই বংশে যাহারা জন্মিয়াছে তাহাদের মধ্যে "স্বল্পেনাপি"=অতি অল্পকালের বড় হইলেও, কয়েক দিনেরও বড় হয় যে, সে জ্যেষ্ঠ পদবাচ্য। আচ্ছা! জিজ্ঞাসা করি, এই যে 'স্বল্পকাল' বলা হইল ইহার পরিমাণ কত (কমপক্ষে কতটা কাল 'স্বল্পকাল' বলিয়া ধরা হইবে?)। তিন বৎসর কালকে যে স্বল্পকাল বলা হইবে তাহা ঠিক নহে। কারণ, পূর্ব্বে "ত্র্যব্দপূর্ব্বং" বলিয়া একটী বিষয় যখন নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তখন তাহার পর যদি বলা হয় 'অল্পকাল ছোট' তাহা হইলে ইহা যে নিশ্চয়ই তাহার চেয়ে কম হইবে, একথা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। আবার "স্বল্পেন" ইহাতে যখন একবচন দেওয়া রহিয়াছে তখন উহা যে দুই বৎসর নয় তাহাও সত্য। আবার উহাকে যে এক বৎসর বলিব তাহাও ঠিক হইবে না; কারণ তাহা হইলে "স্বল্পেন" এই বিশেষণটী সঙ্গত হয় না। যেহেতু অব্দ (বৎসর) বলিতে যে অর্থটী বুঝায় তাহার পরিমাণ পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ—(৩৬৫ দিনরূপ সংখ্যা দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া আছে)। তাহা থেকে যদি একটীমাত্র দিনও কম হয় তাহা হইলে আর তাহা 'অব্দ' হইবে না। (সুতরাং 'এক বৎসর কম' এরূপ অর্থও খাটিতেছে না)। অতএব 'অল্পকাল' ইহা দ্বারা সামান্যতঃ (সাধারণভাবে) কিছুটা কালমাত্র বুঝায় বলিয়া তাহা বিশেষ পরিমাণটীর অপেক্ষা করে।† আর তাহার বিশেষ পরিমাণটী হইতেছে—'তাহা এক বৎসরের কম হইবে'।

*"ন জ্যেষ্ঠ:" এইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া অনুবাদ করা হইল।

†অপেক্ষতে 'বিশেষম' এইরূপ পাঠ ধরিয়া অনুবাদ করা হইল

"স্বল্পেনাপি" এখানে যে 'অপি' শব্দটী রহিয়াছে তাহা 'এব' শব্দের অর্থ বুঝাইতেছে। সুতরাং উহার অর্থ দাঁড়াইতেছে, বয়সে 'অল্পকালের পার্থক্য (আধিক্য) থাকিলেই' হয় সখ্য, কিন্তু পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্টরূপ বহুকালের পার্থক্য থাকিলে হইবে জ্যেষ্ঠ। এই যে জ্যেষ্ঠত্ব প্রভৃতির লক্ষণ বলা হইল ইহা একই জাতির সমগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষেই প্রয়োজ্য বুঝিতে হইবে। জ্যেষ্ঠত্ব প্রভৃতির এই প্রকার লক্ষণ যখন নিরূপণ করিয়া দেওয়া হইল তখন স্থবির সম্বন্ধে লোকব্যবহারে যে 'মাথার চুলপাকা অবস্থা' প্রভৃতি লক্ষণ প্রসিদ্ধ আছে তাহাকে রহিত করিয়া দেওয়া হইল, তাহা আর এখানে খাটিবে না, বুঝিতে হইবে। সুতরাং স্থবিরত্ব প্রভৃতিগুলি যে আপেক্ষিক—শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বয়সের এক-একটী বিশেষ অবস্থাসাপেক্ষ তাহা স্বীকার করা হইল।

কেহ কেহ এখানে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—। এই শ্লোকটীতে স্থবিরত্বের লক্ষণ বলা হয় নাই, কিন্তু সখিত্ব (সখ্য) সম্বন্ধেই লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইতেছে। যেহেতু এখানে যথাশ্রুত অর্থটী না ধরিলে তবেই স্থবিরের লক্ষণ হইবে। এই পর্য্যন্ত সময়ের দ্বারা বয়সে বড় হইলে 'সখা', তাহার পর—তাহার অধিক হইলে 'জ্যেষ্ঠ' পদবাচ্য। সুতরাং শ্লোকটীর অর্থ হইবে এইরূপ,—। এক নগরে (অথবা গ্রামে, ঘনিষ্ঠতার সহিত) যাহারা দশ বৎসর বাস করে তাহারা 'মিত্র'। আর, চতুঃষষ্টি প্রকার যে কলাবিদ্যা আছে তাহা যাহাদের আয়ত্ত তাহারা পাঁচ বৎসর ঘনিষ্ঠতাসম্পন্ন হইলে বন্ধু হইবে। আর 'স্বযোনি' অর্থাৎ একই বংশে যাহারা জন্মিয়াছে তাহারা যদি অতি অল্পকাল একত্র বসবাস করে তবে তাহারাও অবশ্যই মিত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। কাজেই যে যে বয়সে সমান তাহারাই যে সকলে 'বয়স্য' হইবে তাহা নহে, কিন্তু ঐ যেরূপ লক্ষণ বলা হইল সেটী থাকিলে তবেই বয়স্য হইবে; ইহাই সমানবয়সত্বের (বয়স্যত্বের) লক্ষণ। এই যে ব্যাখ্যাটী দেখান হইল ইহা শুনিতে বেশ লাগে বটে, তবে কিন্তু পরবর্ত্তী শ্লোকে যেসমস্ত কথা বলা হইয়াছে তাহার সহিত ইহার বিরোধ ঘটে। কারণ, পরের শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে জাতিরই প্রাধান্য, বয়সের নহে। কাজেই এখানে যদি এই প্রকার অর্থটী নির্দ্ধারিত হয় যে 'এই পরিমাণ কাল বয়সে বড় হইলে জ্যেষ্ঠ হইবে' তাহা হইলে যাহারা ভিন্নজাতীয় তাহাদের মধ্যেও যদি সেটী থাকে তবে তাহাদেরও কি জ্যেষ্ঠ বলা হইবে, এই প্রকার শঙ্কা হইলে তাহার সমাধান হয় না। কাজেই তাহার সমাধানস্বরূপে পরবর্ত্তী শ্লোকের বক্তব্যটী খাটে। এইজন্য প্রাচীন ব্যাখ্যাতৃগণ প্রথম ব্যাখ্যাটীই অনুমোদন করিয়াছেন। ১৩৪

(দশ বৎসর বয়স্ক হইলেও ব্রাহ্মণ শত বৎসর বয়স্ক ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পিতার ন্যায় এবং ক্ষত্রিয় পুত্রের ন্যায়,—পিতা পুত্রের ন্যায় উহারা সম্বন্ধযুক্ত বুঝিবে। উহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ পিতার ন্যায় গণ্য হইবে।)

(মেঃ)—যে ব্যক্তির জন্মের পর থেকে দশটী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে সে 'দশবর্ষ'। এখানে কাল (সময়) হইতেছে 'পরিচ্ছেদক' (পরিমাণ নির্দ্দেশক বিশেষণ) আর ব্রাহ্মণ হইতেছে পরিচ্ছেদ্য, এইরূপ অর্থই শ্রুত অর্থাৎ শব্দলভ্য। সেই ব্রাহ্মণের উচ্চতা বা নীচতা কিংবা কৃশতা প্রভৃতি কালের দ্বারা পরিমাণ করা যায় না, (কাজেই তাহার জন্য সে বড় নহে)। কিন্তু তাহার মধ্যে একটী বিশেষ ক্রিয়া অর্থাৎ সংস্কার আছে (তাহারই জন্য সে বড়)। আর সেই ক্রিয়াটী তাহার উৎপত্তিকাল হইতে সর্ব্বদাই অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আছে; সেটী জীবনধারণস্বরূপই হইয়া আছে (অর্থাৎ সেটী তাহার প্রাণপরিস্পন্দের ন্যায় স্বাভাবিক)। "শতবর্ষম্" ইহার অর্থও এইরূপ। ইহারা দুইজন (ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়) পিতাপুত্রস্বরূপ বুঝিতে হইবে। "তয়োঃ"=যাহাদের সম্বন্ধে নিরূপণ করা হইল তাহাদের দুইজনের মধ্যে। অতএব ক্ষত্রিয় অনেক বৃদ্ধ হইলেও অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণ দেখিলে তাহাকেও তাহার প্রত্যুত্থান এবং অভিবাদন করা কর্ত্তব্য। ১৩৫

(বিত্ত, বন্ধু, বয়স, কর্ম্ম এবং পঞ্চমত বিদ্যা এইগুলি সম্মানের নিমিত্তস্বরূপ। এগুলির মধ্যেও আবার পরবর্ত্তীটী পূর্ব্ববর্ত্তীটীর অপেক্ষা অধিক গুরুত্বসম্পন্ন।)

(মেঃ)—ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিই যে উৎকর্ষের কারণ তাহা বলা হইল। যে ব্যক্তি হীনজাতীয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি জাতিতে ছোট তাহার পক্ষে উচ্চজাতীয়ের পূজা (সম্মান) করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে বলা হইবে, একই জাতির ব্যক্তিগণের মধ্যে অভিবাদন প্রভৃতি পূজা করিবার জন্য কোন্ কোন্ ধর্ম্ম (গুণ)-গুলি কারণ হইয়া থাকে, এবং সেগুলির মধ্যেও আবার কোন্‌টী প্রবল ও কোন্‌টী দুর্ব্বল। তাহার মধ্যেও যে 'বয়স'টীকে অন্যতমরূপে পুনরায় বলা হইয়াছে তাহার কারণ এই যে উহারও

প্রাবল্য-দৌর্ব্বল্য নিরূপণ করিয়া দেওয়া হইবে। বিত্ত (ধন) প্রভৃতির সহিত পুরুষের যে সম্বন্ধ তাহাই এখানে সকল অবস্থায় তাহার পূজার (সম্মানের) কারণ হয় অর্থাৎ ধনসম্বন্ধাদিবশতই পুরুষ যে-কোন বয়সেও সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধনবত্ত্ব এবং বন্ধুমত্ত্ব পুরুষের সম্মানের আস্পদ। এখানকার তাৎপর্য্যার্থটী এইরূপ:—। কেবল পিতৃব্যত্ব, মাতুলত্ব প্রভৃতি বিশিষ্ট বন্ধুত্বই সম্মানের কারণ নহে, কিন্তু যে ব্যক্তি বন্ধুমান্ অর্থাৎ বহু বন্ধু বিশিষ্ট সে সম্মানের পাত্র। 'বয়ঃ' অর্থে বয়সের প্রকর্ষ (উৎকর্ষ বা আধিক্য) বুঝিতে হইবে। 'বয়ঃ' শব্দটী বয়সের এইরূপ প্রকর্ষ অর্থেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন 'পুত্র বয়ঃস্থ হইলেও (তাহার কোন দোষ দেখিলে) পিতা সকল সময়েই তাহাকে অবশ্যই ভর্ৎসনা করিবেন' ইত্যাদি। (এখানে 'বয়ঃস্থ' শব্দটী অধিক বয়স বা প্রবীণ বয়সই বুঝাইতেছে)। আর কি পরিমাণ বয়স অধিক হইলে সম্মানলাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় তাহা পূর্ব্বে "দশাব্দাখ্যং" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে। 'কর্ম্ম' অর্থ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম—সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে তৎপরায়ণতা (তাহাও পূজার কারণ)। "বিদ্যা"-বেদাঙ্গ এবং বেদোপকরণসমেত বেদের অর্থ বিষয়ে ব্যুৎপত্তিলাভ।

আচ্ছা! এখানে বিদ্যা বলিতে যদি বেদার্থজ্ঞান ধরা হয় তাহা হইলে ত ইহা পুনরুক্তিই হইতেছে। কারণ, "বিদ্যাবান্ ব্যক্তিই যাগ করিবে", "বিদ্যাবান্ ব্যক্তিই যাজকতা (ঋত্বিক্-কর্ম্ম) করিবে" ইহাই যখন শাস্ত্রের নির্দ্দেশ তখন বিদ্যাহীন ব্যক্তির যে কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার নাই তাহাও শাস্ত্রবোধিত। সুতরাং বিদ্যা বিনা কেবল শ্রৌত-স্মার্ত্ত কর্ম্মানুষ্ঠানপরতা সম্মানলাভের কারণ হইবে কিরূপে? (উত্তর)—না, ইহা দোষের নহে। যেহেতু এখানে 'বিদ্যা' বলিতে বিদ্যার প্রকর্ষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আধিক্যবিশিষ্ট যে বিদ্যা তাহাই সম্মানের হেতু হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তির বিদ্যা অতি অল্প তাহার পক্ষেও শ্রৌত-স্মার্ত্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা সম্ভব। যে-লোক যেটুকু কর্ম্ম সম্বন্ধে বেদে জ্ঞানলাভ করিয়াছে সে ব্যক্তি সেইটুকুই অনুষ্ঠান করিবে। বেদবিদ্যা যে বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকার (যোগ্যতা) জন্মাইয়া দেয়, ইহা কোন্ বচনের নির্দ্দেশের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু ইহা কর্ম্মবিধির সামর্থ্য (বিধায়কতা শক্তি) হইতে 'অর্থাপত্তি' বলেই সিদ্ধ হয়। কারণ, যে ব্যক্তি কর্ম্মের স্বরূপ বিদিত নহে সে অ-বৈদ্য (বিদ্যাবিহীন) বলিয়া 'তির্য্যক্-কর্ম্মা' —তাহার ক্রিয়াকলাপ মনুষ্যেতর নিকৃষ্ট প্রাণীর আচরণ সদৃশ; সুতরাং তাহার অধিকার কোথায়? কোন লোক কিছু কিছু স্মৃতিবচন শুনিয়া তদনুসারে জপ, তপ অনুষ্ঠান করিতে পারে। তবে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্ম করিতে হইলে বেদবাক্যের অর্থজ্ঞান আবশ্যক, তাহাই ঐ সকল কর্ম্মের উপকার সাধন করিয়া থাকে। সেস্থলেও কিন্তু যাহার যতটুকু জানা আছে তাহার কেবল ততটুকু কর্ম্মেতেই অধিকার। যে-লোক অগ্নিহোত্র বিষয়ক বেদবাক্য সকলের অর্থ জানে সে ব্যক্তি সেই কর্ম্মেরই অধিকারী। অন্যান্য যজ্ঞের সম্বন্ধে যেসকল বেদবাক্য আছে তাহা জানিলেও সে জ্ঞান তাহার পক্ষে ঐ অগ্নিহোত্র কর্ম্মের কোন উপকারে লাগে না।

কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিতে পারেন, অগ্রে (২।১৬৫ শ্লোকে) আচার্য্য স্বয়ং "সমগ্র বেদ আয়ত্ত করিতে হইবে" ইত্যাদি। কৃৎস্ন বেদ আয়ত্ত করিবার সম্বন্ধে এই যে বিধি, ইহা দ্বারা কেবল অক্ষরগ্রহণমাত্র বুঝাইতেছে না, কিন্তু অক্ষরগ্রহণ এবং তাহার অর্থবোধ, দুইটীই ঐ বিধির দ্বারা বিহিত হইয়াছে। সুতরাং সমগ্র বেদেরই যখন অর্থজ্ঞান কর্ত্তব্য হইতেছে তখন তাহার এক-একটী অংশেরই কেবল অর্থজ্ঞান হইবে ইহা বলা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? অতএব একথা বলা কিরূপে সঙ্গত হয় যে, যে ব্যক্তি কেবল অগ্নিহোত্রবিষয়ক বেদবাক্যসকলের অর্থ অবগত হইয়াছে সে অন্যান্য কর্ম্মবিষয়ক বাক্যসকলের অর্থ না জানিলেও ঐ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, বেদের একটী শাখা অধ্যয়ন অবশ্যই করিতে হইবে; (তাহাতেই স্বাধ্যায়বিধি চরিতার্থ হইয়া যায়)। এরূপ হইলে পর, যে ব্যক্তি কেবল একটী শাখাই অধ্যয়ন করিয়াছে এবং তাহার অর্থজ্ঞানও লাভ করিয়াছে সে লোকটী অন্য শাখার প্রতিপাদ্য বিষয় না জানিলেও (সেই শাখান্তরে অতিরিক্ত যেসকল কর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ না করিলেও তাহার স্বশাখাবিহিত কর্ম্মকলাপে) তাহার নিশ্চয়ই অধিকার জন্মিবে—সে স্বশাখাবিহিত কর্ম্ম করিবার অধিকারী হইবে।

আচ্ছা! (জিজ্ঞাসা করি, বেদের একটী শাখা আয়ত্ত হইলে অন্য শাখার জ্ঞান হইবে না, এ কিরকম কথা হইল? কারণ,) শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বেদের সকল শাখাতে একই হইয়া থাকে। হইতে পারে যে শাখাভেদে বেদবাক্যগুলির পদসমষ্টি এবং বর্ণরাশির আনুপূর্ব্বী (ক্রম বা

পারম্পর্য্য) ভিন্ন ভিন্ন ; (কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়) ; শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ত সর্ব্বত্রই এক, অভিন্ন। (সুতরাং একটী শাখার জ্ঞান হইলে অন্য শাখার পদার্থ সকল অজ্ঞাত থাকিবে কেন?)। অথবা এরূপও হইতে পারে যে, শাস্ত্রবাক্যসকলের তাৎপর্য্য নিরূপণ করিবার জন্য যে ন্যায় অর্থাৎ 'অধিকরণ'রূপ বিচারপদ্ধতি আছে তাহাতে ব্যুৎপত্তি জন্মিলে অন্য শাখারও পদার্থ-সকল জ্ঞাত হওয়া যায়। কারণ, ভিন্ন শাখায় (শাখাভেদে) যে পদার্থসকলের ভেদ হয় তাহাও নহে। কিংবা ঐ ন্যায় অর্থাৎ 'অধিকরণ'রূপ বিচারপদ্ধতিও যে শাখাভেদে আলাদা হইয়া যায় তাহাও নহে। সুতরাং এরূপ হইলে পর, যে যুক্তিদ্বারা একটী শাখার অর্থ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান জন্মে অন্য শাখা সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই প্রয়োজ্য হয়; কাজেই তাহার জন্য স্বতন্ত্র প্রকার ব্যুৎপত্তি (জ্ঞান) লাভ করিবার ত কোন অপেক্ষা নাই। আর তাহা হইলে পর, একটী শাখা যদি অবগত হওয়া যায় তাহা হইলে অপরাপর সমস্ত শাখাও নিশ্চয়ই জানা হইয়া যায়। (সুতরাং সিদ্ধান্তী যেরূপ সিদ্ধান্ত বলিতেছেন তাহা কিরূপে সঙ্গত হয়?)।

ইহার উত্তরে বক্তব্য, পূর্ব্বপক্ষবাদী যে কথা বলিতেছেন তাহা সত্য বটে। একটী শাখাতে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যেসমস্ত কর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, অন্য শাখাতেও সেই সমস্ত কর্ম্মই উপদিষ্ট হইয়াছে ; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন ভেদ নাই, একথা সত্য বটে। কিন্তু তথাপি এমন সব কতকগুলি কর্ম্ম আছে যেগুলি কোন কোন শাখায় মোটেই উল্লিখিত হয় নাই। যেমন ঋগ্বেদে আশ্বলায়ন শাখায় 'দর্শপূর্ণমাস' যাগ, আভিচারিক 'শ্যেন' যাগ, এবং 'সোম' যাগ ও 'বৃহস্পতি-সব' নামক যাগ, এসমস্তগুলি আম্নাত হয় নাই। কাজেই বলিতে হয়, নিজ শাখামধ্যস্থিত যে অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোম কর্ম্ম তাহাতেই তাহার অধিকার। পক্ষান্তরে অন্য শাখা সে অধ্যয়নও করে নাই এবং শ্রবণও করে নাই; সুতরাং সেই শাখা অধ্যয়ন না করিয়া সেখানে যেসমস্ত কর্ম্ম আম্নাত হইয়াছে সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা কিরূপে তাহার পক্ষে সম্ভব? আর এমনও কিছু নহে যে এই সোম যাগগুলি নিত্যকর্ম্ম। সুতরাং উহা না করিলে প্রত্যবায় হইবে এই ভয়ে অন্য শাখা হইতে তাহা খুঁজিয়া জানিয়া লওয়াও যে অপরিহার্য্য তাহা নহে। তবে, আধান কর্ম্মটীও ঐ শাখাদ্বয়ে আম্নাত হয় নাই বটে, তথাপি "আহবনীয় অগ্নি উদ্ধৃত কর" ইত্যাদি বাক্যে তথায় আহবনীয় অগ্নির বিধান বলা হইয়াছে। কাজেই অধ্যয়নকালে ঐ অংশটীর অর্থবোধ করা আবশ্যক হয়। কিন্তু লোকব্যবহার হইতে তাহা যখন জানা যায় না তখন তাহার অর্থ (স্বরূপ, প্রক্রিয়া, পরিপাটী) জানিবার জন্য অন্য শাখা খোঁজ করিতে হয়। তখন ঐ ব্যক্তি অন্য শাখায় আম্নাত অগ্ন্যাধান সম্বন্ধে সমস্ত প্রকরণটীই আলোচনা করিতে থাকে। এইরূপ, "অমাবস্যা যাগ করিয়া এবং পৌর্ণমাস যাগ করিয়া" ইত্যাদি বাক্য যখন শ্রবণ (অধ্যয়ন) করে তখন নিশ্চয়ই তাহার 'এই কর্ম্মটীর স্বরূপ কিরকম' এই প্রকার সন্দেহ জন্মে ; এবং তাহার ফলে উহা জানিবার নিমিত্ত সে অন্য শাখায় গবেষণা করে। এইরূপ, অপরাপর যেসকল কাম্য অথবা নিত্য কর্ম্ম আছে সেই সকল কর্ম্মের যে যে অঙ্গকলাপ স্বশাখামধ্যে আম্নাত হয় নাই, যেমন আধ্বর্য্যব, ঔদ্গাত্র প্রভৃতি (অধ্বর্য্যুনামক ঋত্বিক্ এবং উদ্গাতা নামক ঋত্বিক্—ইঁহাদের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম) তাহা জানিয়া লইবার জন্যও ঠিক ঐভাবেই অন্য শাখার সেই অংশগুলি আয়ত্ত করিতে হয়। কিন্তু সেই অন্য শাখামধ্যে যে স্বতন্ত্র কর্ম্ম অসাধারণভাবে আম্নাত হয় তাহা জানা অন্য শাখীর পক্ষে সম্ভব নহে। তবে যাঁহারা একাধিক শাখা অধ্যয়ন করেন তাঁহাদের নিকট ঐসকল অসাধারণ অনুষ্ঠেয় (কর্ম্ম)গুলিও অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রকার অনেক শাখাধ্যয়ন এবং তাহার অর্থজ্ঞান না হইলেও (কেবল একটী শাখাধ্যয়নেই) কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা যায়। অথবা অল্প কিছু ব্যুৎপত্তি (অভিজ্ঞতা) লাভ করিয়াও ত যে-কেহ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে। (অতএব কর্ম্মানুষ্ঠান সম্পর্কিত জ্ঞান এবং বিদ্যা একই পদার্থ নহে। সুতরাং ঐ দুইটীকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে মানস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করায় কোন প্রকার দোষ—পুনরুক্তি ঘটে নাই।)

পক্ষান্তরে যাঁহার বিদ্যা নির্ম্মলা, যিনি চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থান ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ, তাঁহার সেই বিদ্যা নিশ্চয়ই মান্যস্থান হইবে। "গরীয়ঃ" এখানে, দুইটী দুইটী পদার্থের মধ্যে সম্প্রধারণ (একটীর আধিক্য, উৎকর্ষ) নিরূপণ বুঝাইতে 'ঈয়সুন্' প্রত্যয় হয়, এই নিয়ম অনুসারে 'ঈয়সু' প্রত্যয় হইয়াছে। পঙ্গু, অন্ধ এবং নির্ধন, ইহাদের বেদবিহিত কর্ম্মে অধিকার নাই বটে কিন্তু তাঁহারা যদি চতুর্দ্দশটী বিদ্যাস্থানে অভিজ্ঞ হন তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের ঐ বিদ্যার জন্যই পূজা লাভ করিবেন।

ঐ বিত্ত, বন্ধু প্রভৃতিগুলির পরস্পর বিরোধ ঘটিলে কোন্‌টী প্রবল এবং কোন্‌টী দুর্ব্বল তাহাই বলিতেছেন "গরীয়ঃ যদ্ যদ্ উত্তরম্"। এক ব্যক্তির আছে প্রচুর ধন আবার অন্য একজনের আছে বহুবন্ধুতা—অনেক বন্ধু; এরূপ স্থলে ঐ বহুবন্ধু সম্পন্ন লোকটী ঐ ধনবান্ ব্যক্তিরও সম্মানভাজন হইবে। কারণ, এখানে মূল শ্লোকে যেভাবে সাজান আছে তাহাতে যাহার পর যেটী উল্লিখিত সেই পরবর্ত্তীটী যাহার আছে সে ব্যক্তি সেই পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থযুক্ত লোকের নিকট অধিক গুরুত্বসম্পন্ন হইবে। এই রকম, বয়স অর্থাৎ বয়সের আধিক্য বন্ধুমত্তার তুলনায় বেশী গৌরব পাইবে। সুতরাং বিত্ত যখন ঐ বন্ধুমত্তার পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তখন সেই বিত্ত-শালিতার তুলনায় উহা অবশ্যই অধিক গুরুত্বসম্পন্ন। অতএব মহর্ষি গৌতম যে বলিয়াছেন "শাস্ত্রজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বযুক্ত—গৌরবস্থান, যেহেতু ঐ শাস্ত্রজ্ঞানই ধর্ম্মের মূল", ইহাও যুক্তিসঙ্গতই হইতেছে।

আচ্ছা! "গরীয়ঃ" এখানে যে উৎকর্ষবোধক 'ঈয়সু' প্রত্যয় হইয়াছে তাহা কিরূপে সঙ্গত হয়? কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তীটীর ত গুরুত্ব স্বীকৃত হইতেছে না। যেহেতু দুইটী পদার্থই যদি 'গুরু' হয় তাহা হইলে যেটীর মধ্যে গুরুত্বের উৎকর্ষ থাকিবে—যেটী বেশী গুরু হইবে সেটীকে বুঝাইতে গেলে তবেই ঐ 'ঈয়সু' প্রত্যয় প্রয়োগ করা চলে; কাজেই তখন ঐ পরবর্ত্তীটীকে 'গরীয়স্' বলা সঙ্গত হয়, তাহার 'গরীয়স্ত্ব' থাকে। আর তাহা হইলে এখানে বিত্তটী প্রথমে উল্লিখিত হওয়ায় উহার পূর্ব্বে যখন আর কিছু নাই তখন উহার কোনরূপ গুরুত্বই থাকিতেছে না, উহাও গুরু অতএব সম্মানস্থান, একথা ত বলা চলে না? ইহার উত্তরে বক্তব্য, উল্লিখিত ঐ বস্তুগুলির সব কয়টীর মধ্যেই সাধারণভাবে গুরুত্ব আছে; কাজেই সেই গুরুত্বের তুলনায় অপরটীর গুরুত্বের উৎকর্ষ হইবে, এই প্রকার অর্থ বুঝাইতেছে বলিয়া এখানে 'ঈয়সু' প্রত্যয় প্রয়োগ করা সঙ্গত হইয়াছে। 'মান' অর্থ পূজা; তাহার স্থান অর্থাৎ কারণ=মানস্থান। এখানে 'মান্যস্থান' এইরূপ পাঠ ধরা হইলে 'মান্য' শব্দটীর মধ্যে 'ভাবার্থ' নিহিত আছে বুঝিতে হইবে। আর তখন অর্থটী হইবে, ঐগুলি মান্যত্বের স্থান—মান্যত্বের কারণ। ১৩৬

(পূর্ব্বোল্লিখিত ঐ পাঁচটী যদি কোন ব্যক্তিতে অধিক সংখ্যায় বিদ্যমান থাকে কিংবা উৎকৃষ্ট-জাতীয় হয় তাহা হইলে তাহাই ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মধ্যে মাননীয়তার কারণ হইবে। কোন ব্যক্তি শূদ্র হইলেও যদি সে বয়সে নবতিবর্ষের অধিক হয় তবে সেও সম্মানার্হ হইবে।)

(মেঃ)—একত্র এক-একটী গুণের সম্পর্ক থাকিলে পরবর্ত্তীটী যে জ্যায়ান্ (অধিক গুরুত্বযুক্ত) একথা বলা হইল। এক্ষণে সন্দেহ হইতে পারে যে, যদি কাহারও মধ্যে একত্র পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী পদার্থের সমাবেশ ঘটে এবং অপর একজনের মধ্যে তৃতীয়টী বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে সেরূপ স্থলে ঐ গুরুত্বের উৎকর্ষ কোথায় স্বীকার করা উচিত? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন "পঞ্চানাম্" ইত্যাদি। এই যে পাঁচটী সম্মানস্থান নির্দ্দেশ করা হইল ইহাদের মধ্যে যেখানে যে ব্যক্তির মধ্যে "ভূয়াংসি"=সব ক'টী না হইলেও বেশীর ভাগগুলি থাকিবে, তিনিই মাননীয় হইবেন; সেখানে পরবর্ত্তিত্বটী গুরুত্বযুক্ত বলিয়া আদৃত হইবে না। যেমন, এক ব্যক্তির প্রচুর ধনও আছে এবং অনেক বন্ধুও আছে, আবার অন্য এক ব্যক্তি কেবল বয়সে বৃদ্ধ মাত্র ; এরূপ স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী পরবর্ত্তীটীর উৎকর্ষ বিষয়ে বাধাই জন্মাইবে—এখানে বৃদ্ধত্বও মান্যত্বের কারণ হইবে না। আবার ঐ পূর্ব্ববর্ত্তীগুলির একত্র সমাবেশ ঘটিলেও যদি ঐগুলি শ্রেষ্ঠ না হয়, নামে মাত্র বিদ্যমান থাকে পক্ষান্তরে একজন ব্যক্তির মধ্যে ঐ একটী বস্তুই অতি উৎকৃষ্ট হয়—তাহা হইলে সেরূপ স্থলে উভয়ের মান্যত্ব সমপ্রকার হইবে (তারতম্য থাকিবে না); পূর্ব্ববর্ত্তীগুলি পরবর্ত্তীটীর বাধক হইবে না, কারণ একটী হইলেও সেটী (সেই পরবর্ত্তীটী) শ্রেষ্ঠ। আবার যদি এমন হয় যে "ভূয়াংসি"=অনেকগুলি এবং সেগুলি "গুণবন্তি"=উৎকৃষ্ট, তাহা হইলে তখন উহাদের পরবর্ত্তী-গুলির সংখ্যার সমতা থাকিলে অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তীগুলি যদি পরবর্ত্তীগুলির সহিত সংখ্যায় সমান হয় তথাপি সেখানে পূর্ব্বপরত্ব নিবন্ধন বাধ্যবাধকভাব হইবে না অর্থাৎ সমসংখ্যক পরবর্ত্তীগুলি দ্বারা সমসংখ্যক পূর্ব্ববর্ত্তীগুলির বাধ হইবে না (কারণ, সেখানে পূর্ব্ববর্ত্তীগুলি "গুণবন্তি"= উৎকৃষ্ট); কিন্তু সেরূপ স্থলে পূর্ব্ব এবং পর উভয়ের সমানতাই হইবে। আচ্ছা! "মূল শ্লোকে যখন বলা হইয়াছে, 'যেখানে গুণবৎ অর্থাৎ উৎকৃষ্টগুলি থাকিবে তাহাই সেখানে সম্মানের আস্পদ হইবে', তখন পূর্ববর্ত্তীগুলি পরবর্ত্তীগুলির সমসংখ্যক হইলেও (তুল্যবল না হইয়া ঐ গুণবত্তা

অর্থাৎ উৎকৃষ্টতা নিবন্ধন) পরবর্ত্তীগুলিরই 'বাধ' ঘটাইবে, ইহা বলাই ত যুক্তিযুক্ত। এরূপ আপত্তি উত্থাপন করা সঙ্গত হইবে না। কারণ গুণসকল ইহার তুল্যতা সম্পাদন করিয়াই চরিতার্থ হইয়া যায়। (এস্থলের অভিপ্রায় এই যে, পরবর্ত্তীর দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তীটীর বাধ হয়, ইহাই নিয়ম, বলা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তীর সংখ্যাধিক্য ঘটিলে উভয়ে সমান বল হয়; উভয়ে যদি সম-সংখ্যক হয় তাহা হইলে কিন্তু প্রথম নিয়ম অনুসারে পরবর্ত্তীর দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তীর বাধ হইবে। তবে যদি এমন হয় যে, পূর্ব্ববর্ত্তীগুলির মধ্যে গুণগত শ্রেষ্ঠতা বা উৎকৃষ্টতা আছে, সেরূপ স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তীগুলি সমসংখ্যক হইলেও পরবর্ত্তীর দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তীর বাধ হইবে না, কিন্তু উভয়ের তুল্যতা অর্থাৎ সমানবলতা হইবে। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তীগুলির যেখানে বাধপ্রাপ্তি সম্ভাবনা ঘটিতেছিল সেখানে তাহার গুণবত্তা অর্থাৎ উৎকৃষ্টতা সেই বাধটীকে রহিত করিয়া দিয়া পরবর্ত্তীর সহিত যে তুল্যতা সম্পাদন করিতেছে, ইহাই যথেষ্ট, ইহাতেই উহা চরিতার্থ হইয়া যায়; তাহার উপর আবার পরবর্ত্তীটীর বাধ জন্মাইয়া দিবে, ইহা স্বীকার করিবার স্বপক্ষে কোনও কারণ নাই।) ইহার উদাহরণ যেমন, ইনিও বিদ্বান্ আবার উনিও বিদ্বান্ বটে; কিন্তু ইঁহাদের দুইজনের মধ্যে যাঁহার বিদ্যা গুণবতী (প্রকর্ষযুক্ত), তিনিই প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হন। সকল স্থলেই এই একই নিয়ম বুঝিতে হইবে।

"ত্রিষু বর্ণেষু"=ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, এই তিন বর্ণের পক্ষেই (এই নিয়ম বুঝিতে হইবে)। ক্ষত্রিয়েরও যদি এই সকল গুণ সংখ্যায় অধিক এবং উৎকৃষ্টতাসম্পন্ন হয় আর কোন ব্রাহ্মণ যদি গুণহীন হয় তাহা হইলে সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলেও, জাতি অনুসারে উৎকৃষ্ট (উচ্চ) হইলেও তাহার কাছে সেই ক্ষত্রিয় পূজার পাত্র। এইরূপ, ঐ প্রকার গুণসম্পন্ন বৈশ্য ক্ষত্রিয়েরও মান্য। এইরূপ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই নিকটে একজন শূদ্রও মান্য হইবে যদি সে "দশমীং গতঃ"=দশমী অবস্থায় বা দশের কোঠার বয়সে উপস্থিত হয়। এখানে 'দশমী' পদটীর দ্বারা অন্তিম অবস্থা অর্থাৎ চরম বয়স বুঝাইতেছে। ইহা অত্যন্ত বৃদ্ধত্বের বোধক। অতএব ইহা দ্বারা এই কথা বলিয়া দেওয়া হইল যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের নিকট শূদ্রের বিত্ত এবং বন্ধু সম্মান কারণ নহে; কারণ, শূদ্রের সম্মানের কারণ তাহার 'দশমী অবস্থা'; ইহাই ঐ 'দশমী' পদটীর প্রয়োগ দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইতেছে। আর, কর্ম্ম এবং বিদ্যা নিবন্ধন সম্মানার্হতা শূদ্রের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়; কারণ, শ্রৌত, স্মার্ত্ত কর্ম্ম এবং বেদবিদ্যায় তাহার অধিকারই নাই।

"ভূয়াংসি" ইহা দ্বারা কেবলমাত্র আধিক্যই বোধিত হইতেছে; কিন্তু কেবল বহুত্বসংখ্যা এরূপ অর্থ এখানে মোটেই বক্তব্য নহে। কাজেই পূর্ব্বোক্ত দুইটী পদার্থেরও একত্র সমাবেশ ঘটিলে যে পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যবস্থা হইবে, তাহাও পাওয়া যাইতেছে। এই বহু শব্দটী যে কেবল সংখ্যাবোধকই হইবে, এরূপ কোন নিয়ম প্রমাণসিদ্ধ নহে। বিশেষতঃ, এটী হইতেছে 'ভূয়স্' শব্দ, ইহা 'বহু' শব্দ নহে; আর এই 'ভূয়স্' শব্দটী আধিক্য অর্থে ব্যবহৃত হয় এমন বহু প্রয়োগ বহু স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, "এখানে ভূয়ঃ=অধিক পরিহার আছে" "ভূয়ঃ=প্রচুর উন্নতিযুক্ত করিয়া দিব" ইত্যাদি। আর, 'ভূয়াংসি' এখানে যে বহুবচন রহিয়াছে তাহাও বিবক্ষিত নহে। কারণ, 'জাতি-অর্থে' এই বহুবচন। যদি এখানে ঐ বহুত্বটী বিবক্ষিত হইত তাহা হইলে একজনের মধ্যে ঐ নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী একটী যদি থাকে এবং তাহা যদি গুণযুক্ত (উৎকৃষ্ট) হয় তাহা হইলে তাহা আর সেই ব্যক্তির সম্মানলাভের কারণ হইতে পারে না। আর, তাহা হইলে আগে যাহা জানাইয়া দেওয়া হইল সেই ব্যবস্থাটীও বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পড়ে। আরও কথা, "দশমী দশা প্রাপ্ত শূদ্রও সম্মানের পাত্র" ইহা দ্বারা যখন কেবলমাত্র বয়সকেই (একটীমাত্র বস্তুকেই) সম্মান প্রাপ্তির কারণ বলা হইয়াছে তখন ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে অন্যস্থলটীতেও বহুবচনটীতে তাৎপর্য্য নাই—ঐ গুণগুলির মধ্যে একত্র বহুর সমাবেশ ঘটিলে তবেই সম্মানপাত্র হইবে, ইহা বক্তব্য হইতে পারে না। শিষ্ট লোকাচারও এইরূপ। ১৩৭

(রথাদি যানারূঢ় ব্যক্তি, অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি, রোগী, ভারবাহী, স্ত্রীলোক, স্নাতক এবং রাজা ও বর ইহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিবে—নিজে এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইবে।)

(মেঃ)—ইহাও অপর এক প্রকার পূজা (সম্মান); প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলা হইতেছে। "চক্রী" অর্থ রথারোহী ব্যক্তি; কোন স্থানে গমন করিবার জন্য কোন যান (গাড়ী) চলিতেছে তাহার মধ্যে যে-লোক বসিয়া আছে। তাহাকে "পন্থাঃ দেয়ঃ"=পথ ছাড়িয়া দিতে হয়। যে ভূখণ্ডের উপর দিয়া গ্রামে অথবা দেশান্তরে যাওয়া যায় সেই পদ্ধতিটীকে (গমন সাধনটীকে) 'পথ' বলা হয়।

সেই পথের মধ্যে যদি পিছন দিক্ থেকে কিংবা সামেন্ দিক্ থেকে কোন রথারূঢ় ব্যক্তি আসিয়া পড়ে তাহা হইলে যে-ব্যক্তি পায়ে হাঁটিয়া যাইতেছে তাহার কর্ত্তব্য সেই পথের অগ্রভাগ হইতে সরিয়া দাঁড়ান (পাশ দেওয়া); কারণ, তাহা না হইলে সে যানারূঢ় ব্যক্তিটীর পথ রোধ করিয়া ফেলিবে। "দশমীস্থ" ইহার অর্থ যাঁহার বয়স অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছে। "রোগী"—যে-ব্যক্তি ব্যাধিতে অত্যন্ত পীড়িত। "ভারী"—যে-লোক ধান্য প্রভৃতির ভার বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। সে লোকটীর প্রতিও (পথ ছাড়িয়া দিয়া) অনুগ্রহ প্রকাশ করা উচিত; কারণ সে পথে এধার ওধার করিতে অসমর্থ। "স্ত্রিয়াঃ"=স্ত্রীলোককেও পথ ছাড়িয়া দিবে; তাহার জাতি, গুণ, কিংবা স্বামী—এসকল সম্পর্ক বিবেচনা করিবে না; যেহেতু সে স্ত্রীলোক, কেবল ইহারই জন্য তাহাকে নির্ব্বিচারে পথ ছাড়িয়া দিবে। "রাজা";—রাজা বলিতে এখানে (ক্ষত্রিয় নহে কিন্তু) যে-কোন জাতীয় লোক, তিনি যদি দেশের অধীশ্বর হন তবে তাঁহাকেও পথ ছাড়িয়া দিবে। এখানে 'রাজ।' অর্থে যে 'ক্ষত্রিয় জাতি' ধর্ত্তব্য নহে তাহার কারণ আচার্য্য স্বয়ং অগ্রে 'পার্থিব' শব্দ প্রয়োগে নিগমন করিয়া এই সিদ্ধান্তই স্থির করিয়া দিয়াছেন ; যেহেতু 'পৃথিবীর ঈশ্বর (দেশাধিপতি)= পার্থিব', ইহাই ঐ শব্দটীর যৌগিক অর্থ।

ইহাতে কেহ কেহ এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, এখানে উপক্রমে (বক্তব্য বিষয়টীর প্রারম্ভে) 'রাজা' এই শব্দটী যখন প্রয়োগ করা হইয়াছে তখন পরবর্ত্তী স্থলে অন্য বাক্যের মধ্যে যে 'পার্থিব' শব্দটী রহিয়াছে তাহারও অর্থ ঐ 'রাজ' শব্দটীর অর্থের সহিত সমান হওয়াই উচিত। আর 'রাজ' শব্দ যে ক্ষত্রিয়বাচক, রাজ শব্দের মুখ্য অর্থ যে ক্ষত্রিয় তাহা ত জানাই আছে। ঐ 'রাজ' শব্দটী এখানে উপক্রম-বাক্যে ব্যবহৃত হইয়াছে; উহার ঐ অর্থের বিরোধিতা করিতে পারে এমন কিছু তখনও প্রকাশ পায় নাই ; কাজেই অসঞ্জাতবিরোধিত্ব হেতু (যে হেতু উহার বিরোধী কোন প্রতিপক্ষ তখন বিদ্যমান নাই সে কারণে) উহা প্রবল; এজন্য উহার মুখ্যার্থকে অন্যথা করিবার কেহ নাই। অতএব ঐ 'রাজ' শব্দটীর মুখ্যার্থই এখানে গ্রহণ করা উচিত। পক্ষান্তরে পরবর্ত্তী শ্লোকে প্রাবল্য-দৌর্ব্বল্য নিরূপণ করিয়া দিবার জন্য যে বাক্য (বলাবল বাক্য) রহিয়াছে সেখানে 'পার্থিব' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে; (সুতরাং উহা উপসংহার বাক্যস্থ হওয়ায় উপক্রম-বাক্যস্থ 'রাজ' শব্দ অপেক্ষা দুর্ব্বল; একারণে ঐ 'রাজ' শব্দটীর অর্থ অনুসারেই 'পার্থিব' শব্দটীর অর্থ নিরূপিত হওয়া উচিত; অতএব 'পার্থিব' শব্দটীরও অর্থ ক্ষত্রিয় হওয়াই সঙ্গত বলিয়া), পৃথিবী পালনকারী (দেশাধিপতি) যে-কোন জাতীয় ব্যক্তি পার্থিব এরূপ অর্থ এখানে স্বীকার করা অসঙ্গত। কারণ, পৃথিবী পালনরূপ ধর্ম্ম যাহার আছে সে পার্থিব। আর ঐ পৃথিবী পালনরূপ ধর্ম্মটী ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষেই বিহিত। সুতরাং 'পার্থিব' শব্দটীর ঐপ্রকার অর্থ গ্রহণ করাও যখন সম্ভব তখন তাহা স্বীকার না করিবার হেতু কি? অতএব ঐ পার্থিব শব্দটীর যৌগিক অর্থের অনুরোধে এখানে 'রাজ' শব্দটীর মুখ্যার্থ ছাড়িয়া দিয়া দেশাধিপতি যে-কোন জাতীয় লোককে রাজা বলা অসঙ্গত।

এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করা হইলে ইহার উত্তরে বক্তব্য,—"স্নাতক নৃপের নিকটেও সম্মান পাইবার অধিকারী" এই পরবর্ত্তী বাক্যটীতে মাননীয়তার বিষয় বলা হইয়াছে। আর ইহা আগে থেকেই নিরূপিত হইয়া আছে যে, স্নাতক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতীয় ব্যক্তিমাত্রেরই মাননীয়। "ব্রাহ্মণং দশবর্ষং" ইত্যাদি বচনে ইহা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ বচনটীতে যে 'ভূমিপ' শব্দটী আছে তাহা যে কেবল দেশাধিপতি ক্ষত্রিয়বাচক নহে কিন্তু ক্ষত্রিয় জাতিমাত্রেরই উপলক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞাপক বা বোধক তাহাও সেখানে (ব্যাখ্যামধ্যে) বলা হইয়াছে। আর উহা উপলক্ষণরূপে ক্ষত্রিয় জাতিকে বুঝায় বলিয়া কোন ক্ষত্রিয় ব্যক্তি যদি প্রজেশ্বর হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষেও যে ইহাই ধর্ম্ম তাহাও বুঝা যায়। (সুতরাং ইহা দ্বারা অতিরিক্ত কিছু নির্দ্দেশ করা হয় না বলিয়া বাক্যটী অনর্থক হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহার অর্থ যদি দেশাধিপতি—যে-কোন বর্ণের লোক ধরা হয় তাহা হইলে রাজার সম্মান অধিক, কিন্তু স্নাতকের সম্মান তদপেক্ষাও অধিক, এই অতিরিক্ত অর্থটী পাওয়া যায়। এজন্য তাহাই এখানে গ্রহণীয়)। "বর"=যে লোক বিবাহ করিতে যাইতেছে। ইহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিতে হয়। "পন্থা দেয়ঃ" এখানে ('দেয়' পদটীতে) যে 'দা' ধাতুটী রহিয়াছে উহার অর্থ কেবলমাত্র 'ত্যাগ' এইটুকুই বিবক্ষিত। আর পথ থেকে সরিয়া দাঁড়ানই হইতেছে এখানে ঐ 'ত্যাগ'। এইজন্যই এখানে 'দা' ধাতুর যোগে চতুর্থী বিভক্তি প্রয়োগ করা হয় নাই। ১৩৮

(কিন্তু ঐ সমস্ত ব্যক্তি সকলে যদি পথে সমবেত হয়—ঘটনাক্রমে একই সংগে রাস্তার একই জায়গায় যদি উহারা সকলে উপস্থিত হইয়া পড়ে আর সেই সময় যদি সেই দেশাধিপতি কিংবা কোন স্নাতকও আসিতে থাকেন তাহা হইলে ঐ নরপতি এবং স্নাতকই সমবেত সকলের মান্য হইবেন—তাঁহাদের পথ সকলকে সর্ব্বাগ্রে ছাড়িয়া দিতে হইবে। আবার কেবল নরপতি ও স্নাতকের যদি উপস্থিতি ঘটে তাহা হইলে ঐ স্নাতক ব্যক্তিই সেই রাজার নিকট সম্মান পাইবে অর্থাৎ রাজার কর্ত্তব্য হইবে ঐ স্নাতক ব্যক্তিকে পথ ছাড়িয়া দেওয়া।)

(মেঃ)—"তেষাং তু সমবেতানাং"=উহারা সকলে কিন্তু সমবেত হইলে; 'সমবেত' অর্থ (পথের মধ্যে একই জায়গায়) সন্নিপতিত অর্থাৎ সমাগত ;—। "মান্যো স্নাতকপার্থিবৌ"=স্নাতক এবং পার্থিব, ইহারা মাননীয়—যে পথ প্রদান করিবার কথা বলা হইতেছে সেইভাবে পথ ছাড়িয়া দিয়া (ইহাদের সম্মান রাখিতে হইবে)। "নৃপমানভাক্"=নরপতির সমীপে সম্মানলাভ করিবে। "তেষাং" এখানে নির্দ্ধারে ষষ্ঠী হইয়াছে। ঐ 'চক্রী' প্রভৃতি ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে পথ ছাড়িয়া দেওয়াটা কিন্তু বিকল্প হইবে—দিতেও পারিবে, না দিতেও পারিবে। ঐ বিকল্পটী শক্তি-সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিতেছে অর্থাৎ যদি সামর্থ্য থাকে তবে একে অন্যকে পথ ছাড়িয়া দিবে, তা না হ'লে দিবে না। ১৩৯

(যে ব্রাহ্মণ শিষ্যকে উপনীত করিয়া কল্প ও রহস্যসমেত বেদ অধ্যাপনা করিয়া থাকেন ঋষিগণ তাঁহাকে আচার্য্য বলেন।)

(মেঃ)—আচার্য্য প্রভৃতি শব্দের অর্থ নিরূপণ করিয়া দিবার জনাই এইবার বলিতে আরম্ভ করা হইতেছে। কারণ এই সমস্ত শব্দগুলির প্রয়োগ ঔপচারিকভাবে (গৌণার্থকরূপেই) বৃদ্ধব্যবহারসিদ্ধ। আচার্য্য পাণিনি প্রভৃতি মুনিগণই শব্দ ও অর্থের যেরূপ বাচ্যবাচক সম্বন্ধ আছে সে বিষয়ের স্মৃতি (অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ প্রভৃতি) নিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এই আচার্য্য প্রভৃতি শব্দের অর্থ নিরূপণ করিয়া দেন নাই। (এইজন্য এখানে তাহা নিরূপণ করা হইতেছে।) আচার্য্য প্রভৃতি পদের অর্থ সম্বন্ধে এই যে স্মৃতি ইহা কিন্তু বৃদ্ধব্যবহারমূলক, ইহা পাণিনি প্রভৃতি মুনিগণের অষ্টাধ্যায়ী প্রভৃতি স্মৃতির ন্যায় বেদমূলক নহে। কারণ, এখানে (আচার্য্য প্রভৃতি শব্দের অর্থ নিরূপণ দ্বারা) কোন কর্ত্তব্যতা উপদেশ করা হইতেছে না। যেহেতু —'এই শব্দের অর্থ এই' ইত্যাদি প্রকারে তাঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়টী হইতেছে সিদ্ধস্বরূপ—(সিদ্ধ বস্তু প্রতিপাদক), কিন্তু উহা সাধ্যস্বরূপ নহে—উহা দ্বারা কোন সাধ্যবস্তু (ক্রিয়া) প্রতিপাদিত হয় নাই।

"উপনীয়"=উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করিয়া,—। "যঃ"=যিনি, "বেদম্ অধ্যাপয়েৎ"=বেদ গ্রহণ করান তিনি আচার্য্য। 'বেদ গ্রহণ' ইহার অর্থ অন্য কোন অধ্যয়ন কর্ত্তার অধ্যয়ন ক্রিয়ার অপেক্ষা না রাখিয়াই বেদবাক্য সকল ঠিক ঠিক পরের পর স্মরণ করা—(বেদবাক্য সকলের বর্ণ, পদ প্রভৃতির যেরূপ পর পর বিন্যাস আছে ঠিক সেইভাবে তাহা মনে করিয়া রাখা)। 'কল্প' ইহা দ্বারা সব কয়টী বেদাঙ্গই বোধিত হইয়াছে। 'রহস্য' অর্থ উপনিষৎ। যদিও বেদ শব্দ বলায় উপনিষৎও বোধিত হয় (কারণ, উপনিষৎও বেদ ছাড়া অন্য কিছু নহে) অতএব পৃথক্‌ভাবে উহার নির্দ্দেশ অনাবশ্যক, তথাপি ঐভাবে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন আছে। সেটী হইতেছে এইরূপ,—ঐ উপনিষৎগুলির অপর একটী নাম আছে 'বেদান্ত'। 'বেদ-অন্ত'—এখানে এই 'অন্ত' শব্দটীর অর্থ সমীপ; সুতরাং এতদনুসারে বেদান্ত বেদ নহে, এই প্রকার শংকা হয়ত হইতে পারে। এ কারণে উহা নিরস্ত করিবার জন্য 'রহস্য' শব্দটী উল্লেখ করা হইয়াছে। অপর কেহ কেহ বলেন, 'রহস্য' শব্দটী বেদার্থকে বুঝাইতেছে। কাজেই শিষ্য যদি কেবলমাত্র বেদাক্ষরগুলি গ্রহণ (আয়ত্ত) করে তাহাতে আচার্য্যত্ব নিষ্পন্ন হইবে না (সেরূপ শিষ্যের গুরু 'আচার্য্য' পদবাচ্য হইবেন না), কিন্তু ব্যাখ্যাসমেত বেদার্থ গ্রহণ করান হইতেই আচার্য্যত্ব নিষ্পাদিত হয়—শিষ্যকে বেদাক্ষর গ্রহণ করাইয়া তাহার ব্যাখ্যা দ্বারা অর্থাববোধ জন্মাইয়া দিলে তবেই তিনি আচার্য্য হইবেন, নচেৎ নহে। অভিধানকোশেও এইরূপ অর্থই বলা আছে, যথা, "যিনি বেদমন্ত্রসকলের অর্থ বিবৃত করিয়া দেন তিনি আচার্য্য নামে অভিহিত হন"। এখানে যে 'মন্ত্র' শব্দটী আছে উহা বেদবাক্যমাত্রেরই উপলক্ষণ (জ্ঞাপক) অর্থাৎ উহা দ্বারা মন্ত্রাত্মক এবং ব্রাহ্মণাত্মক সকল প্রকার বেদবাক্যই লক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে বক্তব্য,—এই প্রকার ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে এপক্ষে বলিতে হয় যে বেদের অর্থ

সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাও 'আচার্য্যকরণ বিধি' প্রযুক্ত, কেবলমাত্র অক্ষরগ্রহণরূপ অধ্যয়নই ঐ বিধির তাৎপর্য্যার্থ নহে। আর তাহা যদি হয় তাহা হইলে কিন্তু (এই দোষ ঘটে যে) সমস্ত স্বাধ্যায় বিধিটীর অনুষ্ঠান সকলেই সকলকে করাইতে পারে। বেশ ত, অধ্যাপন বিধিপ্রযুক্ত যে স্বাধ্যায় বিধির অনুষ্ঠান তাহা দ্বারাই না হয় ব্রহ্মচারীর স্বাধ্যায় বিধির অনুষ্ঠানরূপ স্বার্থসিদ্ধি হইয়া যাইবে। ইহাতে দোষ এই যে, আচার্য্যকরণ বিধিটী যখন কাম্যকর্ম্ম (আর কাম্যকর্ম্ম না করিলেও চলে) তখন ঐ বিধি অনুসারে আচার্য্য যদি অধ্যাপনকর্ম্মে প্রবৃত্ত (অধ্যাপনকর্ম্মে নিযুক্ত) না হন তাহা হইলে কিন্তু 'স্বাধ্যায় বিধি'র যাহা প্রতিপাদ্য বিষয় তাহারও অনুষ্ঠান করা (শিষ্যের পক্ষে) সম্ভব হয় না; (কারণ আচার্য্য বিনা বেদাধ্যয়ন হইতে পারে না)। আর তাহা হইলে স্বাধ্যায় বিধির যে নিত্যতা সিদ্ধ আছে তাহা বাধা প্রাপ্তই হইয়া পড়ে। (কারণ আচার্য্য বিনা অধ্যয়ন করা সম্ভব না হওয়ায় বিধ্যর্থটীর অনুষ্ঠান হইতেছে না)। আরও কথা, 'রহস্য' শব্দটী যে 'বেদার্থ'বাচক, ইহা প্রসিদ্ধও নহে। অতএব উক্ত প্রকার ব্যাখ্যায় ঐ সকল দোষ উপস্থিত হয় বলিয়া প্রথম প্রকার ব্যাখ্যার মধ্যে 'রহস্য' শব্দটীকে পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করিবার যেরূপ প্রয়োজন (সার্থকতা) দেখান হইয়াছে তাহাই সঙ্গত। অথবা 'রহস্য' (উপনিষৎ) ভাগের প্রাধান্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতা আছে বলিয়া পৃথকভাবে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। আর "যিনি মন্ত্রার্থ বিবৃত করেন" ইত্যাদি যে বচনটী দেখান হইয়াছে উহারও প্রামাণ্য স্বীকার্য্য হইতে পারে না; কারণ, উহা কোন স্মৃতিই নহে। তাহার উপর ঐ বচনটীর 'মন্ত্র' শব্দটী যে বেদবাক্যমাত্রেরই উপলক্ষণ, একথা স্বীকার করিবার পক্ষে কোন প্রমাণও নাই। অতএব বলিতে হয় যে, এই শ্লোকোক্ত বিধিটীর প্রয়োজন কেবল পাঠ সম্পাদন করা—শিষ্যের অক্ষরগ্রহণাত্মক পাঠ সম্পাদন দ্বারাই আচার্য্যত্ব নিষ্পাদিত হইবে। এইজন্য, মাণবক যদি বেদের স্বরূপ গ্রহণ (অক্ষর আয়ত্ত করা) সম্পন্ন করে তাহা হইলেই আচার্য্যকরণ বিধিটী চরিতার্থ হইয়া যায়। ১৪০

(যিনি জীবিকানির্ব্বাহের জন্য মাণবককে বেদের কিয়দংশ কিংবা কেবল বেদাঙ্গসকল অধ্যাপনা করেন তাঁহাকে উপাধ্যায় বলা হয়।)

(মেঃ)—বেদের একদেশ (কিয়দংশ) ইহার অর্থ বেদের মন্ত্রভাগ অথবা ব্রাহ্মণভাগ। কিংবা বেদ বাদ দিয়া (বেদ না পড়াইয়া) কেবল বেদাঙ্গসকল অধ্যাপনা করেন। অথবা সমগ্র বেদই অধ্যাপনা করেন কিন্তু তাহা "বৃত্ত্যর্থম্"=জীবিকার জন্যই করিয়া থাকেন, পরন্তু আচার্য্যকরণ বিধিপ্রযুক্ত হইয়া ধর্ম্মের জন্য যিনি তাহা করেন না, তিনি হইবেন 'উপাধ্যায়'—তিনি 'আচার্য্য' নহেন। এইরূপ, যে মাণবকটীর উপনয়ন অপরে সম্পাদন করিয়াছেন তাহাকে কেহ সমগ্র বেদ অধ্যাপনা করিলেও তিনি আচার্য্য পদবাচ্য হইবেন না। আবার কেহ যদি মাণবকটীকে উপনয়ন-সংস্কৃত করিয়াও 'সমগ্র' বেদ (শাখা) না পড়ান তাহা হইলে তিনিও 'আচার্য্য' নামে অভিহিত হইবেন না। ইহাতে এইরূপ সংশয় হইতে পারে যে, বেদের একদেশ মাত্র গ্রহণ করা হয় যাঁহার নিকট তিনি উপাধ্যায়; আর আচার্য্যের লক্ষণে বেদাধ্যাপনের সহিত উপনয়ন নিষ্পাদন অবশ্য অপেক্ষিত ইহাই যদি হয় তাহা হইলে যিনি উপনয়ন দেন না অথচ সমগ্র বেদ পড়ান তাঁহাকে কি বলিয়া অভিহিত করা হইবে—তাঁহার সংজ্ঞা কি? কারণ, তিনি আচার্য্যও নহেন এবং উপাধ্যায়ও নহেন; আর তাঁহার অন্য কোন নামও উল্লিখিত হয় নাই। ইহার উত্তরে বক্তব্য—তিনি 'গুরু' হইবেন; "যাঁহার নিকট হইতে অল্পই হউক কিংবা অধিকই হউক শাস্ত্র গ্রহণ করা যায়" ইত্যাদি বচন অনুসারে তাঁহাকে 'গুরু' বলিতে হইবে; তিনি আচার্য্য অপেক্ষা ছোট কিন্তু উপাধ্যায় অপেক্ষা বড়। শ্লোকমধ্যে যে 'অপি' এবং 'পুনঃ' এই দুইটী শব্দ রহিয়াছে উহা পাদপূরণার্থক। ১৪১

(যিনি শাস্ত্র বিধি অনুসারে 'নিষেক' প্রভৃতি কর্ম্ম করেন এবং অন্ন দিয়া পালন করিয়া থাকেন সেই ব্যক্তিকে গুরু বলা হয়।)

(মেঃ)—এখানে 'নিষেক' শব্দটীর উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে পিতাই 'গুরু' এই নামে অভিহিত হইবেন। 'নিষেকাদি':—নিষেক অর্থ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে রেতঃপাত করা; ঐ নিষেক হইয়াছে আদি যেসমস্ত কর্ম্মের। এখানে 'আদি' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় উহা দ্বারা অপরাপর সংস্কার-গুলিও লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই সমস্ত কর্ম্ম যিনি সম্পাদন করেন এবং অন্নের দ্বারা যিনি সম্যক্ বর্দ্ধিত করেন (বড় করিয়া তুলেন)। "চান্নেন" ইহার বদলে "চৈবৈনম্ (=চ এব এনম্)"

এই প্রকার পাঠও আছে। ইহারও অর্থ ঐ একই প্রকার; কারণ অন্নের দ্বারাই সম্যক্ বর্দ্ধিত করা সম্ভব। আর 'এনং" ইহার অর্থ 'এই কুমারটীকে'। আচ্ছা! জিজ্ঞাসা করি, (ইদং বা এতদ্ শব্দের) পুনরুল্লেখ হইলে তবেই ত 'এন' আদেশ হয়? (কিন্তু এখানে ত কোন পুনরুল্লেখ নাই; কারণ) এখানে আগে একবারও ত ঐ কুমারের উল্লেখ করা হয় নাই (তবে 'এনং' পদটী কিরূপে এখানে সঙ্গত হয়?)। এরূপ সন্দেহ সঙ্গত নহে। কারণ, কুমার ছাড়া অন্য আর কাহার ঐ নিষেকাদি সংস্কার হইবে? কাজেই শব্দের অর্থবোধকতা শক্তি হইতেও অর্থনির্দ্দেশ হয়—অর্থ নিরূপণ করা হইয়া থাকে, যে শব্দটীর উল্লেখ থাকিবে কেবলমাত্র সেইটীরই অর্থ যে গ্রহণীয় হইবে তাহা নহে। "যঃ করোতি"=ঐ নিষেকাদি কর্ম্ম যিনি সম্পাদন করেন। এই দুইটী গুণ যাঁহার নাই, যিনি কেবল জন্মদাতা তিনি পিতাই হইবেন (তাঁহাকে কেবল পিতাই বলা হইবে), 'গুরু' বলা চলিবে না। ইহাতে এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না যে, পিতা যদি গুরু না হন তাহা হইলে তিনি পূজ্যও হইবেন না। কারণ, ঐ পিতাই সর্ব্বাগ্রে পূজনীয়। এইজন্য ব্যাসদেব বলিয়াছেন—"পিতা (সন্তানের) প্রভু, তিনি সন্তানের শরীরের উৎপত্তির কারণ, তিনি প্রিয়কারী, প্রাণদাতা, গুরু, হিতোপদেষ্টা এবং প্রত্যক্ষ দেবতা"। মূল শ্লোকটীতে যে 'বিপ্র' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে উহা দৃষ্টান্তস্বরূপ। ১৪২

(যিনি কাহারও দ্বারা বৃত হইয়া তাহার অগ্ন্যাধান, পাকযজ্ঞ এবং অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ সম্পাদন করেন তিনি তাহার 'ঋত্বিক্' বলিয়া অভিহিত হন।)

(মেঃ)—আহবনীয় প্রভৃতি অগ্নি যে কর্ম্মের দ্বারা উৎপাদিত হয় তাহা 'অগ্ন্যাধেয়' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উহা—"ব্রাহ্মণ বসন্তকালে অগ্নি আধান করিবেন" এই শ্রুতিবাক্যে বিহিত হইয়াছে। দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞ 'পাকযজ্ঞ' নামে অভিহিত হয়। 'অগ্নিষ্টোম' প্রভৃতি যজ্ঞগুলি সোম যাগ। 'মখ' শব্দটী ক্রতুর (যজ্ঞের) পর্য্যায়—সমানার্থক। এইসমস্ত কর্ম্ম যাহার জন্য যিনি সম্পাদন করেন তিনি তাহার 'ঋত্বিক্' বলিয়া অভিহিত হন। এখানে "যস্য"=যাহার এবং "তস্য"= তাহার—এই দুইটী শব্দ সম্বন্ধিতা নির্দ্দেশ করিতেছে। যাহার জন্য এই কর্ম্মগুলি করেন কেবল তাহারই 'ঋত্বিক্' হইবেন, অপরের নহে। এই যে আচার্য্য প্রভৃতি শব্দগুলি উল্লিখিত হইল ঐগুলি সবই সম্বন্ধমূলক শব্দ। "বৃতঃ"=প্রার্থিত হইয়া, শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে বরণ করা হইলে। কে কে মাননীয় (পূজার্হ), এই বিষয়টী নিরূপণ করিবার প্রসঙ্গবশতই এখানে 'ঋত্বিক্' সংজ্ঞা নিরূপণ করা হইল, (কারণ ঋত্বিক্ও মাননীয়); কিন্তু ব্রহ্মচারীর পালনীয় ধর্ম্মের মধ্যে ঋত্বিকের কোন স্থান নাই। ঋত্বিক্ও আচার্য্য প্রভৃতির ন্যায় পূজার পাত্র, কেবল এই মর্য্যাদাক্রমে এখানে ঋত্বিকের লক্ষণ বলা হইয়াছে। ১৪৩

(যিনি নির্দ্দোষ বেদাধ্যাপনের দ্বারা শিষ্যের শ্রবণদ্বয় আবৃত—পূর্ণ করিয়া দেন তাঁহাকে একাধারে মাতা এবং পিতা বলিয়া জানিবে, কদাচ তাঁহার অনিষ্ট করিবে না।)

(মেঃ)—"যঃ উভৌ কর্ণৌ=যিনি দুইটী কর্ণ "ব্রহ্মণা"=বেদাধ্যাপনের দ্বারা "আবৃণোতি"= আবৃত করিয়া দেন, তিনি মাতা এবং তিনি পিতা, জানিবে। ইহা দ্বারা কিন্তু অধ্যাপককে মাতা, পিতা বলিয়া ডাকিবার বিধান করা হইল না। কারণ, আচার্য্য প্রভৃতি শব্দের ন্যায় মাতা ও পিতা এই দুইটী শব্দেরও অর্থ প্রসিদ্ধ। যিনি জন্মদাতা তিনি পিতা, যিনি জননী (গর্ভধারিণী) তিনি মাতা। ইহা অধ্যাপকের স্তুতির জন্য ঔপচারিক প্রয়োগমাত্র। যেমন 'বাহীক' দেশের লোককে গুরু বলা হয়। ইহা জনসমাজে প্রসিদ্ধই আছে যে, পিতা এবং মাতা সন্তানের পরম উপকারী; তাঁহারা পুত্রের মঙ্গলসাধন করেন, অন্নাদি দ্বারা তাহাদিগকে পুষ্ট করেন, এমনকি নিজ শরীরের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়াও সন্তানের মঙ্গল করিতে প্রবৃত্ত হন। এইজন্য তাঁহারা মহোপকারী বলিয়া তাঁহাদের সহিত অভিন্নতা নির্দ্দেশ করিয়া উপাধ্যায়ের স্তুতি (প্রশংসা) করা হইতেছে। যিনি বিদ্যা দ্বারা উপকৃত করেন তিনি সকল উপকারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। "অবিতথং"—এটী ক্রিয়া বিশেষণ। অবিতথভাবে অর্থাৎ সত্যভাবে—অনক্ষর, অথবা বিগতস্বর যাহাতে না হয় সেইভাবে ব্রহ্ম (বেদ) উচ্চারিত হইলে তবেই তাহা দুষ্ট (দোষগ্রস্ত) হয় না। "তং ন দ্রুহ্যেৎ"= তাঁহার দ্রোহ করিবে না। 'দ্রোহ' অর্থ অনিষ্ট করা কিংবা তাহার উপর কোন অবজ্ঞা করা। "কদাচন"=কখনও (না);—এমনকি গ্রন্থ গ্রহণ (আয়ত্ত) করা সমাপ্ত হইয়া গেলেও তাহার পরবর্ত্তী কালেও তাঁহার প্রতি দ্রোহ করিবে না। নিরুক্তকারও এইরূপ বলিয়াছেন, যথা,—"যেসকল বিপ্র

গুরু কর্ত্তৃক অধ্যাপিত হইয়া তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে পূজা না করে” ইত্যাদি। এখানে যে “নাদ্রিয়ন্তে (ন-আন্দ্রিয়ন্তে)” কথাটী আছে ইহার ফলিতার্থ ‘অবজ্ঞা করে’। “সেই শিষ্যগণ যেমন গুরুর ভোগ্য হয় না—ভোগে আসে না—ঠিক সেইরূপ তাহাদের অধীত সেই শাস্ত্রও তাহাদিগের ভোগ সম্পাদন করে না, পালন করে না”। “আবৃণোতি” এস্থলে “আতৃণত্তি” এইরূপ পাঠান্তর আছে। উহার অর্থ ‘কর্ণদ্বয় বিদ্ধ করেন’;—এই প্রকার উপমা দ্বারা অধ্যাপনার কথাই বলা হইতেছে। এইরূপ বর্ণনাও (ভাগবতমধ্যে) রহিয়াছে, “শাস্ত্র যাহার শ্রবণগোচর হয় নাই সেই লোক ‘অবিদ্ধ কর্ণ’ বলিয়াই স্মৃতিমধ্যে উল্লিখিত”, (তাহার কর্ণবেধই হয় নাই)। ইহা, কৃতবিদ্য ব্যক্তির পক্ষে আচার্য্য, উপাধ্যায় অথবা গুরু সকল প্রকার অধ্যাপকেরই অনিষ্ট করিবার নিষেধ। ১৪৪

(আচার্য্য দশ জন উপাধ্যায়ের, পিতা শত আচার্য্যের এবং মাতা সহস্র পিতার গুরুত্ব অপেক্ষাও অর্থাৎ পিতার গুরুত্বের সহস্র গুণেরও অধিক গুরুত্বসম্পন্ন।)

(মেঃ)—আচার্য্য উপাধ্যায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পিতা আচার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং মাতা পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এখানে যে ‘দশ’ প্রভৃতি সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে উহা প্রশংসা ছাড়া আর কিছু নহে। পূর্ব্ব-পূর্ব্বটীর তুলনায় পর-পরটীর আধিক্য (উৎকর্ষ) এখানে বক্তব্য। এইজন্যই ‘সহস্র পিতার’ এইরূপ বলা খাটিতেছে। দশ জন উপাধ্যায়ের অতিরিক্ত অর্থাৎ দশ জন উপাধ্যায়েরও অধিক। আচ্ছা, ‘উপাধ্যায়ান্’ এখানে দ্বিতীয়া হইল কিরূপে? (অপেক্ষার্থে পঞ্চমী হওয়াই ত উচিত)। (উত্তর)—‘অতিরিচ্যতে’—এখানের ‘অতি’ এটী কর্ম্মপ্রবচনীয়; (সুতরাং ঐ কর্ম্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া হইয়াছে)। ‘দশ জন উপাধ্যায়কে অতিক্রম করিয়া সাতিশয় গৌরব দ্বারা যুক্ত হন’—এই প্রকার অর্থ বুঝাইতেছে, (কাজেই অপেক্ষার্থে পঞ্চমী হয় নাই)। অথবা “অতিরিচ্যতে”=অতিরেক যুক্ত হন, এখানে এই ‘অতিরেক’টীর অর্থ ‘আধিক্য’; ঐ আধিক্যের হেতু যে অভিভব তাহাই ঐ ধাতুটীর অর্থ; (কেননা, অভিভব না করিলে—ছাপাইয়া না গেলে আধিক্য হইতে পারে না)। সুতরাং “উপাধ্যায়ান্ অতিরিচ্যতে” ইহার অর্থ গৌরবের আধিক্য হেতু দশ জন উপাধ্যায়কে অভিভব করেন—ছাপাইয়া যান। “অতিরিচ্যতে” ইহা কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্যে প্রয়োগ; আর তাহা হইলে “দুহিপচ্যোর্বহুলম্” এই সূত্র অনুসারে সূত্রস্থ ‘বহুল’ শব্দটীর স্বারস্যে এখানেও কর্ম্মে দ্বিতীয়া থাকা বিরুদ্ধ নহে।

আচ্ছা, ঠিক পরের শ্লোকটীতেই যে বলিবেন ‘বেদদানকারী পিতা অর্থাৎ আচার্য্য জন্মদাতা পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ’, আবার এখানে বলিতেছেন ‘আচার্য্য অপেক্ষা পিতা শ্রেষ্ঠ’—ইহা ত পরস্পর বিরুদ্ধই হইল? ইহার উত্তরে বক্তব্য, এরূপ বলায় কোন দোষ হয় নাই। কারণ, নিরুক্ত-কারের সিদ্ধান্ত অনুসারে এখানে আচার্য্য শব্দের অর্থ অধ্যাপক নহে; কিন্তু যিনি কেবল সংস্কার সম্পাদন করেন অথবা কেবল আচার সম্বন্ধে উপদেশ দেন তিনি আচার্য্য; এইপ্রকার অর্থই এখানে অভিপ্রেত। ‘আচার গ্রহণ করান, এইজন্যই তিনি আচার্য্য’ (—নিরুক্ত)। আর, এমন কোন নিয়ম নাই যে কেবল নিজ শাস্ত্রে ব্যবহৃত সংজ্ঞা দ্বারাই ব্যবহার করিতে হইবে। ‘গুরু’ শব্দটী এখানে পিতা অর্থে পারিভাষিক, অথচ উহা আচার্য্য অর্থে যেখানে সেখানেই ব্যবহৃত হয়। কাজেই ‘আচার্য্যগণ অপেক্ষা পিতা শ্রেষ্ঠ’ ইহা দ্বারা এই কথাই বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, যিনি অতি অল্প পরিমাণই উপকার সাধন করিয়াছেন, যিনি কেবল উপনয়ন সংস্কারটী মাত্র সম্পাদন করিয়া আচার গ্রহণ করাইয়াছেন কিন্তু বেদ অধ্যাপনা করেন নাই তাঁহা অপেক্ষা পিতার এই শ্রেষ্ঠতা। আর এই শ্লোকটীতে যে ক্রম অনুসারে উপাধ্যায় প্রভৃতির উল্লেখ আছে সেই ক্রমটীও বিবক্ষিত (গ্রহণীয়) বলিয়া ইঁহাদের একত্র সমাবেশ যদি কখনও কোথাও ঘটে তাহা হইলে সেখানে সর্ব্বাগ্রে মাতাকে বন্দনা করিতে হইবে, তাহার পর পিতাকে, তদনন্তর আচার্য্যকে এবং শেষে উপাধ্যায়কে বন্দনা করিতে হয়। ১৪৫

(উৎপাদক পিতা এবং বেদদানকারী পিতা ইঁহাদের মধ্যে বেদদানকারী পিতাই শ্রেষ্ঠ। কারণ ব্রাহ্মণের যে বেদগ্রহণার্থ জন্ম সেটী ইহলোকে এবং পরলোকে চিরস্থায়ী।)

(মেঃ)—মুখ্য আচার্য্য সমীপবর্ত্তী হইলে এবং সংস্কারকর্ত্তা পিতাও সেখানে উপস্থিত হইলে বন্দন করিবার ক্রম কি? (কাহাকে প্রথম বন্দনা করা হইবে?)। উৎপাদক অর্থ জনক; ‘ব্রহ্মদাতা’ অর্থ অধ্যাপক; তাঁহারা দুইজনেই পিতা। এই দুইজন পিতার মধ্যে যিনি ‘ব্রহ্মদ’ পিতা তিনিই গরীয়ান্—শ্রেষ্ঠ। অতএব এই আচার্য্য এবং পিতা একত্র থাকিলে সেখানে আচার্য্যকেই প্রথমে

অভিবাদন করিতে হয়। এ সম্বন্ধে হেতুস্বরূপে অর্থবাদ বলিতেছেন "ব্রহ্মজন্ম" ইত্যাদি। ব্রহ্ম (বেদ) গ্রহণের জন্য যে জন্ম তাহাই "ব্রহ্মজন্ম"। "শাকপার্থিবাদয়শ্চ" এই নিয়ম অনুসারে এখানে সমাস হইয়াছে। এখানে এই সমাসটী স্বীকার করা হইলে 'ব্রহ্মজন্ম' ইহার অর্থ উপনয়ন। অথবা ব্রহ্মগ্রহণই (বেদগ্রহণই) জন্মস্বরূপ। উহা বিপ্রের (দ্বিজাতির) শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য—উহা পরলোকের উপকারক এবং ইহলোকেরও উপকারক। ১৪৬

(পিতা এবং মাতা যে গুপ্তভাবে সন্তানের জন্ম দেন তাহা কামমূলক। ঐ সময়ে মাতৃজঠরে সন্তান যে জন্মগ্রহণ করে তাহার নাম সম্ভূতি জানিতে হইবে।)

(মেঃ)—এইবারের দুইটী শ্লোক অর্থবাদ। মাতা এবং পিতা যে "এনং"=এই পুত্রকে "উৎপাদয়তঃ"=উৎপাদন করে "মিথঃ"=গোপনে পরস্পরে, "কামাৎ"=তাহা কামবশতই হয়। "তস্য"=সেই পুত্রের "যদ্ যোনৌ"=মাতৃজঠরে যে "অভিজায়তে"=অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল জন্মলাভ করে "তাং সম্ভূতিং বিদ্যাৎ"=তাহা 'সম্ভূতি' বলিয়া জানিবে। সম্ভূতি অর্থ সম্ভব বা উৎপত্তি। যেসমস্ত ভাবপদার্থের সম্ভব (উৎপত্তি) হয় তাহাদের বিনাশও ঠিক সেইভাবে অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ঐপ্রকার যে সম্ভব যাহার বিনাশ অনন্তর অবশ্যম্ভাবী তাহার প্রয়োজন কি? ১৪৭

(কিন্তু বেদজ্ঞ আচার্য্য শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সাবিত্রী দ্বারা ইহার যে জাতি অর্থাৎ জন্ম উৎপাদন করেন তাহাই সত্য এবং তাহাই জরা-মরণ বর্জ্জিত।)

(মেঃ)—পক্ষান্তরে আচার্য্যের নিকট হইতে যে জন্মলাভ হয় তাহার বিনাশ নাই। বেদগ্রহণ করা হইলে এবং তাহার অর্থজ্ঞান লাভ হইলে শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গ এবং অপবর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর এই সমস্তগুলিরই মূল হইতেছেন আচার্য্য। এইজন্য তিনি শ্রেষ্ঠ। "যাং জাতিম্ উৎপাদয়তি"=উপনয়ন নামে প্রসিদ্ধ যে সংস্কার সম্পাদন করেন, তাহাই দ্বিতীয়বার জন্ম; এইরূপে জন্মের প্রশংসা করা হইতেছে। "সাবিত্র্যা"=সাবিত্রী দ্বারা অর্থাৎ সাবিত্রী অধ্যয়ন দ্বারা সেই জাতিটী "সত্যা অজরা অমরা" হয়। যদিও সত্য, অজর এবং অমর এই তিনটী শব্দের অর্থ ভিন্ন নহে তথাপি মাতৃজঠরে যে জন্ম তাহা অপেক্ষা উপনয়ন নামক জন্মের গুণ অধিক—অনেক শ্রেষ্ঠতা, এইরূপ অর্থ বুঝাইবার জন্য ঐগুলি প্রয়োগ করা হইয়াছে। কারণ, জরামৃত্যু কোন প্রাণীরই হইয়া থাকে বটে কিন্তু জাতির (জন্মের) জরামৃত্যু সম্ভব নহে—হইতে পারে না। আর উহাদের দ্বারা অবিনাশিত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে ইহা যদি বক্তব্য হয় তবে তাহা ঐ সত্য, অজর এবং অমর ইহাদের যে-কোন একটী শব্দের দ্বারাই প্রতিপাদন করা যায় (সুতরাং তিনটী শব্দ অনাবশ্যক)। কিন্তু তাহা প্রতিপাদন করা হইতেছে না। (উহা দ্বারা যাহা প্রতিপাদন করা হইতেছে তাহাতে) শ্লোকটীর পদযোজনা করিয়া এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়, যথা—বেদপারগ আচার্য্য যথাবিধি সাবিত্রীর দ্বারা অর্থাৎ উপনয়নাদি অঙ্গকলাপের দ্বারা যে জাতি উৎপাদন করিয়া দেন তাহা শ্রেষ্ঠ—শ্রেয়স্কর। উপনয়নাদি অঙ্গকলাপই সাবিত্রীর লক্ষণ বলিয়া এখানে সাবিত্রী শব্দটীর অর্থ উহাই। 'জাতি' অর্থ জন্ম। ১৪৮

(যিনি বেদ শ্রবণ করাইয়া কাহারও অল্পই হউক আর অধিকই হউক উপকার সাধন করেন তাঁহার সেই শাস্ত্রদানরূপ উপকার হেতু তাঁহাকেও এ জগতে গুরু বলিয়া জানিবে।)

(মেঃ)—"যঃ"=যিনি অর্থাৎ যে উপাধ্যায় "যস্য"=যাহার,—যে মাণবকের "শ্রুতস্য উপকরোতি"= শাস্ত্র দ্বারা উপকার করেন। "অল্পং বা বহু বা"=অল্পই হউক আর অধিকই হউক :—এই পদ দুইটী ক্রিয়াবিশেষণ। "তমপি"=তাঁহাকেও, সেই অত্যল্প শাস্ত্র দ্বারা যিনি উপকার করিয়াছেন তাঁহাকেও "গুরুং বিদ্যাৎ"=গুরু বলিয়া জানিবে। এই শ্লোকটীর পদযোজনাটী এইরূপ হইলে ভাল হয়; যথা,—"যস্য শ্রুতস্য" এই দুইটী পদ সমানাধিকরণ—বিশেষ্য বিশেষণভাবাপন্ন। উহার অর্থ, যে-কোন শাস্ত্রের—বেদই হউক, বেদাঙ্গই হউক কিংবা তর্কশাস্ত্র, কলাশাস্ত্র প্রভৃতি অপর অন্য যে-কোন শাস্ত্রেরই হউক সে বিষয়ে "যৎ অল্পং বহু বা"=যাহা অল্প কিংবা বহু, তাহা দ্বারা, উপকার করেন। 'শ্রুতোপক্রিয়া' এটী শ্রুতরূপ উপক্রিয়া,—শ্রুত (শাস্ত্রব্যাখ্যা) এখানে উপকারের কারণস্বরূপ; এইজন্য শ্রুত এবং উপক্রিয়া এই দুইটী পদের সামানাধিকরণ্য (অভেদান্বয়) হইয়াছে। এরূপ ব্যক্তির প্রতিও গুরুর ন্যায় আচরণ করিতে হইবে, অথবা তাঁহাকে গুরু বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে, যেমন আচার্য্য প্রভৃতি শব্দে ব্যক্তিবিশেষকে উল্লেখ করা হয় ; এইরূপই স্মৃত হইয়া আসিতেছে। ১৪৯

(যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মজন্মের অর্থাৎ উপনয়নের নিষ্পাদক, যিনি সেই উপনীত মাণবকের নিকট বেদ ব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্ম অনুশাসন করেন তিনি বালক হইলেও ধর্ম্মানুসারে তাদৃশ বৃদ্ধ অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ শিষ্যেরও পিতা হইয়া থাকেন।)

(মেঃ)—বেদ গ্রহণের জন্য যে জন্ম তাহা ব্রাহ্মজন্ম; সুতরাং ইহার অর্থ উপনয়ন। সেই উপনয়নের যিনি নিষ্পাদন কর্ত্তা। এবং যিনি বেদার্থ ব্যাখ্যা করিয়া দেন বলিয়া স্বধর্ম্মের 'শাসিতা' অর্থাৎ উপদেষ্টা। সেই প্রকার ঐ যে ব্রাহ্মণ তিনি বালক হইলেও "বৃদ্ধস্য"=বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির পিতা হইয়া থাকেন। কাজেই শিষ্য বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও তাঁহার প্রতি পিতার ন্যায় আচরণ করিবে। আচ্ছা! একথাটা কিরকম হইল যে, বয়ঃকনিষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠের উপনয়ন দিবে? কারণ, অষ্টম বৎসরে উপনয়ন হয়। আবার যতক্ষণ না কেহ বেদ অধ্যয়ন এবং বেদার্থ শ্রবণ (বিচার) করে ততক্ষণ সে আচার্যাকরণ বিধির অধিকারী হইতে পারে না। (আর তাহা না হইলে তাহার পক্ষে অপর কাহাকেও উপনয়নপূর্ব্বক বেদ অধ্যাপনা করাও ত সম্ভব নহে।) এইরূপই যদি আপত্তি উঠে তাহা হইলে বলিব, এখানে 'ব্রাহ্মজন্ম' ইহার অর্থ উপনয়ন নহে, কিন্তু উহার অর্থ কেবলমাত্র স্বাধ্যায় (বেদ) গ্রহণ ; তাহার যিনি 'কর্ত্তা' অর্থাৎ যিনি বেদ অধ্যাপন কর্ত্তা। এবং যিনি "স্বধর্ম্মস্য"=বেদার্থের "শাসিতা"=ব্যাখ্যাকর্ত্তা, তিনি পিতা হইয়া থাকেন।

"ধর্ম্মতঃ"=পিতার প্রতি যেসমস্ত কর্ত্তব্য তাঁহার প্রতিও তাহা পালনীয়। "ধর্ম্মতঃ" ইহা দ্বারা বলা হইল যে এই পিতৃত্বের নিমিত্ত হইতেছে ধর্ম্ম। অধ্যাপক এবং ব্যাখ্যাতা তাঁহাদের প্রতি ঐ পিতৃসম্বন্ধীয় ধর্ম্মগুলি পূর্ব্বে সিদ্ধ ছিল না। এজন্য এখানে তাহা বিধান করা হইল। 'ক্ষত্রিয়ের প্রতি ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্যবহার করিবে' এই বাক্যে যেমন ক্ষত্রিয়ের প্রতি ব্রাহ্মণবৎ সম্মান প্রদর্শন বিধান করা হয়, ইহাও সেইরূপ। ১৫০

(অঙ্গিরার পুত্র কবি শিশু হইলেও পিতৃতুল্য ব্যক্তিদের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে জ্ঞানদান বিষয়ে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া 'হে বৎসগণ' এইরূপ সম্বোধন করিয়াছিলেন।)

(মেঃ)—পূর্ব্ব শ্লোকটীতে 'পিতৃবৎ আচরণ করিতে হইবে' এই প্রকার যে বিধি বলা হইয়াছে এই শ্লোকটী তাহারই অর্থবাদ। ইহাকে 'পরকৃতি' নামক অর্থবাদ বলে। "আঙ্গিরসঃ"=অঙ্গিরার পুত্র, "কবিঃ"=তাঁহার নাম কবি, তিনি "শিশু"=বালক হইয়াও, "পিতৄন্"=পিতৃগণকে অর্থাৎ পিতার তুল্য পিতৃব্য, মাতুল এবং নিজ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ উহাদের পুত্রগণকে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। যখন তাহাদিগকে আহ্বান করিবার দরকার হইত তখন তিনি উহাদিগকে 'বৎসগণ! এস', এইভাবে আহ্বান করিয়াছিলেন। "জ্ঞানেন পরিগৃহ্য"=জ্ঞান দান করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া। ১৫১

(তাঁহারা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দেবগণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তখন দেবগণ সকলে একবাক্যে বলেন, ঐ শিশু তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছেন তাহা ন্যায়সঙ্গত।)

(মেঃ)—পিত্রাদিস্থানীয় ঐ ব্যক্তিগণ ঐ প্রকার আহ্বানে "আগতমন্যবঃ"=ক্রুদ্ধ হইয়া "তম্ অর্থং"=ঐ বিষয়টী, 'পুত্র' বলিয়া আহ্বান করিবার কথাটী, দেবগণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'এই বালকটী আমাদিগকে এইভাবে আহ্বান করিতেছে, ইহা কি সঙ্গত হইতেছে?' তখন সেই দেবগণ তাহাদিগের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া সকলে সমবেতভাবে একমত হইয়া ইহাদিগকে অর্থাৎ ঐ কবির পিতৃস্থানীয় এই ব্যক্তিদিগকে বলিয়াছিলেন যে ঐ শিশু তোমাদিগকে ঠিক ন্যায়সঙ্গতভাবেই আহ্বান করিয়াছেন। ১৫২

(অজ্ঞই বালক নামে অভিহিত হইয়া থাকে আর যিনি মন্ত্র অর্থাৎ বেদ শিক্ষা দেন তিনি হন পিতা। প্রাচীনগণ অজ্ঞকেই 'বালক' এইরূপ বলিয়া আসিতেছেন আর বেদশিক্ষককে 'পিতা' এইরূপ বলেন।)

(মেঃ)—বয়সের অল্পতা নিবন্ধন বালক হয় না, কিন্তু অজ্ঞ লোক বয়োবৃদ্ধ হইলেও বালক। 'মন্ত্রদ' এই শব্দটী বেদমাত্রের উপলক্ষণ। যিনি 'মন্ত্র' অর্থাৎ বেদ দান করেন অর্থাৎ অধ্যাপনা করেন অর্থাৎ ব্যাখ্যা করেন তিনি পিতা হন। "বৈ" শব্দটী অন্য আগমের (শাস্ত্র বর্ণনার) সূচক ;— দেবগণের মধ্যেও এইরূপ আগম—পুরাণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণে এখানে "আহুঃ"

এইরূপ উল্লেখ;—যেহেতু পরের উক্তি নির্দ্দেশ করিবার স্থলেই উহা বলা হয়; ইহা ইতিবৃত্তসূচক। "অজ্ঞং"=মূর্খকে "বাল ইত্যাহুঃ"=বালক এইরূপ বলিয়াছেন—আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষিগণ। আর 'মন্ত্রদ' ব্যক্তিকে 'পিতা' এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন। "বাল ইতি" এবং "পিতা ইতি" এই দুই জায়গায় যে 'ইতি' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে যে শব্দের পরে উহার উল্লেখ থাকে উহা সেই পদার্থটীর স্বরূপমাত্র বুঝায়। অজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই 'বাল' এই শব্দটীর দ্বারা অভিহিত হয়। এই প্রকারে প্রাতিপদিকার্থমাত্র বুঝাইতেছে বলিয়া এখানে 'বাল' এবং 'পিতা' এই দুইটী শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় নাই। বস্তুতঃ এই আখ্যান ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের শৈশব ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে, তাহাই স্মৃতিকার বর্ণনা করিয়াছেন। ১৫৩

(বহু বৎসর বয়স অনুসারে, কিংবা কেশজালের পক্বতা অনুসারে, অথবা ধনানুসারে কিংবা বহু বন্ধুর সংযোগেও কেহ মহান্ হয় না, কিন্তু ঋষিগণ এইরূপ ধর্ম্মব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যে, যিনি বেদাধ্যাপন করেন তিনিই আমাদের নিকট মহান্।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটীও অধ্যাপকের অপর একটী প্রশংসা। 'হায়ন' শব্দটী সম্বৎসরের পর্য্যায়। বহু বৎসর দ্বারা যিনি পরিণতবয়স্ক হইয়াছেন তিনি যে 'মহান্' অর্থাৎ পূজ্য হন তাহা নহে। কিংবা "পলিতৈঃ"=কেশ, শমশ্রু এবং লোম পাকিয়া সাদা হইয়া যাওয়ার ফলেও কেহ মহান্ (পূজ্য) হয় না। বহু বিত্ত কিংবা বহু ধনের দ্বারাও কেহ মহান্ হয় না—পূর্ব্ববর্ণিত মান্যস্থান প্রাপ্ত হয় না। এমন কি ঐগুলি একসঙ্গে মিলিত হইলেও তাহা হয় না। কিন্তু একমাত্র বিদ্যা দ্বারাই তাহা হয়। যেহেতু "ঋষয়ঃ চক্রিরে"=ঋষিগণ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনি ঋষি। সমগ্র বেদার্থ যাঁহারা দেখিয়াছেন (আয়ত্ত করিয়াছেন) তাঁহারা নিশ্চিত হইয়া এই ধর্ম্ম ব্যবস্থা করিয়াছেন। যিনি "অনূচানঃ"=বেদানুবচন সমর্থ; 'অনুবচন'=সমগ্র বেদ অধ্যাপন; তিনিই আমাদের নিকট 'মহান্' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। "চক্রিরে" এই 'কৃ' ধাতুটী এখানে 'ব্যবস্থা করা' অর্থ বুঝাইতেছে; যাহা ছিল না তাহা উৎপাদন করা উহার এখানে অর্থ নহে। ১৫৫

(ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠতা হয় জ্ঞান দ্বারা, ক্ষত্রিয়ের বীর্য্যের দ্বারা এবং বৈশ্যের ধন-ধান্য দ্বারা; শূদ্রেরই কেবল জন্ম দ্বারা জ্যেষ্ঠতা হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—ইহাও অপর একটী অর্থবাদ। 'বিত্ত প্রভৃতি সব কয়টী বিষয় একত্র মিলিত হইলেও বিদ্যা একাই উহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' এই কথা যে বলা হইয়াছে তাহাই এই "বিপ্রাণাম্" ইত্যাদি শ্লোকে বিস্তৃতভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠতা জ্ঞানে,—বিত্ত প্রভৃতিতে নহে। ক্ষত্রিয়গণের জ্যেষ্ঠতা বীর্য্যে। 'বীর্য্য' অর্থ যুদ্ধ বিষয়ে কুশলতা এবং জীবনীশক্তির দৃঢ়তা। বৈশ্যগণের জ্যেষ্ঠতা ধান্যে এবং ধনে। যদিও ধান্যও ধনই বটে তথাপি এখানে ধান্য শব্দটীর পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ থাকায় 'ধন' শব্দটী এখানে ব্রাহ্মণপরিব্রাজক ন্যায়ে স্বর্ণ প্রভৃতি (বিশিষ্ট) ধন বুঝাইতেছে। বহু ধনশালী যে বৈশ্য সে জ্যেষ্ঠ। 'আদি' প্রভৃতিগণের মধ্যে পড়ায় এখানে 'জ্ঞানতঃ' প্রভৃতি স্থলে তৃতীয়া বিভক্তির অর্থে 'তস্' প্রত্যয় হইয়াছে। আর তৃতীয়া বিভক্তিটী এখানে 'হেতু' অর্থ বুঝাইতেছে। ১৫৫

(যাহার ফলে শিরঃস্থিত কেশপাশ শুভ্র হইয়া যায় তাহা দ্বারা কেহ যথার্থ বৃদ্ধ হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি যুবক হইয়াও সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাকে দেবগণ স্থবির বলেন।)

(মেঃ)—তাহার জন্য কেহও বৃদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয় না যাহার ফলে তাহার "শিরঃ"=মস্তক অর্থাৎ মস্তকস্থিত কেশ ধবল (শুক্ল) হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি "যুবাপি"=যুবা হইয়াও অর্থাৎ তরুণ বয়স্ক হইয়াও "অধীয়ানঃ"=অধ্যয়নশীল, তাঁহাকে দেবগণ স্থবির বলেন। যেহেতু দেবতারা সকল বিষয়ই বিদিত আছেন—এইভাবে প্রশংসা করা হইল। ১৫৬

(কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী যেমন অকেজো, চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ যেমন অপ্রয়োজনীয় সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নবর্জ্জিত সেও অকেজো, অসার। এই তিনটী পদার্থ কেবল ঐসকল নামই ধারণ করে মাত্র।)

(মেঃ)--ইহা অধ্যয়ন এবং অধ্যেতার স্তুতি। 'কাষ্ঠময়' ইহার অর্থ করাত প্রভৃতি যন্ত্র দিয়া হস্তীর আকৃতিবিশিষ্ট যাহা তৈয়ারি করা হয়; সেই বস্তুটী যেমন নিষ্ফল—হস্তীর যাহা কার্য্য,

যেমন রাজাদের শত্রু বধ করা প্রভৃতি তাহা উহা দ্বারা সাধিত হয় না, এইরূপ যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করে না সেও কাষ্ঠসদৃশ, সে কোন শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মের অধিকারী হয় না। 'চর্ম্মময়' অর্থাৎ চর্ম্ম-নির্ম্মিত কিংবা অন্যরকমও (কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত) যে মৃগ তাহা যেমন নিষ্প্রয়োজন, মৃগয়া প্রভৃতি কোন প্রয়োজন তাহা দ্বারা সাধিত হয় না—তাহা মৃগয়াদির যোগ্য নহে। এই তিনটী পদার্থ কেবল ঐ নামমাত্র ধারণ করে, সেই নামের কোন অর্থ (প্রয়োজননির্ব্বাহকতা) তাহাদের মধ্যে নাই। ১৫৭

(ক্লীব যেমন স্ত্রীলোকের নিকট অকেজো, একটী গাভি যেমন আর একটী গাভির নিকট প্রজনন ক্রিয়ায় অসার, এবং অজ্ঞ ব্যক্তিকে শাস্ত্রীয় দান যেমন বিফল সেইরূপ বেদ-বর্জ্জিত ব্রাহ্মণও অফল-অকেজো।)

(মেঃ)—'ষণ্ঢ' অর্থ নপুংসক, (পুরুষও নয় নারীও নয়, কিন্তু) উভয়ের লক্ষণ তাহাতে আছে; সে যেমন স্ত্রীগমনে অসমর্থ, স্ত্রীলোকদের নিকট নিষ্ফল, নিষ্প্রয়োজন; যেমন "গোঃ"=একটী স্ত্রীজাতীয় গরু "গবি"=অপর একটী স্ত্রীজাতীয় গরুর প্রতি নিষ্ফল, সেইরূপ "অনৃচঃ"=ঋক্-শূন্য অর্থাৎ বেদাধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণও নিষ্ফল। যাহারা অধ্যয়ন এবং অর্থজ্ঞান সম্পন্ন তাঁহাদের প্রশংসাস্বরূপ এই সাত-আটটী শ্লোক সমাপ্ত হইল। ১৫৮

(কোন প্রাণীকেই পীড়ন না করিয়া তাহার শ্রেয়ঃ উপদেশ দেওয়া উচিত। অধ্যাপনের ধর্ম্মটী পরিপূর্ণ হউক এইরূপ অভিলাষ যিনি করিবেন তিনি মিষ্ট এবং শ্লক্ষ্ণ অর্থাৎ মোলায়েম ভাষা যেন প্রয়োগ করেন।)

(মেঃ)—শ্রদ্ধাবিহীন শিষ্য যখন অধ্যয়ন করে তখন তাহার চিত্ত ইতস্ততঃ ধাবিত হয়; তাহাতে অধ্যাপকের ক্রোধ জন্মে; তখন তিনি ঐ শিষ্যকে তাড়ন (প্রহার) করেন কিংবা কঠোর কর্কশ কথা বলেন। কিন্তু এই সমস্তগুলি যাহাতে বেশী মাত্রায় না ঘটে (মাত্রা ছাড়াইয়া না যায়) এইজন্য এক্ষণে ঐগুলির নিষেধ বলিতেছেন। "অহিংসয়া"=তাড়না না করিয়া "ভূতানাং"=ভার্য্যা, পুত্র, চাকর, শিষ্য, সহোদর প্রভৃতিগণকে,—। উহাদের শ্রেয়োলাভের জন্য অনুশাসন (উপদেশ) দান করা উচিত। "ভূতানাং" এখানে 'ভূত' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় এই কথাই বলা হইতেছে যে, কেবল শিষ্যের প্রতিই এই নিয়ম প্রয়োজ্য নহে, কিন্তু সকল প্রাণীর প্রতিই এইরূপ ব্যবহার করা উচিত। দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট (ইহলোকের এবং পরলোকের) মঙ্গললাভই 'শ্রেয়ঃ'; উহার জন্য অনুশাসন করা উচিত। যাহা কোন গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ নাই সেই প্রকার উপদেশ কিংবা শাস্ত্রের অধ্যাপনা এবং ব্যাখ্যা করা—ইহার নাম অনুশাসন। যথাসম্ভব অত্যধিক পীড়ন করা কিংবা কটু কথা বলারই নিষেধ করা হইতেছে। কিন্তু অল্পমাত্রায় পীড়ন করিবার অনুমতি দেওয়াই আছে—"রজ্জু দ্বারা কিংবা বাঁশের দল (বাঁকারির তৈয়ারি বেত) দিয়া তাড়ন করিবে" ইত্যাদি বচনে উহা বলাই আছে।

পীড়ন যদি না করা হয় তাহা হইলে উহাদিগকে কর্ত্তব্যপথে রাখা যাইবে কিরূপে? (উত্তর)—'মধুরা' অর্থাৎ সান্ত্বনাযুক্ত, উপদেশপূর্ণ বাণী আবশ্যক হইবে। প্রিয়বাক্যের দ্বারা এবং তাহা যেন শ্লক্ষ্ণ (মোলায়েম) হয়—উচ্চ, উদ্ধত কাকরুক্ষস্বর যেন প্রয়োগ করা না হয়—তাহা হয়ত প্রিয়বচন হইতে পারে (কিন্তু মোলায়েম স্বরে সেই কথা বলিবে)। এইরূপ বলিবে,—'বৎস! পড়াশোনা কর, অন্যদিকে মন দিও না, শ্রদ্ধা (আগ্রহ-যত্ন) সহকারে প্রপাঠকটীকে সমাপ্ত কর (আয়ত্ত করিয়া লও), তাহা হইলে তখনি সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতে পাইবে'। এইভাবে বলা সত্ত্বেও যে বালক সেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত (আগ্রহ-যত্নবান্) হয় না তাহার জন্য বিধি বলা হইয়াছে 'বেণুদল দ্বারা' ইত্যাদি। "প্রয়োজ্যা"=বলা উচিত। "ধর্ম্মমিচ্ছতা"—যিনি ধর্ম্ম অভিলাষ করেন;—কারণ এইরূপ নিয়ম পালন করিলে তবেই অধ্যাপনজন্য ধর্ম্মটী আতিশয্য (আধিক্য) প্রাপ্ত হয়। ১৫৯

(যে ব্যক্তির চিত্ত এবং বাক্য উভয়ই শুদ্ধ এবং সকল সময়ে ঠিকভাবে সংযত থাকে তিনি বেদ-মধ্যে ব্যবস্থাপিত সকল ফল প্রাপ্ত হন।)

(মেঃ)—"যস্য"=যে ব্যক্তির—তিনি অধ্যাপকই হউন অথবা অন্য যে কেহই হউন না কেন, সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ থাকা সত্ত্বেও বাক্য এবং মন শুদ্ধ থাকে—কলুষতা প্রাপ্ত হয় না,—। "সম্যক্ গুপ্তে চ"=এবং তাহা সম্যক্‌ভাবে রক্ষিত;—মনের মধ্যে কলুষতা উৎপন্ন হইলেও পরের

অনিষ্ট করিবার উদ্যম (প্রবৃত্তি) হয় না, কিংবা যাহাতে অপরের পীড়া জন্মে সেরূপ কোন কাজ করেন না;—ইহাই বাক্য এবং মনের সম্যক্ গোপন (পালন বা রক্ষা)। এখানে যে 'সর্ব্বদা' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা দ্বারা এই কথাই জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে ইহা সকল মানবেরই পালনীয় ধর্ম্ম, ইহা যে কেবল অধ্যাপকেরই অধ্যাপনকালে পালনীয় ধর্ম্ম তাহা নহে। "স বৈ সর্ব্বম্ অবাপ্নোতি"=তিনি সমস্তই প্রাপ্ত হন;—। "বেদান্তোপগতং ফলম্";—'বেদান্ত', অর্থ বেদের সিদ্ধান্ত। "সিদ্ধে শব্দার্থ সম্বন্ধে" এখানে যেমন 'অত্যন্ত সিদ্ধে' এইরূপ অর্থ হওয়ায় 'অত্যন্ত' শব্দটীর লোপ হইয়াছে সেইরূপ এখানেও 'অন্ত' শব্দটী পরে থাকায় 'সিদ্ধ' শব্দটীর লোপ হইয়াছে; (সুতরাং এখানে "বেদান্ত"=বেদ-সিদ্ধ-অন্ত=বেদসিদ্ধান্ত, এইরূপ দাঁড়ায়)। বৈদিক বাক্যসকলে যেরূপ সিদ্ধান্ত আছে—এই কর্ম্মের এইরূপ ফল, এইভাবে অর্থব্যবস্থা আছে, যাহা বেদবিৎ ব্যক্তিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন, সেই ফল সমস্তটাই ঐ ব্যক্তি লাভ করেন।

এই প্রকার নির্দ্দেশ থাকায় এই বাক্যটী দ্বারা এই কথাই বলিয়া দেওয়া হইল যে, বাক্য এবং মনের সংযম ক্রত্বর্থ এবং পুরুষার্থ—উহা দ্বারা যজ্ঞেরও উপকার (পূর্ণতা) সাধিত হয় এবং যজ্ঞের বাহিরে পুরুষেরও উপকার (পুণ্য) সঞ্চিত হয়। উহা যদি কেবল পুরুষার্থ হইত তাহা হইলে উহার ব্যতিক্রম ঘটিলে (বাক্য এবং মন অশুদ্ধ হইলে) তাহাতে যজ্ঞের কোন বৈগুণ্য (অঙ্গ-হানি) ঘটে না; (সুতরাং তাহাতে যজ্ঞের ফলেরও কোন হানি হইতে পারে না)। কিন্তু তাহাই যদি হইত তবে, 'যে ব্যক্তি বাক্যে এবং চিত্তে সংযমযুক্ত নহে সে যজ্ঞের সমগ্র ফল প্রাপ্ত হয় না', যাহা 'সংযমশীল ব্যক্তি পূর্ণ ফল পায়' এই বচনে বলা হইয়াছে (ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়?) কেহ কেহ 'বেদান্ত' শব্দটীর অর্থ উপনিষৎ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন; "বেদান্তোপগত"=সেই বেদান্তে উপগত অর্থাৎ স্বীকৃত হইয়াছে যে ফল ;—ফলশূন্য নিত্য কর্ম্মসকলের এবং 'যম-নিয়ম' প্রভৃতি যেসমস্ত ক্রিয়া আছে সেগুলিরও ফল হইতেছে ব্রহ্মপ্রাপ্তি; "সর্ব্বম্ অবাপ্নোতি"=পূর্ণভাবে পায়। আচ্ছা! নিত্য কর্ম্মসকলকে যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠিত হয় বলা হইল সেটা কিরকম কথা হইল? (উত্তর)—কাহারও কাহারও এইরূপ মত আছে। অথবা 'বেদান্ত' ইহার অর্থ বেদের অন্ত অর্থাৎ অধ্যাপন সমাপ্তি, তাহার যাহা ফল, যাহার মূলে আছে আচার্য্যকরণ বিধি, তাহা তিনি প্রাপ্ত হন। এই প্রকার ব্যাখ্যা করা হইলে কিন্তু অধ্যাপন বিধির প্রয়োজনই বলা হয় অর্থাৎ চিত্ত এবং মনের শুদ্ধি বিধানও অধ্যাপন বিধিরই অঙ্গ। ১৬০

(স্বয়ং বিপন্ন হইলেও অপরের মনঃপীড়া দিবে না, অপরের যাহাতে অনিষ্ট হয় এরূপ কর্ম্ম এবং এরূপ বুদ্ধি বা মতলব করিবে না; যেরূপ কথায় অপরের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে সেরূপ কথাও বলিবে না, যেহেতু তাহা পরলোকের প্রতিবন্ধক।)

(মেঃ)—এক্ষণে কেবল পুরুষার্থরূপে অপর একটী ধর্ম্ম বিধান করা হইতেছে। "অরুন্তুদঃ",—'অরুঃ' অর্থাৎ মর্ম্মস্থলকে যাহা পীড়িত করে। যেরূপ কথা অপরের মর্ম্মস্থল স্পর্শ (বিদ্ধ) করে—অপরের অত্যন্ত উদ্বেগজনক সেরকম তর্জ্জন-গর্জ্জন বাক্য যে বলে সে 'অরুন্তুদ'। স্বয়ং "আর্ত্তঃ"=অন্যের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াও ঐরূপ হইবে না—ঐভাবের কথা বলিবে না। এইরূপ, "ন পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ"='পরদ্রোহ' অর্থাৎ পরের অনিষ্ট; তাহা করিবার জন্য কোন কর্ম্ম কিংবা সেরূপ মতি করা উচিত নয়। অথবা পরদ্রোহরূপ যে কর্ম্ম তদ্বিষয়ে বুদ্ধি করা উচিত নহে। "যয়াস্যোদ্বিজতে বাচা"=যেরূপ কথা পরিহাসচ্ছলে বলা হইলেও অপরে উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় সেরূপ বাক্য বলিবে না। এমনকি সেরূপ বাক্যের একাংশও উচ্চারণ করিবে না, যদি ঐ একাংশ শুনিয়া অর্থ, প্রকরণ প্রভৃতির সাহায্যে অর্থান্তরের সূচনা (ইঙ্গিত) বুঝিতে পারা যায়। কারণ, ঐপ্রকার বাক্য হইতেছে 'অলোক্য' অর্থাৎ স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক। ১৬১

(ব্রাহ্মণ যিনি, তিনি যেন সকল সময় সম্মানকে বিষের ন্যায় ভয় করেন; আর অপমানকেই যেন সর্ব্বদা অমৃতের ন্যায় চাহিয়া লন।)

(মেঃ)—ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করিতে থাকিয়া, কিংবা জীবিকার জন্য যিনি অধ্যাপন করিতেছেন সেই উপধ্যায়ের গৃহে থাকিয়া যদি সেখানে সম্মান না থাকে তাহা হইলেও তাহাতে চিত্তকে ক্ষুব্ধ করিবে না। প্রত্যুত সম্মান পাইলে উদ্বিগ্নই হইবে, যাহা কেবল পূজা (বিশিষ্ট সম্মান) সহকারে তাহাকে দেওয়া হয় তাহার উপর যেন অতি আদর আগ্রহ দেখান না হয়। আর অবমান অর্থাৎ অবজ্ঞাকেই সকল সময়ে অমৃতের ন্যায় অভিলষিত বলিয়া গ্রহণ করিবে। "অমৃতস্য" এখানে যে

ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে তাহার কারণ 'আ-কাঙ্ক্ষ' ধাতুর উত্তর অধীরার্থতা আরোপ করা হইয়াছে; ইহারও কারণ এইরূপ—অমৃত পাইবার জন্য যেমন একটা উৎকণ্ঠা বা অধীরতা থাকে এখানেও তাহা থাকিবে; এইপ্রকার সাদৃশ্যমূলেই ঐরূপ আরোপ করা হইয়াছে। আচ্ছা! যাহা অর্চ্চিত (সৎকারপূর্ব্বক প্রদত্ত) নহে তাহা ত খাওয়া উচিত নয়? (সুতরাং অবমানপূর্ব্বক প্রদত্ত বস্তু কিরূপে গ্রহণীয় হইতে পারে?)। (উত্তর)—তা ঠিক বটে; তবে ঐভাবে প্রদত্ত দ্রব্য ভক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে বলা হইতেছে না, কিন্তু চিত্তসংক্ষোভ রুদ্ধ করিবার নিমিত্তই এই প্রকার উপদেশ। সুতরাং এস্থলের বক্তব্য এই যে, সম্মান এবং অপমান দুয়েতেই একই রকম থাকিবে, তাই বলিয়া যে অপমান প্রার্থনা করিবে এরূপ নহে। কিন্তু ব্রহ্মচারীর পক্ষে অবমাননাযুক্ত ভিক্ষা গ্রহণও কর্ত্তব্য। আর এটা তাহার পক্ষে প্রতিগ্রহস্বরূপ নহে; কাজেই "যে ব্যক্তি অর্চ্চিত (সম্মানপূর্ব্বক প্রদত্ত) বস্তু প্রতিগ্রহ করে" ইত্যাদি বিধিটীও এখানে প্রয়োজ্য হইবে না। ১৬২

(যে লোক অপমানে ক্ষুব্ধ হয় না সে সুখে নিদ্রা যায় এবং প্রসন্নমনে ঘুম থেকে উঠে, সে এই জগতে শান্তিতে চলাফেরা করে; কিন্তু যে ব্যক্তি অপরকে অপমান করে সে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটী পূর্ব্ববর্ণিত বিধিটীর অর্থবাদ; ইহাতে উহারই ফল দেখান হইয়াছে। যে লোক অপমানে ক্ষুব্ধ হয় না সে সুখে নিদ্রা যায়। তাহা না হইলে (যদি সে ক্ষুব্ধ হয় তবে) বিদ্বেষবহ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকিয়া কোন রকমেই ঘুমাইতে পারে না—তাহার নিদ্রালাভ হয় না। আবার জাগিয়া উঠিয়া কেবল ঐ চিন্তাতেই বিভোর থাকে; কাজেই তখনও শান্তি পায় না। কিন্তু ঐ চিত্তসংক্ষোভশূন্য ব্যক্তি জাগিয়া উঠিয়া তাহার কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য সুখে বিচরণ করে। পক্ষান্তরে যে লোক অপমানকারী সে ঐ পাপে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ১৬৩

(সংস্কৃতাত্মা অর্থাৎ উপনীত মাণবক গুরুকুলে বাস করিতে থাকিয়া এইপ্রকার ক্রমযুক্ত অনুষ্ঠানকলাপের দ্বারা ক্রমশঃ মনের শুদ্ধতা সঞ্চয় করিয়া থাকে যাহা বেদগ্রহণ এবং তাহার অর্থজ্ঞান লাভ করিবার জন্য আবশ্যক।)

(মেঃ)—"সংস্কৃতাত্মা"=উপনীত ত্রৈবর্ণিক মাণবক। "অনেন ক্রমযোগেন";—পূর্ব্বে "অধ্যেষ্যমাণঃ" (২।৭০) ইত্যাদি শ্লোকে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মচারীর যেসমস্ত কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এখানে "অনেন" এই পদের দ্বারা তাহারই পুনরুল্লেখ করা হইতেছে। "অনেন"= এই বিধি (নিয়ম) সমষ্টি দ্বারা,—। "ক্রমযোগেন"=ইহা ক্রমিকভাবে অনুষ্ঠিত হইলে পর তখন তাহা দ্বারা,—। "তপঃ"=পাপ পরিশুদ্ধিরূপ আত্মসংস্কার,—। যেমন চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি তপস্যা দ্বারা পাপধ্বংস ঘটে সেইরূপ বেদগ্রহণের জন্য নিরূপিত এই যম-নিয়ম প্রভৃতি দ্বারা,—। "তপঃ সঞ্চিনুয়াৎ"=ঐ চিত্তসংস্কাররূপ তপঃ ক্রমে ক্রমে অর্জ্জন করিবে এবং তাহা বর্দ্ধন করিবে। এখানে 'ক্রম' শব্দটীর অর্থ পরিপাটী, ইহা করিবার পর ইহা করিবে, এই প্রকার পারম্পর্য্য; যেমন পূর্ব্বে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে—"প্রথমে ওঁকার উচ্চারণ করিয়া" ইত্যাদি। সেই ক্রমের সহিত 'যোগ' অর্থাৎ সম্বন্ধ আছে যে অনুষ্ঠানের। "ব্রহ্মাধিগমিকং",—ব্রহ্মের (বেদের) 'আধিগমিক' অর্থাৎ অধিগম (গ্রহণ) করিবার জন্য যাহা প্রয়োজনীয়। 'অধিগম' বলিতে এখানে বেদ অধ্যয়ন এবং তাহার অর্থজ্ঞান উভয়ই বুঝিতে হইবে। ১৬৪

(নানাপ্রকার তপোবিশেষ এবং বিধিনির্দ্দিষ্ট ব্রতকলাপ অনুষ্ঠান করিতে থাকিয়া উপনিষৎ-সমেত সমগ্র বেদ আয়ত্ত করা দ্বিজাতির কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—"তপোবিশেষৈঃ"=কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি দ্বারা এবং "বিবিধৈঃ"=বহু প্রকার, যেমন একবার মাত্র আহার করা, চতুর্থকালে আহার করা প্রভৃতি শরীরক্ষয়কারী উপনিষৎ, মহানাম্নিক প্রভৃতি "ব্রতৈঃ"=ব্রতকলাপের দ্বারা ;—। "বিধিনোদিতৈঃ"=যাহা গৃহ্যস্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে সেগুলির অনুষ্ঠান দ্বারা "বেদঃ কৃৎস্নঃ অধিগন্তব্যঃ"=সমগ্র বেদ আয়ত্ত করিতে হইবে। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, আগেকার শ্লোকটীতে যে 'তপঃ' শব্দটী আছে তাহা 'ব্রহ্মচারীর পালনীয় ধর্ম্ম' এই প্রকার অর্থ বুঝাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে; কাজেই এই শ্লোকটীতেও যে "তপোবিশেষ" বলা হইয়াছে ইহাও ঐগুলিকেই বুঝাইবার অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাঁহারা যে এইরূপ বলেন এটী তাঁহাদের সুবিবেচনাপ্রসূত উক্তি নহে। কারণ, এখানে যে 'ব্রত' শব্দটীর উল্লেখ রহিয়াছে উহা দ্বারাই পূর্ব্বশ্লোকোক্ত ঐ 'তপঃ'শব্দপ্রতিপাদ্য

বিষয়গুলি বোধিত হইয়াছে। যেহেতু, শাস্ত্রানুসারে 'ব্রত' বলিতে নিয়ম বুঝায়। আবার 'ব্রত' এটী সামান্য-বোধক শব্দ—(ব্রতসামান্য, ব্রতমাত্রই উহার অর্থ) বলিয়া 'মহানাম্নিক' প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ যেসব ব্রত আছে তাহাও উহা দ্বারা বোধিত হয়। কাজেই 'তপঃ' শব্দের দ্বারা এখানে উপবাস প্রভৃতি বুঝান হইতেছে।

কেহ কেহ বলেন, "বেদঃ কৃৎস্নঃ অধিগন্তব্যঃ" এখানে "বেদঃ" ইহার উত্তর যে একবচনের বিভক্তি রহিয়াছে ঐ একবচনটী বিবক্ষিত ; (সুতরাং 'একটী' বেদ আয়ত্ত করিবে, ইহাই উহার অর্থ)। সত্য বটে, এখানে বিনিয়োগ অনুসারে বেদের প্রাধান্য রহিয়াছে, কেন না, 'তব্য' প্রত্যয়ের দ্বারা যে বিনিয়োগ (অঙ্গত্ব) বোধিত হইতেছে তদনুসারে বেদ হইতেছে প্রধান বা উদ্দেশ্য—(বেদের উদ্দেশ্যে 'অধিগম' বিধান করা হইতেছে, আর উদ্দেশ্য অংশটীর লিঙ্গ, সংখ্যা প্রভৃতিগুলি বিবক্ষিত হয় না ; সুতরাং এখানে "বেদঃ" ইহাতে যে একবচন আছে তাহাও বিবক্ষিত হইতে পারে না ; অতএব 'একটী' বেদ আয়ত্ত করিবে, এরূপ অর্থও স্বীকার করা চলে না। একথা সত্য বটে), তথাপি, 'বিধি'শক্তি অনুসারে এবং বস্তুগতি অনুসারে অর্থাববোধক্রিয়ায়—(বেদের অর্থজ্ঞান আয়ত্ত করা ক্রিয়ায়) ঐ বেদটীর গুণভাব অর্থাৎ অপ্রাধান্যই হইয়া থাকে। (সুতরাং যাহা প্রাধান্যশূন্য—যাহা গুণভূত তাহার সংখ্যা প্রভৃতি অবশ্যই বিবক্ষিত। কাজেই এখানে "বেদঃ" বলিতে 'একটী বেদ'ই বুঝিতে হইবে)। আর, এখানে ঐ বেদের গুণত্বই যদি বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে বেদকে লইয়া মাণবকের এই যে ব্যাপার (ক্রিয়া) ইহার গন্তব্য হইবে বেদের অর্থজ্ঞানলাভ পর্য্যন্ত অর্থাৎ বেদসম্বন্ধে মাণবকের কর্ত্তব্যরূপে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে বেদের অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা (সেই কর্ত্তব্যতা) চলিতে থাকিবে, ইহা বিধির ব্যাপার পর্য্যালোচনা দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে।

সুতরাং এখানে ঐ বিধিটীর ফলিতার্থ দাঁড়াইতেছে এইরূপ,—'অধীত বেদের দ্বারা অর্থাববোধ —অর্থজ্ঞান সম্পাদন করিবে—যাহাতে ঐ অধীত বেদটীর অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয় সেইরূপ করিবে'। যেহেতু, এরূপ না বলিলে "বেদঃ অধিগন্তব্যঃ" এই বিধিটী দ্বারা বেদের যে 'সংস্কার্য্যতা' বোধিত হইতেছে তাহা সম্পাদিত হইতে পারে না। কারণ, সকলস্থলে ইহাই নিয়ম যে, যাহা কোন একটী কার্য্যের গুণস্বরূপ তাহারই সংস্কার করা হয় (তাহা সংস্কারযুক্ত হইয়া কোন একটী কাজে লাগিবে, এইজন্যই তাহার সংস্কার; যেমন "ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি"=ব্রীহিগুলিকে প্রোক্ষণ করিবে। এই প্রোক্ষণ সংস্কারযুক্ত ব্রীহিগুলি অন্য একটী কাজে লাগে—উহা দ্বারা আহুতি দিবার পুরোডাশ প্রস্তুত হয়। এখানেও 'বেদ' যখন সংস্কার্য্য কর্ম্ম তখন উহাকেও ঐভাবে অন্য একটী কার্য্যের গুণভূত বলিতে হয়)। আর ঐ সংস্কারযুক্ত যে বেদ তাহার কার্য্য অদৃষ্ট নহে, কিন্তু তাহা দৃষ্ট অর্থাৎ তাহা প্রত্যক্ষত উপলব্ধ হয়—উহার কার্য্য হইতেছে 'স্বার্থবোধজনকত্ব'—বেদের অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপাদন করা। এরূপ যদি স্বীকার করা না হয় তাহা হইলে "শক্তূন্ জুহোতি"=শক্তুগুলি হোম করিবে, এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি দ্বারা শক্তুর প্রাধান্য বোধিত হইলেও তাহা যেমন পরিত্যাগ করিয়া উহাকে "শক্তুভির্জুহোতি" এইরূপ তৃতীয়ান্ত করা হয়,—ইহা দ্বারা শক্তুর প্রাধান্য পরিত্যক্ত হয়—উহা আর সংস্কার কর্ম্ম হয় না, সেইরূপ এখানেও উহার সংস্কার-কর্ম্মত্ববোধিত প্রাধান্যও পরিত্যাগ করিতে হয়। অধ্যয়নসংস্কৃত বেদকে যে বেদার্থজ্ঞানের কারণ বলা হয় তাহার আরও কারণ "বেদঃ অধিগন্তব্যঃ" এখানে 'অধিগন্তব্য' এই ক্রিয়াটীও জ্ঞানার্থক—উহার অর্থ জ্ঞানলাভ করা। যেহেতু 'অধিগমন' বলিতে জ্ঞান বুঝায়। সকল গমনার্থক ধাতুই জ্ঞানার্থক হইয়া থাকে, ইহাই ব্যাকরণস্মৃতির নির্দ্দেশ। এই বিধিটী দ্বারা বেদের স্বরূপ গ্রহণ (কেবল অক্ষর আয়ত্ত করা) যে বিহিত হইতেছে তাহা বলা চলে না; কারণ তাহা আগেই "হস্তদ্বয় সংহত করিয়া অধ্যয়ন করিবে" ইত্যাদি বচনে বিহিত হইয়াছে। কাজেই বচনান্তরবিহিত ঐ যে অক্ষরগ্রহণ তাহার সমাপ্তি কেবল অক্ষর গ্রহণেই নয় কিন্তু অর্থজ্ঞানই যে উহার পর্য্যন্ত বা সমাপ্তির সীমা, তাহা এখানকার এই বিধিটী দ্বারা বোধিত হইতেছে। "বেদঃ কৃৎস্নঃ" এখানকার সংখ্যাগত একত্ব বিবক্ষিত, এই বিবেচনায় (ইহা স্থির জানিয়াই) অগ্রে "বেদানধীত্য"=বেদসকল অধ্যয়ন করিয়া, ইত্যাদি বচনে একাধিক বেদ অধ্যয়ন করিবার যে প্রতিপ্রসব বা পুনর্বিধান বলিবেন তাহা সঙ্গত হয়। (কারণ, এখানকার বচন হইতে একটীমাত্র বেদেরই অধ্যয়ন কর্ত্তব্য, এইরূপ অর্থ বিহিত হওয়ায় ইহা দ্বারা একাধিক বেদের অধ্যয়ন বিহিত হইতেছে না বলিয়া ঐ অপ্রাপ্ত অনেকত্ব সেখানে বিহিত হইতে পারিবে)।

ইহাতে কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন যে, একাধিক বেদ অধ্যয়ন করাও যদি বিধিসঙ্গত হয় তাহা হইলে একটী বেদ অধ্যয়নের উপযোগিতা কি—উহা কোন্ কাজে লাগিবে? (উত্তর)—নিশ্চয়ই খুব কাজে লাগিবে। বেদের একটী শাখামাত্র অধ্যয়ন করা হইলেই "স্বাধ্যায়ঃ অধ্যেতব্যঃ" এই বিধিটীর কাজ শেষ হইয়া যায়। তখন একাধিক বেদ অধ্যয়ন করাটা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। (ইহাতে এইরূপ প্রশ্ন হয়,) আচ্ছা, একাধিক বেদ অধ্যয়ন করা যদি বিধি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট না হয় তাহা হইলে কে এমন পাগল আছে যে জলপূর্ণ কলস দাঁতে ধরিয়া বহিয়া লইয়া যাইবার ক্লেশের ন্যায় এই অনেক বেদাধ্যয়নের কষ্টের মধ্যে নিজেকে ফেলিবে? (ইহার উত্তরে বক্তব্য),—একাধিক বেদ অধ্যয়ন করিবার বিষয়ে "বেদান্ অধীত্য" ইত্যাদি স্বতন্ত্র একটী বিধিইত রহিয়াছে। তবে, উহা নিত্য নহে, কিন্তু ফলকামনাবিশেষেই প্রয়োজ্য। আর, স্বর্গই হইতেছে উহার ফল। আর এমন যদি হয় যে, ঐ অনেক বেদগ্রহণ বিষয়ক বিধিটীর অর্থবাদবাক্যমধ্যে, ঘৃতকুল্যা অথবা অন্য কিছু ফলের উল্লেখ আছে তবে তাহাই না হয় উহার ফল হইবে,—হওয়া উচিত। কিন্তু ব্রহ্মচারীর জন্য যে বেদাধ্যয়ন বিধি তাহার বিষয় (প্রতিপাদ্য) হইতেছে বেদার্থে ব্যুৎপত্তিলাভ করা, এবং তাহার ঐ প্রয়োজন (ফল)ও দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষত উপলব্ধ হয়। যেহেতু, বেদার্থ বিষয়ে ঐ যে ব্যুৎপত্তিলাভ উহা পরে তাহার বৈদিক কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠানকালে কাজে লাগে; কারণ, শ্রৌত কর্ম্ম সম্বন্ধে যিনি বিদ্বান্ তিনিই সেইসকল কর্ম্ম করিবার অধিকারী। (কাজেই এখানে দৃষ্টফল যখন পাওয়া যাইতেছে তখন ঐ স্বাধ্যায় বিধির জন্য অদৃষ্ট স্বর্গাদি ফল কল্পনা করা চলিবে না)। কিন্তু একাধিক বেদ অধ্যয়ন অদৃষ্ট স্বর্গাদি ফলের জন্যই ; (উহার কোন দৃষ্ট ফল না থাকায় অদৃষ্ট স্বর্গকেই উহার ফল বলিতে হয়)। যেহেতু এরূপ না বলিলে, "বেদান্ অধীত্য" ইত্যাদি বচন বোধিত বিধিটী যদি ধর্ম্মার্থক না হয় (উহার ফল স্বর্গ, ইহা যদি স্বীকার না করা হয়) তাহা হইলে উহা অনর্থকই হইয়া পড়ে; কারণ একটী বেদ অধ্যয়ন করিলেই যখন স্বাধ্যায় বিধি চরিতার্থ হইয়া যায় তখন আবার একাধিক বেদ অধ্যয়ন করিবার প্রয়োজন কি?

ইহার উত্তরে বক্তব্য,—পূর্ব্বোক্ত প্রকার মতবাদটী সঙ্গত নহে। কারণ, উহার বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে, "বেদঃ অধিগন্তব্যঃ"=বেদ গ্রহণ (আয়ত্ত) করা উচিত, আসলে এই একটীই যখন বিধি তখন উহাকে একবার নিত্য এবং আর একবার কাম্য (সুতরাং অনিত্য) এরূপ বলা কিরূপে সঙ্গত হয়? কারণ, একথা যুক্তি দ্বারা স্থাপন করা হইয়াছে যে, উহা সংস্কার বিধি বলিয়া এবং বেদ-বিহিত কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠানে উহার উপযোগিতা (প্রয়োজন) দৃষ্ট হইয়া থাকে বলিয়া উহার কোন অদৃষ্ট ফল কল্পনা করা যায় না,—তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় না। একটী বেদ অধ্যয়নের পক্ষে যদি একথা বলা যায় তবে একাধিক বেদ অধ্যয়নের সম্বন্ধেও ইহা বলা যাইবে না কেন? যেহেতু, একাধিক বেদ অধ্যয়নের পক্ষেও ত উহা তুল্যভাবেই প্রয়োজ্য,—সেখানেও ত ঐ প্রকারটী—ঐ প্রয়োজনটী অবশ্যই আছে। অধিকন্তু একাধিক বেদ অধ্যয়নকে ধর্ম্মার্থক (স্বর্গার্থক) বলিলে 'বিধিবৈরূপ্য' ঘটে,—একই বিধি একবার নিত্য এবং আর একবার কাম্য হওয়ায় পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটী স্বভাবযুক্ত হইয়া পড়ে। অগ্ন্যাধান বিধি যেমন ঐ আধানসিদ্ধ অগ্নিকে মাঝে রাখিয়া (দ্বার করিয়া) ক্রত্বর্থ হয়—ইহাও সেইরূপ বেদার্থজ্ঞানকে মাঝে রাখিয়া নিত্য এবং কাম্য সকল প্রকার কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, এইরূপে উহা ক্রত্বর্থ হইয়া থাকে, আবার দ্বিতীয় পক্ষে উহা সাক্ষাৎ স্বর্গাদি ফলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় ফলার্থ অর্থাৎ পুরুষার্থ হইয়া পড়ে ; (ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে)।

যদি বলা হয়, "বেদান্ অধীত্য" এটী স্বতন্ত্রই একটী বিধি, উহা আচার্য্যকরণ বিধির প্রয়োজ্য (বিষয়) নহে ; (কাজেই উহার একটী আলাদা ফল আছে) ; সেই ফলটী যে কামনা করিবে তাহারই ইহাতে (একাধিক বেদ অধ্যয়নে) অধিকার। তাহাও কিন্তু ঠিক নহে। কারণ, ইহা স্বতন্ত্র একটী বিধিই নহে। যে বিধিটী প্রথমে বলা হইয়াছে তাহাতে অধ্যেতব্য বেদের সংখ্যা বিবক্ষিত হয় নাই ; এইজন্য স্বীয় শক্তি অনুসারে ইচ্ছামত পাঁচ, ছয়, সাত অথবা তদধিক শাখা অধ্যয়ন করা যাইতে পারে; কিন্তু "বেদান্ অধীত্য" এই বচনটী দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তিনটী শাখাই পড়িবে—তাহার বেশী নহে। বস্তুতপক্ষে, "বেদানধীত্য" (৩।২) এখানে কোন বিধিই দেখা যাইতেছে না। (কারণ এখানে "অধীত্য"=অধ্যয়ন করিয়া, এইপ্রকার ল্যপ্ প্রত্যয়ান্ত পদই রহিয়াছে ; উহা বিধিবোধক নহে)। কিন্তু এখানে যে বাক্যশেষে বলা হইতেছে "গৃহস্থাশ্রমম্ আবসেৎ"=গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে, এইটীই বস্তুতঃ বিধি।

আর যে বলা হইয়াছে "বেদঃ কৃৎস্নঃ" এখানে বেদগত 'একত্ব' সংখ্যাটী বিবক্ষিত, তাহা একেবারে মূল বক্তব্যের সহিত সম্বন্ধশূন্য। কারণ, ঐ সংখ্যাটী বিবক্ষিত কি অবিবক্ষিত তাহা বিধির বিনিয়োগ অনুসারেই স্থির করিতে হয়, কিন্তু উপপাদন করা যায় বলিয়া একত্ব সংখ্যাকে বিবক্ষিত বলা চলে না। (অর্থাৎ বিধির বিধায়কত্ব দ্বারাই সংখ্যাটীকে বিবক্ষিত অথবা অবিবক্ষিত বলিতে হয়, কিন্তু সংখ্যাটীকে বিবক্ষিত বলিলেও উপপাদন বা যুক্তি প্রদর্শন করা যায়, অতএব সংখ্যাটী বিবক্ষিত, একথা বলা চলে না)। আর, ঐ বিনিয়োগ (অঙ্গত্বনির্দ্দেশ) ইহাই জানাইয়া দিতেছে যে অধ্যয়ন স্বাধ্যায়সংস্কারার্থক। (অর্থাৎ "গ্রহং সম্মার্ষ্টি"=গ্রহ নামক যজ্ঞপাত্রের সম্মার্জ্জন করিবে, এস্থলে যেমন গ্রহের উদ্দেশে সম্মার্জ্জনরূপ সংস্কারটী বিহিত হইয়াছে এখানেও সেইরূপ "স্বাধ্যায়ঃ অধ্যেতব্যঃ"=স্বাধ্যায়াম্ অধীয়ীত=স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন করিবে, এই বিধিবাক্যে স্বাধ্যায়ের উদ্দেশে অধ্যয়ন বিহিত হইয়াছে)। কাজেই এখানে স্বাধ্যায় 'উদ্দেশ্য' হওয়ায় উহা প্রধান। উহার ঐ প্রাধান্য দুইটী দ্বিতীয়ান্ত পদ দ্বারা* বোধিত হওয়ায় তাহা সাক্ষাৎ শ্রুতি-বোধিত। পক্ষান্তরে অর্থজ্ঞানলাভের প্রতি স্বাধ্যায়ের যে গুণভাব তাহা কোন শ্রুতি দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইতেছে না, কিন্তু তাহা আর্থিক—অর্থাপত্তি দ্বারা উহ করিতে হয়। কাজেই এই অর্থাপত্তিলভ্য (উহনীয়) গুণভাবের অনুরোধে সাক্ষাৎ শ্রুতি বোধিত প্রাধান্য পরিত্যক্ত হইতে পারে না। (অতএব ঐ বেদগত একত্ব সংখ্যাটীকে বিবক্ষিত বলা চলে না)। যদি এই প্রকারে উহার গুণভাব স্বীকার করা হয় তাহা হইলে "গ্রহং সম্মার্ষ্টি" এই বিধিটীর স্থলেও গ্রহগত একত্ব সংখ্যাকে বিবক্ষিত বলা চলে। কারণ, গ্রহের উদ্দেশে সম্মার্জ্জন বিহিত হওয়ায় এখানে গ্রহ প্রধান হইলেও সম্মার্জ্জন ক্রিয়াতে উহার সাধনতা অবশ্যই আছে; তবে উহা শব্দের দ্বারা অর্থাৎ তৃতীয়া শ্রুতি দ্বারা বোধিত নয় বটে কিন্তু অর্থলভ্য। (কাজেই সেস্থলে উহার গুণত্ব আছে বলিয়া উহার একত্ব সংখ্যাকেও বিবক্ষিত বলিতে হয়। অথচ ইহা কোন পক্ষেরই সিদ্ধান্তসম্মত নহে)। তবে "গ্রহৈর্জুহোতি"= গ্রহের দ্বারা হোম করিবে, এস্থলে হোমেতেও গ্রহের সাধনতা এবং তন্মূলক গুণভাব যেমন সাক্ষাৎ তৃতীয়া শ্রুতি দ্বারা বোধিত হওয়ায় ইহা শব্দের দ্বারাই অভিহিত হইতেছে, "গ্রহং সম্মার্ষ্টি" এই বিধি বোধিত সম্মার্জ্জন ক্রিয়ায় গ্রহের যে সাধনতা এবং তন্মূলক গুণভাব, তাহা কিন্তু এরূপ-ভাবে শব্দের দ্বারা অভিহিত হইতেছে না বটে। অতএব সাক্ষাৎ শ্রুতি দ্বারা অভিধান এবং বিনিয়োগ এতদুভয়ের দ্বারা অধ্যয়নের প্রতি স্বাধ্যায়ের প্রাধান্যই বোধিত হইতেছে। আর প্রাধান্যই যখন থাকিতেছে তখন "বেদঃ" ইহার একত্ব সংখ্যা বিবক্ষিত হইতে পারে না। (আপত্তি)—বেশ, তাহাই যদি হয় তবে একটী বেদ গৃহীত (আয়ত্ত) হইলেই ত স্বাধ্যায়বিধির যাহা প্রতিপাদ্য তাহা পূর্ণ হইয়া যায়, তবে একাধিক বেদ অধ্যয়নের প্রয়োজন কি, তাহা বলিয়া দিন। (উত্তর)—তৃতীয় অধ্যায়ে (১ম শ্লোকের ব্যাখ্যায়) তাহা বলিব।

আচ্ছা, আবার জিজ্ঞাসা করি, যদি বেদার্থজ্ঞান পর্য্যন্ত বিষয়টীই স্বাধ্যায় বিধির প্রতিপাদ্য হয় তাহা হইলে, বেদ স্বরূপত গৃহীত হইয়া গেলেও অর্থাৎ বেদের অক্ষরসকল আয়ত্ত করা হইলেও যতক্ষণ না বেদের অর্থজ্ঞান জন্মে ততক্ষণ ঐ ব্রহ্মচারীর পক্ষে ঠিক পূর্ব্বের মতই মধু-মাংসাদি বর্জ্জন এবং যম-নিয়ম প্রভৃতির অনুষ্ঠান সমভাবেই ত পালন করিতে হয়? (উত্তর)—তাহাতে দোষ কি? (প্রত্যুত্তর)—দোষ এই যে, ইহাতে শিষ্টগণের যে সদাচার তাহার সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। কারণ, বেদ অধ্যয়ন হইয়া গেলে—বেদের অক্ষর গ্রহণ সমাপ্ত হইলে, তাহার পর ঐ বেদার্থ বিচার করিতে থাকিলেও শিষ্টগণ মধু, মাংস প্রভৃতি বর্জ্জন করেন না—(কিন্তু ঐসকল দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন)। (উত্তর)—না; ইহা দোষের নহে; কারণ এ সম্বন্ধে অন্য স্মৃতিমধ্যে বলা আছে যে "বেদম্ অধীত্য স্নায়াৎ"="বেদ অধ্যয়ন করিয়া স্নান করিবে"। এখানে "অধীত্য"= অধ্যয়ন করিয়া, ইহা দ্বারা কেবল অক্ষর গ্রহণরূপ বেদপাঠই অভিহিত হইতেছে। আর "স্নায়াৎ"= স্নান করিবে—ইহা দ্বারা, ঐ স্বাধ্যায়গ্রহণকালীন যম, নিয়ম প্রভৃতি যত কিছু ধর্ম্ম স্বাধ্যায় বিধির অঙ্গরূপে পালনীয় ছিল সেগুলি সমস্তই সমাপ্ত হইবে, ইহা 'লক্ষণা' বলে বোধিত হইতেছে। কারণ স্বাধ্যায় গ্রহণকালে মধু, মাংস প্রভৃতি বস্তুগুলি যেমন ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিষিদ্ধ, (সমাবর্ত্তন) স্নানও তাহার পক্ষে সেইভাবেই নিষিদ্ধ। কাজেই বেদের অক্ষর গ্রহণরূপ অধ্যয়নের পর ঐ নিষিদ্ধ পদার্থগুলির মধ্যে স্নানের যখন অনুমতি দেওয়া হইতেছে তখন মধু, মাংস

*"বেদঃ অধিগন্তব্যঃ"="বেদম্ অধিগচ্ছেৎ" এবং "বেদান্ অধীত্য" এই দুইটি দ্বিতীয়ান্ত পদ দ্বারা।

প্রভৃতি দ্রব্যগুলি ব্যবহার করিবার অনুমতিও ঐ বিধি হইতেই পাওয়া যাইতেছে, যেহেতু ঐ দ্রব্যগুলি স্নানের সহচর—একই নিষেধের বিষয়ীভূত এবং একই প্রকরণের অন্তর্ভূত; (কাজেই উহাদের একটীর প্রতি অনুজ্ঞা সব কয়টীর প্রতিই অনুজ্ঞাস্বরূপ)। যদিও ব্রহ্মচারীর পক্ষে স্ত্রীসম্ভোগও নিষিদ্ধ এবং তাহাও এখানে ঐ অনুজ্ঞার মধ্যে পড়িয়া যায় তথাপি বেদাধ্যয়নের পর মধু, মাংস প্রভৃতি ব্যবহার করা চলিবে কিন্তু স্ত্রীসম্ভোগ করা চলিবে না, কারণ তাহা "অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যঃ" (৩।২) এই বচনে স্বতন্ত্রভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তবে বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে স্বাধ্যায় বিধিবোধিত বেদার্থ বিচারকালে উহার যদি ব্যতিক্রম ঘটে (কেহ যদি স্ত্রীসম্ভোগ করে তাহ'লে) তাহাতে স্বাধ্যায়বিধির কোনপ্রকার হানি ঘটিবে না; কারণ, স্ত্রীসঙ্গ বর্জ্জন ঐ বেদার্থ বিচারের অঙ্গ নহে; যেহেতু বেদের অক্ষর গ্রহণ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ঐসকল নিয়মেরও অবসান হয়। "অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যঃ" ইত্যাদি বচনে যে স্ত্রীসংসর্গ নিষেধ উহা বিচারার্থ নহে—বেদার্থ বিচারের অঙ্গরূপে নিষেধ নহে, কিন্তু উহা পুরুষার্থ নিষেধ। (সুতরাং পুরুষার্থ যে নিষেধ তাহার লঙ্ঘনে পুরুষেরই প্রত্যবায় হইবে কিন্তু তাহাতে যজ্ঞাদির কিংবা বিচারের কোন বৈগুণ্য ঘটিবে না)। এই কারণেই ঐ স্ত্রীসঙ্গবর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য যদি ঘটনাক্রমে বিপ্লুত হইয়া যায়—স্খলিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার জন্য 'অবকীর্ণি'প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। ইহার হেতু এই যে, ব্রতস্থ ব্যক্তির পক্ষে রেতঃসেক একটী বিকার--ব্রতাবস্থার বিপর্য্যয়। আর এই উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত যে চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি তাহাতে ঐ ব্রতস্থ ব্যক্তির অধিকার নাই। (অর্থাৎ ব্রতস্থ অবস্থায় স্ত্রীসংসর্গ করিলে অবকীর্ণিপ্রায়শ্চিত্ত কিন্তু ব্রতত্যাগের পর উহার জন্য উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত রূপে কর্ত্তব্য।)

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, "স্নায়াৎ" এই পদটীতে যে লক্ষণা করা হইল তাহার কারণ কি? (উত্তর) —ইহার কারণ এই যে, ঐ পদটী দ্বারা 'জলে শরীর ধৌত করা' এরূপ স্নান বিহিত হইতে পারে না; যেহেতু ঐপ্রকার স্নানের দ্বারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের কোন উপকার সাধিত হয় না বলিয়া উহাকে অদৃষ্টার্থ বলিতে হয়—ঐরূপ করিলে ধর্ম্ম হইবে, ইহাই বলিতে হয়। (কিন্তু দৃষ্ট অর্থ সম্ভব হইলে অদৃষ্ট অর্থ স্বীকার করা অন্যায়।) ব্রহ্মচারীর জন্য যেসকল নিয়ম বিহিত হইয়াছে সেগুলির কোন সীমা (সমাপ্তিকাল) বলিয়া দেওয়া নাই। কাজেই সেগুলি অবধি-(সীমা)-সাকাঙ্ক্ষ হইয়া আছে; আর 'স্নানবিধি'টী সেই সীমাটীই নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। অতএব "স্নায়াৎ" এই বিধিটী ঐ অপেক্ষিত (আকাঙ্ক্ষিত) সীমা নিরূপণ করিয়া দিয়াই সফল হইয়া যায় বলিয়া, এই দৃষ্ট ফলটী ছাড়া ইহার অন্য কোন অদৃষ্ট ফল কল্পনা করা অনুচিত।

(প্রশ্ন)—আচ্ছা, ঐ ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য ঐ যম-নিয়ম প্রভৃতিগুলির এইভাবে অন্য একটী বাক্য বোধিত অবধির প্রতি—(স্নানবিধি বোধিত অবধির প্রতি) সাপেক্ষতা স্বীকার করিবার ত কোন দরকার নাই। কারণ, ঐ নিয়মগুলি স্বাধ্যায় বিধিরই যখন অঙ্গ তখন ঐ স্বাধ্যায় বিধির নিবৃত্তিই উহাদের অবধি হইবে; আর স্বাধ্যায়াধ্যয়নরূপ বিষয়টীর নিবৃত্তি (সমাপ্তি) হইলেই ঐ স্বাধ্যায় বিধিরও নিবৃত্তি (সমাপ্তি) হইয়া থাকে। আর ঐ স্বাধ্যায় বিধির বিষয় হইতেছে অধ্যয়ন; তাহার নিবৃত্তি ত প্রত্যক্ষসিদ্ধই। (অতএব ইহাতে কোন অদৃষ্ট কল্পনা প্রসঙ্গ নাই।)

(উত্তর)—তাহা সত্য বটে। যদি কেবল শ্রুতিলভ্য অর্থটীই ঐ স্বাধ্যায় বিধির বিষয় (প্রতিপাদ্য) হইত তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদী যেরূপ সমাধান দেখাইতেছেন তাহা সঙ্গত হইত। কিন্তু যাহা শ্রুতিলভ্য নহে (কিন্তু অর্থাপত্তিগম্য) সেরূপ একটী অর্থও যে উহার বিষয় অর্থাৎ বিধেয়রূপে প্রতিপাদ্য হইতেছে, এবং তাহাই উহার ফলস্বরূপ। সেটী হইতেছে অর্থজ্ঞান—বেদার্থ বিচার করা। ইহাকেও ঐ স্বাধ্যায় বিধির বিধেয় বিষয় বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; কেননা, তাহা না হইলে ঐ স্বাধ্যায় বিধিটী যে সংস্কার বিধি তাহা অন্য কোন উপায়ে উপপাদন করা যায় না। কারণ, উহার বিধেয় বিষয়টী যদি সাক্ষাৎ শব্দবোধিত যে অধ্যয়ন তাহাতেই পর্য্যবসান হয়, কেবলমাত্র অধ্যয়নকেই যদি উহার বিষয় বলা হয়, তাহা হইলে উহার বিধিত্বই ব্যাহত হইয়া পড়ে। (অর্থাৎ যদিও অধ্যয়ন এখানে শ্রুতিলভ্য তথাপি উহা স্বাধ্যায় বিধির বিধেয় বিষয় হইতে পারে না, ইহা অগ্রে দেখান হইবে। আর পূর্ব্বপক্ষীর মতানুসারে ইহার অন্য কোন বিধেয়ও নাই। সুতরাং ঐ বিধিটী বিধেয়শূন্য হইয়া বিফল হইয়া যায়—উহার বিধিত্বই নষ্ট হয়।) কারণ 'স্বার্থানুষ্ঠাপকত্ব'ই বিধির স্বরূপ—(বিধির যাহা বিধেয় অর্থ তাহা অনুষ্ঠান করানই—তাহাতে

পুরুষের প্রবৃত্তি উৎপাদন করাই, এই প্রবর্ত্তকত্বই বিধির বিধিত্ব)। বিধির স্বার্থ অর্থাৎ বিধি-বোধিত পদের প্রতিপাদ্য অর্থটী হইতেছে কার্য্য (সাধ্য বা ফল—অক্ষরগ্রহণ), করণ এবং ইতি-কর্ত্তব্যতা—এই তিনটী বিষয়ের সমষ্টিস্বরূপ। ইহা বিধ্যর্থ ছাড়া আর কিছু নহে (ইহা ছাড়া অন্য কিছু বিধ্যর্থ নহে)। ইহার মধ্যে করণটী যে বিধির বিষয় অর্থাৎ বিধেয় হইবে, তাহা বলা চলে না। কারণ, একটীমাত্র 'অধ্যেয়' পদের দ্বারাই উহার (ঐ অধ্যয়নরূপ করণটীর) নির্দ্দেশ রহিয়াছে। "অধীয়ীত" ইহা দ্বারা যে ভাবার্থ অর্থাৎ ক্রিয়া বোধিত হইতেছে তাহা অধ্যয়নাদিরূপ ধাত্বর্থের দ্বারা বিশেষিত। অর্থাৎ অধ্যয়নাদি ক্রিয়াই উহার অর্থ ; (উহাই করণ)। আর যম, নিয়ম প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইতেছে উহার ইতিকর্ত্তব্যতা। কিন্তু ঐ যমনিয়মাদি ইতিকর্ত্তব্যতা অংশে এই স্বাধ্যায় বিধিটীর স্বার্থানুষ্ঠাপকতা থাকা সম্ভব নহে। কারণ, বিধির যে স্বার্থানুষ্ঠান সম্পাদন তাহা সকলস্থলেই বিধেয় বিষয়ের অনুষ্ঠান করান দ্বারাই সম্ভব হয়। [অর্থাৎ বিধেয় যে ধাত্বর্থ, যেমন "যজেত" ইত্যাদি স্থলে যাগাদি তাহার অনুষ্ঠান দ্বারাই সাধ্য (ফল), সাধন এবং ইতিকর্ত্তব্যতারও অনুষ্ঠান হয়।] কিন্তু এখানে ঐ যম, নিয়ম প্রভৃতি ইতিকর্ত্তব্যতাত্মক বিষয়গুলি এই স্বাধ্যায় বিধির প্রবর্ত্তনাবশতঃ (তদনুসারে তন্নিবন্ধন) সম্পাদিত হয় না ; যেহেতু ঐগুলি অন্য বিধিবাক্য দ্বারা বিহিত হইয়াছে বলিয়া সেই বিধিটীরই প্রবর্ত্তনাবশতঃ ঐগুলি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। (কাজেই এ অংশে ঐ স্বাধ্যায় বিধিটীর বিধায়কতা নাই। সুতরাং এস্থলে ইতিকর্ত্তব্যতাংশও উহার বিধেয় বিষয় হইতে পারিল না।)

(অধ্যয়নরূপ ধাত্বর্থাংশটীকেও উহার বিধেয় বলা যায় না। কারণ)—আচার্য্যের সম্বন্ধে এইরূপ একটী বিধি আছে যে—"শিষ্যকে উপনীত করিয়া বেদ অধ্যাপন করিবে"। কিন্তু শিষ্যের অধ্যয়ন বিনা আচার্য্যের অধ্যাপন সম্পন্ন হইতে পারে না। কাজেই আচার্য্য নিজ বিধি (কর্ত্তব্যতা) সম্পাদন করিবার নিমিত্ত শিষ্যকে অধ্যয়ন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকেন। যেহেতু ঐ মাণবক অল্পবয়স্ক; আচার্য্য তাহাকে যদি তাহার কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিয়া অধ্যয়ন কর্ম্মে প্রবৃত্ত না করান তাহা হইলে সে যে নিজে ঐ বিধিটীর অর্থ জানিয়া বুঝিয়া শুঝিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে, ইহা সম্ভব নহে। কাজেই অধ্যয়ন কর্ম্মে মাণবকের ঐ যে প্রবৃত্তি (অনুষ্ঠান) তাহাকে অবশ্যই 'আচার্য্যবিধিপ্রযুক্ত' বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ মাণবকের বেদাধ্যয়ন স্বাধ্যায় বিধি দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারিতেছে না কিন্তু "তম্ অধ্যাপয়ীত" তাহাকে বেদ পড়াইবে—এই যে অধ্যাপন বিধি—যাহার অধিকারী হইতেছেন আচার্য্য তাহা দ্বারাই উহা সম্পাদিত হয়। অতএব [স্বপদ বোধিত কার্য্য (সাধ্য), করণ (সাধন) এবং ইতিকর্ত্তব্যতা এই অংশত্রয়ের কোনটীই যখন ঐ স্বাধ্যায়-বিধির বিষয় (বিধেয়) হইতে পারিতেছে না তখন বিধেয় না থাকায়] বিধিটীর প্রবর্ত্তকতাও থাকিতেছে না। আর যাহার প্রবর্ত্তকতা নাই তাহার আবার বিধিত্ব কিরূপ? সুতরাং এই স্বাধ্যায় বিধিটীর প্রবর্ত্তকতা না থাকায় উহার বিধিত্ব কিরূপ? (উহাকে বিধিই বলা চলে না।)

এইভাবে যখন ঐ স্বাধ্যায় বিধিটীর বিধিত্বরূপ স্বরূপই নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে তখন উহাকে রক্ষা করিবার জন্য এমন একটী বিষয় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যাহাতে উহার প্রয়োক্তৃতা (প্রবর্ত্তনা সম্পাদনরূপ প্রবর্ত্তকত্ব বা বিধায়কতা) পাওয়া যায়। তখন আলোচনা করিতে গিয়া বক্ষ্যমাণ বিষয়গুলি দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে স্বাধ্যায়বিধি ইহা যে সংস্কারবিধি তাহা নিশ্চিত, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। যাহার কোন ফল (প্রয়োজন) নাই এমন সংস্কারও হইতে পারে না। অধ্যয়ন করা হইলে যাহা হয় একটা কিছু অর্থবোধ হয়, ইহা লৌকিকস্থলেও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বেদাধ্যয়ন করিলেও তদ্‌বিষয়ে একটা কিছু অর্থজ্ঞান হয়। ঐ বেদার্থ-জ্ঞানটী কিন্তু সকল কর্ম্মেরই অনুষ্ঠানে উপযোগী—আবশ্যক। অতএব স্বাধ্যায় বিধির শ্রুতি-বোধিত অর্থ যে অধ্যয়ন সেই অধ্যয়নের সংগে তাহার অর্থজ্ঞানটীও যখন বিজড়িত তখন সেই অর্থজ্ঞানেরই কর্ত্তব্যতা এই স্বাধ্যায় বিধি হইতেই প্রতীত হইয়া থাকে। একথা সত্য যে, বেদবাক্য আয়ত্ত করিবার পর তাহার অর্থটীও স্বভাবতই জ্ঞানগম্য হয়, ইহাই বস্তুর স্বভাব (বাক্যের স্বভাব)। কিন্তু ঐ জ্ঞানটী সন্দেহশূন্য নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয় না। এইজন্য কেবলমাত্র অর্থ-জ্ঞানলাভটীই ঐ স্বাধ্যায় বিধির বিষয় নহে, কিন্তু যেরূপে উহা হইতে সন্দেহশূন্য নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মে সেইরূপ অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে হয়; এই অংশটীই অপ্রাপ্ত;—কাজেই এই অংশটীতেই ঐ স্বাধ্যায় বিধির বিধায়কতা বা প্রবর্ত্তকতা। ঐ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানটী জন্মে অর্থবিচার দ্বারা;—কারণ উহা দ্বারাই সংশয়, বিপর্য্যয় প্রভৃতি দূরীভূত হয়। কিন্তু ঐ বিচার ক্রিয়াটী অন্য

কোন বিধি অথবা প্রমাণ দ্বারা বোধিত হইতেছে না। উহা যে আচার্য্য বিধি (অধ্যাপন বিধি) দ্বারা বোধিত হইবে তাহাও সম্ভব নহে; কারণ (শিষ্যের অর্থজ্ঞান হউক আর নাই হউক) কেবলমাত্র অক্ষর গ্রহণ হইলেই ঐ অধ্যাপন বিধিটী চরিতার্থ হইয়া যায়। আবার, কোন দৃষ্ট (লৌকিক) কার্য্যের জন্য যে বেদার্থ বিচার আবশ্যক তাহাও বলা চলে না; কারণ, এমন কোন লৌকিক প্রয়োজন নাই যাহা ঐ বেদার্থ বিচার ব্যতীত সম্পন্ন হয় না (যাহার জন্য বেদার্থ বিচার করা আবশ্যক হয়)। সুতরাং লৌকিক কোন কার্য্য সিদ্ধ করিবার জন্য যে ঐ বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে তাহাও বলা চলে না। (কাজেই একমাত্র ঐ স্বাধ্যায় বিধির প্রবর্ত্তকতাবশতই বেদার্থ বিচারে পুরুষ প্রবৃত্ত হয়, ইহা বলা ছাড়া গত্যন্তর নাই।)

যদি বলা হয় যদৃচ্ছাক্রমে (খামখেয়ালিভাবে) বিচারে প্রবৃত্ত হইবে, যেমন গ্রামাদিকামনাবান্ পুরুষের তদ্বিষয়ক কর্ম্মে ('সাংগ্রহণী ইষ্টি' প্রভৃতি যজ্ঞে) প্রবৃত্তি হয় ; তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, এরূপ হইলে বেদার্থবিচারটীও অনিয়মিত হইয়া পড়িবে। কারণ, পুরুষের ইচ্ছা এখানে কোন কিছু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না। (সুতরাং ফলে দাঁড়াইবে এই যে, কেহ কেহ বেদার্থ বিচার করিবে আবার কেহ কেহ তাহা করিবে না)। আবার যদিই বা কেহ বেদার্থ বিচার করে তবে সে যে বেদাধ্যয়নের সমনন্তরই তাহা করিবে, এমন কোন নিয়ম নাই (যে-কোন সময়ে উহা করিতে পারে)। কাজেই এই অংশটী অপ্রাপ্ত বলিয়া অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের পরই যে বেদার্থ বিচার কর্ত্তব্য, ইহা অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় না বলিয়া, ইহাদের মধ্যে যে অংশটী প্রমাণান্তর দ্বারা উপস্থাপিত হইবে না সেই অংশটীই ঐ স্বাধ্যায় বিধির বিধেয় হইবে ; কাজেই এইখানেই ঐ বিধিটীর ব্যাপার অর্থাৎ প্রবর্ত্তকতা রহিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মাণবকের বেদাধ্যয়ন অন্য বিধির প্রভাবে প্রাপ্ত হয়। আবার অধীত বিষয়ের অর্থজ্ঞানও ঐ অধ্যয়নের সহিত নিয়ত-সম্বন্ধযুক্ত, তাহা বস্তুর স্বভাববশতই উৎপন্ন হয় ; কিন্তু সেই জ্ঞানটী নিশ্চয়াত্মক নহে। অথচ এই অনিশ্চিতস্বরূপ জ্ঞান কোন প্রয়োজন সম্পাদন করিতে পারে না। তাহা হইলেও কিন্তু সেই অধ্যয়নের দ্বারা কেবলমাত্র সংস্কারটাই নির্ব্বাহ হয়। অথচ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই ফলবৎকর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী। ঐ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান আবার বিচারসাধ্য—বিচার দ্বারাই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মে। কিন্তু সেই বিচারটী যে একটী নির্দ্দিষ্ট সময়েই অবশ্য করণীয়, তাহা কোন প্রমাণান্তর দ্বারা পাওয়া যাইতেছে না। এই অপ্রাপ্তির নিবৃত্তির জন্যই এই স্বাধ্যায় বিধিটী বিচারপর্য্যবসায়ী হইয়া অবস্থান করে অর্থাৎ উহার বিধেয়তা ঐ বিচারে পর্য্যবসিত হইতেছে অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের অনন্তরই যে বেদার্থ বিচার কর্ত্তব্য তাহা স্বাধ্যায় বিধির প্রতিপাদ্য বা বিধেয় হইতেছে।

এই কারণে, ঐ স্বাধ্যায় বিধির ইতিকর্ত্তব্যতাস্বরূপ যে যম-নিয়ম প্রভৃতিগুলি আছে সেগুলিরও অবধি সম্বন্ধে এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা (জিজ্ঞাসা) হয় যে, তদ্বিষয়ক বিধিরও অবসান কি শ্রুত অধ্যয়নের অবসানের সহিত হইবে অথবা স্বাধ্যায় বিধি দ্বারা যে নিশ্চিতজ্ঞানজনক বিচার আক্ষিপ্ত হইতেছে তাহার সমাপ্তির সহিতই উহার অবসান ঘটিবে। (ফলিতার্থ এই যে, ঐ যমনিয়মাদি বিষয়ক বিধি দ্বারা কি ইহাই বোধিত হইতেছে যে অধ্যয়নের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই যমনিয়মা-দিরও সমাপ্তি হইবে অথবা অধ্যয়নের পর যত দিন না বেদার্থবিচার সমাপ্ত হয় ততদিন ঐগুলিরও সমাপ্তি হইবে না, এই প্রকার জিজ্ঞাসা উদিত হয়)। আর এইরূপ জিজ্ঞাসা উদিত হইলে তখন "বেদম্ অধীত্য স্নায়াৎ"=বেদ অধ্যয়ন করিয়া স্নান করিবে, এই বিধিটী ঐ যমনিয়মাদির সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেয় (যাহাতে ঐপ্রকার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে)। সেস্থলে প্রকৃত (আলোচ্য, প্রতিপাদ্য) যে স্নান এবং ঐ যে অপেক্ষা (আকাঙ্ক্ষা) ইহাদের মধ্যে কোন বিশেষত্ব ভেদ না থাকায় এস্থলে লক্ষণা করা সঙ্গত হইয়া থাকে (অর্থাৎ "স্নায়াৎ" এস্থলে লক্ষণা দ্বারা ঐসকল নিয়মের সমাপ্তি বোধিত হয়)।

(প্রশ্ন)—আচ্ছা, বেদার্থ জ্ঞানকে অশ্রুত (শ্রুতিলভ্য নহে,—শব্দাভিহিত নহে) বলা হইতেছে এটী কিরকম কথা হইল? কারণ, এখানে "অধিগন্তব্যঃ"= অধিগত (প্রাপ্ত অর্থাৎ জ্ঞাত) করা উচিত, ইহা সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারাই ত বোধিত হইতেছে। (উত্তর)—বেদ এবং অপরাপর স্মৃতিমধ্যে "অধীতে", "অধ্যেতব্যঃ"=অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, এই প্রকারই যখন উল্লেখ রহিয়াছে তখন মনুস্মৃতির মধ্যেও ও সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহারও অর্থ উহাদেরই ন্যায় একই প্রকার হওয়াই সঙ্গত, যেহেতু ইহারও মূলে রহিয়াছে বেদ। কাজেই আগে যেরূপ দেখান হইয়াছে সেইভাবে আক্ষেপলভ্য

(অর্থাপত্তিগম্য) যে অর্থজ্ঞান তাহা নির্দ্দেশ করিবার অভিপ্রায়েই এই 'অধিগম' (অধিগন্তব্য) পদটীর প্রয়োগ হইয়াছে। অথবা এখানে বেদের স্বরূপ গ্রহণ অর্থাৎ অক্ষর গ্রহণই 'অধিগম'; আর ঐ অধিগমটী যে অর্থজ্ঞান পর্য্যন্ত অর্থ জ্ঞাপিত করিতেছে তাহা যুক্তি দ্বারা পাওয়া যায়। আর ইহাতে এরূপ আপত্তি করা সঙ্গত হইবে না যে, "স্বাধ্যায়ঃ অধ্যেতব্যঃ" ইহা যখন একটীমাত্রই বিধি তখন ইহার বিষয় (বিধেয়) পদার্থটীর একটী অংশ 'আচার্য্য বিধি' দ্বারা প্রয়োজিত হইতেছে আবার কোন একটী অংশ সাক্ষাৎ ঐ বিধিটীর দ্বারাই প্রয়োজিত হইতেছে, ইহাতে ঐ বিধিটীর বৈরূপ্য (বিপরীত ভাবদ্বয়ের সমাবেশ) হওয়ায় অসামঞ্জস্যই হইয়া পড়িতেছে। এই প্রকার আপত্তিটী যে অসঙ্গত তাহার কারণ, আমরা আপত্তিকারীকেই জিজ্ঞাসা করি বিধির অর্থ এরূপ বলিলে অসঙ্গত কি হইতেছে? যেহেতু, যে অর্থটী অর্থভূত—(অর্থাপত্তিগম্য) তাহাই ত এখানে বিধ্যর্থ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। পূর্ব্বপক্ষবাদী আর একটী কথা যে বলিয়াছেন, অদৃষ্ট (ধর্ম্ম) সঞ্চয়ের নিমিত্ত একাধিক বেদ অধ্যয়ন করা যুক্তিযুক্ত, তাহার পরিহার "ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকম্" (৩।১) এই শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে বলিব।

"বেদঃ অধিগন্তব্যঃ" এখানে 'বেদ' শব্দটী মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণের বাক্যসমষ্টিরূপ যে এক-একটী বেদশাখা তাহাই বুঝাইতেছে। কোথাও কোথাও আবার 'বেদ' বলিতে উক্ত বাক্যসমষ্টির অংশস্বরূপ এক-একটী খণ্ডবাক্যও বুঝায়, এরূপ প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য 'বেদ' বলিতে কি ঐপ্রকার খণ্ডবাক্যও বুঝাইবে, এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে। উহা নিবারণ করিবার জন্য এখানে 'কৃৎস্ন' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। সত্য বটে ঐপ্রকার আশঙ্কা ভিত্তিহীন; কারণ, ঐপ্রকার একটী বাক্য অধ্যয়ন করা হইয়া গেলে অন্য বাক্যগুলির অধ্যয়ন বন্ধ হইতে পারে না, কারণ সেগুলিও যখন বেদবাক্য তখন সেগুলির অধ্যয়ন না হইলে অধ্যয়ন ব্যাপার সমাপ্ত হয় না, যেহেতু উহা সংস্কার কর্ম্ম। যেমন "গ্রহং সংমার্ষ্টি" এখানে গ্রহ নামক পাত্রের উদ্দেশ্যে সম্মার্জ্জন বিহিত হইয়াছে; উহা সংস্কার কর্ম্ম; 'গ্রহ' তাহার উদ্দেশ্য; ঐ উদ্দেশ্যগত একত্বসংখ্যা বিবক্ষিত নহে। কাজেই একটী গ্রহের সম্মার্জ্জন করা হইয়া গেলেও যতক্ষণ না সব কয়টী গ্রহের সম্মার্জ্জন করা হয় ততক্ষণ ঐ সম্মার্জ্জন ক্রিয়ার ব্যাপার চলিতেই থাকে। (এখানেও সেইরূপ অধ্যয়নটী সংস্কার-কর্ম্ম বলিয়া একটী বেদবাক্য অধ্যয়নের দ্বারা তাহার সমাপ্তি ঘটিবে না।) অতএব 'কৃৎস্ন' শব্দ প্রয়োগ না করিলেও চলিত বটে তবুও প্রতিপাদ্য বিষয়টী শব্দের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্যই উহা প্রয়োগ করা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, 'কৃৎস্ন' শব্দটী দ্বারা বেদাঙ্গ সকলকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ, বেদ অর্থ বাক্যসমষ্টি; তাহার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে। কাজেই তাহা হইতে যদি একটী ঋক্‌ও কমিয়া যায় (বাদ পড়ে) তাহা হইলে আর 'স্বাধ্যায় অধ্যয়ন' হইবে না। এইজন্য বলিতে হয় যে, বেদাঙ্গ সকলেরও অধ্যেয়তা জানাইয়া দিবার জন্য এখানে 'কৃৎস্ন' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। অন্য স্মৃতিমধ্যেও তাহাই বলা আছে, "ব্রাহ্মণের নিষ্কারণ ধর্ম্ম (কাম্য ফলশূন্যভাবে) ছয়টী অঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন কর্ত্তব্য"। ইহাতে প্রশ্ন হয়,—"বেদঃ কৃৎস্নঃ অধিগন্তব্যঃ" ইহা হইতে এই প্রকার অর্থই ত প্রতীত হইতেছে—অধ্যেয় যে বেদ সেটী হইবে 'কৃৎস্ন'। কিন্তু বেদাঙ্গ-সকল ত আর বেদ নহে। কাজেই ঐ 'কৃৎস্ন' শব্দটীর প্রয়োগ হইতে বেদের সহিত বেদাঙ্গসকলও আসে কিরূপে? আর উহার সমর্থনকল্পে "ষড়ঙ্গো বেদঃ অধ্যেয়ঃ" এই যে স্মৃতি বচনটী দেখান হইয়াছে তাহাতে ঐ বেদাঙ্গসকল সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারাই অভিহিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে "বেদঃ কৃৎস্ন" এখানে 'কৃৎস্ন' শব্দটী বেদের বিশেষণ; কাজেই উহা হইতে 'বেদাঙ্গরূপ অর্থ গ্রহণ করা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—ঐ যে স্মৃতি বচনটী উদাহৃত হইয়াছে উহার মূল হইতেছে "স্বাধ্যায়ঃ অধ্যেতব্যঃ" এই বেদ বচনটী। আর ইহা যে বেদার্থজ্ঞান পর্য্যন্ত অধ্যয়নের বিধায়ক তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। কিন্তু বেদাঙ্গসকল অধ্যয়ন না করিলে বেদার্থজ্ঞান হইতে পারে না; কাজেই বেদাঙ্গসকলেরও অধ্যয়ন অর্থাপত্তিসিদ্ধ; তাহাও ঐ স্বাধ্যায় বিধি দ্বারাই বিহিত হইতেছে। এইজন্য নিগম, নিরুক্ত, ব্যাকরণ এবং মীমাংসায় জ্ঞানলাভ করিবার নির্দ্দেশও ঐ বিধ্যর্থেরই আকাঙ্ক্ষা অনুসারে বোধিত হইতেছে। এই কারণে ঐ বেদাঙ্গসকলও স্বাধ্যায় বিধি দ্বারা গৃহীত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিয়া তাহা সূচিত করিবার জন্যই এখানে 'কৃৎস্ন' শব্দটী প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত। মানুষের যেমন শরীরারম্ভক হস্ত, পদ প্রভৃতিকে অঙ্গ বলা হয়, নিরুক্ত প্রভৃতি বেদাঙ্গগুলি সেভাবে বেদের শরীরারম্ভক নহে। তথাপি ঐগুলিকে গৌণভাবে

বেদের অঙ্গ বলা হয়। ঐগুলিকে বাদ দিলে বেদ স্বার্থ প্রতিপাদন করিতে পারে না; এইজন্য ঐগুলি বেদের অঙ্গের ন্যায় ; এইভাবে এখানে স্বার্থপ্রতিপাদকত্বরূপ সাদৃশ্যবশতঃ অঙ্গত্ব আরোপিত হইয়াছে। আর, যাহা যাহার অঙ্গ তাহা, তাহা হইতে ভিন্ন নহে বলিয়া ঐ অঙ্গসকলের উপরও বেদত্ব আরোপিত হইয়াছে—বেদাঙ্গগুলিকেও বেদরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কাজেই ঐগুলিকেও সমগ্রভাবে গ্রহণ করিবার জন্য এখানে 'বেদ' শব্দটীর সহিত 'কৃৎস্ন' শব্দটীও প্রয়োগ করা যুক্তি-সঙ্গতই হইতেছে। "সরহস্য" এখানে 'রহস্য' শব্দটীর অর্থ উপনিষৎ। যদিও উপনিষৎও বেদ ছাড়া অন্য কিছু নহে তথাপি উহার প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠতা আছে বলিয়া উহাকে পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হইল। ১৬৫

(যে ব্রাহ্মণ তপস্যা দ্বারা 'তপঃ' অর্থাৎ অলৌকিক শক্তি লাভ করিতে অভিলাষ করেন তিনি যেন সর্ব্বদা বেদাভ্যাসপরায়ণ হন। কারণ, ইহলোকে ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদাভ্যাসই পরম তপ বলিয়া কথিত হয়।)

(মেঃ)—বেদ গ্রহণ (আয়ত্ত) করিতে হইলে তাহা অভ্যাস করিতে হয়। কাজেই বেদাভ্যাস বেদ গ্রহণের অঙ্গরূপে অর্থতঃপ্রাপ্ত। তাহারই এখানে অনুবাদ (উল্লেখ) করা হইতেছে; ইহা দ্বারা বেদাভ্যাসের স্তুতি (প্রশংসা) করা হইতেছে। কাজেই ইহা স্বতন্ত্র আর একটী বিধি নহে। এখানে যে 'সদা' শব্দটী আছে উহা বেদ গ্রহণকাল সাপেক্ষ অর্থাৎ যখন বেদ গ্রহণ করা হইবে সেই সময়েই উহা 'সর্ব্বদা' অভ্যাস করিতে হইবে (ইহাই 'সদা' শব্দটী দ্বারা বোধিত হইতেছে)। আহার নিরোধ (বন্ধ) করা প্রভৃতি শরীরপীড়াজনক যেসমস্ত শাস্ত্রীয় ক্রিয়া আছে তাহাই 'তপঃ' শব্দের অর্থ। তবে এখানে উহার অর্থ হইতেছে উক্তপ্রকার শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াজনিত আত্মসংস্কার, যাহাতে বরপ্রদান কিংবা অভিশাপ দেওয়া প্রভৃতির সামর্থ্য জন্মে; এইপ্রকার সামর্থ্যই এখানে তপঃ শব্দের লাক্ষণিক অর্থরূপে বোদ্ধব্য। ঐপ্রকার তপঃ "তপ্স্যন্"=তপস্যা দ্বারা অর্জ্জন করিবার ইচ্ছা করিলে;—। ঐ অর্জ্জন করিতে গেলে যে সন্তাপ (শরীরপীড়া) স্বীকার করিতে হয় তাহাই এখানে 'তপ্স্যন্' এই পদটীর মূলীভূত ধাতুটীর অর্থ। আর—এখানে 'কর্ম্মকর্তৃত্ব' বিবক্ষিত নহে (?) ; এইজন্য 'তপ্স্যন্' এস্থলে কর্ম্মকর্তৃবাচ্যে আত্মনেপদের প্রয়োগ হয় নাই। ঐ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধটী হেতুস্বরূপ অর্থবাদ। যত কিছু উত্তম তপ আছে বেদাভ্যাস সে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এইভাবে, বেদাভ্যাসের উপর শ্রেষ্ঠ তপস্যার তুল্যফলজনকতা আরোপ করিয়া উহার প্রশংসা করা হইতেছে। ১৬৬

(যে ব্রাহ্মণ মাল্যধারণ করিয়াও—ব্রহ্মচারীর পালনীয় ব্রতকলাপ পালন না করিয়াও প্রতিদিন যথাশক্তি স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করেন তাঁহার সমগ্র শরীর এমন কি নখাগ্র পর্য্যন্তও পরম তপ করিতে থাকে।)

(মেঃ)—বাজসনেয়ক-স্বাধ্যায়-বিধি-ব্রাহ্মণে (শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় 'শতপথ'-ব্রাহ্মণ মধ্যে যে স্বাধ্যায় বিধি আছে সেখানে) যে অর্থবাদ আছে ইহা তাহারই অনুবাদ। "আ হৈব স নখাগ্রেভ্যঃ=আ হ এব স নখাগ্রেভ্যঃ" এখানকার পদগুলির অন্বয় এইরূপ, "আ নখাগ্রেভ্যঃ এব"। এখানে যে 'হ' শব্দটী আছে উহা ঐতিহ্যসূচক—(এইরূপ ইতিহাস আছে)। এখানে 'পরম' শব্দটীর দ্বারাই তপস্যার প্রকৃষ্টতা (শ্রেষ্ঠতা) বোধিত হইতেছে। তথাপি 'নখাগ্র' পর্য্যন্ত তপস্যা করে, এইরূপ বলায় ঐ প্রকৃষ্টেরও প্রকর্ষ (উৎকৃষ্ট অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট), এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। নখের অগ্রভাগগুলি নির্জ্জীব (চেতনাশূন্য); সেই অচেতন নখাগ্রগুলিও এই তপস্যা দ্বারা ব্যাপ্ত (পীড়িত) হয়। ইহা দ্বারা যে প্রশংসা সূচিত হইতেছে তাহা এইরূপ;—। কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি তপস্যা নখাগ্রগুলিকে ব্যাপ্ত করে না; এজন্য সেগুলি পূর্ণ ফলও দিতে পারে না। পক্ষান্তরে এই যে বেদাভ্যাসরূপ তপ ইহা ঐগুলিকেও ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। (কাজেই ইহা প্রকৃষ্ট অপেক্ষাও প্রকৃষ্ট তপ।) "তপ্যতে তপঃ" এখানে "তপস্তপঃকর্ম্মকস্য" এই সূত্র অনুসারে কর্তৃবাচ্যেই 'য' এবং 'আত্মনে পদ' হইয়াছে। "যঃ স্রগ্বী অপি",—। স্রক্ (মাল্য) যাহার আছে সে স্রগ্বী; সুতরাং যে লোক পুষ্পমাল্য ধারণ করিয়াছে সে 'স্রগ্বী' বলিয়া কথিত হয়। এই 'স্রগ্বী' পদটী দ্বারা ব্রহ্মচারীর পালনীয় নিয়মের বর্জ্জন করিবার বিষয় দেখাইলেন। ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মসকল (পালনীয় নিয়মসকল) পরিত্যাগ করিয়াও যদি "শক্তিতঃ"=যতটা পারে সেই পরিমাণ অর্থাৎ অল্প পরিমাণও "অন্বহম্"=প্রতিদিন "স্বাধ্যায়ম্ অধীতে"=বেদ অধ্যয়ন করে, সেরূপ ব্যক্তিও প্রকৃষ্ট পুরুষার্থ লাভ করিয়া থাকে। বস্তুতঃপক্ষে,

ইহা অধ্যয়নকালীন বেদাভ্যাসের প্রশংসামাত্র। কাজেই ব্রহ্মচারীর পালনীয় নিয়ম বর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মচারীর স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করিবার কথা ইহা দ্বারা বলা হইতেছে না। ১৬৭

(যে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্রে পরিশ্রম করে সে অতি শীঘ্র, জীবিত অবস্থাতেই সন্তানসন্ততিসমেত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—যাঁহাদের মতে "বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ" এখানকার 'কৃৎস্ন' শব্দটী দ্বারা বেদাঙ্গসকল বোধিত হইতেছে, এইরূপ স্বীকার করা হয় তাঁহাদের মতানুসারে এই শ্লোকটী দ্বারা বেদ এবং বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিবার ক্রম (পারম্পর্য্য) নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়া হইতেছে; কেননা, তাহা না হইলে বেদ এবং বেদাঙ্গ ইহাদের যে-কোনটী আগে এবং যে-কোনটী পরে অধ্যয়ন করা যায়। এইজন্য ইহা দ্বারা এইপ্রকার ক্রম (পারম্পর্য্য) বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে প্রথমে বেদ অধ্যয়ন করিতে হইবে তাহার পর বেদাঙ্গ অধ্যয়ন কর্ত্তব্য। কিন্তু যাঁহাদের মতে, পাছে কেহ সমগ্র বেদশাখা না পড়ে, (বেদের কয়েকটীমাত্র বাক্য পড়িয়াই নিবৃত্ত হয়) তাহা নিষেধ করিবার জন্য ঐ 'কৃৎস্ন' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে তাঁহাদের পক্ষে ত্রৈবিদ্য ব্রতের পর বেদেরই অধ্যয়ন প্রাপ্ত হয় (তাহার পর বেদাঙ্গসকল অধ্যয়ন)। কাজেই বেদ অধ্যয়ন করা না হইলে বেদাঙ্গসকল অধ্যয়ন করিবার অনুমতি দেওয়া হইতেছে না। যে দ্বিজ (ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়) বেদ অধ্যয়ন না করিয়া "অন্যত্র"= অন্য শাস্ত্রে, যেমন বেদাঙ্গ কিংবা তর্কশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রভৃতিতে "শ্রমম্"=পরিশ্রম অর্থাৎ বিশেষ অভিনিবেশ করিতে থাকে সে জীবিত অবস্থাতেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। "আশু"=অতি শীঘ্র; "সান্বয়ঃ"=পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি সন্তানসমেত। 'শ্রম' অর্থ যত্নের আধিক্য; তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ঐ বেদগ্রন্থ পাঠ করা সমাপ্ত হইলে অবসরক্রমে অপরাপর বিদ্যাস্থান (শাস্ত্র) সকল পাঠ করিতে হয়। 'শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়' ইহা বলায় অত্যধিক নিন্দা করা হইল। আর 'দ্বিজ' (যাহার দ্বিতীয় জন্ম=উপনয়ন হয়) এইরূপ বলায় যাহার উপনয়ন হইয়াছে তাহারই অধ্যয়ন সম্বন্ধে এই প্রকার ক্রম সম্বন্ধীয় নিয়ম। কাজেই উপনয়নের পূর্ব্বে যদি কেহ শিক্ষা, ব্যাকরণ প্রভৃতি বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করে যাহাতে বেদবাক্য মিশ্রিত নাই তবে তাহা নিষিদ্ধ নহে। আচ্ছা, ইহা কিরূপ কথা বলা হইল? কারণ, স্বাধ্যায় বিধি দ্বারা বেদাঙ্গসকলের অধ্যয়নও আকৃষ্ট হয়; আর মাণবক আচার্য্য কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াই ঐ স্বাধ্যায় বিধির অনুষ্ঠান করে। সুতরাং উপনয়নের পূর্ব্বে যখন আচার্য্যই নাই তখন সে সময় বেদাঙ্গ শিক্ষা-ব্যাকরণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করা কিরূপে সম্ভব? (উত্তর)— ইহাতে কোন দোষ (অসঙ্গতি) হয় না। কারণ শাস্ত্র (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)—মধ্যে বলা আছে "এই কারণে অনুশিষ্ট—যাহাকে শাস্ত্রানুশাসন করা হইয়াছে সেইরূপ পুত্রকে ইহলোকে উপকারী বলা হয়"। ইহা হইতে জানা যায় যে, পিতারই পুত্রের উপনয়নাদি সংস্কার করা উচিত। আর তিনিই উপনয়নের পূর্ব্বে এই পুত্রকে ব্যাকরণ প্রভৃতি পড়াইবেন। ১৬৮

(প্রথমে মাতৃজঠর হইতে জন্ম হয়, দ্বিতীয় জন্ম হয় উপনয়নকালে; আর তৃতীয় বার দ্বিজাতির জন্ম হইয়া থাকে যজ্ঞমধ্যে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইলে, শ্রুতিমধ্যে ইহা অভিহিত হইয়াছে।)

(মেঃ)—"মাতুঃ"=মাতার নিকট হইতে "অগ্রে"=প্রথমে, "অধিজননং"=জন্ম হয় পুরুষের; "দ্বিতীয়ং"=দ্বিতীয় জন্ম হয় পুরুষের, "মৌঞ্জিবন্ধনে"=উপনয়নে ;—। "মৌঞ্জি" এখানে স্ত্রী-প্রত্যয় ঈকারটী হ্রস্ব হইয়াছে "ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞাচ্ছন্দসোর্বহুলম্" এই পাণিনিসূত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে। "তৃতীয়ং"=তৃতীয় জন্ম হয় "যজ্ঞদীক্ষায়াং"=জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের দীক্ষাকালে। ঐ দীক্ষাকেও শ্রুতিমধ্যে জন্ম বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে—"ঋত্বিগ্‌গণ যে এই যজমানকে দীক্ষিত করেন এখানে তাঁহারা পুনরায় গর্ভই করিয়া থাকেন"। কাজেই শ্রুতির নির্দ্দেশ অনুসারে দ্বিজগণের জন্ম, তিনটী—তিন বার। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, এরূপ হইলে ত 'ত্রিজ' হইয়া পড়িবে? (উত্তর)—হউক (ক্ষতি কি?)। দ্বিজ বলিয়া উল্লেখ করিবার কারণ হইতেছে উপনয়ন। আর ঐ 'দ্বিজ' নামে অভিহিত হয় বলিয়াই শ্রৌত, স্মার্ত্ত, সাময়িক এবং আচারিক প্রভৃতি কর্ম্মে অধিকারলাভ করে। (কাজেই এই দ্বিতীয় জন্মটীই কর্ম্মাধিকারলাভের কারণ।) এজন্য এখানে যে প্রথম এবং তৃতীয় জন্মের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ঐ দ্বিতীয় জন্মটীর প্রশংসার জন্য। যেহেতু ঐ দ্বিতীয় জন্মটী সর্ব্বজন্মশ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি দীক্ষিত হয় নাই সে কেবল যজ্ঞেতেই অধিকার পায় না, কিন্তু যে উপনীত হয় নাই, যাহার উপনয়ন হয় নাই সে কোন কর্ম্মেরই অধিকারী নহে। কেহ কেহ বলেন, 'যজ্ঞদীক্ষা' পদের অর্থ অগ্ন্যাধান, কারণ দীক্ষা ও অগ্ন্যাধানের মধ্যে

প্রাথমিকত্বরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে দীক্ষা যজমানের প্রাথমিক অনুষ্ঠান, আবার সকল যজ্ঞেরই প্রাথমিক অনুষ্ঠান অগ্ন্যাধান। আর ঐ অগ্ন্যাধানকেও জন্ম বলা যায়; কারণ শ্রুতি বলিতেছেন, "কোন ব্যক্তি যতক্ষণ না অগ্নি আধান করে ততক্ষণ তাহার জন্মই হয় না" —সে অজাতস্বরূপই থাকিয়া যায়। ১৬৯

(এই কয়টীর মধ্যে মৌঞ্জীবন্ধন চিহ্নযুক্ত যে ব্রহ্মজন্ম অর্থাৎ উপনয়ন নামক দ্বিতীয় জন্ম তাহাতে সাবিত্রী ইহার মাতা এবং আচার্য্য ইহার পিতা বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হয়।)

(মেঃ)—"তত্র"=তন্মধ্যে অর্থাৎ এই তিনটী জন্মের মধ্যে এই যে "ব্রহ্মজন্ম"=উপনয়ন "মৌঞ্জী-বন্ধন-চিহ্নিতম্"=মেখলাবন্ধন যাহার উপলক্ষণ অর্থাৎ পরিচায়ক বা চিহ্ন;—। "তাহাতে ইহার জননী হন সাবিত্রী"; যেহেতু ঐ সাবিত্রী 'অনূক্ত' (অনুবচনলব্ধ) হইলে অর্থাৎ অধীত হইলে তবেই ঐ জন্মটী নিষ্পন্ন হয়। ইহা দ্বারা দেখাইয়া দিতেছেন যে, উপনয়নে সাবিত্রী-অনুবচনই প্রধান, যেহেতু ঐ সাবিত্রী অনুবচনের জন্যই ঐ মাণবক 'উপ'=গুরুসমীপে 'নীত' হইয়া থাকে—তাহাকে গুরুর নিকট লইয়া যাওয়া হয়। আর এই জন্মের 'পিতা' হইয়া থাকেন আচার্য্য। যেহেতু জন্ম মাতা এবং পিতা উভয়ের দ্বারাই নিষ্পাদিত হয়, এইজন্য রূপকের ভঙ্গীতে এখানেও আচার্য্য এবং সাবিত্রীকে পিতা এবং মাতা বলা হইয়াছে। ১৭০

(আচার্য্য বেদ প্রদান করেন বলিয়াই তাঁহাকে পিতা বলা হয়। মৌঞ্জী বন্ধনের পূর্ব্বে কোন শাস্ত্রীয় কর্ম্মই ইহার অধিকারে আসে না—সে তাহা করিবার অধিকার পায় না।)

(মেঃ)–কেবলমাত্র উপনয়নাঙ্গভূত সাবিত্রী শিক্ষা দেন বলিয়া যে আচার্য্যকে পিতা বলা হয় তাহা নহে, কিন্তু তিনি সমগ্র বেদ প্রদান করেন—অধ্যাপনা করেন বলিয়াও পিতা। বেদাক্ষর উচ্চারণে মাণবকটীর স্বীকার (নিজ আয়ত্তীকরণ) উৎপাদনই 'বেদপ্রদান'। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, তাহাই যদি হয় তবে আচার্য্য যতক্ষণ না মাণবকের পিতৃত্ব প্রাপ্ত হন ততক্ষণ ঐ মাণবকটীও দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে না। আর দ্বিজত্ব প্রাপ্ত না হইলে উপনয়নের পূর্ব্বে যেমন তাহার কামচার (আচার সম্বন্ধে বিধিনিষেধের অভাব) ছিল উপনয়নের পরেও ত তাহা থাকিয়াই যায়? (উত্তর)—ইহারই জন্য বলিতেছেন,—"মৌঞ্জীবন্ধনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই মাণবকের পক্ষে শ্রৌত, স্মার্ত্ত কিংবা শিষ্টাচারসিদ্ধ কোন অদৃষ্ট (ধর্ম্মার্থক) কর্ম্ম প্রযুক্ত হয় না, সে তাহার অধিকারী হয় না" ; কিন্তু উপনয়নের পরই দ্বিজাতি (ত্রৈবর্ণিক) পুরুষের পক্ষে যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাদৃশ সকল কর্ম্মেই সে অধিকার প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা, তখনও ত সে অবেদ্য (বেদবিদ্যাশূন্য) কাজেই সকল শ্রৌত স্মার্ত্তাদি কর্ম্মে তাহার অধিকার জন্মিবে কিরূপে (কারণ, বিদ্যাহীন ব্যক্তি ত অধিকারী হয় না)? (উত্তর)—এইজন্যই ত শাস্ত্রে বলা হইয়াছে "গুরুর নিকট সে অনুশাসন অর্থাৎ শিক্ষা পাইবে এবং সে 'যাজ্য' হইবে" ইত্যাদি।* আচার্য্য তাহাকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবেন। এইজন্য আগেই (২।৬৯ শ্লোকে) বলা হইয়াছে "আচার্য্য তাহাকে শৌচ এবং আচারসকল শিক্ষা দিবেন"। গৌতমও তাহাই বলিয়াছেন "নিয়মসকল উপনয়ন হইতে আরম্ভব হইবে"। বেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করান পর্য্যন্ত আচার্য্যের কাজ। ১৭১

(যতক্ষণ না বেদজন্ম উপনয়ন প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ শূদ্রেরই সমান। কাজেই তাহাকে শ্রাদ্ধ সম্বন্ধীয় বেদমন্ত্র ছাড়া অন্য বেদবাক্য উচ্চারণ করাইবে না।)

(মেঃ)—"আ মৌঞ্জীবন্ধনাৎ"=মৌঞ্জীবন্ধনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত,—এই অংশটীর অনুবৃত্তি চলিতেছে। অথবা "যাবদ্ বেদে ন জায়তে"=যতক্ষণ না বেদজন্ম প্রাপ্ত হয়, এই অর্থবাদ হইতে বেদবাক্য উচ্চারণের অবধি—সীমা বা আরম্ভকাল নিরূপিত হয়। 'ব্রহ্ম' অর্থ বেদ ; তাহা উচ্চারণ করাইবে না। ইহা পিতার জন্য উপদেশ। মদ্যপানাদি কুক্রিয়া হইতে যেমন তাহাকে রক্ষা করিবে সেইরূপ বেদ উচ্চারণ হইতেও রক্ষা করিবে। কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, উপনয়নের পূর্ব্বে বেদ উচ্চারণ করাইবার এই যে নিষেধ, ইহা দ্বারা এই কথাই জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, তখন ব্যাকরণ প্রভৃতি বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিতে পারিবে। আর, "ন অভি-ব্যাহারয়েৎ" এস্থলে যে 'ণিচ্' প্রত্যয় করা হইয়াছে উহা দ্বারাও ইহাই জানাইয়া দেওয়া হইতেছে

*বচনটি যেখানে আছে সেখানে উহার অর্থ—"শিষ্য এবং যাজ্য গুরুর প্রতি নিজ পাপ লিপ্ত করিয়া দেয়"।

যে, পিতা তাহাকে তখন বেদ পড়াইবে না, কিন্তু বালস্বনিবন্ধন যদি সে স্বয়ং কিছু কিছু বেদবাক্য অব্যক্ত (স্বরসংযোগবিহীন) ভাবে পড়ে তাহাতে দোষ হইবে না। ইহা কিন্তু সংগত নহে; কারণ, অন্য স্মৃতিমধ্যে বলাই আছে "বেদ উচ্চারণ করিবে না"। আর এইখানেই এই শ্লোকটীরই শেষার্দ্ধে যে অর্থবাদটী রহিয়াছে তাহাতেও বলা হইয়াছে যে "সে ততদিন শূদ্রেরই সমান থাকে"। ইহা দ্বারা এই কথাই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, শূদ্র যেমন দোষগ্রস্ত (অশুচি) অনুপনীত ব্যক্তিও সেইরূপ দোষগ্রস্ত হইয়া থাকে।

"স্বধানিনয়নাদৃতে",—। এখানে 'স্বধা' শব্দের দ্বারা পিতৃপুরুষগণের জন্য যে অন্ন কল্পিত হয় তাহাই অভিহিত হইতেছে। অথবা পিতৃগণের উদ্দেশে যে কর্ম্ম (অনুষ্ঠান) করা হয় তাহাই 'স্বধা' শব্দের দ্বারা বোধিত হইতেছে। সেই 'স্বধা'—'নিনয়ন'—নিনীত হয়—পিতৃগণের নিকট প্রাপিত হয় যে মন্ত্রের দ্বারা তাহাকে বলে "স্বধানিনয়ন"। সুতরাং "শুন্ধন্তাং পিতরঃ" ইত্যাদি মন্ত্রসকল 'স্বধানিনয়ন' শব্দের অর্থ। ঐ মন্ত্র বাদ দিয়া, উহা ছাড়া অন্য মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবে না। যাহার উপনয়ন হয় নাই সে যে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে উদকদান (তর্পণ) এবং নবশ্রাদ্ধ প্রভৃতি কর্ম্ম করিতে পারিবে তাহা এই বচন হইতেই প্রতীত হইতেছে। কিন্তু পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে তাহার অধিকার নাই, কারণ সে তখনও অগ্নিমান্ অর্থাৎ আহিতাগ্নি হয় নাই। (আহিতাগ্নি ব্যক্তিরই পার্ব্বণশ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে অধিকার।) ইহা 'পিণ্ডান্বাহার্য্যক' কর্ম্ম প্রকরণে বলা হইবে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইহা নিপুণভাবে উপপাদন করিয়া দেখাইব। ১৭২

(উপনয়নের পর এই ব্রহ্মচারীকে ব্রতচর্য্যা সম্বন্ধে আদেশ করিতে হইবে। তাহার পর সে বিধিপূর্ব্বক বেদ গ্রহণ করিবে, ইহাই এখানে ক্রম।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে "গুরু শিষ্যকে উপনীত করিয়া" ইত্যাদি শ্লোকে (২।৬৯) শৌচ, আচার এবং অধ্যয়নের ক্রম বলা হইয়াছে। কাজেই সেই ক্রম অনুসারেই বেদ পাঠ করিবে। এইরূপে উপ-নয়নের অনন্তর অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য হয় বলিয়া সেখানে অপর একটী ক্রম নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য এই শ্লোকটী বলা হইতেছে। উপনীত মাণবকটীর 'ত্রৈবিদ্য' প্রভৃতি ব্রত কর্ত্তব্য। তাহার পর স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করণীয়। "কৃতোপনয়নস্য"=যাহার উপনয়ন সম্পাদন করা হইল সেই ব্রহ্মচারীর "ব্রতাদেশনম্ ইষ্যতে"=আচার্য্য কর্ত্তৃক ব্রত পালন করিবার আদেশ দিতে হইবে। ইহা শাস্ত্রাংশেরই আদেশ। এখানে যে 'ইষ্যতে'-পদ-বোধিত 'এষণা' (ইচ্ছা), ইহা কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ। তাহার পর "ব্রহ্মণঃ গ্রহণম্"=বেদ গ্রহণ কর্ত্তব্য। "ক্রমেণ"=এই যে ক্রম বলা হইল এই ক্রম অনুসারে। "বিধিপূর্ব্বকম্"=বিধিবোধিতভাবে;—ইহা অনুবাদ মাত্র; ইহা দ্বারা শ্লোকটী পূরণ করা হইয়াছে মাত্র। ১৭৩

(যাহার পক্ষে যে চর্ম্ম, যে সূত্র, যে মেখলা, যে দণ্ড এবং যে বস্ত্র উপনয়নকালে বিহিত হইয়াছে ব্রতচর্য্যাকালেও তাহার পক্ষে সেই সেইগুলি গ্রহণীয়।)

(মেঃ)—গৃহ্যসূত্রকারগণ 'ব্রত' নামে কতকগুলি কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন। "এক বৎসর সমগ্র বেদ অথবা তাহার কোন অংশ গ্রহণ করিবে"। এই যে যম নিয়মসমূহ ইহাই ব্রতচর্য্যা। সেস্থলে আগেকার ব্রত সমাপ্ত হইলে যখন অন্য ব্রত আরম্ভ করা হইবে, তখন উপনয়ন-কালে যেসকল বিধি (কর্ত্তব্যতা এবং নিয়ম) আছে ঐসকল ব্রতাদেশেও তাহাই পালনীয়। আচ্ছা, প্রথমে যে চর্ম্ম প্রভৃতিগুলি গ্রহণ করা হইয়াছিল সেগুলির কি ব্যবস্থা হইবে? (উত্তর)—যদি সেগুলি নষ্ট হয় তাহা হইলে শাস্ত্রে যেমন বিধি আছে সেই অনুসারে নূতন গ্রহণ করিতে হইবে; সুতরাং অন্যগুলি গ্রহণ করার ফলে আগেকারগুলি রহিত হইবে (অব্যবহার্য্য পরিত্যাজ্য হইবে)।

যে ব্রহ্মচারীর পক্ষে যে চর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, যেমন "ব্রাহ্মণের কৃষ্ণমৃগচর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের রুরুমৃগ-চর্ম্ম" ইত্যাদি (সে তাহাই গ্রহণ করিবে)। দণ্ড প্রভৃতির সম্বন্ধেও এই নিয়ম দ্রষ্টব্য। "তস্য ব্রতেষ্বপি";—এখানে 'ব্রত' অর্থ 'ব্রতাদেশ', কেননা তাহাই প্রকৃত (আলোচনার বিষয়)। ১৭৪

(ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাস করিবার সময় ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া এইসকল নিয়ম পালন করিবে, ইহাতে তাহার তপোবৃদ্ধি হইবে।)

(মেঃ)—যে যম-নিয়মসকলের কথা অগ্রে বলা হইবে তাহার প্রকরণ আলাদা; কাজেই এই শ্লোকটী সেইগুলিরই গুরুত্ব (শ্রেষ্ঠতা) বুঝাইয়া দিতেছে। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ত

অবশ্যই পালন করিতে হইবে, কিন্তু এই যে বিষয়টী বলা হইতেছে ইহা তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কাজেই ইহার অনুষ্ঠান করিলে বিপুল ফললাভ করা যাইবে। এখানে 'ব্রহ্মচারী' শব্দটী উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, ইহা আলাদা একটী প্রকরণ, কাজেই এখানের বিধানগুলি ব্রহ্মচারীর পালনীয় ধর্ম্ম নহে, এইপ্রকার শঙ্কা হইতে পারে। এইজন্য তাহার বারণ করিয়া ব্রহ্মচারীকে অধিকারিরূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইহা বলা হইয়াছে। আচ্ছা, ইহা যদি ব্রহ্মচারীরই পালনীয় ধর্ম্ম তবে ইহাকে প্রকরণান্তর বলা হইতেছে কেন? (উত্তর)—ইহার কারণ এই যে, আগে যাহা বলা হইয়াছে সেগুলি অপেক্ষা এগুলির আধিক্য (স্বতন্ত্রতা আছে) অথচ এগুলি আগেকারই মত; এই সামান্য পার্থক্যমাত্র থাকায় ইহাকে আলাদা প্রকরণ বলিয়া ব্যবহার করা হয়। শ্লোকের অবশিষ্ট পদগুলি, —শ্লোকের বাকী সমগ্র অংশটী শ্লোকপূরণের জন্য অনুবাদমাত্র, (উহাতে নূতন কিছু বলা হয় নাই)। "সেবেত" ইহার অর্থ অনুষ্ঠান করিবে। "ইমান্"=যেগুলির বিষয় এখনই বলা হইবে সেইগুলি। 'সেগুলি' এখনই বলা হইবে, এজন্য মনের মধ্যে উপস্থিত হইয়া সন্নিহিত (নিকটস্থ) হইয়া আছে। এই কারণেই সেগুলিকে এখানে 'ইদম্' শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইতেছে। "গুরৌ বসন্"=বিদ্যা অধ্যয়নের নিমিত্ত গুরুসমীপে বাস করিতে থাকিয়া। "বসন্" (এস্থলে যে শতৃপ্রত্যয় করা হইয়াছে) ইহা দ্বারা এই কথাই বলিয়া দেওয়া হইল যে সকল সময়েই গুরুর কাছে থাকিবে। "সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং"=পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া ;—। "তপোবৃদ্ধ্যর্থম্"=অধ্যয়ন বিধির অনুষ্ঠান হইতে যে আত্মসংস্কার হয় তাহার জন্য। ১৭৫

(নিত্য স্নান করিয়া শুচি হইয়া দেবতা, ঋষি এবং পিতৃগণের তর্পণ করিবে, দেবতার অর্চ্চনা করিবে এবং সমিদাধানও করিবে।)

(মেঃ)—প্রত্যহ স্নান করিয়া "শুচিঃ"=শুচি হইয়া অর্থাৎ ঐ স্নানের দ্বারা অশুচিতা দূর করিয়া দেবতা, ঋষি এবং পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিবে। যদি আগে থেকে শুচিই হইয়াই থাকে (কোন রকম অশুচিতা না থাকে) তাহা হইলে স্নান করিবার দরকার নাই। এখানে 'শুচি' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে শুদ্ধ হইবার জন্যই এখানে স্নান করিতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে; কাজেই ঐ স্নান স্নাতকব্রতের ন্যায় অনুষ্ঠেয় নহে। আর এই কারণেই অন্য স্মৃতিমধ্যে ব্রহ্মচারীর পক্ষে স্নান নিষিদ্ধ হইয়াছে। তবে কথা এই, স্মৃত্যন্তরে ঐ যে স্নান নিষেধ উহা মৃত্তিকা ঘর্ষণপূর্ব্বক যে স্নান তাহারই নিষেধ, কেননা তাহা প্রসাধনস্বরূপ। মহর্ষি গৌতম এইভাবে স্নানের বিধান দিয়াছেন, যথা,—"জলের উপর দণ্ডের ন্যায় ভাসিতে থাকিবে। হস্ত ঘর্ষণ প্রভৃতি দ্বারা শরীরের মল (ময়লা) বিদূরিত করিবে"। বস্তুতঃপক্ষে, যদি অপবিত্র বস্তু স্পর্শ প্রভৃতি না ঘটে তাহা হইলে শরীরের ঘর্ম্মের সহিত পরিধেয় বস্ত্রের ধূলি প্রভৃতির সংমিশ্রণে স্বভাবতঃ যে মল উৎপন্ন হয় তাহাতে অশুচিতা জন্মে না; কারণ তাহা শরীরের সহিত অবিচ্ছেদ্য অপরিহার্য্যরূপে থাকিবেই। এইজন্য বেদের ব্রাহ্মণমধ্যে আম্নাত হইয়াছে, 'মল কি, অজিন (ধারণীয় চর্ম্ম কি), শ্মশ্রু কি এবং তপস্যাই বা কি?" ;—ইহা দ্বারা ঐ মলধারণকে ধর্ম্মের সাধন বলা হইয়াছে।

আচ্ছা, স্নান যে শৌচের জন্য অর্থাৎ শুচি হইবার নিমিত্ত স্নান, ইহা কিরূপে বুঝা যায়? ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, কেহ স্নাতত্ব এবং শুচিত্ব এতদুভয়াবিশিষ্ট হইলে তবে সে দেবকার্য্যে বিনিযুক্ত হইতে পারিবে। কারণ, অস্নাত ব্যক্তির অশুচিত্ব নাই; যে ব্যক্তি শৌচ, আচমন প্রভৃতি করিয়াছে তাহার পক্ষে স্নান বিধান করা আছে। যেহেতু, "আচমন করা থাকিলেও স্নান করিবার পর পুনরায় আচমন করিবে", এইরূপ বিধান রহিয়াছে। 'শুচি' বলিলে যেপ্রকার শুদ্ধি বুঝায় স্নাত হইলেও তাহাই থাকে (বেশী কিছু শুদ্ধি জন্মে না); কাজেই সেরূপ শুদ্ধি আছে বুঝা যাইলে স্নান করা তবেই কর্ত্তব্য, যদি স্নান করিবার কোন নিমিত্ত উপস্থিত হয়; তাহা অর্থতঃ প্রাপ্ত; তাহারই পুনরুল্লেখ করা হইতেছে। আর অন্য স্মৃতিমধ্যে যে স্নানের বিধান আছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে, অশুচিত্বরূপ নিমিত্ত উপস্থিত না হইলে স্নান করিবে না, এইভাবে স্নানের নিষেধ করা হইয়াছে। এইজন্য স্বাধ্যায় বিধির অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে তখন এইভাবে স্নানের পুনর্বিধান করা হইবে যে "বেদ অধ্যয়ন করিয়া স্নান করিবে"।

"কুর্য্যাৎ দেবর্ষি-পিতৃ-তর্পণম্"=দেবতা, ঋষি এবং পিতৃগণের তর্পণ করিবে;—। এখানে "তর্পণ করিবে" এইরূপ যে বলা হইয়াছে ইহা দ্বারা দেবতা প্রভৃতিকে জলদান করিবে, এইরূপ তর্পণই বুঝা যাইতেছে, যেহেতু গৃহস্থধর্ম্ম প্রকরণে এইরূপই বলা আছে; 'তর্পণ' শব্দটীর সহিত

'কৃ' ধাতুটীর পাঠ থাকায় এইপ্রকার অর্থই গ্রহণীয়। গৃহ্যসূত্রকারগণও "জলের দ্বারা যে তর্পণ করা হয়", "দেবতাগণকে তর্পণ করিবে" ইত্যাদি বচনে বলিয়া দিয়াছেন যে এই অনুষ্ঠানটী জল দিয়া সম্পাদন করিতে হয়। কাজেই এই তর্পণ যে উদক-তর্পণ তাহা ভালভাবেই বুঝা যাইতেছে। যেসকল দেবতাদের ঐ উদক-তর্পণ করিতে হয় তাঁহারা হইতেছেন অগ্নি, প্রজাপতি, ব্রহ্মা প্রভৃতি,—ইহাও গৃহ্যসূত্রকারগণ বলিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের যে তর্পণ করা হয় ইহা দ্বারা তাঁহাদের যে সৌহিত্য (ভোজনজন্য তৃপ্তি) উৎপাদন করা হয় তাহা নহে, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশে অঞ্জলি পরিমাণ জল ত্যাগ করা। কাজেই এই যে তর্পণ ইহাও যে একপ্রকার যাগ তাহা বলা হইল; তবে এই যাগের সাধনস্বরূপ দ্রব্য হইতেছে কেবলমাত্র জল। যেহেতু এরূপ না বলিলে দেবতাত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, দেবতা হইবে তাহা যাহা যাগের সম্প্রদান বা উদ্দেশ-বিষয়, এইরূপ অর্থই স্মৃত হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা সূক্তভাক্ অথবা হবির্ভাক্ তাঁহারাই দেবতা, ইহাই দেবতার লক্ষণ। (সুতরাং সূক্তভাক্ত্ব এবং হবিভাক্ত্ব দেবতার লক্ষণ)। তন্মধ্যে যাঁহারা স্তুতির উদ্দেশ্যীভূত তাঁহারা 'সূক্তভাক্'; আর যাঁহারা হবির্দ্রব্যাদির উদ্দেশ্যীভূত বা সম্প্রদান তাঁহারা 'হবির্ভাক্'। এই তর্পণস্থলেও দেবতা উদকদানের সম্প্রদান হইয়া থাকে বলিয়া গৌণীবৃত্তি অনুসারে দেবতাগণের 'তর্প্যত্ব' বলিতেছেন। (গুরবে গাং দদাতি=গুরুকে গরু দান করিতেছে ইত্যাদি স্থলে) গুরু প্রভৃতির যে সম্প্রদানত্ব প্রতীত হয় তাহার কারণ তথায় গরু প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা ঐ বস্তুতে তাঁহার (গুরুর) স্বামিত্ব উদ্দিশ্যমান হইয়া থাকে বলিয়া; (আর তাহাতে তাঁহারা তৃপ্ত হন)। দেবতাও সেরূপ সম্প্রদানস্বরূপ। আর ঐ সম্প্রদানত্বরূপ সাদৃশ্য অনুসারেই বলা হয় 'দেবতারা তৃপ্ত হইতেছেন'। (ইহাই ঐ গৌণীবৃত্তির হেতু)। বাস্তবিকপক্ষে যদি বেদতাগণের যথার্থ তৃপ্তির জন্যই এই উদকদান হইত তাহা হইলে এই উদক তর্পণটী 'সংস্কার কর্ম্ম' হইয়া পড়িত (তাহাতে দেবতারা সংস্কার্য্য হইয়া পড়িবে)। কিন্তু দেবতাগণকে সংস্কার্য্য বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। (কারণ যাহা সংস্কার্য্য হয় তাহা কোন কর্ম্মে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়া থাকে অথবা পরে ব্যবহৃত হইবে, ইহাই নিয়ম)। কিন্তু দেবতারা যে, কোন কর্ম্মে ব্যবহৃত হইয়াছে কিংবা ব্যবহৃত হইবে, এরূপ হয় না। আর যে পদার্থ কোন একটী কার্য্য সম্পাদন করে নাই অথবা সেরূপ করিবে না তাহার সংস্কারতা হইতে পারে না। (কাজেই দেবতারা তর্পণের কর্ম্ম হইতে পারে না, কিংবা তৃপ্ত হওয়ার কর্ত্তাও নহে, কিন্তু সম্প্রদানই হইবে)।

"ঋষিগণকে তর্পণ করিবে";—যাঁহারা যাহার আর্ষেয় (প্রবর) তাঁহারা তাহার তর্পণীয় ঋষি। যেমন, পরাশরগোত্রীয়গণের তর্পণীয় ঋষি হইতেছেন বশিষ্ঠ, শক্তি এবং পারাশর্য্য। গৃহ্যসূত্রকারগণ কিন্তু মধুচ্ছন্দ, গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র—এইসকল মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণকে তর্পণীয় বলিয়াছেন। (তাঁহাদের তর্পণ করিবে)। এখানে কোন বিশেষত্ব নির্দ্দেশ না থাকায় ঐ দুই বর্গের ঋষিগণই তর্পণীয় হইবেন; ইহা কাহারও মত। বস্তুতঃপক্ষে গৃহ্যসূত্রসকল বিশেষ স্মৃতি; কাজেই গৃহ্য-স্মৃতিমধ্যে যাঁহাদের তর্পণ করিবার কথা বলা হইয়াছে তাঁহাদেরই তর্পণ করা যুক্তিসঙ্গত। "পিতৃ-গণকে তর্পণ করিবে",—যাঁহারা পূর্ব্বে ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়াছেন সেই সমস্ত ব্যক্তিগণকে; যেমন পিতা, পিতামহ, সপিণ্ড এবং সমানোদক। পিতৃগণের যে তর্পণ তাহাই যথার্থ তর্পণ (তৃপ্তি-উৎপাদন)। ইহা শ্রাদ্ধবিধি প্রকরণে সাক্ষাৎ বচন দ্বারাই কথিত হইবে।

"দেবতাভ্যর্চ্চনং"=দেবতাগণের অর্চ্চনা করিবে;—। এ সম্বন্ধে কোন কোন প্রাচীন মনীষী এইরূপ বিচার করিয়া গিয়াছেন;—। যাঁহাদের এই অভ্যর্চ্চনা করিবার কথা বলা হইল সেই দেবতা কাহারা? আলেখ্যাদিতে চতুর্ভুজ, বজ্রহস্ত প্রভৃতি যে চিত্র থাকে তাঁহারাই কি দেবতা? লৌকিক ব্যবহারে উহাকে প্রতিকৃতি বলা হয়; তাহাই যদি হয় তবে সেখানে যে দেবতা বলিয়া উল্লেখ করা হয় সেটী গৌণ প্রয়োগ। আর এমনও হইতে পারে যে, যাঁহারা বৈদিক সূক্তের সহিত যাগীয় হবির্দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাঁহারাই দেবতা; তাঁহাদের স্বরূপ (দেবতাত্ব) বেদবিধি এবং মন্ত্রবর্ণ অনুসারে অবগত হইতে হয়। শব্দার্থসম্বন্ধবিদ্গণ (নিরুক্তকার যাস্ক প্রভৃতি ঋষিগণ) সে সম্বন্ধে যে স্মৃতি নিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন তদনুসারে অগ্নি, অগ্নীষোম, মিত্রাবরুণ, ইন্দ্র, বিষ্ণু ইঁহারা হইতেছেন সেই দেবতা। আর তাহাই যদি হয় তবে সেই সেই বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সহিত যখন যাঁহার সম্বন্ধ থাকিবে তখনই কেবল তিনি সেই স্থলটীতে মাত্র দেবতা হইবেন; কাজেই তাঁহাদের এই দেবতাত্ব ক্রিয়াসম্পর্কমূলক, কিন্তু বস্তুসম্বন্ধমূলক নহে। কাজেই তাঁহাদের মধ্যে সকলে সকলস্থলেই দেবতা নহেন; কিন্তু ঐ বিধিবাক্যের দ্বারা, যে হবির্দ্রব্যের যে দেবতা

উপদিষ্ট হইয়াছে কেবল সেই হবির্দ্রব্যের পক্ষেই তিনি দেবতা হইবেন (অন্য স্থলে নহে)। যেমন "আগ্নেয় অষ্টাকপাল" এই শ্রুতিবাক্যে যে 'আগ্নেয় পুরোডাশ' বিহিত হইয়াছে 'অগ্নি' কেবল সেই স্থলটীতেই দেবতা, কিন্তু 'সৌর্য্যচরু'তে অগ্নির দেবতাত্ব নাই। কাজেই "দেবতাভ্যর্চ্চনং" এখানে ঐ প্রাচীন আচার্য্যগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা এইরূপ;—। এখানে যখন পূর্ব্বোক্ত মুখ্য অর্থে দেবতা শব্দটী গ্রহণ করা যাইতেছে না তখন ঐ 'প্রতিকৃতি'রূপ গৌণ অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিসংগত। শিষ্টগণের ব্যবহারও এইরূপই। কাজেই প্রতিমা পূজারই বিধান বলা হইতেছে এই 'দেবতাভ্যর্চ্চন' শব্দের দ্বারা। এ সম্বন্ধে তত্ত্বকথা যাহা তাহা অগ্রে "ব্রতবৃৎ দেবদৈবত্যে" (২।১৮৯) ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিব। "সমিদাধানম্" ইহার অর্থ সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অগ্নিতে কাষ্ঠখণ্ড নিক্ষেপ করা। ১৭৬

(ব্রহ্মচারী এই সমস্ত জিনিষগুলি বর্জ্জন করিবে,—মধু, মাংস, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ রস, স্ত্রী-সঙ্গ, যেগুলি সব শুক্ত অর্থাৎ যাহা অল্পকালমধ্যে টকিয়া যায় এরূপ খাদ্য, এবং প্রাণিহিংসা।)

(মেঃ)—'মধু'=মৌমাছি থেকে যাহা পাওয়া যায়,—। 'মধু' অর্থে মদ্যও বুঝায়; তাহা উপ-নয়নের পূর্ব্বেও বর্জ্জনীয়; এইজন্য গৌতম বলিয়াছেন "ব্রাহ্মণ সকল সময়েই মদ্য বর্জ্জন করিবে"। 'মাংস'—প্রোক্ষিত (শাস্ত্রীয়ভাবে সংস্কৃত) হইলেও তাহা ব্রহ্মচারীর বর্জ্জনীয়। 'গন্ধ' শব্দটীর অর্থ সম্বন্ধি-লক্ষণা অনুসারে (গন্ধসম্বন্ধযুক্ত পদার্থে লক্ষণা করিয়া) অতিশয় সৌরভযুক্ত কর্পূর, অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য বুঝাইতেছে; এইগুলিই ব্রহ্মচারীর পক্ষে প্রতিষিদ্ধ। কিন্তু গুণাত্মক গন্ধ নিষিদ্ধ নহে; কারণ ঐসমস্ত গন্ধদ্রব্য যেখানে থাকিবে সেখানে থেকে তাহার ঐ সৌরভও আসিতে থাকিবে, তাহা নিষিদ্ধ করা সম্ভব নহে। ঐ গন্ধদ্রব্যের মধ্যেও আবার যদি কোনটী আকস্মিকভাবে সম্মুখে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে তাহা নিষিদ্ধ নহে; কিন্তু ভোগাভিলাষে যদি অগুরু, ধূপ প্রভৃতি গ্রহণ করা হয় তবেই তাহা দোষের হইবে। কাজেই অধ্যাপক যদি তাহাকে চন্দন বৃক্ষাদি ছেদন করিতে নিযুক্ত করেন তাহা হইলে তখন তাহার পক্ষে সেই গন্ধ আঘ্রাণে দোষ হইবে না, কারণ তাহা বস্তুর স্বভাববশে উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য। মাল্য দ্রব্যটী নিষিদ্ধ হওয়ায় এ শব্দটীর সাহচর্য্য হইতে এই প্রকার অর্থ প্রতীত হইতেছে। পক্ষান্তরে কুষ্ঠ, ঘৃত, পূতি দারু প্রভৃতি যেসকল পদার্থের গন্ধ চিত্তের উন্মাদনা আনয়ন করে না তাহা নিষিদ্ধ নহে। "মাল্য" অর্থ গ্রথিতপুষ্প। "রস"—মধুর অম্ল প্রভৃতি। আচ্ছা, রস বর্জ্জনীয় হইবে কিরূপে? কারণ, যে বস্তু সর্ব্বথা রসশূন্য তাহা ত ভোজনযোগ্য হইতে পারে না; আর তাহা হইলে ত বাঁচিয়া থাকাই সম্ভব হইবে না? (উত্তর)—তাহা সত্য; এইজন্য যাহার মধ্যে এক-একটী বিশেষ রসের আধিক্য ঘটিয়া থাকে সেইরূপ দ্রব্য, যেমন গুড় প্রভৃতি নিষিদ্ধ হইতেছে। ঐগুলি স্বতন্ত্রভাবে ত নিষিদ্ধ বটেই, কিন্তু পাকাদি সংস্কার দ্বারা ঐগুলি যদি অন্য দ্রব্যের মধ্যেও মিশিয়া যায় তাহাও নিষিদ্ধ। অথবা অত্যন্তভাবে রসবিশেষ যাহাতে প্রকাশ পায় তাদৃশ অন্ন নিষিদ্ধ করা হইতেছে। এইজন্যই কথিত আছে—"যে লোক সর্পের ন্যায় ধনকে ভয় করে, মিষ্টান্নকে বিষের ন্যায় ভয় করে এবং স্ত্রীলোকদিগকে রাক্ষসীর ন্যায় ভয় করে সে বিদ্যালাভ করে।" কেহ কেহ বলেন, রস অর্থ নাটকপ্রসিদ্ধ শৃঙ্গার প্রভৃতি রস। ব্রহ্মচারীর পক্ষে নাটকাদি দেখিয়া কিংবা কাব্য শ্রবণ করিয়া রস অনুভব করা উচিত নহে। আবার অন্য কেহ কেহ বলেন, ইক্ষু, আমলকী প্রভৃতি দ্রব্যের মধ্যে যে জলবৎ পদার্থ অন্তর্দ্রবরূপে বিদ্যমান থাকে তাহাই রস। তাহা যদি নিষ্পীড়িত করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে উহা ভক্ষণ করাই ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিষিদ্ধ, কিন্তু ঐ রস ঐসকল দ্রব্যের মধ্যে যখন থাকে তখন তাহা ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ নহে। এই মতটী কিন্তু যুক্তিসংগত নহে; কারণ রস শব্দের অর্থ ঐপ্রকার দ্রব পদার্থ, ইহা প্রসিদ্ধ নহে। ঐ যে পদার্থগুলি নিষিদ্ধ হইল, উহার অর্থ এরূপ নহে যে উহা দেখা বা স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মধু ও মাংস যদি উপভোগ করিবার ব্যাপার ঘটে তাহা হইলে সে উদ্দেশ্যে দেখা অথবা স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। এইরূপ গন্ধ ও মাল্য শরীর প্রসাধন করিবার জন্য যদি গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে তাহা নিষিদ্ধ; কিন্তু কোন কারণে হস্তাদি দ্বারা উহা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ নহে। এইরূপ, মৈথুন সম্বন্ধীয় কোন অভিপ্রায় যদি থাকে তবেই স্ত্রীলোক দর্শনও নিষিদ্ধ, যেহেতু ঐরূপ আশঙ্কা করিয়া স্ত্রীলোক দর্শন এবং স্পর্শন নিষেধ করিবেন। গৌতমও তাহাই বলিয়াছেন,—"মৈথুন শঙ্কা থাকিলে স্ত্রীলোক দেখা ও স্পর্শ করা নিষিদ্ধ" (সাভিলাষে স্ত্রীসন্দর্শনাদিও মৈথুন—যেহেতু মৈথুন অষ্টাঙ্গ)।

"শুক্ত"—যেসকল বস্তু কেবল খানিকক্ষণ থাকিলেই টক হইয়া যায় কিংবা অন্য বস্তুর সংসর্গে আসিলে টক হইয়া যায়। সেগুলির মধ্যে ঐ দ্বিজাতিস্বরূপ ধর্ম্ম থাকিতেছে, এই কারণেই সেগুলি নিষিদ্ধ। যদিও 'রস' বর্জ্জনীয় বলায় এই 'শুক্ত' পদার্থও বর্জ্জনীয় হইয়া যায় তথাপি যেগুলির মধ্যে 'গৌণ শুক্তত্ব' আছে সেগুলিও নিষিদ্ধ, ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্যই পুনরায় উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই ইহা দ্বারা, রুক্ষ ও পরুষ বাক্য ব্যবহার করাও ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিষিদ্ধই হইতেছে। গৌতমও তাহাই বলিয়াছেন, "শুক্তা ভাষা ব্রহ্মচারীর পরিহরণীয়"। এই সমস্ত বিষয়গুলি পরিস্ফুট করিয়া দিবার জন্যই মূল শ্লোকে 'সর্ব্ব' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। এইজন্য এখানে 'রস শুক্ত' জাতীয় পদার্থগুলির অনুবাদপূর্ব্বক 'সর্ব্ব' এইটী বিধেয় হইতেছে। আর তাহা হইলে শুক্ত পদের দ্বারা যে গৌণ শুক্তরূপ অর্থও গ্রহণীয় তাহা সিদ্ধ হয়। যাঁহারা কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, এখানে 'শুক্ত' শব্দটী দ্বারা কেবল রসের নিষেধ করা হইয়াছে, আর 'সর্ব্ব' শব্দের দ্বারা 'অমানস' অর্থাৎ উচ্চারিত বাক্য নিষিদ্ধ হইয়াছে তাঁহাদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি, যেসকল বস্তু অর্থতঃ প্রতিষিদ্ধ হইয়া পড়িতেছে সেইগুলি শব্দের দ্বারা প্রতিষিদ্ধ করিবার জন্যই বা ঐ 'সর্ব্ব' শব্দটীর প্রয়োগ, এরূপ বলা হয় না কেন? কারণ, এরূপ বলিলে ঐ শুক্তভাবপ্রাপ্ত দধি প্রভৃতি দ্রব্যগুলিও ত নিষিদ্ধই হইয়া যায়? এইভাবে যে নিষেধটী অর্থাপত্তিবলে প্রাপ্ত হইতেছে তাহারই উহা পুনঃ প্রতিষেধমাত্র, এরূপ যদি ব্যাখ্যা করা হয় তাহা হইলে কোন দোষ হয় না। (কোনও প্রাণীর হিংসা করিবে না, এইভাবে হিংসা সকলের পক্ষে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও) মশক, মক্ষিকা প্রভৃতি প্রাণীদের হিংসা করা বালকের স্বভাব ; ব্রহ্মচারী বালকত্ব নিবন্ধন হয়ত তাহা করিতে পারে। এই কারণে বলিতেছেন যত্নসহকারে তাহা পরিহার করা উচিত ; এইজন্য পুনরায় নিষেধ অর্থাৎ এরূপ হিংসা বর্জ্জন যে স্বাধ্যায় বিধির অঙ্গ তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য, এই নিষেধ। সুতরাং ইহার দ্বারা এই কথাই বুঝান হইতেছে যে, হিংসা দ্বারা কেবল যে 'পুরুষার্থ প্রতিষেধ' লঙ্ঘন করা হয় তাহা নহে, কিন্তু উহাতে স্বাধ্যায় বিধির অর্থ (প্রতিপাদ্য)ও লঙ্ঘিত হইয়া পড়ে। ইহাতে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, 'শুক্ত' প্রভৃতি নিষেধেরও এইপ্রকার তাৎপর্য্য কল্পনা করা হয় না কেন? তাহা হইলে বলিব, গত্যন্তর সম্ভব হইলে একই প্রকার বিধিনিষেধের পুনরুক্তিস্থলে একটীকে ব্যর্থ (অনর্থক) বলিয়া কল্পনা করা অন্যায্য। (হিংসা "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" এই শ্রুতি বচনে সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ। সুতরাং এখানে পুনরায় তাহা নিষেধ করা পুনরুক্ত ও অনর্থক; এইজন্যই এই নিষেধটীর ঐপ্রকার তাৎপর্য্য দেখান হইল।) পক্ষান্তরে 'শুক্ত' প্রভৃতির নিষেধ অন্যত্র অবকাশযুক্ত। (কাজেই উহা নিরর্থক হয় না। এজন্য উহার তাৎপর্য্যান্তর দেখান অনাবশ্যক।) ১৭৭

(তৈল অভ্যঞ্জন অর্থাৎ আভাঙ্ করিয়া তৈল মাখা, চক্ষুর্দ্বয়ে কাজল পরা, চামড়ার জুতা পরা, ছাতা মাথায় দেওয়া, এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, নাচ গান, বাজনা এগুলি ব্রহ্মচারীর বর্জ্জনীয়।)

(মেঃ)—ঘৃত, তৈল প্রভৃতি স্নেহজাতীয় দ্রব্য মাথায় ঢালিয়া গড়াইয়া পড়িতে থাকিলে তাহা সমস্ত শরীর পর্য্যন্ত ঘসিয়া মাখার নাম 'অভ্যঙ্গ'। চক্ষুর্দ্বয়ের অঞ্জন। যদিও অঞ্জন চক্ষুর জন্যই আবশ্যক অন্য অঙ্গের জন্য নহে, কাজেই 'চক্ষুঃ' শব্দটী এখানে নিরর্থক তথাপি উহা শ্লোকপূরণ করিবার জন্যই প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই দুইটী দ্রব্য দেহের প্রসাধনরূপে ব্যবহার করিতেই নিষেধ, ঔষধরূপে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ নহে। গন্ধমাল্য প্রভৃতি দ্রব্যগুলির সহিত নিষিদ্ধরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়াই এইরূপ অর্থ করা হইল, (কারণ ঐ দুইটী দ্রব্য প্রসাধনরূপেই ব্যবহার করা হয়)। "উপানহৌ"=চর্ম্মপাদুকাদ্বয় ব্যবহার্য্য নহে; কিন্তু কাষ্ঠাদি পাদুকা ব্যবহার করা চলে। "ছত্রধারণম্"—নিজ হস্তে ছাতা ধরিয়াই হউক কিংবা অন্যে ধরিয়া থাকিলেই হউক সকল রকমে ছাতা মাথায় দেওয়া নিষিদ্ধ। 'কাম' অর্থ রাগ অর্থাৎ অনুরাগ বা আসক্তি। কাম অর্থ এখানে মদন নহে; কারণ পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের সংস্পর্শ নিষিদ্ধ হওয়ায় উহাও নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। 'ক্রোধ' অর্থ রুষ্ট হওয়া; 'লোভ' অর্থ মোহ—'আমি, আমার' এই প্রকার অহঙ্কার ও মমকার। এগুলি সব চিত্তের ধর্ম্ম। "নর্ত্তনম্"=সাধারণ অজ্ঞ লোকেদের হর্ষ উৎপাদনের জন্য শরীরের সঞ্চালনবিশেষ এবং 'ভরত' প্রভৃতি দ্বারা যে অভিনয় প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়াছিল এবং যেগুলির প্রয়োগ পদ্ধতি তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গীত—ষড়্জ প্রভৃতি স্বর প্রকাশ করা। "বাদনম্"=বীণা, বংশী প্রভৃতি দ্বারা (সপ্ত) স্বরের অনুরূপ শব্দ

উত্থাপন করা। আবার, 'তাল' অনুসরণ করিয়া পণব, মৃদঙ্গ প্রভৃতিতে আঘাত করিয়া শব্দ যে উত্থাপন করা তাহাও ঐ 'বাদন'। (এগুলি সমস্তই ব্রহ্মচারীর বর্জ্জনীয়।) ১৭৮

(দ্যূত অর্থাৎ পাশাখেলা প্রভৃতি, জনবাদ অর্থাৎ বৃথা বার্ত্তা বা বৃথা কলহ, পরের দোষ উদ্ঘাটন, মিথ্যা কথা বলা, কুঅভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকের দিকে দেখা কিংবা আলিঙ্গন করা এবং পরের অনিষ্ট করা—এগুলি সব ব্রহ্মচারীর বর্জ্জনীয়।)

(মেঃ)—'দ্যূত'—অক্ষক্রীড়া; সমাহ্বয় অর্থাৎ পণ রাখিয়া কুক্কুট প্রভৃতি লইয়া ক্রীড়াও প্রতিষিদ্ধ। কারণ, 'দ্যূত' এটী সামান্যবোধক শব্দ অর্থাৎ সাধারণভাবে জুয়াখেলার নাম দ্যূত। (ঐ যে 'সমাহ্বয়' উহাও এক রকম জুয়াখেলা)। 'জনবাদ'=লোকের সঙ্গে বিবাদ; বিনা কারণে যে-কোন একটা লৌকিক বিষয় লইয়া বাক্‌কলহ (কথা কাটাকাটি) করা; অথবা 'জনবাদ' অর্থ দেশের বার্ত্তা প্রভৃতি অন্বেষণ করা কিংবা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করা। 'পরিবাদ' অর্থ অসূয়াবশতঃ অন্যের দোষ প্রচার করা। 'অনৃত'—যাহা এক রকম দেখা হইয়াছে অথবা এক রকম শুনা হইয়াছে তাহা অন্য রকম বলা। ঐ সর্ব্বকয়টী বিষয়ের সহিত "বর্জ্জয়েৎ" এই ক্রিয়াপদটীর সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া ঐগুলিতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। "স্ত্রীণাং চ প্রেক্ষণালম্ভৌ";—স্ত্রীলোকদিগকে প্রেক্ষণ—তাহাদের অঙ্গসংস্থান নিরূপণ করা; যেমন, 'এই স্ত্রীলোকটীর এই অঙ্গটী চমৎকার, এই অঙ্গটী ভাল নহে' ইত্যাদি প্রকার। 'আলম্ভ' অর্থ আলিঙ্গন। পাছে মৈথুনেচ্ছা জন্মে, এইজন্য এরূপ করা নিষিদ্ধ। আর ব্রহ্মচারী বালক হইলে তাহার পক্ষে সাধারণভাবেই ইহা নিষিদ্ধ। "পরস্য উপঘাতং"=অপরের উপঘাত অর্থাৎ অনিষ্ট, কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের সিদ্ধিতে প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করা। কন্যালাভ প্রভৃতি বিষয়ে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে (বরটী) অযোগ্য হইলেও তাহার অযোগ্যতা বলিবে না, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিবে, কারণ মিথ্যা বলা নিষিদ্ধ (আবার সত্য বলিলে পরের 'উপঘাত' করা হয়, বরটীর কন্যালাভ ঘটে না)। ১৭৯

(সকলস্থলেই একলা শয়ন করিবে, কুত্রাপি রেতঃপাত করিবে না। ইচ্ছাপূর্ব্বক রেতঃপাত করিলে নিজ ব্রত নষ্ট করা হইবে।)

(মেঃ)—সর্ব্বত্র একলা শয়ন করিবে, স্ত্রীযোনি নহে এমন স্থলেও রেতঃস্খলন করিবে না। যোনিতে রেতঃপাত পূর্ব্বে হইতেই নিষিদ্ধ আছে, কেননা স্ত্রীসঙ্গ নিষেধ করা হইয়াছে। ইহারই অর্থবাদ বলিতেছেন, "কামপূর্ব্বক রেতঃপাত করিলে", ইত্যাদি। এখানে 'কাম' অর্থ ইচ্ছা। হস্তক্রিয়া প্রভৃতি দ্বারা এবং স্ত্রীযোনি ভিন্ন স্থলেও শুক্রক্ষরণ করিলে, নিজের ব্রত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত নষ্ট করিয়া ফেলিবে। ১৮০

(ব্রহ্মচারী দ্বিজ যদি স্বপ্নাবস্থায় অনিচ্ছাপূর্ব্বক রেতঃপাত করে তাহা হইলে সে স্নান করিয়া সূর্য্যার্চ্চনাপূর্ব্বক "পুনর্মাম্" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রটী তিন বার জপ করিবে।)

(মেঃ)—ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রতলোপ করিলে 'অবকীর্ণি প্রায়শ্চিত্ত' করিতে হয়। আর ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি না হয় তাহা হইলে এই প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছেন। এখানে 'স্বপ্ন' পদটীর অর্থ বিবক্ষিত নহে, কিন্তু 'অনিচ্ছাপূর্ব্বক' এইটাই হইতেছে নিমিত্ত; ইহার কারণ এই যে স্বপ্নে ইচ্ছা হওয়া সম্ভব নহে। কাজেই জাগরিত অবস্থাতেও যদি ঘটনাক্রমে নিজ দেহের মল, রক্ত, প্রভৃতি অংশের ন্যায় শুক্রও ক্ষরিত হইয়া পড়ে তাহাতেও এই একই প্রায়শ্চিত্ত বুঝিতে হইবে। অনিচ্ছাপূর্ব্বক রেতঃপাত করিলে এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে—"পুনর্মামৈত্বিন্দ্রিয়ং" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রটী জপ করিবে (ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত)। ১৮১

(কলসপূর্ণ জল, ফুল, গোবর, মৃত্তিকা, কুশ এগুলি গুরুর যে পরিমাণ আবশ্যক সেই পরিমাণ সংগ্রহ করিয়া দিবে এবং প্রতিদিন ভৈক্ষচর্য্যা করিবে।)

(মেঃ)—"যাবদর্থানি"—যে পরিমাণ হইলে অধ্যাপকের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় সেই পরিমাণ জল কলশাদি আহরণ করিবে। ইহা কেবল দৃষ্টান্তরূপে বলা হইল; গৃহস্থলীর জন্য যাহা আবশ্যক হয় এরূপ অন্যান্য কর্ম্মও করিবে, অবশ্য তাহা যেন গর্হিত (নিন্দিত) কর্ম্ম না হয়। গর্হিত কর্ম্ম যেমন গুরু ছাড়া অন্য ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করা প্রভৃতি; এগুলি অবিধেয়। ইহা

প্রতিপাদন করিবার জন্যই এই শ্লোকটী। কারণ, গুরুসমীপে সাধারণভাবে শুশ্রূষা কর্ত্তব্য; "যাবদর্থানি"=যাবদর্থ ইহার ব্যাস বাক্যটী এইরূপ,—'যাবৎ' (যে পরিমাণ) 'অর্থ' (প্রয়োজন) ইহাদের। "ভৈক্ষং চাহরহশ্চরেৎ"="অহরহঃ ভৈক্ষচর্য্যা করিবে" ;—মাত্র জীবনযাত্রার উপযোগী অত্যন্ত অল্প পরিমাণ যে সিদ্ধ অন্ন (পাক করা অন্ন) তাহাকেই এখানে 'ভৈক্ষ' বলা হইয়াছে। কারণ "নৈকান্নাদী" ইত্যাদি প্রতিষেধ স্থলে যখন 'অন্ন' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে তখন এখানেও 'ভৈক্ষ' শব্দের অর্থ অন্নই হইবে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। "ভৈক্ষ সংগ্রহ করিয়া গুরুকে নিবেদন-পূর্ব্বক ভক্ষণ করিবে", এই বচনে 'যাহা সংগ্রহ করা হইবে তাহাই ভক্ষণ করিবে' এইভাবে ভৈক্ষ এবং ভক্ষ্য বস্তুর সামানাধিকরণ্য (অভেদ নির্দ্দেশ) যখন রহিয়াছে তখন ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ঐ ভৈক্ষ শব্দটীর অর্থ সিদ্ধ অন্ন। কারণ যদি শুষ্ক (অপক্ব) অন্ন ভিক্ষা করা হয় তাহা হইলে তাহা ভক্ষণ করা কিরূপে সম্ভব? আর যদি এমন হয় যে, যাহা ভিক্ষা দ্বারা সংগ্রহ করা হইবে তাহা গুরুগৃহে পাক করিয়া ভক্ষণ করিবে, তাহা হইলে ঐ অন্নটী 'ভৈক্ষ' হইবে না, কিন্তু উহার প্রকৃতিটীই (কারণটীই) ভৈক্ষ হইবে। প্রসিদ্ধি অনুসারে এইরূপ সিদ্ধ অন্নই ভৈক্ষ নামে অভিহিত হয়। "অহরহঃ"=প্রতিদিন ঐরূপ করিবে। আচ্ছা, অগ্রের "নিত্য ভৈক্ষের দ্বারা জীবন ধারণ করিবে" (২।১৮৮) এই বচনটী হইতেই ত অহরহঃ ভৈক্ষচর্য্যা সিদ্ধ হয়; সুতরাং এখানে "নিত্যং" পদটী ত অনর্থক? (উত্তর)—ব্রহ্মচারীর এইটী বৃত্তি (দৈনন্দিন খাদ্য) হইবে, ইহা বিধান করিবার জন্যই এখানে 'নিত্য' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। ঐ অন্ন পর্য্যুষিত (বাসি) হইলেও তাহাতে ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থ যুক্ত থাকায় তাহা দ্বারা বৃত্তি (আহার) হইতে পারে; এই কারণে ইহা নিষেধ করিবার জন্য বলিতেছেন—প্রতিদিন ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইবে, কিন্তু একদিন (রুটি প্রভৃতি) ভিক্ষা করিয়া তাহা বাসি করিয়া পরের দিন তাহাতে যাহা হয় কিছু স্নেহপদার্থ দিয়া খাওয়া চলিবে না, যেহেতু "স্নেহপদার্থযুক্ত দ্রব্য পর্য্যুষিত হইলেও খাওয়া যাইতে পারে" এই প্রকার প্রতিপ্রসব (পুনর্বিধান) আছে বলিয়া ঐভাবে পর্য্যুষিতও খাইতে প্রবৃত্তি হইতে পারে। ১৮২

(যাহারা বেদাধ্যয়নপরায়ণ, যাহারা শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রশস্ত তাহাদের গৃহ হইতেই ব্রহ্মচারী পবিত্র হইয়া প্রতিদিন ভিক্ষাচর্য্যা করিবে।)

(মেঃ)—যাহারা বেদযজ্ঞে অহীন—অর্থাৎ যাহারা বেদাধ্যয়নসংযুক্ত, যাহাতে অধিকার আছে সেসমস্ত যজ্ঞ যাহারা সম্পাদন করে ;—। 'অহীন' অর্থ বর্জ্জিত নহে অর্থাৎ যাহারা সেইরূপ কর্ম্মযুক্ত। "স্বকর্ম্মসু চ প্রশস্তাঃ",—। যাহাদের যজ্ঞে অধিকার নাই তাহারা যদি অন্য প্রশস্ত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে—। অথবা, যাহারা নিজ নিজ বৃত্তিতেই সন্তুষ্ট থাকে কিন্তু টাকার সুদ লওয়া প্রভৃতি বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে না তাহাদের 'স্বকর্ম্মপ্রশস্ত' বলা হয়। তাহাদের গৃহ হইতে ভৈক্ষ "আহরেৎ"=ভিক্ষা করিয়া গ্রহণ করিবে,—। "প্রযতঃ"=পবিত্র হইয়া। ১৮৩

(গুরুর কুলে ভিক্ষা করিবে না, জ্ঞাতিকুলে এবং বন্ধুদের নিকটও ভিক্ষা করিবে না। তবে এই সমস্ত গৃহ ছাড়া অন্য গৃহ যদি পাওয়া না যায় তাহা হইলে প্রথমোক্তগুলিকে বর্জ্জন করিবে।)

(মেঃ)—ঐ সমস্ত গুণ থাকিলেও গুরুর গৃহে ভিক্ষা করিবে না। প্রথম 'কুল' শব্দটীর অর্থ বংশ; অতএব গুরুর পিতৃব্য প্রভৃতি যাঁহারা আছেন তাঁহাদের কাছ থেকেও ভিক্ষা গ্রহণ করিবে না। 'জ্ঞাতি' অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর পিতৃপক্ষীয় ব্যক্তিগণ; তাহাদের গৃহে (ভিক্ষা করিবে না)। আর "বন্ধুষু" ইহার অর্থ মাতৃপক্ষীয় মাতুল প্রভৃতি। শ্লোকটীর পদগুলির এরূপ সম্বন্ধ (অন্বয়) করা উচিত হইবে না যে, 'গুরুর জ্ঞাতি প্রভৃতির নিকট ভিক্ষা করিবে না'; কারণ, পূর্ব্বে 'গুরুর কুলে ভিক্ষা করিবে না' এখানে 'কুল' শব্দের দ্বারাই গুরুর জ্ঞাতিরা উক্ত হইয়া গিয়াছে। তবে কোথায় ভিক্ষা করিবে? এই সমস্ত গৃহ ছাড়া অন্য গৃহে ভিক্ষা করিবে। তবে অন্য গৃহ পাওয়া না গেলে (না থাকিলে)—যদি সমগ্র গ্রামটাই গুরুর জ্ঞাতি ও বন্ধু দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে, অন্য কোন গৃহস্থ সেখানে না থাকে, অথবা অন্য গৃহস্থ থাকিলেও তাহারা যদি অন্ন ভিক্ষা না দেয় তাহা হইলে ঐ নিষিদ্ধ গৃহসকলেও ভিক্ষা করিবে। অন্য গৃহস্থ না থাকিলে প্রথমে নিজ বন্ধুর (মাতুলাদির) গৃহে ভিক্ষা করিবে, তাহা না থাকিলে জ্ঞাতির কাছে, আর তাহাও না থাকিলে গুরুকুলে ভিক্ষা করিবে। ১৮৪

(যদি পূর্ব্বোক্ত গৃহস্থের বাড়ী মেলা সম্ভব না হয় তাহা হইলে মুখ বুজিয়া অক্ষুব্ধচিত্তে সমস্ত গ্রামখানাই ভৈক্ষচর্য্যার জন্য ঘুরিবে তথাপি অভিশস্ত লোকের বাড়ী ভিক্ষা করিবে না, তাহাদের বর্জ্জন করিবে।)

(মেঃ)—"পূর্ব্বোক্তানাম্"=যাহারা বেদযজ্ঞবিহীন নহে পূর্ব্ববর্ণিত সেই সমস্ত গৃহস্থের বাড়ী "অসম্ভবে"=সম্ভব না হইলে, "সর্ব্বং গ্রামং"=ব্রাহ্মণাদি বর্ণ বিচার না করিয়া সমগ্র গ্রামটী "বিচরেৎ"=জীবিকালাভের জন্য ভ্রমণ করিবে। কেবল "অভিশস্তান্ বর্জ্জয়েৎ"=যাহারা অভিশস্ত অর্থাৎ পাপ কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া সকলের নিকট প্রসিদ্ধ এবং যাহারা পাপ করিয়াছে বটে কিন্তু তাহা সাধারণ্যে প্রচার নাই তাহাদেরও বর্জ্জন করিবে। এইজন্য গোতম বলিয়াছেন—"অভিশস্ত এবং পতিত ছাড়া সকল বর্ণের নিকট ভৈক্ষচর্য্যা বিহিত"। "নিয়ম্য বাচং"=কথা বন্ধ করিয়া—যতক্ষণ না ভৈক্ষলাভ ঘটে ততক্ষণ ভিক্ষা প্রার্থনা বাক্য ছাড়া অন্য কথা উচ্চারণ করিবে না। ১৮৫

(দূর হইতে সমিৎ সংগ্রহ করিয়া তাহা উপর দিকে অর্থাৎ উঁচু জায়গায় তুলিয়া রাখিবে। আর সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে অনলস হইয়া ঐ সমিৎ দ্বারা হোম করিবে।)

(মেঃ)—"দূরাৎ"=দূর হইতে ;—'দূর' শব্দটী প্রয়োগ করিয়া এই কথাই বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, কাহারও অধিকারভুক্ত নয় এতাদৃশ স্থান হইতে। অরণ্য গ্রাম হইতে দূরেই হইয়া থাকে ; সেস্থলে কাহারও অধিকার (স্বত্ব) নাই। দূর শব্দটী দ্বারা এইভাব উপলক্ষণ বোধিত না হইলে কতটা দূর ইহা নিরূপণ করিয়া দেওয়া নাই বলিয়া শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়টী নিশ্চয়াত্মক হইবে না, (আর তাহা হইলে তাহা প্রমাণও হইবে না)। "আহৃত্য"=আনয়ন করিয়া,—। "সন্নিদধ্যাৎ"=রাখিয়া দিবে। "বিহায়সি"=আকাশে—শূন্যে অর্থাৎ গৃহের উপরিভাগে ; কারণ নিরালম্বন অন্তরিক্ষ প্রদেশে ত রাখা সম্ভব নহে। ঐ সমিৎসকল দ্বারা সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে হোম করিবে। সমিৎ সংগ্রহ সেই সময়েও হইতে পারে অথবা অন্য সময়েও হইতে পারে, যেরূপ ইচ্ছা। এই যে উপরিভাগে রাখিয়া দেওয়া, ইহা কাহারও কাহারও মতে অদৃষ্টার্থক, অদৃষ্টফলক। অন্য কেহ কেহ বলেন, হোমের সময়ে যদি বৃক্ষ হইতে সমিধ্ ভাঙ্গিয়া আনা হয় তাহা হইলে তাহা আর্দ্র (কাঁচা কাঠ, সুতরাং ভিজা) হইবে। এইজন্য তাহা আগে থেকে সংগ্রহ করিয়া ঘরের উপরেই হউক অথবা প্রাচীর প্রভৃতির উপরেই হউক রাখিয়া দিবে। ১৮৬

(ব্রহ্মচারী আতুর হইয়া পড়ে নাই অথচ উপরি-উপরি পর পর সাত দিন ভৈক্ষচর্য্যা এবং অগ্নি সমিন্ধন করিতেছে না, এরূপ হইলে তাহাকে অবকীর্ণিপ্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।)

(মেঃ)—অগ্নীন্ধন এবং ভৈক্ষচর্য্যা উপরি-উপরি "সপ্তরাত্রং"=সাত দিন "অকৃত্বা"=না করিলে,—। "অনাতুরঃ"=ব্যাধিগ্রস্ত না হইয়া, সুস্থ থাকা সত্ত্বেও,—। "অবকীর্ণিব্রতং চরেৎ"=অবকীর্ণিব্রত নামক যে প্রায়শ্চিত্ত যাহার স্বরূপ একাদশ অধ্যায়ে (১১৮ শ্লোকে) বলা হইবে তাহা করিতে হইবে। বস্তুতঃপক্ষে এই কর্ম্মের ইহা প্রায়শ্চিত্ত নহে, তবে উহা না করিলে গুরুতর দোষ হয়, ইহা জানাইয়া দিবার জন্যই এইরূপ বলা হইয়াছে। কারণ, অন্য স্মৃতিমধ্যে এরূপ স্থলে অন্য প্রকার অল্প (লঘু) প্রায়শ্চিত্তই বলা আছে। "সবিতুর্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে আজ্যহোম কর্ত্তব্য—এইরূপ বলা আছে। এখানেও ইহার জ্ঞাপক রহিয়াছে এই যে, এই কর্ম্মটীর প্রায়শ্চিত্তরূপে যদি 'অবকীর্ণি ব্রত'ই অনুষ্ঠেয় হইত তাহা হইলে ব্রহ্মচারীর স্ত্রীসংসর্গ যেমন ঐ অবকীর্ণি-প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত ইহাকেও সেইরূপ উহার অপর একটী নিমিত্ত বলা হইত। যাঁহারা বলেন যে, ঐ দুইটী কর্ম্ম সাত দিন অবশ্য কর্ত্তব্য, না করিলে তাহাতে দোষ (প্রত্যবায়); কিন্তু পর পর ঐ সাত দিন উহা পালন করা হইলে তাহার পর না করিলে প্রত্যবায় হয় না। আর সাত দিন বলিতে উপনয়ন কাল হইতে পর পর সাত দিনই ধর্ত্তব্য, কেননা তাহাই প্রথম প্রাপ্ত—তাঁহাদের এই মতটী যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ এরূপ বলিলে "সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত এইরূপ করিবে" এই বিধিটীর সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে; অপিচ, অব্যবহিত পূর্ব্ব শ্লোকটীতে যাহা বলা হইয়াছে তাহারও সহিত ইহার বিরোধ ঘটে। ১৮৭

(ব্রহ্মচারী 'একান্নাদী' হইবে না অর্থাৎ এক ব্যক্তির অন্ন ভক্ষণ করিবে না কিন্তু নিত্য বহু গৃহস্থের নিকট ভিক্ষালব্ধ যে অন্ন তাহা ভোজন করিবে। ব্রতস্থ ব্যক্তির যে ভৈক্ষ দ্বারা জীবন ধারণ তাহা উপবাসের সমান।)

(মেঃ)—আচ্ছা, আগেই ত বলিয়া আসা হইয়াছে "প্রতিদিন ভৈক্ষচর্য্যা করিবে"? (উত্তর)—তাহা সত্য; কিন্তু ঐ ভৈক্ষচর্য্যা যে অদৃষ্টার্থক নহে কিন্তু দৃষ্টার্থক তাহা সিদ্ধ হয়। এইজন্য পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "গুরুকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিবে"। আর, গুরুকে নিবেদন করিয়া ঐ যে ভোজন উহা যে ভৈক্ষের সংস্কার তাহা নহে; উহা যদি সংস্কার কর্ম্ম হইত তাহা হইলে উহা জীবনধারণের প্রয়োজনেই কর্ত্তব্য, ইহা বলা চলিত না বটে, (আর তাহা হইলে দৃষ্টার্থকও বলা চলিত না)। ইহাতে কেহ কেহ বলেন, "ব্রতী ব্যক্তি 'একান্নাদী' হইবে না" এইটী বিধান করিবার জন্যে এখানে ঐ "ভৈক্ষেণ বর্ত্তয়েৎ" এই অংশটীর অনুবাদ করা হইয়াছে। এরূপ বলা কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ, 'ভৈক্ষ' এই শব্দটীর দ্বারাই 'একান্ন' ভোজন নিষিদ্ধ হইতেছে। যেহেতু, 'ভিক্ষাসমূহকে' ভৈক্ষ বলা হয়, ('ভৈক্ষ' অর্থ ভিক্ষাসমূহ)। তাহা হইলে 'ভৈক্ষ' বিধান থাকায় 'একান্ন' ভোজনের প্রাপ্তি বা প্রসঙ্গ কোথায়? (সুতরাং "নৈকান্নাদী ভবেৎ" ইহা বিধান করিবার জন্য যে এখানে ভৈক্ষের অনুবাদ করা হইয়াছে তাহা বলা সঙ্গত হয় না)। বস্তুতঃ পিতৃ-সম্পর্কিত ব্যক্তিগণের নিকট ভিক্ষাসমূহ গ্রহণ করিতে পারিবে, এই প্রকার অনুজ্ঞা দিবার জন্য এইগুলি সব অনুবাদ করা হইয়াছে মাত্র।

"ভৈক্ষেণ বর্ত্তয়েৎ"=ভৈক্ষ ভোজন দ্বারা নিজেকে পালন করিবে (জীবন রক্ষা করিবে),—'জীবিতস্থিতি' (জীবন ধারণ) করিবে। "নৈকান্নাদী ভবেৎ"=একজন লোকের সম্পর্কিত যে অন্ন তাহা ভোজন করিবে না, একজনের নিকট ভিক্ষা করা অন্ন খাইবে না। এস্থলে এরূপ অর্থ করা সঙ্গত হইবে না যে, একজন লোক যাহার স্বামী (অধিকারী) সেরূপ অন্ন ভোজন করিবে না, কিন্তু বহু ব্যক্তি যাহার স্বামী (অধিকারী) তাদৃশ অন্ন ভোজন করিবে। সুতরাং বহুভ্রাতা যদি অবিভক্ত (একান্নবর্ত্তী) থাকে তাহা হইলে তাহাদের সেই একটী বাড়ী থেকে যে ভিক্ষা পাওয়া যাবে তাহা দ্বারা যদি জীবিকা সম্ভব হয় তবে তাহা করিতে পারিবে। ইহা সঙ্গত নহে; কারণ 'একান্ন' ইহার অর্থ একজনের অন্ন অথবা একই অন্ন; তাহা যে অদন করে অর্থাৎ ভোজন করে সে 'একান্নাদী'; সেরূপ হইবে না। (কাজেই 'একান্ন' হওয়ায় অবিভক্ত ভ্রাতৃসম্বন্ধীয় অন্ন দ্বারা জীবিকা হইতে পারে না)। 'ব্রতী' অর্থ ব্রহ্মচারী। যদিও ইহা প্রকরণ হইতেই পাওয়া যায় (কাজেই ইহা না উল্লেখ করিলেও চলিত) তথাপি শ্লোক পূরণের জন্যই উহা দেওয়া হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অর্থবাদ বলিতেছেন,—। কেবলমাত্র ভৈক্ষের দ্বারা ব্রহ্মচারীর যে 'বৃত্তি' অর্থাৎ জীবন ধারণ তাহার ফল উপবাসের ফলের সমান, এইরূপ স্মৃত হইয়া আসিতেছে। ১৮৮

(ব্রহ্মচারী যদি নিমন্ত্রিত হয় তাহা হইলে সে 'দেবদৈবত্য' কর্ম্মে ব্রতের অবিরুদ্ধ যে অন্ন তাহা ভোজন করিতে পারে এবং শ্রাদ্ধাদি পিতৃলোকীয় কর্ম্মে ঋষিগণের ভোজ্য যে অন্ন তাহাও না হয় ভোজন করিতে পারে, ইহাতে তাহার ব্রতলোপ হইবে না।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে ভৈক্ষ দ্বারা ভোজন কর্ম্ম সমাধা করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এই শ্লোকটীতে তাহারই ব্যতিক্রম বলা হইতেছে। "দেবদৈবত্যে"=দেবতার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণভোজন করান হইলে এবং "পিত্র্যে"=পিতৃগণের উদ্দেশে ব্রাহ্মণভোজন করান হইলে ব্রহ্মচারী যদি "অভ্যর্থিতঃ"=আমন্ত্রিত হয় তাহা হইলে "কামম্"=আচ্ছা ইহা অনুমোদন করা যায় যে, সে "অশ্নীয়াৎ"=একান্নও ভোজন করিতে পারে; কিন্তু নিজে যাচ্ঞা করিয়া তাহা করা চলিবে না। আর ঐ যে অন্ন তাহা হইবে "ব্রতবৎ"=তাহার ব্রতের যাহা বিরুদ্ধ নহে এতাদৃশ মধু-মাংসবর্জ্জিত অন্ন। এখানে 'ব্রতবৎ' এবং 'ঋষিবৎ' এই দুইটী শব্দের দ্বারা একই অর্থ (ভিন্ন ভঙ্গিতে) প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা যে গ্রামবাসী ব্যক্তির কর্ম্ম এবং অরণ্যবাসী লোকের কর্ম্ম, এইপ্রকার ভেদ অনুসারে ব্যবস্থা বলা হইয়াছে তাহা নহে। কেবলমাত্র ছন্দের অনুরোধে একই কথা দুইবার (ভিন্ন ভঙ্গিতে) বলা হইয়াছে। ঋষি অর্থ 'বৈখানস'; তাঁহাদের যাহা অন্ন তাহা ভোজন করিবার অনুমতি দেওয়ায় এরূপ স্থলে (মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইলে) ব্রহ্মচারীর পক্ষে মাংস ভক্ষণেরও অনুমতি দেওয়া হইতেছে। কারণ ঐ ঋষিগণের পক্ষে "বৈষ্কবও ভোজন করিতে পারিবে" ইত্যাদি বচনে মাংসভোজনও বিহিত আছে।

'দেবদৈবত্য'=দেবগণ হইয়াছেন দেবতা যাহার তাহা দেবদৈবত্য। অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি দৈব কর্ম্মে ব্রাহ্মণভোজনের বিধি আছে। 'আগ্রহায়ণী' প্রভৃতি ইষ্টি (যাগ) মধ্যেও বিহিত হইয়াছে "ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া স্বস্তি বাচন করাইবে"। সেই কর্ম্মে ভোজন করিবার বিষয়ে ব্রহ্মচারীর পক্ষে এই অনুমতি দেওয়া হইতেছে। কেহ কেহ বলেন, সপ্তমী প্রভৃতি তিথিতে সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে যে ব্রাহ্মণভোজন করান হয় তাহাই 'দেবদৈবত্য' কর্ম্ম। ইহা কিন্তু ঠিক নহে। কারণ, দেবতার সহিত এই ভোজন ক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ নাই; যেহেতু উহা কোন যাগের সাধন (করণ) নহে। আর, এখানে দেবতাকে 'উদ্দেশ' করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইতেছে, সুতরাং দেবতার 'উদ্দেশ' রহিয়াছে বলিয়াই যে দেবতাত্ব সিদ্ধ হইবে, তাহাও সম্ভব নহে। যেহেতু 'উদ্দেশ' থাকিলেই যদি দেবতা সিদ্ধ হইত তাহা হইলে 'অধ্যাপককে গরু দিতেছে', 'গ্রহ সম্মার্জ্জন করিতেছে'* ইত্যাদি স্থলে ঐ অধ্যাপক এবং গ্রহও দেবতা হইয়া পড়িত (কারণ, এখানে উহারাও উদ্দিশ্যমান হইতেছে, যেহেতু অধ্যাপককে উদ্দেশ করিয়া গরু দেওয়া হইতেছে এবং গ্রহকে উদ্দেশ করিয়া সম্মার্জ্জন করা হইতেছে)।

যেহেতু ভোজন কর্ত্তার সহিতই ভোজন ক্রিয়ার সম্বন্ধ, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। ইহাতে সূর্য্য কোন কারক মধ্যে পড়িতেছে না। কিংবা গ্রহ সম্মার্জ্জন ক্রিয়ায় গ্রহ যেমন উদ্দেশ্য হয় এস্থলের ভোজনক্রিয়াতে সূর্য্য সেরূপ উদ্দেশ্যও হইতেছে না, যেহেতু সূর্য্যের জন্য ঐ ভোজনটী নহে। কারণ, 'ব্রাহ্মণান্ ভোজয়তি'=ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতেছে, এখানে 'ব্রাহ্মণান্' এই পদটীতে যে দ্বিতীয়া বিভক্তি আছে তাহা দ্বারা ভোজনটী যে ভোক্তার জন্যই নিষ্পাদিত হয় ইহা বিজ্ঞাপিত হইতেছে, কিন্তু উহা যে সূর্য্যের জন্য নিষ্পাদিত হয় তাহা বোধিত হইতেছে না। যেহেতু কুত্রাপি এরূপ বিধি নাই যে 'সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে'। যদি বলা হয়, ইহা যখন শিষ্টাচার তখন ইহা দ্বারা বিধি কল্পনা করা হইবে। তাহা কিন্তু সঙ্গত হইবে না। কারণ ঐ প্রকার আচারের মূল প্রত্যক্ষ করা যায়। যেহেতু, বেদবহির্ভূত স্মৃতিসকলই ইহার মূল; কারণ সেখানে এই কথাই বলা আছে যে 'ব্রাহ্মণভোজনের দ্বারা দেবতাদিগকে প্রীত করিবে'। কিন্তু এই প্রকার অর্থ কল্পনা করা যায় না, তাহা যুক্তি সিদ্ধ হয় না। কারণ, শাস্ত্রের যাহা প্রতিপাদ্য তাহাতে দেবতার প্রীতির প্রাধান্য নাই, কিন্তু বিধ্যর্থেরই প্রাধান্য। (যাহা বিধীয়মান হয় তাহাই বিধ্যর্থ)। কিন্তু এই যে ভোজনরূপ বিধ্যর্থ তাহার সহিত, যাঁহাদের দেবতা বলিয়া মনে করা হইতেছে সেই আদিত্য প্রভৃতির সম্বন্ধ দুই প্রকারে হইতে পারে—'বিষয়'দ্বারক সম্বন্ধ অথবা 'অধিকার'দ্বারক সম্বন্ধ (বিধির বিষয় অর্থাৎ বিধেয় হইতেছে এখানে ভোজনক্রিয়া ;—আর অধিকার হইতেছে ফল—ভোজনের ফল তৃপ্তি)। কিন্তু আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ দুই প্রকার সম্বন্ধের কোন প্রকার সম্বন্ধই এখানে নাই—হইতে পারে না। কারণ, ("ভিন্নে জুহোতি"=পুরোডাশ তৈয়ারি করিবার কপালটী—খোলাখানি ভাঙ্গিয়া গেলে হোম করিবে, এস্থলে) 'ভেদন' যেমন হোমের নিমিত্ত বা কারণ হইয়া থাকে দেবতা এখানে সেরূপ ব্রাহ্মণভোজনের নিমিত্ত (কারণ) নহে। আবার পশুপ্রভৃতিরূপ ফল যেমন যে ব্যক্তি কামনা করে তাহার নিজেরই সহিত স্ব-স্বামিসম্বন্ধরূপেই তাহা আকাঙ্ক্ষিত, দেবতা এখানে সেরূপও নহে। কারণ, ফল হয় ভোগ্য; কিন্তু দেবতা কোন ভোগ্য পদার্থও নহে। ইহাতে যদি বলা হয়, দেবতাগত যে তুষ্টি (দেবতার যে প্রীতি) তাহাই এখানে কাম্যমান ফল, তাহাও কিন্তু সঙ্গত হইবে না। কারণ, দেবতার যে প্রীতি হয়, ইহা নিরূপণ করা অন্য প্রমাণসাপেক্ষ। (কাজেই যদি কোন প্রমাণ না থাকে তাহা হইলে দেবতার যে প্রীতি হয় তাহাই সিদ্ধ হয় না)। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণই নাই। কারণ, কাম্যমান পশুপ্রভৃতি ফল যেমন প্রত্যক্ষসিদ্ধ আদিত্যাদি দেবতার তুষ্টি (প্রীতি) সেরূপ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে। কাজেই তাহা কামনা করা যায় না। আরও কথা, আদিত্যের প্রীতি—আদিত্যেরই ইষ্ট ;—আর যাহা অধিকারী (কর্ম্মানুষ্ঠাতা পুরুষ) ছাড়া অপরের ইষ্ট (অভিলষিত বা কাম্যমান) তাহা বিধির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে না।

আর, ইহাতে যদি বলা হয় যে তিনি আমার প্রভু, কাজেই (তিনি প্রীত হইয়া) আমার অভিপ্রেত যে ফল তাহা তিনি আমাকে দিয়া দিবেন। ইহাও কিন্তু প্রমাণ সিদ্ধ নহে ; কাজেই ইহাও

*এস্থলে "গ্রহং সংমার্ষ্টি"=গ্রহ নামক যজ্ঞপাত্রটী সম্মার্জন করিবে,--এইরূপ পাঠ ধরা হইলেই উদাহরণটী শাস্ত্র-সঙ্গত হয় বলিয়া সেইভাবেই অনুবাদ করা হইল। (মুদ্রিত পুস্তকে 'গৃহ' শব্দটাই পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা হইয়াছে।)

উপেক্ষণীয় (ঐপ্রকার যুক্তিও টিকিবে না)। কারণ, বিধিদ্বারা উহা সিদ্ধ হয় না। যেহেতু, বিধি সেই বিষয়ের (ফলের) জন্যই পুরুষকে বিধির বিধেয় যে কর্ম্ম তাহাতে নিযুক্ত করে যে বিষয়টী (ফলটী) পুরুষ বুঝে যে ইহা অনুষ্ঠাতার বিশেষণরূপে অভিহিত হইতেছে ; অতএব আমি যদি অনুষ্ঠাতা হই তাহা হইলে আমিই উহা নিজে পাইব—আমারই সহিত উহা সম্বন্ধযুক্ত হইবে। কিন্তু বিধি ঐ কাম্যমান পদার্থটীর অস্তিত্ব বুঝাইয়া দেয় না। (কারণ, তাহা যদি না থাকে, আমার সহিত যদি তাহার কোন সম্বন্ধ না থাকে তবে তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হইবে কেন?)। যেহেতু, যে পদার্থটী বিধ্যতিরিক্ত অন্য প্রমাণের সাহায্যে জানা যায় তাহাই কাম্য হইয়া থাকে ; সেই কাম্য পদার্থটী অনুষ্ঠাতার বিশেষণ হয়—তাহা অনুষ্ঠানসাধ্য (অনুষ্ঠান দ্বারা নিষ্পাদিত হয়) এবং তাহা অনুষ্ঠাতা পুরুষের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়—এই বিষয়গুলিতে বিধিই প্রমাণ—বিধির অর্থ হইতেই এসমস্তগুলি নিরূপিত হইয়া থাকে। আর যদি এরূপ বলা হয় যে, এই আদিত্যাদি পূজাটী যাগই হইবে, ভোজনটী তাহার 'প্রতিপত্তি' তাহা হইলে বলিব, যদি ঐ প্রকার শিষ্টাচার থাকে তবে তাহাই হউক। তবে, দেবতার সহিত ভোজনটীর সাক্ষাৎভাবে কোন সম্বন্ধ নাই ; কাজেই তাহা এখানে সাধ্য অর্থাৎ দেবতাপ্রীতির উদ্দেশ্যে বিধীয়মান হইতে পারে না। তবে যাগাদিকে দ্বার করিয়া ব্যবহিতভাবে যদি কোনরূপ সম্বন্ধ দেখান হয় তাহা হইলে আমরা তাহা বারণ করিব না। কারণ, ঐ ভোজন ক্রিয়াটী যাগ, ইহা মনে করিয়া কেহ উহাতে প্রবৃত্ত (নিযুক্ত) হয় না ; কিন্তু ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান হইলে দেবতা তুষ্ট হন, এই বিবেচনাতেই লোকে উহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কাজেই এখানে এই যে ভোজন ক্রিয়া ইহাতে দেবতা কোন কারকের মধ্যে পড়ে না, কিংবা ঐ কারকের বিশেষণও হয় না। কাজেই ভোজনক্রিয়ার সহিত দেবতার বিষয়দ্বারক সম্বন্ধ হইতে পারিতেছে না। আবার, এখানে আদিত্যাদি দেবতা যে 'উদ্দেশ্য' হইবে তাহাও সম্ভব নহে ; কারণ যাহাকে ভোজন দেওয়া হয় (ভোজন করান হয়) সেই ব্যক্তিই ভোজনের 'উদ্দেশ্য' হইয়া থাকে। আর ভোজনটী দেওয়া হয় এখানে ব্রাহ্মণগণকে। আবার কেবলমাত্র উদ্দেশ্যত্বই দেবতা নহে ; কারণ, তাহা হইলে 'উপাধ্যায়কে গরু দিতেছে', 'গৃহ সম্মার্জ্জন করিতেছে' ("গ্রহং সম্মার্ষ্টি"=গ্রহনামক পাত্রটী সম্মার্জ্জন করিতেছে) ইত্যাদি স্থলে গ্রহ এবং উপাধ্যায়ও দেবতা হইয়া পড়ে। (কারণ, এই দুইটীর মধ্যেও উদ্দেশ্যত্ব রহিয়াছে। বস্তুতঃ তাহা কেহই স্বীকার করেন না)।

(প্রশ্ন)—আচ্ছা, ইহাই যদি হয় তাহা হইলে পিতৃ-উদ্দেশ্যক যে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম, তাহাতে যে ব্রাহ্মণভোজন করান হয়, তাহা কিরূপে ঐ কর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে? কারণ, সেখানেও ত পিতা, মাতা, (পিতৃগণ?) দেবতা নহে। আবার সেখানে যে 'অগ্নৌকরণ' হোম করা হয় তাহাও পিতৃসম্বন্ধীয় কর্ম্ম নহে ; যেহেতু সেখানে অন্য দেবতার উল্লেখ রহিয়াছে। আবার একথাও বলা যায় না যে, ঐ ব্রাহ্মণভোজন দ্বারা পিতৃগণের প্রীতি হইবে। কারণ, আদিত্যাদি দেবতার প্রীতি যেমন অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না (ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে) পিতৃগণের প্রীতিও সেইরূপ প্রমাণান্তর সিদ্ধ নহে। কাজেই এখানে ঐ পিতৃপ্রীতিটী বিধির সহিত সাধ্য-রূপে অন্বিত (সম্বন্ধযুক্ত) হইতে পারে না। ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, এস্থলে পিতৃপ্রীতি অবশ্যই সিদ্ধ আছে। (দেবতার প্রীতি যেমন সিদ্ধ নহে, কারণ, যাগের পূর্ব্বে দেবতাই সিদ্ধ হয় না, পিতৃপ্রীতির সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। যেহেতু) পিতৃগণ পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ ; কারণ আত্মার বিনাশ নাই (সুতরাং মৃত্যুর পরও তাঁহারা অন্য আকারে বিদ্যমান থাকেন)। কেবলমাত্র ঐ শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম হইতে তাঁহাদের শরীরের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ সম্পাদিত হয় অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদের শরীরে প্রীতি উৎপন্ন হয়। এখানে তাঁহাদের ভোজনটাই প্রধান। যেহেতু সেই ভোজনের ফল কি তাহা শাস্ত্রমধ্যে এইরূপ বলা আছে—"ভোজন করাইলে প্রচুর ফল লাভ করে"। আর সেই ফলটী হয় তাহারই যে ঐ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে ; কারণ, 'পিতৃগণের তৃপ্তি হউক' ইহাই তাহার কামনা। আর 'তৃপ্তি' বলিতে এখানে সাধারণভাবে প্রীতিই বুঝায় ; কিন্তু মনুষ্যগণ যেমন ভোজন করিলে তাহার ফলে তাহাদের সৌহিত্য (ভোজনজন্য তৃপ্তিবিশেষ) উৎপন্ন হয়, পিতৃগণের ত সেরূপ তৃপ্তি জন্মে না। পিতৃ-গণের এক প্রকার প্রীতি উৎপন্ন হয় মাত্র ; তাঁহারা নিজ নিজ কর্ম্মের প্রভাবে যে জাতিতে জন্ম-গ্রহণ করেন সেই অবস্থায় তাঁহাদের যাহা প্রীতি তাহাই তাঁহাদের মধ্যে প্রকাশ পায়। যেহেতু ঐ 'ভুজি' ধাতুটী সাধারণভাবে প্রীতিরূপ অর্থই বুঝায়, ভোজনজন্য যে সৌহিত্য তাহা সাধারণ

প্রীতি নহে, কিন্তু উহা একটী বিশেষ প্রীতি। আর এই 'বিশেষ' অর্থটী অন্য প্রমাণের সাহায্যে নিরূপণ করিয়া লইতে হয়।

ইহাতে কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন, শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানকর্ত্তা হইতেছে পুত্র ; আর তাহার যে তৃপ্তি তাহা থাকিতেছে পিতৃগণের মধ্যে ; এরূপ হইলে ফলটী কর্ত্তৃগামী হইতেছে কৈ? (যে ব্যক্তি কর্ম্ম করিবে তাহারই ফল হইবে, ইহাই ত নিয়ম)। কারণ, মীমাংসাবিদ্‌গণ ত এরূপ কথা বলেন না যে, এই সকল বৈদিক কর্ম্ম অপরের ফলপ্রদ হইবে?—এই প্রকার আপত্তি কিন্তু এখানে সংগত হইবে না। কারণ, এই যে শ্রাদ্ধকর্ম্ম, বস্তুতঃপক্ষে পিতৃগণই এখানে অধিকারী অর্থাৎ ফলভোক্তা এবং কর্ম্মানুষ্ঠানকর্ত্তা। যেহেতু পুত্র উৎপাদন করা দ্বারাই পিতৃগণ এইসব কাজও করিয়া গিয়াছেন। কারণ, এই জন্যই ত ঐ সন্তান উৎপাদন করা হইয়াছে যে সে পিতার দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট (ইহলোক এবং পরলোকের) উপকার সাধন করিবে। ইহার একটী বৈদিক উদাহরণ হইতেছে 'সর্ব্বস্বার' নামক যজ্ঞ; ঐ যজ্ঞটীর শেষাংশ* অসম্পূর্ণ রহিয়াছে এমন সময়ে যজমানকে অগ্নিপ্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিতে হয়। তিনি তখন ঋত্বিক্‌গণের উপর ভার দিয়া যান—"ব্রাহ্মণগণ! আমার এই যজ্ঞটী আপনারা অনুগ্রহ করিয়া সমাপ্ত করিবেন"। এখানে ঐ যজ্ঞটীর উদীচ্য কর্ম্মকলাপে যজমানের মুখ্য কর্ত্তৃত্ব নাই (কারণ সে তখন মরিয়া গিয়াছে)। তথাপি সে যে ঐ প্রেষণ (ভারার্পণ) করিয়া গিয়াছে, ইহাতেই তাহার কর্ত্তৃত্ব থাকিয়া যায়। শ্রাদ্ধকর্ম্মের বেলাতেও ঠিক এইরূপ বুঝিতে হইবে। তবে এখানে প্রভেদ এই যে, ঐ সর্ব্বস্বার-যজ্ঞটীর উদীচ্য কর্ম্মগুলির কর্ত্তা হইতেছেন ঋত্বিক্‌গণ। যজমান দক্ষিণা দ্বারা তাঁহাদের পরিক্রয় করেন ; (এজন্য ফলটী যজমান কিনিয়া লইতেছে বলিয়া সেখানে ঋত্বিক্‌গণ ঐ যজ্ঞের ফলভোক্তা নহেন)। তাঁহারা জীবিকারূপ ফলের আশায় ঐ ফললাভেচ্ছা দ্বারা প্রেরিত হইয়া ঐ কর্ম্ম করেন। তাঁহাদের ঐ অধিকারও অবশ্য শাস্ত্রবিধিনিরূপিত,—শাস্ত্রের অন্য বিধি দ্বারা তাঁহাদের তাদৃশ অধিকার সিদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে শ্রাদ্ধকর্ম্মে পুত্র যে প্রবৃত্ত হয় তাহা স্বতন্ত্র অধিকার বোধিত নহে, কিন্তু একই অধিকারবিধি দ্বারা পুত্র এবং পিতা উভয়েরই কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় (যেহেতু পুত্র পিতা হইতে ভিন্ন নহে)। অপত্য উৎপাদন করিবার জন্য পিতার পক্ষে শাস্ত্রে যে বিধি আছে তাহা দ্বারা অপত্য উৎপাদন, উৎপন্ন পুত্রের সংস্কার সম্পাদন, এবং অবশেষে পুত্রের প্রতি 'অনুশাসন' (নিজ করণীয় কর্ম্মগুলির ভার অর্পণ)—এতদূর পর্য্যন্ত ঐ অপত্য উৎপাদন বিধির বিষয় বলিয়া, 'অনুশাসন' পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মেতেই পিতার অধিকার ঐ একই বিধি দ্বারা বোধিত হয়। সেইরূপ পিতার উদ্দেশ্যে যে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করা হয় তাহাও পুত্রের পক্ষে একই বিধির ব্যাপার। (যে বিধি জীবিত অবস্থায় পিতামাতাকে পালন করিতে নির্দ্দেশ দেয় তাহাই মৃতাবস্থায় তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি করিবারও অধিকার দিয়া থাকে)। পিতা জীবিত থাকিলে যেমন "বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ" ইত্যাদি বিধিবশতঃ তাঁহাদের ভরণপোষণ পুত্রের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য সেইরূপ তিনি স্বর্গগত হইলেও শ্রাদ্ধাদি অবশ্য করণীয়।

আর শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মে পুত্রের এই যে অধিকার ইহা বৈশ্বানরেষ্টি নামক যাগের ন্যায় কাম্য-কর্ম্মীয় অধিকার নহে। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে—"পুত্র জন্মিলে বৈশ্বানর দেবতার উদ্দেশ্যে দ্বাদশটী কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ দ্বারা যজ্ঞ করিবে। যে জন্ম গ্রহণ করিলে এই ইষ্টির জন্য 'নির্ব্বাপ' করা হয় সে ইহা দ্বারা পবিত্র, তেজস্বী ও অন্নসম্পন্ন হয়, তাহার ইন্দ্রিয়সকল সতেজ হয়"। এই যে বৈশ্বানর-ইষ্টি ইহাতে সেইরূপ পিতারই অধিকার যিনি ঐ প্রকার গুণসম্পন্ন-পুত্ররূপ ফল কামনা করেন। (যিনি তাহা কামনা করেন না তাঁহার উহাতে অধিকার নাই—তাঁহার পক্ষে উহা কর্ত্তব্য নহে ; এজন্য) চূড়াকরণাদি কর্ম্ম যেমন পিতার আবশ্যক অর্থাৎ অবশ্য করণীয়, ঐ কর্ম্মটী সেরূপ অবশ্যকর্ত্তব্য নহে। পক্ষান্তরে পুত্রের পক্ষে "পিতৃকৃত্য মরণাবধি অবশ্য করণীয়" ইত্যাদি বচন অনুসারে যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য।

"বৈদিক ফল অর্থাৎ অনুষ্ঠিত শাস্ত্রীয় কর্ম্মের ফল অকর্ত্তার হয় না, কিন্তু অনুষ্ঠান কর্ত্তারই হয়", ইহা অন্য প্রকারে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। বৈশ্বানরেষ্টি স্থলে উক্ত প্রকার বিশিষ্টপুত্রবত্তারূপ ফল পিতারই হইয়া থাকে অর্থাৎ পিতাই ঐ প্রকার বিশিষ্ট পুত্রবান্ হয়, কাজেই কর্ম্মের ফলটী কর্ম্মানুষ্ঠানকর্ত্তা ছাড়া অন্য কাহারও মধ্যে যায় না। এইরূপ এখানেও পিতার যে প্রীতি তাহা পুত্রেরই ফল ; (কারণ শ্রাদ্ধের ফলে পুত্র 'প্রীতিমৎ-পিতৃমান্' হয়)। উক্ত দুই প্রকার

*'আর্ভবপবমান স্তোত্রের পরবর্ত্তিকালীন শেষাংশ'—এইরূপ পাঠ হইবে ; ভাষ্যের "অভাবাৎ" পাঠটী অশুদ্ধ।

ব্যাখ্যাতেই দেখা যায় যে ফলটী পিতৃরূপকর্তৃগামী হইলেও কোন বিরোধ হয় না; কারণ শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মে পুত্রের যে কর্তৃত্ব তাহা পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে পিতারই কর্তৃত্ব। যখনই অপত্য উৎপাদন করা হইয়াছে তখনই এতাদৃশ ফলটীও পিতার কামনার বিষয়ই ছিল; কাজেই পিতা যে ফল কামনা করে নাই সেই ফল যে পাইতেছে এরূপ আর হইতে পারিতেছে না।

আচ্ছা, পিতৃগণ যদি শ্রাদ্ধের দেবতা না হয় তাহা হইলে উহাকে 'পিত্র্য' কর্ম্ম বলা হয় কিরূপে? কারণ, 'পিত্র্য' এখানে দেবতার্থেই তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়াছে? ইহার উত্তরে বলিব, 'উদ্দেশ্য'ত্বরূপ সাদৃশ্য আছে বলিয়াই এখানে দেবতার্তদ্ধিত হইয়াছে। যে হেতু, 'শ্রাদ্ধে যে ব্রাহ্মণভোজন করান হয় তাহাতে ইহা আপনাদেরই উপকারের জন্য' এই প্রকার পিতৃ-উদ্দেশ শ্রাদ্ধে থাকে। তবে "অমাবস্যায়ামপরাহ্ণে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞেন প্রচরন্তি" এই শ্রুতিবচনে যে পিতৃ-উদ্দেশ্যক 'পিণ্ড-পিতৃযজ্ঞ' নামক ক্রিয়াটী বিহিত হইয়াছে সেখানে কিন্তু পিতৃগণই দেবতা। কিন্তু সাধারণ শ্রাদ্ধে পিতৃগণকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হয় না। আর শ্রাদ্ধে যে ব্রাহ্মণভোজন করান হয় তাহারও তাৎপর্য্য এইরূপ,—। যাগকর্ম্মে যেমন আজ্য, পুরোডাশ প্রভৃতির অবদানগুলিকে (খণ্ড বা কর্ত্তন করা অংশগুলিকে) অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, শ্রাদ্ধে এই যে ব্রাহ্মণভোজন ইহাও সেইরূপ। প্রভেদ এই যে, শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণ পিতৃত্বপ্রাপ্ত হন, (তাঁহাদেরই তখন উদ্দিশ্যমান পিতৃগণের সহিত অভিন্ন মনে করা হয়)। এইজন্য তাঁহাদের নিকট যখন অন্ন পরিবেশন করা হয় তখন পিতৃগণই উদ্দেশ্য—'পিতৃগণকেই অন্ন দিতেছি' এইরূপ মনে করা হয়,—সেখানেও যে 'নমঃ' বলা হয় তাহাতে এই কথাই বলা হয় যে—ইহা 'ন মম'=আমার নহে, কিন্তু আপনাদের জন্যই কল্পিত হইয়াছে। আর, যাগে যেমন আহবনীয় অগ্নিতে হোম বা দেবোদ্দেশ্যক দ্রব্য প্রক্ষেপ করা হয় এখানে ব্রাহ্মণগণই সেই আবহনীয় অগ্নিস্থানীয়। তবে এই পর্য্যন্ত প্রভেদ যে, আহবনীয় অগ্নিতে হবির্দ্রব্য প্রক্ষেপ করা হয় কিন্তু শ্রাদ্ধে ঐ ত্যজ্যমান দ্রব্যসকল ব্রাহ্মণের নিকট রাখিয়া দেওয়া হয়; তাঁহারা উহা স্বয়ং গ্রহণ করেন।

অতএব এই পিণ্ডপিতৃযজ্ঞরূপ শ্রাদ্ধ যে যাগ নহে তাহা বলা চলে না; আর সেখানে যে দেবতার উদ্দেশে ত্যাগ নাই তাহাও নহে; 'স্বাহাকার' যাগ এবং 'স্বিষ্টকৃৎ' যাগ প্রভৃতির ন্যায় এখানেও সমান সাদৃশ্য দেখা যায়। অতএব শ্রাদ্ধকর্ম্ম যাগ হইলেও পিতৃগণ সেখানে উদ্দেশ্য হওয়ায় উহা পিত্রর্থ হইতে পারিবে। (আর তাহা হইলে উহাকে যে 'পিত্র্য' কর্ম্ম বলা হয় তাহাতে দেবতার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হইতেও কোন বাধা নাই)। কাজেই এখানে যে পিতৃগণ দেবতা হইবেন এবং তাঁহারা উহার ফল (তৃপ্তি) উপভোগ করিবেন, ইহা বলাতেও কোন বিরোধ হয় না। এখানে এ সম্বন্ধে একটু আধটু যাহা অনুক্ত রহিল তাহা তৃতীয় অধ্যায়ে বলিব। (এক্ষণে মূল বিচারের উপসংহার করিতেছেন) অতএব এই সমস্ত আলোচনা হইতে ইহাই স্থির হইল যে, আদিত্যাদির প্রীতির জন্য যে ব্রাহ্মণভোজন করান হয় সেই ব্রাহ্মণভোজনে আদিত্য প্রভৃতিরা দেবতা হইতে পারে না।

(প্রশ্ন) আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, 'যাগে যে পদার্থটী উদ্দেশ্য হয় তাহাই দেবতা হইয়া থাকে' এই যে লক্ষণ বলা হইল, ইহাতেও ত অব্যাপ্তিদোষ ঘটিতেছে। কারণ, যাগের সহিত কোন সম্বন্ধ যেখানে নাই সেরূপ স্থলেও ত 'দেবতা' বলিয়া ব্যবহার (উল্লেখ) করিতে দেখা যায়। যেমন, "দেবতাগণের পূজা, দেবতার অভিমুখে যাইবে" ইত্যাদি প্রয়োগ রহিয়াছে। দেবতা শব্দের পূর্ব্বোক্ত প্রকার অর্থ যদি গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে দেবতাগণের পূজা এবং পায়ে হাঁটিয়া দেবতার অভিমুখে গমন করা ত সম্ভব হয় না? (উত্তর)—না, ইহাতে কোন দোষ (অসামঞ্জস্য) হয় না। কারণ, যেখানে দেবতাবিষয়ক বিধি আছে এই পূজাবিধিটীও সেইখানেই প্রয়োজ্য হইবে। যেমন, বৈশ্বদেব কর্ম্ম নিত্য; কাজেই সেখানে এই পূজা; অথবা অগ্নিহোত্রাদিবিধি হইতে যে দেবতা সিদ্ধ হয় তাহার সম্বন্ধেই এই পূজা।

(প্রশ্ন) আচ্ছা, এরূপ বলাও ত সঙ্গত হয় না; কারণ দেবতা ত পূজ্য (পূজার কর্ম্ম) হইতে পারে না, যেহেতু তাহা হইলে দেবতার রূপহানি ঘটিবে—দেবতার দেবতাত্ব আর থাকিবে না। কারণ, দেবতা যদি পূজা ক্রিয়ার কর্ম্ম হয় তাহা হইলে আর তাহার যাগে সম্প্রদানতা হইবে না, দেবতা আর যাগে সম্প্রদান হইতে পারিবে না। এইজন্য এইরূপ কথিতও আছে, "যাহা একটী

ক্রিয়ার কারক তাহা অন্য ক্রিয়ার কিঞ্চিৎকর হইবে না, কারক হইবে না"। ইহার কারণ এই যে, শক্তিই কারক, ক্রিয়া-জননশক্তিই কারক; আর প্রত্যেকটী ক্রিয়ার পক্ষে সেই শক্তিও ভিন্ন ভিন্নই হইয়া থাকে। আবার সেই শক্তি কার্য্যাবগম্য—কার্য্যানুমেয়; (কার্য্য দেখিয়াই অনুমানাদি দ্বারা বুঝা যায় যে ইহার মূলে কার্য্যানুকূল শক্তি ছিল)। এইজন্য কার্য্য যতটী শক্তিও ততটীই হইবে—কার্য্যানুসারে প্রত্যেকটী কার্য্যের জন্য তদুৎপাদক শক্তিও অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন হইবে। আর তাহাই যদি হয় তবে, যাহা সম্প্রদান তাহা সকল সময়ে সম্প্রদানই থাকিবে, তাহা কখনও কর্ম্ম হইতে পারিবে না। (আর তাহা হইলে ত 'দেবতার পূজা' প্রভৃতি সংগত হয় না)। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, যাহা একটী কারক দ্বারা অবরুদ্ধ তাহা অন্য কারক হইতে পারে না ইহাই যদি নিয়ম হয় তাহা হইলে 'পাচককে দাও' ইত্যাদি প্রয়োগ সংগত হয় কিরূপে? কারণ, এখানে পাচকটী হইয়া যাইতেছে পচ্ধাত্বর্থের (পাক করার) কর্ত্তা এবং 'দা' ধাতুর সম্প্রদান। এইরূপ "শরের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত দেহ যোদ্ধা অত্যন্ত অবশভাবেই চলিয়া গেল, কারণ তাহার প্রিয়তমা তাহাকে কটাক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছে"। (এখানেও ঐরূপ একই পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন কারক হইতেছে)। (উত্তর)—ইহার পরিহার (সমাধান) বলা হইয়াছে। শক্তি এবং শক্তিমান্ ইহারা বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, উহাদের ভেদটী গোণ। (কাজেই ভিন্ন ভিন্ন কারকশক্তির আশ্রয়টী যদি ভিন্ন ভিন্ন কারকতাসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তবেই তাহার বিভিন্ন কারকের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে। এই যে ভেদ ইহা কিন্তু মুখ্য ভেদ নহে, কিন্তু গোণ ভেদ। কাজেই শক্তি ও শক্তিমানের অভেদই মুখ্য বলিয়া সেই অভেদ লক্ষ্য করিয়াই একই পদার্থে বিভিন্ন কারকতা অসংগত হয় না)। অতএব দেবতাকে যদি পূজার কর্ম্ম বলা হয় তাহা হইলে আর দেবতাকে পাওয়া যায় না, (দেবতাত্ব থাকে না), আর যদি আদিত্যাদিকে দেবতাই বলিতে হয় তাহা হইলে আদিত্যাদির পূজাবিধি সংগত হয় না। ইহার কারণ এই যে, (পিতা, উপাধ্যায়, বৃক্ষ প্রভৃতির ন্যায়) দেবতা কোন পূর্ব্বসিদ্ধ পদার্থ নহে; কাজেই তদুদ্দেশ্যে পূজাও বিহিত হইতে পারে না। দেবতা শব্দটী একটী সামান্য বোধক শব্দ নহে; যেমন গো শব্দ, ছাগ প্রভৃতি শব্দ সামান্য বোধক, ইহা সেরূপ নহে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য,—। একথা ঠিক যে আদিত্যাদি পদার্থ স্বরূপতঃ দেবতা নহে। কারণ, এই যে দেবতাশব্দ ইহা 'সম্বন্ধিশব্দ'—(যে যাগের সহিত যখন সম্বন্ধ থাকিবে কেবল তখনই তাহা সেইখানে দেবতা হইবে)। কাজেই দেবতারূপ অর্থটী বিধিবাক্য হইতেই নিরূপণ করিতে হয়। যাহার উদ্দেশ্যে হবিদ্র্ব্য ত্যাগ করিবার বিধি আছে তাহাই সেই হবিদ্র্ব্যের দেবতা। এইজন্য 'অগ্নি' শব্দটী একই বটে; কিন্তু তাহা সেই 'আগ্নেয়' যাগ ছাড়া অন্য স্থলে আর দেবতা বলিয়া গ্রহণীয় হইবে না, একথা আগে বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে পূজ্যমান (যাহার পূজা করা হইবে সেই) পদার্থটী আগে থেকে সিদ্ধ না থাকিলে পূজাবিধি সম্ভব হয় না। কারণ, দেবতাগণকেই পূজ্য (পূজার কর্ম্ম) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আর, এরূপ স্থলে মুখ্য অর্থে যদি দেবতা শব্দটীকে গ্রহণ করা হইলে পূজা সম্ভব হয় তাহা হইলে 'পূজা' বলিতে যাগই বুঝিতে হইবে—যাগ অর্থেই পূজা বলা হইয়াছে। সেই যাগে আবার যদি বিশেষ দ্রব্য এবং বিশেষ দেবতার উল্লেখ না থাকে তাহা হইলে তাহা 'অরূপ' হইয়া থাকে। আর সেরূপ স্থলে পূর্ব্বাহ্নকাল বিধান করিবার জন্য ঐরূপ অনুবাদ করা হয়। যেমন "পূর্ব্বাহ্নকালে দেবতা-সম্বন্ধীয় কর্ম্মসকল অনুষ্ঠেয়" ইত্যাদি বিধি বলা আছে।

(প্রশ্ন)—আচ্ছা, এ কি রকম কথা বলা হইল যে দেবতার উল্লেখ নাই? (উত্তর)—সত্যই ত নাই; সাক্ষাৎ দেবতাবোধক কোন শব্দই ত দেখা যাইতেছে না। আগেই বলা হইয়াছে যে দেবতা শব্দটী (গো-ঘটাদি শব্দের ন্যায়) 'সামান্যবাচক' নহে। কাজেই অন্য কোন কর্ম্ম মধ্যে (যেমন বৈশ্বদেব, অগ্নিহোত্র কর্ম্ম মধ্যে) যাঁহাদের দেবতা বলিয়া জানা গিয়াছে তাঁহাদিগেরই এই পূজাবিধি। সুতরাং অগ্নি, আদিত্য, রুদ্র, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সরস্বতী প্রভৃতিরা দেবতা; ইঁহাদের পূজা করিবে। আর পূজার জন্য ধূপ, দীপ, মাল্য, উপহার প্রভৃতিও নিবেদন করা হইবে। ইঁহাদের মধ্যে আবার অগ্নিদেবতার ত্যজ্যমান দ্রব্যের সহিত সাক্ষাৎই সম্বন্ধ হয়। আদিত্য দেবতা দূরদেশবর্ত্তী; কাজেই পবিত্রস্থানে তাঁহার উদ্দেশ্যে গন্ধাদি দ্রব্য ত্যাগ করিতে হয়। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার স্বরূপ প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য নহে; কাজেই তথায় ঐ শব্দের উদ্দেশ্যেই পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, পূজাতে পূজ্যমানেরই প্রাধান্য (যাঁহার পূজা করা হয় তাঁহারই প্রাধান্য)

থাকে বটে তথাপি সেই পূজ্যমান পদার্থটী আবার অপর একটী কর্ম্মের শেষ বলিয়া (অঙ্গ বলিয়া এখানে পূজ্যমানের প্রাধান্য নাই কিন্তু পূজারই প্রাধান্য) পূজাই কর্ত্তব্য, ইহাই জানা যাইতেছে। কারণ, দ্রব্যের প্রাধান্য থাকিলে পূজা আর বিধির বিষয় (বিধেয়) হইতে পারে না। এইজন্য মীমাংসাদর্শনের "তানি দ্বৈধং গুণপ্রধানভূতানি" ইত্যাদি সূত্রে বলা হইয়াছে যে বিধীয়মান কর্ম্মসকল দুই প্রকার—গুণকর্ম্ম এবং প্রধানকর্ম্ম। আবার "যৈস্তু দ্রব্যং চিকীর্ষ্যতে" ইত্যাদি সূত্রে বলা হইয়াছে যে, যে সকল কর্ম্ম দ্রব্যনির্ব্বাহক—দ্রব্যের উদ্দেশে যে সকল কর্ম্ম বিধীয়মান হয় সেখানে তাহা গুণকর্ম্ম হইয়া থাকে—সেখানে কর্ম্মের প্রাধান্য নাই। এখানে কিন্তু মীমাংসাদর্শনের 'স্তুত-শস্ত্রা'ধিকরণের ন্যায়* পূজাকে প্রধান কর্ম্ম বলাই ন্যায্য। ঐ স্তুত-শস্ত্রাধিকরণে বিচার করিয়া দেখান হইয়াছে যে, সেখানকার 'স্তুতি' স্তুত্য-দেবতার সংস্কার-সাধক নহে বলিয়া স্তুত্যদেবতা প্রধান নহে, (সেখানে স্তুত্যের প্রাধান্য নাই), কিন্তু সেখানে স্তুতিই প্রধান; ঠিক সেইরকম এই যে পূজা ইহাতেও পূজ্যমান দেবতার প্রাধান্য নাই কিন্তু পূজারই প্রাধান্য। ইহাতে যদি বলা হয় যে, স্তুত-শস্ত্রমধ্যে দ্বিতীয়া বিভক্তি দ্বারা দেবতার নির্দ্দেশ নাই বলিয়াই তাহা প্রধান কর্ম্ম, কিন্তু এখানে যে দ্বিতীয়া বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আছে—? ইহার উত্তরে বক্তব্য "শক্তূন্ জুহোতি" ইত্যাদি স্থলেও ত দ্বিতীয়া দেখা যায়? অর্থাৎ শক্তুতে দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকিলেও যেমন শক্তুর প্রাধান্য নাই কিন্তু হোমেরই প্রাধান্য এখানেও সেইরূপ পূজারই প্রাধান্য হইবে।

এইরূপ, "মৃত্তিকা, ধেনু এবং দেবতার প্রদক্ষিণ করিবে" ইত্যাদি বাক্যে দক্ষিণাচারতা (প্রদক্ষিণ করা) বিধান করা হইয়াছে। দৈব কর্ম্ম সকল দক্ষিণ হস্তে সম্পাদন করিবে। ইহার মধ্যে মৃত্তিকা অথবা ধেনু নিজের (প্রদক্ষিণকারীর) দক্ষিণ দিকে অবস্থান করিতে পারে, কাজেই তাহাদের প্রদক্ষিণ করা সম্ভব। কিন্তু দেবতাকে ত ওভাবে নিজের দক্ষিণ দিকে রাখা সম্ভব হয় না; কারণ দেবতা অমূর্ত্ত—তাহার কোন মূর্ত্তি নাই। এইরূপ, "দেবতাগণের অভিগমন করিবে"—এই যে বিধি ইহাও কিরূপে সম্ভব হয়? (কাজেই ইহার অর্থ এইরূপ ধরিতে হইবে) পাদবিক্ষেপ ব্যাপার দ্বারা দেবতার সমীপে উপস্থিত হওয়া যখন সম্ভব হইতেছে না তখন 'অভিগমন' অর্থ স্মরণ বুঝিতে হইবে। কারণ 'গম্' ধাতু জ্ঞানার্থকও হয়। সুতরাং "দেবতাঃ অভিগচ্ছেৎ"=দেবতার অভিগমন করিবে ইহার অর্থ কর্ম্মানুষ্ঠানকালে মনে মনে দেবতার ধ্যান করিবে, আকুলতা নামে প্রসিদ্ধ যে চিত্তব্যাক্ষেপ তাহা কর্ম্মকালে পরিত্যাগ করিবে, ইহাই উহার তাৎপর্য্যার্থ। আর এই প্রকার অর্থ স্বীকার করিলেই এই স্মৃতিবাক্যটীর মূলীভূত বেদবাক্যটীও দেখিতে পাওয়া যায়। যেহেতু শ্রুতিমধ্যে (ঐতরেয়ব্রাহ্মণে) উপদিষ্ট হইয়াছে—"যে দেবতার উদ্দেশ্যে হবির্দ্রব্য গ্রহণ করা হইবে সেই দেবতাকে মনে মনে ধ্যান করিবে" ইত্যাদি।

(প্রশ্ন)—আচ্ছা, ইহা আবার শাস্ত্রে বলিয়া দিবার দরকার কি আছে, কারণ ইহা ত হোমবিধি দ্বারাই প্রাপ্ত। যাহার উদ্দেশ্যে দ্রব্য প্রক্ষেপ করা হইবে তাহার বিষয় হোমের পূর্ব্বে অবশ্যই চিন্তা করিতে হয়; কেন না, তাহা না হইলে তাহার উদ্দেশ্যত্ব থাকে না—সঙ্গত হয় না? (উত্তর) —হাঁ; তাহা সত্য বটে; কিন্তু চিত্তের ব্যাক্ষেপ এবং চিত্তের আকুলভাবও ত হওয়া সম্ভব।

*মীমাংসাদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের পঞ্চম অধিকরণে (১৩—২১ সূত্রে) এইরূপ বিচার করা হইয়াছে,—। "প্রউগং শংসতি, নিষ্কেবল্যং শংসতি" এবং "আজ্যৈঃ স্তুবতে, পৃষ্ঠৈঃ স্তুবতে" অর্থাৎ 'প্রউগ' এবং 'নিষ্কেবল্য' ঋক্‌গুলি 'শস্ত্র' রূপে পাঠ করিবে এবং 'আজ্য' ও 'পৃষ্ঠ' নামক ঋকগুলি স্তোত্ররূপে পাঠ করিবে। যে মন্ত্রসকল গেয় নহে অথচ তাহা দ্বারা স্তুতি করা হয় সেগুলিকে বলে 'শস্ত্র', আর যেগুলি গেয় মন্ত্র সেগুলি দ্বারা যে স্তুতি করা হয় সেগুলিকে বলে স্তোত্র। ঐ যে 'প্রউগ-নিষ্কেবল্য' শস্ত্রপাঠ এবং 'আজ্য-পৃষ্ঠ' স্তোত্র পাঠ উহা কি গুণ কর্ম্ম অথবা প্রধান কর্ম্ম, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন,—ঐ সকল মন্ত্রপাঠের দ্বারা তদ্‌বর্ণিত দেবতার স্মরণ হয় বলিয়া ঐ স্মরণ দ্বারা দেবতার সংস্কার সাধিত হইয়া থাকে। কাজেই উহা গুণ কর্ম্ম। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—ইহা গুণকর্ম্ম হইলে দেবতা হইবে প্রধান এবং কর্ম্মটি হইয়া যায় অপ্রধান। কিন্তু তাহা এখানে প্রতিপাদ্য নহে, যেহেতু 'স্তোত্র' এবং 'শস্ত্র'ই এখানে বিধেয়। 'দেবদত্ত চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ' বলিলে চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞতাই বিধেয় সুতরাং প্রধান হয়, উহা দ্বারা প্রশংসারূপ স্তুতি বুঝায়; কিন্তু 'যিনি চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ তাঁহাকে আনিবে' বলিলে ব্যক্তিই হয় প্রধান আর চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞতাটা অপ্রধানই হইয়া থাকে--উহা দ্বারা স্তুতি প্রতিপাদন করা হয় না। এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব ঐ 'স্তোত্র-শস্ত্রে' দেবতার প্রাধান্য নাই, কিন্তু স্তুতিরই প্রাধান্য বলিয়া উহা গুণ কর্ম্ম নহে কিন্তু প্রধান কর্ম্মই হইতেছে।

(কাজেই তাহা নিষেধ করিবার জন্য ঐরূপ বলা হইয়াছে)। অতএব ইহাতে কোন দোষ (পুনরুক্তিদোষ) হয় নাই। এইরূপ, দেবস্ব, দেবপশু, দেবদ্রব্য ইত্যাদি প্রকার যে সমস্ত ব্যবহার আছে সেখানেও ঐ সমস্ত পশু প্রভৃতি দেবতার জন্য উপকল্পিত (রক্ষিত), এইরূপ অর্থই বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। তবে, দণ্ডবিধান বলিবার সময় কিন্তু দেবতা বলিতে প্রতিকৃতি—(চিত্র বা প্রতিমা) অর্থ গ্রহণ করিয়াই দেবতা শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। কারণ, এরূপ না বলিলে সেখানে যে ব্যবস্থা বলা হইতেছে তাহা ভঙ্গ হইয়া পড়ে। তথায় প্রতিকৃতিগুলিকেই দেবতার আকৃতি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। কাজেই তাহাদের সহিত যে দ্রব্যাদিকেও স্ব-স্বামিভাবে কল্পনা করা হইয়াছে সেই সমস্ত দ্রব্যকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে—"দেবতা, ব্রাহ্মণ, এবং রাজা ইঁহাদের যে সমস্ত দ্রব্য তাহা উত্তম দ্রব্য বলিয়া জ্ঞাতব্য।" এইভাবেই ঐগুলিকে 'দেবদ্রব্য' বলা হইয়াছে। যেহেতু, দেবতাগণের কোন প্রকার স্ব-স্বামিভাব নাই (তাঁহাদের কোন স্ব-দ্রব্যও নাই এবং তাঁহাদের স্বামিত্বও নাই)। কাজেই এখানে 'দেবদ্রব্য' শব্দটীতে মুখ্য অর্থে স্ব-স্বামিভাব পাওয়া যায় না। এজন্য উহা গৌণ অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে।

(প্রশ্ন) আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এখানে ঐ গৌণ অর্থটী কিরূপ? কারণ, ইহাই সর্ব্বত্র দেখা যায় যে, উভয়ের মধ্যে একটী সাধারণ গুণের সমাবেশ থাকিলে তবেই সেরূপ স্থলে গৌণার্থের প্রতীতি হইয়া থাকে? যেমন, 'মাণবকটী অগ্নিস্বরূপ' ইত্যাদি প্রকার যে প্রয়োগ করা হয় তথায় 'অগ্নি' পদে লক্ষণা করিয়া অগ্নিগত শুক্লতা গুণ বোধিত হয়। আর ঐ মাণবকটীর মধ্যেও সেই শুক্ল গুণটী দৃষ্ট হইয়া থাকে, কেননা ঐ মাণবকটীও শুক্ল অর্থাৎ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। আর এতাদৃশস্থলে লক্ষণার বিষয়ীভূত ঐ গুণসকল প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে এই যে দেবতাপদার্থ ইহা কেবল 'কার্য্যাবগম্য' (সেই সেই কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে তবেই দেবতাপদার্থটী সিদ্ধ হয়, নচেৎ নহে ; এজন্য কর্ম্ম হইতেই দেবতার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, অন্যপ্রকারে নহে)। আবার কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও সেই দেবতার বিশেষ স্বরূপ কি তাহা কিন্তু ঐ কার্য্য (কর্ম্ম) হইতে নিরূপিত হয় না। সুতরাং দেবতা এবং প্রতিকৃতি (চিত্র অথবা প্রস্তরাদিমূর্ত্তি) ইহাদের মধ্যে একটী সাধারণ গুণ আছে, ইহা কিরূপে নিরূপণ করা যাইবে? (আর তাহা যদি নিরূপণ করা না যায় তাহা হইলে 'দেবদ্রব্য' ইত্যাদিস্থলে যে গৌণ প্রয়োগ বলা হইল তাহা কিরূপে সঙ্গত হয়)? এই প্রকার আপত্তি হইলে তাহার উত্তরে বক্তব্য, বেদের মন্ত্র এবং অর্থবাদ মধ্যে দেবতার ঐ প্রকার রূপ বর্ণনা আছে। সেগুলিকেই 'গুণবাদ' অনুসারে ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। যাহারা ঐ মূল বস্তুটী জানে না তাহারা ঐসকল শ্রুতিবাক্যের যথাশ্রুত অর্থই গ্রহণ করে, (যেমন বর্ণনা আছে সেইভাবেই) ইন্দ্রকে 'বজ্রহস্ত' ইত্যাদি প্রকার আকৃতিবিশিষ্টই মনে করে। কাজেই তাহারা প্রতিকৃতি প্রভৃতির মধ্যেও ইন্দ্রাদি দেবতার সেই (বজ্রহস্তত্ব প্রভৃতি) সাদৃশ্য দেখিয়া থাকে। সুতরাং "অগ্নির্মাণবকঃ" ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় এখানেও যখন লক্ষণাবোধিত গুণগত সাদৃশ্য রহিয়াছে তখন 'দেবদ্রব্য' ইত্যাদি স্থলেও গৌণ অর্থ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্তই হয়।

কেহ কেহ বলেন "ব্রতবদ্ দেবদৈবত্যে" এখানে 'দেবদৈবত্য' পদের দ্বারা শ্রাদ্ধে যে দেবপক্ষীয় বৈশ্বদেব ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহাদেরই ভোজনের কথা বলা হইয়াছে। ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ, পরে যে 'পিত্র্যকর্ম্ম' বলা হইয়াছে তাহা দ্বারাই ঐ বৈশ্বদেব-ব্রাহ্মণও প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; যেহেতু উহা ঐ পিত্র্যকর্ম্মেরই অঙ্গ। কাজেই এরূপ অর্থ করিলে 'দেবদৈবত্য' পদটী পুনরুক্ত সুতরাং অনর্থক হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ 'দেবদৈবত্য' ইহা সামান্যবোধক শব্দ ; আর বৈশ্বদেব-রূপ অর্থটী একটী বিশেষ অর্থ। সুতরাং ঐ সামান্যবোধক শব্দটী হইতে ঐ প্রকার বিশেষ অর্থের প্রতীতি হওয়া কিরূপে সম্ভব? যদি বলা হয়, অনন্তরোক্ত 'পিত্র্যকর্ম্ম' এই পদটীর সাহচর্য্য হইতে ঐ প্রকার অর্থবোধ হয়, তদুত্তরে বক্তব্য 'পিত্র্য শব্দটীদ্বারা ঐ বৈশ্বদেব ব্রাহ্মণ-ভোজন অর্থটীও যদি পাওয়া না যাইত তাহা হইলে একথা বলা চলিত বটে। (কিন্তু 'পিত্র্য-কর্ম্ম' বলায় তাহার অঙ্গীভূত সব কয়টী অনুষ্ঠানই যখন অভিহিত হয়, আর বৈশ্বদেব ব্রাহ্মণ-ভোজনও যখন সেই সকল অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম তখন এখানে উহার ঐ প্রকার অর্থ স্বীকার করিলে পুনরুক্তিই ঘটে)। আর 'গো-বলীবর্দ্দন্যায়ে' যে সমাধান করা হইবে তাহাও সম্ভব নহে। যেহেতু বিষয়ভেদ না থাকিলে, বিষয় অভিন্ন বা সমান জাতীয় হইলে অবান্তরভেদ না থাকিলে গো-বলীবর্দ্দন্যায়টী প্রয়োজ্য হয় না। ১৮৯

(কেবল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর পক্ষেই এই শ্রাদ্ধীয় একান্নভোজন কর্ম্মটী বেদবিদ্‌গণ অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে এই প্রকার কর্ম্ম করা অনুমোদিত হয় না।)

(মেঃ)—এই যে (শ্রাদ্ধীয়) একান্নভোজন কর্ম্মের নির্দ্দেশ দেওয়া হইল ইহা কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষেই প্রয়োজ্য ; ইহা মনীষিগণ বেদ হইতে উপলব্ধি করিয়া উপদেশ দিয়াছেন ; কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় ব্রহ্মচারীর পক্ষে এ ব্যবস্থা তাঁহারা অনুমোদন করেন না। কোন সময়েই তাহাদের অভৈক্ষভোজন বিহিত নহে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, শ্রাদ্ধভোজনে ত কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার। কারণ, "ঐ শ্রাদ্ধকর্ম্মে যেরূপ উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতে হইবে এবং যাহাদের বর্জ্জন করিতে হইবে, যে পূজ্যতম ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে" ইত্যাদি বচনে বলা হইয়াছে যে কেবল ব্রাহ্মণেরই দান গ্রহণে অধিকার। ইহাই যদি হয় তাহা হইলে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পক্ষে এই যে নিষেধ ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? আর এটী হইতেছে প্রতিপ্রসব (নিষিদ্ধেরই পুনর্বিধান), কিন্তু ইহা অপূর্ব্ববিধি নহে। আর, প্রাপ্তি থাকিলে তবেই প্রতিষেধ করা সঙ্গত হয় (কিন্তু ক্ষত্রিয়বৈশ্যের পক্ষে যে নিষেধ করা হইতেছে তাহার পূর্ব্বভাবী প্রাপ্তি কোথায়?)। ইহার উত্তর বলা যাইতেছে;—। ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিলে অবশিষ্ট যে অন্ন থাকে তাহার প্রতিপত্তি (বিলি বন্দোবস্ত করিয়া খরচ) করিবার বিধান আছে। তজ্জন্য বলা হইয়াছে "জ্ঞাতিদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে"। সে স্থলে কোন জাতিগত প্রশ্ন নাই। যে ব্যক্তি জ্ঞাতি হইবে তাহাকে ভোজন করাইতে হইবে। আর সেই যে ভোজন তাহা প্রতিগ্রহ নহে বলিয়া ক্ষত্রিয় প্রভৃতিরা তাহা করিলে তাহাদের প্রতিগ্রহীতৃত্ব ঘটিবে না। কারণ সেখানে তাহাদিগকে জ্ঞাতিরূপেই ভোজন করান হইতেছে। সুতরাং সেরূপ স্থলে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতীয় ব্রহ্মচারীরও ভোজন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা তাহারই নিষেধ করা হইতেছে। ১৯০

(আচার্য্য বলুন আর নাই বলুন প্রতিদিন বেদাধ্যয়নে এবং আচার্য্যের হিতসাধনে ব্রহ্মচারী যত্নবান্ হইবে।)

(মেঃ)—গুরুকর্তৃক "নোদিতঃ"=নিযুক্ত হইয়া, এবং তাঁহা দ্বারা নিযুক্ত না হইলেও অধ্যয়ন-বিষয়ে 'যোগ' অর্থাৎ যত্ন করিবে। আচ্ছা, আগে ত বলা হইয়াছে যে "গুরু ডাকিলে তখন অধ্যয়ন করিবে" ; সুতরাং গুরু না ডাকিলে অধ্যয়নে যোগদান করা কিরূপে সঙ্গত হয়? (উত্তর)—তাহা সত্য। তবে, যে ব্রহ্মচারী বেদের একভাগও গ্রহণ করে নাই তাহার পক্ষেই উহাই নিয়ম। কিন্তু যে ব্রহ্মচারী বেদের একদেশ গ্রহণ (আয়ত্ত) করিয়াছে তাহারই পক্ষে অবশিষ্ট অংশ গ্রহণের গুণ (ধর্ম্ম)রূপে এইরূপ বিধান নির্দ্দেশ করা হইতেছে। সেরূপ স্থলে আচার্য্যের নিয়োগ (আজ্ঞা) অপেক্ষা করা অনাবশ্যক। এইরূপ, আচার্য্যের জন্য জলপূর্ণকলস আনিয়া দেওয়া (কলসী করিয়া জল আনিয়া দেওয়া), তিনি শ্রান্ত হইলে তাঁহাকে সংবাহন করা (গা-হাত টিপিয়া দেওয়া) প্রভৃতি কর্ম্মসকল আচার্য্য না বলিলেও করিবে। ১৯১

(গুরুসম্মুখে শরীর, বাক্য, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন এইসবগুলি সংযত করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে।)

(মেঃ)—বাহিরে কোন স্থান হইতে আসিলে গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে, বসিবে না। এবং "নিয়ম্য শরীরং"=শরীরকে সংযত করিয়া রাখিবে। হাত-পা নাড়ান কিংবা হাস্য করা বর্জ্জন করিবে। কোন অনুপযোগী কথা বলিবে না। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকেও সংযত করিবে। গুরুর নিকটে আশ্চর্য্যের ন্যায় কিছু দেখিলেও তাহা বার বার চিন্তা করিবে না। এইরূপ কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গুলিকেও সংযত করিবে। গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকা দ্বারাই চক্ষুর সংযম হইয়া যাইতেছে। মনকেও সংযত করিবে—শাস্ত্রসম্বন্ধে যেসব বিকল্প (সংশয়) আছে তাহা কিংবা নিজ গৃহের কুশল প্রভৃতি বিষয়ের মনে মনে আলোচনা করা ত্যাগ করিবে। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে "সংযম অবলম্বন করিতে যত্ন করিবে", তাহা দ্বারা বহির্বিষয়ে যে আসক্তি তাহারই নিষেধ করা হইয়াছে। গুরুর সমীপে কোন ইন্দ্রিয়কে কোন বিষয়ের দিকে ধাবিত হইতে দিবে না, সেই বিষয়টী যতই অনিষিদ্ধ এবং যতই স্বল্প হউক না কেন। 'প্রাঞ্জলি'—দুইটী হাত জোড় করিয়া কপোতাকৃতি করত ঊর্দ্ধমুখ করিয়া রাখিবে। ১৯২

(গুরুর নিকট যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণই পরিধেয় এবং উত্তরীয় উভয় বস্ত্র হইতেই হাত বাহির করিয়া থাকিবে, সংযতচিত্ত হইবে অথবা বস্ত্রের দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া থাকিবে, কথায় বার্ত্তায় সকল বিষয়ে শ্লীলতাসম্পন্ন হইবে এবং গুরু বসিতে বলিলে তবে তাঁহার দিকে মুখ করিয়া বসিবে।)

(মেঃ)—কেবল যে উত্তরীয় বস্ত্র হইতেই হাত বাহির করিয়া তুলিয়া থাকিবে তাহা নহে, কিন্তু পরিধেয় বস্ত্র হইতেও হাত বাহির করিয়া তুলিয়া থাকিবে। 'নিত্য' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় এই কথাই বুঝাইতেছে যে, কেবলমাত্র দাঁড়াইয়া থাকিবার সময়েই যে ঐভাবে হাত বাহিরে থাকিবে তাহা নহে, কিংবা অধ্যয়ন করিবার সময়েই যে ঐভাবে থাকিবে তাহাও নহে, কিন্তু তাহা ছাড়া অন্য স্থলেও ঐরূপ কর্ত্তব্য। "সাধ্বাচারঃ"=সাধু আচার বিশিষ্ট হইবে; 'সাধু' অর্থাৎ অনিন্দনীয় 'আচার' অর্থাৎ কথাবার্ত্তাদি ব্যবহার করিবে। ঐ 'নিত্য' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাও বুঝাইতেছে যে গুরুর অসাক্ষাতেও অশ্লীলাদি কথা বলা উচিত হইবে না। "সুসংবৃতঃ"= বাক্য, মন এবং চক্ষু সকল বিষয়েই সংযতভাব থাকিবে। অতি অল্পমাত্রায়ও যে দোষ তাহা পরিহার করিবে। যে ব্যক্তি স্বৈরচারী তাহাকে লোকব্যবহারে অনাবৃত বলা হয়; সুতরাং ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন ব্যক্তি সুসংবৃত। কেহ কেহ ইহার এইরূপ অর্থ করেন,—গুরুর নিকটে যখন থাকিবে তখন বস্ত্রের দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত করিয়া রহিবে, উত্তরীয় বস্ত্রটী নামাইবে না। এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে। আর গুরু যখন বলিবেন,—। তিনি 'বসো' এই শব্দটী উচ্চারণ করিয়াও বসিতে বলিতে পারেন, অথবা ভ্রূ-সঙ্কেত প্রভৃতি দ্বারাও অনুমতি দিতে পারেন; কারণ বসিবার বিষয়টা প্রতিপাদন করাই (জানাইয়া দেওয়াই) এখানে বিধিটীর অর্থ; আর প্রতিপাদন করা যে কেবল শব্দব্যাপার দ্বারাই হয় তাহা নহে (কিন্তু ইঙ্গিতাদি দ্বারাও তাহা সম্ভব)—। তখন বসিবে। অভিমুখ অর্থাৎ সম্মুখ হইয়া অর্থাৎ গুরুর দিকে মুখ করিয়া, সম্মুখ হইয়া (বসিবে)। ১৯৩

(গুরুর সমীপে পোষাক পরিচ্ছদ এবং ভোজন তাঁহা অপেক্ষা নিম্নস্তরের করিবে। গুরু শয্যাত্যাগ করিবার আগেই শয্যা হইতে উঠিবে এবং তিনি শয়ন করিবার পরে শয়ন করিবে।)

(মেঃ)—"হীনান্নবস্ত্রবেষঃ স্যাৎ"=গুরুর সমীপে অন্ন তাঁহার অন্ন অপেক্ষা 'হীন' অর্থাৎ 'ন্যূন' (কম অথবা নিকৃষ্ট) ভোজন করিবে। ঐ যে 'ন্যূনতা' উহা স্থলবিশেষে পরিমাণগতও হইতে পারে আবার স্থলবিশেষে সংস্কারগতও হইতে পারে। এমন ঘটে যে, ভিক্ষা করিয়া সংস্কৃত ঘৃত এবং দধি, ক্ষীর প্রভৃতি ব্যঞ্জন পাওয়া গিয়াছে তাহা হইলে গুরুর সহিত একসঙ্গে ভোজনে বসিয়া যদি গুরু তাহা ভোজন না করেন অথবা সেরূপ অন্ন যদি গুরুর গৃহে সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে উহা খাইবে না। আর যদি গুরুর বাড়ীতেও সেইরূপ অন্ন থাকে তাহা হইলে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিবে। গুরুর বস্ত্র যদি লোমের তৈয়ারি হয় তাহা হইলে শিষ্য কার্পাসসূত্রের বস্ত্র পরিবে না। 'বেষ' অর্থ আভরণ এবং সাজসজ্জা প্রভৃতি। তাহাও হীন অর্থাৎ গুরুর বেষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে। 'সর্ব্বদা' অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যের পরবর্ত্তীকালেও। এইজন্যই এখানে 'বেষ' শব্দটী রহিয়াছে; যেহেতু ব্রহ্মচারীর পক্ষে মণ্ডন (সাজসজ্জা) অনুমোদিত নহে। "উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমং চাস্য"=রাত্রির অবসানে তাঁহার অগ্রে শয্যা হইতে উঠিবে কিংবা আসন হইতে তিনি যখন উঠিবেন সেই সময়টী বিবেচনা করিয়া গুরুর আগে নিজে দাঁড়াইয়া উঠিবে। শয্যাগ্রহণের সময় "চরমং"=তাঁহার পশ্চাৎ অর্থাৎ গুরু নিদ্রিত হইলে, শয়ন করিলে "সংবিশেৎ"= শয্যাগ্রহণ করিবে এবং আসনে উপবেশন করিবে। ১৯৪

(গুরু যখন কোন আদেশ করিবেন তখন তাঁহার সেই আদেশ শ্রবণ কিংবা তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা এগুলি সব শয়ন করা অবস্থায়, আসনে বসিয়া থাকা অবস্থায় কিংবা ভোজন করিতে করিতে তদবস্থায় অথবা কাঠের ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কিংবা তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া করিবে না।)

(মেঃ)—'প্রতিশ্রবণ' অর্থ গুরু ডাকিলে কিংবা কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিলে সে সম্বন্ধে তাঁহার যে কথা তাহা শুনা। "সম্ভাষা" অর্থ গুরুর সহিত উক্তিপ্রত্যুক্তি (আলোচনা) করা। ঐ

দুইটী হইতেছে "প্রতিশ্রবণসম্ভাষে"। "শয়ানঃ"=শয্যায় গাত্র (শরীর) রাখিয়া,—। "ন সমাচরেৎ" =করিবে না। "ন আসীনঃ"=আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় করিবে না। "ন ভুঞ্জানঃ"=ভোজন করিতে করিতে,—। "ন তিষ্ঠন্"=একই স্থানে অচল অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া;—। আবার, "ন পরাঙ্মুখঃ"=যে দিকে গুরুকে দেখা যাইতেছে সে দিক্ হইতে ফিরিয়া অবস্থান করিয়া,— পিছন ফিরিয়া, (সেভাবেও করিবে না)। ১৯৫

(তিনি যখন উপবিষ্ট অবস্থায় আদেশ দিবেন তখন নিজে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহা শুনিবে, তিনি যখন দাঁড়াইয়া আদেশ করিবেন তখন তাঁহার দিকে কয়েক পা আগাইয়া গিয়া তাহা শুনিবে, তিনি যখন আসিতে আসিতে আজ্ঞা করিবেন তখন প্রত্যুদ্গমন করিয়া সেই আজ্ঞা গ্রহণ করিবে এবং তিনি যখন বেগে চলিতে চলিতে আদেশ দিবেন তখন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে থাকিয়া তাহা শুনিবে।)

(মেঃ)—তবে কিরূপ অবস্থায় তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিবে? যখন গুরু উপবিষ্ট থাকিয়া আজ্ঞা দিবেন তখন স্বয়ং আসন হইতে উঠিয়া ঐ প্রতিশ্রবণ এবং সম্ভাষা (কথাবার্ত্তা) করিবে। গুরু যখন দাঁড়াইয়া আদেশ করিবেন তখন "অভিগচ্ছন্"=তাঁহার অভিমুখে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া। "আব্রজতঃ"=যখন তিনি আসিতে আসিতে আদেশ করিবেন তখন "প্রত্যুদ্গম্য"= প্রত্যুদ্গমন করিয়া অর্থাৎ গুরুর অভিমুখে আগাইয়া গিয়া। "প্রত্যুদ্গম্য" এখানে যে 'প্রতি' এই অব্যয়টী আছে ইহার অর্থ আভিমুখ্য। "ধাবতঃ"=গুরু বেগে গমন করিতে থাকিয়া যদি আজ্ঞা করেন তাহা হইলে "ধাবন্"=স্বয়ং ধাবিত হইয়া তাহা শুনিবে। ১৯৬

(গুরু যদি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া আদেশ দেন তাহা হইলে তাঁহার সম্মুখে গিয়া, তিনি যদি দূরে থাকিয়া আদেশ করেন তাহা হইলে তাঁহার নিকটে গিয়া, তিনি যদি শয়ান অবস্থায় কিংবা নিকটে দাঁড়াইয়াই আজ্ঞা করেন তাহা হইলে নত হইয়া তাহা গ্রহণ করবে।)

(মেঃ)—এইরূপ, গুরু 'পরাঙ্মুখ' হইয়া থাকিলে শিষ্য তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ গুরু যদি কথঞ্চিৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নিয়োগ করেন তাহা হইলে সেইদিকে গিয়া তাঁহার অভিমুখ হইয়া পূর্ব্বোক্ত (আদেশপালন) কর্ত্তব্য হইবে। গুরু 'দূরস্থ' হইলে তাঁহার "অন্তিকং" =সমীপে "এত্য"=আসিয়া,—। তিনি বসিয়া অথবা শয়ন করিয়া আদেশ করিলে "প্রণম্য"=নত হইয়া—শরীর নত করিয়া। "নিদেশে"=নিকটে "তিষ্ঠতঃ"=দাঁড়াইয়া থাকিলেও ঐভাবে নত হইয়া এবং পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে তাঁহার দিকে কয়েক পা আগাইয়া গিয়া সেইভাবে আদেশ গ্রহণ করিবে। ১৯৭।

(গুরুর সমীপে শিষ্যের শয্যা এবং আসন সর্ব্বদাই নিকৃষ্ট হইবে। আর গুরুর দৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া ইচ্ছামতভাবে বসিবে না—কিন্তু সংযতভাবেই থাকিবে।)

(মেঃ)—"নীচ" অর্থ উন্নতধরনের যেন না হয়; গুরুর শয্যা প্রভৃতির তুলনায়ই শিষ্যের শয্যা এবং আসনের এই নীচতা (নিকৃষ্টতা)। 'নিত্য' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় এই কথা বুঝাইতেছে যে ব্রহ্মচর্য্যের পরবর্ত্তী কালেও ঐরূপ কর্ত্তব্য। এবং গুরুর দৃষ্টিপথে অর্থাৎ গুরু যেখানে দেখিতে পাইতেছেন সেরূপ স্থানে "ন যথেষ্টাসনঃ"=নিজের খুসীমত বসিবে না—পা ছাড়াইয়া কিংবা শরীর অসংযত করিয়া বসিবে না। (যথেষ্ট-আসন) এখানে 'আসন' শব্দটী দৃষ্টান্তমাত্র; কেবল ঐভাবে বসাটাই নিষিদ্ধ নহে কিন্তু শরীরের সকল প্রকার ব্যাপারই যেন 'যথেষ্ট' অর্থাৎ খুসীমত, অসংযত না হয়। ১৯৮

(পরোক্ষস্থলেও গুরুর নাম পূজাসূচক-পদ-শূন্যভাবে উচ্চারণ করিবে না। এবং তাঁহার গমন করিবার, কথা বলিবার ও আহার প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য করিবার ভঙ্গিও মোটেই অনুকরণ করিবে না।)

(মেঃ)—গুরুর নাম "ন উদাহরেৎ"=উচ্চারণ করিবে না, "কেবলম্"=উপাধ্যায়, আচার্য্য, ভট প্রভৃতি বিশেষণ শূন্য করিয়া—; "পরোক্ষমপি"=তাঁহার সাক্ষাতে ত দূরের কথা, অসাক্ষাতেও ঐরূপ করিবে না। "ন চৈব অস্য অনুকুর্ব্বীত"=তাঁহার অনুকরণ অর্থাৎ নাট্যকার (নট) যেমন

অনুরূপ চেষ্টা করে—শিষ্য সেরূপ করিবে না। 'গতি'—আমার গুরু এইভাবে চলেন। 'ভাষিত' —দ্রুত অথবা বিলম্বিত কিংবা মধ্যমস্বরে যেভাবে কথা বলেন, 'চেষ্টিত'=তিনি এইভাবে ভোজন করেন, এইভাবে মাথায় পাগ্‌ড়ী বাঁধেন, এইভাবে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করেন ইত্যাদি। উপহাস করিবার মতলবে যে এইসব অনুকরণ করা হয় তাহারই ইহা নিষেধ বুঝিতে হইবে। ১৯৯

(যেখানে গুরুর পরীবাদ অথবা নিন্দা আলোচনা চলিতে থাকে সেখানে শিষ্য নিজ কাণে আঙুল দিয়া থাকিবে অথবা সে স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে।)

(মেঃ)—যে স্থানে—দুষ্ট লোকেদের মজ্‌লিসে, গুরুর 'পরীবাদ'=যথার্থ দোষ উদ্‌ঘাটন, এবং 'নিন্দা'=যে দোষ তাঁহার নাই তাহা আরোপ করিয়া কথাবার্ত্তা হয় সেখানে কর্ণদ্বয় অঙ্গুলি প্রভৃতি দ্বারা আবৃত করিবে কিংবা সে স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবে। ২০০

(গুরুর পরীবাদ শ্রবণ করিলে গাধা হইয়া জন্মিতে হইবে, গুরুনিন্দা শুনিলে কুকুর হইবে, গুরুর নিকট শঠতা পূর্ব্বক থাকিলে কৃমি হইতে হয় এবং গুরুর প্রতি মাৎসর্য্য থাকিলে কীট যোনিতে জন্ম হয়।)

(মেঃ)—পূর্ব্বশ্লোকে যে নিষেধ বলা হইয়াছে এটী তাহারই অর্থবাদ। এজন্য এই শ্লোকটীকে একটু ঘুরাইয়া এইভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে—। "পরীবাদাৎ"=গুরুর পরীবাদ শ্রবণ করিয়া গাধা হয়। এখানে হেতু অর্থে পঞ্চমী কিংবা "ল্যব্‌লোপে" এই নিয়ম অনুসারে কর্ম্মে পঞ্চমী ; সুতরাং উহার অর্থ পরীবাদ শ্রবণ করিয়া ;—। 'নিন্দক' অর্থাৎ গুরুনিন্দা শ্রবণকারী ; তাহাকেই ঔপচারিকভাবে নিন্দক বলা হইয়াছে। এইরূপ, সংস্কর্ত্তা=গুরুর উপর উৎপীড়ন শ্রবণ করে যে ; শ্রবণ করা নিষিদ্ধ হওয়াতে তাহা দেখাও নিষিদ্ধ হইয়াছে। "পরিভোক্তা"=যে বিনা কারণে গুরুকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে কিংবা শঠতাপূর্ব্বক গুরুর অনুবৃত্তি করে। "মৎসরী"=গুরুর সমৃদ্ধি, অভ্যুদয় যে সহ্য করিতে না পারে, তাহা দেখিয়া যে ভিতরে দগ্ধ হইতে থাকে। (শ্লোকোক্ত) এই দুইটী বিষয় পূর্ব্বে প্রাপ্ত ছিল না, কাজেই ইহা অপূর্ব্ববিধি। "ঘঞমনুষ্যে বহুলম্" এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে 'পরিবাদ' এবং 'পরীবাদ'—হ্রস্ব-ইকার এবং দীর্ঘ-ঈকার দুই রকমই হয়। ২০১

(অপরকে নিযুক্ত করিয়া নিজে দূরে থাকিয়া গুরুর পূজা করিবে না, স্বয়ং কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিলে সেই অবস্থায় গুরুর অর্চ্চনা করিবে না, কিংবা গুরু কোন স্ত্রীলোকের নিকট থাকিলে তাঁহাকে পূজা করিবে না। নিজে যদি যান অথবা আসনের উপরে থাকা হয় তাহা হইলে তাহা হইতে নামিয়া তাঁহার অভিবাদন করিবে।)

(মেঃ)—অপরকে নিযুক্ত করিয়া তাহা দ্বারা গুরুকে গন্ধমাল্য প্রভৃতি পাঠাইয়া দেওয়া নিষেধ করা হইতেছে। কোন কাজ নিজেই করা হউক অথবা অপরকে দিয়া করানই হউক তাহাতে কর্ত্তৃত্বের ভেদ হয় না ; কারণ যে প্রয়োজক হয় তাহার মধ্যেও কর্ত্তৃত্ব থাকে, ইহা ব্যাকরণস্মৃতি সিদ্ধ। এই প্রকার বিবেচনা করিয়া যদি কেহ অন্যের দ্বারা গুরুর ঐভাবে অর্চ্চনা করে এইজন্য তাহা নিষেধ করা হইতেছে। তবে এমন যদি হয় যে শিষ্য গ্রামান্তরে আছে এবং স্বয়ং যাইতে অসমর্থ হইতেছে তাহা হইলে ঐরূপ করিলে দোষ হইবে না। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে এরূপ ব্যবহার প্রচলিত আছে উপাধ্যায় অন্য গ্রামে যাইতে থাকিলে শিষ্য কাহাকেও নিযুক্ত করিয়া থাকে 'আমার বদলে আপনি গিয়া আমার অধ্যাপক মহাশয়কে অভিবাদন করিয়া আসুন'। "ন ক্রুদ্ধঃ"=ক্রুদ্ধ হইয়া গুরুর অর্চ্চনা করিবে না। গুরুর প্রতি ক্রোধ হওয়া সম্ভব নহে ; কাজেই অন্য কোন কারণে যদি ক্রোধ জন্মে তবে গুরুকে পূজা করিবার সময়ে তাহা পরিত্যাগ করিয়া চিত্তের প্রসন্নতা অবলম্বন করিতে বলা হইতেছে। কেহ কেহ "ক্রুদ্ধম্" এইরূপ পাঠ স্বীকার করেন। (তাঁহাদের মতে, ক্রুদ্ধ গুরুকে অর্চ্চনা করিবে না)। "স্ত্রিয়াঃ"=কামিনীর "অন্তিকে"=সমীপে অবস্থিত গুরুকে অর্চ্চনা করিবে না। কারণ এই সমস্ত শুশ্রূষাবর্গের উদ্দেশ্য হইতেছে গুরুকে আরাধনা (খুসী) করা ; কাজেই যাহাতে তাঁহার চিত্ত অপ্রসন্ন হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা আছে তাহা করিতে নিষেধ করা হইতেছে। এজন্য "স্ত্রিয়াঃ" এই পদটীর এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইল। 'যান'—যাহাতে আরোহণ করিয়া যাওয়া হয়। 'আসন'—পিঁড়ে, মঞ্চ (চৌকি) প্রভৃতি। তাহা হইতে "অবরুহ্য"=অবতরণ করিয়া অভিবাদন করিবে। পূর্ব্বে "শয্যাসনস্থঃ" ইত্যাদি শ্লোকে (২।১১৯) বলা হইয়াছে যে আসনে উঠিয়া দাঁড়াইবে। আর এই

শ্লোকটীতে 'অবতরণ' করিবার বিধান করা হইতেছে। কারণ, অবতরণ না করিয়াও মঞ্চ অথবা আসনে উত্থান করা সম্ভব হয়। আচ্ছা, উঠিয়া না দাঁড়াইলে যখন অবতরণ করা যায় না তখন এই বচনটী দ্বারাই ত উত্থান করিবার বিধি সিদ্ধ হয়; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "শয্যাসনস্থঃ" (২।১১৯) ইত্যাদি শ্লোকে 'আসন' সম্বন্ধীয় নির্দ্দেশটী ত অনর্থক? (উত্তর)—না, অনর্থক হইবে না; কারণ, শিষ্য যদি অন্যদিকে মুখ করিয়া থাকে অথচ বুঝিতে পারে যে গুরু পিছনের দিক্ থেকে আসিতেছেন তাহা হইলে আসনে থাকিয়াই তাড়াতাড়ি ঘুরিয়া বসিয়া গুরুর দিকে মুখ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে কিন্তু অন্যদিকে মুখ করিয়া উঠিবার পর যে গুরুর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইবে তাহা নহে—সেরূপ করিবে না। কারণ তাহা হইলে গুরুর দিকে সম্মুখ হওয়াটা উত্থান ক্রিয়া দ্বারা ব্যবধান প্রাপ্ত হয়; আর তাহা হইলে গুরু কুপিত হইতে পারেন। যেহেতু অন্যদিকে মুখ করিয়া (গুরুর দিকে পিছন করিয়া) উঠিয়া দাঁড়াইলে গুরু এইরূপ মনে করিতে পারেন যে, এব্যক্তি আমার জন্য অভ্যুত্থান করে নাই কিন্তু অন্য কোন কারণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব দুই স্থলেই আসন শব্দটী প্রয়োগ করিবার সার্থকতা আছে। ২০২

(গুরুর দিক্ হইতে নিজের দিকে যেখানে বাতাস আসিতেছে সেরূপ 'প্রতিবাত' স্থানে কিংবা নিজের দিক্ থেকে যেখানে গুরুর দিকে বাতাস যাইতেছে সেরূপ 'অনুবাত' স্থানে গুরুর নিকটে বসিবে না। গুরুর নিকটে অপরের সহিত এমনভাবে কোন কথা কহিবে না যাহা গুরুর শ্রুতিগোচর না হয়।)

(মেঃ)—গুরু যেদিকে বসিয়া আছেন সেই স্থান হইতে যখন শিষ্যের বসিবার স্থানের দিকে বাতাস বহিতে থাকে এবং শিষ্যের স্থান হইতে গুরুর দিকে যখন বাতাস বহিয়া যায় তখন ঐ দুইটী স্থানকে যথাক্রমে 'প্রতিবাত' এবং 'অনুবাত' বলা হয়। এই যে একটী 'প্রতিবাত' এবং অপরটী 'অনুবাত' স্থান তদনুসারে গুরুর সহিত বসিবে না, কিন্তু গুরুর নিকট হইতে তির্য্যক্ভাবে বাতাস আসিয়া গায়ে লাগিবে এমনভাবে বসিবে। যাহাতে সংশ্রব (কর্ণগোচর হওয়া) বিদ্যমান নাই তাহা 'অসংশ্রব',—সেরূপভাবে, গুরুর সম্বন্ধেই হউক অথবা অপরের সম্বন্ধেই হউক কোন কিছু আলোচনা করিবে না। যেখানে গুরু স্পষ্টভাবে শুনিতে পান না অথচ শিষ্যের ওষ্ঠসঞ্চালন প্রভৃতি দ্বারা বুঝিতে পারেন যে এ ব্যক্তি ইহার সহিত কোন কিছু আলোচনা করিতেছে, সেখানে সেরকম কথাবার্ত্তা কহিবে না। ২০৩

(গো-যান, অশ্ব-যান, উষ্ট্রযান, প্রাসাদ, কুশাদি আস্তর, মাদুর, শিলা, ফলক এবং নৌকা এইসকল স্থলে শিষ্য গুরুর সহিত একত্র বসিতে পারিবে।)

(মেঃ)—'গোঽশ্বোষ্ট্রযান' এখানের 'যান' শব্দটী গো, অশ্ব এবং উষ্ট্র ইহাদের প্রত্যেকটীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। গো, অশ্ব অথবা উষ্ট্রযুক্ত যে যান তাহা 'গোঽশ্বোষ্ট্রযান'। (দধিযুক্তঘট=) 'দধিঘট' প্রভৃতি স্থলের ন্যায় এখানেও সমাসে 'যুক্ত' এই শব্দটীর লোপ হইয়াছে। কেবল অশ্ব-পৃষ্ঠাদিতে আরোহণ করিতে অনুমোদন নাই। যদি এখানে 'যান' শব্দটীকে স্বতন্ত্র ধরা যায় তাহা হইলে উহারও অনুজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে ধরা যাইতে পারে। তবে এরকম শিষ্টাচার আছে বলিয়া কখন কখন এরূপ করিবার অনুমতি দেখা যায়। 'প্রাসাদ'—উপরের তলার ঘরের যে ভূমি (মেজে) সেখানেও নিম্নভাগের গৃহাদির ন্যায় একত্র (একই মেজের উপর) বসিবার অনুমোদন আছে। 'প্রস্তর' অর্থ কুশ প্রভৃতি তৃণ ব্যাপ্ত আস্তর (বিছানা)। 'কট'—শর পাতা কিংবা বেণাপাতা প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত প্রসিদ্ধ পদার্থ (চেটা অথবা মাদুর)। 'শিলা'—পর্ব্বতের শৃঙ্গাদি কিংবা স্থলান্তরে স্থাপিত বৃহৎ পাষাণ। 'ফলক'—বৃহৎকাষ্ঠনির্মিত আসন—যেমন 'পোতবর্ত্ত' প্রভৃতি। 'নৌ'—জল পার হইবার জন্য ভাসমান বস্তু। অতএব পোত (জাহাজ) প্রভৃতিতে গুরুর সহিত একত্র উপবেশন করাও সিদ্ধ (অনুমোদিত) হইতেছে। ২০৪

(গুরুর গুরু যদি নিকটে আসিয়া পড়েন তাহা হইলে তাঁহার প্রতি গুরুর ন্যায় আচরণ করিবে। গুরু যদি অনুমতি না দেন তাহা হইলে নিজ গুরুজনগণের নিকট গিয়া তাঁহাদের অভিবাদন করিবে না।)

(মেঃ)—গুরুর প্রতি যেরূপ আচরণ কর্ত্তব্য তাহা বলা হইল। এক্ষণে স্থলান্তরেও ঐ প্রকার আচরণ করিবার সম্বন্ধে 'অতিদেশ' করিতেছেন। 'গুরু' অর্থ এখানে আচার্য্য; কারণ, এসমস্ত

বিষয়গুলিই অধ্যয়নের ধর্ম্ম। (কাজেই তাহার নিকট যে গুরু শব্দটী থাকে তাহা সাহচর্য্য অনুসারে আচার্য্যকেই বুঝাইবে)। সেই গুরুর যিনি গুরু, তিনি সন্নিহিত হইলে তাঁহার প্রতি গুরুর ন্যায় আচরণ করিবে। এখানে "সন্নিহিতে" এই কথাটী থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, অভিবাদন প্রভৃতির জন্য তাঁহার গৃহে যাইতে হইবে না। যখন গুরুগৃহে বাস করিতে থাকিবে তখন "গুরুণা অনিসৃষ্টঃ"=গুরুকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত না হইয়া "স্বান্ গুরূন্"=মাতা, পিতা প্রভৃতি নিজ গুরুজনকে অভিবাদন করিবার জন্য যাইবে না। তবে গুরুগৃহে বাসকালে যদি সেখানে স্বীয় গুরুজনগণ আসিয়া উপস্থিত হন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিবার জন্য গুরুর আজ্ঞা লইবার অপেক্ষা নাই। ইহার কারণ কি? (উত্তর)—ইহার কারণ এই যে মাতা এবং পিতা অত্যন্ত পূজনীয়। আর সেখানে পিতৃব্য, মাতুল প্রভৃতি সমাগত হইলে যদি তাঁহাদের অভিবাদন করিতে সে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে তাহাতে গুরুর প্রতি যে বৃত্তি (আচরণ) তাহারও কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কারণ গুরুকে কেবল আরাধনা করাই হইতেছে এই সমস্ত প্রয়াসের প্রয়োজন। মাতা, পিতা এবং গুরু ইঁহারা একই স্থলে মিলিত হইলে ইঁহাদের অভিবাদন করিবার ক্রম কি তাহার জন্য আগে বলিয়া আসা হইয়াছে যে, মাতা হইতেছেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। (কাজেই ইঁহাদের তিন জনের মধ্যে মাতাকে সর্ব্বাগ্রে অভিবাদন করিতে হইবে।) আর পিতা ও আচার্য্যের মধ্যে অভিবাদনের ক্রম সম্বন্ধে বিকল্প হইবে। কারণ, আচার্য্যের উপর পিতৃত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার গুরুত্ব (শ্রেষ্ঠতা) বিধান করা হইয়াছে; এইজন্য পিতা শ্রেষ্ঠ। যেহেতু বলা হইয়াছে যে 'বেদদানকারী পিতা শ্রেষ্ঠ'; সেইজন্য আচার্য্য পিতা হইলে (পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া) তবেই শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। এই কারণে উভয়েই যখন পিতা তখন তাঁহাদের অভিবাদনের ক্রম সম্বন্ধে বিকল্পই ন্যায্য। ২০৫

(যাঁহারা বিদ্যাগুরু, তাঁহাদের প্রতি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃব্য প্রভৃতি স্বযোনির প্রতি, যাঁহারা অকার্য্য থেকে নিবৃত্ত করেন তাঁহাদের প্রতি এবং যাঁহারা হিত উপদেশ দেন তাঁহাদের প্রতিও গুরুর ন্যায় আচরণ কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—ইহাও অপর একটী অতিদেশ। আচার্য্য ছাড়া অপরাপর যাঁহারা বিদ্যা দান করেন, যেমন উপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহারা বিদ্যাগুরু। তাঁহাদের প্রতিও "এবমেব"=ঠিক এইরূপ আচরণ করিবে যাহা পূর্ব্বে "শরীরং চৈব" (২।১৯২) ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে। "স্বযোনিষু" =জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃব্য প্রভৃতির প্রতি। "নিত্যা বৃত্তিঃ"=গুরুর ন্যায় আচরণ নিত্য। কিন্তু আচার্য্য ছাড়া অন্য যাঁহারা বিদ্যাগুরু তাঁহাদের প্রতি ঐ গুরুর ন্যায় বৃত্তি ততদিন কর্ত্তব্য যতদিন তাঁহাদের নিকট বিদ্যা গ্রহণ করা হইবে। "অধর্ম্মাৎ প্রতিষেধৎসু"=পরদারগমন প্রভৃতি অকার্য্য হইতে যাঁহারা নিবৃত্ত করেন সেইরূপ বয়স্য প্রভৃতির প্রতিও (ঐরূপ আচরণ করিবে)। যদি কোন বন্ধু প্রভৃতি পশুবৃত্তিস্থ হইয়া অকার্য্য করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহাকে "দরকার হইলে মাথার চুল ধরিয়া টানিয়াও বন্ধুকে অসৎ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবে" ইত্যাদি শাস্ত্র অনুসারে যিনি কঠোরভাবেও নিবৃত্ত করেন তিনি সমবয়স্ক এমন কি হীনবয়স্ক হইলেও তাঁহার প্রতি গুরুর ন্যায় আচরণ করিবে। "হিতং চ উপদিশৎসু"=এবং যাঁহারা বিধিস্বরূপে হিত উপদেশ দেন যাহা কোন গ্রন্থ (শাস্ত্র) মধ্যে লিপিবদ্ধ নাই। অথবা যাঁহারা হিত উপদেশ দেন তাঁহাদের অভিজন (আপন জন) বলা হয়; তাঁহাদের প্রতিও ঐরূপ আচরণ করিবে। ২০৬

(যাঁহারা নিজ অপেক্ষা বিত্ত, বয়স প্রভৃতি বিষয়ে উৎকৃষ্ট তাঁহাদের প্রতি সদাই গুরুর ন্যায় আচরণ করিবে। গুরুর পুত্র যদি অধ্যাপনা করেন তাহা হইলে তাঁহার প্রতি এবং গুরুবংশীয়গণের প্রতিও ঐরূপই কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—"শ্রেয়ঃসু"=যাঁহারা শ্রেয়ান্ অর্থাৎ নিজ অপেক্ষা বিত্ত, বয়স এবং বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে আধিক্যযুক্ত (শ্রেষ্ঠ) তাঁহাদের প্রতিও গুরুর ন্যায় আচরণ করিতে হইবে—সম্ভবমত অভিবাদন, প্রত্যুত্থান প্রভৃতি করিতে হইবে। এখানে এমন অনেকগুলি শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে যেগুলি 'গতার্থ'—সেগুলির কথা আগেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ছন্দের অনুরোধে (শ্লোক ঠিক রাখিবার জন্য) সেগুলি যদি একাধিকবার উল্লেখ করা হয় তাহা হইলে তাহা দোষাবহ নহে। যেমন, এখানে কেবল "শ্রেয়ঃসু" এইটুকু মাত্র বলা উচিত, আর "গুরুবৎ" এ অংশটী 'আক্ষেপ' (আকাঙ্ক্ষা) বশে প্রাপ্ত হয়। এইরূপ "বৃত্তিম্" ইত্যাদি অংশও পূর্ব্ব হইতেই প্রাপ্ত। এই-প্রকার যত সমস্ত পুনরুল্লেখ প্রভৃতি আছে সমগ্র এই গ্রন্থের মধ্য হইতে সেগুলি নিজেদের

দেখিয়া বাছিয়া লওয়া উচিত। "গুরুপুত্রে তথা আচার্য্যে"=এইরূপ গুরুপুত্র যদি আচার্য্য স্থানীয় হন,—। এখানে 'আচার্য্য' শব্দটীর দ্বারা লক্ষণাবলে অধ্যাপকত্ব বোধিত হইতেছে। গুরু নিকটে না থাকিলে যদি তাঁহার পুত্র কতকগুলি পদও অধ্যাপনা করেন তাহা হইলে তাঁহার প্রতি গুরুর ন্যায় আচরণ কর্ত্তব্য। এখানে "গুরুপুত্রেষ্বার্য্যেষু" এইরূপ পাঠান্তর আছে। 'আর্য্য' শব্দটীর অর্থ গুণবান্ ব্রাহ্মণ। কারণ, 'শূদ্র অপেক্ষা আর্য্য শ্রেষ্ঠ' ইত্যাদি প্রকার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে গুরুর যতগুলি পুত্র আছে তাহাদের সকলের প্রতিই এইরূপ আচরণ করিতে বলা হইতেছে না। "গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু"=যাঁহারা গুরুর স্ববন্ধু তাঁহাদের প্রতিও ঐরূপ কর্ত্তব্য। এখানে 'স্ব' শব্দটী প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য হইতেছে—'গুরুবংশীয়' ইহা জানাইয়া দেওয়া। তাঁহাদের প্রতিও যে গুরুর ন্যায় আচরণ করা হয় তাহার কারণ গুরুবংশের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেখানে বয়স অথবা বিদ্যার অপেক্ষা নাই। ২০৭

(গুরুপুত্র বালকই হউন আর সমানবয়স্কই হউন কিংবা তিনি যজ্ঞ অথবা অপরাপর কোন বিষয় নিজের নিকট অধ্যয়ন করায় শিষ্যই হউন তথাপি তিনি যদি কোন বেদাংশ অধ্যাপনা করেন—তাঁহার নিকট কোন বেদাংশ যদি স্বয়ং অধ্যয়ন করা হয় তবে তিনিও গুরুবৎ মাননীয়।)

(মেঃ)—আগেকার শ্লোকটীতে যে 'আচার্য্য' শব্দটীর প্রয়োগ রহিয়াছে উহা যাঁহাদের মতে গুরুপুত্রের বিশেষণ নহে তাঁহাদের মতানুসারে অধ্যাপক যদি গুণবান্ সমানজাতীয় ব্যক্তি হন তাহা হইলে তাঁহার প্রতিও যে গুরুর প্রতি পালনীয় সর্ব্ববিধ আচরণ কর্ত্তব্য ইহা গুরুর সাদৃশ্য অনুসারে প্রাপ্ত হয়। তাহারই বিশেষ ব্যবস্থা এই শ্লোকে বলা হইতেছে। "অধ্যাপয়ন্ গুরুসুতঃ"=গুরুপুত্র যদি অধ্যাপনা করেন তাহা হইলে তিনি "গুরুবৎ মানম্ অর্হতি"=গুরুর ন্যায় পূজা পাইবার যোগ্য, কিন্তু তিনি যদি অধ্যাপনা না করেন তাহা হইলে সেই পূজা পাইবেন না। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, যে গুরু অধ্যাপনা করেন তাঁহার প্রতি যেমন গুরুর ন্যায় আচরণ কর্ত্তব্য সেইরূপ গুরুপুত্র যদি অধ্যাপনা করেন তাহা হইলে তাঁহার প্রতিও ত ঐ 'গুরুবদ্‌বৃত্তি' কর্ত্তব্যই হইতেছে, ইহা পূর্ব্ববচন দ্বারাই ত প্রাপ্ত (সিদ্ধ) হইয়া থাকে (সুতরাং তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র বিধির প্রয়োজন কি?)। এইরূপ 'শৈশবব্রাহ্মণ' বর্ণিত (২।১৫১, ৫২ শ্লোকোক্ত) দৃষ্টান্ত অনুসারে তিনি বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও তাঁহার প্রতি ঐপ্রকার আচরণ প্রাপ্তই হইতেছে। সুতরাং তাহার জন্যও "বালঃ সমানজন্মা বা"=তিনি বয়সে ছোটই হউন অথবা সমানই হউন, ইত্যাদি বচনটীতেও নূতন কিছু বিধান হইতেছে না; এজন্য এসবগুলি পুনর্ব্বার বলা ত অনর্থক? (উত্তর)—তাহা সত্য বটে। তবে আগে যাহা বলিয়া আসা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি সমগ্র বেদ অথবা বেদের অংশবিশেষ অধ্যাপনা করেন তাঁহার প্রতিও গুরুবৎ বৃত্তি কর্ত্তব্য। কিন্তু এই যে গুরুপুত্র ইনি সেভাবে বেদ গ্রহণ করাইতেছেন না, কেবলমাত্র কয়েকদিন পড়াইতেছেন; একারণে ইনি আচার্য্যও নহেন এবং উপাধ্যায়ও নহেন। কাজেই ইঁহার প্রতি কিরূপ আচরণ কর্ত্তব্য তাহা আগে থেকে প্রাপ্ত (বিজ্ঞাপিত) হইতেছে না। এইজন্য এই অপ্রাপ্ত বিষয়টীরই ইহা বিধি—তাহারই বিধান এখানে বলা হইতেছে। কাজেই কেবল এই বচনটী হইতেই জানিতে পারা যায় যে, যিনি ভগ্নমন্ত্র প্রভৃতির অধ্যাপক,—যিনি বেদের কোন কোন মন্ত্রের ভগ্নাংশ পড়াইয়া দেন তাঁহার প্রতি 'গুরুবদ্‌বৃত্তি' পালনীয় নহে। (ইহা হইল যাঁহারা পূর্ব্বশ্লোকের 'আচার্য্য' শব্দটীকে গুরুপুত্রের বিশেষণ বলিয়া পাঠ ধরেন না তাঁহাদের মতানুসারে ব্যাখ্যা।) আর যাঁহারা পূর্ব্বশ্লোকের পাঠ ঐভাবে স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে পরবর্ত্তী "উৎসাদনং" ইত্যাদি শ্লোকে যাহা বিধান করা হইবে ইহা তাহার জন্য অনুবাদরূপে বলা হইতেছে। "শিষ্যো বা যজ্ঞকর্ম্মণি"=ঐ গুরুপুত্রটী যদি 'যজ্ঞকর্ম্মে' নিজের শিষ্যও হয়। 'যজ্ঞ' শব্দটী এখানে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন মাত্র। তিনি যদি বেদের কোন অঙ্গ অথবা বেদের কোন অংশবিশেষ তাহা মন্ত্রভাগেরই হউক অথবা ব্রাহ্মণভাগেরই হউক, নিজের কাছে অধ্যয়ন করেন তথাপি তিনি গুরুর ন্যায় পূজনীয় হইবেন; কারণ তিনি গুরুপুত্র। আর তাঁহার নিকটে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কোন কিছু বিদ্যা (বেদাংশ) শিক্ষা করা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রতি গুরুর ন্যায় আচরণ করা উচিত, ইহাই বলা হইল। যেহেতু এই প্রকার অর্থ বলিয়া দিবার জন্যই এই শ্লোকটীর আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ কিন্তু এখানে এইরূপ ব্যাখ্যা বলেন যে, "অধ্যাপয়ন্" ইহা দ্বারা লক্ষণাবলে অধ্যাপন করিবার সামর্থ্য বোধিত হইতেছে; গুরুপুত্র যদি অধ্যাপন করিতে সমর্থ হন (সে যোগ্যতা যদি

তাঁহার থাকে) তাহা হইলে তিনি অধ্যাপনা করুন আর নাই করুন তিনি যদি অধীতবেদ হন (যদি তাঁহার বেদ আয়ত্ত করা থাকে) তাহা হইলে তাঁহাকে গুরুর ন্যায় দেখিতে হইবে। ইঁহাদের এই প্রকার ব্যাখ্যাটী শব্দানুসারী, সুতরাং ইহা সংগত ব্যাখ্যা। "অধ্যাপয়ন্" এখানে যে শতৃপ্রত্যয়টী হইয়াছে তাহা 'লক্ষণ' (বিশেষণ) অর্থ বুঝাইতেছে। "একটী ক্রিয়া যদি অপর একটী ক্রিয়ার 'লক্ষণ' অর্থাৎ পরিচায়ক বা বিশেষণ হয় কিংবা যদি সেটী অন্য একটী ক্রিয়ার হেতু অর্থাৎ নিমিত্ত বা কারণ হয় তাহা হইলে সেই লক্ষণবোধক অথবা হেতুভূত ক্রিয়াটীর উত্তর শতৃ এবং শানচ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে।" (লক্ষণার্থে যেমন "তিষ্ঠন্ জপতি"=দাঁড়াইয়া জপ করিতেছে ; হেতু=অর্থে শতৃ, যেমন "পিবন্ তৃপ্যতি"=পান করিয়া তৃপ্ত হইতেছে।) ব্যাকরণের এই নিয়ম অনুসারে এখানে ক্রিয়ার লক্ষণ অর্থে শতৃ প্রত্যয় হইয়াছে। আর "গুরুবৎ মানম্ অর্হতি" এখানে এই যে "অর্হতি" ক্রিয়াটী উল্লিখিত হইয়াছে "অধ্যাপয়ন্" এই শতৃপ্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াটী ইহারই 'লক্ষণ' (পরিচায়ক বা বিশেষণ) বুঝিতে হইবে। ২০৮

(গুরুপুত্রের গাত্র উদ্বর্ত্তন করা, স্নান করাইয়া দেওয়া, উচ্ছিষ্টভোজন করা এবং পা ধুইয়া দেওয়া—এ কাজগুলি করিবে না।)

(মেঃ)—গুরুপুত্রের "উৎসাদনম্"=তৈলাদি স্নেহপদার্থ মাখিলে গা দলিয়া দেওয়া, এ কাজটী করিবে না। এবং দুই পা ধুইয়া দেওয়াও করিবে না। গুরুপুত্র সম্বন্ধে এই সমস্তগুলির এই যে নিষেধ ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, গুরুর প্রতি এই কাজগুলিও কর্ত্তব্য, যদিও তাহা সাক্ষাৎ বচন দ্বারা বলিয়া দেওয়া হয় নাই। তবে যখন গুরুপুত্রই সমগ্র বেদ অধ্যাপন করিয়া গুরু হইয়া যান তখন তাঁহার ঐ উচ্ছিষ্টভোজনগুলিও শিষ্যের কর্ত্তব্য হইবে ; কারণ তাহা গুরুপুত্ররূপে প্রাপ্ত হইতেছে না কিন্তু গুরু হিসাবেই উপস্থিত হইতেছে। কাজেই তাহা এখানে নিষিদ্ধ হইতেছে না। যেহেতু যাহা অতিদেশ বিধিবলে প্রাপ্ত হইতেছে ইহা দ্বারা কেবল তাহারই নিষেধ করা হইতেছে, কিন্তু যাহা উপদেশ বিধিবলে প্রাপ্ত তাহা নিষিদ্ধ হইতেছে না। ("গুরুর প্রতি 'এইরূপ এইরূপ' আচরণ করিবে"—ইহা উপদেশ বিধি ; আর গুরুপুত্রের প্রতি 'সেইরূপ' আচরণ করিবে, ইহা অতিদেশ বিধি।) ২০৯

(সমানজাতীয়া গুরুপত্নী গুরুর ন্যায়ই পূজনীয়া হইবেন। কিন্তু অসবর্ণা গুরুপত্নীকে কেবল প্রত্যুত্থান এবং অভিবাদন দ্বারা সম্মান দেখাইবে।)

(মেঃ)—"গুরুযোষিতঃ" ইহার অর্থ গুরুপত্নীগণ। "সবর্ণাঃ"=যাঁহারা সমানজাতীয়। "গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাঃ"=তাঁহাদের আজ্ঞাপালন প্রভৃতি দ্বারা গুরুর ন্যায় পূজনীয়া হইবেন। আর যদি তাঁহারা অসবর্ণা হন তাহা হইলে কেবল প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারা তাঁহাদের সম্মান দেখাইবে। "প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ" এখানে যে বহুবচন রহিয়াছে তাহা দ্বারা এই কথাই বুঝাইতেছে যে, তাঁহাদেরও প্রিয় হিতাদি অনুষ্ঠান করিবে এবং তাঁহাদের গতি প্রভৃতি অনুকরণ করিবে না। ইহা অতিদেশ করা হইতেছে। ২১০

(গুরুপত্নীকে তৈল মাখাইবে না, স্নান করাইবে না, তাঁহার গাত্র উদ্বর্ত্তন করিবে না এবং তাঁহার কেশপ্রসাধনও করিবে না।)

(মেঃ)—গায়ে এবং মাথার চুলে তৈল, ঘৃত প্রভৃতি মাখাইয়া দেওয়ার নাম অভ্যঞ্জন। "গাত্রোৎ-সাদন" অর্থ গাত্র উদ্বর্ত্তন (গা রগড়াইয়া দেওয়া, দলিয়া দেওয়া)। এইরূপ, পা ধুইয়া দেওয়াও নিষিদ্ধ ; কারণ উহাও ঐ একই প্রকারেরই কার্য্য। মোটের উপর যেরূপ সেবা করিতে গেলে তাঁহার (গুরুপত্নীর) শরীর স্পর্শ করিতে হয় সে সমস্তই নিষিদ্ধ। ইহার কারণ কি তাহা অগ্রে "স্বভাব এষ নারীণাম্" (২।২১৩) ইত্যাদি শ্লোকে বলিবেন। "কেশানাং চ প্রসাধনম্"=কেশের বিন্যাসরচনাদি করা। কুঙ্কুম, সিন্দুর প্রভৃতি দ্বারা সিঁথিটী তুলিয়া ধরা (ঠিক করিয়া স্পষ্ট করিয়া দেওয়া)। ইহাও দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা হইয়াছে। কাজেই চন্দন দ্বারা অনুলেপন প্রভৃতি দেহ প্রসাধনও নিষিদ্ধ। ২১১

(পূর্ণ বিংশতি বৎসর বয়স্ক শিষ্য যুবতী গুরুপত্নীর পাদস্পর্শও করিবে না। কারণ ইহার গুণ এবং দোষ কি তাহা বুঝিবার শক্তি ঐ শিষ্যের জন্মিয়াছে।)

(মেঃ)—'পূর্ণবিংশতিবর্ষ' ইহার অর্থ তরুণ। ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যে বালক তাহার পক্ষে দোষ নাই। পূর্ণ হইয়াছে কুড়িটী বৎসর যাহার তাহাকে এইরূপ (পূর্ণবিংশতিবর্ষ) বলা হয়। এই যে সময়টী নির্দ্দেশ করা হইল ইহা দ্বারা যৌবনোদ্‌গমকাল বুঝান হইতেছে। এই জন্যই বলিতেছেন "গুণদোষৌ বিজানতা"। এখানে কামজনিত সুখ এবং দুঃখকে যথাক্রমে গুণ এবং দোষ মনে করা হইয়াছে। এইরূপ, স্ত্রীলোকের যে আকৃতির সৌষ্ঠব ও কুরূপতা কিংবা ধীরতা ও চপলতা তাহাও ঐ গুণ এবং দোষ শব্দের দ্বারা বোধিত হইতেছে। মোটের উপর এখানে বিংশতি সংখ্যাটাই প্রধান নহে (কিন্তু যৌবনোদ্‌গমই হইতেছে প্রধান)। ২১২

(স্ত্রীলোকদের ইহাই স্বভাব যে পুরুষদিগকে ধৈর্য্যচ্যুত করা। এই কারণে বিবেচক ব্যক্তিগণ স্ত্রীলোকদের নিকটে কখনও অসাবধান হন না।)

(মেঃ)—স্ত্রীলোকের ইহাই স্বভাব যে, সে পুরুষের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবে। সঙ্গক্রমেই অর্থাৎ সংস্পর্শে আসিলেই স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগকে ব্রত হইতে বিচ্যুত করিবে। "অতোঽর্থাৎ"=এই কারণে, "ন প্রমাদ্যন্তি"=প্রমাদযুক্ত অর্থাৎ অসাবধান হন না, কিন্তু দূর থেকেই নারীগণকে বর্জ্জন করেন। 'প্রমাদ' অর্থ এখানে স্পর্শ করা প্রভৃতি। ইহা বস্তুরই স্বভাব যে, তরুণীস্পর্শ ঘটিলে কামজনিত চিত্তবিকার জন্মিবে। যেস্থলে কামজনিত চিত্তবিকারও নিষিদ্ধ সেখানে গ্রাম্যধর্ম্ম (স্ত্রীসংসর্গ) করিবার যে উদ্যম তাহাত একেবারেই নিষিদ্ধ। 'প্রমদা' অর্থ স্ত্রীলোক। ২১৩

(স্ত্রীলোকগণ অবিদ্বান্ ব্যক্তিকে ত উৎপথে চালিত করিতে খুবই সমর্থ ; এমন কি বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও তাহারা বিপথে ফেলিতে পারে, কারণ সেই বিদ্বান্ ব্যক্তিও কামক্রোধের অধীন।)

(মেঃ)—ইহাতে এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না যে, যিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করিয়া আসিয়াছেন, যিনি এ কথা জানেন যে, গুরুপত্নীর দিকে কু-অভিপ্রায়ে দেখাটাও অতি গুরুতর পাতক, তাঁহার পক্ষে গুরুপত্নীর পাদস্পর্শাদি করিতে দোষ কি? কারণ, এই সমস্ত দোষের বিষয় যিনি অবগত আছেন, আর যে ব্যক্তি সে সম্বন্ধে কিছুই জানে না, স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে ইহারা দুইজনই সমান। ইহার কারণ এই যে, এখানে বিদ্যাবত্তা কোনরূপ প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে না। স্ত্রীলোকরা বিদ্বান্ এবং অবিদ্বান্ সকলকেই 'উৎপথে'=বিপথে অর্থাৎ লোকবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিষয়ে (স্থলে) "নেতুং"=লইয়া যাইতে, ঠেলিয়া দিতে "অলম্"= খুবই উপযুক্ত। "কামক্রোধবশানুগম্"=সে যখন কাম এবং ক্রোধের বশবর্ত্তী ; কাম এবং ক্রোধের সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। "কামক্রোধবশানুগম্" ইহা দ্বারা বিশেষ একটী অবস্থার কথা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অত্যন্ত বালক এবং অত্যন্ত বৃদ্ধ অথবা যিনি যোগমার্গে প্রকর্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেরূপ লোক ছাড়া, কিংবা যিনি সংসার এবং পুরুষের ধর্ম্ম নিরন্বয়ভাবে (কোন বীজ বা অঙ্কুর না রাখিয়া) উচ্ছেদ করিয়া দিয়াছেন তাঁহাকে বাদ দিয়া এমন কোন পুরুষ নাই যে ব্যক্তি স্ত্রীলোক দ্বারা আকৃষ্ট না হয়,—চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে স্ত্রীলোকও যাহাকে সেইভাবে আকর্ষণ করিতে পারে না। বস্তুতঃ, ইহাতে স্ত্রীলোকদের যে কোন প্রভাব (স্বতন্ত্রতা) আছে তাহা নহে, কিন্তু ইহাই হইতেছে বস্তুর ধর্ম্ম যে যুবতী নারীকে দেখিলেই পুরুষের চিত্ত উন্মথিত (উদ্‌বেলিত) হইয়া উঠে, বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রহ্মচারী (তাঁহাদের মন ত চঞ্চল হইয়া উঠিবেই)। ২১৪

(মাতার সহিত, কিংবা ভগিনীর সহিত অথবা নিজ কন্যার সহিত নির্জ্জনে বসিয়া থাকিবে না। কারণ ইন্দ্রিয়সকল বড় প্রবল, তাহারা বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও স্থানচ্যুত করে।)

(মেঃ)—এই কারণে 'বিবিক্তাসন' হইবে না অর্থাৎ জনশূন্য গৃহ প্রভৃতিতে উহাদের সহিত বসিয়া থাকিবে না। কিংবা নিঃসঙ্কোচে তাহাদের অঙ্গস্পর্শাদি করিবে না। কারণ, ইন্দ্রিয়-সকল অত্যন্ত চঞ্চল ; তাহারা "বিদ্বাংসম্ অপি"=বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও—যিনি শাস্ত্রালোচনা দ্বারা আত্মসংযম করিতে পারিয়াছেন তাঁহাকেও "কর্ষতি"=বিপথে টানিয়া লয়—পরাধীন করিয়া দেয় —কামক্রোধাদির বশবর্ত্তী করিয়া তুলে। ২১৫।

(যুবা শিষ্য যুবতী গুরুপত্নীর যদি পাদ বন্দনা করিতে ইচ্ছা করে তবে সে তাঁহার পদতলের সন্নিহিত ভূমি হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া 'আমি অমুক' এই কথা বলিয়া, এইভাবে না হয় যথাবিধি পাদ বন্দনা করিতে পারে।)

(মেঃ)—"কামম্"—এই কথাটী দ্বারা অরুচি (অনভিপ্রায়) জানান হইতেছে,—অনিচ্ছাসত্ত্বে অনুমতি দেওয়া হইতেছে। পরবর্ত্তী "বিপ্রোষ্য পাদগ্রহণম্" এই শ্লোকটীর সহিতও ইহার সম্বন্ধ রহিয়াছে। তবে কেবলমাত্র পদতল সন্নিহিত ভূমি স্পর্শ করিয়া গুরুপত্নীর পাদবন্দনা করা অবশ্যই অনুমোদন করা হয়। "যুবতীনাং যুবা" ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে, উভয়েই যদি যৌবনস্থ হয় তাহা হইলে সেখানে ইহাই বিধি। কিন্তু এমন যদি হয় যে ব্রহ্মচারী বালক (এবং গুরুপত্নী যুবতী) কিংবা গুরুপত্নী বৃদ্ধা (এবং ব্রহ্মচারী যুবক) তাহা হইলে সেরূপ স্থলে গুরুপত্নীর পাদস্পর্শ করা বিরুদ্ধ হইবে না। "অসাবহম্" ইহা পাদ বন্দনা এবং অভিবাদন বিষয়ক পূর্ব্ববর্ণিত বিধির অনুবাদ (ইহা দ্বারা বলা হইয়াছে যে, সেই বিধি অনুসারেই পাদবন্দনা করিতে হইবে)। "বিধিবৎ" ইহার অর্থ দুই হাত পৃথক থাকিবে এবং সেদুটী পরস্পরবিপরীতভাগে চালিত হইবে। ২১৬

(প্রবাস হইতে আসিয়া পাদস্পর্শ করা এবং প্রতিদিন অভিবাদন করা—ইহা গুরুপত্নীর প্রতিও কর্ত্তব্য ; ইহা শিষ্টগণের ধর্ম্ম এ কথা স্মরণ করিয়া ঐরূপ করিবে।)

(মেঃ)—বিদেশ হইতে আসিয়া 'নিজ বাম হস্তের দ্বারা বামপাদ স্পর্শ করিবে' ইত্যাদি বিধি অনুসারে পাদ গ্রহণ (এইভাবে বন্দনা কেবল প্রথম দিন কর্ত্তব্য। তাহার পর),—"অন্বহম্", =প্রতিদিন, "অভিবাদনম্"=ভূমিতে মাত্র (হস্ত স্থাপন করিয়া অভিবাদন করিবে। ইহা সাধুগণের আচার এই বিবেচনা করিয়া)। ২১৭

(মানুষ যেমন খনিত্র দ্বারা খনন করিতে করিতে ভূ-গর্ভস্থ জল পাইয়া থাকে সেইরূপ যে ব্যক্তি গুরুশুশ্রূষু—গুরুসেবাপরায়ণ সেও গুরুর শরীরস্থ বিদ্যালাভ করে।)

(মেঃ)—গুরুশুশ্রূষাবিষয়ক যত কিছু বিধি আছে ইহা তাহারই ফলস্বরূপ। গুরুর উপাসনাকে দ্বার করিয়া ইহা দ্বারা স্বাধ্যায় বিধিরই অর্থবাদ (প্রশংসা) করা হইতেছে। যেমন কোন মানুষ "খনিত্রেণ"=কুদ্দাল (কোদাল) প্রভৃতি দ্বারা ভূমি খনন করিতে থাকিয়া (রীতিমত পরিশ্রম দ্বারাই) জল প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিনা ক্লেশে তাহা হয় না, ঠিক সেইরূপ এই "শুশ্রূষুঃ"= গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ ব্যক্তিও "গুরুগতাং বিদ্যাম্ অধিগচ্ছতি"=গুরুর বিদ্যা প্রাপ্ত হয়। ২১৮

(ব্রহ্মচারী মুণ্ডিতমস্তকই হউক, কিংবা জটাধারীই হউক অথবা তাহার শিখা-অংশটীই কেবল জটাবদ্ধ হউক সে গ্রামমধ্যে অবস্থান করিবে অথচ সূর্য্যাস্ত এবং সূর্যোদয় হইয়া যাইবে, এরূপ যেন না ঘটে।)

(মেঃ)—"মুণ্ডঃ" অর্থ যে ব্যক্তি সমগ্র মস্তকের কেশ বপন করিয়াছে (চাঁচিয়াছে)। অথবা "জটিলঃ"=জটাধারী,—জটা অর্থ মস্তকের যে কেশ পরস্পর একেবারে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে। "শিখাজটঃ"=কেবল শিখাই যাহার জটাস্বরূপ ; যে ব্যক্তি জটা আকারে শিখা ধারণ করে এবং অবশিষ্ট মস্তক মুণ্ডিত করে। (ইহারা সকলেই গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারী।) ইহাদের এরূপ করা উচিত যাহাতে "গ্রামে"=তাহাদের গ্রামে থাকার সময়ে "সূর্য্যঃ ন অভিনিম্লোচেৎ"=সূর্য্য যেন অস্তগমন না করেন অর্থাৎ তাহারা গ্রামের মধ্যে বসিয়া রহিল অথচ সূর্য্যাস্ত হইয়া গেল এরূপ যেন না হয়। এখানে যে 'গ্রাম' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে উহা উদাহরণমাত্র। উহা দ্বারা নগরও অভিহিত হইতেছে। সুতরাং সূর্য্যাস্তকালে অরণ্যমধ্যে গিয়া উপাসনা করিবে। এইরূপ, সে যখন গ্রামের মধ্যে থাকিবে সে সময়ে যেন সূর্য্যোদয় না হয়। ব্রহ্মচারী অরণ্যমধ্যে থাকাকালে যাহাতে সূর্য্যোদয় হয় তাহার সেইরূপ করা উচিত। "এনং"=এই প্রকরণমধ্যে যে ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে তাহার পক্ষে। কেহ কেহ এখানে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—'গ্রাম' শব্দের দ্বারা নিদ্রা প্রভৃতি গ্রাম্যধর্ম্ম বুঝাইতেছে; তাহার সেই গ্রাম্যধর্ম্মে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় যেন সূর্য্যাস্ত না হয়। এই জন্যই পরবর্ত্তী শ্লোকে 'শয়ান' (শয়ন করা অবস্থায়) এই কথাটী বলা হইবে। আর তাহা হইলে এই শ্লোকটীতে উভয় সন্ধ্যায় ব্রহ্মচারীর ঘুমান

নিষেধ করা হইতেছে, কিন্তু সে সময়ে যে অরণ্যমধ্যে অবস্থান করিতেই হইবে, এরূপ বিধি বলা হইতেছে না। কারণ, ব্রহ্মচারী বালক ; সে বনমধ্যে একক থাকিতে ভয় পাইবে। মহর্ষি গৌতম কিন্তু বলিয়াছেন, এই যে সন্ধ্যান্বয়ে গ্রামের বাহিরে থাকা ইহা 'গোদান' নামক সংস্কারের পর হইতেই কর্ত্তব্য। আর গোদান ব্রতের কাল হইতেছে ষোড়শ বৎসর ; সেই বয়সপ্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মচারী অরণ্যমধ্যে একক সন্ধ্যাবন্দনা করিতে পারে। ২১৯

(সে যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক আলস্যবশতঃ শয়ন করিয়া থাকে অথচ অজ্ঞাতসারে সূর্য্যাস্ত কিংবা সূর্য্যোদয় হইয়া যায় তাহা হইলে একদিন উপবাস ও জপ করিবে।)

(মেঃ)—উহার জন্য এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য;—। ব্রহ্মচারী "শয়ানং"=নিদ্রাগত থাকিলে "অভ্যুদিয়াৎ"=সূর্য্য যদি নিজ উদয়কালীন রশ্মি দ্বারা তাহাকে অভিব্যাপ্ত করিয়া সেই দোষগ্রস্ত করেন। "তং শয়ানম্" এখানে 'অভি' এই কর্ম্মপ্রবচনীয় যোগে দ্বিতীয়া হইয়াছে; আর "অভিঃ অভাগে" এই ব্যাকরণসূত্র অনুসারে 'অভি' শব্দটী কর্ম্মপ্রবচনীয়। এইভাবে 'সুপ্ত' এই অবস্থায় অর্থাৎ নিদ্রার সময়ে যদি সূর্য্যোদয় ঘটে তাহা হইলে "জপন্ উপবসেৎ দিনম্"=সারাদিন উপবাস করিবে। এখানে কেহ কেহ এইরূপ ব্যবস্থা বলেন,—প্রাতঃসন্ধ্যায় যদি ঐ প্রকার অতিক্রম ঘটে তাহা হইলে সারাদিন জপ ও উপবাস কর্ত্তব্য, তবে রাত্রিকালে ভোজন করিতে পারিবে। আর সায়ংসন্ধ্যায় যদি ঐ প্রকার অতিক্রম ঘটে তাহা হইলে রাত্রিতে জপ এবং উপবাস কর্ত্তব্য কিন্তু প্রাতঃকালে ভোজন করিতে পারিবে। সুতরাং "সর্ব্বং দিনং" এখানে 'দিন' শব্দটী উদাহরণ প্রদর্শন মাত্র। তাঁহারা এই প্রকার ব্যবস্থার সমর্থনকল্পে গৌতমের একটী বচনও উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। গৌতম বলিয়াছেন "সারাদিন অভুক্ত থাকিবে, আর যদি 'অভ্যাস্তমিত' হয় তাহা হইলে সারারাত উপবাস করিয়া থাকিবে ও জপ করিবে।" এই প্রকার ব্যবস্থাটী কিন্তু সমীচীন নহে ; কারণ ঐ দুই স্থলেতেই দিবসেই প্রায়শ্চিত্ত করা যুক্তিসংগত ; 'দিন' শব্দটীকে যে উদাহরণ প্রদর্শনস্বরূপ বলা হইয়াছে ইহার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। কারণ, এই 'দিন' শব্দটী যে 'রাত্রি' পদসাপেক্ষ হইয়া স্বার্থপ্রতিপাদন করিতেছে এরূপ নহে ; কিন্তু ইহা নিরপেক্ষভাবে (কাহারও সহিত সম্বন্ধযুক্ত না হইয়াই) স্বাধীনভাবে স্বীয় অর্থ প্রতিপাদন করিতেছে। অতএব এরূপ স্থলে 'বিকল্প' হওয়াই যুক্তিসংগত। আর তাহা হইলে ব্যবস্থাটী দাঁড়াইবে এইরূপ,—সারা রাত্রি জাগিলে যাহার ব্যাধি হইবে না সে রাত্রিতে জপ করিবে নচেৎ দিবাভাগেই জপ করা চলিবে। 'জপ' বলিতে এখানে সাবিত্রীজপই বুঝিতে হইবে, কারণ গৌতমের বচনে সেইরূপ বলা আছে— সাবিত্রীজপ করিতেই বলা হইয়াছে।

(প্রশ্ন)—আচ্ছা, গৌতমের বচনটীকে এবিষয়ে প্রমাণরূপে উল্লেখ করা হইতেছে কিরূপে? (উত্তর)—ইহার কারণ এই যে, এখানে "জপেৎ" এই কথাটী দ্বারা কেবল জপ করিতেই বলা হইয়াছে, কিন্তু কি জপ করা হইবে তাহা বলা হয় নাই ; সুতরাং উহা সাপেক্ষ—পদান্তরে প্রতি আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইয়াই রহিয়াছে। কাজেই এইরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকিলে তাহার জন্য ঐ বিশেষ বিষয়টী—অপেক্ষিত বিষয়টী অন্য শ্রুতি হইতেই জানিয়া লওয়া সঙ্গত। (এই জন্যই গৌতম-স্মৃতি হইতে উহা নিরূপণ করিতে হয়।) পক্ষান্তরে এখানে "দিনং" ইহা দ্বারা কালটীর নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। সুতরাং অন্য একটী কাল জানিয়া লইবার জন্য গৌতমীয় স্মৃতির প্রতি কোন নির্ভর নাই। (অথচ সেখানে অন্য কালও বলা আছে ; এ কারণে ঐ কালটীর বিকল্প স্বীকার করা হয়।) অথবা এখানেই (এই স্মৃতি হইতেই) সাবিত্রীজপটীও পাওয়া যায়। কারণ, সন্ধ্যা অতিক্রম হইয়া যাওয়ার নিমিত্তই প্রায়শ্চিত্ত বলা হইয়াছে ; আর সে সময়ে সাবিত্রীজপই বিধি অনুসারে প্রাপ্ত। কারণ, আগেই বলা হইয়াছে যে "সাবিত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জপ্য নাই"। "কামচারতঃ"=ইচ্ছাপূর্ব্বক—জানিয়া শুনিয়াই সন্ধ্যাকালে যে ঘুমায়। "অবিজ্ঞানাৎ"=না জানিয়া, অজ্ঞাতসারে। বহুক্ষণ ধরিয়া যে ঘুমাইয়া আছে সে বুঝিতে পারে না যে, 'এই সন্ধ্যাকাল চলিতেছে', ইহা অবিজ্ঞান। এখানে যাহা বলা হইতেছে তাহার তাৎপর্য্যটী এইরূপ—। ইচ্ছা-পূর্ব্বক আলস্যবশতঃ সন্ধ্যাতিক্রম করিলে তাহার পক্ষে ইহাই প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু অনিচ্ছাপূর্ব্বক যদি কেহ অনভ্যুদিত এবং অনস্তমিতসন্ধ্যা অতিক্রম করে তা হ'লে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে না-খাওয়া—উপবাস। যেহেতু নিত্যকর্ম্ম লঙ্ঘন করিলে ইহাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। অথবা যে স্বেচ্ছা-চারিতা করিতে গিয়া শাস্ত্র অতিক্রম করে তাহার সেই শাস্ত্রাতিক্রমটী অজ্ঞাতসারেই ঘটিয়া যায়।

(অসময় নিদ্রিত হওয়াটাও 'কামচার'—তাহার ফলে ঘুমাইয়া পড়িবার জন্য অজ্ঞাতসারে শাস্ত্রাতিক্রম ঘটে। এজন্য তাহার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য)। ২২০

(যে ব্রহ্মচারী শয়ন করিয়া থাকিবার ফলে 'অভিনিম্লুক্ত' এবং 'অভ্যুদিত' হয় সে যদি পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করে তাহা হইলে গুরুতর পাপে জড়িত হইয়া পড়ে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে প্রায়শ্চিত্তবিধি বলা হইয়াছে ইহা তাহারই অর্থবাদ। নিম্লোচন দ্বারা যে অভিদুষ্ট (দোষগ্রস্ত) হয় তাহাকে বলে 'অভিনিম্লুক্ত'। 'অভ্যুদিত' শব্দটীরও অর্থ এইরূপ। "প্রায়শ্চিত্তং" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত—যদি না করে, তাহা হইলে মহৎ (গুরুতর) পাপ দ্বারা জড়িত হয়—অল্প পাপের দ্বারা নহে। নরক প্রভৃতি দুঃখভোগ করিবার হেতুস্বরূপ যে অদৃষ্ট তাহাকে পাপ বলে। ২২১

(আচমনপূর্ব্বক চিত্তচাঞ্চল্য বিদূরিত করিয়া নিবিষ্ট হইয়া পবিত্র স্থানে যথাবিধি মন্ত্র জপ করিতে থাকিয়া উভয় সন্ধ্যার উপাসনা করিবে।)

(মেঃ)—যেহেতু 'অভ্যুদয়' এবং 'নিম্লোচন' ঘটিলে এইপ্রকার গুরুতর দোষ ঘটে সেই কারণে "আচম্য"=আচমন করিয়া "প্রযতঃ"=তাহাতেই নিবিষ্ট হইয়া 'সমাহিতঃ"=চিত্তের বিক্ষেপ (চাঞ্চল্য) পরিত্যাগ করিয়া "শুচৌ দেশে"=পবিত্র স্থানে "জপন্ জপ্যং"=প্রণব, ব্যাহৃতি এবং সাবিত্রীরূপ জপনীয় মন্ত্র জপ করিতে থাকিয়া "উভে সন্ধ্যে উপাসীত"=উভয় সন্ধ্যার বন্দনা করিবে। এখানে উভয় সন্ধ্যাকেই উপাস্য বলা হইয়াছে। 'উপাসন' অর্থ উপাস্যের উপর মনের ভাববিশেষ। অথবা ইহার অর্থ, ভগবান্ সবিতাকে উভয় সন্ধ্যায় উপাসনা করিবে। কারণ, ঐ জপ্য সাবিত্রী মন্ত্রটীর দেবতা হইতেছেন তিনি (সবিতা); এইজন্য তাঁহাকেই উপাসনা করা উচিত। সকলপ্রকার বিকল্প সরাইয়া লইয়া তাঁহার উপর মন একভাবে অর্পণ করিয়া থাকিবে। এখানে কেবল 'উপাসনা'ই বিহিত; অবশিষ্ট অংশটী পূর্ব্বোক্ত বিধির অনুবাদ মাত্র। কেহ কেহ বলেন এখানে "শুচৌ দেশে" এই অংশটীর বিধিনির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য এই শ্লোকটী। ইঁহাদের কথা স্বীকার করিলে বিধির পুনরুক্তি ঘটে। কারণ, সমস্ত শাস্ত্রীয় কর্ম্মের পক্ষেই "শুচি হইয়া কর্ম্ম করিবে" এই প্রকার বিধি রহিয়াছে। আর অশুচি স্থানেই কেহ যদি অবস্থান করে তাহা হইলে তাহার আবার শুচিতা কি? (কাজেই 'ইহা দ্বারা শুচি দেশ বিধান করা হইয়াছে' একথা বলা সঙ্গত নহে।) ২২২

(স্ত্রীলোকই হউক অথবা শূদ্রই হউক তাহারা যদি কোন ভাল কাজ নিজে করে এবং ব্রহ্মচারীকেও তাহা করিতে উপদেশ দেয় তাহা হইলে সে সমস্তগুলিও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আচরণ করিবে। আর শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে এমন কোন কর্ম্ম করিয়া যদি মন প্রসন্ন হয় তবে তাহাও করিতে পারিবে।)

(মেঃ)—যদি স্ত্রী অর্থাৎ আচার্য্যপত্নী; কিংবা "অবরজঃ"=কনিষ্ঠ কেহ, আচার্য্যের নিকট হইতে জানিয়া লইয়া "কিঞ্চিৎ শ্রেয়ঃ"=ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ—আচরণ করে তাহা হইলে "তৎ সর্ব্বম্ আচরেৎ"=ব্রহ্মচারী সেসমস্ত আচরণ করিবে। কারণ তাহার আচার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে বলিয়া ঐ দুইজনের পক্ষে তাহা জানা সম্ভব। অথবা "অবরজ" ইহার অর্থ আচার্য্যের মাহিনা-করা কোন শূদ্র ভৃত্য। সে লোকটী যদি ব্রহ্মচারীকে উপদেশ দেয় যে, 'মলদ্বার এবং প্রস্রাবদ্বার এইভাবে মৃত্তিকা ও জল দিয়া ধৌত করিতে হয়, ভালভাবে দুই হাত ধুইয়া ফেল, মৃত্তিকা এবং জল ইহাদের কোন্‌টীর পর কোন্‌টী ব্যবহার করিতে হয় তাহা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ, তোমার আচার্য্যকে মলদ্বার ধৌত করিবার সময় জল দিতে গিয়া আমি অনেকবার এইরূপ করিতে দেখিয়াছি, তিনি প্রথমে জল দিয়া শৌচ করেন তাহার পর মাটী দিয়া' ইত্যাদি প্রকার যদি "সমাচরেৎ"=সম্যক্ আচরণযুক্ত হইয়া উপদেশ করে। এইরূপ, আচার্য্যপত্নী আচমন সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারেন। "তৎ সর্ব্বম্ আচরেৎ"=সে সমস্তই আচরণ করিবে, "যুক্তঃ"=শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া। কিন্তু তাহা স্ত্রীলোক এবং শূদ্রের আচরণ, ইহা ভাবিয়া অবজ্ঞা করিবে না। "সমাচরেৎ" ইহা দ্বারা সমাচারপূর্ব্বক উপদেশ বলিয়া দেওয়াই অভিপ্রেত অর্থাৎ সে নিজে ঐ প্রকার আচরণ করে এবং তাহা উপদেশ দেয়। আচার্য্য (মনু) স্বয়ং এ কথা অগ্রে "ধর্ম্মঃ শৌচং"

ইত্যাদি বচনে বলিয়া দিবেন। আবার আচার্য্য কখন কখন তাঁহার পত্নীকে আদেশ দেন, 'ব্রাহ্মণি! এই ব্রহ্মচারী ত পুত্রস্থানীয়, ইহাকে আচমন করাইয়া দিও, তাহা যেন ঠিক বিধিপূর্ব্বক হয়।' তিনি তাঁহাকে আরও বলিয়া দিতে পারেন, 'ইহার মলমূত্র শৌচ করিবার জন্য জল এবং মাটী দিও'। সেরূপ স্থলে সেই আচার্য্যপত্নী যদি বলিয়া দেন যে, 'এইভাবে মাটী লও, এইভাবে জল দিয়া ধুইয়া ফেল', তাহা হইলে তাঁহার কথা অনুসারে কাজ করিবে।

অথবা, গুরুগৃহে লৌহ, পাষাণ প্রভৃতি যেভাবে স্ত্রীলোক এবং শূদ্রও শুদ্ধ করিয়া দেয় তাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। স্ত্রীলোক এবং শূদ্রের এই সমস্তবিষয়ক যে আচার তাহার প্রামাণ্য জানাইয়া দিবার জন্য এই শ্লোকটী, ইহা বলিলেই সংগত হয়। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, যাহারা বেদবিৎ নহে তাহাদের কোনরূপ আচারকে যে প্রামাণ্যযুক্ত বলা হইবে—তাহাকে যে প্রমাণ বলা হইবে, ইহা ত সংগত নহে? যেহেতু, যাহারা বেদবিৎ নহে তাহাদের কোন অত্যল্প পরিমাণ আচারও প্রমাণ হইতে পারে না। আর যদি বলা হয় যে, বেদবিৎ ব্যক্তির সহিত ইহাদের আচারের সম্বন্ধ আছে (অতএব তাহা প্রমাণ) তাহা হইলে বলিব, ঐ বেদবিৎ-সম্বন্ধই এরূপ স্থলে প্রমাণ হইয়া থাকে। সুতরাং 'স্ত্রীলোক বা শূদ্র' এসব উল্লেখের প্রয়োজন কি? (উত্তর)—বস্তুতঃপক্ষে কথা এই যে, এতাদৃশ স্থলে স্ত্রীলোক এবং শূদ্রের যে আচার তাহার প্রামাণ্য নির্দ্দেশ করা এখানে অভিপ্রেত নহে। তাহা যদি হইত তাহা হইলে, যেস্থলে—যে প্রকরণে প্রামাণ্য নিরূপণ বিষয়ক উপদেশ দিয়াছেন ইহাও সেইখানেই বলিতেন। অতএব ইহার মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে, 'শ্রেয়ঃ' পদটীর অর্থ কি,—কাহাকে 'শ্রেয়ঃ' বলে তাহা নিরূপণ করিয়া দিবার জন্যই তাহার মুখবন্ধ স্বরূপে এইরূপ বলা হইয়াছে। অথবা, আচার্য্যবাক্য প্রমাণ, এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে ইহা তাহারই অনুবাদস্বরূপ। স্ত্রীলোক এবং শূদ্রও যাহা বলে তাহাও যখন অনুষ্ঠান করা উচিত তখন আচার্য্য যাহা উপদেশ দিবেন তাহা যে অবশ্য অনুষ্ঠেয়, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে? "যত্র চ অস্য রমেৎ মনঃ"=(শাস্ত্রে অনিষিদ্ধ) যে বিষয়ে তাহার মন রতি (প্রীতি) অনুভব করে (তাহাও আচরণ করিতে পারে)। এ বিষয়টীও "আত্মনঃ তুষ্টিরেব চ" এই শ্লোকাংশটী ব্যাখ্যা করিবার প্রসঙ্গে বিস্তারিত করা হইয়াছে। মোটের উপর এই শ্লোকটীর খুব বেশী দরকার নাই। ২২৩

(কেহ কেহ বলেন ধর্ম্ম এবং অর্থ এ দুইটীকে 'শ্রেয়ঃ' বলে, কাহারও মতে কাম এবং অর্থই 'শ্রেয়ঃ', কোন কোন সিদ্ধান্তে ধর্ম্মের নাম 'শ্রেয়ঃ', আবার কেহ বলেন অর্থই 'শ্রেয়ঃ'; বস্তুত 'ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম' এই 'ত্রিবর্গ'ই শ্রেয়ঃপদবাচ্য, ইহাই সিদ্ধান্ত।)

(মেঃ)—যাহা প্রশস্ত, যাহা অনুষ্ঠিত হইলে কোন ইহলৌকিক অথবা পারলৌকিক প্রয়োজন বাধাপ্রাপ্ত হয় না, যাহাকে বৃদ্ধ ব্যবহারে 'শ্রেয়ঃ' বলা হয় সে বস্তুটী কি? তাহাই বন্ধুস্বরূপ হইয়া আচার্য্য বলিয়া দিতেছেন। ইহা কোন বেদমূলক অর্থ নহে (ইহা জানিবার জন্য বেদের উপর নির্ভর করিতে হয় না), 'আচার্য্য' প্রভৃতি শব্দের যেমন অর্থ বলা হইয়াছে ইহা সেরূপ পদার্থ কখনও নহে। কিন্তু সকল ব্যক্তিই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে। ইহারই উপর নির্ভর করিয়া বলা হয়, 'ইহা শ্রেয়ঃ, ইহার জন্য যত্ন করা উচিত।' তন্মধ্যে প্রথমতঃ এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন যে সমস্ত মত আছে তাহা দেখাইতেছেন। কাহারও কাহারও মতে ধর্ম্ম এবং অর্থই 'শ্রেয়ঃ'। শাস্ত্রবিহিত যে বিধি এবং নিষেধ তাহাই ধর্ম্ম। গরু, ভূমি (জমিজমা) এবং হিরণ্য (সোনা দানা) প্রভৃতি হইতেছে অর্থ। ইহাই শ্রেয়ঃ ; কারণ মানুষের প্রীতি (তৃপ্তি) এই দুইটী পদার্থের অধীন—ইহারই উপর নির্ভর করে। অন্য একটী মত হইতেছে কাম ও অর্থই 'শ্রেয়ঃ'। ইহার মধ্যে আবার কামই হইতেছে প্রধান পুরুষার্থ। যেহেতু পুরুষের যে প্রীতি তাহাই শ্রেয়ঃ ; আর অর্থও ঐ কামেরই সাধন (নির্ব্বাহক) বলিয়া উহাও শ্রেয়ঃ। এ সম্বন্ধে চার্ব্বাকসম্প্রদায় এইরূপ বলিয়া থাকেন,—'একমাত্র কামই হইতেছে পুরুষার্থ ; অর্থ ঐ কামেরই উপকারসাধন করে বলিয়াই পুরুষার্থ ; ধর্ম্ম বলিয়া কিছু যদি থাকে তবে তাহাও পুরুষার্থ হইবে'। ধর্ম্মই সকল পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহাই সকলের মূল। এইজন্য এইরূপ কথিতও আছে যে, 'ধর্ম্ম হইতেই অর্থ এবং কাম সিদ্ধ হয়'। আবার ক্রয়বিক্রয়জীবী বণিক্‌গণ (ব্যবসাদার লোকেরা) বলে একমাত্র অর্থই শ্রেয়ঃ। তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, "ত্রিবর্গ ইতি তু স্থিতিঃ"=ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গই শ্রেয়ঃ, ইহাই সনাতন নিয়ম। এই কারণে যেরূপ অর্থ এবং কাম ধর্ম্মের

বিরোধী নহে তাহারই সেবা করা উচিত, কিন্তু ধর্ম্মবিরুদ্ধ অর্থ ও কাম আশ্রয়ণীয় নহে। এইজন্য গৌতম বলিয়াছেন, "পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্ণ দিবসের এই তিনটী অংশকে বিফলভাবে কাটিয়া যাইতে দিবে না, কিন্তু যথাশক্তি—সামর্থ্য অনুসারে ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিয়া তাহা সফল (ফলযুক্ত) করিয়া তুলিবে।" তিনটীর সমষ্টিস্বরূপ যে 'বর্গ' তাহাই ত্রিবর্গ। কাজেই 'ত্রিবর্গ' শব্দটী ঐ তিনটীর সমষ্টিকেই রূঢ়ি দ্বারা বুঝাইয়া থাকে। ২২৪

(বিশেষতঃ আচার্য্য, পিতা, মাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইঁহাদের কখনও—এমন কি উৎপীড়িত হইয়াও, ব্রাহ্মণাদিগণ যেন অপমান না করে—তাহা মোটেই করা উচিত নয়।)

(মেঃ)—অন্য কাহাকেও অপমান করা উচিত নহে, তবে ইঁহাদের ত একেবারেই নহে। কারণ, ইহাতে অধিক প্রায়শ্চিত্ত (করিবার বিধি আছে)। "আর্ত্তেন"=তাঁহাদের দ্বারা উৎপীড়িত হইলেও। 'অবমান' অর্থ অবজ্ঞা ;—পূজা (সম্মান) করিবার অবসর উপস্থিত হইলে সেই পূজা না করা এবং তাঁহাদিগকে 'নীচু' (খাটো—খেলো) করিয়া দেওয়া—ইহার নাম অনাদর ; ইহাই অবমান। এখানে শ্লোকমধ্যে 'ব্রাহ্মণ' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে শ্লোকপূরণের জন্য। ২২৫

(আচার্য্য হইতেছেন ব্রহ্মের মূর্ত্তি, পিতা প্রজাপতির মূর্ত্তি, মাতা পৃথিবীর মূর্ত্তি আর সহোদর ভ্রাতা নিজ আত্মারই মূর্ত্তি।)

(মেঃ)—পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে ইহা তাহারই অর্থবাদ। বেদান্তনামে পরিচিত উপনিষৎ-মধ্যে যে পরব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন আচার্য্য তাঁহারই মূর্ত্তি অর্থাৎ শরীর—মূর্ত্তির মত= শরীরের ন্যায়,—এইজনাই বলা হইয়াছে মূর্ত্তি। পিতা প্রজাপতির অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের মূর্ত্তি। এই যে পৃথিবী, ইনিই নিজ জননী ; কারণ পুত্রের ভার সহন করা, এই যে সমানতা, ইহা মাতা এবং পৃথিবী উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান। এবং "স্বঃ ভ্রাতা"=নিজ সহোদর ভ্রাতা "আত্মনঃ"=ক্ষেত্রজ্ঞ-জীবাত্মা নিজ আত্মারই মূর্ত্তিস্বরূপ। এইভাবে প্রশংসা করা হইল। এই যে দেবতাগণ ইহারা সকলেই মহত্ত্ববিশিষ্ট ; কাজেই ইঁহারা অপমানপ্রাপ্ত হইলে বধ করিবেন এবং প্রসাদিত হইলে অভিলষিত ফলযুক্ত করিয়া দেন অর্থাৎ ইঁহাদের অপমান করা হইলে মৃত্যুর সমান অনিষ্ট ঘটিবে আর ইঁহাদের প্রসন্ন (সন্তুষ্ট) করা হইলে অভিলষিত ফল লাভ হইবে। আচার্য্য প্রভৃতিগণ এইভাবে তাহাদের সমান, এইরূপে প্রশংসা করা হইল। ২২৬

(সন্তানের জন্মগ্রহণের জন্য মাতাপিতা যে কষ্ট সহ্য করেন শত শত বৎসরেও সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারা যায় না।)

(মেঃ)—ভূতার্থানুবাদ দ্বারা (বস্তুর যথার্থ স্বরূপ বর্ণনা দ্বারা) ইহা অপর একটী প্রশংসা। "পিতরৌ"=মাতা এবং পিতা "যং ক্লেশং"=যে দুঃখ "নৃণাম্"=সন্তানের, "সম্ভবে"=জন্মের নিমিত্ত। গর্ভে প্রবিষ্ট হইবার সময় থেকে যতদিন না দশ বৎসর পূর্ণ হয়। মাতার ক্লেশ হইতেছে গর্ভধারণ ; তাহার পর প্রসব করা, ইহা স্ত্রীলোকের প্রাণান্তকর (কারণ তখন জীবনসংশয় হয়) ; তাহার পর ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে পালন করিবার কষ্ট ; ইহা সকলের নিজে নিজেই অনুভব করিবার বিষয়, (বুঝাইয়া দিবার বিষয় নহে)। পিতার ক্লেশও উপনয়ন থেকে বেদার্থ বুঝাইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত। এখানে 'সম্ভব' শব্দটীর দ্বারা গর্ভাধান বুঝাইতেছে। উহা অবশ্য ক্লেশাবহ নহে, কিন্তু তাহার পর থেকে এই যে সমস্ত সংস্কারক্রিয়া রহিয়াছে, এগুলিই কষ্টসাধ্য। "তস্য"=সেই ক্লেশের "নিষ্কৃতিঃ"=ঋণ পরিশোধ,—সমপরিমাণ প্রত্যুপকার "ন শক্যা"=করিতে পারা যায় না, "বর্ষশতৈঃ অপি"=বহুজন্মেও ; একটী জন্মের ত কথাই নাই। অসংখ্য ধন দিয়া কিংবা গুরুতর বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া মাতাপিতার নিষ্কৃতি (ঋণ শোধ) কর্ত্তব্য। ২২৭

(সকল সময়েই মাতাপিতার এবং আচার্য্যের প্রিয় কর্ম্ম করিবে। ইঁহারা তিনজন যদি প্রীত হন তাহা হইলে সমস্ত তপঃকর্ম্মই সমাপ্ত করা হইয়া যায়।)

(মেঃ)—অতএব "তয়োঃ"=উঁহাদের দুইজনের অর্থাৎ মাতা ও পিতার "আচার্য্যস্য চ"=এবং আচার্য্যের "প্রিয়ং"=তাঁহাদের যাহা প্রিয়—প্রীতিপ্রদ, তাহা "সর্ব্বদা কুর্য্যাৎ"=যাবজ্জীবন, সারা জীবন ধরিয়া করিতে থাকিবে ; কিন্তু একবার, দুইবার অথবা তিনবার করিয়া যে কৃতকৃত্য হইবে—কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করিবে, তাহা হইবে না। "তেষু ত্রিষু"=আচার্য্য প্রভৃতি ঐ তিন ব্যক্তি

"তুষ্টেষু"=সন্তুষ্ট হইলে, ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদের আরাধনা করা হইলে "তপঃ সর্ব্বং"=বহু বৎসর ধরিয়া চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা করিয়া যে ফল পাওয়া যায় তাহা উঁহাদের পরিতৃপ্তি হইতেই "সমাপ্যতে"=সম্যক্ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২২৮

(উঁহাদের তিন জনকে যে শুশ্রূষা করা তাহাই শ্রেষ্ঠ তপঃ বলিয়া কথিত হয়। তাঁহারা অনুমতি না দিলে অন্য ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে না।)

(মেঃ)—মাতা প্রভৃতির যে শুশ্রূষা তাহা ত তপস্যা নহে, সুতরাং তাহা হইতে তপস্যার ফললাভ হইবে কিরূপে (নিশ্চয়ই হইবে—); যেহেতু তাঁহাদের যে পাদসেবা ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপঃ। মাণবক যদি তাঁহাদের অনুমতি না পায় তাহা হইলে "ধর্ম্মম্ অন্যং"=অন্য কোন ধর্ম্মকর্ম্ম, যাহা তাঁহাদের সেবার বিরোধী (পরিপন্থী) হয় কিংবা যাহাতে পুত্রের শরীর শুকাইয়া যায় বলিয়া তাঁহাদের চিত্তে খেদ (কষ্ট) হয় এমন কোন ধর্ম্ম—যেমন, তীর্থস্নান এবং ব্রত, উপবাস প্রভৃতি, তাহা করিবে না। এমন কি জ্যোতিষ্টোম যাগেরও যদি অনুষ্ঠান করা হয় তাহাতেও তাঁহাদের অনুমতি লইতে হইবে। যেহেতু তাঁহাদের প্রতি অবমান (অনাদর) নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতির ন্যায় বৃহৎ ব্যাপারের যে সমস্ত কর্ম্ম, যাহাতে বহু ধন ব্যয় হয় এবং যাহা বহু আয়াসসাধ্য তাহাতে ব্যাপৃত হইলে (কর্ম্মব্যাকুলতাবশতঃ) মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িবার ফলে হয়ত তাঁহাদের অবমান ঘটিয়া যাইতে পারে। তবে 'নিত্যকর্ম্ম' অনুষ্ঠান করিবার জন্য তাঁহাদের অনুজ্ঞা উপকারে লাগে না; (কাজেই তথায় তাহা অনাবশ্যক)। ২২৯

(তাঁহারাই তিন লোকস্বরূপ, তাঁহারাই তিন আশ্রমস্বরূপ, তাঁহারাই তিন বেদস্বরূপ এবং তাঁহারাই তিন অগ্নিস্বরূপ।)

(মেঃ)—কার্য্য এবং কারণের মধ্যে ভেদ নাই, এই নিয়ম অনুসারে এইরূপ বলা হইতেছে। তাঁহারা ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ এই তিন লোকস্বরূপ; কারণ তাঁহারাই উহা প্রাপ্ত হইবার হেতু (কারণ) স্বরূপ। তাঁহারাই প্রথম যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম তাহা ছাড়া অপর তিন আশ্রমস্বরূপ। গার্হস্থ্য প্রভৃতি তিনটী আশ্রমের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায় তাঁহারা তিনজন তুষ্ট হইলে সেই ফল লাভ করা যায়। তাঁহারাই তিন বেদস্বরূপ ; কারণ, বেদত্রয়জপের (পাঠের) সমান ফল তাঁহাদের প্রীতি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর তাঁহারাই গার্হপত্য প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ তিন অগ্নিস্বরূপ ; যেহেতু অগ্নিসাধ্য যত কিছু কর্ম্ম আছে তৎসমুদয়েরই ফল তাঁহাদের শুশ্রূষা হইতে পাওয়া যায়। ইহাও প্রশংসা ছাড়া আর কিছু নহে। ২৩০

(পিতা গার্হপত্য অগ্নিস্বরূপ, মাতা দক্ষিণাগ্নিস্বরূপ, আর গুরু হইতেছেন আহবনীয়-অগ্নিস্বরূপ। এই অগ্নিত্রয় বড় ফলপ্রদ—শ্রেষ্ঠ।)

(মেঃ)—যে কোন একটা সামান্য অর্থাৎ সাদৃশ্য অনুসারে পিতা প্রভৃতিকে গার্হপত্যাদি নামে উল্লেখ করা হইতেছে। "সা অগ্নিত্রেতা"=তাহাই 'অগ্নিত্রেতা', তাহা "গরীয়সী"=মহাফলপ্রদ। এখানে 'ত্রেতা' পদটীর ব্যুৎপত্তি এইরূপ,—'ত্র' অর্থাৎ ত্রাণ অর্থাৎ পরিত্রাণের জন্য, 'ইত' অর্থাৎ প্রাপ্ত (আশ্রিত) অর্থাৎ পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত যাঁহারা পুত্র কর্ত্তৃক আশ্রিত হন—যাঁহাদের আশ্রয় করা হয় তাঁহারা 'ত্রেতা'। ২৩১

(গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যদি এই তিনজনের প্রতি যে কর্ত্তব্য তাহা হইতে বিচ্যুত না হয় তাহা হইলে সেই গৃহী তিনটী লোকই জয় করিতে পারে এবং নিজ দেহের জ্যোতিতে দীপ্তি পাইতে থাকিয়া স্বর্গে গিয়া সে দেবতার ন্যায় আনন্দ উপভোগ করিবে।)

(মেঃ)—"ত্রিষু এতেষু অপ্রমাদ্যন্"=এই তিন জনের আরাধনায় যদি খলিত না হয় তাহা হইলে তাঁহাদের সেবা হইতে "ত্রীন্ লোকান্ বিজয়েৎ"=তিন লোক জয় করিতে পারিবে—আপনার অধিকারে আনিতে পারিবে—সেগুলির উপর আধিপত্য করিতে পারিবে। "গৃহী"=গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তি। যেহেতু, পুত্র যখন গৃহস্থাশ্রমে থাকে তখনই তাহার পক্ষে পিতা প্রভৃতিকে সেবা করা দরকার হয় ; কারণ, তখন তাঁহারা বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, (কাজেই তাঁহাদের তখন অন্যের উপর

নির্ভর করিতে হয়)। নিজ দীপ্তিতেই "দীপ্যমানঃ"=প্রকাশ পাইতে থাকিয়া অথবা শোভা পাইতে থাকিয়া, "দেববৎ"=দেব আদিত্যের ন্যায়, "দিবি"=দ্যুলোকে এবং স্বর্গে "মোদতে"=আনন্দ উপভোগ করে। ২৩২

(এই ভূলোককে জয় করা যায় মাতৃভক্তি দ্বারা, মধ্যমলোক—দ্যুলোককে জয় করা যায় পিতৃভক্তি দ্বারা; আর গুরুশুশ্রূষা দ্বারা এইভাবে ব্রহ্মলোকই প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—"ইমং লোকং"=এই লোককে—'এই লোক' অর্থ পৃথিবী—'ভূলোক'। কারণ, পৃথিবী যেমন সর্ব্ববিধ ভার সহ্য করেন মাতাও সেইরূপ পুত্রের সকলপ্রকার ভার সহ্য করেন; এজন্য মাতা হইতেছেন পৃথিবীর তুল্য। পিতৃভক্তি দ্বারা মধ্যমলোক অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোক জয় করে। পিতা প্রজাপতিস্বরূপ, ইহা আগে বলা হইয়াছে। আর নিরুক্তকারের মতে প্রজাপতির স্থান হইতেছে মধ্যম লোক। কারণ, তিনি ঐ মধ্যম (অন্তরিক্ষ) স্থানে থাকিয়া বর্ষণ কর্ম্মের দ্বারা—বৃষ্টি দান করিয়া সমস্ত প্রজারই (প্রাণীরই) পালন করিয়া থাকেন। "ব্রহ্মলোকম্"=ইহার অর্থ আদিত্যলোক; কারণ, শ্রুতি (ছান্দোগ্য উপনিষৎ) বলিতেছেন,—"আদিত্যকে ব্রহ্ম ভাবিবে"। 'লোক' অর্থ বিশেষ স্থান, তাহা "অশ্নুতে"=প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃপক্ষে, এসমস্তগুলিই অর্থবাদ; কাজেই ইহার শব্দার্থের দিকে ঝোঁক না দেওয়াই ভাল। (ইহা বিধি হইতে পারে না), কারণ, যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত 'লোক' প্রাপ্ত হইয়া তাহার উপর আধিপত্য করিবার কামনা করে তাহারই যে এই কর্ম্মে অধিকার, এরূপ অর্থ বক্তব্য নহে। যেহেতু ইহা কাম্য বিধি (অনুষ্ঠান) নহে। কিন্তু এই কর্ম্মের 'নিমিত্ত' হইতেছে পিতৃত্ব; (কাজেই ইহা নৈমিত্তিক কর্ম্ম—নিত্য কর্ম্মেরই সমান;—ঐ পিতৃত্বরূপ নিমিত্তটী যতদিন থাকিবে অর্থাৎ পিতা, মাতা এবং আচার্য্য যতদিন বাঁচিবেন ততদিন উহা করিতে হইবে); যদি উহা করা না হয় তাহা হইলে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করা হয় (যাহার ফলে প্রত্যবায় ঘটে)। ২৩৩

(যে ব্যক্তি এই তিনজনকে পরিচর্য্যা করিয়াছে তাহার পক্ষে সকল ধর্ম্মকর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, পক্ষান্তরে যে লোক ইঁহাদের অবহেলা করিয়াছে তাহার সমস্ত শাস্ত্রীয় ক্রিয়াই বিফল হইয়া পড়ে।)

(মেঃ)—"আদৃতাঃ" অর্থ সৎকৃত বা পূজিত। এখানে 'আদৃত' শব্দটী থাকায় লক্ষণা দ্বারা প্রত্যুপকারপরায়ণতা বোধিত হইতেছে। কারণ, যিনি আদৃত (পূজিত) হন তিনি পরিতুষ্ট হইয়া তাহার প্রত্যুপকার করিবার জন্য যত্ন করেন। অথবা 'আদৃত' বলিতে পরিতুষ্ট বুঝায়। ধর্ম্ম অনন্ত (অচেতন?), কাজেই তাহার কোনপ্রকার পরিতোষ হয়, ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে; অতএব তাহার সকলধর্ম্ম আদৃত অর্থাৎ পরিতুষ্ট অর্থাৎ ফলদানে উৎসুক, এইরূপ অর্থই লক্ষণা দ্বারা পাওয়া যাইতেছে। তাহার সকল কর্ম্মই আশু ফলপ্রদ হয়। "যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ"=এই তিনজনকে যে ব্যক্তি শুশ্রূষা দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়াছে। পক্ষান্তরে ইঁহাদের আরাধনা না করিয়া কোন ব্যক্তি যদি ভালই হউক আর মন্দই হউক যেকোন কাজ ফলাকাঙ্ক্ষা লইয়া করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে তাহার সে সমস্তই নিষ্ফল হইয়া থাকে। "সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ"=শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত সকল প্রকার কর্ম্ম। ইহাও একটী অর্থবাদ; ইহা ঐ আরাধন করিবার যে বিধি তাহারই শেষ বা অংশ। আরাধনা করিবার বিধিটী হইতেছে পুরুষার্থ। তাহা যদি মানুষ অতিক্রম (লঙ্ঘন) করে তাহা হইলে সে সেই গুরুতর পাপের প্রভাবে তাহার কর্ম্মোপার্জ্জিত অভীষ্ট ফল ভোগ করিতে পারে না—তাহাতে তাহার নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক ঘটে। এইজন্যই বলা হইয়াছে "সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ"=তাহার সমস্ত কর্ম্মই বিফল হইয়া যায়। ২৩৪

(তাঁহারা তিনজন যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন ততদিন অন্য কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে না। কেবল তাঁহাদেরই প্রিয় এবং হিতকর কার্য্যে নিরত থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের শুশ্রূষা করিবে।)

(মেঃ)—এ শ্লোকটীর অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়া গিয়াছে। "নান্যং সমাচরেৎ"=দৃষ্টফলই হউক কিংবা অদৃষ্টার্থই হউক কোন ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান করিবে না, তাঁহাদের অনুমতি বিনা। সর্ব্বদা তাঁহাদেরই শুশ্রূষা করিবে। "প্রিয়হিতে রতঃ"=যাহা প্রিয় অথচ হিত তাহাতে নিরত থাকিয়া। যাহা প্রীতিজনক তাহা প্রিয়; আর, তাঁহাদিগকে যে পালন করা তাহা হিত। ২৩৫

(তাঁহাদের কোন প্রকার উপরোধ অর্থাৎ অসুবিধা না ঘটাইয়া যাহা কিছু পারলৌকিক কার্য্য করিবে সে সমস্তই তাঁহাদের নিকট কায়-মনো-বাক্যে নিবেদন করিবে।)

(মেঃ)—'পরত্র' অর্থাৎ জন্মান্তরে যে ফল ভোগ করা হয় তাহা 'পারত্র্য'। এই পদটী ছান্দস। তাঁহাদের শুশ্রূষার কোন বিরোধ (অসুবিধা) না ঘটাইয়া অন্য যেকোন ধর্ম্ম অনুষ্ঠান কর না কেন সে সমস্তই তাঁহাদের নিবেদন করিবে—তাঁহাদিগকে জানাইবে। এইপ্রকার অর্থ বুঝাইয়া দিবার জন্যই 'অনুপরোধ' কথাটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেহেতু—তাঁহাদের যেটী অভিপ্রায়বিরুদ্ধ হইবে সেটীতে তাঁহাদিগকে অনুজ্ঞা দিতে মোটেই প্ররোচিত করিবে না। কারণ, সরলপ্রকৃতি কোন পিতা হয়ত তাঁহার নিজের উপর পুত্রের যে অপরাধ (কর্ত্তব্যচ্যুতি) ঘটিবে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া অনুমতি দিতে পারেন। তাহা বারণ করিবার জন্যই এইরূপ বলা হইল। "মনো-বাক্-কায়-কর্ম্মভিঃ"=কায়-মনো-বাক্যে এবং কর্ম্মে,—। তাঁহাদের নিকট যে নিবেদন করা হইবে তাহা অদৃষ্টের জন্য (ধর্ম্মের জন্য) নহে, কিন্তু যেমন অনুমতি দিবেন ঠিক সেই রকমটী কাজেতেও দেখাইতে হইবে। অথবা শ্লোকটীর অন্বয় এই প্রকারও হইতে পারে,—। কায়-মনো-বাক্যে এবং কর্ম্মে যে পারলৌকিক অনুষ্ঠান করিবে সে সমস্তই তাঁহাদিগকে নিবেদন করিবে। ২৩৬

(ইঁহারা তিনজন আরাধিত হইলে পুরুষের সমস্ত কর্ত্তব্যই সমগ্রভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া যায়। ইহাই—ইঁহাদের আরাধনাই সাক্ষাৎ পরম ধর্ম্ম,—আর বাকী সব উপধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়।)

(মেঃ)—'ইতি' শব্দটী এখানে সমাপ্তিবাচক; উহা দ্বারা ধর্ম্মের কার্ৎস্ন্য অর্থাৎ সমগ্রতা বোধিত হইতেছে। পুরুষের যাহা কিছু কর্ত্তব্য এবং যেপরিমাণ যাহা কিছু পুরুষার্থ আছে সে সমস্তই ইঁহারা আরাধিত হইলে "সমাপ্যতে"=সমাপ্ত হইয়া যায়—পরিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া যায়। ইহাই "ধর্ম্মঃ পরঃ"=শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, "সাক্ষাৎ"=ইহা প্রত্যক্ষস্বরূপে ধর্ম্ম। "অন্যঃ"= অগ্নিহোত্রাদিরূপ অন্য ধর্ম্মসকল দ্বারপালস্বরূপ; যেমন দ্বাররক্ষী সাক্ষাৎ রাজা নহে, ইহাও সেইরূপ। এইভাবে প্রশংসা করা হইল। তাঁহাদের অবমাননা নিষেধ, তাঁহাদের প্রিয় এবং হিত অনুষ্ঠান, তাঁহাদের অভিপ্রায়বিরুদ্ধ কর্ম্ম না করা এবং কোন কর্ম্ম তাঁহাদের শুশ্রূষাবিরোধী না হইলেও যদি তাহা তাঁহাদের দ্বারা অনুমোদিত না হয় তাহা হইলে তাহাও না করা উচিত। ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকগুলি সব অর্থবাদ। ২৩৭

(শ্রদ্ধালু ব্যক্তি হীনজাতীয় লোকের নিকট হইতেও শোভার সামগ্রীস্বরূপ যেসব বিদ্যা তাহা গ্রহণ করিতে পারে। লৌকিক ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য-উপদেশ অন্ত্যজের নিকট হইতেও গ্রহণ করিতে পারে; এবং রত্নভূত যে নারী তাহাকে হীনক্রিয় বংশ হইতেও গ্রহণ অর্থাৎ বিবাহ করিতে পারে।)

(মেঃ)—"শ্রদ্দধানঃ"=আস্তিক্যবুদ্ধিযুক্তচিত্ত অভিযুক্ত অর্থাৎ জ্ঞানাভিনিবেশ বিশিষ্ট যে শিষ্য সে "শুভাং বিদ্যাং"=ন্যায়শাস্ত্রাদি তর্কবিদ্যা,—। অথবা যে বিদ্যা কেবল শোভারই বিষয় সেইরূপ বিশদকাব্য, ভরতাদিবিদ্যাবিভূষিত, অথবা লৌকিক মন্ত্রবিদ্যা কোন ধর্ম্মকর্ম্মে যাহার উপযোগিতা নাই, সেইরূপ বিদ্যা "অবরাদপি"=হীনজাতীয়লোকের নিকট হইতেও "আদদীত"=শিক্ষা করিবে। কিন্তু এখানে একথা বলা হইতেছে না যে শুভ বেদবিদ্যা হীনজাতীয় ব্যক্তির নিকট হইতে গ্রহণ করিবে। আপৎকালে অর্থাৎ অধ্যাপক ব্রাহ্মণ না মিলিলে বেদবিদ্যা গ্রহণ করিবার বিধি কিরূপ হইবে সে কথা অগ্রে বলিবেন। আর আপৎকাল না হইলে হীনজাতীয়ের (ক্ষত্রিয়াদির) নিকট বেদবিদ্যাগ্রহণ অনুমোদিত হইতেই পারিবে না। কিন্তু মায়া, কুহক প্রভৃতি বিদ্যা অথবা শাম্ভবী বিদ্যা, তাহা কাহারও কাছেই শিখিবে না। (ভরতাদিবিদ্যা=নাট্যকলা—নৃত্য সংগীতাদি।)

"অন্ত্যাদপি"='অন্ত্য' ব্যক্তির নিকট হইতেও,—। 'অন্ত্য' অর্থ চন্ডাল; তাহার কাছ থেকেও,—। যাহা "পরো ধর্ম্মঃ"=শ্রুতিস্মৃতিবিহিত ধর্ম্ম ছাড়া অন্য যে লৌকিক ধর্ম্ম,—। ব্যবস্থা অর্থেও ধর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ হয়। যেমন, যদি কোন চণ্ডালও বলে যে, ইহাই এখানে ধর্ম্ম, এ জায়গায় বেশীক্ষণ থাকিও না, অথবা এই জলে স্নান করিও না, ইহাই এখানকার গ্রাম-বাসীদের ধর্ম্ম (ব্যবস্থা), অথবা রাজা এখানে এইরূপ নিয়ম করিয়া দিয়াছেন,—। এই প্রকার

উপদেশকে এখানে 'পরধর্ম্ম' বলা হইয়াছে। তাহা চণ্ডালের নিকট হইতেও গ্রহণ করিবে। তাহাতে এরূপ মনে করা উচিত হইবে না যে, 'অধ্যাপকের কথাই আমি পালন করিব, এই নীচ চণ্ডালকে ধিক্, সে কিনা আমায় উপদেশ দেয়! এখানে এরূপ অর্থ মনে করা সংগত হইবে না যে, "পরো ধর্ম্মঃ" ইহার অর্থ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান। কারণ ঐ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান অবগত হওয়া ত আর চন্ডালাদির পক্ষে সম্ভব নহে, যেহেতু তাহাদের বেদার্থজ্ঞান নাই। আর অন্য কাহারও কাছ থেকে যে তাহারা উহা (ব্রহ্মতত্ত্ব) শিখিয়া লইবে তাহাও সম্ভব নহে; কারণ, 'বৃশ্চিকমন্ত্রাক্ষর' যেমন হীনজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে ব্রহ্মোপদেশ ত সেরূপ নাই।

"স্ত্রীরত্নম্"=রত্নসদৃশ নারী। 'স্ত্রী রত্নের ন্যায়=স্ত্রীরত্ন'; "উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ" ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্র অনুসারে অথবা "বিশেষণং বিশেষ্যেণ" এই সূত্র অনুসারে এখানে সমাস হইয়াছে। প্রত্যেক জাতীয় পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তুটীকে 'রত্ন' বলা হয়। তখন এই পদটী বিশেষণ। (কাজেই পূর্ব্বোক্ত বিশেষণম্ ইত্যাদি সূত্র অনুসারে সমাস হইতে কোন বাধা হয় না।) আর যদি বলা হয় মরকত, পদ্মরাগ প্রভৃতিই রত্ন শব্দের অভিধেয় তাহা হইলে তখন উভয়ের মধ্যে উৎকর্ষ (উৎকৃষ্টতা) এই সামান্যধর্ম্মটী বিদ্যমান থাকে বলিয়া "উপমিতং" ইত্যাদি সূত্র অনুসারে সমাস হইবে। যাহার দেহের কান্তি, সংস্থান (অবয়বসন্নিবেশ) এবং লাবণ্য এই সকলের আতিশয্য আছে অথচ ধান্য, বহু ধন পুত্রাদি (লাভরূপ) শুভলক্ষণযুক্ত—এতাদৃশ যে স্ত্রী তাহাকে "দুষ্কুলাৎ অপি"=যাহার ক্রিয়া (আচরণাদি) হীন সেরূপ বংশ হইতেও আনয়ন করিবে। বস্তুতঃ, অগ্রে অব্রাহ্মণের নিকট অধ্যয়ন করিবার যে বিধি বলা হইবে ইহা তাহারই মুখবন্ধ (গোরচন্দ্রিকা)। যদি উপযুক্ত স্থলে উহা লাভ করা না যায় তাহা হইলে সেরূপ ক্ষেত্রের জন্য এই বিধি দেখান হইল। (সেরূপ ক্ষেত্রে এইরূপ করা যায়।) ২৩৮

(বিষের মধ্য হইতেও অমৃত গ্রহণ করা উচিত, অমেধ্য অর্থাৎ অপবিত্র আধার হইতেও কাঞ্চন গ্রহণ করা যায়, বালকের নিকট হইতেও সুন্দর উক্তি গ্রহণীয় এবং অমিত্র অর্থাৎ শত্রুর নিকট হইতেও সচ্চরিত্রতা শিক্ষণীয়।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা এবং এইবারে যে দুইটী শ্লোক বলা হইবে সে দুইটী "অব্রাহ্মণের নিকট অধ্যয়ন করা চলিবে" এই বিধিটীর শেষ (অর্থবাদ)। এই শ্লোকে লোক প্রবাদকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কারণ, জনসাধারণও এইরূপ বলিয়া থাকে যে 'অসৎ হইতেও সৎ গ্রহণ করা উচিত। "বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যম্"=বিষের মধ্যেও যে অমৃত থাকিবে (যদি থাকে তবে) তাহা গ্রহণ করা উচিত,—হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধের জলের মধ্য হইতে দুগ্ধটীকে বাহির করিয়া লয়। কোন কোন রসায়ন প্রভৃতি ঔষধের মধ্যে বিষ থাকে, তাহা লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলা হইল। "বালাদপি সুভাষিতম্"=বালকও যদি হঠাৎ কোন সুভাষিত—শোভন মাঙ্গলিক বচন যাত্রা করিবার কালে বলিয়া ফেলে তবে তাহাও গ্রহণীয়। "অমিত্রাদপি"=শত্রুর নিকট হইতেও "সদ্‌বৃত্তম্"=সাধুগণের আচরণ—শিষ্টাচার, গ্রাহ্য—'এরূপ আচরণ করিব না, ইহা পরিত্যাগ করি' এইভাবে তাহাতে বিদ্বেষ করিবে না। আরও প্রসিদ্ধ এই একটী দৃষ্টান্ত যথা,—"অমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্"=সুবর্ণ অপবিত্র আধার হইতেও গ্রহণীয়। এই সমস্ত বস্তুগুলি যেমন অসৎ আশ্রয় হইতেও গ্রহণ করা যায় সেইরূপ (আপৎকালে) অব্রাহ্মণের নিকটেও বেদাধ্যয়ন করা চলে। ২৩৯

(স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, সুন্দর-কথা এবং নানাজাতীয় শিল্প এগুলি সকলের নিকট হইতে গ্রহণ করা যায়।)

(মেঃ)—"রত্নানি"=মণিসমূহ; শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি হীনজাতীয় লোকের নিকট হইতে গৃহীত হইলেও উহা শুদ্ধ। বিদ্যা প্রভৃতি অপরাপর পদার্থগুলিও ঐরূপ লোকের সংস্পর্শে দূষিত হয় না। "শিল্পানি"=শিল্পসকল; যেমন,—নানাবিধ পত্রচিহ্ন প্রভৃতি (যাহা লোকে হস্তাদিতে অঙ্কিত করে); এইরূপ,—বস্ত্র পরিষ্কার করিবার নানাপ্রকার বৈচিত্র্য, বস্ত্র রঞ্জন (কাপড় রং করা), বস্ত্রবন্ধনবৈচিত্র্য প্রভৃতি। "সর্ব্বতঃ"=সকলের নিকট হইতে, জাতিগত বিশেষত্ব (হীনজাতিত্ব প্রভৃতি) গ্রাহ্য না করিয়া,—। "সমাদেয়ানি"=গ্রহণ করা উচিত; এবং নিঃসন্দেহ

হইয়া চিত্তে অতিশয় ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াই তাহা করিতে হইবে। "বিষাদপ্যমৃতম্" ইত্যাদি বাক্যগুলির সহিত এগুলির একবাক্যতা নাই ; কিন্তু সবগুলিরই আরম্ভ একই উদ্দেশ্যে (একটী বিষয়ের প্রশংসা করিবার জন্য)। কাজেই এই বাক্যগুলির সব কয়টীই অর্থবাদ। ২৪০

(আপৎকালে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অধ্যাপক না মিলিলে ব্রাহ্মণ বালকের পক্ষে ব্রাহ্মণেতর জাতির নিকটেও অধ্যয়ন করা চলিবে। আর সেরূপ অবস্থায় যতদিন অধ্যয়ন করিবে ততদিন অনুব্রজ্যারূপ শুশ্রূষাও করা চলিবে।)

(মেঃ)—এইটাই এখানে বিধি। "আপৎকালে"=আপদের সময়ে ;—। ব্রাহ্মণ অধ্যাপক না মেলা, ইহাই আপৎ ; আপদের কাল=আপৎকাল। যদিও "আপৎকালে" না বলিয়া কেবল 'আপদি' বলিলেও চলিত তথাপি 'কাল' পদটী ছন্দঃ রক্ষা করিবার জন্য (শ্লোক পূরণের নিমিত্ত) প্রয়োগ করা হইয়াছে। এখানে "আপৎকল্পে" এইরূপ পাঠান্তরও আছে। 'কল্প' অর্থ কল্পনা। সুতরাং "আপৎকল্পে" ইহার অর্থ আপদ্ উপস্থিত হইলে এইগুলি কল্পনা করিবার উপদেশ দেওয়া যায়।

এমন যদি ঘটে যে, আচার্য্য একজনকে অধ্যাপনা করিতেছেন, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই হউক অথবা অন্য কোন কারণ বশতই হউক তিনি সেই শিষ্যটীকে ছাড়িয়া বিদেশে গেলেন, অথচ সেই দেশে অন্য কোন ব্রাহ্মণ অধ্যাপক পাওয়া যায় না, আবার ঐ শিষ্যটী বালক, কাজেই তাহার পক্ষে দূরদেশে গমন করাও সম্ভব নহে, তখন (সেইরূপ অবস্থায় পড়িয়া) "অব্রাহ্মণাৎ"= অব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে, তাহারও অভাব ঘটিলে বৈশ্যের নিকট হইতে অধ্যয়ন করা যাইবে। এখানে "বেদঃ কৃৎস্নঃ অধিগন্তব্যঃ"=সমগ্র বেদ আয়ত্ত করিবে, ইহারই প্রকরণ চলিতেছে বলিয়া "অধ্যয়ন" অর্থ বেদগ্রহণ ; তাহা "বিধীয়তে"=বিহিত হইতেছে।

এস্থলে বলা হইয়াছে "অব্রাহ্মণাৎ অধ্যয়নম্"=অব্রাহ্মণের নিকটও অধ্যয়ন; সত্য বটে 'অব্রাহ্মণ' বলিতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অর্থাৎ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি তিনটী জাতিরই পুরুষকে বুঝায়—তথাপি 'অব্রাহ্মণ' পদের দ্বারা এখানে শূদ্রকে ধরা চলিবে না; কারণ, শূদ্রের নিজেরই বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই। আর নিজের অধ্যয়ন থাকিলে তবেই অধ্যাপকতা সম্ভব, (অপরকে অধ্যাপনা করা চলে)। (সুতরাং শূদ্রের নিজেরই যখন অধ্যয়ন নাই তখন সে অপরকে অধ্যাপনা করিবে কিরূপে?)। ইহাতে যদি বলা হয় যে, শূদ্রের পক্ষেও ত শাস্ত্রানির্দ্দেশ লংঘন করিয়া বেদ অধ্যয়ন করা সম্ভব? সুতরাং ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য (ইহাদের অধ্যাপনা না থাকিলেও) তাহারা যেমন অধ্যাপক হইতে পারে শূদ্রও সেইরূপ হইবে। একথা বলা কিন্তু সঙ্গত হইবে না। কারণ, শূদ্র যদি বেদ ধারণ করে তাহা হইলে তাহার শরীর বিদ্ধ করিয়া দিবার নির্দ্দেশ আছে। কাজেই শূদ্রের পক্ষে বেদধারণের এই যে দণ্ড ইহার গুরুত্ব দেখিয়া এইরূপ অনুমান করা হয় যে শূদ্রের বেদ ধারণ একটী গুরুতর অকার্য্যানুষ্ঠান। আর শাস্ত্রনিন্দিত (নিষিদ্ধ) কর্ম্মের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিলে পতন ঘটে (পতিত হইতে হয়—পাতিত্য আসে) ; আর সেই পতিত ব্যক্তির সহিত সংসর্গ করার ফলে ব্রহ্মচারীর মধ্যেও গুরুতর দুষ্টতা (দোষযুক্ততা—দোষ) উপস্থিত হইয়া পড়ে। ইহাতে যদি বলা হয়, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পক্ষেও যখন অধ্যাপনা নিষিদ্ধ তখন অধ্যাপকতা করিলে তাহাদেরও ত সমান রকমেরই দোষ ঘটিবে, (পাতিত্য জন্মিবে)? ইহার উত্তরে বক্তব্য, এবিষয়ে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পার্থক্য রহিয়াছে। কারণ, যেস্থলে দণ্ড এবং প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই অধিক সেখানে দোষও অধিক বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে দণ্ড এবং প্রায়শ্চিত্ত যেখানে খুব অল্প সেখানে দোষেরও অল্পতাই হইবে। আর, শূদ্র যদি অধ্যাপনা করে তাহা হইলে তাহার দণ্ড এবং প্রায়শ্চিত্ত যেরূপ গুরুতর, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যদি অধ্যাপকতা করে তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে উহা সেরূপ নহে। বিশেষতঃ, শূদ্রের পক্ষে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা—দুইটী কর্ম্মই নিন্দিত (নিষিদ্ধ) ; কিন্তু ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পক্ষে কেবলমাত্র একটী কর্ম্মই (অধ্যাপনাই নিষিদ্ধ)। সেটীও কিন্তু এই বচনটীর দ্বারা অনুমোদিত হইতেছে বলিয়া তাহা দোষাবহ হইবে না। (অধ্যাপকতা যখন নিষিদ্ধ তখন তাহাদের নিকট অধ্যয়ন করায় ঐ নিষিদ্ধ কর্ম্মকারী ব্যক্তির সহিত ব্রহ্মচারীরও ত সংসর্গজনিত

দোষ অবশ্যই ঘটিবে, এইপ্রকার আপত্তি হইলে তাহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পক্ষে অধ্যাপকতা করা সাধারণ ভাবে নিষিদ্ধ হইলেও তাহা বিশেষ স্থলে অনুমোদিত। আর এই বচনটীর দ্বারা সেই অনুমোদন দেওয়া হইতেছে। কাজেই এতাদৃশ স্থলে অধ্যাপনা করিলে তাহাদের নিষিদ্ধানুষ্ঠান করা হয় না। আর তাহা হইলে তৎসংসর্গে ব্রহ্মচারীরও কোন প্রকার দোষ জন্মে না)। পক্ষান্তরে শূদ্রের পক্ষে বেদ অধ্যয়নই নিষিদ্ধ ; সুতরাং তাহার সহিত সংসর্গ যে অনুমোদিত হইবে, এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণই নাই। "অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা"—গুরুর অনুগমন রূপ শুশ্রূষাও বিহিত। পাদবন্দনা, পাদপ্রক্ষালন প্রভৃতি শুশ্রূষা নিষিদ্ধ করিবার জন্য বলিয়া দিতেছেন যে, এরূপ স্থলে গুরুর অনুগমন করাই কর্ত্তব্য হইবে কিন্তু তাহার শুশ্রূষা, অন্য কোন প্রকার শুশ্রূষা করা চলিবে না। এবং তাহাও "যাবদধ্যয়নম্"=যতদিন অধ্যয়ন করিবে কেবল ততদিন মাত্রই কর্ত্তব্য, তাহার পরে নহে। ২৪১

(যে ব্রাহ্মণ পরমগতি কামনা করেন তাঁহার পক্ষে ব্রাহ্মণেতর গুরুর নিকট আত্যন্তিক বাস করা অর্থাৎ 'নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী' হইয়া থাকা চলিবে না, অথবা যে ব্রাহ্মণ বেদানুবচন এবং জীবিকা সম্পন্ন নহেন তিনি যদি গুরু হন তাঁহার নিকটও আত্যন্তিক বাস করা চলিবে না।)

(মেঃ)—নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারীর পক্ষেও অব্রাহ্মণ গুরুর নিকট বেদাধ্যয়নের জন্য বাস করা পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুসারে প্রাপ্ত হয়। তাহারই নিষেধ বলিতেছেন। "আত্যন্তিকং বাসম্"= যাবজ্জীবন বাস করা। "ন বসেৎ"=করিবে না। "বাসং বসেৎ" এখানে একই 'বস্' ধাতুর যে দুইবার প্রয়োগ ইহাতে একটীর অর্থ হইবে সাধারণভাবে বাস করা এবং অপরটীর অর্থ হইবে বিশেষ প্রকার বাস অর্থাৎ ঐ নৈষ্ঠিকভাবে গুরুর নিকটে বাস করা ; সেরূপ করিবে না ; কিন্তু অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে অন্যস্থানে চলিয়া যাইবে। আচ্ছা, অব্রাহ্মণের নিকট কেবল অধ্যয়ন করিবারই ত অনুমোদন রহিয়াছে ; সুতরাং এখানে আত্যন্তিক বাস করিবার কথা আসে কোথা থেকে? না, উহা দোষের নহে। গুরুর নিকট সেই ব্রহ্মচারীর বাস করিবার কথা বলা হইয়াছে। আবার যিনি বেদ অধ্যাপনা করেন তিনি 'গুরু', একথাও বলা হইয়াছে। এইজন্য আশঙ্কা হইতে পারে (সন্দেহ জাগিতে পারে যে সেখানেও 'নৈষ্ঠিক বাস' অনুমোদিত। সুতরাং তাহারই নিরাস করা হইল)। "ব্রাহ্মণে বা অননূচানে" ;—। এখানে 'বা' শব্দটী 'অপি' শব্দের অর্থ বুঝাইতেছে। ব্রাহ্মণও যদি 'অনূচান' না হন, তাঁহার যদি অন্নসংস্থান এবং বাস সংস্থান না থাকে এবং তিনি যদি বেদাধ্যয়ন এবং বেদার্থব্যাখ্যাপরায়ণ না হন,—। এখানে যে 'অনূবচন'=অনূচান শব্দটী রহিয়াছে উহা দ্বারা এইগুণগুলির সব কয়টীই লক্ষণা দ্বারা বোধিত হইতেছে। কারণ, যিনি অনূবচনপটু নহেন তাঁহার অর্থাভাব অবশ্যই ঘটিবে। কাজেই সেখানে বাস করা (অন্যের পক্ষে) সম্ভব নহে। "কাঙ্ক্ষন্ গতিম্ অনুত্তমাম্"=অনুত্তম গতি যিনি কামনা করিবেন। এখানে 'গতি' বলিতে সুখাতিশয় বুঝাইতেছে। "অনুত্তমা"=যাহা অপেক্ষা আর অন্য কোন উত্তম গতি নাই ; সেইরূপ গতি অর্থাৎ পরমানন্দস্বরূপ যে মোক্ষ তাহা আকাঙ্ক্ষা করিয়া। ২৪২

(যদি গুরুকুলে আত্যন্তিক বাস করিবার রুচি হয় তাহা হইলে যতদিন পর্য্যন্ত নিজের দেহপাত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত তৎপরায়ণ হইয়া ঐ গুরুর সেবা করিবে।)

(মেঃ)—যাহা অত্যন্ত অর্থাৎ চিরকালের জন্য তাহা 'আত্যন্তিক'। গুরুকুলে 'আত্যন্তিক বাস' অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য যদি ভাল লাগে (অভিপ্রেত হয়) তাহা হইলে "যুক্তঃ"=তৎপরায়ণ হইয়া, "পরিচরেৎ এনম্"=ইঁহার অর্থাৎ গুরুর পরিচর্য্যা করিবে। "আ শরীরবিমোক্ষণাৎ"= শরীরের বিমোক্ষণ অর্থাৎ পতন পর্য্যন্ত অর্থাৎ যতদিন শরীর ধারণ করিবে ততদিন। ২৪৩

(যে ব্রাহ্মণ দেহপাত পর্য্যন্ত গুরুর শুশ্রূষা করেন তিনি ঋজুমার্গে—সোজাসুজি শাশ্বত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য বিধান করা হইল, ইহা তাহারই ফলবিধি। ("আ সমাপ্তেঃ শরীরস্য"=শরীরের সমাপ্তি পর্য্যন্ত)। শরীরের সমাপ্তি হইতেছে প্রাণত্যাগ ; সেই সময়টী

পর্য্যন্ত। "যো গুরুং শুশ্রূষতে"=যিনি গুরুর পরিচর্য্যা করেন। "সঃ বিপ্রঃ"=সেই 'বিপ্র' "গচ্ছতি"=গমন করেন=প্রাপ্ত হন। "ব্রহ্মণঃ সদ্ম"=ব্রহ্মার অথবা ব্রহ্মের 'সদ্ম' অর্থাৎ স্থান, যাহা "শাশ্বতম্"=অবিনশ্বর ; তিনি আর 'সংসার' প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ তাঁহার জন্মমরণমূলক গমনাগমন আর থাকে না। "অঞ্জসা"=ক্লেশশূন্য (সরল) যে মার্গ, সেই মার্গেই তিনি গমন করেন, কিন্তু তাঁহাকে তির্য্যক্, প্রেত, মনুষ্য প্রভৃতি যোনিতে জন্মিয়া গত্যন্তর দ্বারা ব্যবধান প্রাপ্ত হইয়া যাইতে হয় না। ইতিহাস শাস্ত্রের দৃষ্টিতে 'ব্রহ্ম' শব্দটীর অর্থ চতুর্ম্মুখ দেবতাবিশেষ; তাঁহার সদ্ম অর্থাৎ স্থান বিশেষ,—তাহা দ্যুলোকে স্বর্গাদির ন্যায় বিদ্যমান। আর বেদান্তবাদিগণের মতে 'ব্রহ্ম' অর্থ পরমাত্মা ; তাঁহার সদ্ম ;—তাঁহার স্বরূপই তাঁহার সদ্ম ; সুতরাং ইহা দ্বারা ব্রহ্মভাবাপত্তি (ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্তি) বুঝাইতেছে। ২৪৪

(ধর্ম্মজ্ঞ শিষ্য সমাবর্ত্তন যতক্ষণ না হয় তাহার পূর্ব্বে গুরুকে কিছু দক্ষিণাদান করিবে না। কিন্তু সমাবর্ত্তন স্নান করিবার সময় গুরু আদেশ দিলে নিজ শক্তি অনুসারে গুরুর জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবে।)

(মেঃ)—এই যে প্রতিষেধ ইহা দ্বারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষেই গুরুকে অর্থ দান করিতে নিষেধ করা হইতেছে। কারণ, যে শিষ্য নৈষ্ঠিক নহে কিন্তু সমাবর্ত্তন স্নান করিবে তাহার পক্ষে গুরুর জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার বিধানই আছে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে সমাবর্ত্তন স্নান বিহিত হয় নাই। আর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীই এখানে প্রকৃত—(প্রকরণের আলোচ্য)। পক্ষান্তরে 'উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী' উপনয়নকাল হইতে সমাবর্ত্তন স্নান পর্য্যন্ত যতদিন গুরুকুলে বাস করিবে ততদিন যথাশক্তি গুরুকে দান করিবে, অবশ্য যদি সেরূপ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয়। (এই জন্য এটী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষেই দান করিবার নিষেধ)। "পূর্ব্বং"=সমাবর্ত্তন স্নানের পূর্ব্বে "গুরবে"=গুরুকে "কিঞ্চিৎ"=কিছু "ন উপকুর্ব্বীত"=দান করিবে না। 'উপ' এই উপসর্গযুক্ত 'কৃ' ধাতুটী 'দা' ধাতুর অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। এইজন্য "গুরবে" এখানে যে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে তাহা ঐ ধাতুটীরই সামর্থ্য অনুসারে সম্প্রদানে চতুর্থী। অথবা, ইহা ক্রিয়াযোগে সম্প্রদান। 'ধর্ম্মবিৎ' এই শব্দটী এখানে অনুবাদ মাত্র।

"স্নাস্যন্ তু"=সমাবর্ত্তন স্নানের সময় উপস্থিত হইলে, "গুরুণা আদিষ্টম্"=গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট যে অর্থ,—গুরু যেরূপ আদেশ করিবেন, 'অমুক বস্তুটী সংগ্রহ করিয়া আমাকে দাও তাহা, "শক্ত্যা"=শক্তি অনুসারে, যে পরিমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে সেই পরিমাণ,—। "গুর্ব্বর্থম্"=গুরুর জন্য, গুরুর যাহাতে প্রয়োজন তাহা "আহরেৎ"=আনিয়া দিবে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, প্রথমে ত বলা হইল যে, ইহা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে গুরুকে অর্থ দিবার নিষেধ। সুতরাং এটী ত আর দুইটী বাক্য নয় যে, একটী বাক্যের দ্বারা ঐ প্রকার নিষেধ করা হইল এবং অপর একটী বাক্যের দ্বারা গুরুর জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার—গুরুকে অর্থ দিবার বিধি বলা হইল। (উত্তর)—সমাবর্ত্তন স্নানকালে গুরুর অর্থ সাধন করা আবশ্যক—তাহা অবশ্যকর্ত্তব্য, ইহাই হইতেছে এখানে বিধি ; আর ঐ যে প্রতিষেধ উহা এই বিধিটীরই 'শেষ'স্বরূপ। কারণ, এরূপ যদি বলা না হয় তাহা হইলে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে গুরুর যে কোন প্রকার উপকার করাও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। আর, তাহা হইলে গুরুশুশ্রূষাবিষয়ক যেসকল বিধান আগে বলা হইয়াছে (যাহা উভয় প্রকার ব্রহ্মচারীর পক্ষেই কর্ত্তব্যরূপে বিহিত) সে সমস্তই অনর্থক হইয়া যায়। আর, কেবলমাত্র অর্থাদি দান করাটাই যে উপকার তাহা নহে। কাজেই উহা দ্বারা যে কেবল ধন দান করিয়া উপকার করিবারই নিষেধ করা হইয়াছে কিন্তু প্রিয়হিতাদি উপকার নিষিদ্ধ হয় নাই, এরূপ বলাও চলে না। পক্ষান্তরে ইহাকে যদি উপকার বিধির অর্থবাদ বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে ইহার যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ না করিলে তাহা দোষাবহ হয় না। বস্তুতঃ এখানে 'অর্থদান' এবং 'উপকারনিষেধ' ইহাদের এক বাক্যতাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। ২৪৫

(ভূমি, সুবর্ণ, গো, অশ্ব, অন্ততঃ ছাতা-জুতা, ধান্য, বস্ত্র এবং শাকসব্জি—এই সমস্ত বস্তুগুলি গুরুর প্রীতি উৎপাদনের জন্য সংগ্রহ করিবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে গুরুর প্রয়োজন সম্পাদন করিবে, তাহারই বিশেষত্ব বুঝাইয়া দিবার জন্য এই শ্লোকে বলিতেছেন যে 'সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিতে হইবে না'। গুরু যদি কোন

শাস্ত্র বিরুদ্ধ কিংবা লোকাচার বিরুদ্ধ আদেশ করেন, যেমন, অমুকের স্ত্রীকে আমায় আনিয়া দাও', অথবা 'সর্ব্বস্ব দিয়া যাও', তাহা হইলে তাহা পালন করিতে হইবে না। তবে কোন্ কোন্ বস্তু দিতে হইবে? (উত্তর)—"ক্ষেত্রম্"=ধান্য উৎপাদনের ভূমি ক্ষেত্র (ক্ষেৎ) নামে কথিত হয়। "হিরণ্যম্"=সুবর্ণ। শ্লোকে যে "বা" শব্দটী রহিয়াছে উহা বিকল্প বুঝাইতেছে। কাজেই ঐ বস্তুগুলির প্রত্যেকটীই যে দিতে হইবে তাহা নহে। "অন্ততঃ"=অন্য কিছু যদি না থাকে তবে "ছত্রোপানহম্"=ছাতা-জুতাও দিবে। এখানে 'ছত্র' এবং উপানহ দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এজন্য এই দুইটী বস্তু একসঙ্গে দিতে হইবে—(দুইটীই দিতে হইবে, কেবল ছাতা অথবা কেবল জুতা যে দিবে তাহা নহে)। "বাসাংসি"=বস্ত্র দিবে। এইগুলির কোনটীতেই সংখ্যা বিবক্ষিত নহে। (কাজেই এক, দুই অথবা বহু যেরূপ সামর্থ্য হইবে সেইরূপ দিবে)।

"প্রীতিম্ আহরন্"=তাঁহার প্রীতি (তৃপ্তি) উৎপাদন করিয়া, "এই দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিবে" —পূর্ব্ব শ্লোকের এই অংশটীর সহিত সম্বন্ধ। এখানে "প্রীতিমাহরেৎ" এই প্রকার পাঠও আছে; আর তাহা হইলে ইহাই এখানকার সমাপিকা ক্রিয়া। অথবা "প্রীতিমাবহেৎ" এইরূপ পাঠও হয়। তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিবার জন্য ধান্য প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দিবে। অথবা এখানে প্রীতিকে স্বতন্ত্রভাবে আহরণীয়ই বলা হইয়াছে। আর তাহা হইলে ধান্য প্রভৃতি দ্রব্য-গুলিকে দৃষ্টান্তের জন্য উল্লেখ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই প্রকার অপরাপর যেসমস্ত দ্রব্য আছে যেগুলি তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করে, যেমন মণি, মুক্তা, প্রবাল, হস্তী, অশ্বতরীবাহ্য রথ প্রভৃতি, তাহাও তাঁহাকে দেওয়া যায়, ইহা বুঝা যাইতেছে। এইজন্য গোতম বলিয়াছেন, "বিদ্যাগ্রহণের অবসানে গুরুকে অর্থের দ্বারা নিমন্ত্রিত করিবে।" "আহরেৎ"—ইহার অর্থ, যদি ঐ দ্রব্য নিজের থাকে তবে তাহা আনিয়া দিবে, কিন্তু নিজের না থাকিলে যাচ্ঞা প্রভৃতি দ্বারা অর্জ্জন করিয়া দিবে। ২৪৬

(আচার্য্য পরলোকগত হইলে গুণবান্ গুরুপুত্রের প্রতি, গুরুপত্নীর প্রতি কিংবা গুরুর সপিণ্ডের প্রতি গুরুর ন্যায় আচরণ করিবে।)

(মেঃ)—এটী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর প্রতি উপদেশ। যদি আচার্য্য জীবিত না থাকেন তাহা হইলে আচার্য্যের পুত্র যদি শ্রোত্রিয়ত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত হন তবে তাঁহার নিকটে, অথবা গুরুপত্নী—আচার্য্যানীর সমীপে, কিংবা ঐ গুরুরই সপিণ্ডের সকাশে বাস করিবে এবং তাঁহাদের প্রতি "গুরুবদ্‌বৃত্তি মাচরেৎ"=গুরুর ন্যায় আচরণ করিবে—ভৈক্ষ-নিবেদন প্রভৃতি যে সব বিধান আছে সেগুলি পালন করিবে। বৈয়াকরণগণের মতে 'দার' শব্দটী ভার্য্যাবাচক এবং বহুবচনান্ত। কিন্তু স্মৃতিকারগণ উহা একবচনান্তও প্রয়োগ করেন। যেমন "ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত" ইত্যাদি স্থলে উহা একবচনান্তরূপেই প্রয়োগ করিয়াছেন। ২৪৭

(ইঁহাদের কেহও যদি বিদ্যমান না থাকেন তাহা হইলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী আচার্য্যের অগ্নি-শালায় দাঁড়াইয়া, বসিয়া, বিহরণ করিয়া অগ্নির শুশ্রূষা করিতে থাকিয়া নিজ দেহকে পাত করিবে।)

(মেঃ)—"অবিদ্যমানেষু"=অবিদ্যমান হইলে; অবিদ্যমানতা বলিতে সকলের অভাব বুঝায়; (কেহ বিদ্যমান না থাকিলে)। অথবা উহার অর্থ গুণহীনতা। ইঁহাদের মধ্যে কেহও না থাকিলে অগ্নিশুশ্রূষা করিতে থাকিবে। অগ্নিশালা উপলেপন করা, অগ্নি সমিদ্ধ করা, আচার্য্যের নিকট যেভাবে সন্নিহিত থাকিতে হয় সেই নিয়ম অনুসারে সন্নিহিত হওয়া, ভৃত্যের ন্যায় দিবারাত্র বসিয়া থাকা—ইহাই অগ্নির শুশ্রূষা। এই শুশ্রূষা করিতে থাকিয়া "দেহং সাধয়েৎ"=শরীর ক্ষয় করিবে। অন্ধকে যেমন চক্ষুষ্মান্ বলা হয় সেইরূপ এখানেও বলা হইয়াছে "সাধয়েৎ"। স্থানাসনরূপ বিহার=স্থানাসনবিহার; তদ্‌যুক্ত হইয়া। কখনও বসিয়া থাকিবে না, কিন্তু এইভাবে বিহার করিবে। অন্য কেহ কেহ বলেন, ধ্যান করিবার সময় 'স্থান' (অবস্থান) করিবার জন্য স্বস্তিকাদিরূপে যে 'আসন' তাহাই 'স্থানাসন'; আর 'বিহার' হইতেছে ইহা ছাড়া অন্য কর্ম্ম—ভিক্ষাচরণ প্রভৃতি। ২৪৮

(যে ব্রাহ্মণ এইভাবে অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন তিনি উত্তম স্থান লাভ করেন, ইহ সংসারে আর জন্মগ্রহণ করেন না।)

(মেঃ)—"এবম্"=এই প্রকারে,—এই কথাটী দ্বারা নৈষ্ঠিক ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করা হইতেছে। এইভাবে যিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন 'অবিপ্লুত' অর্থাৎ অস্খলিত হইয়া। "স গচ্ছতি"=তিনি প্রাপ্ত হন, "উত্তমং স্থানং"=পরমাত্মপ্রাপ্তিরূপ উৎকৃষ্ট গতি। আর তিনি এখানে জন্মগ্রহণ করেন না—তিনি আর সংসার প্রাপ্ত হন না, কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। ২৪৯

ইতি শ্রীভট্টমেধাতিথিবিরচিত মনুভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্দ্রনাথ-শর্ম্ম-শ্রীচরণান্তেবাসি
শ্রীমৎক্ষেত্রমোহন-বিদ্যারত্নাত্মজ-শ্রীভূতনাথ-শর্ম্মকৃত
শ্রীভট্টমেধাতিথিবিরচিত মনুভাষ্যের বঙ্গানুবাদে
দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

(বেদত্রয় অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত গুরুনিকট ছত্রিশ বৎসর কাল ব্রহ্মচারিব্রত পালন করিবে অথবা তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ কাল কিংবা পাদপরিমাণ সময় অথবা যতদিন না বেদগ্রহণ সমাপ্ত হয় ততদিন ঐ ব্রত পালন করিবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ—'নৈষ্ঠিক' এবং 'উপকুর্ব্বাণ'। "শরীর নাশ হইয়া যাইবার সময় পর্য্যন্ত যিনি গুরুর শুশ্রূষা করেন" ইত্যাদি শ্লোকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর কথা বলা হইয়াছে। আর "সমাবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত এই নিয়মগুলি পালন করিবে" ইত্যাদি বচনে অপর পক্ষটীর বিষয়ও অর্থাৎ উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর বিষয়ও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই দুইটীর মধ্যে 'নৈষ্ঠিক' এই নামটীর জ্ঞান (অর্থবোধ) হইতেই উহার নিমিত্ত এবং অবধি বা সীমা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। যিনি 'নিষ্ঠা' অর্থাৎ সমাপ্তি প্রাপ্ত হন তিনি 'নৈষ্ঠিক'। এখানে "আ সমাপ্তেঃ" ইত্যাদি শ্রুতি (বচন) দ্বারাই তাহার কাল বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার, উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর পক্ষে "এই ক্রম এবং যোগ অনুসারে", "তপোবিশেষ দ্বারা এবং বিধিবিহিত বিবিধ ব্রত পালন করিতে থাকিয়া সমগ্র বেদ আয়ত্ত করিতে হইবে" ইত্যাদি বাক্যে 'সমগ্র বেদ' আয়ত্ত করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এখানে "বেদঃ কৃৎস্নঃ" এই পদটীতে সংখ্যা বিবক্ষিত নহে। কাজেই সামর্থ্য অনুসারে একটী, দুইটী, তিনটী, চারিটী, পাঁচটী, ছয়টী, সাতটী প্রভৃতি শাখা অধ্যয়ন করা যায়। তাহাই এখানে নিয়মবন্ধ করিয়া দিতেছেন "ত্রৈবেদিকং ব্রতং চর্য্যম্"। তিন বেদের সমাহার (সমষ্টি)=ত্রিবেদী ; এই ত্রিবেদী গ্রহণ করা যাহার প্রয়োজন তাহা 'ত্রৈবেদিক'। এখানে এই বৃত্তিটীর (ব্যাখ্যা বাক্যটীর) মধ্যে 'গ্রহণ করা' এই ক্রিয়াটী অন্তর্ভূত হইয়া আছে ; কারণ ঐ বেদ গ্রহণটী পূর্ব্বেই বচন দ্বারা বিহিত হইয়াছে—বেদগ্রহণ যে কর্ত্তব্য তাহা পূর্ব্বে বিধি দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে। 'ব্রত' ইহার অর্থ ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম-(পালনীয় নিয়ম)-সমষ্টি। "চর্য্যং"=আচরণ (পালন) করিতে হইবে। এখানে বিধি অর্থে কৃত্য ('য' প্রত্যয়) হইয়াছে।

বেদ গ্রহণ করা হইয়া গেলেই কি গুরুর সমিদাহরণ প্রভৃতি কর্ত্তব্যগুলির অবসান ঘটিবে, এইপ্রকার সংশয় হইলে তাহার উত্তরে বলিতেছেন "ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকম্" ;—(ছত্রিশ বৎসর কাল ঐরূপ করিতে হইবে), বেদ আয়ত্ত করা হইয়া গেলেও ঐ সময়টী ব্রতপালন দ্বারা পূরণ করিয়া দিতে হইবে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্মচারীর পালনীয় ঐ ধর্ম্মগুলি যদি স্বাধ্যায় বিধির অঙ্গ হয়—বেদাধ্যয়ন কর্ম্মের জন্যই কর্ত্তব্য হয় তাহা হইলে বেদ গৃহীত (আয়ত্ত) হইলেই স্বাধ্যায়বিধিটীর ব্যাপার যখন নিবৃত্ত হইয়া যায় তখন বেদ গ্রহণের পরেও আবার দ্বাদশ বৎসর ব্রত পালন করিয়া যাইবার কারণ কি? (ইহার উত্তরে বক্তব্য)—কেবল বেদ গ্রহণের পক্ষে এইরূপ আপত্তি দেখান হইলে ত অতি অল্পই বলা হয়, কারণ দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যাগ সম্বন্ধেও ত ঐরূপ আপত্তি উঠান চলে। দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞে আগ্নেয় প্রভৃতি ছয়টী যাগের পর যেসমস্ত অঙ্গ আছে সেগুলির সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। (কারণ 'আগ্নেয়' প্রভৃতি প্রধান যাগগুলি অনুষ্ঠিত হইয়া গেলে তাহার পর অঙ্গ কর্ম্মগুলি অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন কি?)। বস্তুতঃ, বিধিবাক্য হইতে এইরূপ অর্থই অবগত হওয়া যায় যে, অঙ্গ কর্ম্মগুলি অনুষ্ঠান করিবার একটী বিশিষ্ট ক্রম (পারম্পর্য্য) আছে। 'আরাদুপকারক' প্রভৃতি অঙ্গগুলি সেইভাবে ঐ প্রধান কর্ম্মগুলির অগ্রে কিংবা পরে বিধিনির্দ্দেশমত অনুষ্ঠান করিতে হয়। এইভাবে সমস্ত অঙ্গকর্ম্মগুলির অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে তবেই বিধ্যর্থটী (বিধির প্রতিপাদ্য বিষয়টী) পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। আচ্ছা, (বেদাধ্যয়নের জন্য) এখানে ত গুরু এবং লঘু উভয়প্রকার পক্ষই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে? কারণ—ছত্রিশ বৎসর—এটী দীর্ঘকালব্যাপী—গুরুতর পক্ষ। তাহার অর্দ্ধেক এবং তাহার পাদপরিমাণ কাল—ইহা লঘু পক্ষ। ইহা বেদ গ্রহণের অবধি। সব কয়টী পক্ষই যখন তুল্যবল হইয়া রহিয়াছে তখন আর বারো বৎসর কাল—এই অতি দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া গুরুতর কষ্ট স্বীকার করিয়া ব্রত পালন করিতে কেহ আগ্রহান্বিত হইবে কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য—ফলাধিক্য হইবে। যাহারা

অধিক ফললাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিবে তাহারা ঐ অঙ্গ কর্ম্মের বাহুল্য—দীর্ঘকালব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে। এইজন্য মীমাংসাদর্শনের ভাষ্যে শবরস্বামী বলিয়াছেন—'যদি বেশী প্রয়াস করিতে হয় তাহা হইলে ফলও বেশী হইবে'।

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, অধীত বেদের অর্থজ্ঞান লাভ করাই ত স্বাধ্যায় বিধির ফল; আর বেদের অক্ষর গ্রহণটী তাহার দ্বারস্বরূপ—বেদাভ্যাসের দ্বারা বেদবাক্যগুলি আয়ত্ত করিয়া বেদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়, ইহাই স্বাধ্যায় বিধির ফল, ইহা ছাড়া ত অন্য কোন ফল হইতে পারে না। এইজন্য মীমাংসা দর্শনের ভাষ্যে শবরস্বামী বলিয়াছেন—"মাননীয় যাজ্ঞিকগণ কেবলমাত্র অধ্যয়ন অর্থাৎ বেদের অক্ষর গ্রহণকে স্বাধ্যায় বিধির ফল বলিয়া স্বীকার করেন নাই"; তিনি আরও বলিয়াছেন, "যজ্ঞাদি কর্ম্মে ব্যুৎপত্তিলাভ করাই ঐ স্বাধ্যায় বিধির প্রয়োজন। আর এ সম্বন্ধে কোন পার্থক্য দেখা যায় না—অর্থাৎ যজ্ঞাদি বিষয়ে যে ব্যুৎপত্তিলাভ হয়, সময়ের দীর্ঘতায় তাহার কোন তারতম্য ঘটে না। তাহাই যদি হয় তবে বেদ গ্রহণকালেও—(যখন বেদাক্ষর আয়ত্ত করিবার জন্য বেদাধ্যয়ন করা হয় তখনও) ঐ সমস্ত ব্রতধর্ম্ম পালন না করিয়াও ত বেদগ্রহণবিষয়ক অনুষ্ঠান করা যায়? বস্তুতঃ কথা এই যে—স্বাধ্যায় বিধির প্রয়োজন (ফল) হইতেছে বেদার্থে জ্ঞানলাভ করা, ব্যুৎপন্ন হওয়া—ইহা কে বলে? (আমরা তাহা স্বীকার করি না); কিন্তু স্বাধ্যায় বিধির প্রয়োজন (ফল) স্বার্থ ছাড়া আর কিছু নহে—বেদাক্ষর আয়ত্ত করা ছাড়া অন্য কিছু নহে। এখানে একটী পদার্থ অপরটীর অঙ্গ হইবে, (অক্ষর গ্রহণ অঙ্গ এবং অর্থজ্ঞান অঙ্গী হইবে) সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। কারণ, বেদগ্রহণ সম্পন্ন হইলে অর্থাৎ বেদবাক্য সকল আয়ত্ত হইলে বস্তুর স্বভাব অনুসারেই তাহার অর্থবোধও হইয়া যাইবে (যাহার ব্যাকরণ, নিরুক্তাদি আয়ত্ত আছে), ইহার জন্য বেদবিধি আবশ্যক হয় না। (প্রশ্ন) আচ্ছা, তবে কি স্বর্গাদি ফললাভার্থী ব্যক্তির জন্য এই বিধি (যে—একাধিক বেদ অধ্যয়ন করিবে)? (উত্তর)—ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? (প্রশ্ন)—আচ্ছা, তাহাই যদি হয় তবে এ কি রকম কথা হইল যে, 'প্রয়াসের আধিক্য থাকিলে ফলেরও আধিক্য হইবে—বেশী কষ্ট করিলে ফলও বেশী পাওয়া যাইবে'? (উত্তর)—ইহা এই রকমই কথা। একথা ঠিক যে, স্বাধ্যায় বিধিটী সংস্কার বিধি—আর স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) হইতেছে এখানে প্রধান, কারণ বেদাধ্যয়ন কর্ম্মেতেই ঐ স্বাধ্যায় বিধিটী উৎপন্ন—উহারই বিধায়ক। আর সংস্কার বিধির স্বভাবই এইরূপ যে, সেগুলি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পুরুষের 'অধিকার' অর্থাৎ ফল-সম্বন্ধ বিজ্ঞাপিত করে না। কিন্তু ঐ সংস্কার বিধি দ্বারা যাহার সংস্কার করিবার উপদেশ থাকে সেই সংস্কার্য্য পদার্থটী আশ্রয় করিয়া উহা অধিকারবোধক অপর একটী বিধির সহিত মিলিত হয়। ইহার উদাহরণ যেমন,—দর্শপূর্ণমাসযাগে উপদিষ্ট হইয়াছে "ব্রীহীনবহন্তি"=ব্রীহির উপর অবঘাত (মুষলাঘাত) করিবে। এই যে 'অবঘাত' ইহা দর্শপূর্ণমাস যাগীয় অপূর্ব্ব অর্থাৎ ঐ যাগের যে ফলাপূর্ব্ব তাহারই সহিত সম্বন্ধযুক্ত বটে, তবে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে; কিন্তু ঐ দর্শপূর্ণমাস যাগে যে আগ্নেয় প্রভৃতি কয়েকটী যাগ আছে সেগুলি পুরোডাশ দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়; পুরোডাশ ঐ আগ্নেয়াদি যাগের সাধন বা করণ; আবার ঐ পুরোডাশ তৈয়ারি করিতে হয় ব্রীহি হইতে; সুতরাং ব্রীহি হইতেছে পুরোডাশের প্রকৃতি। কিন্তু সাক্ষাৎ ব্রীহি থেকে পুরোডাশ হইতে পারে না—সেগুলির খোসা ছাড়াইতে হয়। অবঘাত ঐ কার্য্যের উপকার করে—ঐ ব্রীহিসকলের তুষবিমোচনরূপ (খোসা ছাড়ানরূপ) সংস্কার সাধন করিয়া থাকে এবং কণ্ডন দ্বারা সেগুলি চূর্ণ করিয়া দেয় (সেই তণ্ডুলচূর্ণ হইতেই পুরোডাশ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে)। কাজেই উহা দর্শপূর্ণমাস যাগীয় বিধির সহিত মিলিত না হইলে নিরপেক্ষভাবে ফলের উপকার সাধন করে না। আর দর্শপূর্ণমাস যাগটীই হইতেছে মুখ্য কর্ত্তব্য। সেইরূপ এখানেও আলোচ্য বেদাধ্যয়ন স্থলটীতেই অধ্যয়নের দ্বারা বেদের যে সংস্কার (আয়ত্তীকরণ ও শক্তি) হয়—বেদের এই সংস্কার্য্যতা সিদ্ধ (সফল বা সার্থক) হইতে পারে না যদি ঐ অধ্যয়ন দ্বারা সংস্কৃত বেদ অন্য কোন কর্ম্মের 'শেষ' (অঙ্গ) না হয় অর্থাৎ মুখস্থ করা বেদ যদি কোন কাজেই না লাগে তা হ'লে মুখস্থ করাটাই বাজে হয়। তবে বেদাধ্যয়নের পর যে সেই অধীত বেদের অর্থজ্ঞানও জন্মে, ইহা অনুভবসিদ্ধ। এইজন্য 'তণ্ডুলনিষ্পত্তি' (ধান থেকে চাল বাহির করা) 'ব্রীহীনবহন্তি' এই বিধিটীর সাক্ষাৎ প্রতিপাদ্য (বিধেয়) না হইলেও ঐ বিধিটীর ব্যাপার (ক্রিয়া বা প্রবর্ত্তকতা শক্তি) কিন্তু তণ্ডুলনিষ্পাদন করিয়া তবে নিবৃত্ত হয়। সেইরূপ এখানেও বেদবাক্যসকলের অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা স্বাধ্যায় বিধির সাক্ষাৎ বিষয় (বিধেয়) না হইলেও ঐ স্বাধ্যায় বিধিটী

অর্থজ্ঞানকেও ফলরূপে গ্রহণ করে অর্থাৎ বেদার্থজ্ঞানলাভেই স্বাধ্যায় বিধিটীর পর্য্যবসান বা সমাপ্তি ঘটে। তবে পূর্ব্বোক্ত 'অবঘাত বিধি'র সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, ঐ অবঘাত বিধিটী দর্শপূর্ণমাস যাগের প্রকরণে পঠিত; এজন্য অধিকার বিধিরূপ অপর একটী বিধির সহিত উহার সম্বন্ধ অতি শীঘ্র অনায়াসে গৃহীত হয়। কিন্তু এই স্বাধ্যায় বিধিটী 'অনারভ্যাধীত' (উহা কাহারও প্রকরণে পঠিত নহে)। এজন্য উহাকে অর্থজ্ঞানলাভরূপ ফলে পর্য্যবসিত করিতে হয়; আবার সেই অর্থজ্ঞানটী সকল প্রকার ফলবিশিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উপযোগী হয় (আবশ্যক হয়); এইভাবে ইহার (স্বাধ্যায় বিধির) ফল-সম্বন্ধরূপ অধিকারটী অর্থাপত্তিবলে গম্যমান হইয়া থাকে (বুঝিয়া লওয়া যায়)। আবার স্বাধ্যায় বিধির অর্থ যে বিধ্যর্থ সম্পাদন, অর্থাৎ 'অক্ষর গ্রহণ' তাহাও এখানে বিশেষ ফল বলিয়া স্বীকার করা হয়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক কিংবা পরম্পরা সম্বন্ধেই হউক তাহাতে কোন প্রভেদ নাই—তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু সকল বিধিই যে (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিংবা পরম্পরা সম্বন্ধে) পুরুষার্থ পর্য্যবসায়ী, ইহা ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি-মাত্রেই বুঝিয়া লইতে পারে। আর এই স্বাধ্যায় বিধিটীর অধিকার (ফল সম্বন্ধ) গম্যমান অর্থাৎ অনুমান কিংবা অর্থাপত্তিগম্য; এজন্য এই বিধিটী স্বতন্ত্র—স্বাধীনভাবেই—অন্য কোন বিধির সহিত মিলিত না হইয়াই নিজ প্রতিপাদ্য (বিধেয়) পদার্থটীর অনুষ্ঠান সম্পাদন করাইয়া দেয় (বেদাক্ষর গ্রহণরূপ কর্ম্মে পুরুষকে প্রবৃত্ত করায়)। অধিকন্তু নিত্যকর্ম্ম এবং কামশ্রুতিবিশিষ্ট (কাম্য) কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠানেও ঐ বেদার্থজ্ঞানটী উপযোগী হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন, অধিক বেদপাঠরূপ অধিক প্রযত্নের দ্বারা ফলেরও আধিক্য ঘটে বটে, কিন্তু এই ফলটী জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের যাহা ফল তাহা হইতে স্বতন্ত্র নহে; কারণ ঐ স্বাধ্যায় বিধিটী অর্থাববোধকে দ্বার করিয়া (বেদার্থজ্ঞানকে মাঝখানে রাখিয়া) জ্যোতিষ্টোমাদি বিধির সহিত একই কার্য্য সম্পাদন করে—জ্যোতিষ্টোমাদি বিধির যাহা কার্য্য (ফল) এই স্বাধ্যায় বিধিরও তাহাই পারম্পরিক কার্য্য; অতএব স্বাধ্যায় বিধির ফলাধিক্য বলিতে জ্যোতিষ্টোমাদি বিধিরই ফলাধিক্য বুঝায়। ইহা বলা কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ, এরূপ অর্থ স্বীকার করিলে 'আচার্য্যকরণ বিধিটী' কি অপরাধ করিল? (তাহারও ত উহাই ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়)। সুতরাং ইহার সহিত আচার্য্যকরণ বিধির তুল্যকার্যতা হইতে পারে না বলিয়া—আচার্য্যকরণ বিধির ফল উহা হইতে পারে না, এই বলিয়া এত গুরুতর প্রযত্ন (আগ্রহ) লইয়া উহা এখানে নিষেধ করিবার প্রয়োজন কি? যদি বলা হয়, ইহাতে বেদের অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে ('স্বাধ্যায় বিধিটী'র প্রবর্ত্তকতা থাকে না বলিয়া অপ্রামাণ্য ঘটে, এইজন্যই উহা নিষেধ করা একান্ত আবশ্যক) তাহা হইলে বলিব, হউক বেদের অপ্রামাণ্য। কিন্তু তাই বলিয়া ত নিজের প্রয়োজন অনুসারে অর্থাৎ সুবিধা হইবে বলিয়া যুক্তিসিদ্ধ অর্থটীকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। তবে যদি তদপেক্ষা প্রবল কোন যুক্তি থাকে তাহা হইলে তাহা দ্বারা সেই পূর্ব্ব যুক্তিটী অবশ্যই বাধা প্রাপ্ত হইবে—অপ্রমাণ বলিয়া নিরূপিত হইবে। যদি বলা হয়, আচার্য্যকরণ বিধি এবং জ্যোতিষ্টোমাদি বিধির কার্য্য যদি এক হয়—উভয়ে মিলিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে যদি একই কার্য্য সম্পাদন করে, তাহা হইলে এই স্বাধ্যায়বিধিটী আর বিধি থাকে না—উহার স্বরূপ অর্থাৎ বিধায়কত্ব ব্যাহত হইয়া পড়ে, কারণ উহার স্বার্থটী আর বিবক্ষিত থাকে না। তাহা হইলে ইহার উত্তরে বক্তব্য—জ্যোতিষ্টোমাদি বিধির মধ্যে যদি ঐ স্বাধ্যায় বিধিটী প্রবিষ্ট হয় (উহার সহিত মিলিত হয়) তাহা হইলেও ত ঠিক ঐ একই প্রকারে উহার 'স্বার্থ'টী বাধা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই স্বাধ্যায় বিধিটীকে যদি স্বতন্ত্র—স্বাধীন বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে উহা নিজ বিধায়কতা শক্তিবলে সকল প্রকার ইতিকর্ত্তব্যতাযুক্ত হইয়া স্ব-প্রতিপাদ্য বিষয়ের (অধ্যয়নের) অনুষ্ঠান সম্পাদন করে—তখন উহা জ্যোতিষ্টোমাদি বিধির ন্যায়ই সমানপ্রমাণ হয় বলিয়া স্বয়ংই সকল প্রকার ইতিকর্ত্তব্যতাযুক্ত হইয়া স্ববিষয়ের অনুষ্ঠাপক হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে ঐ স্বাধ্যায়বিধিটীর যে কয়টী লঘু (অল্প প্রয়াস সাধ্য) এবং গুরু (অধিক পরিশ্রম নিষ্পাদ্য) বৈকল্পিক পক্ষ আছে ইহাদের মধ্যে লঘু পক্ষটী দ্বারাই যখন বিধ্যর্থ সিদ্ধ হইয়া যায় তখন গুরুপক্ষগুলির অনুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই তাহা বিধ্যর্থে (ফলের মধ্যে) আধিক্য উৎপাদন করিবে—তাহাতে অধিক ফললাভ করা যাইবে। ইহার উদাহরণ যেমন,—অগ্নি-আধান প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে "একটী গরু দক্ষিণা দিবে, তিনটী গরু দক্ষিণা দিবে" ইত্যাদি। (এখানে 'একটী গরু দক্ষিণা' দিলে যদি ক্রিয়াটী সিদ্ধ হয় তাহা হইলে লোকে তিনটী গরু দক্ষিণা দিবে কেন? অথচ শ্রুতিমধ্যে ঐরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। অতএব তিনটী গরু দক্ষিণা

দিলে ফলের আধিক্য হইবে, ইহা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নাই)। আর এই স্বাধ্যায়বিধিটী যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন ঐ অনুষ্ঠানের এবং ফলের আধিক্যটী বিধি দ্বারাই (বিধায়ক শব্দ দ্বারাই) সাক্ষাৎ প্রতিপাদিত হউক, কিংবা তাহা প্রতীয়মানই (অনুমেয়) হউক অথবা অর্থাপত্তিবলে কল্পনা করাই হউক—এগুলি সব প্রমাণগত বিভিন্নতা ছাড়া আর কিছু নহে, ইহা (বিধি এবং বিধেয়ের) সম্বন্ধগত বিভিন্নতা নহে। মোটের উপর বিধিটী যে উভয় দিকই স্পর্শ করে অর্থাৎ ইহা যে স্বার্থ অধ্যয়নেরও অনুষ্ঠাপক এবং জ্যোতিষ্টোমাদিরও উপকারক, এইভাবে উভয় দিক্‌গামী ইহা স্বীকার করিতেই হয়, তাহা আমাদিগকে ছাড়িবে না, তাহা আমরা এড়াইতে পারিব না।

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এ কি রকম পাগলের মত পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ কথা বলা হইতেছে? কারণ,—প্রথমে বলা হইল যে সংস্কার বিধিসকল সাক্ষাৎসম্বন্ধে অধিকার প্রতিপাদন করে না—ফল সম্বন্ধে বুঝাইয়া দেয় না, আবার এখন বলা হইতেছে যে, ইহা একটী স্বতন্ত্র (প্রধান) বিধি, এবং ইহা স্বীয় অর্থের অনুষ্ঠেয়তা সম্বন্ধে কর্ত্তার অধিকার প্রতিপাদন করিয়া স্বীয় অর্থের (প্রতিপাদ্য বিষয়ের) অনুষ্ঠান সম্পাদন করায়। (উত্তর)—বিশেষশ্রুত অন্বয়ীর সহিত অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত ফলের সহিত ইহার (এই সংস্কার বিধির) সম্বন্ধ নাই বটে, কিন্তু সংস্কার বিষয়ক বিধি হইতে যদি অধিকার (ফল সম্বন্ধ) গম্যমান হয় অর্থাৎ অনুমান কিংবা অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায় তাহা হইলে সংস্কার বিধিসকলেরও সেভাবে ফল সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হয় না অর্থাৎ সংস্কার বিধিরও এভাবে ফল সম্বন্ধ স্বীকার করিলে পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ কথা বলা হয় না। বস্তুতঃ, যদি স্বাধ্যায় বিধিটীকে অর্থজ্ঞানফলক বিচার বিধায়ক বলা হয়—তাহা হইলে আর ইহা (এই অর্থজ্ঞানটী) একটী বিশেষ (অতিরিক্ত) বিষয় হয় না। তাহা হইলে, কেবল যে অক্ষরগ্রহণফলক বেদপাঠ সেটী হয় আচার্য্যকরণ বিধিপ্রযুক্ত, (এবং অর্থজ্ঞান বা বেদার্থ বিচারটী হয় স্বাধ্যায় বিধিপ্রযুক্ত) বলিয়া সংস্কার বিধিগুলিও অধিকার বিধির সহিত সম্বন্ধযুক্ত-রূপেই স্বীকৃত হইয়া থাকে। আর যদি বলা হয় যে, বেদাধ্যয়ন বিধ্যন্তর-বিহিত ক্রতুসকলের উপকারক বলিয়া উহা দর্শপূর্ণমাসাদি যাগীয় বিধিসকলের দ্বারা প্রযুক্ত (অনুষ্ঠাপিত) হয়, তাহা হইলে কিন্তু যাহারা দর্শপূর্ণমাসাদি যাগে অধিকৃত (গৃহস্থাশ্রমে অনুষ্ঠান কর্ত্তা) তাহাদেরই বেদাধ্যয়ন কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে, কিন্তু যাহারা 'অধীতবেদ' হইয়াছে (বেদাধ্যয়ন করিয়াছে) তাহাদেরই ঐসকল যাগে অধিকার, এরূপ কথা বলা চলে না। আর তাহা হইলে যাগাদিতে এবং বেদাধ্যয়নে শূদ্রেরও অধিকার আসিয়া পড়ে, ইহা নিবারণ করা যায় না। কারণ, এমন ত হইতে পারে যে, কোন শূদ্র ঘটনাক্রমে কোথাও থেকে কোন রকমে জানিতে পারিল যে জ্যোতিষ্টোম নামক একটী কর্ম্ম আছে, তাহা করিলে তাহার ফলে স্বর্গলাভ হয়; তাহা হইলে তখনই সে ঐ কর্ম্মটীর ইতিকর্ত্তব্যতা শিক্ষা করিবে এবং সেই সময়েই সে ব্যক্তি ঐ যজ্ঞে যজমানের পক্ষে আবশ্যক যেসকল মন্ত্র আছে সেগুলি অধ্যয়ন করিয়া লইবে। (এইভাবে শূদ্রেরও বেদাধ্যয়ন প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে।)

এই প্রকার আপত্তি উত্থিত হইলে কেহ কেহ 'আশ্রয়িন্যায়' অনুসারে ইহার পরিহার (সমাধান) করিয়া থাকেন, তাহাতে আর শূদ্রেরও বেদাধ্যয়ন প্রসঙ্গ হইতে পারে না। (আশ্রয়িন্যায় দ্বারা পরিহার কিরূপ তাহা বলিতেছেন)—স্বিষ্টকৃদ্ যাগ প্রভৃতিগুলি যেমন উভয়স্বরূপ,—অর্থাৎ উহারা সংস্কার কর্ম্ম এবং সাক্ষাৎ অপূর্ব্বজনক অর্থকর্ম্মও বটে; সেইরূপ স্বাধ্যায় বিধিবিহিত যে বেদাধ্যয়ন তাহাও সংস্কার কর্ম্ম, কারণ, উহা অভিধান দ্বারা বোধিত যে বিনিয়োগ তদনুসারে অনুষ্ঠিত হয়। আবার স্বর্গাদি ফলযুক্ত জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া উহা সাক্ষাৎ অপূর্ব্বজনক হওয়ায় ফলবৎ কর্ম্ম বা অর্থকর্ম্মও হয়। অতএব এই স্বাধ্যায় বিধিটীও যে অধিকার সম্বন্ধযুক্ত তাহা সিদ্ধ হইতেছে। এখন যদি বলা হয়, এই স্বাধ্যায়বিধিটীর অধিকারী কে? তাহা হইলে বলিব, যাহাদের উপনয়ন হইয়াছে সেই সকল ত্রৈবর্ণিক মাণবকই উহার অধিকারী। কারণ, এই যে বেদাধ্যয়ন বিধি ইহা ব্রহ্মচারীর অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিবার প্রকরণেই পঠিত হইয়াছে। বিধিবোধক লিঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি যে বিধ্যর্থ (বিধিবিহিত কর্ম্ম) প্রতিপাদন করে নিয়োজ্যরূপ পদার্থটীও তাহার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে—অর্থাৎ লিঙাদি দ্বারা যে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মটী প্রতিপাদিত হয় নিয়োজ্য (অনুষ্ঠাতা—অধিকারী) পুরুষও তাহার সহিত প্রতিপাদিত হইয়া থাকে; যেহেতু উহারা পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত (কারণ অধিকারী অর্থাৎ অনুষ্ঠাতা না থাকিলে কোনও কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে না)। তবে সেরূপ

স্থলে যখন ঐ অধিকারী পুরুষের বিশেষত্ব বা অধিকার অর্থাৎ ফল সম্বন্ধ জানিবার আকাঙ্ক্ষা হয় তখন তাহা কখন কখন "স্বর্গ কামনায় যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে" ইত্যাদি বেদবচন দ্বারাই সাক্ষাৎ বিজ্ঞাপিত হয়, আবার কোন কোন স্থলে তাহা সাক্ষাৎ শব্দ দ্বারা বোধিত না হইলেও শব্দেরই সামর্থ্য বা আকাঙ্ক্ষাবলে অনুমান অথবা অর্থাপত্তি দ্বারা কল্পনীয়ও হইয়া থাকে; যেমন 'বিশ্বজিৎ যাগ' প্রভৃতি স্থলে (অশ্রুত স্বর্গ ফলরূপে) কল্পনা করা হইয়া থাকে। আবার কোন কোন স্থলে এই অধিকার বা ফল সম্বন্ধটী প্রকরণবলে, বস্তুশক্তির প্রভাবে কিংবা অপরাপর বিধি পর্য্যালোচনা করিয়া নিরূপিত হয়। আলোচ্য স্বাধ্যায় বিধিস্থলে কিন্তু (প্রকরণাদি) ঐ সব কয়টী বিষয়ই বিদ্যমান। কারণ, এখানে ব্রহ্মচারীর পালনীয় ধর্ম্ম উপদেশ করা হইতেছে বলিয়া ত্রৈবর্ণিক ব্রহ্মচারীই প্রকরণ মধ্যগত অর্থাৎ অধিকারিরূপে প্রাপ্ত। আবার অধ্যয়ন করিলে যে অর্থাববোধ (অর্থজ্ঞান) জন্মে ইহা বস্তুশক্তিসিদ্ধ। আর, অর্থাববোধটী দর্শপূর্ণমাসাদি সকল প্রকার কর্ম্মবিধিতেই উপযোগী (আবশ্যক) হয়; কারণ, বিদ্বান্ (কর্ম্ম বিষয়ক বেদার্থ জ্ঞানসম্পন্ন) ব্যক্তিরই সেই সমস্ত কর্ম্ম করিবার অধিকার। (কাজেই বেদাধ্যয়ন ক্রতুবিধিপ্রযুক্ত হওয়ায় শূদ্রেরও বেদাধ্যয়ন প্রসঙ্গ হয়, ইহা আর আপত্তিরূপে উত্থিত হইতে পারিবে না)।

অন্য কেহ কেহ আবার এই প্রকার সমাধান অনুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন, ইহা যখন সংস্কার বিধি তখন ইহা দ্বারাই অধিকারও প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কারণ, সংস্কার্য্য পদার্থটীর মধ্যে কিছু অতিশয় (বিশেষত্ব বা আধিক্য) উৎপাদন করিবার জন্যই সংস্কার কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করা হয়। কিন্তু সেই সংস্কারের দ্বারা যদি সংস্কার্য্যটীর মধ্যে কোন বিশেষত্ব উৎপাদিত হইতে দেখা না যায় তাহা হইলে তাহার সংস্কাররূপতার হানি ঘটে—তাহা আর সংস্কার কর্ম্ম হইতে পারে না। ইহার উদাহরণ যেমন—"শক্তূন্ জুহোতি"=শক্তুহোম করিবে; এখানে শক্তুর মধ্যে কোন অতিশয় (পরিবর্ত্তন) দৃষ্ট হয় না বলিয়া ইহাকে সংস্কার কর্ম্ম বলা হয় না। (হোমের দ্বারা শক্তু ভস্মীভূত হইয়া যায় বলিয়া তাহাতে কোন প্রকার সংস্কার আহিত হয় না, এবং সেই সংস্কারও কোন উপকারে আসে না। এইজন্য শক্তুহোম সংস্কারকর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না)। কিন্তু এই স্বাধ্যায়াধ্যয়ন কর্ম্মটী সেরূপ (শক্তুহোম-কর্ম্মসদৃশ) নহে; কারণ, এখানে দেখা যায় যে, ঐ স্বাধ্যায়ধ্যয়ন কর্ম্মটীর ফলে তদ্বিষয়ক অর্থজ্ঞানও জন্মিয়া থাকে। কাজেই এখানে এই অতিশয় বা বিশেষত্বটী রহিয়াছে। আর যে 'স্বিষ্টকৃৎ' প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে—আশ্রয়িন্যায়ের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা এখানে খাটে না। যেহেতু, স্বিষ্টকৃৎ হোমকে উভয়রূপ (সংস্কার কর্ম্ম এবং অর্থ কর্ম্ম বলা যুক্তিযুক্ত); কারণ, তাহা না হইলে উহার রূপহানি ঘটে। অতএব ইহা স্থির হইল যে, এই স্বাধ্যায় বিধিটী মাণবক সম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বপ্রধান বিধিই হইতেছে; কাজেই ইহার অনুষ্ঠানও ইহারই স্বশক্তি দ্বারা প্রাপিত। কিন্তু অবঘাতাদি বিধি যেমন দর্শপূর্ণমাসাদি যাগের অধিকারবিধির সহিত সাপেক্ষ (মিলিত) হইয়া অনুষ্ঠান সম্পাদন করে ইহা সেভাবে অন্য কোন বিধির সহিত সাকাঙ্ক্ষ হইয়া কর্ত্তব্যতা বিধান করে না। (ইহা হইল কেবলমাত্র একটী বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধে কথা)।

এইরূপ একাধিক বেদ অধ্যয়ন সম্বন্ধেও ইহাই নিয়ম বুঝিতে হইবে। (তাহারও অনুষ্ঠান স্বশক্তি বোধিত; তাহা অন্য কোন বিধি দ্বারা প্রযুক্ত নহে)। তবে কথা এই যে, একটী বেদ অধ্যয়ন করিলেই যখন স্বাধ্যায় বিধি চরিতার্থ হইয়া যায় তখন একাধিক বেদ অধ্যয়ন করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য--ফলাধিক্য প্রযুক্ত অনেক বেদাধ্যয়ন:- একাধিক বেদ অধ্যয়ন করিলে অধিক ফল পাওয়া যাইবে। আর, এই একাধিক বেদাধ্যয়নের যে ফল তাহাও পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার ইহা দ্বারা যে দর্শপূর্ণমাসাদি যাগের উপকার সাধিত হয় সেই ফলেরই আধিক্য জন্মে। কিন্তু স্বাধ্যায় বিধির অর্থবাদরূপে যে পয়ো-দধি প্রভৃতির ক্ষরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহা ইহার ফল নহে। এই প্রকার সিদ্ধান্ত ব্যবস্থিত হইলে পর ইহাই নিরূপিত হয় যে, যে ব্যক্তি এক বেদাধ্যায়ী (কেবল একটী বেদই মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন) তিনি যখন যাগাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন তখন যেসমস্ত মন্ত্র তাঁহার স্বশাখায় আম্নাত হয় নাই অথচ সেগুলি ঐ যাগাদি কর্ম্মে প্রয়োগ করিতে হয় তখন তাঁহার পক্ষে সেই সমস্ত কর্ম্মোপযোগী মন্ত্র অন্য শাখা হইতেও অধ্যয়ন করিতে হয়; কারণ তাহা ঐ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মটীরই বিধিসামর্থ্যবলে আকৃষ্ট হইতেছে; কাজেই তাঁহার পক্ষে শাখান্তর অধ্যয়নও ঐ বিধি দ্বারা অনুমোদিত হইয়া

থাকে; যেহেতু যিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারই পক্ষে ঐ "অধীতে"-বিধিটী প্রয়োজ্য—তিনিই কেবল ঐ বিধিটীর অধিকারী।

অন্য কেহ কেহ আবার বলেন, "ব্রাহ্মণের পক্ষে 'নিষ্কারণ' অর্থাৎ কোন প্রয়োজন সাধনের অভিলাষ (কামনা) ব্যতীতই ষডঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য—ইহা তাহার ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য"। এখানে যে 'নিষ্কারণ' পদটী রহিয়াছে উহাই অধিকার অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব জানাইয়া দিতেছে—উহাই অধিকারবোধক শব্দ। যেহেতু, 'নিষ্কারণ' ইহার অর্থ কোনরূপ কারণ অর্থাৎ প্রয়োজন অভিসন্ধি না করিয়া—নিত্যকর্ম্মের ন্যায় উহার অনুষ্ঠান অবশ্যকর্ত্তব্য। 'নিষ্কারণ' এই পদটীকে যদি অধিকারবোধক বলা না হয় তাহা হইলে ঐ বিধিটীর অন্বয় হইতে পারে না। যেহেতু কারক (কর্ত্তা—অধিকারী) না থাকিলে বিধির বিধেয় যে ক্রিয়া সেটী সম্পন্ন হয় না। অতএব এই স্বাধ্যায় বিধিটী সংস্কার বিধি বটে তথাপি ইহা অধিকারও প্রতিপাদন করিয়া দিতেছে; তবে সেই অধিকারটী গম্যমানই (অনুমানাদিগম্যই) হউক অথবা শ্রূয়মাণই (সাক্ষাৎ শব্দবোধিতই) হউক—তাহা বিরুদ্ধ হয় না। অপর কেহ কেহ আবার এস্থলে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইহা যখন সংস্কার কর্ম্ম তখন ইহাকে অধিকার প্রতিপাদক না বলাই ভাল। কারণ, বিশেষ প্রকার অনুষ্ঠান যাহাতে লাভ করা যায়—অর্থাৎ কোন ব্যক্তিবিশেষ যাহাতে সেরূপ অনুষ্ঠান করিতে পারে তাহারই জন্য অধিকারবিধির উপাসনা—(কাহার অধিকার, কোন্ বিধি দ্বারা বোধিত এইভাবে অধিকারসম্বন্ধ নিরূপণ করিবার প্রযত্ন)। আর এখানে যখন দেখা যাইতেছে যে, উপনয়নসংস্কার্য্য মাণবকই বিশেষ অধিকারযুক্ত তখন উহা হইতেই ঐ অধিকার সিদ্ধ হয়—মাণবকই যে তাহার (স্বাধ্যায় গ্রহণের) অধিকারী ইহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। সংস্কার বিধিসকল প্রয়োজনসাপেক্ষ—(যেহেতু কোন একটী প্রয়োজনবশতই সংস্কার করা হয়)। আবার স্বাধ্যায় বিধিস্থলে ক্রিয়াফলই (বেদাক্ষর গ্রহণই) সাধ্য অর্থাৎ স্বাধ্যায়াক্রিয়ানিষ্পাদ্য। এই অক্ষর গ্রহণরূপ ক্রিয়াফলটী কর্ম্মস্থ—স্বাধ্যায়রূপ কর্ম্মগতভাবেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণ অক্ষরাত্মক স্বাধ্যায়ই অধ্যয়ন ক্রিয়া দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে; কাজেই ইহা বিরুদ্ধ হয় না।

"ছত্রিশ বৎসর ত্রৈবেদিক ব্রত পালন করিতে হইবে" এইপ্রকারে সাধারণভাবে বেদত্রয় গ্রহণের কাল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু কোন কাল বিভাগ বলা হয় নাই। কাজেই সেই কাল বিভাগটী অন্য স্মৃতি হইতে নিরূপণ করিয়া লইতে হইবে। আর তদনুসারে জানা যায় যে, এক-একটী বেদ গ্রহণ করিবার জন্য বারো বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালনীয়। আচ্ছা, 'তিন বেদ' গ্রহণ করিবার এই যে বিধান সেই তিন বেদ কি কি?—কোন্ কোন্ বেদকে অভিপ্রায় (লক্ষ্য) করিয়া 'তিন বেদ' বলা হইয়াছে? (উত্তর)—ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদ—ইহাই সেই তিন বেদ। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, তবে কি অথর্ব্ববেদ বেদ নয়? (উত্তর)—তাহা কে বলিতেছে? কিন্তু স্বাধ্যায়-বিধি দ্বারা বেদের যে সংস্কার্য্যতা বোধিত হইতেছে বেদের অর্থজ্ঞানলাভে তাহার পরিসমাপ্তি—সেইভাবেই ঐ বিধিটীর অনুষ্ঠান করিতে হয় অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত না অর্থজ্ঞানলাভ হয় ততদিন বেদাধ্যয়ন কর্ত্তব্য, ইহাই ঐ স্বাধ্যায় বিধিটীর অর্থ। আবার ঐ যে বেদার্থজ্ঞান উহা সকল প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী,—উহা তাহার উপকার সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু অথর্ব্ববেদমধ্যে অভিচার প্রভৃতি কর্ম্মেরই উপদেশ খুব বেশীভাবে আম্নাত হইয়া থাকে। অথচ জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি কর্ম্মকলাপ তাহার মধ্যে উপদিষ্ট হয় নাই, কিংবা জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের কোন অঙ্গ-কর্ম্ম সম্বন্ধেও কোন বিধান সেখানে নাই। কেবলমাত্র ত্রয়ী মধ্যেই (ঋক্ যজু এবং সামবেদমধ্যেই) হৌত্র, আধ্বর্য্যব, ঔদ্‌গাত্র প্রভৃতি যত কিছু অঙ্গ আছে সে সমুদয়েরই সমগ্রভাবে নির্দ্দেশ আম্নাত হইয়াছে। কর্ম্মসকলের যে প্রধান বিধি বা উৎপত্তি বিধি তাহাও এই ত্রয়ী মধ্যেই পঠিত হইয়া থাকে। আবার 'ব্রহ্মা' এই নামে প্রসিদ্ধ যে ঋত্বিক্ তাঁহার করণীয় কর্ম্মকলাপও এই ত্রয়ী মধ্যেই উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার, 'ত্রৈবেদিকং' এখানে যে 'ত্রি' শব্দটী রহিয়াছে উহা সংখ্যাবোধক। কিন্তু কোন একটা ধর্ম্মীকে আশ্রয় না করিলে সংখ্যাবাচক শব্দ স্বার্থ প্রতিপাদন করিতে পারে। না। কাজেই, যে বেদগুলি জ্যোতিষ্টোমাদি কার্য্যপ্রতিপাদক সেইগুলিই এখানে 'ত্রি' শব্দের বিশেষ্য হইবে, ইহাই বলিতে পারা যায়। কিন্তু অথর্ব্ববেদ ঐসকল কার্য্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট নহে—উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে। কারণ, তাহার মধ্যে জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের প্রধান বিধিও নাই এবং অঙ্গ বিধিও আম্নাত হয় নাই। অধিকন্তু অথর্ব্ববেদমধ্যে যে শ্যেন যাগাদি অভিচার কর্ম্মসকল উপদিষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যেও ঐ জ্যোতিষ্টোমাদি যাগেরই ঋত্বিক্‌গণ কর্ম্ম করেন

এবং উহার অপরাপর যেসমস্ত ইতিকর্ত্তব্যতা আছে তাহাও ঐ ত্রয়ীমধ্যগত ইষ্টি যাগাদির অবিকল অনুরূপ। আবার উহার যাহা কিছু বিশেষ ইতিকর্ত্তব্যতা তাহাও ঐ ত্রয়ীমধ্যেই উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু জ্যোতিষ্টোমাদি একই কর্ম্মে যেমন ঋক্ এবং যজুর্ব্বেদের সমাবেশ হয় কিংবা ঋক্ ও সামবেদের সমাবেশ হয় অথর্ব্ববেদে উপদিষ্ট অভিচারাদি কর্ম্মে তাহাদের সেরূপ সমাবেশ ঘটে না—(কর্ম্মের প্রকৃতি অনুসারে আবশ্যক হয় না), এইজন্য উহাকে 'ত্রয়ী' বলিয়া উল্লেখ করাও হয় না। এই কারণেই "ত্রৈবেদিকং ব্রতম্" এস্থলে 'ত্রিবেদী'র মধ্যে অথর্ব্ববেদকে গ্রহণ করা যায় না। তবে ঐ অথর্ব্ববেদ অধ্যয়নও স্বাধ্যায় বিধিবিহিত; কারণ অথর্ব্ববেদও স্বাধ্যায় শব্দের অভিধেয় অর্থ—স্বাধ্যায় বলিতে অথর্ব্ববেদও বুঝায়।

"তদার্দ্ধিকম্"=তাহার অর্দ্ধেক। এখানে 'তৎ' (তাহার) এই পদটীর দ্বারা ঐ 'ষট্‌ত্রিংশদব্দ' বোধিত হইতেছে। তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ আঠারো বৎসর। এস্থলেও প্রত্যেকটী বেদের জন্য ছয় বৎসর করিয়া বিভাগ কল্পনা করিতে হইবে (তাহা হইলেই তিন বেদের জন্য আঠারো বৎসর পাওয়া যাইবে)। অথবা "পাদিকম্"=পাদপরিমাণ; পাদ অর্থ ঐ ছত্রিশ সংখ্যারই চারিভাগের একভাগ। সুতরাং উহার চতুর্থভাগ হয় নয় বৎসর। এপক্ষে প্রত্যেক বেদের জন্য তিন বৎসর করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালনীয়। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি,—তিন বৎসরে বেদ গ্রহণ করিতে পারা যায় কিরূপে? (ইহা কি সম্ভব?)। (উত্তর)—সর্ব্বাধিক মেধাবী লোকও ত কেহ হইতে পারে, (সুতরাং তাহার পক্ষে উহা অসম্ভব কি?)। অন্য কেহ কেহ ইহার পরিহারকল্পে এইরূপ বলেন,—। ব্রহ্মচারীর পালনীয় এই ধর্ম্মগুলি বেদগ্রহণস্বরূপপ্রযুক্ত নহে—অর্থাৎ বেদগ্রহণের স্বরূপ উহার প্রয়োজক নহে; (তাহা যদি হইত তবে যে পর্য্যন্ত বেদ গ্রহণ স্বরূপতঃ সম্পন্ন না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত উহা পালনীয় হইয়া থাকে); কিন্তু ঐগুলি স্ববিষয়কবিধিপ্রযুক্ত —ঐগুলি পালন করিবার জন্য যে বিধি আছে তাহাই উহার প্রয়োজক। সুতরাং বেদগ্রহণ যদি নিবৃত্ত অর্থাৎ সম্পাদিত নাও হয় তাহা হইলেও, বেদাধ্যয়নকালে যদি কয়েক দিন মাত্র নিয়ম পালন করা হয় তাহা হইলেও শাস্ত্রার্থ—(শাস্ত্রবিধান) পালন করাই হইল। আর উহা দ্বারাই, ঐ অঙ্গকলাপের অনুষ্ঠান যে স্বাধ্যায় বিধির জন্যই করা হয় তাহাও সিদ্ধ হইয়া থাকে। তবে এরূপ স্থলে বেদ গ্রহণ সমাপ্ত হয় নাই অথচ তাহার অঙ্গস্বরূপ ব্রতগুলি নিবৃত্ত (সমাপ্ত) হইতেছে বলিয়া এতাদৃশ ব্রহ্মচারীকে 'ব্রতস্নাতক' বলা হয়। (এইভাবে কয়েকদিনের মধ্যেই কেহ হয়ত ব্রতস্নাতক হইয়া উঠিতে পারে) এইজন্য এসম্বন্ধে একটা বিশেষ পরিমাণ সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহারই জন্য বলা হইতেছে যে, তিন বৎসরের কম সময়ে কেহ ব্রতস্নাতক হইতে পারিবে না। যদিও এইরূপ স্মৃতিবচন রহিয়াছে যে 'স্নান' শব্দটীর অর্থ 'বেদ সমাপ্তি' তথাপি ঐ সমাপ্তিরূপ সাদৃশ্য অনুসারে বেদ গ্রহণের জন্য যে ব্রত পালন করিতে হয় তাহার সমাপ্তিকেও 'স্নান' বলা অবশ্যই যুক্তিসংগত হয়—ইহা ঔপচারিক প্রয়োগ।

এরূপ বলা মোটেই যুক্তিযুক্ত নহে। ব্রহ্মচারীর ব্রতকলাপানুষ্ঠান স্ববিধিপ্রযুক্ত হইলেও (অধ্যয়ন বিধিপ্রযুক্ত না হইলেও) ঐ ব্রতসকলের অনুষ্ঠান ততদিন পালন করাই যুক্তিযুক্ত যতদিন অধ্যয়ন চলিতে থাকিবে। কারণ, ঐ ব্রতসকল স্বতন্ত্রভাবে বিহিত হয় নাই, কিন্তু অধ্যয়নের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই বিহিত হইয়াছে। সুতরাং যতদিন অধ্যয়ন চলিবে ততদিন ব্রত পালনও কর্ত্তব্য হইবে, ততদিনই ঐগুলি পালিত হওয়া উচিত। এখানে এই যে "পাদিকম্" বলা হইয়াছে, ইহা যদি একটী স্বতন্ত্র বাক্য হয় তাহা হইলে এই বিশেষ বচনটীর প্রভাবেই বেদ গ্রহণের পূর্ব্বেও তিন বৎসর মাত্র ব্রত পালন করিলেই চলিবে (বেদ গ্রহণ সমাপ্ত না হইলেও ব্রত সমাপ্ত করিলে কোন ক্ষতি হইবে না)। কিন্তু "গ্রহণান্তিকম্ এব বা" ইহার সহিত এই "ত্রৈবেদিকং" বাক্যটীর একবাক্যতা স্বীকার করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে যে, বেদ গ্রহণ সমাপ্ত না হইলে ব্রহ্মচারি-ব্রতগুলির নিবৃত্তি হইতে পারিবে না। বস্তুতঃ "গ্রহণান্তিকম্ এব" এখানে যখন এই 'এব' শব্দটীর প্রয়োগ রহিয়াছে তখন ইহা হইতে এই অন্তিম পক্ষটীই স্বীকার করিতে হয় অর্থাৎ যতদিন না বেদ গ্রহণ সমাপ্ত হয় ততদিন ব্রত পালন করিতেই হইবে। আচ্ছা, বেদ গ্রহণ না হইলে যদি ব্রত সমাপ্তি না হয় তাহা হইলে 'ব্রতস্নাতক' এবং 'বেদস্নাতক' এই প্রকার ভেদ নির্দ্দেশ থাকিবার হেতু কি?—ইহার উত্তর চতুর্থ অধ্যায়ে বলিব। ষট্‌ত্রিংশৎ অব্দের সমাহার (সমষ্টি)= 'ষট্‌ত্রিংশদব্দ'; ঐ ষট্‌ত্রিংশদব্দে যাহা নিষ্পন্ন হয় তাহা 'ষট্‌ত্রিংশদাব্দিক'। "ত্রৈবেদিকম্" এই

পদটীরও ব্যুৎপত্তি এইরূপ বুঝিতে হইবে। 'তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ যাহার' তাহা 'তদার্দ্ধিক'। 'পাদিক' এবং 'গ্রহণান্তিক' এই দুইটী শব্দের ব্যুৎপত্তিও এইরূপ বুঝিতে হইবে। এই সব কয়টী স্থলেই "অত ইনি-ঠনৌ" এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে মত্বর্থীয় প্রত্যয় হইয়াছে। কিন্তু এখানে এরূপভাবে ব্যুৎপত্তি দেখান—অর্থ নির্দ্দেশ করা সম্ভব হইবে না যে, 'যাহার যেটা পরিমাণ তাহার সেটী আছে'। ১

(যেভাবে পাঠ গ্রহণের ক্রম প্রসিদ্ধ আছে সেইভাবে তিনখানি, দুইখানি কিংবা একখানি বেদ অধ্যয়ন করিয়া অস্খলিতব্রহ্মচর্য্য থাকিয়া গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে শ্লোকে বলা হইয়াছে যে তিন বেদ অধ্যয়ন করিবে। কিন্তু এক বেদ অধ্যয়ন অথবা দুই বেদ অধ্যয়নটী প্রাপ্ত ছিল না। তাহাই এক্ষণে বিকল্প পক্ষরূপে বিহিত হইতেছে। এই যে বেদাধ্যয়নের উপদেশ করা হইতেছে এখানে 'বেদ' শব্দটীর অর্থ যে কেবল বেদশাখা তাহা পূর্ব্বে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) বলা হইয়াছে। এক-একটী বেদ হইতে এক-একটী শাখা, এইভাবে তিনখানি বেদ হইতে তিনটী শাখা, দুইটী শাখা কিংবা একটী শাখা অধ্যয়ন করিবে; কিন্তু একই বেদের তিনটী শাখা যে অধ্যয়ন করা হইবে তাহা নহে। কারণ—'ত্রয়ী ত্রিবিদ্যা' (ঋক্, সাম, যজুঃ—এই ত্রিবিদ্যা) এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে। "অধীত্য" ইহার অর্থ পূর্ব্বোক্ত ব্রতচর্য্যা সহকারে বেদ অধ্যয়ন করিয়া,—। "গৃহস্থাশ্রমম্ আবসেৎ"=গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে। গৃহস্থাশ্রমের স্বরূপ কি তাহা অগ্রে "উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাম্" (৩।৪) ইত্যাদি শ্লোকে বলিবেন। "আবসেৎ"=অনুষ্ঠান করিবে। ধাতুসকলের অর্থ অনেক প্রকার; (এইজন্য এইরূপ অর্থ এখানে গ্রহণ করিতে হইবে)। "আ-বসেৎ" এখানে 'আঙ্' এই নিপাতটী মর্য্যাদা (সীমা) অর্থ বুঝাইতেছে। যে ব্যক্তি দার পরিগ্রহ করিয়াছে তাহাকেই রূঢ়ি অনুসারে গৃহস্থ বলা হয়। 'গৃহ' শব্দের অর্থ পত্নীও হয়—ইহা কোষমধ্যে বলা আছে। সেই গৃহস্থের পক্ষে বিধিনিষেধাত্মক যেসমস্ত পদার্থ (ক্রিয়াকলাপ) কর্ত্তব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাকে 'আশ্রম' বলা হয়। যাহার উপনয়ন হইয়াছে তাহার পক্ষে যেমন সমাবর্ত্তনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (যতক্ষণ না সমাবর্ত্তন হয় ততক্ষণ) ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অর্থাৎ উপনয়নের পর হইতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, এইরূপ যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছে তাহার পক্ষে গার্হস্থ্যাশ্রম অর্থাৎ বিবাহের পর হইতে গার্হস্থ্যাশ্রম। কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে "অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যঃ"=অবিপ্লুত অর্থাৎ অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ স্ত্রীসংসর্গরাহিত্য যাহার তাহাকে এইরূপ (অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্য) বলা হয়। এখানে বাক্যভেদ রহিয়াছে বুঝিতে হইবে;—অর্থাৎ "অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যঃ" ইহা একটী বাক্য, ইহা দ্বারা একটী বিধি বলা হইয়াছে; এবং "গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ" ইহা আর একটী বাক্য; ইহা দ্বারা অপর একটী বিধি বলা হইয়াছে। কারণ, যদি ঐ দুইটীকে একটী বাক্য অর্থাৎ একটী বিধি বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে এমন যদি কখন ঘটে যে, বিবাহের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যের বিপ্লব (স্খলন) হইয়া পড়িয়াছে তাহা হইলে তাহার গার্হস্থ্যাশ্রমের অধিকার নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু 'অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্য' এটী যদি পুরুষার্থরূপে স্বতন্ত্রভাবে বিহিত হয় তাহা হইলে ঐ বিধিটী লঙ্ঘন করিলে সে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবে মাত্র—অর্থাৎ কেবল প্রায়শ্চিত্ত করিলেই উহার প্রতিকার হইবে কিন্তু তাহার ফলে গৃহস্থাশ্রমের অধিকারী হইবে না যে, তাহা নহে; অর্থাৎ উহাতে গৃহস্থাশ্রমের অধিকার লোপ পাইবে না। এখানে "অধীত্য" এই 'ল্যবন্ত' ক্রিয়া এবং "আবসেৎ" এই সমাপিকা ক্রিয়াটীর মধ্যে কেবল পৌর্ব্বাপর্য্য বুঝাইতেছে মাত্র,—ল্যপ্-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াটী 'আবসেৎ' এই ক্রিয়ার পূর্ব্বে সম্পাদিত হইলেই চলিবে, (কিন্তু উহা আনন্তর্য্য বুঝাইতেছে না—'অধীত্য' ক্রিয়ার অনন্তরই—পরক্ষণেই যে গৃহস্থাশ্রম পরিগ্রহ করিতে হইবে, এরূপ অর্থ বুঝাইতেছে না)। সুতরাং বিবাহটী যে অধ্যয়নের অনন্তরবর্ত্তী তাহা নহে। যেহেতু, 'আনন্তর্য্য'টী এখানে কোনও শব্দের অর্থ নহে। ("সমানকর্ত্তৃকয়োঃ পূর্ব্বকালে" অর্থাৎ দুইটী ক্রিয়ার একই কর্ত্তৃপদ হইলে পূর্ব্বকালবোধক ক্রিয়ার উত্তর ল্যপ্ প্রত্যয় হয়, এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে 'ল্যপ্' প্রত্যয় পূর্ব্বকালিকত্ব মাত্র বুঝায়; কাজেই আনন্তর্য্য উহার অভিধেয় নহে)। এইজন্য স্বাধ্যায়াধ্যয়ন এবং বিবাহ এই দুইটী কর্ম্মের মধ্যবর্ত্তিকালে বেদার্থ জ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিতে পারা যায়। কারণ, বিদ্যাবান্ ব্যক্তিই গার্হস্থ্যের অধিকারী; মূর্খ লোকই যেমন অধ্যয়নবিধির অধিকারী হইয়া থাকে গার্হস্থ্যের পক্ষে সেরূপ মূর্খ ব্যক্তির অধিকার নাই। বাল্যকালে মানুষ পশুর সমানধর্ম্মা হইয়া থাকে, সে তাহার নিজ অধিকার (কর্ত্তব্য) বুঝে না, (সুতরাং অধ্যয়ন বিধিতে যে তাহার অধিকার তাহাও সে বুঝিতে সমর্থ নহে, অতএব

তাহাতে সে প্রবৃত্ত হইতে পারে না), ইহা সত্য বটে, তথাপি পিতা কিংবা আচার্য্য সেই বালকটীকে (তাহার অধিকার বুঝাইয়া দিয়া) তাহা দ্বারা ঐ স্বাধ্যায়বিধ্যর্থটী সম্পাদন করাইয়া লন (তাহাকে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করান)। বস্তুতঃপক্ষে বালককে অধ্যয়ন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান—তাহাকে দিয়া যে ঐ কাজটী করাইয়া লওয়া, ইহা ঐ পিতা এবং আচার্য্যেরই অধিকার (কর্ত্তব্য)। অপত্যকে (পুত্রকে) অনুশাসন করাতে পিতার অধিকার, যেহেতু অপত্য উৎপাদন করিবার যে বিধি আছে, ইহা দ্বারাই (পুত্রকে অনুশাসন করার দ্বারাই) তাহা সম্পাদিত হয়, (সম্পূর্ণ হয়)। কারণ, 'অনুশাসন' ইহার অর্থ বিধি এবং নিষেধ এই দুইটী বিষয়ে অধিকার বুঝাইয়া দেওয়া। সুতরাং পুত্রকে বুঝাইয়া দেওয়া হইতে থাকিলেও যাহা সে বুঝিতে পারে না সে বিষয়টী তাহাকে হাতে ধরিয়া শিখাইয়া করাইয়া লইতে হয়, যেমন অন্ধ ব্যক্তিকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়। পাছে সেই অন্ধ লোকটী আগুনের উপর গিয়া পড়ে কিংবা কুয়া প্রভৃতিতে পড়িয়া যায়, এজন্য তাহাকে সেরূপস্থলে দৃঢ়হস্তে ধরা হয় (অথবা আগলান হয়), সেইরূপ ইষ্টানিষ্টফলক বিধিনিষেধ সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকায় বালককেও অদৃষ্ট অনিষ্টফলক মদ্যাদি পান হইতেও পিতা কিংবা আচার্য্য আগলাইয়া রাখেন, (তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে দেন না)। ঔষধপান প্রভৃতি হিতকর কার্য্যে বালক প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা না করিলেও তাহাকে যেমন তাহাতে জোর করিয়া প্রবৃত্ত করান হয় সেইরূপ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকলাপ অনুষ্ঠান করিতেও তাহাকে প্রবৃত্ত করান হয়। যখন আবার সেই বালকটী শাস্ত্রে কিছু কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ করে (শাস্ত্রার্থ বুঝিতে সমর্থ হয়) তখন তাহাকে এইভাবে উপদেশ দিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান হইয়া থাকে যে, 'বৎস! এই এই কাজ তোমার করা উচিত'। এরূপ হইলে পর, মাণবকটীর যখন বেদ অধ্যয়ন করা হইয়া যায় তখন পিতা কিংবা আচার্য্যেরই ইহা কর্ত্তব্য—তাহাকে এইভাবে প্রতিবুদ্ধ করা উচিত (কর্ত্তব্য বিষয়ে সজাগ করিয়া দেওয়া দরকার)—'বৎস! তুমি বেদ আয়ত্ত করিয়াছ; এক্ষণে সেই বেদেরই অর্থ জ্ঞাত হইবার জন্য বেদার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য ; এজন্য সেই বেদেরই অঙ্গগ্রন্থ সকল (বেদাঙ্গগুলি) অধ্যয়ন করা উচিত'। এই পর্য্যন্ত কাজ করা হইলে তবে পিতার পক্ষে অপত্যোৎপাদন বিধির অধিকার (কর্ত্তব্যতা) সমাপ্ত হয় অর্থাৎ অপত্যোৎপাদন বিধি দ্বারা ইহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে যতক্ষণ না পুত্রকে উক্ত প্রকার অনুশাসন করা হয় ততক্ষণ ঐ বিধিটীর অনুষ্ঠান পূর্ণ হয় না। এইজন্য এইরূপ কথিত আছে—"অপত্য উৎপাদন বিধি দ্বারা অপত্যকে 'উৎপাদিত' করিবার বিধি বলা হইয়াছে। কতদূর পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করিলে অপত্যটী 'উৎপাদিত' হয়? (উত্তর)—যতক্ষণ না সেই পুত্র নিজ কর্ত্তব্য—শাস্ত্রীয় কর্ম্মে নিজ অধিকার বুঝিয়া লইতে সমর্থ হয় (ততক্ষণ একথা বলা চলিবে না যে, অপত্য 'উৎপাদিত' হইয়াছে)"।

অতএব ইহা স্থির হইল যে, বেদ অধ্যয়ন করিবার পরই বিবাহ করা চলিবে না, যে পর্য্যন্ত না বেদের অর্থ আয়ত্ত করা হয়। সুতরাং এখানে শ্লোকটীর পদযোজনা এইভাবে করিতে হইবে,—। "অধীত্য"=অধ্যয়ন করিয়া—অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলেও "অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যঃ"=ব্রহ্মচর্য্য হইতে অস্খলিত হইবে। বেদাধ্যয়নের নিবৃত্তি ঘটিলে বেদাধ্যয়নকালে পালনীয় অপরাপর নিয়মগুলিরও নিবৃত্তি স্বতঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; তথাপি এখানে নিবৃত্তির পুনরুল্লেখ থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া মধুমাংসাদিবর্জ্জনরূপ অপরাপর সকল নিয়মেরই নিবৃত্তি ঘটিবে। সুতরাং এখানে ইহা হইতে এই প্রকার অর্থ পাওয়া যাইতেছে যে, যতদিন বেদাধ্যয়ন চলিবে ততদিন মধুমাংসাদি বর্জ্জনরূপ সকল নিয়মই পালনীয়, কিন্তু বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে যখন বেদের অর্থজ্ঞান লাভ করিবার জন্য বিচার বা আলোচনা করা হইবে তখন কেবলমাত্র 'স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ' এই নিয়মটীই পালন করিতে হইবে, স্ত্রীসংসর্গ করা চলিবে না। 'ব্রহ্ম' (বেদ) গ্রহণ করিবার জন্য যে ব্রত গ্রহণ করা হয় তাহাই 'ব্রহ্মচর্য্য' শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ, ইহা সত্য। তথাপি এখানে উহার অর্থ কেবলমাত্র স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করা ; এইরূপ অর্থে যে ইহার প্রয়োগ হয় তাহা আমরা দেখাইব। "যথাক্রমম্"=ক্রম অনুসারে। অধ্যয়নকারীদের মধ্যে বেদপাঠের যে ক্রম প্রসিদ্ধ (প্রচলিত) আছে তদনুসারে ; যেমন—প্রথমে চতুঃষষ্টি (মন্ত্রভাগ) অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহার পর ব্রাহ্মণ ভাগ, তাহার পর পিতৃপিতামহাদি বংশপ্রবন্ধের উপক্রম (বংশ ব্রাহ্মণ)। এই কুল, শীল এবং ক্রম বিষয়ে বলিয়া দিবার অন্য কেহ নাই। (নিজেদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট উহা জানিয়া লইতে হয়)। ইহা দ্বারা এই বিষয়টী প্রতিপাদিত হইল যে, পিতা পিতামহ প্রভৃতিগণ বেদের যে শাখা অধ্যয়ন করিয়া গিয়াছেন তাহা ত্যাগ করা উচিত নহে। ২

(নিজ ধর্ম্মানুসারে গৃহস্থাশ্রমের প্রতি অভিমুখীভূত, পিতার ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ এবং ধনের অধিকারী সেই পুত্র মাল্যবিভূষিত হইবে এবং শয্যায় উপবিষ্ট থাকিবে, পিতা তাহাকে মধুপর্ক দিয়া সমাদর করিবেন।)

(মেঃ)—"সেই ব্রহ্মদায়াধিকারী পুত্রকে পিতা প্রথমতঃ গরু দ্বারা—গরু উপহার দিয়া পূজা করিবে। 'ব্রহ্মদায়'=ব্রহ্ম (বেদ) এবং দায় (ধন), সেই দুইটী বস্তু যে 'হরণ' করে অর্থাৎ গ্রহণ করে সে 'ব্রহ্মদায়হর'। যাহা দেওয়া যায় তাহা 'দায়'; সুতরাং 'দায়' ইহার অর্থ ধন। ব্রহ্ম অর্থ বেদ এবং হরণ অর্থ আয়ত্ত করা। পুত্র বেদ গ্রহণ সমাপ্ত করিলে পিতা তাহাকে ধন-সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিবেন, তখন সে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে; কারণ নির্ধন ব্যক্তির গৃহস্থাশ্রমে অধিকার নাই। তবে এমন যদি হয় যে, পিতা স্বয়ং ধনহীন তাহা হইলে সান্তানিক অর্থাৎ সন্তানার্থ বিবাহের জন্য ধন অর্জ্জন করিয়া বিবাহ দেওয়াইবেন। ("সান্তানিকং যক্ষ্যমাণং" ইত্যাদি বচনে ঐজন্য রাজার নিকট ধন গ্রহণের বিধি বলা হইবে)। অন্য কেহ কেহ বলেন, 'ব্রহ্মদায়' ইহার অর্থ 'ব্রহ্মই দায়স্বরূপ' অর্থাৎ বেদরূপ ধন; এইরূপে ইহা পিতার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত বিধিরই অনুবাদ-স্বরূপ। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, আগে ত বলা হইয়াছে যে মাণবকটীকে অধ্যাপনা করা আচার্য্যের অধিকার বা কর্ত্তব্য; সুতরাং এখানে যে বলা হইতেছে "পিতুর্ব্রহ্মদায়হরং"=পিতার বেদরূপ ধনের অধিকারী অর্থাৎ পিতার নিকট বেদাধ্যয়ন করিলে", ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—যে ব্রাহ্মণ বালকের পিতা বর্ত্তমান তাহার পক্ষে তাহার পিতাই আচার্য্য হইবেন। পিতার অভাবে (পিতা জীবিত না থাকিলে) কিংবা তিনি অসমর্থ হইলে অন্য ব্যক্তির উহাতে (ঐ বেদাধ্যাপন কর্ম্মে) অধিকার হইবে। অন্য কাহাকেও যদি আচার্য্যেরূপে গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে পিতার অধিকার অবশ্যই নিনৃত্ত হইয়া যাইবে (পিতার আর অধিকার থাকিবে না)। ফল কথা, পিতা স্বয়ং পুত্রকে বেদ অধ্যাপনা করুন কিংবা তাহার জন্য অন্য কোন ব্যক্তিকেই বরণ করুন, তাহাতে কোন বিশেষত্ব হয় না।

কেহ কেহ বলেন, উপনয়ন বিধি প্রকরণে বলা হইয়াছে "বরো দক্ষিণা"=উপনয়ন কর্ম্মের দক্ষিণা হইবে 'বর' (শ্রেষ্ঠ বা প্রচুর)। এইভাবে দক্ষিণা দানটীকে উপনয়ন কর্ম্মে নিত্য (অবশ্য-করণীয়) বলিয়া যখন নির্দ্দেশ রহিয়াছে তখন উপনয়নের কর্ত্তৃত্ব পিতার নহে কিন্তু অন্যের, (যেহেতু সেই কর্ম্মের জন্যই, সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তই পিতা তাঁহাকে দক্ষিণা দিয়া থাকেন)। এরূপ বলা সমীচীন নহে। কারণ, "বরো দক্ষিণা" এটী উপনয়ন কর্ম্ম সম্বন্ধেই বিধি। আর উপনয়ন কর্ত্তা যিনিই হউক না কেন—পিতাই উপনয়ন কর্ত্তা হউন অথবা আচার্য্যই উপনেতা হউন—তাঁহারা উভয়েই স্ব স্ব অধিকারবশতঃ (কর্ত্তব্যের অনুরোধে) ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কাজেই উহাতে 'আনতি' সম্পাদন করিবার নিমিত্ত—(ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য) কোন দক্ষিণা দানরূপ 'আনতি'র (প্রলোভনমূলক প্রবৃত্তির) অপেক্ষা নাই। যেহেতু, আনমন (আনতি) উৎপাদন করিবার জন্যই দক্ষিণা দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ আনতি বিধান বিনাই অন্য অধিকার বিধিবশতঃ যেখানে কাহারও কোন কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে সেখানে ঐ আনতি (দক্ষিণাদান) আর কোন কাজে লাগে না—উহার কোন সার্থকতা নাই। কাজেই উপনয়নে এই যে বিধিবিহিত দক্ষিণাদান ইহা আনত্যর্থক নহে (আনতি সম্পাদন করিবার জন্য নহে)। সুতরাং যজ্ঞমধ্যে 'হিরণ্যদান' যেমন অদৃষ্টার্থক ইহাও সেইরূপ অদৃষ্টার্থক বুঝিতে হইবে; (ইহা কর্ম্মটীর সাঙ্গতার্থক)। এরূপ স্থলে পিতারই কর্ত্তব্য হইবে পুত্রকে সেই পরিমাণ ধনের অধিকারী করিয়া দেওয়া যাহাতে সে 'বর' (উৎকৃষ্ট) দান সম্পাদন করিতে পারে। আর যদি এস্থলে এইরূপ আগ্রহ (জেদ) থাকে যে, আনতিফলক দানই দক্ষিণা শব্দটীর অর্থ, অন্য কোন প্রকার অর্থ সঙ্গত হয় না; আর মুখ্য (অভিধেয়) অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হইলে লাক্ষণিক অর্থ স্বীকার করাও উচিত নহে (সুতরাং উপনয়নের দক্ষিণাটীকে কর্ম্মের সাঙ্গতাসাধক অদৃষ্টার্থক দান বলা যায় না) তাহা হইলে এরূপ স্থলে এই প্রকার ব্যবস্থা হইবে যে, যাহার পিতা বর্ত্তমান নাই, সুতরাং পিতা দ্বারা বৃত পিতৃস্থানাপন্ন আচার্য্যও নাই, সেরূপ মাণবক যখন নিজেকে উপনীত করিবে তাহার সেই উপনয়ন কর্ম্ম সম্বন্ধেই "বরো দক্ষিণা" এই দক্ষিণা বিধিটী প্রয়োজ্য হইবে। ইহার উদাহরণ যেমন, পিতৃহীন 'সত্যকাম জাবাল' স্বয়ংই নিজ উপনয়ন সম্পাদন করিয়াছিল। (ইহা ছান্দোগ্য উপনিষদে আম্নাত হইয়াছে)। এরূপ বালকের শৈশবকাল কিছুটা কাটিয়া যায়; তখন নিজের সংস্কার সাধন করিবার জন্য তাহারও অবশ্যই অধিকার হয়, ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

অতএব পুত্রকে বেদ অধ্যাপনা করিতে পিতার অধিকার দুই প্রকারে সিদ্ধ হয়—তিনি স্বয়ং অধ্যাপনা করিয়া সেই অধিকার পালন করিতে পারেন অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে আচার্য্যরূপে নিযুক্ত করিয়াও তাহা সম্পাদন করিতে পারেন।

"প্রতীতম্" ইহার অর্থ গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবার জন্য যে অভিমুখ হইয়াছে। কিন্তু সে 'নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী' নহে, (যেহেতু গৃহস্থাশ্রমে তাহার উন্মুখতা নাই)। সুতরাং অধ্যয়ন বিধিবিহিত অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে গ্রামে যাইবার জন্য যে অভিমুখ হইয়াছে ;—। "স্রগ্বিণম্"=মাল্যযুক্ত ;—। 'মধুপর্ক' প্রদান কর্ম্ম করিবার জন্য যত কিছু আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম গৃহ্যসূত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে "স্রগ্বিণং" এটী সেগুলির একটী মাত্র উদাহরণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ; (কাজেই সেগুলির সবই অনুষ্ঠেয়)। "তল্পে আসীনম্"=মহামূল্য পালঙ্কে উপবিষ্ট ;—সে পূজা পাইবার যোগ্য, সে ঐরূপ শয্যায় শয়ন করা অবস্থায় থাকিবে। "গবা"=গো দ্বারা অর্থাৎ মধুপর্ক দ্বারা ;—কারণ, মধুপর্ক কর্ম্মেই ঐ গো দ্রব্যটী অঙ্গরূপে বিকল্পিতভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। এইজন্য এখানে এই 'গো' শব্দটী লক্ষণাবলে সেই প্রকার বিশেষ একটী কর্ম্মকে বুঝাইতেছে গরু যাহার সাধন (গো-দ্রব্যের দ্বারা যে কর্ম্মটী নিষ্পন্ন হয়)। "অর্হয়েৎ"=পূজা করিবে। কে পূজা করিবে? (উত্তর)—পিতা কিংবা আচার্য্যই এই পূজা করিবেন ; কারণ তাঁহাদেরই ইহা অধিকার—(কর্ত্তব্য)। "প্রথমং"= বিবাহের পূর্ব্বে। "প্রতীতং স্বধর্ম্মেণ" এ অংশটী অনুবাদস্বরূপ। (এই অনুবাদত্ব পরিহার করিবার জন্য) যদি "স্বধর্ম্মেণ ব্রহ্মদায়হারং" কিংবা "স্বধর্ম্মেণ অর্হয়েৎ" এই প্রকার সম্বন্ধ করা হয় তাহা হইলেও কোন বিশেষ (ফল) হইবে না অর্থাৎ তাহাতেও "স্বধর্ম্মেণ" এই অংশটী অনুবাদই হইয়া থাকে। ৩

(গুরু অনুমতি দিলে স্নান সংস্কারপূর্ব্বক যথাবিধি সমাবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণ সজাতীয়া সুলক্ষণসম্পন্না ভার্য্যাকে বিবাহ করিবে।)

(মেঃ)—বেদব্রত সমাপ্ত হইলেও "গুরুণা অনুমতঃ"=গুরু অনুমতি দিলে তবে "স্নায়াৎ"= স্নান সংস্কার করিবে। এখানে এই 'স্নান' শব্দটীর দ্বারা বিশেষ একটী সংস্কার বুঝান হইতেছে, ঐ সংস্কারটী গৃহ্যসূত্রমধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ স্নান সংস্কারটীই ব্রহ্মচারীর পালনীয় ধর্ম্মের অবধি বা সীমা (ইহার পর আর ব্রহ্মচারিধর্ম্মসকল পালনীয় নহে)। কিভাবে এই স্নান শব্দটীতে লক্ষণা করিয়া ঐরূপ অর্থ পাওয়া যায় তাহা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেদিনে ঐ 'স্নান' সংস্কার সম্পাদিত হইবে সেইদিনেই গৃহ্যসূত্রকার যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন সেইরূপ অপর একটী সংস্কারও ঐ ব্রহ্মচারী লাভ করিবে; উহা 'মধুপর্ক পূজা'রূপে বিহিত হইয়াছে। ঐ সংস্কারটীও পাইয়া "সমাবৃত্তঃ"=সমাবর্ত্তন করিয়া অর্থাৎ গুরুকুল হইতে পিতৃ-গৃহে ফিরিয়া আসিয়া.—। "সমাবৃত্তঃ" এ অংশটী অনুবাদস্বরূপ। "উদ্‌বহেত" ইহা দ্বারা যে বিধি বলা হইয়াছে তাহারই এগুলি অর্থবাদরূপে পূর্ব্ব হইতেই প্রাপ্ত; এজন্য 'সমাবর্ত্তন' বিবাহের অঙ্গরূপে বিহিত হইতেছে না। কাজেই কেহ যদি পিতৃগৃহে থাকিয়াই বেদ অধ্যয়ন করে তাহার পক্ষে আর 'সমাবর্ত্তন' সম্ভব নহে; তথাপি তাহার বিবাহ অবশ্যই হইবে। (কারণ সমাবর্ত্তন বিবাহের অঙ্গ নহে)। কেহ কেহ বলেন 'সমাবর্ত্তন' ইহার অর্থ বিবাহ কর্ম্মের অঙ্গ-স্বরূপ স্নান। যদি বলা হয় "স্নাত্বা" এখানে যখন "ক্ত্বা" প্রত্যয় রহিয়াছে তখন 'স্নান' এবং সমাবর্ত্তন এই দুইটী কর্ম্মের মধ্যে ভেদই বুঝা যাইতেছে, তাহা হইলে ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এই 'সমাবর্ত্তন' কর্ম্মটীই একটী সংস্কার; উহা যে বিবাহের অঙ্গস্বরূপ 'স্নান সংস্কার' তাহা অগ্রে বলিবেন। কারণ "স্নাতকেন" ইত্যাদি বচনে বিবাহের অঙ্গস্বরূপ ঐ স্নানটী বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। অথবা, "সমাবৃত্তঃ" ইহা দ্বারা যে সমাবর্ত্তন কর্ম্মটী বলা হইয়াছে তাহার অর্থ 'যম নিয়ম' প্রভৃতিগুলি ত্যাগ করিবে। সুতরাং "সমাবৃত্তঃ" ইহার অর্থ উপনয়নের পূর্ব্বে যে ব্রতপালনরূপ নিয়ম রহিত অবস্থা ছিল তাহাতে ফিরিয়া আসিয়া। এই যে 'নিয়ম ত্যাগ' ইহার অর্থ সর্ব্বথা নিয়ম ত্যাগ নহে কিন্তু বিশেষভাবে যে নিয়মগুলি পালন করা হইত কেবল তাহাই মাত্র পরিত্যাগ করিবে। কারণ, ব্রহ্মচারীর পক্ষে যমনিয়ম প্রভৃতিগুলি সাতিশয় (সমধিক); উহা তাহার পক্ষে বিশেষভাবে পালনীয়। পরবর্ত্তিকালে আর উহা বিশেষভাবে পালনীয় নহে, কিন্তু সাধারণভাবে অনুবর্ত্তনীয়। "যথাবিধি" ইহা পূর্ব্বশ্লোকের "স্বধর্ম্মেণ" ইহার ন্যায় অনুবাদস্বরূপ। "উদ্‌বহেত দ্বিজো ভার্য্যাম্";—"উদ্‌বহেত" ইহা বিবাহ বিষয়ক বিধি। এই

বিবাহটী একটী সংস্কার কর্ম্ম; কারণ "ভার্য্যাম্" এস্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে। (দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকিলে 'সংস্কার কর্ম্ম' বুঝায়)। আবার ইহাও ঠিক যে, বিবাহের পূর্ব্বে ভার্য্যাত্ব সিদ্ধ থাকে না (যেহেতু বিবাহের দ্বারাই ভার্য্যাত্ব সিদ্ধ অর্থাৎ নিষ্পন্ন হয়); কাজেই বিবাহটী যদি সংস্কার কর্ম্ম হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা ভার্য্যার সংস্কার করা হইবে কিরূপে? কারণ তাহারই সংস্কার করা সম্ভব হয় যাহা আগে থেকে সিদ্ধ হইয়া থাকে, যেমন অঞ্জনের দ্বারা চক্ষুর সংস্কার করা হয় (চক্ষুটী সংস্কারের পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ অর্থাৎ বিদ্যমান রহিয়াছে)। অথচ বিবাহ কর্ম্মটীর দ্বারাই ভার্য্যাত্ব সিদ্ধ (নিষ্পন্ন) হয়। বস্তুতঃ কথা এই যে, "যূপং ছিনত্তি"="যূপ ছেদন করিবে", এখানেও যূপটী সংস্কার কর্ম্ম; কারণ "যূপং" ইহাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে, অথচ ছেদনের পূর্ব্বে যূপটী বর্ত্তমান নহে, যেহেতু ছেদনাদি দ্বারাই যূপটী সিদ্ধ হয়—ছেদন প্রভৃতি সংস্কার যে বস্তুটীর উপর সম্পাদন করা হয় তাহাই যূপ হইয়া থাকে. সেইরূপ বিবাহরূপ সংস্কার কর্ম্মের দ্বারাই 'ভ্যার্য্যা' হইয়া থাকে—ভার্য্যাত্ব নিষ্পন্ন হয়। 'বিবাহ' শব্দটী দ্বারা 'পাণিগ্রহণ' কর্ম্ম অভিহিত হয়—'বিবাহ' ইহার অর্থ পাণিগ্রহণ; কারণ এই বিবাহ কর্ম্মে তাহাই প্রধান। এইজন্য এইরূপ কোষস্মৃতিও রহিয়াছে (কোষমধ্যে এইরূপ উক্ত হইয়াছে),—'বিবাহন, দারকর্ম্ম এবং পাণিগ্রহণ'—এগুলি পর্য্যায় (একার্থক) শব্দ। এই গ্রন্থমধ্যেও আচার্য্য অগ্রে (৪৩ শ্লোকে) বলিবেন—"পাণিগ্রহণ সংস্কারটী সমানজাতীয় নারীর পক্ষেই প্রয়োজ্য"; 'লাজহোম' প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি এই পাণিগ্রহণেরই অঙ্গ। এই অনুষ্ঠানটীর সমগ্র ইতিকর্ত্তব্যতা গৃহ্যসূত্র হইতে জানিয়া লইতে হইবে। এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, এই বিবাহ সংস্কারটী কেবলমাত্র 'কন্যা'র পক্ষেই প্রয়োজ্য, কিন্তু যে-কোন নারীর পক্ষে প্রয়োজ্য নহে; কারণ "কপিলবর্ণা কন্যাকে বিবাহ করিবে না", ইত্যাদি বচনে 'কন্যা' পদেরই প্রয়োগ করা হইয়াছে। আর এই প্রকরণে 'কন্যা' শব্দটী সেইরূপ নারীকেই বুঝাইতেছে যে নারী কোন পুরুষের সহিত 'সম্প্রয়োগ' (গ্রাম্যধর্ম্ম) প্রাপ্ত হয় নাই, ইহা অগ্রে আমরা বলিয়া দিব।

"সবর্ণাম্" ইহার অর্থ সমানজাতীয়া। "লক্ষণান্বিতাম্"=সুলক্ষণযুক্তা:—। যাহা অবৈধব্য, সন্তান, ধন ইত্যাদি সূচিত করে তাহাই এখানে 'লক্ষণ' পদটীর অর্থ। বর্ণ, হস্তরেখা, তিল প্রভৃতি চিহ্নগুলি হইতে ঐপ্রকার শুভাশুভ সূচিত হয়, ইহা জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে জানা যায়। ঐসমস্ত লক্ষণের দ্বারা 'অন্বিত' অর্থাৎ যুক্ত=লক্ষণান্বিত; সুতরাং ইহার অর্থ হইতেছে শুভলক্ষণ-সমন্বিত। যদিও অশুভ লক্ষণকেও লক্ষণই বলা হয় তথাপি শুভসূচক যেসকল লক্ষণ তাহাই এখানে 'লক্ষণান্বিত' পদের দ্বারা বোধিত হইতেছে; তাদৃশ কন্যাকেই বিবাহ করিবে। অতএব প্রশস্তলক্ষণা বা লক্ষণবতীই উহার অর্থ বুঝিতে হইবে। কারণ 'লক্ষণ' বলিতে সাধারণতঃ ইষ্টসূচক লক্ষণ এইরূপ অর্থেই উহার লৌকিক প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন, এই পুরুষটী 'সলক্ষণ', এই স্ত্রীলোকটী 'সলক্ষণা' ইত্যাদি; এস্থলে শুভ-লক্ষণা যে নারী তাহাকেই 'সলক্ষণা' এইরূপ বলা হয়।

এস্থলে এই বিবাহ কর্ম্মটী সম্বন্ধে অধিকার বিষয়ক আলোচনা (বিচার) করা উচিত (এই বিবাহ কর্ম্মটীর প্রয়োজক কে—দৃষ্ট পুরুষার্থ কামই কি ইহার প্রয়োজক অথবা অদৃষ্ট পুরুষার্থ ধর্ম্মই ইহার প্রয়োজক, কিংবা ধর্ম্ম এবং কাম উভয়ই ইহার প্রয়োজক)। এই যে বিবাহ ইহা সংস্কার কর্ম্ম—; "অগ্নীন্ আদধীত" এই বাক্যে যে অগ্ন্যাধান বিহিত হইয়াছে উহাও সংস্কার কর্ম্ম; ঐ অগ্ন্যাধানের ন্যায়ই ইহার (বিবাহের) অনুষ্ঠানটীর কর্ত্তব্যতা পাওয়া যায়। অগ্ন্যাধান কর্ম্মটী 'আহবনীয়' প্রভৃতি ত্রিবিধ অগ্নিকে দ্বার (মধ্যবর্ত্তী) করিয়া যেমন সকল প্রকার নিত্য এবং কাম্য কর্ম্মের উপযোগী (উপকার সাধক) হইয়া থাকে, ঐ নিত্য এবং কাম্য কর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ যে আহবনীয় প্রভৃতি অগ্নি তাহা নিষ্পন্ন করিবার জন্য আধান কর্ম্মটীর অনুষ্ঠান করা হয়, বিবাহ কর্ম্মটীও ঠিক সেইরূপ; কারণ, এই বিবাহ কর্ম্মটীও ভার্য্যাত্ব সম্পাদন করিয়া (ভার্য্যাকে দ্বার করিয়া) দৃষ্ট পুরুষার্থ এবং অদৃষ্ট পুরুষার্থ উভয় প্রকার পুরুষার্থের উপযোগী হইয়া থাকে। পুরুষ চিত্তের খেদবশতঃ (কামজনিত উত্তেজনাবশতঃ) যে-কোন নারীতে উপগত হইতে প্রবৃত্ত হয়। এরূপ স্থলে শাস্ত্র তাহাকে নিষেধ করিয়া দেয় যে—কন্যাগমন করিবে না (অনূঢ়া নারীর সংসর্গ করিবে না), পরস্ত্রীগমন করিবে না। তখন সেই কামী ব্যক্তিটীর খেদনিবৃত্তি হয় (কামজনিত উত্তেজনা শান্ত হয়) নিজ পত্নীতে। (এইভাবে বিবাহ কর্ম্মটী দৃষ্ট পুরুষার্থের উপযোগী হইয়া থাকে)। আবার ইহা অদৃষ্ট পুরুষার্থেরও উপকার সাধন করে; কারণ, ভার্য্যার

সহিতই সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার অধিকার (ভার্য্যাকে বাদ দিয়া কোন ধর্ম্মকর্ম্মেই পুরুষের অধিকার নাই), যেহেতু শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "ভার্য্যার সহিত ধর্ম্ম আচরণ কর্ত্তব্য"। (কাজেই বিবাহ কর্ম্মটী ভার্য্যাকে দ্বার করিয়া অদৃষ্ট পুরুষার্থেরও উপযোগী হয়)।

কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করেন,—। রাগী (কামুক) ব্যক্তিরা বিবাহ কর্ম্মটীতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্বতই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; কারণ ইহা দ্বারা তাহাদের দৃষ্টপুরুষার্থটী (কামটী) সিদ্ধ অর্থাৎ চরিতার্থ হইয়া থাকে। আর ঐ দৃষ্টপুরুষার্থ প্রযুক্ত (প্রেরিত) হইয়া তাহারা বিবাহ করিলে, সেই বিবাহটী, দ্বিজাতির পক্ষে যেসকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে সেগুলিরও অনুষ্ঠান সম্পাদনের উপকার সাধন করে (যেহেতু সস্ত্রীক ধর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য)। কিন্তু যে ব্যক্তির স্ত্রীলোকের প্রতি অনুরাগ কোন কারণে নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে তাহার পক্ষে বিবাহ কর্ত্তব্য নহে। আবার, বিবাহ না হইলে কোন শাস্ত্রীয় কর্ম্মেও অধিকার জন্মে না। সুতরাং সেরূপ লোক যদি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান না করে তাহা হইলে তাহার কোন দোষ (প্রত্যবায়) ঘটে না। কাজেই পুরুষার্থ (কাম্য) ধর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান না করিয়া সে যদি অনাশ্রমী হইয়া অবস্থান করিতে থাকে তাহা হইলে তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় না। এরূপ বলা কিন্তু অসংগত। কারণ, (কেবলমাত্র কামই বিবাহের প্রয়োজক নহে), কাম যেমন পুরুষার্থ, ধর্ম্মও সেইরূপ পুরুষার্থ; কাজেই কামের ন্যায় ধর্ম্মও পুরুষার্থরূপে বিবাহের প্রয়োজক হইবে। সকল লোকই পুরুষার্থ সাধনের নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যদি ইহা এইরূপই হয় যে, বিবাহ না করিয়াও অনাশ্রমী হইয়া সে থাকিতে পারে তাহা হইলে "সম্বৎসর অনাশ্রমী হইয়া থাকিবে না" ইত্যাদি যে নিষেধ আছে তাহা সংগত হয় না। এ সম্বন্ধে অধিক কথা আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে (৮৯ শ্লোকে) আশ্রম বিকল্প নিরূপণ প্রসংগে নিপুণভাবে (বিস্তৃতভাবে) আলোচনা করিব। ৪

(যে কন্যা মাতার সপিণ্ড নহে এবং পিতার সগোত্র নহে অমৈথুনী সেই নারী দ্বিজাতিগণের পক্ষে বিবাহকর্ম্মে প্রশস্ত।)

(মেঃ)—যেরূপ কন্যাকে বিবাহ করা উচিত তাহারই সম্বন্ধে এইবার নির্দ্দেশ দিতেছেন:—। যে কন্যা নিজ মাতার সপিণ্ড নহে এবং পিতারও সগোত্র নহে বিবাহ কর্ম্মে সে প্রশস্তা। 'মাতার সপিণ্ড নহে' এখানে 'সপিণ্ড' এই পদটী মাতৃবন্ধু মাত্রের জ্ঞাপক। এরূপ বলিবার কারণ এই যে, অন্য স্মৃতিমধ্যে বলিয়া দেওয়া আছে যে, স্ত্রীলোকের সাপিণ্ডতা তৃতীয় পুরুষ পর্য্যন্ত—কাজেই মাতার উর্দ্ধতন তিন পুরুষ এবং অধস্তন তিন পুরুষ হয় মাতৃসাপিণ্ড। কিন্তু মাতৃবন্ধুগণের মধ্যে তিন পুরুষের পর যে কন্যার সম্পর্ক তাহাকেও বিবাহ করা শাস্ত্রানুমোদিত নহে। কারণ মাতৃবন্ধুগণের পঞ্চম পুরুষের পরে যে কন্যা পড়ে তাহাকেই বিবাহ করা যায়। এইজন্য গৌতম স্মৃতিমধ্যে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে—"পিতৃবন্ধুগণের সপ্তম পুরুষের পর এবং মাতৃবন্ধুগণের পঞ্চম পুরুষের পর যে কন্যা পড়ে তাহাকে বিবাহ করা যায়"। কাজেই "অসপিণ্ডা চ যা মাতুঃ"= যে কন্যা মাতার সপিণ্ড নহে, এইরূপ যথাশ্রুত—শব্দানুগত অর্থ গ্রহণ করিলে সমন্বয় হয় না (অর্থটী সংগত হয় না) বলিয়া এখানে 'সপিণ্ড' শব্দটীকে অন্য স্মৃতি অনুসারে 'মাতৃবন্ধু' এইরূপ অর্থবোধক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আর তাহা হইলে এই শ্লোকটীতে এই কথা বলা হইল যে, 'যে কন্যা মাতৃবংশে জন্মিয়াছে সে জায়া হইবে না'। মাতৃবংশের কন্যা—ইহার অবধি (সীমা) অর্থাৎ মাতৃবংশের কতদূর পর্য্যন্ত কন্যা বিবাহ্যা নহে তাহা গৌতম স্মৃতির নির্দ্দেশ অনুসারেই নিরূপিত হইবে। আর তদনুসারে জানা যায় যে, মাতামহ এবং প্রমাতামহের বংশে জাত পুত্র-সন্ততি মাতৃবান্ধবের সমীপবর্ত্তী বলিয়া সেখানে পঞ্চমী পর্য্যন্ত কন্যাকে বিবাহ করা চলিবে না। এইজন্য মাতৃষ্বসা (মাসী) এবং তাহার কন্যা কিংবা প্রমাতামহের সন্তানসন্ততির বংশে ঐরূপ যে কন্যা জন্মিয়াছে তাহাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ, কারণ তাহারা সকলেই অবিশেষে মাতৃবন্ধু হইতেছে।

"অসগোত্রা চ যা পিতুঃ"=যে কন্যা পিতার সগোত্র নহে। 'গোত্র' বলিতে বশিষ্ঠ, ভৃগু, গর্গ প্রভৃতির বংশ, যাহা স্মৃত হইয়া আসিতেছে। সমানগোত্রীয় বশিষ্ঠ বংশজাতা কন্যা বশিষ্ঠগোত্রজাত পুরুষের বিবাহ্যা নহে; এইরূপ গর্গগোত্রীয়া কন্যা গর্গগোত্রীয় পুরুষের বিবাহযোগ্যা নহে। বশিষ্ঠগোত্রীয়দের পক্ষে আবার মাতার পিতৃগোত্রীয় কন্যা (মাতামহগোত্রীয় কন্যা) বিবাহ করা নিষিদ্ধ। এসম্বন্ধে এইরূপ বচন আছে, "সগোত্রা এবং সমানপ্রবরা কন্যাকে বিবাহ করিলে

তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে চান্দ্রায়ণ করা কর্ত্তব্য"। এইরূপ "মাতুলের কন্যাকে বিবাহ করিলে কিংবা মাতৃসগোত্রা কন্যাকে বিবাহ করিলে (তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে)"। তবে এ সম্বন্ধে গোতম স্মৃতিমধ্যে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, "যাহাদের প্রবর সমান নহে তাহাদের মধ্যে বিবাহ চলিবে"। "এরূপ স্থলে গোত্র সমান হইলেও প্রবর যদি ভিন্ন হয় তাহা হইলে বিবাহ সঙ্গত হইবে"। ইহা বলা কিন্তু সঙ্গত নহে; কারণ অন্য স্মৃতিমধ্যে সমানগোত্র এবং সমান প্রবর হইলে উভয় স্থলেই বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, "সমান 'আর্ষ' এবং সমান গোত্রে যে কন্যা জন্মে নাই তাহাকে বিবাহ করিবে"। এখানে 'আর্ষ' এই পদটীর অর্থ প্রবর। আচ্ছা, গোত্র ভিন্ন হইলেও আর্ষেয় (প্রবর) এক হয় কিরূপে? (উত্তর)—যদি এইরূপ সমানতা চিরকাল পুরুষপরম্পরায় সকলে স্মরণ করিয়া আসিতে থাকেন তাহা হইলে ঐরূপ হইবে না কেন? (কারণ, এই সমানতা ইতিহাসস্বরূপ বংশপরম্পরা প্রসিদ্ধ; এই প্রকার স্মৃতি বা প্রসিদ্ধিই এ বিষয়ে প্রমাণ)। এই যে গোত্রপ্রবররূপ বিষয় ইহার সম্বন্ধে শ্রুতি (বৃদ্ধগণের নিকট শ্রবণ) এবং স্মৃতি (বংশপরম্পরা প্রসিদ্ধি) প্রমাণ; ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় নহে; কাজেই এ বিষয়ে (গোত্রভেদ হইলেও প্রবরের অভিন্নতা হওয়াতে) কোন বিরোধ হইতে পারে না। (যেমন বাৎস্যগোত্র ও সাবর্ণগোত্রের প্রবর অভিন্ন।)

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এই প্রবর বস্তুটী কি? (উত্তর)—ইহা ত খুব কমই বলা হইল, কারণ ইহাও ত জিজ্ঞাসা করা যায় যে 'এই ব্রাহ্মণত্বটী কি?' এইরূপ, 'এই গোত্র জিনিসটা কি?' বস্তুতঃ কথা এই যে, ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণ ইহাদের মধ্যে পুরুষত্ব সমান থাকিলেও অর্থাৎ মনুষ্যহিসাবে ইহাদের মধ্যে কোন বিশেষত্ব না থাকিলেও ব্রাহ্মণত্ব (ক্ষত্রিয়ত্ব) প্রভৃতিরূপে বিশেষত্ব আছে (এবং সেই বিশেষত্বটী মাতৃপ্রত্যক্ষগোচর ও প্রসিদ্ধিগম্য); সেইরূপ প্রত্যেকটী গোত্রের মধ্যে ব্রহ্মণত্ব সমভাবে বিদ্যমান থাকিলেও বশিষ্ঠ, গর্গ ইত্যাদি প্রকারে তাহাদের ভেদ থাকিবে। আবার প্রত্যেকটী গোত্রের মধ্যে অর্থাৎ একই গোত্রের যে যেখানে আছে তাহাদের মধ্যে 'আর্ষেয়' অর্থাৎ প্রবর অভিন্নই হইয়া থাকে। যাহার যে গোত্র তাহার পক্ষে সেই সেই নির্দ্দিষ্ট শব্দে (পরম্পরা প্রসিদ্ধ নামে) প্রবর নির্দ্দেশ করা উচিত। বিবাহ নিষেধস্থলেও এইভাবেই গোত্র এবং প্রবর অনুসরণ করিতে হয়। এইজন্য ধর্ম্মসূত্রকারগণও ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের সম্বন্ধ অনুসারেই প্রবর স্মৃতি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—এইজন্য তাঁহারা এইরূপ বলিয়াছেন 'এই গোত্র যাহাদের হইবে তাহাদের প্রবরও এইরূপ হইবে'। তবে গোত্রগত যে ভেদ তাহা সেই সেই গোত্রে যাহারা জন্মিয়াছে তাহারাই স্মরণ করিয়া থাকে অর্থাৎ কাহার কি গোত্র তাহা অন্যে বলিতে পারে না কিন্তু তাহাদের বংশপরম্পরাগত স্মৃতি বা প্রসিদ্ধি হইতেই উহা নিরূপিত হয়। এইজন্য লোকব্যবহারেও দেখা যায় যে, লোকেরা 'আমরা পরাশরগোত্রীয়', 'আমরা উপমন্যুগোত্রীয়' এইভাবে নিজ নিজ গোত্র স্মরণ করিয়া থাকে (পিতৃপিতামহপরম্পরাপ্রসিদ্ধ গোত্রস্মৃতি মনে করিয়া রাখে)। যদিও লোকেরা গোত্রের ন্যায় প্রবরও স্মরণ করিয়া থাকে বটে তথাপি গোত্র একটী কিন্তু প্রবর বহু অর্থাৎ 'বশিষ্ঠ' প্রভৃতি এক-একটী নামেই গোত্র হইয়া থাকে কিন্তু অনেকগুলি নামের সমষ্টি লইয়া হয় প্রবর; এইজন্য কখন কখন লোকেরা প্রবরটী ভুলিয়া যাইতে পারে (কারণ তাহাতে অনেকগুলি নাম মনে করিয়া রাখিতে হয়)। এইজন্য গোত্রকে উপলক্ষণ করিয়া প্রবর বিষয়ক স্মৃতি নিবন্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ 'অমুক গোত্রের এই এই প্রবর' এইভাবে প্রথমে গোত্র উল্লেখ করিয়া তাহার পর প্রবর বলা হয়; এজন্য গোত্রটী হয় প্রবরের উপলক্ষণ বা পরিচায়ক—('এই গোত্র' হইলে তাহার 'এই এই প্রবর' হইবে)। কাজেই প্রবর বিস্মৃত হইলেও নিজ নিজ গোত্রটী সকলেই স্মরণ করিয়া থাকে (মনে করিয়া রাখে)। পরন্তু গোত্রের কোন উপলক্ষণ (পরিচায়ক) নাই—যে লোক এই রকম হইবে তাহার এই গোত্র হইবে, এই প্রকারে গোত্রপরিচয় পাইবার কোন উপায় নাই। কেবলমাত্র স্মরণ অর্থাৎ বংশপরম্পরাগত প্রসিদ্ধিই ইহার প্রমাণ। একই গোত্রের সন্তানগণের মধ্যে সমানজাতীয়তা থাকে এইটুকু মাত্র সেখানে স্মরণ থাকে।

এই যে গোত্র এবং প্রবরের ভেদ ইহা কেবল ব্রাহ্মণগণেরই অনুসরণীয় হইয়া থাকে কিন্তু ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের মধ্যে এই গোত্রপ্রবরগতভেদ কার্য্যকারী নহে—(ইহার জন্য তাহাদের বিবাহ আটকায় না)। এইজন্য কল্পসূত্রকার বলিয়াছেন "ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের গোত্র ও প্রবর পুরোহিতের অনুরূপ হইবে। কারণ তাহাদের গোত্রস্মরণ নাই। তাহা হইলে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের বিবাহস্থলে যে বন্ধুবর্গের (পিতৃবন্ধু এবং মাতৃবন্ধুর) সীমা নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহার নিয়ম কি? ইহার

উত্তরে বলা হয়, "পিতৃবন্ধুগণের সপ্তম পুরুষের পর" এই যে নিয়ম, ইহা সকল বর্ণের পক্ষেই প্রয়োজ্য। (ইহার মধ্যে বিবাহ করা চারি বর্ণের পক্ষেই নিষিদ্ধ)। এখানেও অসগোত্রা এবং ("অসগোত্রা চ যা পিতুঃ" এস্থলে) 'চ' শব্দ থাকায় অসপিণ্ডা কন্যাই গ্রাহ্য। এইভাবে 'সপিণ্ড' শব্দটীর অনুবৃত্তি হইতেছে বলিয়া উহা আগের ন্যায় বন্ধু সম্বন্ধেরই বোধক; (অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও 'পিতৃসপিণ্ড' ইহার অর্থ পিতৃবন্ধু)। এইজন্য পিতৃষ্বসা প্রভৃতির কন্যা এবং প্রপিতামহের সন্তানসন্ততির কন্যাদের সম্বন্ধেও 'সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত' এই নিষেধটী প্রয়োজ্য হইবে, ইহা নিরূপিত হয়। কারণ, সপিণ্ডতার অবধি যে সপ্তম পুরুষ তাহা স্মৃতিকারগণ বলিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, 'গোত্র' ইহার অর্থ বংশ; এরূপ অর্থ হইলে সেখানে আর 'সপ্তম পুরুষ' এই প্রকার সীমা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হয় না। যতদূর পর্য্যন্ত এইরূপ স্মরণ চলিয়া আসিবে যে 'আমরা এক বংশের' ততদূর পর্য্যন্ত বিবাহ চলিবে না। এরূপ অর্থ ধরিলে এপক্ষেও "অসপিণ্ডা চ" এই অংশটীর অনুবৃত্তি হইবে। আর তাহা হইলে পূর্ব্বপ্রদর্শিত ব্যাখ্যা অনুসারে (সপিণ্ড পদের অর্থ 'বন্ধু' হওয়ায়) পিতৃবন্ধু, পিতৃষ্বসা প্রভৃতির কন্যাও নিষিদ্ধ হইয়া যাইবে। ইহাতে কেহ কেহ এইরূপ দোষ উদ্ভাবন করেন যে, এপক্ষে (এরূপ ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে) সমানপ্রবর এবং সমান গোত্রের বিবাহ নিষেধটী মেলা দুর্ঘট ; কারণ সেস্থলে গোত্র ও প্রবর সমান হইলেও সকলে কিছু এরূপ স্মরণ করে না—মনে করে না যে আমরা এক বংশেরই লোক। ইহার উত্তরে বক্তব্য—ইতিহাস প্রসিদ্ধি অনুসারে ঐ একবংশ্যতা দেখা যায় বলিয়া তদ্দ্বারা উহা সমর্থিত হয়। এ সম্বন্ধে এইরূপ ইতিহাস বর্ণনাও আছে,—"বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ বংশের আদিকর্ত্তা—প্রথম বীজী পুরুষ ; তাঁহাদের গোত্র সকল তাঁহাদিগহইতে আরম্ভ হইয়াছে; আর তাঁহাদিগ হইতে উৎপাদিত সেই গোত্রে প্রসূত (বিশিষ্ট) পুরুষগণ 'প্রবর'। (তাই বলিয়া গোত্রোৎপন্ন সকলেই প্রবর নহে, কিন্তু) তপস্যা বিদ্যা প্রভৃতি গুণের আধিক্য থাকায় তাঁহাদেরই পুত্রপৌত্রাদিগণের মধ্যে যাঁহারা প্রখ্যাততম হইয়াছেন তাঁহারা প্রবর।" অন্য স্মৃতি অনুসারে এই প্রকার নিয়ম নিরূপিত হয়।

এস্থলে কিন্তু এই বিষয়টীও বিচারপূর্ব্বক নিরূপণ করা উচিত যে, এই যে সমান প্রবরস্থলে বিবাহ নিষেধ ইহার অর্থ কি এইরূপ যে, কোন দুইটী প্রবরের মধ্যে যদি নামের সমানতা থাকে তাহা হইলে আর তাহাদের মধ্যে বিবাহ হইবে না, অথবা যদি প্রবরের সংখ্যার সমানতা থাকে তাহা হইলে সেস্থলে বিবাহ নিষিদ্ধ? সংখ্যার সমানতায় নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু নামের সমানতায় নিষিদ্ধ। দুইটী প্রবরের নামের সমানতা থাকিলে বিবাহ হইবে না, ইহাতেও আবার সংশয় এই যে, সবকয়টী নামের সমানতা ঘটিলে তবেই কি সেস্থলে বিবাহ নিষিদ্ধ, অথবা যে-কোন একটী নামেরও যদি সমানতা থাকে, তাহাতেও ঐ নিষেধটী প্রয়োজ্য? এরূপ স্থলে, যদি 'প্রবর' বলিতে যথানির্দ্দিষ্ট পুরুষসমষ্টি বুঝায় তাহা হইলে প্রবরদ্বয়ের মধ্যে একটী নামের সমানতা থাকিলেও অন্য নামগুলি ভিন্ন হইতেছে বলিয়া ঐ সমষ্টিদ্বয়ও ভিন্নই হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ স্থলে সেই দুইটী প্রবরের সমানতা না থাকায় বিবাহের নিষেধ হইতে পারে না। আর তাহা হইলে 'উপমন্যু' গোত্রীয় এবং 'পরাশর' গোত্রীয়ের মধ্যেও বিবাহ চলিতে পারে। কারণ, উহাদের উভয়ের গোত্র ভিন্নই হইতেছে। উপমন্যু গোত্রীয়গণ এক সম্প্রদায় এবং পরাশর গোত্রীয়গণ অন্য সম্প্রদায়; আর পূর্ব্বোক্ত নিয়মে তাহাদের প্রবরগত ভেদও রহিয়াছে। কারণ, উপমন্যু গোত্রীয়গণের প্রবর হইতেছে 'বাশিষ্ঠ, ভারদ্বাজ এবং একপাদ্' ; আর পরাশর গোত্রীয়গণের প্রবর হইতেছে 'বাশিষ্ঠ, গার্গ্য এবং পারাশর্য্য'। আবার ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হয় যে, ঐ প্রকার সমষ্টির প্রবরত্ব স্বীকার্য্য নহে কিন্তু এক-একটী নামেই প্রবর হইবে, তাহা হইলে দুইটী গোত্রের প্রবরমধ্যে যদি একটী নামও সমান হয় তাহা হইলে আর তাহাদের মধ্যে বিবাহ হইতে পারিবে না—সেরূপ স্থলে বিবাহ নিষিদ্ধই হইবে। ইহার উদাহরণ যেমন, 'মাষ কড়াই খাওয়া নিষিদ্ধ', এরূপ স্থলে মাষ কড়াই যদি অন্য বস্তুর সহিত মিশাইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাও খাওয়া চলে না, এই প্রকার অর্থই বোধিত হয়, এখানেও সেই রকম বুঝিতে হইবে। (প্রশ্ন)—তাহা হইলে প্রদর্শিত ঐ পক্ষগুলির মধ্যে কোন্‌টী যুক্তিসঙ্গত? (উত্তর)—এক-একটী নামেরই প্রবরত্ব, ইহা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, বেদমধ্যে ঐ প্রকার সামানাধিকরণ্য উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। যেমন, আর্ষের (প্রবর) বরণ সম্বন্ধে শ্রুতিমধ্যে আম্নাত হইয়াছে,—"একটী প্রবরকে বরণ করিবে, দুইটী প্রবরকে বরণ করিবে, তিনটী প্রবরকে বরণ করিবে"। এস্থলে একটীরও প্রবরত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং

যেখানে দুইটী গোত্রের মধ্যে একটী প্রবরেরও (নামেরও) সমানতা থাকে সেস্থলেও তাহাদের মধ্যে বিবাহ চলিতে পারে না।

মূল শ্লোকে "সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং" এস্থলে যে 'দ্বিজাতি' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে উহা উপলক্ষণ। কাজেই শূদ্রেরও 'পিতৃপক্ষে সপ্তম এবং মাতৃপক্ষে পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত বর্জ্জনীয়', এই নিয়মটী পালনীয়। "দারকর্ম্মণি"=দারকরণ অর্থাৎ দারক্রিয়া (বিবাহ কর্ম্ম), তাহাতে, "প্রশস্তা"=প্রশংসার সহিত বিহিত, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। "অমৈথুনী",—যে কন্যা মিথুন (পিতার নিয়োগক্রিয়া) হইতে উৎপন্ন তাহাকে বলে 'মৈথুনী'; যে মৈথুনী নহে সে অমৈথুনী; পিতুঃ= পিতার এই পদটী ইহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ যে কন্যা পিতার মৈথুনী নহে।* এরূপ বলিবার কারণ এই যে, সাধারণতঃ পিতৃবীজ হইতেই সন্তান উৎপন্ন হয়। কিন্তু 'নিয়োগ' সম্বন্ধেও বিধি আছে। কাজেই সেরূপভাবে নিয়োগ ধর্ম্মে প্রবৃত্ত পরিণেতার পিতা হইতে যে কন্যা উৎপন্ন হয় তাহার পক্ষে আর পূর্ব্বোক্ত বিশেষণগুলি অনুসারে নিষেধটী খাটে না। এইজন্য "অমৈথুনী" বলিয়া পৃথক্‌ভাবে তাহারও নিষেধ করা হইল। অতএব পিতার 'নিয়োগ' দ্বারা উৎপন্ন কন্যাকে কামপূর্ব্বক বিবাহ করা উচিত নহে, কারণ সে পিতার 'মৈথুনী' হইতেছে। কেহ কেহ এখানে "অমৈথুনে" এই প্রকার পাঠ স্বীকার করেন। "অসপিণ্ডা" ইত্যাদি বচনে যেরূপ কন্যার নির্দ্দেশ করা হইল সেরূপ কন্যা ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য যে বিবাহ করা হয় তাহাতে প্রশস্তা কিন্তু মৈথুন কর্ম্মে প্রশস্ত নহে। বস্তুতঃ ইহা প্রশংসামাত্র, ইহা মৈথুনার্থতার নিষেধ নহে। (ঐ প্রকার কন্যা বিবাহ করার প্রশংসাটী এইরূপ,—) এই প্রকার যে কন্যাকে বিবাহ করা হয় তাহার সহিত মৈথুন নিষ্পন্ন হইলেও সে ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তই হইয়া থাকে। ৫

(বক্ষ্যমাণ দশটী বংশ, গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশু, ধন ও ধান্যে সমৃদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট হইলেও স্ত্রীসম্বন্ধ ব্যাপারে সেগুলি বর্জ্জনীয়।)

(মেঃ)—অগ্রে যে নিষেধ বলা হইবে ইহা তাহারই নিন্দার্থবাদ। 'সমৃদ্ধি' অর্থ সম্পত্তি; 'ধন' অর্থ বিভব। "মহান্তি অপি"=প্রকৃষ্ট হইলেও। ধনেরই বিশেষণরূপে বলা হইতেছে "গোঽজাবিধনধান্যতঃ",—। এখানে তৃতীয়া বিভক্তির অর্থে 'তস্‌' প্রত্যয় হইয়াছে। গরু, অজ (ছাগল) এবং অবি (ভেড়া)—এগুলি ধনস্বরূপ; ইহার কারণ এবং ধান্যের কারণ (সমৃদ্ধ যে বংশ—)। 'ধন' শব্দটী 'গোঽজাবি' ইহার বিশেষণরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে। সুতরাং উহার অর্থ, —ধনস্বরূপ যে গরু, ছাগল প্রভৃতি। আর ধান্য হইতেছে কুটসম্পন্নতা (কুটসম্পত্তি) স্বরূপ। "স্ত্রী-সম্বন্ধ" ইহার অর্থ বিবাহ। স্ত্রীপ্রাপ্তির নিমিত্ত যে সম্বন্ধ তাহাই 'স্ত্রীসম্বন্ধ'। ৬

(যে বংশ জাতকর্ম্ম প্রভৃতি ক্রিয়াশূন্য, যে বংশে পুরুষ সন্তান জন্মে না, যে বংশ বেদাধ্যয়ন বর্জ্জিত, যে বংশের লোকেরা লোমশ, এবং অর্শঃ, ক্ষয়, অজীর্ণ, অপস্মার, শ্বিত্র ও কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত যে বংশ সে বংশের কন্যাকে বিবাহ করিবে না।)

(মেঃ)—"হীনক্রিয়ম্‌"=হীন অর্থাৎ পরিত্যক্ত হইয়াছে ক্রিয়া যে বংশে; অর্থাৎ যেখানে জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কার এবং পঞ্চমহাযজ্ঞাদি নিত্য ক্রিয়াসকল করা হয় না। "নিষ্পুরুষম্‌"=যে বংশে কেবল স্ত্রীসন্তানই প্রসূত হয়, পুরুষ সন্তান জন্মে না। "নিশ্ছন্দঃ"=বেদাধ্যয়নবর্জ্জিত। "রোমশার্শসম্‌",—এখানে সমাহার দ্বন্দ্ব হইয়া একবচন হইয়াছে; বস্তুতঃ ইহা দ্বারা দুইটী বংশই অভিহিত হইতেছে। 'লোমশ' ইহার অর্থ বাহু প্রভৃতি অঙ্গে অনেক সব বড় বড় লোম যাহার আছে। 'অর্শঃ',—ইহা পায়ু-ইন্দ্রিয়গত (মলদ্বারাশ্রিত) রোগ বিশেষ; সেখানে ঐ জায়গাটীতে মাংসপিণ্ড জন্মে, (তাহাতে রক্তস্রাবাদি হয়)। ঐ মাংসপিণ্ডগুলি রোগস্বরূপ, এজন্য পীড়াজনক। 'ক্ষয়' বলিতে রাজযক্ষ্মা নামে প্রসিদ্ধ ব্যাধি। "আময়াবী"=মন্দাগ্নি, যাহার ভুক্ত দ্রব্য ঠিকমত পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। "অপস্মারঃ"=যে রোগ স্মৃতিভ্রংশ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৈকল্য ঘটায়। "শ্বিত্রী"='শ্বিত্র'—রোগযুক্ত; শরীরের মধ্যে যে সাদা সাদা দাগ তাহাকে 'শ্বিত্র' বলে। 'কুষ্ঠ'=ইহা প্রসিদ্ধ ব্যাধি। এই যে 'লোম' প্রভৃতি রোগবাচক শব্দগুলি, ইহাদের সকলের উত্তরই "অর্শ আদিভ্যোঽচ্‌" এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে 'অচ্‌' প্রত্যয় এবং অপরাপর মত্বর্থীয় প্রত্যয় হইয়াছে। প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন যে, এই বিবাহ নিষেধটী দৃষ্টমূল অর্থাৎ ইহার কারণ

* বিবাহকারীর পিতার বীর্য্যজাত কন্যা সপিণ্ডা কিংবা সগোত্রা না হইলেও অবিবাহ্যা।

(এই নিষেধের হেতু যে কি তাহা) প্রমাণান্তর দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। দ্বিপদ প্রাণিগণ মাতৃবংশের দোষ গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই কারণে 'হীনক্রিয়' প্রভৃতি বংশের যে সন্তান তাহাদেরও সেই স্বভাবটী জন্মে, এবং ব্যাধিসকলও সংক্রামিত হয়। এইজন্য চিকিৎসাশাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে, "প্রবাহিকা (গ্রহণী) ছাড়া সকল রোগই সংক্রামক"। ৭

(কপিলা কন্যা বিবাহ করিবে না; যাহার অঙ্গুলী প্রভৃতি অঙ্গ অধিক আছে, যে নানা রোগগ্রস্তা বা চিররোগিণী, যে কেশশূন্যা, যাহার অধিক লোম আছে, যে বাচাল এবং যে 'পিঙ্গলা' সেরূপ কন্যাকে বিবাহ করিবে না।)

(মেঃ)—পূর্ব্ব শ্লোকে বংশগত দোষবশতঃ সেই বংশেই বিবাহ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে আর এই নিষেধটী কেবল সেই কন্যার প্রতিই প্রয়োজ্য। যাহার কেশপাশ কদ্রুবর্ণ (তামাটে) কিংবা কনকবর্ণ তাহাকে বলা হয় কপিলা। "অধিকাঙ্গী",—যেমন (হাতে কিংবা পায়ে) ছয়টী আঙ্গুল আছে ইত্যাদি প্রকার। "রোগিণী"=যাহার নানা রোগ আছে;—যাহার প্রতিকার (চিকিৎসা) হয় না এমন সব রোগ যাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। (রোগিণী=রোগী='রোগিন্' এখানে) 'ভূমন্' অর্থাৎ বাহুল্য অর্থে কিংবা নিত্যযোগ অর্থে মত্বর্থীয় 'ইনি' (ইন্) প্রত্যয় হইয়াছে। "অলোমিকা"= যাহার কেশ নাই; 'লোম' শব্দে 'কেশ' অর্থও বুঝায়। অথবা বাহুমূলে কিংবা জঙ্ঘামূলে যাহার মোটেই লোম নাই সে 'অলোমিকা'। "বাচালা"=খুব কম কথা যেখানে বলা উচিত সেখানে যে বেশী কর্কশ কথা বলে। "পিঙ্গলা"=চক্ষুর রোগবশতঃ 'মণ্ডলাক্ষী' কিংবা যাহার চক্ষু কপিল—পিঙ্গল বর্ণ। ৮

(নক্ষত্র, বৃক্ষ কিংবা নদীবাচক শব্দ যাহার নাম, অন্ত্যজ, পর্ব্বত, পক্ষী, সর্প ও দাসবাচক শব্দ যাহার নাম এবং ভীতিবোধক শব্দ যাহার নাম সে কন্যাকে বিবাহ করিবে না।)

(মেঃ)—'ঋক্ষ' অর্থ নক্ষত্র; সেই নামবিশিষ্টা কন্যা, যেমন আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা ইত্যাদি। 'বৃক্ষনাম্নী' —যেমন, শিংশপা, আমলকী ইত্যাদি। নদী—যেমন গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি; এই নামের কন্যা। 'ঋক্ষসকল এবং বৃক্ষসকল এবং নদীসকল' এই প্রকার বিগ্রহবাক্যে এখানে দ্বন্দ্ব সমাস হইয়াছে; 'তাহাদের নাম' এই প্রকার ব্যাসবাক্যে ষষ্ঠী সমাসে হয় 'ঋক্ষ-বৃক্ষ-নদী-নাম'; তাহার পর অপর একটী 'নাম' শব্দের সহিত উত্তরপদলোপী সমাস হইয়াছে (ঋক্ষ-বৃক্ষ-নদী-নামের ন্যায় 'নাম' যাহার—এই প্রকার বিগ্রহবাক্য হইবে, এবং এই প্রথম নাম পদটীর লোপ হইবে)। "অন্ত্যনামিকা"='বর্বরী', 'শবরী' ইত্যাদি অন্ত্যজ জাতিবোধক নামযুক্ত। 'পর্ব্বত'—বিন্ধ্য, মলয় প্রভৃতি। পূর্ব্বের ন্যায় সমাস করিয়া 'ক' প্রত্যয় হইয়াছে। "পক্ষিনাম্নী",—যেমন, শুকী, সারিকা ইত্যাদি। 'অহি' অর্থ সর্প; সেই নামযুক্ত;—যেমন ব্যালী, ভুজঙ্গী ইত্যাদি। 'প্রেষ্যা'=দাসী, চেটী, দরনী (?)। ভীষণ নাম অর্থাৎ ভয়জনক নাম; যেমন ডাকিনী, রাক্ষসী ইত্যাদি। ৯

(যাহার কোন অঙ্গবৈকল্য নাই, যাহার নামটী সৌম্য অর্থাৎ মধুর; যাহার গতিভঙ্গি হংস কিংবা হস্তীর ন্যায়; যাহার লোম, কেশ এবং দন্তগুলি মাঝারি আকারের এবং যাহার অঙ্গসকল মৃদু অর্থাৎ কঠিন-কর্কশ নহে সেইরূপ কন্যাকে বিবাহ করিবে।)

(মেঃ)—"অব্যঙ্গাঙ্গী"='অব্যঙ্গ' হইয়াছে অঙ্গসকল যাহার সে এইরূপ নামে অভিহিত হয়। 'অব্যঙ্গ' শব্দটীর অর্থ অবৈকল্য (বিকলতা-দোষ ত্রুটি না থাকা)। 'প্রবীণ', 'উদার' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় এখানে 'যাহার অঙ্গসকল অবিকল', এই প্রকারে ইহার ব্যুৎপত্তি করা হয়। এইজন্য এখানে যে দ্বিতীয় 'অঙ্গ' শব্দটী রহিয়াছে তাহার অর্থ হওয়া উচিত অবয়বী (অঙ্গী); কাজেই সংস্থান অর্থাৎ অবয়ব সন্নিবেশের যে পরিপূর্ণতা সেইরূপ অর্থই 'অব্যঙ্গ' শব্দটী দ্বারা অভিহিত হইতেছে। সৌম্য অর্থাৎ মধুর নাম যাহার সে সৌম্যনাম্নী; "স্ত্রীলোকগণের নাম হইবে এমন শব্দ যাহা সুখে, বিনা কষ্টে উচ্চারণ করা যায়" এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে পূর্ব্বে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) ইহা দেখান হইয়াছে। হংসের ন্যায়, বারণের (হস্তীর) ন্যায় যে গমন করে সে 'হংসবারণগামিনী'। হংস এবং হস্তীর গতি যেমন বিলাসযুক্ত (ভঙ্গিবিশেষযুক্ত) এবং মন্থর সেই রকম গতি যাহার। 'তনু' শব্দটী অল্পার্থক নহে কিন্তু ইহা অনুপরিমাণ (অল্পতা?) বোধক। সুতরাং

তাহাকে 'তন্বঙ্গী' বলা হইবে যে স্ত্রীলোক অতি স্থূলও নহে এবং অতি কৃশও নহে। মৃদু অর্থাৎ সুখস্পর্শ—কঠিন (শক্ত)ও নয় এবং পরুষ (কর্কশ)ও নয় অঙ্গসকল যাহার সেই নারী মৃদ্বঙ্গী। সেই রকম "স্ত্রিয়ম্ উদ্‌বহেৎ"=কন্যাকে বিবাহ করিবে। এখানে কন্যার কথাই বলা হইতেছে, এজন্য "স্ত্রিয়ম্" ইহার অর্থ কন্যা।

আচ্ছা, তাহাই যদি হয় তবে পূর্ব্বে "নালোমিকাম্" ইত্যাদি শ্লোকে যে নিষেধ বলা হইয়াছে তাহা অনর্থক হইয়া পড়ে। কারণ, এই শ্লোকটীতে যে বিধি বলা হইল তাহা হইতেই ইহা সিদ্ধ হয় যে, 'যে কন্যা এই প্রকার নহে তাহাকে বিবাহ করা উচিত নহে'। (উত্তর)—ইহা ঠিক; তবে একই বিষয় যদি বিধিমুখে এবং নিষেধমুখে (উভয় প্রকারে) উপদেশ করা হয় তাহা হইলে অর্থটী পরিস্ফুট হইয়া থাকে। এই প্রকরণে 'কন্যা' শব্দটী সেইরূপ স্ত্রীলোক অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে যে নারী পুরুষকৃত সম্ভোগ অনুভব করে নাই। বশিষ্ঠও এইরূপ বলিয়াছেন,—"যে নারী মৈথুন কর্ম্ম স্পর্শ করে নাই সেইরূপ সদৃশী ভার্য্যা গ্রহণ করিবে"। আর, ইহাও সম্ভব নহে যে, যাহাকে অন্য পুরুষ বিবাহ-সংস্কারযুক্ত করিয়াছে তাহাকে অপর একজন পুরুষ পুনরায় ঐ বিবাহ-সংস্কারযুক্ত করিবে, কারণ যাহা একবার করা হইয়া গিয়াছে তাহা পুনর্ব্বার করা চলে না। এই কারণে, যে নারীকে কেহ বিবাহ করিয়াছে সে যদি সেই স্বামীর সহিত সংযোগ (মৈথুন) প্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে সে কন্যাই থাকে বটে কিন্তু তথাপি স্বামী প্রবাসাদিগত হইলে সে স্বৈরিণী (পুরুষান্তরাভিলাষিণী) হইলেও অন্যের সহিত তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ হইতে পারে না। এইজন্য এই প্রকার নারীর কথা বশিষ্ঠের বচনমধ্যে বলা হইয়াছে। অন্য স্মৃতিতেও (যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতেও) এইরূপই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে; যথা,—"যে নারী অন্য-পূর্ব্বিকা নহে অর্থাৎ যাহাকে অন্য কেহ পূর্ব্বে বিবাহ করে নাই, যে নারী বয়ঃকনিষ্ঠা, এবং ভ্রাতৃযুক্তা সেইরূপ নারীকে বিবাহ করিবে" ইত্যাদি। ১০

(যে নারীর ভ্রাতা নাই এবং যাহার পিতা কে তাহা জানা যায় না বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে সেরূপ স্ত্রীলোককে বিবাহ করা উচিত নহে; কারণ, তাহার উপর 'পুত্রিকা ধর্ম্মের' আশঙ্কা থাকে অর্থাৎ তাহার পিতা এইরূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া রাখিতে পারে যে এই কন্যার পুত্রটী আমার শ্রাদ্ধ সপিণ্ডনাদি করিবে।)

(মেঃ)—যে কন্যার ভ্রাতা নাই তাহাকে বিবাহ করিবে না। "পুত্রিকাধর্ম্মশঙ্কয়া"=পুত্রিকাত্বের আশঙ্কা থাকে বলিয়া,—। হয়ত বা ইহার পিতা কর্তৃক ইহার উপর পুত্রিকাধর্ম্ম করা হইয়াছে, এই প্রকার শঙ্কা অর্থাৎ সন্দেহ থাকে বলিয়া। (প্রশ্ন)—এরূপ শঙ্কা হইবার কারণ কি? (উত্তর)—যদি তাহার পিতার সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ জানিতে পারা না যায়--সে বিদেশে অবস্থান করিবার জন্যই হউক অথবা মরিয়া গিয়াছে বলিয়াই হউক (সুতরাং তাহার কল্পনা কি ছিল কে বলিবে)? সেরূপ কন্যাকে তাহার মাতা অথবা তাহার পিতৃসপিণ্ডগণ সম্প্রদান করিয়া থাকে। যেহেতু স্মৃতি শাস্ত্রমধ্যে এইরূপ বিধান আছে যে, কন্যা বয়স্থা হইলে যদি তাহার পিতা নিকটে না থাকে তাহা হইলে ইহারাই তাহাকে সম্প্রদান করিবে। এ সম্বন্ধে যে স্মৃতিবচন আছে তাহা অগ্রে দেখাইব। কিন্তু সেই কন্যার পিতাকে যদি সম্যক্ জানা থাকে তাহা হইলে ঐ পুত্রিকা ধর্ম্ম বিষয়ে সন্দেহ হয় না, (কারণ তাহার নিকট জানিয়া লইলেই সন্দেহভঞ্জন হইয়া যায়)। যেহেতু পিতা নিজেই বলিয়া দিবে যে তাহার উপর পুত্রিকা ধর্ম্ম করা হইয়াছে কি না। "ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা" এখানে যে "বা" শব্দটী রহিয়াছে উহা 'চেৎ' (যদি) এই শব্দের অর্থ বুঝাইতেছে—যদি তাহার পিতাকে জানা না যায় তাহা হইলে সেই কন্যাকে বিবাহ করিবে না। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, এখানে এই দুইটী নিষেধ স্বতন্ত্রভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে,—। যদি পিতার পরিচয় পাওয়া না যায়--এই ব্যক্তি ইহার জন্মদাতা, ইহা যদি জানা না যায়, (তখন সেই কন্যাটীকে গূঢ়োৎপন্না—জারজাতা বলিয়া মনে হয়)। এইভাবে এই অংশটীতে ঐ জারজ কন্যা বিবাহ করিতে নিষেধ করা হইল। সেপক্ষে শ্লোকটীর পদগুলির সম্বন্ধ (অন্বয়) হইবে এইরূপ,—"যাহার ভ্রাতা নাই তাহাকে বিবাহ করিবে না, কারণ তাহার উপর পুত্রিকা ধর্ম্মের সন্দেহ থাকে"। আর তাহা হইলে "ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা"=পিতাকে যদি জানা না যায়, এই অংশটীর সহিত "পুত্রিকা-ধর্ম্মশঙ্কয়া" ইহার সম্বন্ধ হইবে না।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, এই প্রকরণে যেসকল নিষেধ বলা হইল সেগুলির মধ্যে যেগুলি দৃষ্টার্থক নহে, যেমন "অসপিণ্ডা চ" ইত্যাদি শ্লোকের নিষেধ, ইহা যদি লঙ্ঘন করা হয় তাহা হইলে সেই বিবাহটী স্বরূপতঃই নিষ্পন্ন হইবে না অর্থাৎ সেই বিবাহটী অসিদ্ধই হইবে। এজন্য কেহ যদি সগোত্রা কন্যাকে বিবাহ করে তাহা হইলে তাহা না করারই সামিল অর্থাৎ সেই বিবাহটী অসিদ্ধ। ইহার কারণ এই যে, আধান অর্থাৎ অগ্ন্যাধানের স্বরূপ যেমন বিধিমাত্রগম্য অর্থাৎ আধানটী যদি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সম্পাদিত হয় তবেই তাহার স্বরূপ উৎপন্ন হইবে, বিবাহটীর স্বরূপও সেইরূপ কেবলমাত্র বিধি হইতেই অবগত হইতে হয়; সুতরাং সেস্থলে বিধি লঙ্ঘন করা হইলে তাহা স্বরূপতঃ সিদ্ধ হইতে পারে না। আধান বিধিস্থলে যেমন কোন অঙ্গ শাস্ত্র-বিহিত হইলেও যদি তাহা অনুষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে আহবনীয় প্রভৃতি অগ্নির স্বরূপ সিদ্ধ হইবে না (অর্থাৎ সেই অনুষ্ঠানজন্য অগ্নির মধ্যে 'আহবনীয়-অগ্নিত্ব' সিদ্ধ হইবে না, সুতরাং সেই অগ্নিতে যেসমস্ত যাগ যজ্ঞ করা হইবে সেগুলি বিফল হইবে), সেইরূপ সগোত্রাদিরূপ কন্যাকে বিবাহ করিলে ভার্য্যাত্ব সিদ্ধ হইবে না (সুতরাং তাহার গর্ভজাত পুত্রও পিণ্ডদানাদির অধিকারী হইবে না)। অতএব এতাদৃশ কন্যার বিবাহ-সংস্কারসদৃশ ক্রিয়া করা হইলেও তাহাকে পরিত্যাগই করিতে হইবে। অধিক কি, এই প্রকার বিবাহ করা হইলে বশিষ্ঠাদি স্মৃতিতে ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থাও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

সত্য বটে, কোন কর্ম্মমধ্যে যাহা নিষিদ্ধ হয় সেই নিষেধটী সেই কর্ম্মেরই অঙ্গস্বরূপ বলিয়া তাহা লঙ্ঘন করিলে তাহাতে সেই কর্ম্মটীর মাত্র বৈগুণ্য (অঙ্গহানি) ঘটে অর্থাৎ ইহার ফলে কর্ম্মটী সাঙ্গ (পূর্ণ) হয় না, কিন্তু তাহাতে সেই কর্ম্মানুষ্ঠাতা পুরুষের কোন দোষ (প্রত্যবায়) জন্মে না—(কারণ উহা ক্রত্বর্থ নিষেধ; যাহা পুরুষার্থ নিষেধ তাহা লঙ্ঘন করিলেই পুরুষের প্রত্যবায় ঘটে এবং তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তও করিতে হয়; সুতরাং এখানে সগোত্রাদি বিবাহে কেবল ঐ বিবাহ কর্ম্মটীই বৈগুণ্য প্রাপ্ত হইবে—অসিদ্ধ হইবে, কিন্তু বিবাহকারী পুরুষের কোন প্রত্যবায় জন্মিবে না, অতএব তাহার জন্য তাহাকে প্রায়শ্চিত্তও করিতে হয় না), তথাপি এরূপ স্থলে প্রায়শ্চিত্তটী যৌক্তিক নহে কিন্তু তাহা বাচনিক—অর্থাৎ 'এরূপ স্থলেও প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য' ইহা যখন বিশেষ বচন দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তখন পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা তাহার বাধ হইতে পারিবে না। (অথবা এই প্রায়শ্চিত্তটীকেও যৌক্তিক বলা যায়। যুক্তিটী এইরূপ,—) সগোত্রাগমন করা শাস্ত্র নিষিদ্ধ। সেই সগোত্রাগমনের জন্য যদি কোন ব্যাপার (ক্রিয়া) অবলম্বিত হয় তাহা হইলে সগোত্রাগমনের যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে তাহা অবশ্যই কর্ত্তব্য হইয়া পড়িবে। (কারণ বিবাহ করিলে সেই নারীতে উপগত হওয়া স্বাভাবিক,—যেহেতু ধর্ম্ম এবং কাম উভয়ই বিবাহের প্রয়োজক)।

তবে "হীনক্রিয় বংশের কন্যাকে বিবাহ করিবে না" ইত্যাদি প্রকার যে নিষেধ তাহা দৃষ্ট-দোষমূলক অর্থাৎ সেরূপ বিবাহে কি দোষ ঘটে তাহা প্রত্যক্ষত উপলব্ধি করা যায়; এজন্য এরূপ স্থলে কেহ যদি বিবাহ করে তাহা হইলে সেই বিবাহটী সিদ্ধ হইবে—(তাহা অসিদ্ধ হইবে না); কাজেই সেই বিবাহিত নারীটী অবশ্যই ভার্য্যা হইবে (তাহার মধ্যে ভার্য্যাত্ব নিষ্পন্ন হইবে); সুতরাং তাহাকে ত্যাগ করিবার কোন কারণ নাই। এই প্রকার অর্থ জানাইয়া দিবার জন্যই প্রথমে অসগোত্রাদি বিবাহ সম্বন্ধে যে নিষেধ বলা হইয়াছে পরবর্ত্তী নিষেধগুলি যে ভিন্ন প্রকার তাহা "মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি" ইত্যাদি বচনে উহা হইতে পৃথক্ করিয়া স্তুতি (প্রশংসা)রূপে বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শিষ্টাচারও এইরূপ। এইজন্য শিষ্টাচারমধ্যে দেখা যায় যে, 'কপিলা' প্রভৃতি কন্যাকে কখন কখনও বিবাহ করা হয়, কিন্তু সগোত্রা কন্যাকে কখনও বিবাহ করা হয় না। ১১

(দ্বিজাতিগণের দারপরিগ্রহ ব্যাপারে সর্ব্বাগ্রে সবর্ণা কন্যাকেই বিবাহ করা প্রশস্ত। পরে যখন কেহ কেবল কামার্থে বিবাহে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহার পক্ষে এই বক্ষ্যমাণ নারীগুলি ক্রমে ক্রমে প্রশস্ত হইবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে বিধি বলা হইয়াছে "উদ্‌বহেত দ্বিজো ভার্য্যাম্"। এখানে 'ভার্য্যাম্' এই পদটীতে দ্বিতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে বলিয়া উহার প্রধানত্ব রহিয়াছে এবং ঐ বিবাহটী গুণকর্ম্ম; তথাপি এখানে "ভার্য্যাম্" এই পদটীর একত্বও বিবক্ষিত; কারণ 'ভার্য্যা' শব্দটী এখানে উদ্দেশ্য হইলেও উহা 'অনুবাদ'গত উদ্দেশ্য। ইহার উদাহরণ যেমন "যূপং ছিনত্তি"=যূপ ছেদন করিবে। (এখানে 'যূপ' উদ্দেশ্য হইলেও ইহার একত্ব বিবক্ষিত)। ইহার কারণ এই যে, যে পদার্থটীর

স্বরূপ অন্য প্রমাণ কিংবা অন্য শ্রুতিবচন হইতে পূর্ব্বেই অবগত হওয়া গিয়াছে সেটীকে যখন অপর একটী কর্ম্মবিধানের জন্য অনুবাদ (পুনরুল্লেখ) করা হয় তখন পূর্ব্বে প্রমাণান্তরের দ্বারা সেটীর স্বরূপ যেভাবে অবগত হওয়া গিয়াছিল অনুবাদ (পুনরুল্লেখ) করিবার সময় সেটী ঠিক সেই স্বরূপেই অনূদ্যমান হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ যেমন, "গ্রহং সংমার্ষ্টি"=গ্রহপাত্র সম্মার্জ্জন করিবে; (এস্থলে 'গ্রহ' অনূদ্যমান হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সংখ্যাযুক্ত গ্রহই উপস্থিত হয়)। ইহার কারণ এই যে, অনুবাদটী প্রথম জ্ঞানের উপর নির্ভর করে (অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে জানা যায় নাই তাহার অনুবাদ হইতে পারে না)। ঐ গ্রহ পাত্রগুলির সংখ্যা আগে নিশ্চিতরূপে জানা ছিল। কারণ, শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ 'প্রাতঃসবন' কালে এই দশটী গ্রহ গ্রহণ করিবেন"। আবার ঐ গ্রহগুলির কার্য্য কি তাহাও "গ্রহৈর্জুহোতি"=গ্রহপাত্রগুলির দ্বারা হোম করিবে, এই শ্রুতিবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। এজন্য "গ্রহং সংমার্ষ্টি" এই বাক্যে গ্রহের উদ্দেশ্যে যেখানে সম্মার্জ্জন বিহিত হইয়াছে সেখানে ঐ গ্রহপাত্রের স্বরূপ অন্য জ্ঞান (প্রমাণ) হইতে নিরূপিত হয় বলিয়া উহা তাহার উপর নির্ভরশীল। এজন্য সেই প্রমাণান্তরকে বাদ দিয়া এখানে গ্রহপাত্রের একত্ব সংখ্যা বিবক্ষিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে "উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাম্" এই বচনে যে ভার্য্যাত্ব বিধান করা হইয়াছে তাহা অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা বোধিত হয় নাই; এজন্য তাহা পূর্ব্বসিদ্ধ নহে; কিন্তু তাহা এই প্রমাণটী হইতেই অবগত হইতে হয়। এই কারণে এখানে যেমন শ্রুতি আছে সেইরূপই প্রতীতি হইবে। (এখানে একবচনশ্রুতিই রহিয়াছে)। সুতরাং এখানে প্রাতিপদিকের অর্থটী যেমন বিবক্ষিত ঐ একত্ব সংখ্যাটীও সেইরূপ বিবক্ষিত। পঞ্চম অধ্যায়ে (৮৯ শ্লোকে) ইহা বিস্তৃতভাবে বিচার করিয়া যুক্তিসহকারে প্রতিপাদন করা যাইবে। সুতরাং এখানে "ভার্য্যাম্" এই পদটীর একত্ব সংখ্যা যদি বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় একটী নারীর পাণিগ্রহণ করা হইলেও তাহার মধ্যে ভার্য্যাত্ব সিদ্ধ হইবে না অর্থাৎ তাহাকে ভার্য্যা বলা চলিবে না। ইহার উদাহরণ যেমন আহবনীয় অগ্নি নিষ্পন্ন হইলে দ্বিতীয় একটী আহবনীয় আর হইবে না। সময়ে সময়ে বিশেষ কোন নিমিত্তবশতঃ অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করা অনুমোদিত হইয়া থাকে। তাহার জন্যই এই শ্লোকটী আরম্ভ করা হইতেছে। এই প্রকার অর্থ বিবক্ষাবশতই গৌতমীয় স্মৃতিমধ্যে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে যে "ভার্য্যা যদি ধর্ম্ম এবং অপত্য উভয়যুক্ত হয় তাহা হইলে অন্য পত্নী গ্রহণ করিবে না ; তবে ঐ দুইটী প্রয়োজনের মধ্যে একটীরও যদি অসদ্ভাব ঘটে (ধর্ম্ম এবং আপত্য এই দুইটীর যে কোন একটী যদি সেই ভার্য্যা হইতে সিদ্ধ না হয়) তাহা হইলে অন্য পত্নী গ্রহণ করিবে"।

"সবর্ণা" ইহার অর্থ সমানজাতীয়া। সেই সবর্ণা নারীই কিন্তু "অগ্রে"=প্রথমে অর্থাৎ অন্য-জাতীয় নারীকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে সেই ব্যক্তির পক্ষে বিবাহে "প্রশস্ত"। তাহার পর, সবর্ণা বিবাহ করা হইয়া গেলে তাহার উপর যদি কোন কারণে প্রীতি না জন্মে অথবা পুত্রের জন্য ব্যাপার (ক্রিয়া) নিষ্পন্ন না হয় তখন কামপ্রযুক্ত স্ত্রী-অভিলাষ জন্মিলে "ইমাঃ"=এই বক্ষ্যমাণ "সবর্ণাবরাঃ"=অসবর্ণা নারীসকল শ্রেষ্ঠ, ইহা শাস্ত্র হইতে--(শাস্ত্রবচন অনুসারে) জ্ঞাতব্য। অতএব পূর্ব্বে সবর্ণা ভার্য্যার যে একত্ব নিয়ম করা হইয়াছিল, ইহা তাহার অপবাদ (বিশেষ বিধি বা ব্যতিক্রম)। আচ্ছা, সবর্ণা নারী বিবাহ করা ত নিজের ইচ্ছাধীন নহে—কিন্তু উহা পরাধীন—উহার জন্য শাস্ত্রবিধির উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং সবর্ণা ভার্য্যার ত বহুত্ব নাই? ইহার উত্তরে বক্তব্য,--একত্ব সংখ্যাটী যে লঙ্ঘন করা হয়, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কারণ, অসবর্ণা কন্যা বিবাহ করিবার অনুমোদন রহিয়াছে। সুতরাং অসবর্ণা কন্যা বিবাহ করার ফলে "উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাম্" এই বিধিবোধিত ভার্য্যার একত্ব যখন অতিক্রান্তই হইতেছে তখন, সবর্ণা কন্যা বিবাহ দ্বারা ঐ একত্ব অতিক্রম করিবার সবর্ণা ভার্য্যার বহুত্ব হইবার যাহাতে নিষেধ হইতে পারে এমন প্রমাণ কি? আর গৌতম স্মৃতিমধ্যেও অবিশেষে (সাধারণভাবে) নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে "ধর্ম্ম এবং অপত্য ইহার কোন একটী যদি সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করিবে"। (ইহাতে দ্বিতীয় বার সবর্ণা ভার্য্যা গ্রহণ করিবার নিষেধ নাই)। আর এই গ্রন্থেই পরবর্ত্তী শ্লোকে "সেই শূদ্রা এবং সবর্ণা বৈশ্যাও বৈশ্যের ভার্য্যা হইবে"। ইহাতে দ্বিতীয় ভার্য্যারূপে সবর্ণা কন্যা বিবাহ করিবারও অনুমোদন রহিয়াছে। ১২

(একমাত্র শূদ্রকন্যাই শূদ্রের ভার্য্যা হইবে, বৈশ্যের পক্ষে সেই শূদ্রা এবং সবর্ণা বৈশ্যকন্যা ভার্য্যা হইবে; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সেই শূদ্রা ও বৈশ্যা এবং সবর্ণা ক্ষত্রিয় কন্যা ভার্য্যা

হইবে; আর ব্রাহ্মণের পক্ষে ঐ শূদ্রা, বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া এবং ব্রাহ্মণ কন্যাও ভার্য্যা হইবে।)

(মেঃ)—বর্ণভেদ রহিয়াছে বলিয়া সবর্ণা কন্যা সম্বন্ধে নিয়ম বলা হইতেছে। ব্রাহ্মণের পক্ষে যেমন ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতীয়া নারীসকল পত্নী হয় সেইরূপ শূদ্রের পক্ষেও রজক, তক্ষা (সূত্রধার) প্রভৃতি শূদ্রাপেক্ষা হীনজাতীয়া নারী ভার্য্যা হইতে পারে। এইজন্য তাহার পক্ষে এই শূদ্রাকে সবর্ণা বলা হয়। কিন্তু শূদ্রের পক্ষে উচ্চজাতীয়া নারী ভার্য্যা হইতে পারিবে না; কারণ, এখানে বর্ণের ক্রম নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। "সা চ" ইহার অর্থ সেই শূদ্রা নারী এবং "স্বা"= বৈশ্যা কন্যা, বৈশ্যের ভার্য্যা হইবে। "তে চ"=তাহারা দুইজন অর্থাৎ শূদ্রা এবং বৈশ্যা, "স্বা চ"= এবং সবর্ণা ক্ষত্রিয় নারী ক্ষত্রিয়ের ভার্য্যা হইবে। এইরূপ "অগ্রজন্মনঃ"=ব্রাহ্মণের (পক্ষেও বুঝিতে হইবে)। এখানে পত্নী সংগ্রহরূপ বিষয়টী ব্রাহ্মণাদি ক্রমে উল্লেখ করা উচিত ছিল; কিন্তু তাহা না করিয়া শূদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া যে নির্দ্দেশ করা হইল ইহা দ্বারা পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়টীই সমর্থিত হইতেছে। (অর্থাৎ প্রথমতঃ সবর্ণা নারীই সকল বর্ণের পক্ষে বিবাহ্যা; তাহার পর উক্ত ক্রমেও সবর্ণা ভার্য্যান্তর এবং অন্য বর্ণেরও ভার্য্যান্তর গ্রহণ করা যায়)। এইজন্য এ সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াছে যে "বিকল্প স্থলে সবর্ণাদি ক্রমে বিবাহ কর্ত্তব্য; বর্ণান্তরের নারীকে বিবাহ করা বিকল্প, উহা যে সমুচ্চয় বুঝাইতেছে তাহা নহে অর্থাৎ সবর্ণা এবং অসবর্ণা উভয় প্রকার বিবাহই যে কর্ত্তব্য তাহা নহে। ১৩

(তবে কিন্তু আপৎকল্পে কষ্টে পতিত হইলেও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শূদ্রা কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করা অনুমোদিত নহে—কোন ইতিহাসাদি বৃত্তান্ত মধ্যেও এরূপ উল্লেখ নাই।)

(মেঃ)—হইতে পারে যে শূদ্রা কন্যাটী অত্যন্ত রূপবতী, বিপ্র কিংবা ক্ষত্রিয় ব্যক্তিটীও খুব বীরপ্রকৃতি এবং তাহারা 'দশমী দশা' (শেষ বয়স) প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু বিবাহ হয় নাই তথাপি শূদ্রা কন্যাকে তাহারা বিবাহ করিতে পারিবে না। এ সম্বন্ধে অর্থবাদ বলা হইতেছে— "কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে"=ইতিহাসাদি উপাখ্যানে কুত্রাপি ইহার উল্লেখ নাই। "আপদি"=গুরুতর, অধিক বিপদে পড়িয়াও;—। পূর্ব্বশ্লোকে এরূপ বিবাহ অনুমোদন করা হইয়াছিল আবার এখানে তাহার নিষেধ করা হইতেছে; অতএব এস্থলে বিকল্প হইবে, (কারণ এখানে বিধি এবং নিষেধ উভয়ই তুল্যবল।)।

আচ্ছা, এই যে শূদ্রাপরিণয়বিষয়ক বিকল্প বলা হইল ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? কারণ, একমাত্র শাস্ত্রপ্রাপ্ত যে একবিষয়ক বিধিনিষেধ সেইখানেই বিকল্প হইয়া থাকে, যেমন 'ষোড়শি' নামক যজ্ঞপাত্র গ্রহণ করা এবং না করার স্থলে বিধি এবং নিষেধ উভয়ই শাস্ত্রৈকগম্য বলিয়া তথায় বিকল্প স্বীকার করা হয়। কিন্তু এই যে শূদ্রা পরিণয় ইহা রাগপ্রাপ্ত, কামমূলক। শাস্ত্রের দ্বারা তাহারই নিষেধ করা হইতেছে। আর শূদ্রা পরিণয় যে শাস্ত্র প্রতিপাদ্য তাহাও নহে। পক্ষান্তরে ঐ শূদ্রা পরিণয় বিষয়ক নিষেধটী কেবলমাত্র শাস্ত্রগম্য। (সুতরাং এরূপ স্থলে বিকল্প হইতে পারে না; কারণ, নিষেধটী এখানে প্রবল)। অতএব শূদ্রাকে বিবাহ করা অকর্ত্তব্যই হইবে। এইজন্য এই অভিপ্রায়েই যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে,—"দ্বিজাতিগণ শূদ্রবর্ণ হইতেও দার সংগ্রহ করিবে, এইরূপ যে কেহ কেহ বলেন তাহা আমি অনুমোদন করি না" ইত্যাদি। ইহার উত্তরে বক্তব্য,—পাছে বিধিটী অনর্থক হইয়া পড়ে সেই আনর্থক্য পরিহার করিবার নিমিত্তই বিকল্প স্বীকার করা হয়, ইহাই সকল স্থলের নিয়ম। শূদ্রা পরিণয় যদি ব্রাহ্মণের পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ হয় তাহা হইলে আপৎকালীন অনুমোদনরূপে কেবল ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যা নারীকে বিবাহ করার জন্যই প্রতিপ্রসব (পুনর্বিধান) বলিতে হয়। কিন্তু সবর্ণা বিবাহ সম্বন্ধে নিয়মবিধি রহিয়াছে বলিয়া ১৩ শ্লোকের যে প্রতিপ্রসব এবং এই শ্লোকের যে নিষেধ দুইটীই তাহা হইলে ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কাজেই এই অনুজ্ঞাবচন এবং নিষেধবচন দুইটী পরস্পরবিরোধী হইয়া পড়িতেছে বলিয়া, ইহাদের বিকল্পই হইয়া থাকে (অন্যথা ঐ দুইটী বচনই অনর্থক হইয়া পড়ে)। আচ্ছা, বিকল্প হইলে ত কামচার (ইচ্ছাধীনতা) থাকে; আর সেরূপ অর্থটী (ঐ কামচার) প্রতিপ্রসব বচন হইতেই সিদ্ধ হয়; সুতরাং আবার নিষেধ বলিবার ত কোনই আবশ্যকতা নাই। (উত্তর)—গুরুতর আপৎকল্প ব্যতীত শূদ্রা-

বিবাহ উচিত নহে কিন্তু ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা পরিণয় কামপ্রযুক্ত হইয়া করিতে পারে, এইজন্যই ঐ প্রতিষেধ বচন। বস্তুতঃ এখানে এইরূপ অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত যে, সবর্ণা বিবাহ সম্বন্ধে যখন নিয়মবিধি বলা হইয়াছে তখন অসবর্ণা বিবাহটীর নিষেধও অর্থাপত্তিবলে সিদ্ধ হয় (কারণ নিয়মবিধিস্থলে যে বিষয়টীর নিয়ম করা হয় তদ্ভিন্ন পদার্থটী আর্থিকভাবে নিবৃত্ত হইয়া যায়)। সুতরাং শূদ্রা পরিণয়টীও ঐভাবে অর্থাপত্তিবলে নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। তথাপি বচন দ্বারা ঐ শূদ্রা বিবাহ নিষিদ্ধ করায় এই প্রকার অর্থই বোধিত হইতেছে যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যারূপ অসবর্ণা বিবাহ নিবৃত্তিটী অনিত্য—উহা অবশ্যপালনীয় নহে। আর উহা যদি অনিত্যই হয় তাহা হইলে আপৎকল্পে কিংবা যদি সবর্ণা কন্যা পাওয়া না যায় তাহা হইলে এই প্রকার প্রতীতিই হইবে যে, শূদ্রাকে বিবাহ করা উচিত নহে, কিন্তু ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা বিবাহ করা চলিবে। ১৪

(দ্বিজাতিগণ যদি মোহবশতঃ হীনজাতীয় নারীকে বিবাহ করে তাহা হইলে তাহারা সন্তান সমেত সমগ্র বংশকেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত করাইবে।)

(মেঃ)—এটী নিন্দার্থবাদ; ইহা পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত নিষেধের শেষভূত (অঙ্গস্বরূপ)। "হীনজাতি" ইহার অর্থ এখানে শূদ্রই হইবে; কারণ তাহারই সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে, এবং নিগমন (উপসংহার) স্বরূপেও এখানে বলা হইয়াছে যে "সন্তানসমেত সমগ্র বংশকে শূদ্র করিয়া তুলে"। সেই এই দ্বিজাতিগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য), "মোহাৎ"=ধনলোভজনিত অবিবেকবশতই হউক অথবা কামপ্রেরিত হইয়াই হউক (শূদ্রা বিবাহ করিলে) নিজ নিজ বংশকে শূদ্রে পরিণত করিয়া থাকে। কারণ, সেই শূদ্রা নারীর গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে সে শূদ্রই হইবে ; এইরূপ তাহারও পুত্রপৌত্রাদিরাও শূদ্রই হইবে। এইজন্য বলা হইয়াছে "সসন্তানানি"। "সন্তান" ইহার অর্থ পুত্রোৎপত্তির ধারা বা প্রবাহ—যেমন পুত্র-পৌত্র প্রভৃতি। ১৫

(যে ব্রাহ্মণ শূদ্রা কন্যাকে বিবাহ করে সে পতিত হয়, ইহা অত্রি এবং উতথ্যতনয় গৌতমের মত। শৌনকের মতে শূদ্রা নারীতে পুত্র উৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হয়: আর ভৃগুর মতানুসারে কেবল শূদ্রাগর্ভে উৎপাদিত পুত্রে পুত্রবান্ হইলে ব্রাহ্মণ পতিত হয়।)

(মেঃ)—যে ব্যক্তি শূদ্রাকে 'বেদন' করে অর্থাৎ বিবাহ করে সে শূদ্রাবেদী; সে ব্যক্তি পতিতবৎ হইয়া যায়, ইহা অত্রি এবং উতথ্যের পুত্র (গৌতম) উভয়ের মত। এইভাবে তাঁহাদের মত উল্লেখ করিয়া সম্মান দেখান হইল। এই শ্লোকার্দ্ধটী পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত নিষেধেরই শেষভূত (অঙ্গস্বরূপ)। "শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা"=শৌনক ঋষির মতে শূদ্রা নারীতে পুত্র উৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হয়। ইহা স্বতন্ত্র একটী শাস্ত্র অর্থাৎ বিধি। বিবাহিত শূদ্রা স্ত্রীগমন করা ইহাতে অনুমোদিত হইয়াছে কিন্তু ঋতুকালে গমন নিষেধ করা হইতেছে। কারণ ঋতুকালে যুগ্ম রাত্রিতে গমন করিলে পুত্রসন্তান জন্মে। সুতরাং ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ঋতুকালে শূদ্রা পত্নীর সহিত সংসর্গ করিবে না। "তদপত্যতয়া ভৃগোঃ"=তাহারও সন্তান হইলে ব্রাহ্মণ পতিত হয়, ইহা মহর্ষি ভৃগুর মত। ইহা স্বতন্ত্র একটী স্মৃতি অর্থাৎ স্মার্ত্ত বিধি। "তৎ"=সে অর্থাৎ সেই শূদ্রা গর্ভজাত অপত্যগুলিই অপত্য যাহার সে 'তদপত্য'; তাহার ভাব=তদপত্যতা। ইহা ভৃগু মুনির মত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে আগে সন্তান জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে শূদ্রা পত্নীও যদি ঋতুকালে সংসর্গাভিলাষিণী হয় তাহা হইলে তাহাতে গমন করিতে পারিবে। এখানে যে 'পতিত হয়' এইরূপ বলা হইয়াছে ইহা নিন্দা ছাড়া আর কিছু নহে ; বস্তুতঃ ইহার ফলে পতিতধর্ম্মতা হয় না—পাতিত্য জন্মে না। "পতিতস্যোদকম্" ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাকালে ইহা আমরা ব্যাখ্যা করিয়া দিব। ১৬

(শূদ্রা নারীকে নিজ শয্যায় তুলিলে ব্রাহ্মণ অধোগতি লাভ করে। আর সেই শূদ্রা নারীর গর্ভে যদি পুত্র উৎপাদন করে তাহা হইলে সে ব্রাহ্মণত্ব হইতেই ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।)

(মেঃ)—ইহা অর্থবাদস্বরূপ। ব্রাহ্মণ যদি সেই শূদ্রা নারীতে পুত্র উৎপাদন করে তাহা হইলে সে ব্রাহ্মণত্ব হইতেই বিচ্যুত হয়; কারণ, সেই পুত্রটীর ব্রাহ্মণত্ব হয় না; এইভাবে ইহার নিন্দাই করা হইল। এস্থলে "সুতম্" এই পদটীতে পুংলিঙ্গ থাকায় এবং পূর্ব্বশ্লোকের "সুতোৎপত্ত্যেঃ"

এস্থলে—'সুত+উৎপত্তেঃ' এবং 'সুতা+উৎপত্তেঃ' এইভাবে সন্ধির সমানতা থাকিলেও এখানে 'পুত্র উৎপাদন' অভিপ্রায়েই এইরূপ বলা হইয়াছে। এইজন্য "যুগ্ম রাত্রিসকল বর্জ্জনীয়" এইভাবে পুত্র-উৎপত্তির কাল দেখান হইয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে, 'সুতা+উৎপত্তেঃ' এই প্রকার সন্ধিটী অভিপ্রেত নহে বলিয়া শূদ্রা নারীতে অযুগ্ম রাত্রিতে ঋতুকালেও গমন করিতে পারে, কারণ তাহাতে পুত্রসন্তান জন্মিবে না; যেহেতু পুত্রসন্তান উৎপাদন করাটাই নিষিদ্ধ, তাহা গুরুতর দোষের কারণ হয় কিন্তু কন্যা উৎপাদনে দোষ হইবে না।) ১৭

(যাহার দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং অতিথির প্রতি করণীয় কর্ম্মসকলে ঐ শূদ্রা পত্নীর প্রাধান্য থাকে তাহার সেই পদার্থ পিতৃপুরুষগণ এবং দেবতাগণ ভক্ষণ করেন না এবং সে ব্যক্তি সেই কর্ম্মের ফলে স্বর্গেও যায় না।)

(মেঃ)—এই নিষেধটী সকল সময়েই প্রয়োজ্য। যদি ঘটনাক্রমে শূদ্রা নারীকেও বিবাহ করা হয় তাহা হইলে এই দৈব, পিত্র্য এবং আতিথ্য কর্ম্মগুলি এমনভাবে সম্পাদন করিবে না যাহাতে ঐ শূদ্রার প্রাধান্য থাকে। সেই শূদ্রা পত্নীর সহিত সবর্ণা স্ত্রীর ন্যায় ত্রৈবর্ণিক ধর্ম্মের অধিকার নাই, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। শূদ্রাও যখন ভার্য্যা হইতেছে তখন ধর্ম্মকর্ম্মে তাহারও অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এজন্য ইহা তাহারই নিষেধ—ইহা দ্বারা তাহা নিষিদ্ধ করা হইল। এই কারণে কেহ যদি নিজ করণীয় ধর্ম্মকর্ম্মে ধন ব্যয় করে তাহা হইলে তাহার জন্য সেই শূদ্রা পত্নীর অনুমতি লইবার আবশ্যকতা নাই, দ্বিজাতি স্ত্রীরই অনুমতি গ্রহণ বিহিত। তবে ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়া অপরাপর স্থলে, অর্থ-কাম স্থলে অবশ্য সেই শূদ্রা পত্নীকেও লঙ্ঘন করা মোটেই উচিত নয়। ধর্ম্মকর্ম্মাদি স্থলেও দাসীকে দিয়া যেমন কাজ করান হয় সেইরূপ শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে অবহনন (ধান-কাঁড়া) প্রভৃতি কার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত করা যায়, তাহাতে দোষ হয় না। তবে তাহাকে দিয়া পরিবেশনাদি করান চলিবে না। এস্থলে 'দৈব কর্ম্ম' ইহার অর্থ দর্শপূর্ণমাস যাগ প্রভৃতি কর্ম্ম এবং দেবতার উদ্দেশে যে ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করান হয় তাহা; "ব্রতবদ্ দেবদৈবত্যে" ইত্যাদি শ্লোকে ইহা যেভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সেইরূপ অর্থ এখানে গ্রহণীয়। 'পিত্র্য' কর্ম্ম—যেমন, শ্রাদ্ধ, উদক-তর্পণ প্রভৃতি। 'আতিথেয়' কর্ম্ম হইতেছে অতিথির পরিচর্য্যা—অতিথিকে ভোজন করিতে দেওয়া, পাদ্য (পা ধুইবার জল) প্রভৃতি দেওয়া। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, সজাতি (সবর্ণা) পত্নী বর্ত্তমান থাকিতে অন্যজাতীয়া পত্নী দ্বারা ধর্ম্মকর্ম্ম করান চলিবে না, এই প্রকার প্রতিষেধ ত প্রাপ্তই আছে (তবে আবার শূদ্রার পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে নিষেধ বলা হইতেছে কেন?) (উত্তর)—না, তাহা মোটেই নহে। কারণ, "স্থিতয়া"=বর্ত্তমান থাকিতে এইরূপ মাত্র বলা আছে। যদি সবর্ণা পত্নী ঋতুমতী হয় কিংবা কোন কারণে নিকটে না থাকে তাহা হইলে ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যা পত্নী যেমন ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হয় শূদ্রা পত্নীও সেইরূপ অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে। (এইজন্য তাহার প্রতিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এই বচনটীতে; এরূপ অবস্থাতেও শূদ্রা ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হইবে না)। বস্তুতঃ ইহা অধিকারের নিষেধ (প্রধান কর্ম্মে নিষেধ) নহে কিন্তু 'আজ্যাবেক্ষণ' প্রভৃতি কর্ম্মে তাহার (শূদ্রার) অঙ্গত্ব নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ, ঘৃতটী পত্নী দ্বারা অবেক্ষিত (দৃষ্টিপূত) হইলে তবে তাহা 'আজ্য' হয়—'যজ্ঞিয় ঘৃত' হয়; কাজেই এরূপ স্থলে পত্নী ঐ কর্ম্মে অঙ্গরূপে বিধেয়। সুতরাং "পত্নী দ্বারা অবেক্ষিত হইলে তবে তাহা 'আজ্য' হয়" এইরূপ নিয়ম থাকায় যে-কোন পত্নীকে ঐ ক্রত্বর্থ কর্ম্মসকলে গ্রহণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। কাজেই কোন বাঁধাধরা নিয়ম না থাকায় শূদ্রা পত্নীও এ কার্য্যে প্রাপ্ত হইতে পারে। যেমন বহু সবর্ণা পত্নী থাকিলে তাহাদের যে-কোন একজনের দ্বারা ঐ কাজ করান হয়, অসবর্ণা পত্নী দ্বারাও পাছে ঐরূপ কার্য্যটী করান হয় এইজন্য ইহা দ্বারা তাহার নিষেধ করা হইতেছে। "তৎপ্রধানানি" এখানে যে 'প্রধান' বলা হইয়াছে তাহার কারণ সে (পত্নী) ঐ কার্য্যের অধিকারিণী। "নাশ্নন্তি পিতৃদেবাস্তম্"=পিতৃদেবগণ তাহার সেই যজ্ঞ ভোজন করেন না—ইহা দ্বারা বলা হইল যে, সেই কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। "ন চ স্বর্গং স গচ্ছতি"=সে স্বর্গে গমন করে না। সত্য বটে অতিথিও ভোজন করে এবং তাহার ফল যে স্বর্গ হয় তাহাও নয় তথাপি অতিথি পূজারও ত একটা ফল আছে; এখানে স্বর্গ পদের দ্বারা তাহাই লক্ষ্য করা হইয়াছে (সে ফলটীও হয় না)। 'ইহা ধন্য এবং যশস্কর' ইত্যাদি প্রকারে এটী অনুবাদ। ১৮

(যে ব্রাহ্মণ শূদ্রার অধর রস পান করিয়াছে এবং শয্যায় তাহার নিঃশ্বাস গায়ে লইয়াছে এবং তাহাতে সন্তান উৎপাদন করিয়াছে তাহার ঐ কর্ম্মের নিষ্কৃতির অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের বিধান নাই।)

(মেঃ)—ইহাও অর্থবাদ। বৃষলীর 'ফেন' অর্থাৎ অধরসুধা=বৃষলীফেন। সেই বৃষলীফেন পীত (পান করা) হইয়াছে যাহা দ্বারা সে 'বৃষলীফেনপীত'। 'পলাণ্ডুভক্ষিত' প্রভৃতি স্থলে (ভক্ষিত ইত্যাদি) ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদের যেমন পরনিপাত হয় এখানেও সেই রকম 'পীত' এই পদটীর পরনিপাত হইয়াছে। এস্থলে "বৃষলীপীতফেনস্য" এইরূপ পাঠান্তরও আছে। এপক্ষে,—'পীত হইয়াছে ফেন যাহার' এই প্রকার বিগ্রহবাক্য হইবে; তাহার পর বৃষলী দ্বারা 'পীতফেন'=বৃষলীপীতফেন। "তৃতীয়া" এই পাণিনি সূত্রের 'যোগ বিভাগ' নিয়ম অনুসারে ঐ প্রকার সমাস হইয়াছে। অথবা, 'পীত হইয়াছে ফেন ইহা দ্বারা' এই প্রকার বিগ্রহ বাক্য হইতে সমাস হয় 'পীতফেন'; তাহার পর 'বৃষলীর পীতফেন' এইরূপে ষষ্ঠী সমাস করা হইয়াছে। যতগুলি বৃত্তি দেখান হইল সব কয়টী স্থলেই কিন্তু অর্থটী একই থাকে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে যখন সংসর্গ করিতে থাকে তখন তাহাদের পরস্পর অধর-পরিচুম্বনাদি অবশ্যম্ভাবী; এইজন্য ঐ সহচারী ধর্ম্মটী দ্বারা এখানে 'বৃষলীফেনপীতস্য' ইহা হইতে লক্ষণাবলে মৈথুন সম্বন্ধ বোধিত হইতেছে। বস্তুতঃপক্ষে প্রকরণ অনুসারে ইহা শূদ্রাবিবাহ নিষেধেরই শেষভূত অর্থবাদ, ইহা পৃথক্ বাক্য (বিধি) নহে; কারণ তাহা যদি হইত তবে চুম্বনাদি পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গম করাও খুব বাঞ্ছনীয় হইত। এইজন্য বলিতে পারা যায় যে, চুম্বনাদি পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রাগমন করিলে শাস্ত্রার্থ কিছুমাত্র লঙ্ঘন করা হয় না। বস্তুতঃ সেরূপ অর্থ এখানে অভিপ্রেত নহে)। "তস্যাং চৈব প্রসূতস্য"=ঋতুকালে শূদ্রাগমন করিলে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। "নিষ্কৃতিঃ ন"=শুদ্ধি নাই। এইভাবে ইহা দ্বারা অতিশয় নিন্দা প্রকাশ করা হইল। ১৯

(স্ত্রী-বিবাহ বক্ষ্যমাণরূপে এই আট প্রকার; ইহাদের মধ্যে যেগুলি ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের পক্ষে ইহলোকে ও পরলোকে হিতকর এবং যেগুলি অহিতকর সেগুলি আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, শুনুন।)

(মেঃ)—অগ্রে যাহা বলা হইবে তাহারই ইহা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ। হিতও বটে এবং অহিতও বটে; অর্থাৎ কতকগুলি হিতকর এবং কতকগুলি অহিতকর। "অষ্টৌ"= আটটী; ইহা দ্বারা সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইল। 'সমাস' ইহার অর্থ সংক্ষেপ। স্ত্রীর সংস্কারের জন্য যে বিবাহ তাহার নাম স্ত্রীবিবাহ। আচ্ছা, এই বিবাহ পদার্থটী কি? (উত্তর)—ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য প্রভৃতি উপায়ে যে কন্যা লাভ করা যায় তাহাকে 'ভার্য্যা' করিবার নিমিত্ত সাঙ্গোপাঙ্গ যে সংস্কার অনুষ্ঠান করা হয় তাহার নাম বিবাহ ; সপ্তর্ষিদর্শনরূপ অনুষ্ঠান উহার শেষে থাকে ; পাণি-গ্রহণ উহার লক্ষণস্বরূপ অর্থাৎ পাণিগ্রহণ উহার পরিচায়ক। ২০

(ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং অষ্টম হইতেছে পৈশাচ—ইহা অধম; বিবাহ এই আট প্রকার।)

(মেঃ)—পূর্ব্ব শ্লোকে যে 'আট প্রকার বিবাহ' এইরূপ বলিয়া সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এক্ষণে সেইগুলিরই নাম উল্লেখ করা হইতেছে। 'অধম' এই পদটী প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই যে 'পৈশাচ' বিবাহটী নিন্দিত, ইহা জানাইয়া দেওয়া হইল। ২১

(যে বর্ণের পক্ষে যে বিবাহটী ধর্ম্মসংগত এবং যে বিবাহের যে গুণ অথবা যে দোষ এবং তাহার সন্তানজন্মে যে দোষ ও যে গুণ সেসমস্ত বিষয়ই আমি আপনাদিগকে বলিতেছি।)

(মেঃ)—'ধর্ম্ম্য' ইহার অর্থ যাহা ধর্ম্ম হইতে অপেত (স্খলিত বা ভ্রষ্ট) নহে; অর্থাৎ যাহা শাস্ত্রবিহিত। আর যে বিবাহের যে গুণ এবং দোষ—যাহা ইষ্টফলক তাহা গুণ এবং যাহা অনিষ্টফলক তাহা দোষ। "প্রসবে" ইহার অর্থ সন্তানজন্মে। গুণ এবং 'অগুণ' অর্থাৎ দোষ। যে ব্যক্তি বিবাহকর্ত্তা তাহারই স্বর্গনরকাদিরূপ গুণ অথবা দোষ হয়। ঐ বিবাহের প্রয়োজন ফলতঃ স্বর্গ এবং নরক; সুতরাং ঐ বিবাহগুলি এইরূপ ফলজনক। বিষয়টী গতার্থ হইলেও (আগে বলা হইলেও) ভালভাবে বোধ জন্মিবার জন্য পুনরায় বলা হইতেছে। ২২

(ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্রম অনুসারে প্রথম ছয়টী বিবাহ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রথম চারিটী বাদ দিয়া শেষের চারিটী বিবাহ এবং বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষেও ঐ শেষের চারিটী বিবাহই প্রশস্ত, কেবল 'রাক্ষস' বিবাহটী বাদ দিতে হইবে, অর্থাৎ শেষের চারিটীর মধ্যে রাক্ষস বিবাহ ছাড়া অবশিষ্ট তিনটী বিবাহ প্রশস্ত।)

(মেঃ)—ছয়টী বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে আনুপূর্ব্বী অনুসারে,—। 'আনুপূর্ব্বী' ইহার অর্থ ক্রম; যে ক্রমে নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। "ক্ষত্রস্য";—'ক্ষত্র' এই শব্দটী ক্ষত্রিয় জাতিবাচক। তাহার পক্ষে "চতুরঃ অবরান্"=উপরিতন (অগ্রবর্ত্তী) চারিটী বিবাহ অর্থাৎ আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ এই চারিটী বিবাহ সঙ্গত জানিবে। আর বৈশ্য এবং শূদ্রের পক্ষে "অরাক্ষসান্"=রাক্ষস বিবাহটী বাদ দিয়া ঐগুলিই ধর্ম্মসঙ্গত জানিবে। ২৩

(তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিগণ বলেন যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রথম চারিটী বিবাহ প্রশস্ত, ক্ষত্রিয়ের রাক্ষস নামক একটী বিবাহ প্রশস্ত আর বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আসুর বিবাহটী প্রশস্ত।)

(মেঃ)—ব্রাহ্মণের পক্ষে 'ব্রাহ্ম' প্রভৃতি বিবাহের পুনরায় বিধান দেওয়ায় আসুর এবং গান্ধর্ব্ব এই দুইটী বিবাহের নিষেধ হইতেছে। এইরূপ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একমাত্র 'রাক্ষস' বিবাহটীই প্রশস্ত, কিন্তু গান্ধর্ব্ব ও আসুর বিবাহ প্রশস্ত নহে। আর বৈশ্য এবং শূদ্রের পক্ষে কেবলমাত্র আসুর বিবাহটীই প্রশস্ত। ইহাদের মধ্যে যেগুলি বিহিত হইয়াছে আবার নিষিদ্ধও হইয়াছে সেগুলির বিকল্প হইবে। আর তাহা হইলে যেটী 'নিত্যবৎ' বিহিত হইয়াছে সেটীর যদি অভাব ঘটে অর্থাৎ সেরূপ বিবাহ যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে বিকল্পিত বিবাহে প্রবৃত্তি হইবে। তবে কথা এই যে, যাহার পক্ষে যে বিবাহটী বিহিত হইয়াছে সে ব্যক্তি সেই প্রকার বিবাহের অভাব বা অসুবিধা না ঘটিলেও যদি প্রথমেই ঐ বিহিত-প্রতিষিদ্ধ বিবাহে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে সেরূপ স্থলে বিবাহকারী ঐ পুরুষটী দোষগ্রস্ত হইবে এবং তাহার সন্তানও যাহা জন্মিবে তাহাও অনভিপ্রেতই হইবে। ইহাই শাস্ত্রকার পূর্ব্বোক্ত "প্রসবে চ গুণাগুণান্" ইত্যাদি ২২ শ্লোকে দেখাইয়া দিয়াছেন। সপিণ্ডা অথবা সগোত্রা পরিণয়ে বিবাহটীই যেমন স্বরূপতঃ নিষ্পন্ন হয় না, কিন্তু তাহা অসিদ্ধ হয় এই বিকল্পিত বিবাহটী সেরূপ স্বরূপতঃ অসিদ্ধ হয় না। ২৪

(এখানে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যে পাঁচটী বিবাহ বলা হইল তাহার মধ্যে কিন্তু তিনটী বিবাহই তাহাদের ধর্ম্মসঙ্গত এবং দুইটী ধর্ম্মসঙ্গত নহে, ইহা স্মৃতিমধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পৈশাচ এবং আসুর বিবাহ কদাপি কর্ত্তব্য নহে।)

(মেঃ)—এই যে স্মৃতি বিধান এটী ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পক্ষেই প্রয়োজ্য, ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে খাটিবে না; কারণ, এখানে রাক্ষস বিবাহের কর্ত্তব্যতা বলা হইয়াছে অথচ উহা ব্রাহ্মণের পক্ষে বিহিত নহে। কারণ, রাক্ষস বিবাহস্থলে যে বাধাদানকারীকে বধ এবং প্রাচীরাদি ভেদ করিবার ব্যবস্থা আছে তাহা ব্রাহ্মণের পক্ষে বিহিত নহে। কিন্তু ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পক্ষেই ঐরূপ আচরণ সঙ্গত হয়। 'প্রাজাপত্য' বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচটী বিবাহের মধ্যে তিনটী বিবাহ ধর্ম্মসঙ্গত; আর 'পৈশাচ' এবং 'আসুর' এই দুইটী বিবাহ তাহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। প্রাজাপত্য নামক বিবাহটী ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পক্ষে প্রাপ্ত না হইলেও এখানে বিহিত হইতেছে। এইরূপ বৈশ্য এবং শূদ্রের পক্ষে 'রাক্ষস' বিবাহ প্রাপ্ত না হইলেও বিহিত হইয়া থাকে। তাহাদের আসুর এবং পৈশাচ বিবাহ নিষিদ্ধ। এস্থলে ঐ বিবাহগুলির সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হইবে তাহা এইরূপ, যথা,—। ব্রাহ্মণের পক্ষে ছয় রকম বিবাহ বিহিত। তন্মধ্যে 'ব্রাহ্ম' বিবাহটীই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; 'দৈব' এবং 'প্রাজাপত্য' বিবাহ তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট; 'আর্ষ' বিবাহটী ঐ দুইটী অপেক্ষাও অপকৃষ্ট, 'গান্ধর্ব্ব' বিবাহটী 'আর্ষ' অপেক্ষা হীন এবং 'আসুর' বিবাহটী গান্ধর্ব্ব অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। যাঁহাদের মতে এই শ্লোকটীতে ব্রাহ্মণেরও বিবাহব্যবস্থা বলা হইয়াছে তাঁহাদের মতানুসারে কোন ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয় বৃত্তিতে অবস্থিত হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে 'রাক্ষস' বিবাহটীও অনুমোদিত। কারণ, যে ব্রাহ্মণ বিকর্ম্মস্থ (বিরুদ্ধ কর্ম্মপরায়ণ) তাহার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত বধ এবং প্রাচীরাদিভেদ করা অসম্ভব নহে,—তাহার জন্য সে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে পারে বটে কিন্তু তাহারও ঐ 'রাক্ষস' বিবাহটী যে বিবাহ বলিয়া গণ্য হইবে না তাহা নহে।

এইগুলির মধ্যে 'ব্রাহ্ম' বিবাহ যে শ্রেষ্ঠ তাহা উহার ফলের দ্বারাই প্রদর্শিত হইয়াছে। (৩৭-৪২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। আর বাকী তিনটী বিবাহ নিষিদ্ধ নহে বটে তথাপি ঐগুলির ফলের ন্যূনতা (৩৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য) বলা হইয়াছে বলিয়াই ঐগুলিরও হীনতা (নিকৃষ্টতা) বুঝিতে হইবে। আবার, 'আসুর' বিবাহটী কেবল বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে বিহিত; এজন্য উহা ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পরিসংখ্যাত (নিষিদ্ধ) বুঝা যাইতেছে। (আবার পৈশাচ এবং আসুর এ দুইটী বাদ দিয়া) ছয়টী বিবাহ বিধানসম্মত। কাজেই এরূপ স্থলে (বিহিত এবং নিষিদ্ধ হওয়ায়) বিকল্প হইবে। (তবে উহা ইচ্ছাবিকল্প নহে) কিন্তু ব্যবস্থিতবিকল্প। অপর (বিহিত) পক্ষটী সম্ভব না হইলে উহা আশ্রয় করা সমভাবে বিধিসঙ্গত। এখানে 'ব্রীহি-যব' বিধির ন্যায় বিকল্প সিদ্ধ হয়; কারণ, একাধিক বিবাহের বিধান রহিয়াছে, অথচ উহাদের সমুচ্চয় (মিলন বা মিশ্রণ) সম্ভব নহে। আর যদিই বা একাধিক প্রকার বিবাহের মিশ্রণ সম্ভব হয় (অর্থাৎ একই বিবাহের মধ্যে আসুরত্ব প্রাজাপত্যত্ব কিংবা গান্ধর্ব্বত্ব রাক্ষসত্ব প্রভৃতির মিশ্রণ ঘটে) তথাপি ধর্ম্ম এবং সন্তান বিষয়ে তাহার ফল প্রথমাপেক্ষা নিকৃষ্টই হয়। আবার, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে 'রাক্ষস' বিবাহটীই মুখ্য; কারণ, অন্য চারিটীর সহিত ইহা বিকল্পিতভাবে বিহিত হয় নাই। "চতুরো ব্রাহ্মণস্য" এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় ক্ষত্রিয়ের পক্ষে 'আসুর, গান্ধর্ব্ব এবং পৈশাচ' বিবাহও বিহিত। আবার "রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকাং=ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একটী মাত্র বিবাহ প্রশস্ত, তাহা হইতেছে রাক্ষস", এই বচনের দ্বারা ঐগুলি প্রতিষিদ্ধ হইতেছে। একারণে ঐগুলি বিকল্পিতই হইবে, ঐগুলি মুখ্য বিবাহ নহে। প্রকরণ অনুসারে একমাত্র রাক্ষস বিবাহই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মুখ্য বিহিত। 'প্রাজাপত্য' বিবাহটীতে পরিসংখ্যা (নিষেধ) নাই অর্থাৎ উহা কোন বর্ণের পক্ষেই নিষিদ্ধ নহে। এইজন্য 'প্রাজাপত্য' বিবাহটী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে 'রাক্ষস' বিবাহেরই তুল্য অর্থাৎ উহাও বিহিত। এইরূপ বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষেও 'প্রাজাপত্য' বিবাহটী নিত্যবৎ উপদিষ্ট হইবে উহা তাহাদের পক্ষে প্রতিষিদ্ধ নহে। কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আসুর ও পৈশাচ এই দুইটী বিবাহ বিহিতও বটে এবং প্রতিষিদ্ধও বটে, (অতএব বিকল্পিত)। 'রাক্ষস' বিবাহটীও ইহাদের পক্ষে "অরাক্ষসান্" ইত্যাদি বচনে নিষিদ্ধ; আবার "ত্রয়ো ধর্ম্ম্যাঃ" ইত্যাদি বচনে উহা বিহিতও বটে। ব্রাহ্মণের পক্ষে পৈশাচ বিবাহটী একেবারেই কর্ত্তব্য নহে; আবার ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পক্ষে ব্রাহ্ম, দৈব এবং আর্ষ বিবাহও বিহিত হইবে না। ২৫

(ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পূর্ব্ববিহিত গান্ধর্ব্ব এবং রাক্ষস এই দুইটী বিবাহ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবেই হউক কিংবা মিশ্রিতভাবেই হউক ধর্ম্মসঙ্গত, ইহা স্মৃতিমধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—এখানে "পৃথক্ পৃথক্" এটী অনুবাদস্বরূপ (জ্ঞাতজ্ঞাপক); কারণ, আগেকার বচন হইতেই ইহা সিদ্ধ হইয়া আছে। আর, "মিশ্রৌ" এই অংশটীতেই এখানে বিধি; কারণ, প্রত্যেক প্রকার বিবাহই পরস্পর নিরপেক্ষ; অথচ তাহাদের মধ্যে 'গান্ধর্ব্ব' এবং 'রাক্ষস' এই দুইটী বিবাহ বিহিত হইতেছে। বিকল্পস্থলে যেমন ব্রীহি এবং যব ইহাদের উভয়েরই যুগপৎ প্রবৃত্তি বা মিশ্রণ অপ্রাপ্ত এস্থলেও সেইরূপ বিকল্প থাকায় মিশ্রণটী অপ্রাপ্ত। এইজন্য এই মিশ্রণ বিষয়ক বচনটী বিধি অর্থাৎ মিশ্রণ বিধান করা হইল। শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "ব্রীহি দ্বারা যাগ করিবে অথবা যবের দ্বারা যাগ করিবে"। এখানে বিহিত ব্রীহি এবং যব এই দুইটী দ্রব্য বিষয় দুইটী শাস্ত্র (বিধি) পরস্পরসাপেক্ষ নহে—কেহ কাহারও উপর নির্ভর করিতেছে না; কাজেই ইহাদের বিকল্প হয়, কিন্তু ব্রীহি এবং যবের মিশ্রণ হইতে পারে না। কারণ, যদি ইহাদের মিশ্রণ করা হয় তাহা হইলে যব শাস্ত্রটীও অনুষ্ঠিত হয় না (যব বিষয়ক বিধিটীও পালিত হয় না) এবং ব্রীহি শাস্ত্রটীও অনুষ্ঠিত হয় না। সেইরূপ, আলোচ্য স্থলেও একটী কন্যাকে বিবাহের দ্বারা গ্রহণ করিতে গিয়া একই সঙ্গে ঐ দুইটী উপায় প্রাপ্ত (উপস্থিত) হয় না বলিয়া তাহারই বিধান করা হইল অর্থাৎ উভয় প্রকার উপায়ের যৌগপদ্যরূপ মিশ্রণও বিহিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল। ঐ মিশ্রিত বিবাহটীর বিষয় (ক্ষেত্র বা স্থল) হইবে এইরূপ:—। পিতৃগৃহে কুমারী কন্যা আছে; ঘটনাক্রমে সেখানে একটী কুমারও (অল্পদিনের জন্যই হউক অথবা অধিক দিনের জন্যই হউক) বাস করিতেছে; সেই কুমারটীকে ঐ কুমারী কন্যা দেখিয়াছে এবং দূতীর মুখে তাহার প্রশংসাও শুনিয়াছে এইভাবে ঐ কন্যাটী তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছে; কিন্তু সেই মেয়েটী পিতৃগৃহে পরাধীন থাকায় ঐ ছেলেটীর প্রতি ঐভাবে আসক্ত হইয়াও তাহার সহিত

মিলিত হইতে পারিতেছে না। এরূপ অবস্থায় ঐ মেয়েটী সেই ছেলেটীর সহিত এইভাবে বন্দোবস্ত করে যে 'আমাকে যে-কোন উপায়ে এখান থেকে লইয়া চল'; এইভাবে সে নিজেকে ঐ ছেলেটীর দ্বারা লইয়া যাওয়ায়। আর সেই ছেলেটীও নিজে খুব বলশালী হওয়ায় তাহাকে বাধাদানকারী ব্যক্তিদের 'মারিয়া কাটিয়া' ইত্যাদি প্রকারে ঐ মেয়েটীকে সে হরণ করিয়া লইয়া যায়। এরূপ স্থলে গান্ধর্ব্ব বিবাহের যে লক্ষণ "বর ও কন্যার পরস্পরের অভিলাষবশতঃ যে মিলন" ইত্যাদি এবং রাক্ষস বিবাহের যে লক্ষণ "বধ করিয়া কিংবা ছেদন করিয়া" ইত্যাদি সেই দুইটীই এই বিবাহে রহিয়াছে। (কাজেই এই বিবাহটী গান্ধর্ব্ব এবং রাক্ষস বিবাহের মিশ্রণ-স্বরূপ)। এই দুই প্রকার বিবাহ কেবল ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই বিহিত। "ধর্ম্ম্যৌ"=ধর্ম্মসঙ্গত; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পূর্ব্বে বিহিত হইয়াছে; অতএব এ কথাটী এখানে অনুবাদস্বরূপ।

অন্য কেহ কেহ কিন্তু এ সম্বন্ধে এইরূপ বলেন,--যে ক্ষত্রিয় বহু বিবাহ করে সে কোন কন্যাকে গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিয়া থাকে আবার কাহাকেও বা রাক্ষসমতে বিবাহ করে এইভাবে তাহার পক্ষে মিশ্রপক্ষ বিহিত। অথবা সব কয়টী কন্যাকেই সে ঐ রাক্ষস এবং গান্ধর্ব্ব এই দুইটী পক্ষের যে-কোন একটী মতে বিবাহ করে--এইভাবে উহা পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে। ইহাই এই বচনটী দ্বারা বোধিত হয়। এই দুইটী পক্ষের মধ্যে যে-কোন একটী পক্ষে ক্ষত্রিয়ের বিবাহানুষ্ঠান হইবে, কিন্তু কোন্ মতটী অনুসারে হইবে তাহার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। তবে 'প্রাজাপত্য' প্রভৃতি অন্য যে কয়টী পক্ষ আছে তাহার মধ্যে যেটী প্রথম বিবাহে স্বীকার করা হইয়াছে দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার প্রভৃতি বিবাহ স্থলেও সেই নিয়ম অনুসারেই অন্যান্য কন্যাকে বিবাহ করা উচিত। ২৬

(শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন সচ্চরিত্র পাত্রকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া কন্যাকে বিশিষ্ট বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া অলঙ্কারাদি দ্বারা অর্চ্চনা করত যে সম্প্রদান করা হয় তাহা 'ব্রাহ্ম ধর্ম্ম' অর্থাৎ ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া ঋষিগণ বর্ণনা করিয়াছেন।)

(মেঃ)—এক্ষণে ঐ বিবাহগুলির স্বরূপ কি কোন্‌টীর কি লক্ষণ তাহাই বলিতেছেন,--। "আচ্ছাদ্য"=আচ্ছাদন করিয়া;--। বিশেষ প্রকার আচ্ছাদনই এস্থলে অভিপ্রেত, কারণ সাধারণভাবে আচ্ছাদন ঔচিত্যবশতই প্রাপ্ত রহিয়াছে, (যেহেতু কন্যার অনাচ্ছাদিত অর্থাৎ নগ্ন থাকা সম্ভব নহে)। উৎকৃষ্ট আচ্ছাদন দ্বারা-দেশ অনুসারে যথাসম্ভব যথাযোগ্য বস্ত্র পরিধান করাইয়া। "অর্চ্চয়িত্বা" অর্চ্চনা করিয়া,--। বলয়, কর্ণিকা প্রভৃতি অলঙ্কার দ্বারা বিশেষ প্রীতি এবং বিশেষ সমাদর দেখাইয়া---এইভাবে অর্চ্চনা করিয়া, । এই আচ্ছাদন এবং অর্চ্চনা বর এবং কন্যা উভয়কেই করিতে হইবে; কারণ এখানে এই বচনটীতে যেরূপ বলা হইয়াছে তাহাতে বর এবং কন্যা ইহাদের মধ্যে কেবল একজনেরই সহিত যে ঐ আচ্ছাদন, এবং অর্চ্চনের সম্বন্ধ হইবে তাহার কোন প্রমাণ নাই। "শ্রুতশীলবতে"=শাস্ত্রজ্ঞান এবং সদাচারসম্পন্ন বরকে,--। অন্য স্মৃতিমধ্যে বরের অপরাপর যেসকল গুণ থাকা দরকার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে সেগুলিও এখানে গ্রহণীয়। যেমন যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিমধ্যে বলা হইয়াছে--"বরটী হইবে যুবা, ধীমান্, জনপ্রিয় এবং সে যে পুরুষত্বসম্পন্ন তাহা যত্নপূর্ব্বক যেন পরীক্ষা করা হয়" ইত্যাদি। "স্বয়ং"= পূর্ব্বে বর কর্ত্তৃক যাচিত না হইয়া,--। নিজ লোক পাঠাইয়া "আহূয়"=আহ্বান করিয়া---বরকে নিজের নিকটে আনাইয়া যে কন্যা সম্প্রদান করা হয় তাহা "ব্রাহ্মঃ ধর্ম্মঃ"=ব্রাহ্ম বিবাহ। যদিও ধর্ম্ম শব্দটী বিবাহরূপ কোন একটী বিশেষ ধর্ম্মরূপ অর্থের বাচক নহে তথাপি উহা এখানে পূর্ব্ববর্ণিত বিবাহরূপ বিষয়ের দ্বারা অপেক্ষিত (আকাঙ্ক্ষিত) হইতেছে বলিয়া উহার অর্থ এখানে বিবাহই হইবে। সুতরাং 'পূজাপূর্ব্বক অযাচিতভাবে যে কন্যালাভ তাহার নাম ব্রাহ্ম বিবাহ' ইহাই লক্ষণ দাঁড়াইল।

আচ্ছা, এরূপ বলা ত সঙ্গত নহে যে 'স্ত্রী গ্রহণ করিবার জন্য বিবাহ'? কারণ, যতক্ষণ না বিবাহ হয় ততক্ষণ এই দান চলিতে থাকে; যেহেতু বিবাহ করা না হইলে দানের অর্থ নিষ্পন্ন (সিদ্ধ) হয় না। আর সেই বিবাহই হইতেছে কন্যাকে গ্রহণ করিবার কাল। আবার, গ্রহণ করা যদি না হয় তাহা হইলে দানটীও সমাপ্ত হয় না। আর সম্প্রদাতার স্বত্বনিবৃত্তিমাত্রই যে দান তাহাও নহে। কারণ সেই প্রদত্ত বস্তুতে অপরের স্বত্ব (অধিকার) উৎপন্ন হওয়া পর্য্যন্তই দান শব্দের অর্থ। (অর্থাৎ কোন দ্রব্যে একজনের স্বত্ব বা অধিকার আছে আর একজনের তাহা নাই।

যাহার উহাতে স্বত্ব আছে সে ব্যক্তি তাহার সেই অধিকার ত্যাগ করিলেই তাহা দান হইবে না, যতক্ষণ না অপর ব্যক্তিটীর উহাতে স্বত্ব জন্মে। সুতরাং কন্যা সম্প্রদানই বিবাহ নহে; বরের যতক্ষণ না সেই কন্যাতে স্বত্ব জন্মিবে ততক্ষণ বিবাহ সিদ্ধ হইবে না)। এইজন্য আচার্য্য স্বয়ং বলিবেন "সপ্তম পদে উপস্থিত হইলে অর্থাৎ 'সপ্তপদী গমন' নামক ক্রিয়ার সপ্তম পদে বর-বধূ একসঙ্গে উপস্থিত হইলে তবেই ঐ বিবাহ কর্ম্মের সমাপ্তি ঘটে"। এরূপ হইলে, বিবাহকালেই কন্যা সম্প্রদান করা উচিত। এইজন্য গৃহ্যসূত্রকারগণও ব্রাহ্মবিবাহস্থলে সেই বিবাহকালেই ক্যাণ্ডিক ধর্ম্ম (কুশণ্ডিকার অনুষ্ঠান) নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। (অতএব ঐ বিবাহকালেই কন্যা সম্প্রদান হইবে)। তবে যে বিবাহের আগে কন্যা সম্প্রদান বলা হয় তাহা মুখ্য দান নহে কিন্তু তাহা সম্প্রদান এবং বিবাহ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের একটা 'পাকা কথা' (বাগ্দান) মাত্র। কারণ, উভয় পক্ষে 'পাকা কথা' না হইলে অভিপ্রেত সময়ে অবশ্যই যে বিবাহ সম্পন্ন হইবে তাহার কোন স্থিরতা থাকে না। যেহেতু এমনও হইতে পারে যে, আগে থেকে নিরূপণ করা (নিশ্চিত হওয়া বা 'পাকা কথা') না হইলে বিবাহকালে কেহ হয়ত কন্যাদান নাও করিতে পারে, আবার কোন সময়ে বরও হয়ত সেই প্রদত্ত কন্যাকে নাও গ্রহণ করিতে পারে। এইজন্য বিবাহের পূর্ব্বে 'পাকা কথা' ঠিক করিয়া রাখা উচিত, 'তখন (বিবাহকালে) আপনি ইহাকে দান করিবেন এবং আমিও ইহাকে বিবাহ করিব', এইরূপ স্থির করিয়া রাখা আবশ্যক। (অর্দ্ধ পংক্তি অসংলগ্ন।)

কেহ কেহ বলেন গবাদি দ্রব্য যখন ধর্ম্মার্থে দান করা হয় তখন মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্বীকার করিলে সেই দানটী নিষ্পন্ন হইয়া যায় (দানটী সম্পূর্ণ হয়—সিদ্ধ হয়), এইজন্য এইরূপ কথিত আছে "ধর্ম্মার্থক দানেও এইরূপ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক গ্রহণ", সেইরূপ এই বিবাহকর্ম্মটীও প্রতিগ্রহের (দান গ্রহণের) মন্ত্রস্থানীয়। এইজন্য 'উপযমন' এবং 'বিবাহ' এই দুইটী শব্দই একার্থক। 'উপযমন' অর্থ স্বকরণ (নিজের করিয়া লওয়া)। এইজন্য ভগবান্ পাণিনিও তাঁহার ব্যাকরণ-স্মৃতিমধ্যে এইরূপ বলিয়া দিয়াছেন, "স্বকরণ অর্থ বুঝাইলে উপ পূর্ব্বক 'যম্' ধাতু আত্মনেপদী হয়"। এই কারণে বলিতে হয় যে, কন্যা স্বীকারের জন্য বিবাহ (অর্থাৎ সম্প্রদাতা কন্যা দান করিলে বিবাহের দ্বারা তাহা বরের স্বত্ববিশিষ্ট হয়; ইহাই স্বীকার বা স্বকরণ)। এরূপ বলা কিন্তু যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ বরকর্ত্তৃক কন্যাকে স্বীকার করা হইলে (গ্রহণ করা হইলে) তাহার পর তাহার উপর ভার্য্যাত্ব সম্পাদনের জন্য বিবাহ অনুষ্ঠান করা হয়। । (অতএব বিবাহের দ্বারা স্বীকার সিদ্ধ করা হয় না, কিন্তু ভার্য্যাত্ব সম্পাদনই বিবাহের প্রয়োজন)। কারণ, 'এই কর্ম্মের দ্বারা প্রতিগ্রহ করিবে' এভাবের কোন বিবাহবিষয়ক প্রতিগ্রহার্থক বিধি নাই। আর বিবাহবিষয়ক মন্ত্রসকলও যে প্রতিগ্রহ (দান গ্রহণ) রূপ অর্থ স্মরণ করাইয়া দেয় তাহাও নহে। "দেবস্য ত্বা প্রতিগৃহ্নামি= দেবতার জন্য আমি তোমাকে গ্রহণ করিতেছি" ইত্যাদি মন্ত্রসকল যেমন প্রতিগ্রহরূপ অর্থ প্রকাশ করে বিবাহের মন্ত্রসকল সেরূপ নহে। আর পাণিনি ব্যাকরণের যে অনুশাসনটী দেখান হইল তাহাও ইহাতে বিরুদ্ধ হয় না; কারণ, বিবাহের মধ্যেও ঐ স্বকরণরূপতা রহিয়াছে। যেহেতু, কন্যাসম্প্রদাতা যখন কন্যা দান করে তখন তাহাতে অন্যান্যস্থলের দানের ন্যায় কেবলমাত্র 'স্বত্ব' স্বীকার করা হয়, আর বিবাহের দ্বারা তাহাতে 'বিশিষ্ট স্বত্ব' (বিশেষ এক প্রকার স্বত্ব অর্থাৎ জায়াত্ব বা ভার্য্যাত্ব) সম্পাদন করা হয়। যেহেতু, গবাদিদ্রব্য যেরূপ 'স্ব', এই কন্যা কিন্তু সেভাবের 'স্ব' নহে। কারণ গবাদি দ্রব্য 'স্ব' হইলে তাহাকে নিজ ইচ্ছামত বিনিয়োগ (ব্যবহার অর্থাৎ দান বিক্রয়াদি) করা যায়, কিন্তু যাহাকে বিবাহ করা হয় তাহাকে সেরূপ করা চলে না। কিন্তু তাহার উপর 'জায়াত্ব' রূপ স্বত্বই স্বীকার করা হয়। জায়াপতিরূপ যে সম্বন্ধ এখানে স্ব-স্বামিভাব একটী বিশিষ্ট প্রকার পদার্থ (ইহা প্রতিগ্রহলব্ধ অপরাপর বস্তুতে থাকে না)। এইজন্য "মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং............বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণম্" (৫।১৫০) এই শ্লোকে এইরূপ অর্থই আচার্য্য স্বয়ং বলিয়া দিবেন। ২৭

(যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সেই যজ্ঞ মধ্যে যিনি ঋত্বিক্-কর্ম্ম করিতেছেন তাঁহাকে যদি সালঙ্কারা কন্যা দান করা হয় তাহা হইলে ঋষিগণ উহা 'দৈব বিবাহ' বলিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—"বিততে"=অনুষ্ঠীয়মান "যজ্ঞে"=জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে "ঋত্বিজে"=সেই যজ্ঞ-সম্পাদনকারী অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্‌কে কন্যার যে সম্প্রদান; ‑। এখানে "অলঙ্কৃত্য" এই অংশটী অনুবাদস্বরূপ। কারণ, কন্যাদান স্বভাবতঃ এইভাবেই করা হয়। যেহেতু "বিশিষ্টভাবে

আচ্ছাদনপূর্ব্বক অলঙ্কৃত করিয়া বিবাহ দিবে" ইহা বিবাহসম্বন্ধে সাধারণ বিধি। আচ্ছা, "গরু, অশ্ব, অশ্বতর" ইত্যাদি বাক্যে ঐ সকল দ্রব্যই যজ্ঞে দক্ষিণা দিবার বিধি আছে, কিন্তু যজ্ঞার্থে দক্ষিণারূপে যে কন্যাদান তাহা ক্রত্বর্থ হইবে, এইরূপ বিধান ত কুত্রাপি শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট হয় নাই? (উত্তর)—এখানে ক্রত্বর্থতার দরকার কি অর্থাৎ উহা যে 'ক্রত্বর্থ' এরূপ বলিবার প্রয়োজন কি? 'অর্থাৎ যজ্ঞমধ্যে কন্যাদান করা হয়, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা যে ক্রত্বর্থ হইবে, ইহা কে বলিল?)। যজ্ঞানুষ্ঠান চলিতে থাকিলে সেই সময়ে সেই যজ্ঞের ঋত্বিক্‌কে যে কন্যাদান তাহার নাম 'দৈব বিবাহ'। তবে এখানে উপকারের কিছু গন্ধ আছে বটে; কারণ, যজ্ঞকারী ব্যক্তি নিজ কন্যাটীকে তাহার স্বত্বযুক্ত করিয়া দিতেছে। (ইহাতে সেই গ্রহীতা পুরুষটী কিছুটা আনত অর্থাৎ বশবর্ত্তী নিদেশকারী হইতে পারে বটে)। যজ্ঞাদি কর্ম্মের অঙ্গ (দক্ষিণা) রূপে দেওয়া না হইলেও সেই দীয়মান পদার্থটী অবশ্য আনমনবিশেষ উৎপাদন করিবেই। (কারণ ইহা স্বাভাবিক যে, কাহাকেও কিছু দেওয়া হইলে তাহাতে সে কিছুটা বশ হয়)। দৈব বিবাহে এই অল্পমাত্রায় আনমনরূপ উপকার সম্বন্ধ রহিয়াছে অর্থাৎ গ্রহীতা বরের নিকট ঐভাবে যৎকিঞ্চিৎ উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রাহ্ম বিবাহ স্থলে উহা নাই; ইহাই ব্রাহ্ম এবং দৈব বিবাহের পার্থক্য; এই জন্যই দৈব বিবাহ ব্রাহ্ম বিবাহ হইতে কিছুটা ন্যূন (নিকৃষ্ট)। ২৮

(ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান অনুসারে বরের নিকট হইতে একটী কিংবা দুইটী গো-মিথুন লইয়া যথাবিধি যে কন্যাসম্প্রদান তাহা ধর্ম্মানুসারে 'আর্ষ বিবাহ' নামে কথিত হয়।)

(মেঃ)—"গো-মিথুন" ইহার অর্থ স্ত্রী-গো এবং পুং-গো। ঐ মিথুন একটীই হউক অথবা দুইটীই হউক (এক জোড়া কিংবা দুই জোড়া) বরের নিকট হইতে লইয়া যে কন্যাদান তাহা 'আর্ষ বিবাহ'। "ধর্ম্মতঃ" ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বরের নিকট হইতে এই যে গো-গ্রহণ ইহা ধর্ম্মই; ইহা দ্বারা গোদ্বয় কন্যার বিনিময় মূল্যস্বরূপ নহে; কাজেই এখানে কন্যাবিক্রয় হইতেছে, এরূপ মনে করা উচিত নহে। কারণ, এখানে অল্পেই হউক অথবা বেশীই হউক কোন ঋণপরিশোধ নাই, ইহাই অভিপ্রায়। ২৯

('তোমরা দুইজনে মিলিয়া একসঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠান কর' এই প্রকার কথা বলিয়া অভ্যর্চ্চনা-পূর্ব্বক যে কন্যাদান তাহা 'প্রাজাপত্য বিবাহ' বলিয়া স্মৃতিমধ্যে কথিত হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—'তোমরা দুইজনে মিলিয়া একসঙ্গে ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে' এইপ্রকার কথা দ্বারা পরিভাষা করিয়া অর্থাৎ নিয়ম করিয়া যে কন্যাদান তাহা 'প্রাজাপত্য' বিবাহ। এখানে 'ধর্ম্ম' শব্দটী উপলক্ষণ (অন্য অর্থেরও সূচক) রূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে। কারণ, ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম এই তিনটী বিষয়েই উভয়ে সমান ফলভাগী হইবে, এই বিষয়টী নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াই ঐ পরি-ভাষাটীর প্রয়োজন। তবে এখানে "সহ ধর্ম্মশ্চর্য্যতাম্=দুইজনে একসঙ্গে ধর্ম্মাচরণ কর", এইভাবে কেবল ধর্ম্মশব্দটীই উচ্চারণ করা হয়, কিন্তু 'ধর্ম্ম' অর্থ এবং কাম এই তিনটীরই অনুষ্ঠান করিতে থাক' এভাবে বলা হয় না। আর এই উচ্চারিত ধর্ম্মশব্দটী যে, অর্থ এবং কামের উপলক্ষণস্বরূপ, তাহা অন্য স্মৃতি অনুসারেই ব্যাখ্যা করা হইল। 'ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম কোন বিষয়েই যদি ইহাকে লঙ্ঘন না কর (ইহাকে বাদ দিয়া না কর, এইরূপ স্বীকার কর) তাহা হইলে আমি তোমাকে এই মেয়েটী সম্প্রদান করিব' এইভাবে সংবিৎ (চুক্তি) বন্ধ করাইয়া সেই কন্যাটীর প্রার্থিরূপে যে ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছে তাহাকে যে সম্প্রদান করা হয় সেখানে বিবাহকালে এই বাক্যটী উচ্চারণ করিতে হইবে "সহ ধর্ম্মং চরতাম্"=তোমরা দুইজনে মিলিতভাবে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। যদ্যপি অর্থ এবং কামেরও সহানুষ্ঠান অভিপ্রেতই বটে তথাপি তাহা এখানে প্রকৃত (আলোচ্য বা বক্তব্য বিষয়) নহে; এইজন্য এস্থলে তাহা আর শব্দত উচ্চারণ (উল্লেখ) করা হয় না। এইজন্য গোতম বলিয়াছেন—"প্রাজাপত্য বিবাহ স্থলে 'একসঙ্গে ধর্ম্মাচরণ কর' এই বাক্যটী মন্ত্র হইবে।" এখানে 'মন্ত্র' এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে মন্ত্র যেমন অবিকৃতরূপে (কোন প্রকার পরিবর্ত্তন না করিয়া) প্রয়োগ করা হয় এই বাক্যটীও সেইরূপ অবিকৃতভাবেই উচ্চারণ করিতে হইবে। যাঁহারা মহামনাঃ তাঁহাদের আর অর্থকাম বিষয়ে ভার্য্যার সাহিত্য অনতিক্রমণীয়, একথা বলিয়া দেওয়া সঙ্গত হয় না; তবে অন্যান্য স্মৃতি হইতে ইহা জানিতে পারা যায়। এস্থলে এই বিবাহটীতে এই প্রকার সংবিৎ (চুক্তি) রহিয়াছে বলিয়া এই

বিবাহটী পূর্ব্ববর্ণিত বিবাহ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কারণ, এখানেও সম্প্রদানকর্ত্তা বরের নিকট হইতে কন্যা সম্বন্ধে ঐ প্রকার উপকার প্রত্যাশা করিয়া থাকে। এই বচনটী যথোক্ত প্রকারে উচ্চারিত হইলেই চলিবে, কিন্তু সম্প্রদানকর্ত্তাকেই যে উহা উচ্চারণ করিতে হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। এস্থলে "অনুভাষ্য"=অনুভাষণ করিয়া,—এইটুকুমাত্র বলিলেই চলিত, "বাচা" এ অংশটী অধিক সুতরাং অনর্থক। কারণ, 'অনুভাষণ' করিতে গেলেই বাগিন্দ্রিয় তাহার করণ হইয়া থাকে। এইজন্য গৃহ্যসূত্রকার বলিয়াছেন 'সম্প্রদাতা বরকে বলিবেন ইহা আপনার সত্য (শপথ) এবং বরকেও বলাইবেন, ইহা আমার সত্য অর্থাৎ আমি ইহা সত্য (শপথ) করিলাম"। "অনুভাষ্য" এখানে 'অনু' এই শব্দটী প্রাপ্ত (জ্ঞাত) বিষয়টীরই নিশ্চয়তা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতেছে। ৩০

(কন্যার পিত্রাদিকে এবং কন্যাটীকে যথাশক্তি অর্থ দিয়া নিজ ইচ্ছা অনুসারে যে কন্যাগ্রহণ করা হয় তাহা 'আসুর বিবাহ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—"জ্ঞাতিভ্যঃ" ইহার অর্থ কন্যারই পিতা প্রভৃতিকে, ধন দিয়া এবং কন্যাকেও স্ত্রীধন দিয়া কন্যার যে 'আ-প্রদান' আদান অর্থাৎ আনয়ন বা গ্রহণ, তাহা 'আসুর বিবাহ'। "স্বাচ্ছান্দ্যাৎ" =স্বেচ্ছানুসারে, কিন্তু শাস্ত্র নির্দ্দেশ অনুসারে নহে, ইহাই 'আর্ষ' বিবাহ হইতে এই আসুর বিবাহের পার্থক্য। কারণ আর্ষ বিবাহস্থলে শাস্ত্রই এইরূপ নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে যে 'এক জোড়া গরু' দিবে। কিন্তু আসুর বিবাহস্থলে কন্যার রূপ, সৌভাগ্য প্রভৃতি গুণের উপর বরের ঐ প্রকার ছন্দঃ (ইচ্ছা) নির্ভর করে অর্থাৎ বর নিজে কন্যার গুণে আকৃষ্ট হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ একটা অর্থ দেয়; কাজেই কন্যার ঐ প্রকার গুণই এখানে অর্থদানের নিয়ামক। ৩১

(বর এবং কন্যা উভয়ের ইচ্ছাবশতঃ যে পরস্পর সংযোগ তাহা 'গান্ধর্ব্ব বিবাহ'; তাহা মৈথুনার্থক; কামই তাহার প্রয়োজক বা কারণস্বরূপ।)

(মেঃ)—"ইচ্ছয়া অন্যোন্যসংযোগঃ"—বর এবং কন্যার প্রেমবশতঃ যে পরস্পর সংযোগ অর্থাৎ একটী স্থানে সংগমন (মিলন)। এই বিবাহের এইপ্রকার নিন্দা বলা হইতেছে, ইহা "মৈথুন্যঃ"=যাহার প্রয়োজন হইতেছে মিথুন (সংযুক্ত) হওয়া তাহা 'মৈথুন'; সেই মৈথুনের যাহা উপকার সাধন করে তাহা 'মৈথুন্য'। এই কথাটীই পরিস্ফুট করিয়া দিবার জন্য বলা হইতেছে "কামসম্ভবঃ" =ইহা কাম হইতে সম্ভূত। যাহা হইতে সম্ভূত (উৎপন্ন) হয় তাহার নাম 'সম্ভব'। কাম হইয়াছে সম্ভব (উৎপত্তিস্থল) যাহার তাহা 'কামসম্ভব'। ৩২

(বাধাপ্রদানকারী ব্যক্তিকে আঘাত করিয়া, ছেদন করিয়া কিংবা গৃহ-প্রাচীরাদি ভেদ করিয়া যে বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ যাহাতে কন্যা নিজেকে বিপন্ন বলিয়া রক্ষা সাহায্যপ্রার্থনা পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিতে থাকে তাহা রাক্ষস বিবাহ নামে কথিত হয়।)

(মেঃ)—"প্রসহ্য"=কন্যাপক্ষকে পরাভূত করিয়া বলপূর্ব্বক (জোর করিয়া) যে কন্যাহরণ তাহাই 'রাক্ষস বিবাহ', এইটুকু মাত্র এখানে (রাক্ষস বিবাহের লক্ষণরূপে) বক্তব্য। আর "হত্বা" ইত্যাদি অংশগুলি অনুবাদ মাত্র। কারণ বলপূর্ব্বক অপহরণ করিতে ইচ্ছা থাকিলে যদি কেহ বাধা দেয় তাহা হইলে সেরূপ স্থলে স্বভাবতই সেই বাধাদানকারীকে বধ প্রভৃতি করা হইয়া থাকে। (কাজেই উহা জ্ঞাত বিষয় হইতেছে বলিয়া এখানে উহার নির্দ্দেশটী অনুবাদই হইয়া থাকে)। বধকারী (কন্যা-অপহরণকারী) ব্যক্তিটীর শক্তি অতি অধিক, ইহা বুঝিয়া যদি কন্যাপক্ষীয়গণ নিজ অনিষ্ট ভয়ে তাহা উপেক্ষা করে তাহা হইলেও তাহা 'রাক্ষস বিবাহ' নামেই অভিহিত হইবে; কাজেই রাক্ষস বিবাহস্থলে যে বধাদি আবশ্যকর্ত্তব্য—উহার সহিত বধাদি থাকা আবশ্যক, এরূপ লক্ষণ বলা অনাবশ্যক। "হত্বা" ইহার অর্থ লাঠি, কাঠ প্রভৃতি দিয়া আঘাত করিয়া ;—। "ছিত্ত্বা" =খড়্গাদি দ্বারা প্রহার করিয়া অংগপ্রত্যংগ কাটিয়া দিয়া,—। "ভিত্ত্বা"=প্রাচীর, দুর্গ প্রভৃতি ভেদ করিয়া,—। "ক্রোশন্তীম্"=কন্যাটীর ইচ্ছা না থাকায় সে চেঁচাইতে থাকে। ইহাই গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইতে রাক্ষস বিবাহের পার্থক্য। 'আমি সহায়শূন্য হইয়া অপহৃত হইতেছি, আমায় রক্ষা কর' ইত্যাদি প্রকারে উচ্চৈঃস্বরে যে শব্দ করা তাহারই নাম 'ক্রোশন'। 'রোদন' অর্থ চোখের জল ফেলা। ভীত, উদ্বিগ্ন স্ত্রীলোকের ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ৩৩

(নিদ্রিত, মদ্যপানাদিবশতঃ মত্ততাযুক্ত কিংবা উন্মাদ রোগগ্রস্ত নারীকে নির্জ্জনে যদি সম্ভোগ করা হয় তাহা হইলে উহা 'পৈশাচ বিবাহ' হইবে। উহা অতি পাপপ্রদ এবং উহা সবকয়টী বিবাহের মধ্যে অধম।)

(মেঃ)—'রাক্ষস' এবং 'পৈশাচ' উভয়প্রকার বিবাহেই কন্যার অনিচ্ছা একইরূপ, তবে প্রভেদ এই যে রাক্ষস বিবাহস্থলে হননাদি আছে কিন্তু পৈশাচ বিবাহে বঞ্চনাটাই প্রধান। "সুপ্তাম্" =নিদ্রায় অভিভূতা। "মত্তাং"=মদ্যপানাদিবশতঃ দোষাভিভূতা। "প্রমত্তাং"=বায়ুর বিকৃতিবশতঃ অপ্রকৃতিস্থা। "রহঃ"=গুপ্তভাবে "উপগচ্ছতি"=উপগত হয়—মৈথুনধর্ম্ম সম্পাদন করিতে উদ্যত হয় "স পৈশাচো বিবাহঃ"=তাহা 'পৈশাচ বিবাহ' নামে খ্যাত। ইহা সব কয়টী বিবাহের মধ্যে 'পাপিষ্ঠ' অর্থাৎ পাপহেতু। ইহা হইতে ধর্ম্মাপত্য জন্মে না। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ এগুলিকে প্রকৃত (আলোচ্য) বিবাহের সহিত সামানাধিকরণ্যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ 'ব্রাহ্ম বিবাহ' এস্থলে যেমন 'ব্রাহ্ম' এবং 'বিবাহ' এই পদ দুইটীর বিশেষ্য-বিশেষণভাবে অভেদান্বয় হয় 'গান্ধর্ব্ব বিবাহ', 'রাক্ষস বিবাহ' এবং 'পৈশাচ বিবাহ' এই তিন স্থলেও সেইরূপ 'বিবাহ' এই পদটীর সহিত 'গান্ধর্ব্ব', 'রাক্ষস' এবং 'পৈশাচ' এই পদগুলির অভেদান্বয় হইয়াছে। কাজেই, 'গান্ধর্ব্ব' স্থলে বর ও কন্যার সংযোগ, 'রাক্ষস' স্থলে কন্যাটীর 'হরণ' এবং 'পৈশাচ' স্থলে কন্যায় 'উপগমন' (রমণ), এইগুলিই বিবাহস্বরূপ অর্থাৎ ঐগুলি দ্বারাই বিবাহ সিদ্ধ হয়; এখানে আর 'পাণিগ্রহণ' নামক সংস্কারের অপেক্ষা নাই। ইহা কেহ কেহ মনে করেন অর্থাৎ ইহা কাহারও কাহারও মত। (ইহা কিন্তু সমীচীন নহে কারণ—) তাহা হইলে ইঁহাদের মতানুসারে 'ব্রাহ্ম বিবাহ' প্রভৃতি স্থলেও 'দান' এবং 'বিবাহ' এই দুইটী পদের ঐপ্রকার সামানাধিকরণ্য রহিয়াছে বলিয়া ঐসকল বিবাহ স্থলেও 'পাণিগ্রহণ সংস্কার' না হওয়াই উচিত। (কারণ সংস্কারের দ্বারা 'বিবাহ' নিষ্পন্ন হয়, এইজন্যই সংস্কার করা আবশ্যক। কিন্তু দানের দ্বারাই যদি সংস্কারের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে আর সংস্কার অনাবশ্যক—সংস্কার নিবৃত্তই হইয়া যাইবে)। বস্তুতঃ এরূপ স্থলে যে সংস্কারের নিবৃত্তি হয় না (কিন্তু সংস্কার করিতে হয়) তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। যেহেতু, 'ব্রাহ্ম বিবাহ' ইত্যাদি স্থলে লাক্ষণিক অর্থ স্বীকার করিয়া বিবাহার্থে দানকে বিবাহ বলা হয়—বিবাহ শব্দটী তথায় লাক্ষণিক। 'গান্ধর্ব্ব বিবাহ' সম্বন্ধে কিন্তু ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার মিলন প্রসংগে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—"তাহাদের সেই মিলন অর্থাৎ গান্ধর্ব্ব বিবাহ অগ্নিশূন্য এবং মন্ত্রবর্জ্জিতভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছিল।" এইপ্রকার বর্ণনা দেখিয়া বুঝা যায় যে গান্ধর্ব্ব বিবাহে পাণিগ্রহণ সংস্কার আছে কিন্তু তাহা মন্ত্রবর্জ্জিত (সেখানে মন্ত্রপাঠ করিতে হয় না)।

'পৈশাচ বিবাহ' সম্বন্ধে কিন্তু মতবৈষম্য আছে। কেহ কেহ বলেন, 'পৈশাচ বিবাহ' স্থলে 'উপগমন'টীই প্রধান। কিন্তু এই উপগমন দ্বারা (পুরুষসংসর্গবশতঃ) কন্যাত্ব নষ্ট হয় না, কারণ বিবাহসংস্কার দ্বারাই কন্যাত্ব নিবৃত্তি ঘটে। এইজন্য অগ্রে "পাণিগ্রহণ বিষয়ক মন্ত্রসকল কেবল 'কন্যা' বিবাহক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য, যেহেতু উহা তদাশ্রিত" (৮।২২৬) ইত্যাদি শ্লোকে যে নিষেধ বলা হইয়াছে তাহা এস্থলে প্রয়োজ্য নহে (কারণ অকন্যার পক্ষে—যাহার কন্যাত্ব নিবৃত্ত হইয়াছে তাহার পক্ষেই ঐ মন্ত্রসকল নিষিদ্ধ, কিন্তু এই পৈশাচ বিবাহস্থলে বলপূর্ব্বক উপগমন—উপভোগ হইলেও কন্যাত্ব নিবৃত্ত হয় না)। অতএব এস্থলে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পাণিগ্রহণ সংস্কার অবশ্যই থাকিবে। পাণিগ্রহণরূপ সংস্কার নিষিদ্ধ করিবার জন্যই ঐ শ্লোকটীতে ঐ প্রকার নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ, ঐ শ্লোকটীতে যাহার পক্ষে ঐ সংস্কার নিষিদ্ধ করা হইয়াছে সেই নারী পূর্ব্বে একবার পাণিগ্রহণ মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছিল। এই কারণে পৈশাচ বিবাহস্থলে প্রথমে 'উপগম' (পুরুষ সম্ভোগ) হউক, তাহাতে 'অকন্যাদোষ' ঘটিবে না (যেহেতু তাহাতে তাহার কন্যাত্ব নিবৃত্তি হইতেছে না)। এইজন্য মহাভারতের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্ণ কানীন—(কন্যাকা-জাত—কন্যাকালে উৎপন্ন)। পুরুষের সহিত সংসর্গ ঘটিলেই যদি কন্যাত্ব নিবৃত্তি ঘটে তাহা হইলে একথা বলা কিরূপে সংগত হয় যে, 'কন্যার পুত্র—কানীন'? অতএব 'যাহার পাণি-গ্রহণ সংস্কার হয় নাই সে কন্যাপদ বাচ্য' এইরূপ অর্থ যদি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে কর্ণ প্রভৃতিরা অনূঢ়া কন্যার পুত্র' ইহা বলা সংগত হয়। কারণ, এরূপ স্থলে 'অভ্যুপগমন' শব্দটী যদি মুখ্যার্থক হয় অর্থাৎ রতিসংসর্গরূপ অর্থ বুঝায় তবেই সে অবস্থায় সে কন্যাই থাকে

বলিয়া তাহার যে সন্তান জন্মে তাহাকে 'কন্যাবস্থার সন্তান' বলা সম্ভব হয়। এইভাবে কন্যা-বস্থায় পুরুষান্তর দ্বারা উপভুক্ত নারীর বিবাহ ইতিহাস পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। যদি বলা হয় মদ্যমদাদি অবস্থায় রতিসংসর্গ যদি নিষ্পন্ন হইয়া যায় তাহা হইলে আর তাহার সংস্কারের প্রয়োজন কি? তাহা হইলে ইহার উত্তরে বক্তব্য, সত্য বটে এরূপ স্থলে স্ত্রী-পুংসধর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং শাস্ত্রমধ্যে কন্যাগমন বিষয়ক যে নিষেধ আছে তাহাও লঙ্ঘন করা হইয়াছে তথাপি ধর্ম্মার্থকামবিষয়ে উভয়ের সহাধিকার যাহাতে সিদ্ধ হয় সেজন্য এবং পুনরায় কন্যাগমনদোষ এড়াইবার জন্য বিবাহসংস্কার করা আবশ্যক। আর ইহাতে কন্যাগমনবিষয়ক নিষেধশাস্ত্র লঙ্ঘন করা হইয়া থাকে বলিয়া ঐ বিবাহটী নিন্দিতই হইয়া থাকে; ঐ নিন্দাটী পুরুষার্থ বিষয়ক (ইহা লঙ্ঘনে পুরুষেরই প্রত্যবায় ঘটে কেবল)।

এইরূপ বলা কিন্তু যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ বৃদ্ধ ব্যবহার অনুসারে, এই যে 'কন্যা' শব্দটী ইহা সেই প্রকার নারীকেই বুঝায় কোন পুরুষের সহিত যাহার সম্ভোগসংসর্গ ঘটে নাই; কিন্তু যাহার সংস্কার (বিবাহ সংস্কার) সম্পন্ন হয় নাই তাহাকে যে কন্যা বলে, এরূপ নহে। যেহেতু যেসকল নারীর বিবাহ সংস্কার হয় নাই তাহারা যদি পুরুষ দ্বারা 'ক্ষতযোনি' হয় অর্থাৎ পুরুষের সহিত যদি তাহাদের রতিসম্বন্ধ ঘটে তাহা হইলে আর তাহাদিগকে 'কন্যা' বলিয়া উল্লেখ করা হয় না। আর তাদৃশ নারী বেশাশ্রিত (বেশ্যা) হইলে তাহাদের সহিত রতিসংসর্গ করিলে কন্যা-গমন জনিত দোষও জন্মে না। সত্য বটে কুমারী এবং কন্যা এই দুইটী শব্দ 'প্রথমবয়সের স্ত্রীলোক' এইরূপ অর্থ বুঝায় তথাপি বিবাহবিধিস্থলে উহা সেইরূপ নারীকেই বুঝাইয়া থাকে যে নারী পূর্ব্বে কোন পুরুষের দ্বারা উপভুক্ত হয় নাই। এইজন্য লৌকিক ব্যবহারেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন নারী পুরুষসংসর্গ করিয়াছে কিন্তু তাহা বেশী প্রকাশ নাই, সে কুমারীর বেশ ধারণ করিয়া থাকে, তাহাকে যদি কোন পুরুষ (না জানিয়া) ভার্য্যারূপে পাইতে ইচ্ছা করে তখন অন্য লোক সব সেই ব্যক্তিটীকে এইরূপ জানাইয়া দেয় যে, 'এই স্ত্রী-লোকটী কুমারী নহে, ইহার কৌমারভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে'। তাহার গর্ভাধানাদি সংস্কারও লোপ পাইবে। কারণ, গর্ভাধান কর্ম্মটী মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক করিতে হয়। "বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু"= বিষ্ণু দেবতা তোমার যোনি কল্পনা করিয়া দিন" ইত্যাদি মন্ত্রটী সেখানে পাঠ্য। পুরুষসংসর্গ ঘটায় তাহার 'যোনি কল্পনা' আগে থেকেই হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহা আর দ্বিতীয়বার হইতে পারে না—তাহা কল্পনা করা সম্ভব নহে। এরূপস্থলে মন্ত্রটীর প্রয়োগ অযথার্থ হইয়া পড়ে (অর্থানুগত হয় না)। আর অনূঢ়া নারীর পক্ষে পৈশাচধর্ম্মে (গর্ভাধানে) মন্ত্রপ্রয়োগও হয় না। যেহেতু ঊঢ়া (বিবাহিতা) নারীরই গর্ভাধান সংস্কারে মন্ত্রপ্রয়োগ বিহিত। আবার একথাও বলা চলে না যে পৈশাচ বিবাহ ছাড়া অন্য বিবাহে পরিণীতা নারীর গর্ভাধানেই ঐ মন্ত্র প্রয়োগ করা হইবে; কারণ এরূপ বিশেষত্ব (পার্থক্য) রাখিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। অতএব 'উপগমন'কে যে পৈশাচ বিবাহের লক্ষণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহার মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিলে এই প্রকারের আরও সব দোষ উপস্থিত হয়। এইজন্য 'উপগমন' এই শব্দটীর মধ্যে যে 'উপ' পূর্ব্বক 'গমি' ধাতু রহিয়াছে তাহার অর্থ আলিঙ্গন, উপগূহন, পরিচুম্বন প্রভৃতি ক্রিয়া, যেগুলি মুখ্য উপগমনের নিমিত্তই সম্পাদিত হয় এবং ঐ কর্ম্মগুলি উপগমনের সহচর (উপ-গমনের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকে)। তবে যে সেরূপ উপভুক্ত নারীর পুত্রকে 'কানীন পুত্র' বলা হয় সেখানে মুখ্যার্থটী সম্ভব হয় না বলিয়া লক্ষণা দ্বারা সংস্কারাভাব বুঝিতে হয় (যাহার বিবাহসংস্কার হয় নাই তদৃশ নারীর পুত্রকে 'কানীন' বলা হয়)। তবে যে ওরূপ ক্ষেত্রেও পাণি-গ্রহণ সংস্কার দেখা যায় তাহা অতি বিরল। আর অগ্রে "যা গর্ভিণী সংস্ক্রিয়তে জ্ঞাতাজ্ঞাতাপি বা সতী" (৯।১৭৩) ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাতভাবে কিংবা অজ্ঞাতভাবে যাহার গর্ভ হইয়াছে সেরূপ নারীর যে সংস্কারের কথা বলা হইয়াছে সেখানে যে ব্যক্তি সেই নারীতে উপগত হইয়াছিল সে যে তাহার সংস্কার করিতেছে এরূপ নহে। (কিন্তু অন্য পুরুষই তাহার পরিণেতা এবং সংস্কার কর্ত্তা)। আর উহা যে পৈশাচ বিবাহ তাহাও নহে। কারণ, পৈশাচ বিবাহস্থলে ইহাই নিয়ম যে, যে ব্যক্তি মেয়েটীকে বলপূর্ব্বক উপভোগ করে (সেই ব্যক্তিই তাহাকে বিবাহ করে) —তাহাকেই সেই কন্যাটীকে দান করা হয়, সেই লোকটীই ঐ মেয়েটীকে সংস্কার (বিবাহ) করে। তবে, যে স্ত্রীলোক আগে থেকেই (পুরুষান্তর সংসর্গে) গর্ভিণী হইয়া গিয়াছে তাহাকেও সংস্কার করা হয়, কেননা সেরূপস্থলে উহা 'বাচনিক', তাহা বচন দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এসমস্ত বিষয়গুলি নবম অধ্যায়ে ভালভাবে বলা যাইবে।

অপর কেহ কেহ এস্থলে বলেন যে, 'উপগমন' শব্দটী এখানে মুখ্যার্থক ; কারণ, উহার মুখ্যার্থ গ্রহণ না করিলে 'গমন' (কন্যাগমন) করিবার যে নিষেধ আছে তাহা সঙ্গত হয় না। (অর্থাৎ কন্যাগমন নিষিদ্ধ—তাহা প্রায়শ্চিত্তের কারণ, অথচ এখানে 'উপগমন' বা কন্যাগমন বলা হইয়াছে, সেটী সঙ্গত হয় না)। ইহা বলা সমীচীন নহে। কারণ, উপগমন যদি এখানে মুখ্যার্থক হয় তাহা হইলে তাহাই বিবাহ (পৈশাচ বিবাহ) হইয়া পড়ে, যেহেতু পরে যে নিয়ম (বিবাহবিষয়ক বিধি) বলা হইবে তদনুসারে পৈশাচ বিবাহের আর অন্য কোন লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে না। আর তাহা হইলে ঐ নিষেধটীর বিষয়ও থাকে না। কারণ বর ও কন্যা উভয়ের ইচ্ছাপূর্ব্বক সংযোগ হইলে হয় গান্ধর্ব্ব বিবাহ, বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ হইলে হয় রাক্ষস বিবাহ, আর তাহা না হইলে হইবে পৈশাচ বিবাহ। ইহা ছাড়া ত আর কোন প্রকার বিবাহ পরে বলা হয় নাই যাহাকে ঐ নিষেধের বিষয় (নিষিদ্ধ) বলা যাইবে। পক্ষান্তরে ঐ যে প্রতিষেধ উহার বিষয় অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিষয়টীও এইভাবে পাওয়া যায়, যেস্থলে নির্জ্জন স্থানে কোন কন্যাকে বলাৎকার করা হয়, পিতা কন্যাদান করিয়াছে বটে কিন্তু তাহার সংস্কার করা হয় নাই (সেখানে সেই কন্যাটীতে গমন করা নিষিদ্ধ)। উহা গান্ধর্ব্ব বিবাহ নহে, কারণ কন্যার ইচ্ছানুসারে সেখানে বিবাহ হয় নাই। এইজন্য এখানে উহার স্বামীরও কন্যাগমনদোষ ঘটে না, যেহেতু ঐ যে কন্যাগমননিষেধ উহার নিষেধ্যস্থল অন্য পাওয়া যায়। অতএব 'ক্ষতযোনি' কন্যার সংস্কার নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, ব্রাহ্ম বিবাহ প্রভৃতির ন্যায় পৈশাচ বিবাহটীও দারপরিগ্রহের উপায়স্বরূপ বলিয়া ঐভাবেই বিবাহ শব্দটীর অর্থ নিরূপণ করা সংগত হওয়ায় এবং এই প্রকরণে কন্যাবিবাহেরই বিষয় বলা হইতেছে বলিয়া এখানে পৈশাচ বিবাহের লক্ষণে যে 'উপগম' শব্দটী রহিয়াছে উহা মুখ্যার্থক নহে কিন্তু উহা গৌণার্থকই হইবে। (সঙ্গম করিবার যে আয়োজন—আলিঙ্গন-পরিচুম্বন প্রভৃতি তাহাই 'উপগম' শব্দটীর লাক্ষণিক অর্থ ; সেই অর্থই এখানে গ্রাহ্য, কিন্তু 'সঙ্গম করা হইয়াছে' এরূপ অর্থ স্বীকার্য্য নহে।)

এই বিবাহগুলির ভেদ হইবে এইরূপ :—ভূমি, স্বর্ণ প্রভৃতি বস্তু যাচ্ঞা না করিলেও যেমন কেহ দান করে সেইভাবে যে কন্যাদান তাহা 'ব্রাহ্ম' বিবাহ। আর যজ্ঞমধ্যে ঋত্বিক্ ব্যক্তিকে যে ঐভাবে কন্যাদান তাহা 'দৈব' বিবাহ। একজোড়া গরু বরের নিকট হইতে লইয়া যে কন্যাদান তাহা 'আর্ষ' বিবাহ। বর আসিয়া কন্যা যাচ্ঞা করুক অথবা নাই করুক কন্যাদানকারী যদি 'তোমরা উভয়ে মিলিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে' এই প্রকার নির্দ্দেশ দিয়া ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়া কন্যাদান করে তবে তাহা হইবে 'প্রাজাপত্য' বিবাহ। অবশিষ্ট কয়টীর পার্থক্য অনায়াসবোধ্য। 'ব্রাহ্ম', 'দৈব', 'আর্ষ', 'প্রাজাপত্য' প্রভৃতি শব্দগুলিতে 'ইদমর্থে' তদ্ধিত (ষ্ণ প্রত্যয়) হইয়াছে। আর এই স্থলগুলিতে প্রশংসা প্রকাশ করিবার জন্যই 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি অর্থের সহিত (ইদমর্থবোধিত) সম্বন্ধ আরোপ করা হইয়াছে। 'দৈব' প্রভৃতি অপরাপর সব কয়টী স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। 'পৈশাচ' এস্থলে—'পিশাচগণের পক্ষেই ইহা সংগত', এই প্রকার অর্থ দ্বারা নিন্দা বুঝাইতেছে। ৩৪

(ব্রাহ্মণগণের কন্যাদানকালে জলছিটা দিয়া দান করাই প্রশস্ত। ক্ষত্রিয়াদি অন্যান্য বর্ণের পক্ষে উভয়ের—বর এবং কন্যার ইচ্ছা হইলে তবেই দান করা চলিবে।)

(মেঃ)—"দ্বিজাগ্র্যাণাং" ইহার অর্থ ব্রাহ্মণগণের ; "কন্যাদানং" ইহার অর্থ কন্যা দান করিতে থাকিলে "অদ্ভিঃ এব দানং"—জল দিয়া (জলের ছিটা দিয়া) দান করা প্রশস্ত। ব্রাহ্মণকে যখন কন্যাদান করা হইবে তখন জল দিয়াই সেই দান করিবে। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, জলকে দানের করণ বলা যায় কিরূপে? কারণ, জলপ্রোক্ষণ ব্যতিরেকে দানই ত হয় না। যেহেতু এইরূপ নিয়ম বলিয়া দেওয়া আছে যে "জল দিয়া নমঃ শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক দান করিতে হয়। ইহাই ধর্ম্ম-সংগত দান।"

অথবা 'ব্রাহ্ম বিবাহস্থলে জল দিয়াই দান করিতে হইবে' এইভাবে 'এব'কার দ্বারা অবধারণ করিয়া দিয়া ইহাই জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে আর্ষ, আসুর এবং প্রাজাপত্য বিবাহস্থলে কেবল এরূপ নহে। কারণ, ঐ বিবাহগুলিতে কেবল জলই ঐ দানের করণ নহে, কিন্তু গো-মিথুন প্রভৃতি দ্রব্যগ্রহণ এবং সংবিৎ (চুক্তি) ব্যবস্থাও সেখানে দানের করণ হইয়া থাকে। অতএব এস্থলে যাহা বলিয়া দেওয়া হইল তাহা এইরূপ,—গরু সুবর্ণ প্রভৃতি দ্রব্য যেমন দান

করা হয়, তাহার জন্য সম্প্রদানীয় ব্যক্তিটীকে কিছু করণীয় বলিয়া দেওয়া হয় না—'এই গরুটীকে এইভাবে পালন করিবে, এই প্রকার ঘাস দিবে' ইত্যাদিরূপ কোন নির্দ্দেশ দেওয়া হয় না, কন্যা-দানও ঐভাবে কর্ত্তব্য; কন্যার প্রতি স্নেহবশতঃ জামাতাকে কিছু নির্দ্দেশ দেওয়া চলিবে না; জামাতার নিকট হইতে কিছু ধনগ্রহণ করাও চলিবে না। ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণের পক্ষে কিন্তু "ইতরেতরকাম্যয়া"=পরস্পরের ইচ্ছা অনুসারে,—। কন্যা এবং বর উভয়ের যদি পরস্পরের প্রতি অভিলাষ (প্রীতি) হয় তবেই সেরূপ স্থলে কন্যাদান কর্ত্তব্য, অন্যথা ব্রাহ্ম বিবাহের ন্যায় (কন্যার সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়াই) সম্প্রদান করা উচিত নহে। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন;—। "ইতরেতরকাম্যয়া" ইহার অর্থ ধনগ্রহণ করিয়া কিংবা কেবল জলদ্বারা (দান করিতে হয়) (?)। এইপক্ষ (এই প্রকার ব্যাখ্যা) অনুসারে 'ব্রাহ্ম বিবাহ'টীর ধর্ম্ম সকল বিবাহগুলির মধ্যেই অনুগত থাকে। ৩৫

(এইসমস্ত বিবাহের যেটীর যে গুণ মনু নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহা আমি ঠিক ঠিক মত বলিতেছি, হে বিপ্রগণ, আপনারা তাহা শুনুন।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে "যে বিবাহের যেরূপ গুণ এবং যেরূপ দোষ" ইত্যাদি, তাহাই এক্ষণে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। অনেকগুলি বিষয় বর্ণনা করা হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা (নির্দ্দেশ) করা হইয়াছে। তন্মধ্যে এই বিষয়গুলি বক্ষ্যমাণ শ্লোকে বলা হইবে, এইভাবে বক্তব্য বিষয়গুলির মধ্যে বিশেষ কয়েকটীকে নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য এখানে এই প্রকারে যে পুনরুল্লেখ করা হইতেছে তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। "এষাং বিবাহানাং"=এই বিবাহগুলির মধ্যে; এখানে 'নির্দ্ধারে ষষ্ঠী' হইয়াছে। এই বিবাহগুলির মধ্যে যে বিবাহটীর যে গুণ "মনুনা কীর্ত্তিতঃ" =মনু বলিয়া গিয়াছেন, হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা তাহা শ্রবণ করুন। এইভাবে ভৃগু মহর্ষিগণকে সম্বোধন করিতেছেন। "সম্যক্" ইহার অর্থ অবৈপরীত্য সহকারে অর্থাৎ অনাকুলভাবে (ধীরভাবে) "কীর্ত্তয়তঃ"=আমি বর্ণনা করিতেছি, আমার নিকট হইতে শুনুন। ৩৬

(ব্রাহ্ম বিবাহে প্রদত্ত কন্যার সন্তান বংশের পিতৃ-পিতামহাদি উর্দ্ধ্বতন দশ পুরুষ, পুত্র-পৌত্রাদি অধস্তন দশ পুরুষ এবং একবিংশস্থানাপন্ন নিজেকে অর্থাৎ বংশের মোট একুশ পুরুষকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া থাকে, যদি সে সন্তান পুণ্যকারী হয়।)

(মেঃ)—"পূর্ব্ববংশ্যা" ইহার অর্থ পিতৃ-পিতামহ প্রভৃতি যাঁহারা বংশে পূর্ব্বে জন্মিয়াছেন। "অপরবংশ্যা" ইহার অর্থ পুত্রপৌত্র প্রভৃতি যাহারা বংশে পরে জন্মিবে। তাহাদিগকে "এনসঃ মোচয়তি"—পাপ হইতে মুক্ত করে অর্থাৎ নরকাদি যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করে। ব্রাহ্ম বিবাহ অনুসারে পরিণীতা যে নারী তাহার গর্ভে যে পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে, "সুকৃতকৃৎ"=সে যদি পুণ্যকারী হয়। "পিতৄন্" ইহার অর্থ যাঁহারা পরলোকে গিয়াছেন সেইসমস্ত পিতৃপুরুষ-গণকে। এই যে 'পিতৃ' শব্দ এটী প্রেত (মৃত) ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে; কারণ, তাহা না হইলে পুত্র প্রভৃতি সন্তানগণের পক্ষে 'পিতৃ' শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা সম্ভব নহে। এখানে "দশ" এই শব্দটী "পূর্ব্ব" এবং "অপর" এই দুইটী শব্দের প্রত্যেকটীর সহিতই সম্বন্ধযুক্ত; কারণ ইহার পরেই "একবিংশকম" এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা অর্থবাদস্বরূপ। সুতরাং যাহারা অনাগত অনুৎপন্ন (এখন জন্মে নাই, পরে জন্মিবে) তাহাদিগকে মুক্ত করিবে কিরূপে, এইপ্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিত হইবে না। তবে যাঁহারা পূর্ব্ব পুরুষ, পুত্র যদি শ্রাদ্ধাদি শুভকর্ম্ম করে তাহা হইলে তাহাতে তাঁহাদের অবশ্যই পাপমুক্তি ঘটে, ইহা শ্রাদ্ধ নিরূপণ প্রকরণে বলা যাইবে। অতএব "পরবর্ত্তী দশ পুরুষকে পাপমুক্ত করে" ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, সেই বংশে পরবর্ত্তী দশ পুরুষ পাপশূন্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৩৭

(দৈব বিবাহ নিয়মে যে কন্যা পরিণীত হয় তাহার গর্ভে যে সন্তান জন্মে সে উর্দ্ধ্বতন সাত পুরুষ এবং অধস্তন সাত পুরুষকে, আর্ষ বিবাহ পদ্ধতিতে পরিণীতা কন্যার পুত্র ঐভাবে তিন পুরুষ তিন পুরুষ করিয়া এবং প্রাজাপত্য পদ্ধতিতে বিবাহিত নারীর সন্তান ঐভাবে ছয় পুরুষ ছয় পুরুষ করিয়া বংশজগণকে পাপমুক্ত করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—দৈববিধি অনুসারে যে কন্যা ঊঢ়া (পরিণীতা) সে 'দৈবোঢ়া'; তাহার গর্ভে যে জন্মিয়াছে সে "দৈবোঢ়াজ"। "সুতঃ" অর্থ পুত্র। 'ক' ইহার অর্থ প্রজাপতি; সেই 'ক' হইয়াছে

দেবতা যে বিবাহের তাহা 'কায়'। এখানে প্রজাপতিকে আরোপিতভাবে বিবাহের দেবতা বলা হইয়াছে। কারণ, দারগ্রহণরূপ বিবাহ কর্ম্মটী সংস্কার স্বরূপ। প্রজাপতি তাহার দেবতা নহেন। তথাপি এস্থলে এই বিবাহে প্রজাপতির দেবতাত্ব সম্বন্ধ না থাকিলেও তাহা 'ভক্তি' (লক্ষণা) সহকারে—গৌণভাবে আরোপ করা হইয়াছে। যদিও বিবাহমধ্যে একটী প্রাজাপত্য যাগ আছে বটে তথাপি ঐ যাগটী পূর্ব্ববর্ণিত বিবাহগুলির সহিত সাধারণ কর্ম্ম। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিবাহগুলিতেও তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। কাজেই তাহা একটী বিশেষ বিবাহের নামকরণের কারণ হইতে পারে না—তদনুসারে একটী বিশেষ বিবাহকে 'কায়' (প্রাজাপত্য) বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে না। আবার 'আসুর' প্রভৃতি বিবাহের স্থলে ঐপ্রকার ব্যুৎপত্তির কোনই গতি (উপায়) হয় না (কারণ, অসুর দেবতা যাহার তাহা 'আসুর', পিশাচ দেবতা যাহার তাহা 'পৈশাচ', এই প্রকার ব্যুৎপত্তি সম্ভব নহে)। যেহেতু আসুর বিবাহের জন্য কোনই যাগ নাই। 'কায়োঢ়জ' এখানে ঐ শব্দটী 'কায়োঢ়া-জ' এইরূপ হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু "ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞাচ্ছন্দসোর্বহুলম্" এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে এখানে 'আ'কারটী হ্রস্ব হইয়া গিয়াছে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এই কয়টী বিবাহের মধ্যে যেটী যেটীর ফল কম সেগুলি পরে পরে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং তদনুসারে 'আর্ষ' বিবাহটীকে 'প্রাজাপত্য' বিবাহের পরে উল্লেখ করাই ত যুক্তিযুক্ত? (উত্তর)—তাহা সত্য; তবে ইহার একটু কারণ আছে; তাহারই জন্য প্রাজাপত্য বিবাহটী আর্ষ-বিবাহ অপেক্ষা উৎকৃষ্টফল হইলেও পরে উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বে "পঞ্চানাং তু ত্রয়ো ধর্ম্ম্যাঃ (৩।২৫) ইত্যাদি শ্লোকে যে তিনটী বিবাহের কথা বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে 'প্রাজাপত্য' বিবাহটীও ধর্ত্তব্য হইবে, এইজন্য এখানে আর্ষ বিবাহের পর প্রাজাপত্য বিবাহের উল্লেখ করা হইল। তাহা না হইলে 'আর্ষ' বিবাহটী ঐ তিন প্রকার বিবাহের মধ্যে ধর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। ৩৮

(যথাক্রমে ব্রাহ্ম প্রভৃতি চারি প্রকার বিবাহেতেই ব্রহ্মবর্চ্চসযুক্ত পুত্রসকল জন্মে; তাহারা শিষ্টজনগণের প্রিয় হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে "এই সকল বিবাহজাত সন্তানের গুণাগুণও বলিব"; তাহাই এইবার বলা হইতেছে। "অনুপূর্ব্বশঃ"=আনুপূর্ব্ব্য (ক্রম) অনুসারে; এই প্রকার অর্থেই স্মৃতিকারগণ এই শব্দটী প্রয়োগ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং শাস্ত্রার্থজ্ঞান নিবন্ধন যে সম্মান এবং খ্যাতি তাহাই 'ব্রহ্মবর্চ্চস'; সেই ব্রহ্মবর্চ্চসসম্পন্ন যাহারা তাহারা "ব্রহ্মবর্চ্চসিনঃ" (ব্রহ্মবর্চ্চসী–ব্রহ্মবর্চ্চসিন্); এটী 'ইন্' প্রত্যয়ান্ত শব্দ। "শিষ্টসম্মতাঃ"=শিষ্টব্যক্তিগণের সম্মত অর্থাৎ অনুমোদিত, অর্থাৎ অনিন্দিত অথবা অবিদ্বিষ্ট (জনসমাজে বিদ্বেষভাজন নহে)। শিষ্টগণের 'প্রিয়', ইহাই ফলিতার্থ। এই প্রকার অর্থ বুঝাইতেছে বলিয়া 'সম্মত' এই পদটী মত্যর্থক নহে; কাজেই 'শিষ্টানাং' এখানে "মতিবুদ্ধিপূজার্থেভ্যশ্চ" এই সূত্র অনুসারে ষষ্ঠী বিভক্তি হইতেছে না—ইহা ঐ সূত্রের বিষয় নহে। সুতরাং "ক্তেন চ পূজায়াম্" এই সূত্রে যে ষষ্ঠী সমাস নিষেধ করা হইয়াছে তাহা এখানে খাটিবে না; কারণ, "শিষ্টানাং" ইহা সম্বন্ধ-সামান্যবিবক্ষায় ষষ্ঠী—। (অতএব 'শিষ্টসম্মত' পদটী ব্যাকরণদুষ্ট নহে।) ৩৯

(ঐসকল পুত্র রূপগুণযুক্ত, ধনবান্, যশস্বী, প্রচুরভোগসম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ হয় এবং তাহারা শতবৎসর জীবন ধারণ করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—'রূপ' অর্থ মনোহর আকৃতি; 'সত্ত্ব'—ইহা এক প্রকার গুণ, ইহার কথা দ্বাদশ অধ্যায়ে বলা হইবে। সেই রূপ ও সত্ত্বগুণ দ্বারা 'উপেত' অর্থাৎ যুক্ত। "ধনবন্তঃ"=আঢ্য (ধনী)। "যশস্বিনঃ"=শাস্ত্রজ্ঞান, শূরত্ব প্রভৃতি গুণযুক্তরূপে প্রসিদ্ধ। "পর্য্যাপ্তভোগাঃ"=মাল্য, চন্দন, গীত, বাদ্য প্রভৃতি সুখোপকরণসকল সকল সময়েই তাহাদের অক্ষুণ্ণ থাকে। পূর্ব্ববর্ণিত সুখ-সাধন দ্রব্যসকলের অভাব না হওয়াই ভোগ; সেই ভোগ হইয়াছে পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ অক্ষত যাহাদের তাহারা "পর্য্যাপ্তভোগাঃ"। "ধর্ম্মিষ্ঠাঃ"=ধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ। কাহারও কাহারও মতে ধর্ম্ম শব্দটী গুণবাচকও হয়। সুতরাং গুণবাচক শব্দের উত্তর 'অতিশয়' অর্থে 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় করিয়া 'ধর্ম্মিষ্ঠ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "শতং সমাঃ"=একশত বৎসর, "জীবন্তি"=জীবিত থাকে। ৪০

(অবশিষ্ট গান্ধর্ব্ব প্রভৃতি অন্য কুৎসিত বিবাহগুলিতে যে সমস্ত সন্তান জন্মে তাহারা নৃশংস, মিথ্যাবাদী এবং ব্রহ্মধর্ম্মে অর্থাৎ বেদবিহিত ধর্ম্মে বিরূপ হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—"ইতরেষু শিষ্টেষু"=ব্রাহ্ম প্রভৃতি বিবাহ ব্যতিরিক্ত অন্য বিবাহগুলিতে অর্থাৎ 'গান্ধর্ব্ব' প্রভৃতি বিবাহগুলিতে "নৃশংসানৃতবাদিনঃ"=যাহারা নৃশংস এবং অনৃত বলে। মাতা, ভগিনী প্রভৃতির প্রতি যে অশ্লীল আক্রোশোক্তি তাহাকে বলে নৃশংস। 'অনৃত' (মিথ্যা) ইহা প্রসিদ্ধার্থক পদ। নৃশংস এবং অনৃত=নৃশংসানৃত। তাহা বলা যাহাদের শীল অর্থাৎ স্বভাব (অভ্যাস) তাহারা নৃশংসানৃতবাদী ; এইভাবে এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তি হইবে। ব্রহ্মধর্ম্মদ্বিষঃ"=ব্রহ্মধর্ম্ম অর্থাৎ বেদার্থ (বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়) ; তাহা যাহারা 'দ্বিষন্তি'=নিন্দা করে অথবা শ্রদ্ধা করে না। এই কারণে "দুর্ব্বিবাহেষু"=কুৎসিত (ঘৃণ্য) বিবাহ, এইরূপ বলিয়া ঐগুলির নিন্দা করা হইল। ৪১

(যে সকল স্ত্রীবিবাহ অনিন্দিত তাহা হইতে অনিন্দিত সন্তান জন্মে আর নিন্দিত বিবাহ হইতে মনুষ্যগণের নিন্দিত সন্তান উৎপন্ন হয় ; অতএব নিন্দিত বিবাহগুলি বর্জ্জন করিবে।)

(মেঃ)—(এই শ্লোকে যাহা বলা হইতেছে) ইহা সংক্ষেপে সকলপ্রকার বিবাহের ফলপ্রদর্শনস্বরূপ। যাহার পক্ষে যেসকল বিবাহ বিহিত সেগুলি তাহার পক্ষে অনিন্দিত। সেই সকল বিবাহে যাহাদের বিবাহ করা হইয়াছে তাহাদের গর্ভজাত যেসমস্ত পুত্রাদিরূপ সন্তান তাহা অনিন্দনীয় হইয়া থাকে ; সেই সন্তানই হয় প্রশস্ত, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। আর নিন্দিত অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিবাহে 'নিন্দিত' অর্থাৎ গর্হাভাজন (নিন্দার পাত্র) সন্তান জন্মে। অতএব যাহাতে দুঃখভাগী সন্তান না জন্মে সেজন্য নিন্দনীয় বিবাহ বর্জ্জন করিবে। ৪২

(সবর্ণা অর্থাৎ সমানজাতীয়া নারীকে বিবাহ করিলে তবেই পাণিগ্রহণ সংস্কারটী কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হয়। কিন্তু অসবর্ণা নারীকে বিবাহ করিতে হইলে এই অনন্তরোক্ত বিধান অনুসরণীয়।)

(মেঃ)—'পাণিগ্রহণ'—এটী হইতেছে একটী সংস্কারবিশেষ যাহা গৃহ্যসূত্রকারগণ বিস্তৃতভাবে বলিয়া গিয়াছেন। "সবর্ণাসু" অর্থাৎ সমানজাতীয়া নারী যদি পরিণীতা হয় তবেই সেই স্থলে ঐ সংস্কারটী "উপদিশ্যতে"=শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে—উহা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরন্তু অসবর্ণা নারীর যে বিবাহ সে স্থলে এই বক্ষ্যমাণ নিয়ম অনুসরণীয় বুঝিতে হইবে। ৪৩

(উচ্চবর্ণের পুরুষের সহিত বিবাহ হইলে ক্ষত্রিয়া নারী শর গ্রহণ করিবে, বৈশ্যা নারী 'প্রতোদ' অর্থাৎ পাচনবাড়ী হাতে লইবে এবং শূদ্রা নারী বস্ত্রের অঞ্চল ধারণ করিবে।)

(মেঃ)—ক্ষত্রিয়া নারী ব্রাহ্মণ কর্তৃক পরিণীতা হইলে সেই ব্রাহ্মণ নিজ হস্তে একটী শর (বাণ) ধরিয়া থাকিবে, আর সে তাহার হাত থেকে সেটী লইবে। এস্থলে পাণিগ্রহণের স্থানে শর গ্রহণ বিহিত হইয়াছে। 'প্রতোদ' ইহার অর্থ বলীবর্দ্দ (বলদ) তাড়াইবার লৌহযন্ত্রবিশেষ ; হাতী তাড়াইবার জন্য যেমন 'ডাঙোশ' থাকে—ইহা দ্বারাও সেইরূপ বহনকর্ম্মে নিযুক্ত বলীবর্দ্দকে পীড়ন করা হয়। "বসনস্য"=বস্ত্রের "দশা"=অঞ্চল "গ্রাহ্যা"=গ্রহণ করিতে হইবে "শূদ্রয়া"= শূদ্রজাতীয় নারীর পক্ষে, "উৎকৃষ্টবেদনে"=উৎকৃষ্টজাতীয় ব্রাহ্মণাদিবর্ণের পুরুষের সহিত 'বেদন' অর্থাৎ বিবাহ হইলে। ৪৪

(ঋতুকালে মাত্র পত্নীতে উপগত হইবে; সর্ব্বদা নিজ পত্নীর প্রতি প্রীতি পোষণ করিবে। ভার্য্যার প্রতি অনুরক্ত থাকিয়া পত্নীর রতিকামনা হইলে তাহা পূরণ করিবার জন্য 'পর্ব্ব' ভিন্ন অন্য তিথিতে তাহার সহিত রমণ করিবে।)

(মেঃ)—বিবাহের কথা বলা হইল। সেই বিবাহ সম্পন্ন হইলে যখন ভার্য্যাত্ব সিদ্ধ হইবে তখন সেই দিবসেই তাহার সহিত রমণ করিবার ইচ্ছা হইতে পারে। এজন্য তাহা নিষেধ করিবার নিমিত্ত এইরূপ বলা হইতেছে ;—। বিবাহের পর সেই দিনেই সেই পত্নীর সহিত রমণ করিবে

না, কিন্তু ঋতুকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে। গৃহ্যসূত্রকারগণ এ সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন যথা,—"ইহার পর দম্পতী অক্ষারলবণযুক্ত অন্ন ভোজন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে থাকিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করিবে—তিন দিন, বারো দিন অথবা এক বৎসর এই নিয়ম পালন করিবে"। (এখানে বলা হইয়াছে "ঋতুকালে পত্নীতে উপগত হইবে" আবার গৃহ্যসূত্রকার বলিতেছেন " এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে", এইরূপে বচনদ্বয়ের বিরোধ হইতেছে। ইহার মীমাংসা করিয়া দিতেছেন,—) এরূপস্থলে সম্বৎসরের মধ্যে পত্নী ঋতুমতী হইলেও উপগত হওয়া চলিবে না; আবার এই এক বৎসর সময়ের পরও ঋতুমতী না হইলে, ঋতুভিন্নকালে উপগত হওয়া উচিত নহে। এইভাবে (এই প্রকার অর্থ করিলে) এই স্মৃতি দুইটী পরস্পর অবিরুদ্ধ হয়, (সামঞ্জস্য থাকে)। ত্রিরাত্র প্রভৃতির যে বিকল্প অর্থাৎ বারোদিন ব্রহ্মচর্য্যপালন অথবা তিন দিন মাত্র ব্রহ্মচর্যপালন, এই প্রকার যে বিকল্প তাহা অত্যধিক কামপীড়িত দম্পতীর পক্ষে ব্যবস্থা; কিন্তু যাহারা ধৈর্য্যযুক্ত হইবে (কামকে সংযত করিতে পারিবে) তাহাদের ঐ সম্বৎসর-কাল ব্রহ্মচর্য্য পালনীয়। স্ত্রীলোকদের শরীরের যে অবস্থাবিশেষ যাহা (জরায়ুনির্গত) শোণিত-দর্শনের দ্বারা সূচিত হয় তাহারই নাম স্ত্রীলোকদের 'ঋতু'; ইহাকেই গর্ভধারণ করিবার কাল বলা হয়। আর এই শোণিতদর্শনটী উপলক্ষণ অর্থাৎ ঐ গর্ভধারণযোগ্য কালের সূচক বলিয়া তাহা বন্ধ হইয়া গেলেও অর্থাৎ কয়েকদিনের মধ্যে শোণিতনির্গমন বন্ধ হইয়া গেলেও উহার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, সেটী অগ্রে বলা হইবে; সেই সময়টীর সবটাই ঋতুকাল; ঋতু বাহিরে প্রকাশ না থাকিলেও ভিতরে তাহা অবশ্যই থাকিয়া যায়। ঐ ঋতুর যে কাল তাহার নাম 'ঋতুকাল'। অথবা ঋতুর সহিত সেই 'কাল'টীর সাহচর্য্য (অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ) আছে বলিয়া ঐ কালটীকেই ঋতু বলা যায়। আর তাহা হইলে 'ঋতুকাল' এস্থলে সামানাধিকরণ্য সমাস (কর্ম্ম-ধারয় সমাস) হয়। ঋতুকালে অভিগমন (স্ত্রীসংসর্গ) করা হইয়াছে ব্রত যাহার সে "ঋতুকালাভি-গামী"। "ব্রতে" ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্রানুসারে এস্থলে 'ণিনি' (ণিন্) প্রত্যয় হইয়াছে; 'স্থণ্ডিলশায়ী, অশ্রাদ্ধভোজী' ইত্যাদি শব্দের ন্যায় এখানে ঐ প্রকার অর্থে ঐ ণিন্ প্রত্যয় হইয়াছে। "স্যাৎ"=হইবে, হওয়া কর্ত্তব্য, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। যদিও এখানে "স্যাৎ" এইরূপে 'অস্' ধাতুর উত্তরই বিধিবিভক্তি (বিধিবোধক লিঙ্লকার) রহিয়াছে তথাপি ইহা 'উপগম' রূপ ক্রিয়ারই বিধি বুঝাইতেছে। সুতরাং "অভিগামী স্যাৎ" ইহার অর্থ "অভিগচ্ছেৎ"=অভিগমন করিবে। কারণ কেহ যদি পত্নীতে 'উপগত' না হয় তাহা হইলে সে 'অভিগামী' হইতে পারে না।

আচ্ছা, 'ঋতুকালাভিগামী' এস্থলে যে ব্রতার্থে 'ণিন্' বলা হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করি ঐ 'ব্রত'টী কিরূপ? ইহার অর্থ কি এই যে, 'ঋতুকালে অবশ্যই অভিগমন করিবে' অথবা ইহার অর্থ এই প্রকার যে, 'কেবলমাত্র ঋতুকালেই অভিগমন করিবে (অন্য সময়ে নহে)'? সুতরাং এস্থলে এইরূপ প্রশ্ন করা হইতেছে যে, ইহা কি 'নিয়মবিধি', না 'পরিসংখ্যাবিধি'? ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে, এখানে যখন 'ব্রত' এই প্রকার অর্থ হইতেছে তখন ইহাত শাস্ত্রানুসারে নিয়মবিধিই হয়, কারণ ঐরূপ অর্থেই 'অভিগামী' এস্থলে 'ণিন্' প্রত্যয় হইয়াছে; সুতরাং এখানে 'পরিসংখ্যা' হইবে, এইপ্রকার শঙ্কা করিবার কারণ কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—'পরিসংখ্যা' স্থলেও যে শাস্ত্র অর্থাৎ বিধি এবং তাহারও যে নিয়মরূপতা হয় অর্থাৎ উহাও যে ফলতঃ নিয়মবিধিতে পর্য্যবসান হয় তাহা দেখাইব। (প্রশ্ন)- তাহা হইলে এই 'নিয়ম' এবং 'পরিসংখ্যা'র মধ্যে পার্থক্য কি? 'নিয়মটী' হইতেছে বিধিরই একটী প্রকারবিশেষ। যে শব্দ (শাস্ত্রবাক্য) কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করে (যাহা অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা বোধিত হয় না) তাহার নাম 'বিধি'। যেমন, "স্বর্গাভিলাষী ব্যক্তি অগ্নি-হোত্র হোম করিবে" ইত্যাদি। অগ্নিহোত্র হোমটী যে কর্ত্তব্য তাহা এই বচনটী ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া যায় না। আর নিয়মবিধি বলা হয় তাহাকেই যে স্থলে অদৃষ্ট (ধর্ম্ম) সম্পাদনের বিষয়টী সেই বচন ছাড়াও অন্যরূপে বিকল্পিতভাবে উপস্থিত হয়। যেমন,—"সম স্থানে যাগ করিবে" ইত্যাদি। দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যাগ করিবার যে বিধি আছে তাহা দ্বারা অর্থাপত্তিবলে সেই যাগ করিবার একটী স্থানও প্রাপ্ত হয়; কারণ কোন একটী স্থান আশ্রয় না করিলে যাগ করা যাইতে পারে না। অবার, স্থানও একরকম নহে—কিন্তু তাহা 'সম' এবং 'বিষম'ভেদে দুই প্রকার। এরূপ হওয়ায়, লোকে যখন স্বভাবতই 'সম' স্থানে যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন "সমে যজেত" এই বচনটী অনুবাদস্বরূপই হইয়া থাকে। কিন্তু পুরুষের ইচ্ছা নিরঙ্কুশ, (তাহা কোন বাধা মানে না); কাজেই যখন সে 'বিষম' স্থানে যাগ করিতে উদ্যত হয়

তখন "সমে যজেত" এই বচনটী 'সম' স্থানেই যাগ করিবার কর্ত্তব্যতা বিধান করে ; তখনই এই বিধিটী সার্থক হয়। কারণ সম প্রদেশেই যাগ করা বিহিত হইতেছে বলিয়া বিষম প্রদেশ আশ্রয় করা চলে না, যেহেতু তাহা বিধিসঙ্গত নহে। এই সামর্থ্য হইতে অর্থাৎ শব্দশক্তি হইতে প্রসঙ্গতঃ ঐ বিষম প্রদেশটীর নিবৃত্তি ঘটে। যেহেতু শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে বিধিমূলক ; সুতরাং যাহা বিধিসঙ্গত নহে তাহা কিরূপে করা যায়? ঐরূপ যদি করা হয় তাহা হইলে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানটী সিদ্ধ হইবে না।

এই নিয়মবিধি সম্বন্ধে স্মৃতিসম্মত উদাহরণটী হইবে এইরূপ,—। "প্রাঙ্মুখঃ অন্নানি ভুঞ্জীত"=পূর্ব্বাস্য হইয়া অন্নভোজন করিবে। যে ব্যক্তি ভোজন করিতেছে তাহার পক্ষে যেকোন একদিকে মুখ রাখিয়া ভোজন করা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে কখন পূর্ব্বদিক্ এবং কখন অন্য যেকোন দিক্ প্রাপ্ত হইতে পারে। সুতরাং তন্মধ্যে যখন পূর্ব্বদিক্ প্রাপ্ত হয় তখন আর অন্য কোন দিক্ প্রাপ্ত হয় না ; আবার যখন অন্য দিক্ প্রাপ্ত হয় তখন পূর্ব্ব দিক্ প্রাপ্ত হয় না। এরূপ স্থলে পূর্ব্বদিক্‌টী যখন অপ্রাপ্ত হয় তখন সেসম্বন্ধে বিধি নির্দ্দেশ করিবার জন্য এই শাস্ত্রবচন "প্রাঙ্মুখঃ অন্নানি ভুঞ্জীত"=পূর্ব্বমুখ হইয়াই অন্ন ভোজন করিবে। যদি ইহা লঙ্ঘন করা হয় তাহা হইলে শাস্ত্রার্থ (শাস্ত্রবিহিত বিষয়টী) পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ, এই আলোচ্য বিষয়টীতেও দেখা যায় যে, ইচ্ছানুসারে ঋতুকালে পত্নীতে উপগত হইতেও পারে আবার নাও পারে। সুতরাং পাক্ষিক অপ্রাপ্তিস্থলে (যখন ঋতুকালে উপগত না হয় সে সময়ের জন্য) বিধিটী নিয়ম নির্দ্দেশ করিতেছে "ঋতুকালে অবশ্যই উপগত হইবে"। অতএব এই ঋতুকালে 'উপগমন' যদি অনুষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে শাস্ত্র লঙ্ঘন করা হয়। যেমন শাস্ত্রবিহিত অপরাপর যে সমস্ত বিধি আছে সেগুলি লঙ্ঘন করা প্রায়শ্চিত্তের কারণ হইয়া থাকে সেইরূপ ঋতুকালে যদি 'উপগমন' করা না হয় তাহা হইলে তাহাও প্রায়শ্চিত্তের হেতু হইবে। আর যদি এমন হয় যে, পত্নীতে উপগত হওয়া স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে ঋতুকালে এবং ঋতুভিন্নকালেও প্রাপ্ত বলিয়া শাস্ত্রে যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইতেছে "ঋতুকালে গমন করিবে" তাহার এইরূপ অর্থ করিতে হয় যে, 'কেবল ঋতুকালে মাত্র উপগত হইবে কিন্তু ঋতুভিন্নকালে উপগত হইবে না'। যেমন "পঞ্চনখবিশিষ্ট পাঁচটী প্রাণী ভক্ষণীয়" এই প্রকার একটী বিধি রহিয়াছে। ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার নিমিত্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে শশক প্রভৃতি পঞ্চনখ প্রাণিসকল ভক্ষণ করাও যেমন প্রাপ্ত হইয়া থাকে সেইরূপ ঐ 'পঞ্চ-পঞ্চনখ' ব্যতিরিক্ত বানর প্রভৃতি অপরাপর প্রাণীও ভক্ষণীয় রূপে প্রাপ্ত হইতে পারে অর্থাৎ তাহাও ঐ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশতঃ ভক্ষণ করিতে ক্ষুধাতুর ব্যক্তি উদ্যত হইতে পারে। আর এখানে যে পর্য্যায়ক্রমেই (পালা করিয়াই) ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইবে তাহাও নহে অর্থাৎ যখন পঞ্চ-পঞ্চনখ ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয় তখন তদ্‌ব্যতিরিক্ত অন্য প্রাণী ভক্ষণ করিতে চায় না আবার যখন অ-পঞ্চ-পঞ্চনখ (পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ-পঞ্চনখ ছাড়া অন্য পঞ্চনখ প্রাণী) ভক্ষণ করে তখন যে পঞ্চ-পঞ্চনখ ভক্ষণ করিতে পারে না তাহাও নহে। (এই জন্য ইহা নিয়মবিধি নহে)। সুতরাং একই সময়ে 'তত্র' অর্থাৎ ঐ পঞ্চ-পঞ্চনখ ভক্ষণে এবং 'অন্যত্র'ও অর্থাৎ তদ্‌ব্যতিরিক্ত অপরাপর প্রাণীও ভক্ষণ করিতে যখন প্রবৃত্ত হয় তখন "পঞ্চ-পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" (পঞ্চনখ প্রাণীদের মধ্যে কেবল পাঁচটী প্রাণীই ভক্ষণ করা যায়) এই শাস্ত্রবচনটী ঐ পঞ্চ-পঞ্চনখ ব্যতিরিক্ত অপরাপর প্রাণী ভক্ষণ করার 'পরিসংখ্যান' (নিষেধ) রূপে পরিণত হইয়া থাকে (অর্থাৎ শশক প্রভৃতি পাঁচটী ছাড়া অন্য পঞ্চনখ প্রাণী ভক্ষণীয় নহে, এই প্রকার নিষেধই ঐ বিধিটীর অর্থ দাঁড়ায়)। সেইরূপ আলোচ্য ঋতুকালাভিগমন স্থলটীতেও তা হ'লে পরিসংখ্যা হইবে। (যদি উপগত হও তবে কেবলমাত্র ঋতুকালেই উপগত হইবে কিন্তু ঋতুকালভিন্ন সময়ে উপগত হইবে না,—ইহাই এখানে পরিসংখ্যাদ্বারা অর্থ বুঝাইতেছে)।

ভাল, এস্থলে না হয় পরিসংখ্যাই হইল ; কিন্তু পরিসংখ্যাতে যে ত্রিবিধ দোষ বলা হয় অর্থাৎ পরিসংখ্যা স্বীকার করিলে ত্রিবিধ দোষ স্বীকার করিতে হয়। কারণ, পরিসংখ্যায় ত্রিবিধ দোষ প্রকাশ হইয়া পড়ে। স্বার্থত্যাগ, পরার্থ কল্পনা এবং প্রাপ্তবাধ—এই ত্রিবিধ দোষ। যেমন, "পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষণ করিবে" এই বাক্য হইতে অন্বয়মুখে (বিধিরূপে) এই প্রকার অর্থটী প্রতীত হইতেছিল যে 'পঞ্চনখ বিশিষ্ট পাঁচটী প্রাণীকে ভক্ষণ করিবে' ; ইহা কিন্তু পরিত্যাগ করিতে হয় ; কারণ পরিসংখ্যা দ্বারা অর্থটী এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, পঞ্চ-পঞ্চনখ ব্যতিরিক্ত অন্য প্রাণী ভক্ষণ

করা উচিত নহে,—এই প্রকারে বাক্যটী নিষেধরূপে পর্য্যবসিত হইতেছে। অথচ এই নিষেধটী শ্রুত নহে অর্থাৎ ঐ বাক্যটীর শ্রৌত (আভিধানিক বা শব্দশক্তিলব্ধ) অর্থ নহে। সুতরাং এই অর্থটী স্বীকার করিলে 'পরার্থকল্পনা' হইয়া থাকে। আবার ভক্ষণার্থিত্ববশতঃ সর্ব্বজাতীয় প্রাণী ভক্ষণ করা ক্ষুন্নিবৃত্তির নিমিত্ত স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ যে প্রাপ্ত হইতেছিল তাহারও বাধ ঘটে—তাহাও বাধা প্রাপ্ত হয়। এই ভাবে পরিসংখ্যায় তিনটী দোষ উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রকার উক্তি সারবৎ—যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই ভক্ষণার্থিতা রহিয়াছে বলিয়া ভক্ষণ এখানে শাস্ত্রের বিধেয় হইতে পারে না; যেহেতু তাহা হইলে "পঞ্চ-পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" এই শাস্ত্রটী অনর্থক হইয়া পড়ে। অতএব এখানে উহার শ্রুতার্থ গ্রহণ করা সম্ভব হইতেছে না বলিয়া এই বাক্যটী পাছে অনর্থক হইয়া পড়ে এই জন্য উহাকে নিষেধপর বলা, অর্থাৎ নিষেধেই উহার তাৎপর্য্য এরূপ বলা বিরুদ্ধ হয় না। বিধির লক্ষণনিরূপণ সম্বন্ধে এইরূপ প্রাচীন উক্তি আছে, "যে বিষয়টীর কোনরূপেই প্রাপ্তি থাকে না—সেই বিধিবাক্যটী ছাড়া অন্য কোনরূপে যাহার কর্ত্তব্যতা জ্ঞাত হওয়া যায় না সেরূপ স্থলে তাহাকে 'বিধি' অর্থাৎ অপূর্ব্ববিধি বলা হয়; আর যে বিষয়টীর কর্ত্তব্যতা প্রমাণান্তরবশতঃ উপস্থিত হয় বটে কিন্তু তাহা পাক্ষিক অর্থাৎ বৈকল্পিক ভাবে উপস্থিত হয় অর্থাৎ সেই বিষয়টীও অনুষ্ঠান করা যায় অথবা অন্য প্রকারও করা যায় তখন সেই বিষয়টীরই কর্ত্তব্যতা যাহা দ্বারা উপদিষ্ট হয় তাহা 'নিয়ম বিধি'। আর যেখানে যুগপৎ সেটী এবং অন্যটীও স্বাভাবিকভাবে কর্ত্তব্যরূপে প্রাপ্ত হয় সেখানে হয় 'পরিসংখ্যা' বিধি; যেমন পঞ্চনখ ভক্ষণ প্রভৃতি স্থলে হইয়া থাকে"।

"ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ" এই স্থলটীতে তাহা হইলে কোন্‌টী হওয়া যুক্তিযুক্ত? (উত্তর) এখানে, পরিসংখ্যার লক্ষণ যে 'তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ' তাহা যখন বিদ্যমান রহিয়াছে তখন 'পরিসংখ্যা' বিধিই হইবে। কারণ, ঋতুকালে উপগত হওয়াও স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত আবার ঋতুভিন্ন কালে উপগত হওয়াও স্বভাবতই প্রাপ্ত। কিন্তু ঋতুকালে গমনটী যখন প্রাপ্ত তখন ঋতুভিন্নকালে গমনটী যে প্রাপ্ত নহে তাহা নহে। যেমন, ভোজনের প্রার্থিতা (অভিলাষ) থাকায় যখন কেহ ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন নিয়ম বলা হয় "অশ্রাদ্ধম্"=শ্রাদ্ধভোজন কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু 'অশ্রাদ্ধভোজী' ইহার অর্থ এরূপ নহে যে অন্য আহার পরিত্যাগ করিয়া কেবল অশ্রাদ্ধভোজন করিয়াই থাকে। সেইরূপ এখানেও খেদ (কাম-জনিত চিত্তবিক্ষোভ) উপস্থিত হইলে যে স্ত্রীগমন স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত হয় তখন এইরূপ নিয়ম অবগত হয় যে, ঋতুভিন্নকালে উপগত হইবে না। এখানে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশতঃ ঐ উপগত হওয়ায় প্রার্থী (অভিলাষী) হইয়া থাকে বলিয়া ঋতুকাল এবং ঋতুভিন্নকাল সকল সময়েই স্ত্রীগমন প্রাপ্ত হয়। কাজেই তখন ঐ বাক্যটী দ্বারা বিশেষকাল (ঋতুকাল) উপদিষ্ট হইয়া থাকে, ইহা বলাই যুক্তিসংগত। কারণ, এরূপ না বলিলে এই বাক্যটী দ্বারা অনারভ্য বিষয় (অযোগ্য-অসম্ভব বিষয়) উপদিষ্ট হইয়া পড়ে। আরও কথা এই যে, যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছে তাহার পক্ষে অপত্য-উৎপাদনবিধি অনুসারে কার্য্য কর্ত্তব্য; এবং সেই অপত্য-উৎপাদনরূপ বিধিবিহিত কার্য্যটী কেবলমাত্র ঋতুকালেই সম্ভব। এজন্য ঋতুকালে পত্নীতে উপগত হওয়া ঐ অপত্য-উৎপাদনবিধিটীরই আকাঙ্ক্ষাবশতঃ (অর্থাপত্তিবলে) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার, যে ব্যক্তির একটী পুত্রসন্তান উৎপন্ন হইয়াছে তাহার পক্ষে দ্বিতীয়বার পুত্র-উৎপাদন করা ঐ অপত্যোৎপাদন বিধিটীর বিষয় নহে। (কারণ প্রথম পুত্রোৎপত্তিতেই ঐ বিধিটীর কার্য্য চরিতার্থ নিরাকাঙ্ক্ষ নির্ব্যাপার হইয়া গিয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় পুত্রোৎপাদন ঐ বিধিমূলক হইতে পারে না।) যেহেতু "অপত্যমুৎপাদয়েৎ"=অপত্য উৎপাদন করিবে এস্থলে "অপত্যম্" এই পদটীর একত্ব বিবক্ষিত হওয়ায় বিধির আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। আর "ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ" এস্থলে প্রত্যেকটী ঋতুকালে স্ত্রীগমন কর্ত্তব্য, ইহা 'অদৃষ্ট' ফলক, এ কথা বলাও সঙ্গত হইবে না। কারণ, ঋতুকালে যে পত্নীতে গমন তাহা অপত্য-উৎপাদনবিধির আকাঙ্ক্ষাবশতঃ অর্থাপত্তিবলে প্রাপ্ত, এজন্য তাহা আর বিধির বিষয় হইতে পারে না; কেবলমাত্র এখানে দ্বিতীয়া শ্রুতি দ্বারা অধিকারটী বোধিত হইয়া থাকে বলিয়া এই ঋতুকালগমনকে অদৃষ্টার্থক বলিয়া কল্পনা করা অসম্ভব—যেহেতু শ্রৌতার্থ গ্রহণ সম্ভব হইলে অশ্রৌত অদৃষ্ট কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তবে "ঋতুকালে উপগত হইবে" এই বিধিটী ঋতুভিন্নকালে গমন নিষেধ করিবার জন্যই উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং অপত্য-উৎপাদনবিধি অনুসারে ইহা অনুবাদ, আর স্বতন্ত্রভাবে ইহা ঐপ্রকার

পরিসংখ্যা। তবে এই পরিসংখ্যা পক্ষটীতে লক্ষণা দ্বারা ঐ নিষেধরূপ অর্থান্তরে বিধিটীর পর্য্যবসান ঘটে বলিয়া ইহাতে বিধিটীর অর্থবত্তা থাকে অর্থাৎ বিধিটী সার্থক হয় (কিন্তু ইহাকে অনুবাদ বলিলে বিধিটী নিরর্থক হইয়া পড়ে)। আর এইরূপ অর্থ স্বীকার করা হইলে গোতম স্মৃতিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সহিতও কোন বিরোধ হয় না। কারণ গোতম স্মৃতিতে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে,—"ঋতুকালে পত্নীতে উপগত হইবে ; অথবা নিষিদ্ধ দিন ছাড়া সকল সময়েও উপগত হইতে পারা যায়"। এস্থলে "সর্ব্বত্র বা"="অথবা সকল সময়ে" এই যে বিকল্প ইহা দ্বারা 'কামচার' (ইচ্ছানুরূপ আচরণ) অনুমোদন করা হইতেছে মাত্র। কিন্তু ঋতু এবং ঋতুভিন্নকালে যে উপগত হইবার ইহা নিয়মবিধি তাহা নহে, তাহা বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, প্রথম স্থলটীতে অর্থাৎ "ঋতৌ উপেয়াৎ" এই স্থলটীতে যদি নিয়মবিধি হয় তাহা হইলে "সর্ব্বত্র বা" এখানেও সেই নিয়মবিধি স্বীকার করিতে হয় ; কারণ এখানেও ঐ "উপেয়াৎ" পদটীই পুনরায় প্রয়োগ করা হইতেছে, অথচ একই প্রক্রমে উহা একবার নিয়মার্থক হইবে এবং আর একবার নিয়মার্থক হইবে না, ইহা বলা যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু সেই একই শব্দ দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হইলে তাহার অর্থ যে ভিন্ন হইয়া যাইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। আর ঋতুভিন্ন অন্যকালে স্ত্রীগমনটী যে নিয়মবিধির বিষয় হইতে পারে না তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অতএব ইহার ফলিতার্থ দাঁড়াইতেছে এই যে, "ঋতৌ উপেয়াৎ" অথবা "ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ" ইত্যাদি বাক্যে যে ঋতুকালে স্ত্রীগমনবিধি তাহা "ঋতুভিন্নকালে স্ত্রীগমন করিবে না" এইভাবে নিষেধার্থক—তাহা নিষেধ অর্থ বুঝাইতেছে। তবে এস্থলে বিশেষ এই যে, যে ব্যক্তির পুত্র উৎপন্ন হয় নাই তাহার পক্ষে অন্যবিধির (অপত্য-উৎপাদনবিধির) আকাঙ্ক্ষা অনুসারে ইহা নিয়মস্বরূপ হইবে—তাহার পক্ষে "ঋতৌ উপেয়াদেব"=ঋতুকালে অবশ্যই পত্নীতে উপগত হইবে', এইভাবে ইহা নিয়মবিধি। কিন্তু যাহার পুত্র জন্মিয়াছে তাহার পক্ষে ঋতুকালে উপগত হওয়া তাহার ইচ্ছাধীন (কিন্তু ঋতুভিন্নকালে নিজ ইচ্ছানুসারে উপগত হওয়া চলিবে না, ইহা ঠিক)।

ঋতুভিন্নকালে পত্নীতে উপগত হওয়া নিষিদ্ধ হইল বটে কিন্তু পত্নীর যদি সম্ভোগেচ্ছা হয় তাহা হইলে ঋতুভিন্নকালেও স্ত্রীগমন করা চলিবে, ইহাই প্রতিপ্রসব (পুনর্ব্বিধান) বলা হইতেছে "পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্‌ব্রতঃ"—তদ্‌ব্রত হইয়া অর্থাৎ তাহার চিত্তবিনোদন করিতে উৎসুক হইয়া পর্ব্বভিন্নকালে তাহাতে উপগত হইতে পারিবে। "তদ্‌ব্রতঃ" এখানে 'তদ্' ইহা দ্বারা ভার্য্যাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহার চিত্ত (ইচ্ছা) গ্রহণ (অনুসরণ) করা হইয়াছে ব্রত যাহার সে 'তদ্‌ব্রত'। "রতিকাম্যয়া"=রতিকামনায়—পুত্র উৎপাদনরূপ প্রয়োজন বিনাই; যে ব্যক্তির পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে সে কিংবা যাহার পুত্র উৎপন্ন হয় নাই সেও ঋতুকালে অথবা ঋতুভিন্নকালে পত্নীর মনোরঞ্জনে নিরত হইয়া তাহার সুরতসম্ভোগের ইচ্ছায় তাহাতে উপগত হইবে, কিন্তু নিজ ইচ্ছাবশতঃ সেরূপ করিবে না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। অথবা "তদ্‌ব্রত" এখানকার এই 'তদ্' শব্দটী "রতিকাম্যয়া" ইহার সহিতও অন্বিত হইবে ; ইহা স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়া এইভাবে অন্বয় এখানে স্বীকার করা যায়। ("তদ্রতিকাম্যয়া=") তাহার (পত্নীর) রতি-কামনা জন্মিলে পর্ব্বভিন্ন অন্য সময়েও তাহাতে উপগত হইতে পারিবে। আবার ঐখানেই একটী অকার প্রশ্লিষ্ট করিয়া (সন্ধি করা আছে ধরিয়া লইয়া "তদ্‌ব্রতোঽরতিকাম্যয়া" এইরূপ পাঠ করিয়া) "অরতি-কাম্যয়া" অর্থাৎ নিজের রতিকামনা দ্বারা—রমণেচ্ছাদ্বারা চালিত না হইয়া, এই প্রকার অর্থ করা যায়। তবে কিন্তু প্রথমে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সে অনুসারে কিছুই করিতে হয় না,—এইভাবে "অরতিকাম্যয়া" পদে অকার প্রশ্লেষ (উহ্য) করিতে হয় না, কিংবা "তদ্রতিকাম্যয়া" এইভাবে পদান্তরের সহিত সমাসবদ্ধ হওয়ায় গুণীভূত 'তদ্' শব্দটীকে অন্য একটী পদের সহিত ("রতিকাম্যয়া" এই পদটীর সহিত) সম্বন্ধ যুক্ত করিতেও হয় না। "পর্ব্ববর্জ্জম্"= পর্ব্বতিথিগুলি বাদ দিয়া,—। পর্ব্বতিথি কোন্‌গুলি তাহা অগ্রে "অমাবস্যা, অষ্টমী, পৌর্ণমাসী ও চতুর্দ্দশী" ইত্যাদি বচনে বলিবেন। "স্বদারনিরতঃ"=নিজ পত্নীতে নিরত থাকিবে—তাহাতেই প্রীতি অনুভব করিতে থাকিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে। অথবা, কেবলমাত্র নিজ পত্নীতেই রমণ করিবে কিন্তু পরস্ত্রীর সহিত রমণ করিবে না; এইভাবে ইহাদ্বারা পরস্ত্রীগমন নিষেধ করা হইল। "সদা" ইহার অর্থ যতদিন বাঁচিবে ততদিন এই ব্রত পালন করিবে। অতএব এস্থলে ইহাই স্থির হইল যে, এখানে এই বচনটীতে তিনটী বিধিবাক্য রহিয়াছে— ঋতুকালাভিগামী হইবে—ইহা একটী বিধিবাক্য; ইহা যাহার পুত্র উৎপন্ন হয় নাই তাহার পক্ষে

নিয়মবিধির অনুবাদ স্বরূপ। দ্বিতীয় বাক্যটীতে বলা হইতেছে এই যে, পত্নীর ইচ্ছাবশতঃ ঋতুকালেই হউক অথবা ঋতুভিন্নকালেই হউক পর্ব্বভিন্ন তিথিতে স্ত্রীগমন করিবে, কিন্তু কেবলমাত্র নিজ রমণেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া তাহা করা চলিবে না। আর তৃতীয় বাক্যটী হইতেছে, নিজপত্নীতে নিরত হইবে। এই বাক্যগুলির পদযোজনা হইবে এইরূপ, যথা,—অপত্য-উৎপাদনের নিমিত্ত ঋতুকালাভিগামী হইবে, পত্নীর রতিকামনা থাকিলে তাহার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত ঐ পত্নীতে উপগত হইবে, এবং স্ব-দারনিরত হইবে। ৪৫

(স্ত্রীগণের স্বাভাবিক ঋতুকাল হইতেছে ষোল রাত্রি—তাহার মধ্যে চারিটী দিন অতি নিন্দিত।)

(মেঃ)- ঋতুর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য এই শ্লোকটী বলা হইতেছে। এবিষয়টী বৈদ্যক শাস্ত্র প্রভৃতি হইতে জ্ঞাতব্য, ইহা যে কেবল বিধিনির্দ্দেশ্য তাহা নহে। "যুগ্মরাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে পুত্র জন্মে", ইত্যাদি যে দুইটী শ্লোক আছে তাহার বক্তব্য বিষয়টীও এইরূপ বৈদ্যকাদি-শাস্ত্র হইতে জানা যায়। স্ত্রীলোকদের স্বাভাবিক ঋতু হইতেছে মাসে মাসে ষোল রাত্রি। ইহার মূলে অন্য প্রমাণ আছে অর্থাৎ ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জানা যায়; এজন্য 'মাসে মাসে' ইহা বচনমধ্যে বলিয়া দেওয়া না হইলেও বুঝা যায়। "স্বাভাবিকঃ"=যাহা স্বভাবে জন্মে, সুস্থপ্রকৃতি স্ত্রীলোকদের এইরূপ হইয়া থাকে। ব্যাধি প্রভৃতি কারণবশতঃ, ঠিক সময় উপস্থিত হইলেও কাহারও কাহারও উহা বন্ধ থাকে। আবার ঘৃত, তৈল, ঔষধ প্রভৃতি প্রয়োগ করিলে কিংবা রতি (রমণেচ্ছা) জন্মিলে অসময়েও উহা প্রকাশ পায়। এইজন্য ঐ ষোলটী রাত্রিকে স্বাভাবিক ঋতু বলা হয়। "চতুর্ভিরিতরৈঃ",—। উহার মধ্যে চারিটী দিন আছে যেগুলি সজ্জনগণ কর্তৃক নিন্দিত; ঐ কয়দিন সেই স্ত্রীকে স্পর্শ করা, তাহার সহিত সম্ভাষণ করা নিষিদ্ধ; প্রথম যখন শোণিত দেখা দেয় তখন থেকে এই চারিটী দিন ধর্ত্তব্য। এখানে 'অহঃ' পদের দ্বারা সারা দিবারাত্র বুঝাইতেছে। সেই চারিটী দিনের সহিত। ৪৬

(ঐ ষোলটী রাত্রির মধ্যে প্রথম চারিটী রাত্রি, একাদশ এবং ত্রয়োদশ রাত্রিটীও নিন্দিত। অবশিষ্ট দশটী রাত্রি প্রশস্ত।)

(মেঃ)—ঐ রাত্রিগুলির মধ্যে যে "আদ্যাঃ চতস্রঃ"=প্রথম শোণিত দর্শন হইতে চারিটী রাত্রি সেগুলি নিন্দিত; সে সময়ে স্ত্রীতে উপগত হইতে নাই। প্রথম তিনটী দিনে ত স্পর্শই করিতে নাই; কারণ তখন সে অশুচি থাকে। তবে বশিষ্ঠের বচন অনুসারে চতুর্থ দিবসে স্নান করিলে শুচি হয় বটে কিন্তু তথাপি সেদিনও তাহার সহিত রতিসম্ভোগ অকর্ত্তব্য; কারণ, চারি রাত্রিকেই নিন্দিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আর যে একাদশী এবং ত্রয়োদশী রাত্রি তাহাও নিন্দিত; তাহাতেও গমন করা নিষিদ্ধ। এখানে, যেদিন ঋতুশোণিত দেখা দেয় সেইদিন থেকে একাদশী ও ত্রয়োদশী রাত্রি (একাদশ এবং ত্রয়োদশ দিবস) ধর্ত্তব্য, কিন্তু চান্দ্রতিথি যে একাদশী ও ত্রয়োদশী তাহা গ্রহণীয় নহে। ইহার কারণ এই যে, "তাসাম্" এস্থলে যে নির্দ্ধারে ষষ্ঠী হইয়াছে 'রাত্রি'ই সেই নির্দ্ধারের বিষয়রূপে সম্বন্ধযুক্ত; সুতরাং একজাতীয় পদার্থই নির্দ্ধার্য্য (নির্দ্ধারের বিষয়) হইয়া থাকে বলিয়া এখানে উল্লিখিত একাদশী এবং ত্রয়োদশী এদুটী শব্দ চান্দ্রতিথি বুঝাইতে পারে না। যেমন, 'গোরুর মধ্যে কৃষ্ণারই প্রচুর দুধ হয়', এস্থলে 'কৃষ্ণা' শব্দটী কৃষ্ণবর্ণ গাভীকেই বুঝায়। এই যে ছয় রাত্রি স্ত্রী-গমন নিষেধ ইহা অদৃষ্টার্থক। অবশিষ্ট দশটী রাত্রি প্রশস্ত। ছয়টী রাত্রির যখন নিষেধ করা হইয়াছে তখন অবশিষ্ট দশ রাত্রি যে প্রশস্ত তাহা অর্থাপত্তিসিদ্ধ। এইজন্য ইহার উল্লেখ এখানে অনুবাদস্বরূপ। ৪৭

(যুগ্ম রাত্রিসকলে স্ত্রীগমন করিলে তাহার ফলে পুত্রসন্তান জন্মে আর অযুগ্ম রাত্রিতে গমন করিলে কন্যা সন্তান হয়। এইজন্য পুত্রাভিলাষী ব্যক্তি ঋতুকালে যুগ্ম রাত্রিতেই স্ত্রীতে উপগত হইবে।)

(মেঃ) ঐ প্রশস্ত দশটী রাত্রির মধ্যে যেগুলি যুগ্ম রাত্রি সেগুলিতে অর্থাৎ ষষ্ঠী, অষ্টমী, দশমী, দ্বাদশী, চতুর্দ্দশী এবং ষোড়শী এই রাত্রিগুলিতে উপগত হইলে পুত্রসন্তান জন্মে। আর অযুগ্ম রাত্রিতে "স্ত্রিয়ঃ"=কন্যা জন্মে। অতএব যাহাতে পুত্র উৎপন্ন হয় তাহার জন্য যুগ্ম রাত্রিসকলে "সংবিশেৎ"=স্ত্রীসেবা করিবে—ঋতুকালে মৈথুনধর্ম্মে স্ত্রীসেবা করিবে।

ইহাও অনুবাদস্বরূপ। যাহার পুত্র উৎপন্ন হয় নাই সে অযুগ্ম রাত্রিতে উপগত হইবে না; কিন্তু যুগ্ম রাত্রিতেই উপগত হইবে—এইভাবে ইহাও নিয়মবিধিস্বরূপ। ৪৮

(মৈথুনধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া স্ত্রীগর্ভে শুক্রনিষেক করিবার পর শুক্র ও গর্ভস্থ শোণিত যখন মিশ্রিত হইয়া যায় তখন পুরুষের শুক্রের ভাগ সারতঃ অধিক হইলে পুরুষ সন্তান জন্মে। আবার স্ত্রীর শোণিত-ভাগ অধিক হইলে স্ত্রী-সন্তান হয়। আর যদি শুক্র ও শোণিত সমান সমান হয় তাহা হইলে অপুমান্ কিংবা পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই জন্মে। কিন্তু শুক্র যদি ক্ষীণ অর্থাৎ অসার কিংবা অল্প হয় তাহা হইলে বৃথা হইয়া যায়—গর্ভ উৎপন্ন হয় না।)

(মেঃ)- 'শুক্র' ইহার অর্থ বীর্য্য অর্থাৎ পুরুষের রেতঃ এবং স্ত্রীলোকের শোণিত। এইজন্য ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, "শুক্র এবং শোণিত হইতে পুরুষের উৎপত্তি"। স্ত্রীর বীজ (শোণিত) অপেক্ষা যদি পুরুষের বীজ (শুক্র) অধিক হয় তাহা হইলে পুত্র জন্মিবে। আবার যুগ্ম রাত্রিতে গমন করিলেও যদি স্ত্রীবীজের আধিক্য ঘটে তাহা হইলে কন্যাই জন্মিবে। পুত্রার্থী ব্যক্তি অযুগ্ম রাত্রিতেও স্ত্রীসেবা করিতে পারে, তাহারই জন্য এইরূপ বলা হইল। পুরুষ যখন নিজেকে পরিপুষ্ট মনে করিবে এবং 'বৃষ্য' (শুক্রবর্দ্ধক) আহার্য্য দ্রব্য ভোজন করায় নিজ 'বীর্য্য' অত্যন্ত অধিক (পুষ্ট) হইয়া উঠিয়াছে বুঝিবে পক্ষান্তরে স্ত্রীর কিছু কিছু শারীরিক অপচয় হইয়াছে দেখিবে তখন পুত্রাভিলাষে স্ত্রীগমন করিবে, ইহাই এস্থলে উপদিষ্ট হইতেছে। 'শুক্রের আধিক্য' ইহার অর্থ পরিমাণতঃ আধিক্য (অধিক পরিমাণ) নহে কিন্তু সারতঃ আধিক্য বুঝিতে হইবে। সমান হইলে 'অপুমান্' জন্মিবে—পুরুষ সন্তান জন্মিবে না। মিশ্রীভূত হইলে পুরুষ এবং স্ত্রী হইবে। কেহ কেহ বলেন 'অপুমান্' ইহার অর্থ নপুংসক। কেহ কেহ "সমেঽপুমান্" এস্থলে "সামোঽপুমান্" এইরূপ পাঠ গ্রহণ করেন। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই বীজের যদি সমতা ঘটে তাহা হইলে 'অপুমান্'ই জন্মিয়া থাকে। "পুংস্ত্রিয়ৌ বা", -। শুক্র শোণিত হইতেছে দ্রবস্বরূপ; গর্ভাধানীর (জরায়ুর) মধ্যে মিলিত ঐ শুক্রশোণিতকে গর্ভস্থ বায়ু যখন সমান সমান ভাগ করিয়া দেয়, একটী ভাগে যে পরিমাণ থাকে অপর একটী ভাগেও ঠিক সেই পরিমাণ শুক্রশোণিত সংঘটন করিয়া দেয় তখন 'যমজ' সন্তান হয়। এই সমবিভাগের মধ্যেও আবার যদি স্ত্রীবীজের অংশটীর আধিক্য ঘটে তাহা হইলে স্ত্রীসন্তান এবং পুরুষ বীজের আধিক্য হইলে পুং সন্তান জন্মিয়া থাকে। "ক্ষীণে"= বীজ যদি সারতঃ ক্ষীণ হয় অর্থাৎ অসার হয় তাহা হইলে "বিপর্য্যয়ঃ"=গর্ভগ্রহণ হইবে না অথবা নপুংসক জন্মিবে। ৪৯

(পূর্ব্ববর্ণিত নিন্দিত ছয়টী রাত্রি এবং অন্য যেকোন আট রাত্রি এই চৌদ্দটী রাত্রি বাদ দিয়া ঋতুকালে দুইদিন স্ত্রীসংসর্গ করিলে পুরুষ ব্রহ্মচারীই থাকিয়া যায়—যেকোন আশ্রমে সে বাস করুক না কেন।)

(মেঃ)-নিন্দিত ছয়টী রাত্রিতে এবং অনিন্দিত অপর আটটী রাত্রিতে স্ত্রী বর্জ্জন করিলে অর্থাৎ পরিহার করিলে অবশিষ্ট যে দুইরাত্রি পাওয়া যাইবে তাহা যদি পর্ব্বকালমধ্যে পতিত না হয়, তবে তাহাতে যদি কেহ স্ত্রীসংসর্গ করে তাহা হইলে তাহাতে সে ব্রহ্মচারীই থাকিয়া যায় (ব্রহ্মচর্য্যের ফল প্রাপ্ত হয়)। "যত্র তত্রাশ্রমে বসন্"-যেকোন আশ্রমে থাকুক না কেন; এ অংশটী অর্থবাদ। কারণ বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রমে ঐ দুইরাত্রি স্ত্রীগমনের যে অনুমতি দেওয়া হইতেছে (অনুমোদন করা হইতেছে) তাহা হইতে পারে না, যেহেতু গৃহস্থাশ্রম ছাড়া সকল আশ্রমের পক্ষে জিতেন্দ্রিয়তারই বিধান বলা হইয়াছে। আর এখানে "যত্র তত্রাশ্রমে" এইভাবে যে বীপ্সা রহিয়াছে ইহাকে অর্থবাদ বলিলেও উপপন্ন হয় (চলিয়া যায়)। এই যে চৌদ্দটী রাত্রিকে বর্জ্জনীয় বলা হইল ইহা যে পর পর চৌদ্দটী রাত্রিই হইবে তাহা নহে, কিন্তু ইচ্ছানুসারে কেবল পর্ব্বকাল বাদ দিয়া যাহাতে স্ত্রীগমন হইতে পারে তাহারই অনুমোদন করা হইতেছে। আচ্ছা, এই যে ব্রহ্মচারিত্বের কথা বলা হইল ইহার ফল কি? (উত্তর)- কোন বিশেষ ফল যখন উল্লিখিত হয় নাই তখন স্বর্গই ইহার ফল হইবে। কোন কোন স্থলে (শাস্ত্রমধ্যে) কিন্তু এইরূপ উল্লেখ আছে যে "ব্রহ্মচারী প্রত্যবায়গ্রস্ত হয় না"। অর্থাৎ অতি অল্পমাত্রায় যদি শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন ঘটিয়া যায় তাহা হইলে তাহাতে দোষযুক্ত অর্থাৎ প্রত্যবায়ভাগী হয় না। ৫০

(শাস্ত্রের অর্থ বা নির্দ্দেশ এইরূপ, ইহা জানিয়া কন্যার পিতা যেন অণুমাত্রও শুল্ক অর্থাৎ বরের নিকট হইতে পণ গ্রহণ না করে। কারণ, লোভবশতঃ অল্পপরিমাণ শুল্ক গ্রহণ করিলেও লোকে অপত্যবিক্রয়ী হইয়া পড়িবে।)

(মেঃ)—আসুর বিবাহে যে অর্থগ্রহণ উল্লিখিত হইয়াছে ইহা তাহারই নিষেধ ; কারণ অন্য স্থলে কন্যার জন্য (যাহা সেই কন্যার স্ত্রীধন হইবে তাহার জন্য) অর্থ লইবার কথা বলা হইয়াছে। "বিদ্বান্" ইহার অর্থ—ঐ ধনগ্রহণ করিলে কি দোষ ঘটে তাহা যিনি জানেন। কাজেই কন্যার পিতার পক্ষে অতি অল্পপরিমাণও ধনগ্রহণ করা উচিত নহে ; যদি গ্রহণ করে তাহা হইলে অপত্যবিক্রয়জনিত দোষযুক্ত হইয়া পড়িবে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এই শুল্ক পদার্থটী কি? (উত্তর)—বরের সহিত চুক্তি করিয়া যে অর্থ লওয়া হয়। যেস্থলে পণ বেশীকম হয়, কন্যার গুণ অনুসারে মূল্যব্যবস্থা হয় তাহা নিশ্চয় ক্রয়ই হইবে। পক্ষান্তরে এই আসুর বিবাহস্থলে কন্যা যত গুণসম্পন্নাই হউক না কেন অতি অল্প পরিমাণ ধনেরই ব্যবস্থা। তাহাও আবার কোন প্রকার আভাষণ আলোচনা না করিয়াই গ্রহণ করা হয়। কাজেই ইহা বিক্রয়ের ধর্ম্ম (স্বভাব) নহে। এইজন্য বিক্রয়ের ধর্ম্ম আরোপ করিয়া নিন্দা করা হইতেছে। ৫১

(স্ত্রীলোকের যে সমস্ত বান্ধব অজ্ঞতাবশতঃ স্ত্রীধন, স্ত্রীলোকের যান এবং বস্ত্র প্রভৃতি উপভোগ করে তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—ইহা পূর্ব্বশ্লোকোক্ত বিষয়েরই অংগ। স্ত্রী যাহার নিমিত্ত, তাদৃশ ধনকে বলে স্ত্রীধন;—সুতরাং 'স্ত্রীধন' বলিতে কন্যাদান করিবার সময় যে 'বর'-দ্রব্য দেওয়া হয় তাহা বুঝিতে হইবে। "যে বান্ধবাঃ"=কন্যার পিতা প্রভৃতি যেসকল বান্ধব মোহবশতঃ উপভোগ করে। পূর্ব্বে এইরূপ বলা হইয়াছে "জ্ঞাতিগণকে ধন দিয়া। সোনা, রূপা প্রভৃতি ধন। "নারীযানানি" =স্ত্রীলোকের যান অর্থাৎ অশ্ব প্রভৃতি গমনোপকরণ। "বস্ত্রং বা"=অথবা বস্ত্র। স্ত্রীলোকের এতটুকু মাত্রও বস্ত্র, যান প্রভৃতি কখনও উপভোগ করা উচিত নহে, বহুপরিমাণ উপভোগ করার ত কথাই নাই। যাহারা উহা উপভোগ করে তাহার ফল কি তাহাই বলিতেছেন,—। "তে পাপাঃ" =সেই সমস্ত পাপাচারী ব্যক্তিরা শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম করে বলিয়া "অধোগতিং যান্তি"=নরকে যায়। অথবা স্ত্রীধন কি তাহা নবম অধ্যায়ে (১৯৩-২০০ শ্লোকে) বলিয়া দিবেন। সেই স্ত্রীধন "যে বান্ধবাঃ"=স্ত্রীলোকের যেসমস্ত বান্ধবগণ—যেমন পিতা এবং পিতৃপক্ষীয় অপরাপর ব্যক্তি, স্বামী এবং স্বামিপক্ষের অন্যান্য লোক। এইরূপ যানাদি ও বস্ত্রাদির সম্বন্ধেও বোদ্ধব্য। এখানে স্ত্রীলোকের কথাই মনের মধ্যে উপস্থিত রহিয়াছে বলিয়া শব্দ সম্বন্ধীয় সান্নিধিই কল্পিত হইবে। যেমন—রাজপুরুষ কাহার? রাজার ইত্যাদি। (সেইরূপ এখানে এই 'বান্ধব' বলিতে কাহার বান্ধব বুঝিতে হইবে তাহা বলা না থাকিলেও শাব্দসান্নিধি অনুসারে সেই স্ত্রীলোকেরই বান্ধব বোদ্ধব্য)। ৫২

(কেহ কেহ বলেন, আর্ষ বিবাহে এক জোড়া গোরু বরের নিকট হইতে শুল্ক স্বরূপে লইতে হয়। ইহা কিন্তু ঠিক নহে। কারণ, এরূপ হইলে উহা অল্পই হউক আর বেশীই হউক তাহাই সেই পরিমাণেই বিক্রয়স্বরূপ হইবে।)

(মেঃ)—স্ত্রীগবী ও পুং-গো হইতেছে গোমিথুন। কেহ কেহ বলেন ইহা লইতে হয়। তবে কিন্তু মনুর মতে উহা "মৃষৈব"=মিথ্যা,—উহা ঠিক নহে। অর্থাৎ উহা গ্রহণ করা উচিত নয়। অল্পসধনকে অল্প বলা হইয়াছে। "মহান্" ইহার অর্থও ঐরূপ। ততটুকুতেই উহা বিক্রয় বলিয়া গণ্য হইবে। ৫৩

(যেসকল কন্যার জ্ঞাতিগণ শুল্ক গ্রহণ করে না তাহাদের কন্যাবিক্রয় হয় না। তবে কন্যার জন্য যে অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহা কুমারীগণের পূজাস্বরূপ, তাহা কেবল পাপশূন্যতা।)

(মেঃ)—আচ্ছা, বরের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করা হইলেই কি তাহাতে কন্যাবিক্রয় হয়? ইহার উত্তরে বলিব, না—তাহা নহে। "জ্ঞাতয়ঃ"=কন্যার অধিকারী অভিভাবকগণ যদি নিজেদের ব্যবহারের নিমিত্ত ধন গ্রহণ করে তবে তাহা বিক্রয় হইবে। কন্যার জন্য যে ধন গ্রহণ "তৎ অর্হণম্" =তাহা কন্যাদের পূজাস্বরূপ হয়। ইহাতে কন্যারা নিজেকে খুব বড় (ভাগ্যবতী) বলিয়া মনে করিবে,—তাহারা এইরূপ মনে করিবে 'ওঃ! আমি কি গুণবতী সৌভাগ্যবতী! বরপক্ষ আমাকে

ধন দিয়া বিবাহ করিতেছে'। আর অন্য স্থলেও অপরাপর ব্যক্তির কাছেও তাহারা এইভাবে পূজ্য (আদরণীয়) হয়,—যেহেতু তাহারা বলিতে থাকে মেয়েটী সুভগা! অথবা সেই ধন দিয়া কন্যার অলঙ্কার গড়াইয়া দিতে হয় তাহা হইলে তাহারা অভ্যর্হিত (আদৃত) এবং শোভাযুক্ত হইয়া থাকে। "আনৃশংস্যম্"=অপাপত্ব কেবল, ইহাতে অল্পমাত্রায়ও অধর্ম্মগন্ধ নাই। অতএব এই অর্থবাদটী দ্বারা কন্যার জন্য ধনগ্রহণের বিধি বলা হইল। ৫৪

(কন্যার পিতাপিতামহ প্রভৃতিরা, ভ্রাতারা, পতিপ্রভৃতিরা এবং দেবররা যদি নিজেদের বহু-প্রকার কল্যাণ কামনা করে তবে তাহাদের কর্ত্তব্য কন্যাগণকে আদর যত্ন করা এবং অলঙ্কৃত করা।)

(মেঃ)—কন্যার বান্ধবগণ কেবল যে বরের কাছ থেকেই ধন লইয়া কন্যাকে দিবে তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের নিজেদেরও ধন দিতে হইবে। "পিতৃভিঃ"=সাহচর্য্যবশতঃ এই পিতৃশব্দটী পিতামহ, পিতৃব্য প্রভৃতিকেও বুঝাইতেছে; এইজন্য এখানে বহুবচন হইয়াছে। অথবা কন্যা ব্যক্তির বহুত্ব অনুসারে কন্যাও বহু এবং তাহাদের পিতাও বহু, এজন্য এইসব স্থলে বহুবচন হইয়াছে।• এইরূপ,—"পতিভিঃ"=কন্যাগণের পতি ও শ্বশুর প্রভৃতি দ্বারা; অথবা এখানেও পূর্ব্বের ন্যায় কন্যাব্যক্তির বহুত্ব নিবন্ধন বহুবচন। দেবর হইতেছে স্বামীর ভ্রাতারা। "পূজ্যাঃ" =আদরণীয় পুত্রজন্ম প্রভৃতি উৎসবে কন্যাদের নিমন্ত্রণ করিয়া সম্মানসমাদর করিয়া ভোজনাদি দিয়া আদর দেখান উচিত। "ভূষয়িতব্যাঃ"=বস্ত্রাদি অলংকার দিয়া অঙ্গলেপন প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত করিবে—সাজাইয়া দিবে। ইহার ফল কি তাহা বলিতেছেন "বহু কল্যাণমীপ্সুভিঃ", —। কল্যাণ অর্থাৎ পুত্র, ধন প্রভৃতি সম্পৎ, রোগশূন্যতা, কাহারও নিকট পরাভূত না হওয়া ইত্যাদি যে কামনা করা হয়। এখানে 'বহু' শব্দটী থাকায় এইরূপ অর্থ পাওয়া যাইতেছে; যাহারা এই সমস্ত 'ঈপ্সু' অর্থাৎ পাইতে ইচ্ছুক। এইপ্রকার ফলের জন্য এইরূপ করা কর্ত্তব্য, এইভাবে ইহা ফলার্থক বিধি। ৫৫

(যেখানে স্ত্রীলোকগণ পূজা—সমাদর প্রাপ্ত হয় সেখানে সকল দেবতাই সন্তুষ্ট থাকেন কিন্তু যেখানে এই স্ত্রীলোকদের সম্মানসমাদর নাই সেখানে সমস্ত ক্রিয়াই বিফল হইয়া যায়।)

(মেঃ) "দেবতাঃ রমন্তে" ইহার অর্থ দেবতারা সন্তুষ্ট থাকেন—প্রসন্ন হন। আর তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া স্বামীকে অভিপ্রেত ফল প্রদান করেন। পক্ষান্তরে যেখানে স্ত্রীলোকরা পূজা (সম্মানসমাদর) পায় না সেখানে "সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ"=যাগ, হোম, দান এবং দেবতার আরাধনার জন্য যে উপহারাদি দেওয়া হয় সে সমুদায়ই নিষ্ফল হয়। ইহা অর্থবাদ। ৫৬

(গৃহী অর্থাৎ যে ব্যক্তি দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছে তাহার পক্ষে গৃহ্য কর্ম্মসকল শাস্ত্রবিধান অনুসারে বৈবাহিক অর্থাৎ বিবাহকালীন স্মার্ত্ত অগ্নিতে অনুষ্ঠেয়। আর পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং প্রতিদিনের অন্নপাকও উহাতেই কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—বিবাহপ্রকরণ অর্থাৎ বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনা সমাপ্ত হইল। যে অগ্নিতে বিবাহ করা হইয়াছে তাহাতে 'গৃহ্য' কর্ম্ম অর্থাৎ গৃহ্যস্মৃতিকারগণ (গৃহ্যসূত্রকারগণ) অষ্টকা এবং পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের হোম প্রভৃতি যে সমস্ত অগ্নিসাধ্য কর্ম্ম করিবার বিধান দিয়াছেন সেই সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। পঞ্চযজ্ঞ—ইহার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ অগ্রে বলা হইবে; ইহাদের 'বিধান' অর্থাৎ অনুষ্ঠান, ঐ বৈবাহিক অগ্নিতেই করিবে। যদিও এখানে কোন প্রকার বিশেষ নির্দ্দেশ না করিয়া সাধারণভাবেই পঞ্চযজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে তথাপি উহার মধ্যে কেবল 'বৈশ্বদেব হোম' নামক কর্ম্মটীই অগ্নিসাধ্য—যেহেতু কেবল সেইটীই অগ্নিতে সম্পাদন করা হয়; কিন্তু উহার উদকতর্পণ প্রভৃতি কর্ম্মগুলির কোন অংশই অগ্নিতে করিতে হয় না। (প্রশ্ন)—তাহাই যদি হয় তবে 'অগ্নিতে পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য' এরূপ বলা হইল কেন? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন "অগ্নৌ" এখানে সপ্তমী বিভক্তি একটীই বটে তথাপি বিষয়ভেদে উহার সম্বন্ধও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য পঞ্চযজ্ঞের একদেশ অর্থাৎ অংশবিশেষ যে বৈশ্বদেবহোম তাহা বুঝাইবার জন্য এখনে 'পঞ্চযজ্ঞ' পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। অথবা "পঞ্চযজ্ঞবিধানম্" এটী

"অগ্নৌ" এই পদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে; কারণ, বৈশ্বদেব হোমের অধিকরণ যে অগ্নি তাহা পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ আছে। অতএব এখানে পদগুলির সম্বন্ধ এইরূপ হইবে,—'গৃহী পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। আর বৈবাহিক অগ্নিতে গৃহ্যকর্ম্ম এবং প্রাত্যাহিক পাকক্রিয়া করিবে'। এখানে 'আন্বাহিকী ক্রিয়া' ইহার সহিত "অগ্নৌ" এই পদটী অপেক্ষিত হইতেছে। 'গৃহী' এখানে 'গৃহ' শব্দটীর অর্থ পত্নী। গৃহী হইয়া অর্থাৎ দারপরিগ্রহ করিয়া পত্নীর সহিত এই এই কর্ম্ম করিবে। কোন কোন গৃহ্যসূত্রকার বলিয়াছেন যে, বিবাহে 'অরণি নির্ম্মন্থন' হইতে অগ্নি আধান কর্ত্তব্য। অন্য গৃহ্যসূত্রকারগণ বলিয়াছেন যেকোন স্থান হইতে প্রদীপ্ত অগ্নি আনিয়া বিবাহাদি কর্ম্মসম্বন্ধীয় হোম করা চলিবে। আর, "সেই অগ্নিতে গৃহ্যকর্ম্ম কর্ত্তব্য" এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, ঐ অগ্নি ধারণ করিতে হয় অর্থাৎ রাখিয়া দিতে হয়, ইহা অর্থাপত্তি দ্বারা বোধিত হইতেছে।

এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে শূদ্রের পক্ষেও বৈবাহিক অগ্নি ধারণ করা কর্ত্তব্য; কারণ তাহারও 'পাকযজ্ঞ' কর্ম্মে অধিকার আছে। ইহা যে শাস্ত্রসঙ্গত নহে তাহাও বলা চলে না; যেহেতু এখানে বচনটীর মধ্যে (মূল শ্লোকটীতে) কেবল "গৃহী" এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কোন জাতিবিশেষের নির্দ্দেশ নাই। (কাজেই ঐ অগ্নি ধারণটীতে অবিশেষে চাতুর্ব্বর্ণ্যেরই প্রাপ্তি হইবে।) শূদ্রও গৃহী; তাহারও দার পরিগ্রহ কর্ত্তব্য, ইহা পূর্ব্বে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কথাই অন্য স্মৃতিমধ্যে (যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে) উপদিষ্ট হইয়াছে "গৃহী ব্যক্তি স্মার্ত্ত কর্ম্মকলাপ প্রতিদিন বিবাহাগ্নিতে সম্পাদন করিবে"। ইহার উত্তরে বক্তব্য,—"গৃহ্য-কর্ম্ম বৈবাহিক অগ্নিতে কর্ত্তব্য" এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু গৃহ্যকর্ম্ম বলিয়া ত কোন কর্ম্ম প্রসিদ্ধ নাই। এজন্য এস্থলে লক্ষণা করিয়া এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হয় যে, গৃহ্য-স্মৃতিকারগণ যেসমস্ত কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন সেইগুলিই গৃহ্যকর্ম্ম। কিন্তু গৃহ্যসূত্রকারগণ কেবল ত্রৈবর্ণিকের পক্ষে যাহা অনুষ্ঠেয় সেইসমস্ত কর্ম্মেরই উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহারা শূদ্রের করণীয় কোন কর্ম্মের উপদেশ করেন নাই। যেহেতু গৃহ্যসূত্রমধ্যে এইরূপ পঠিত হইয়া থাকে, —"বৈতানিক কর্ম্মসকল উক্ত হইয়াছে, এইবারে গৃহ্যকর্ম্মকলাপের বিষয় বলিব"। এস্থলে 'উক্ত' বিষয়টী পুনরায় নামতঃ উল্লেখ করিবার ইহাই প্রয়োজন যে, ইহা দ্বারা 'বৈতানিক কর্ম্ম-কলাপে যাহাদের অধিকার গৃহ্যকর্ম্মসকলেও তাহাদেরই অধিকার', এই কথাটী জানাইয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু অন্য কেহ কেহ যেমন ইহার তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'ঐ বৈতানিক কর্ম্মসকলের ধর্ম্ম (অঙ্গগুলি) গৃহ্যকর্ম্মে অতিদেশ করিবার নিমিত্ত এই পুনরুল্লেখ' তাহা ঠিক নহে। যদি ঐ প্রকার প্রয়োজন নির্দ্দেশ করা এখানে গৃহ্যসূত্রকারের অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে তিনি আবার একথা বলিতেন না "অগ্নিহোত্র হোমের যেরূপ বিধান বলা হইল তাহা দ্বারা উহার 'প্রাদুষ্করণ' হোমের দুইটী কালও ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ ঐ হোমের দুইটী কালও অগ্নিহোত্র হোমের কালের ন্যায় বুঝিতে হইবে"। আর ইহা বলাও সঙ্গত হইবে না যে, 'যাহা গৃহে হয়—গৃহে অনুষ্ঠেয় তাহা গৃহ্য'; কারণ, গৃহ শব্দের অর্থ শালা (ভবন) অথবা পত্নী। কিন্তু শালা (ঘর) যে কোন কর্ম্মের বিশেষ অধিকরণ হয় তাহা শাস্ত্রমধ্যে কুত্রাপি উপদিষ্ট হয় নাই; কাজেই 'গৃহ্য' এইটীর অনুবাদপূর্ব্বক তাহা (সেই শালা বা গৃহ) কোন গৃহীর পক্ষে বিহিত হইতে পারে না। গৃহসম্বন্ধীয় কতকগুলি কর্ম্ম আছে বটে, যেমন বাস্তুপরীক্ষা প্রভৃতি গৃহসংস্কারক কর্ম্ম (উহা দ্বারা গৃহের সংস্কার সাধিত হয়), কিন্তু উহাও ত্রৈবর্ণিকের পক্ষেই বিহিত, উহা শূদ্রের জন্য উপদিষ্ট হয় নাই। আর "গৃহ্যম্" এস্থলের 'গৃহ' শব্দটীর অর্থ যদি পত্নী বলা হয় তাহাও সঙ্গত হইবে না; কারণ, "গৃহী" এই কথাটী দ্বারাই ঐ পত্নীরূপ অর্থ প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া উহা নিরর্থক হইয়া পড়ে। কাজেই শূদ্রের পক্ষেও বৈবাহিক অগ্নি ধারণ করিবার বিষয় উপদিষ্ট হইতেছে, এইরূপ যাহা বলা হইল তাহা অতি বাজে কথা। আর অন্য স্মৃতিমধ্যে (যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে) যে বলা হইয়াছে "গৃহী প্রতিদিন বিবাহাগ্নিতে স্মার্ত্ত কর্ম্ম করিবে অথবা বিভাগকালে যে অগ্নি সংগ্রহ করা হয় তাহাতে ঐ কাজ করিবে; এবং শ্রৌতকর্ম্মকলাপ বৈতানিক অগ্নিতে (আহবনীয়াদি অগ্নিতে) সম্পাদন করিবে" এখানেও কোন্ কোন্ স্মার্ত্তকর্ম্ম বিবাহাগ্নিতে কর্ত্তব্য তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ না থাকায় এই নির্দ্দেশটী অন্যসাপেক্ষই হইতেছে অর্থাৎ অন্য বচন অনুসারে বিশেষ কর্ম্মগুলি নিরূপণ করিতে হয়। কারণ, সকল স্মার্ত্তকর্ম্মই যে অগ্নিতে কর্ত্তব্য তাহা নহে। আবার উহা দ্বারা যে স্মার্ত্তহোমেরই

কথা বলা হইতেছে, এরূপ বলিবার পক্ষেও কোন প্রমাণ নাই; কারণ, কেবলমাত্র অগ্নিতেই যে হোম করিতে হয় তাহা নহে (যেহেতু "পদে জুহোতি" ইত্যাদি স্থলে অনগ্নিতেও হোম করা হয়)। অতএব এই সমস্ত আলোচনা হইতে ইহাই স্থির হয় যে, গৃহ্যসূত্রকার যেসকল কর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন তাহারই নাম 'গৃহ্য' কর্ম্ম। আর এই দুইটী স্মৃতি অর্থাৎ মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্যের এই দুইটী বচন ঐ গৃহ্যস্মৃতিবিহিত কর্ম্মেরই অনুবাদ করিতেছে মাত্র। অতএব শূদ্রের পক্ষে অগ্নিধারণ করিবার বিধান কোথা হইতে আসিতে পারে? আরও কথা, ঐ যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির বচনটীতেই অপর একটী বিধি বলা হইয়াছে যে, "শ্রৌতকর্ম্ম বৈতানিক অগ্নিতে কর্ত্তব্য"; এইরূপ বলায়, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা ত্রৈবর্ণিকের পক্ষেই বিধান। কাজেই একই স্থলে প্রথম নির্দ্দেশটীকে চাতুর্ব্বর্ণ্যের জন্য এবং শেষের নির্দ্দেশটীকে ত্রৈবর্ণিকের জন্য, এইরূপ ব্যবস্থা দেওয়া হইলে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাৎপর্য্যের অভেদ সম্ভব হইলে তাৎপর্য্যভেদ স্বীকার করা ন্যায়সঙ্গত নহে। "আন্বাহিকী" ইহার অর্থ যাহা অন্বহ (প্রত্যহ) হয়। ভোজনের নিমিত্ত অন্বহ=প্রতিদিন যে পাক করা হয় তাহাও ঐ অগ্নিতেই কর্ত্তব্য। ৫৭

(গৃহস্থের পাঁচটী সূনা অর্থাৎ প্রাণিবধের স্থান আছে, সেগুলি হইতেছে— চুল্লী, শিল-নোড়া, হাঁড়ী-কুঁড়ী, হামালদিস্তা অথবা ঢেঁকি এবং জলকলস। এইগুলি লইয়া কাজ করিতে গেলে অজ্ঞাতসারে যে প্রাণিবধ ঘটে তাহার জন্য পাপবন্ধ হইতে হয়।)

(মেঃ)—পরবর্ত্তী শ্লোকটীতে যে পঞ্চযজ্ঞের বিধি বলা হইবে ইহা (এই শ্লোকোক্ত বিষয়টী) তাহারই অধিকারিনির্দ্দেশ। (অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ পঞ্চযজ্ঞের অধিকারী কে তাহা এই শ্লোকটীতে বলা হইতেছে।) 'সূনার' সদৃশ, এইজন্য ইহাদিগকে 'সূনা' বলা হইয়াছে। মাংস বিক্রয়ের জন্য যে পশুবধস্থান কিংবা দোকান প্রভৃতি, যেখানে বিক্রয়ের জন্য মাংস উৎপাদন করা হয়—তাহা 'সূনা'। সেগুলি পাপের কারণ। চুল্লী প্রভৃতি বস্তুগুলিকেও ঐভাবে পাপের হেতু বলিয়া আরোপ (কল্পনা) করা হইতেছে। এইজন্য সেগুলির উপর সূনাত্ব আরোপ করিয়া সেগুলিকে সূনা বলা হইয়াছে। সুতরাং সেগুলি সূনাসদৃশ। কারণ, সেগুলির সম্বন্ধে শাস্ত্রে সাক্ষাৎ কোন নিষেধ নাই। অথবা কোন সাধারণ নিষেধের মধ্যে যে ঐ বস্তুগুলি পড়ে তাহাও নহে। তাপ দূর করিবার নিমিত্ত কাহারও যে স্পৃহা হয় না তাহা নহে। আবার ঐ দ্রব্যগুলি দ্বারা যে সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাও কোনও একটী যে অন্য বচন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাও নহে। আর এই বচনটী হইতেই যে নিষেধ অনুমান করা হইবে (ঐ বস্তুগুলির নিষিদ্ধতা অনুমান করা হইবে) তাহাও সম্ভব নহে। কারণ, পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত ইহার একবাক্যতা রহিয়াছে, বুঝা যায়। সুতরাং এরূপ স্থলে এখানে যদি নিষেধ কল্পনা করা হয় তাহা হইলে বাক্যভেদ হইয়া পড়িবে। [এই বন্ধনীর মধ্যগত ভাষ্য অংশটী অসংলগ্ন—। 'এই পদার্থ হইতে যে অর্থক্রিয়া (প্রয়োজন) সাধিত হইত সেরূপ কিছু কি অন্য পদার্থের দ্বারা সাধিত (বোধিত) হইতেছে? সুতরাং তাহা হইতে (ঐ অর্থক্রিয়া হইতে) পঞ্চযজ্ঞবিধির প্রাপ্তি হইবে কিরূপে? আর তাহা হইলে যে লোক অপরের অন্ন ভক্ষণ করে এবং নদী প্রভৃতিতে জলের প্রয়োজন সমাধা করে, তাহার পক্ষে এই পঞ্চযজ্ঞগুলি অনুষ্ঠেয় হইয়া পড়ে'।] বস্তুতঃ, চুল্লী প্রভৃতিগুলি নিষিদ্ধ করা যদি অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে এখানে নিষেধসূচক কোন পদ নিশ্চয়ই প্রয়োগ করা থাকিত; আর তাহা হইলে নিষেধ অনুমান করিবার প্রয়োজন কি? কারণ, সাক্ষাৎ তদর্থবোধক শব্দ হইতে যে প্রতীতি জন্মে তাহা অন্যাপেক্ষা প্রবল (অর্থাৎ নিষেধবোধক শব্দ থাকিলে তাহা হইতে যে নিষেধরূপ অর্থটীর বোধ হয় তাহা নিষেধানুমান অপেক্ষা অধিক বলবৎ)। আর, ইহা প্রায়শ্চিত্তবিধানের জন্য বলা হইয়াছে, এরূপ যদি বলা হয় তাহা হইলে ইহা এখানে বলা সঙ্গত হয় না, কিন্তু একাদশ অধ্যায়ে বলাই সঙ্গত (কারণ, সেইখানেই প্রায়শ্চিত্তের বিধি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।) আবার, চুল্লী প্রভৃতিগুলি যদি নিষিদ্ধই হয় তাহা হইলে ঐগুলি লইয়া কোন কাজই করা চলে না। বস্তুতঃ চুল্লী প্রভৃতি দ্রব্যগুলি অপরিহার্য্য। এজন্য সেগুলির সম্বন্ধে যদি কোন নিষেধ থাকে তাহা হইলে তাহা অসাধ্য নিষেধ হইবে অর্থাৎ সে নিষেধ পালন করা সম্ভব নহে। আর নিষেধই যদি না থাকে অর্থাৎ কোন পদার্থ যদি নিষিদ্ধ না হয় তাহা হইলে তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত হইবে কেন? অতএব পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান যে দোষ (পাপ) ধ্বংস করিবার জন্য তাহা নহে। কিন্তু চুল্লী প্রভৃতি বস্তুগুলির সহিত গৃহস্থের সম্বন্ধ নিত্য। তাহার উপর

অবিদ্যমান (কাল্পনিক) দোষ আরোপ (কল্পনা) করা হইয়াছে ; এবং সেই কাল্পনিক দোষের নিষ্কৃতির জন্য যজ্ঞ বিধান করা হইয়াছে। এইপ্রকারে ঐ যজ্ঞগুলির বিধান করিবার অভিপ্রায় এই যে, ঐ চুল্লী প্রভৃতিগুলি যেমন গৃহস্থের পক্ষে নিত্যার্থ (অপরিহার্য্য বস্তু) এই পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞও সেইরূপ তাহার পক্ষে নিত্য অপরিহার্য্য কর্ম্ম। এইভাবে পঞ্চযজ্ঞের নিত্যতা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—(পঞ্চ মহাযজ্ঞ গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য)।

"বধ্যতে"—"আদিবর্ণং বা" এই নিয়ম অনুসারে এখানে 'ব'কারটী দন্তোষ্ঠ্য বর্ণ। ইহার অর্থ 'পাপের দ্বারা হত হয়'—শরীর এবং ধন প্রভৃতি বিষয়ে বিনাশ (অবনতি) প্রাপ্ত হয়। অথবা "বধ্যতে" ইহার অর্থ—পাপের দ্বারা আবদ্ধ হয় ; অথবা এই 'বন্ধ্' ধাতুটীর অর্থ পরতন্ত্রীকরণ অর্থাৎ তাহাকে পরাধীন করিয়া দেয়। "বাহয়ন্"=বাহিত করিতে থাকিয়া ; ঐ বস্তুগুলিকে তাহাদের নিজ নিজ কার্য্যে যে ব্যাপৃত করা তাহার নাম 'বাহিত করা'। চুল্লী প্রভৃতি যে বস্তুটীর যাহা স্বসাধ্য কর্ম্ম স্বীয় সামর্থ্য অনুসারে প্রাপ্ত হয় উহাদের দ্বারা সেই সেই কার্য্য করিতে থাকিলে তাহাদিগকে 'বাহিত করা হয়' এইরূপ বলা হইয়াছে। "চুল্লী"=পাক করিবার স্থান ভ্রাষ্ট্র প্রভৃতি (উনুন)। "পেষণী"=দৃষৎ উপল অর্থাৎ শিল-নোড়া। "উপস্করঃ"=গৃহের উপযোগী হাঁড়ী-কুঁড়ী-কড়া প্রভৃতি। "কণ্ডনী"=যাহা দ্বারা ধান্য প্রভৃতিকে তুষনির্ম্মুক্ত করা হয় (যেমন—ঢেঁকি, হামালদিস্তা প্রভৃতি)। "কুম্ভঃ"=জল রাখিবার জায়গা (কলসী)। ৫৮

(ঐসকল হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য মহর্ষিগণ গৃহস্থদের জন্য প্রতিদিন কর্ত্তব্য পাঁচটী মহাযজ্ঞের বিধান করিয়াছেন।)

(মেঃ)—"তাসাং"=ঐ চুল্লী প্রভৃতি 'সূনা' দ্রব্যগুলির "নিষ্কৃত্যর্থম্"=নিষ্কৃতির (শুদ্ধির) জন্য অর্থাৎ উহা হইতে যে দোষ উৎপন্ন হয় তাহা দূর করিবার নিমিত্ত "ক্রমেণ"=ক্রম অনুসারে—চুল্লী অধিলেপন করা (নিকান), পেষণী তক্ষণ করা (চাঁচা ঘসা), ইত্যাদি ক্রমে। "পঞ্চ মহাযজ্ঞাঃ"= পাঁচটী মহাযজ্ঞ "মহর্ষিভিঃ কৢপ্তাঃ"=মহর্ষিগণ উহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্মৃতিমধ্যে নিবন্ধ করিয়াছেন। "প্রত্যহম্"=প্রতিদিন তাহা অনুষ্ঠেয়, "গৃহমেধিনাম্"=গৃহস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে। 'গৃহমেধী' (গৃহমেধিন্) এই শব্দটীর অর্থ গৃহস্থাশ্রম। এখানে কেবল "প্রত্যহম্" এইরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু কোন বিশেষ কাল নির্দ্দেশ করা হয় নাই। এজন্য ইহা যে যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য তাহা বুঝা যাইতেছে। আর এই কারণে ইহা যে নিত্যকর্ম্ম তাহা সিদ্ধ হয়। 'মহাযজ্ঞ' এটী কর্ম্মের নাম—(ইহা একটী শাস্ত্রীয় কর্ম্মবিশেষ)। ৫৯

(বেদাধ্যাপনকে বলা হয় 'ব্রহ্মযজ্ঞ', তর্পণকে বলে 'পিতৃযজ্ঞ', হোম হইতেছে 'দৈবযজ্ঞ' আর বলিপ্রদান 'ভূতযজ্ঞ' এবং অতিথিপূজার নাম 'নৃযজ্ঞ'।)

(মেঃ)—এই পঞ্চযজ্ঞের ইহা স্বরূপনির্দ্দেশ। "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ" এখানে 'অধ্যাপন' শব্দটী দ্বারা বেদাধ্যয়নও বুঝাইতেছে ; "জপো হুতঃ" ইত্যাদি শ্লোকে ইহা বলিবেন। আর জপের জন্য (অধ্যয়নের জন্য) শিষ্যের অপেক্ষা নাই। ঋণনির্দ্দেশক শ্রুতিবাক্যে সাধারণভাবেই বলা হইয়াছে যে, "স্বাধ্যায়ের জন্য ঋষিগণের নিকট ঋণী"। এইসমস্ত কারণে বলিতে হয় যে, 'ব্রহ্মযজ্ঞ' ইহার অর্থ অধ্যয়ন অথবা অধ্যাপন—যেটী যেক্ষেত্রে সম্ভব হয়। "তর্পণম্"=ভোজ্য অন্ন অথবা জল দ্বারা পিতৃপুরুষগণকে তর্পণ করা (তৃপ্ত করা); ইহাও অগ্রে (৮৩ শ্লোকে) বলিবেন। "হোমঃ"=যেসমস্ত দেবতার কথা বলা হইবে অগ্নিতে তাহাদের হোম। "বলিঃ"=শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট স্থানে এবং উলূখল প্রভৃতিতে যে আহার্য্য দ্রব্য নিক্ষেপ ইহাই 'ভূতবলি'; ইহা "ভৌতঃ"=ভূতযজ্ঞ; 'ভূত' প্রভৃতি হইতেছে দেবতা যাহার তাহা 'ভৌত'; ইহা বিশেষ একটী কর্ম্মের নাম। এখানে ভূতশব্দটী দ্বারা এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, যেসকল প্রাণী দিবাভাগে বিচরণ করে তাহাদের উদ্দেশে বলি (খাদ্যদ্রব্য উপহার) দিতে হয়। এই অনুষ্ঠানে যতকিছু কর্ম্মকলাপ আছে তাহার সমস্তটাকেই 'ভূতযজ্ঞ' বলা হয় ; কারণ ইহার (এইভূতবলির) সহিত ঐগুলির সাহচর্য্য রহিয়াছে (ভূতবলির সহিত ঐগুলি অনুষ্ঠান করা হয়) ; যেমন 'চাতুর্মাস্য' নামক যাগে আমিক্ষা (ছানা) দ্রব্যটী একটীমাত্রই বৈশ্বদেব হবিঃ (বিশ্বদেব নামক দেবতার হবিঃ); অথচ ঐ সমগ্র বৈশ্বদেব পর্ব্বটাই (উহার মধ্যে অপরাপর যতগুলি কর্ম্ম আছে তৎসমুদায়ই) "বৈশ্বদেবেন যজেত"=বিশ্বদেব নামক দেবতার উদ্দেশে আমিক্ষারূপ হবির্দ্রব্য দিয়া

যাগ করিবে" এই বচনের বিষয়। এখানেও 'ভূতযজ্ঞ' কথাটী সেইরূপ। 'বলি' শব্দটীর অর্থ হোম ; কিন্তু ইহা অগ্নিতে কর্ত্তব্য নহে। 'দেবেজ্যা, বলি' এগুলি পর্য্যায়, এইরূপ কোশস্মৃতি রহিয়াছে (অর্থাৎ কোশমধ্যে বলি এবং দেবেজ্যা এই দুইটী শব্দকে পর্য্যায় বলা হইয়াছে।) আর অতিথিগণের যে "পূজনম্"=আরাধনা তাহাই 'নৃযজ্ঞ'।

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, স্বাধ্যায়কে যজ্ঞ বলা যায় কিরূপে? (ইহাকেই 'ব্রহ্মযজ্ঞ' বলা হইয়াছে)। এস্থলে কোন দেবতার যাগ করা হয় না, কিংবা তথায় কোন দেবতার উল্লেখও নাই। কেবল বেদাক্ষরগুলি উচ্চারণ করা হয় মাত্র, সেখানে কোন অর্থও বিবক্ষিত হয় না। এইজন্য এইরূপ কথিতও আছে বেদশব্দ আবৃত্তি করিবার সময় কেহ কেহ সেই অক্ষরগুলিকে অর্থহীন বলিয়া থাকেন। (অর্থাৎ সেখানে অর্থের কোন প্রাধান্য নাই কিন্তু বেদ শব্দেরই প্রাধান্য—তাহাই যথাযথ উচ্চারণ করিতে হয়)। ইহার উত্তরে বক্তব্য, পূর্ব্বপক্ষবাদী যেরূপ শঙ্কা করিতেছেন তাহা ঠিক। তবে এখানে ভক্তি (লক্ষণা)বশতঃ অযজ্ঞকেও যজ্ঞ বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে ; এইরূপ 'মহৎ' শব্দটীও ('মহাযজ্ঞ' শব্দে) ঐভাবে প্রশংসাই বুঝাইতেছে। এইরূপ, অতিথিপূজাকেও যে যজ্ঞ (নৃযজ্ঞ) বলা হইয়াছে তাহা গৌণ প্রয়োগ। যদিও অতিথিপূজাস্থলে অতিথি দেবতারূপে গৃহীত হইতে পারে, তথাপি এই নৃযজ্ঞের উৎপত্তিবাক্যে (বিধায়ক বচনে) "অতিথিভ্যো যজেত"= অতিথির উদ্দেশে যাগ করিবে, এরূপ উপদিষ্ট হয় নাই, কিন্তু তথায় 'অতিথিকে ভোজন করাইবে, পূজা করিবে' এইপ্রকারই উক্ত হইয়াছে। যেমন, "পুরুষ রাজের নিমিত্ত (?) কর্ম্ম"। (কাজেই অতিথি দেবতা না হওয়ায় অতিথিপূজাকেও যজ্ঞ—নৃযজ্ঞ বলা সমীচীন হয় না। তথাপি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইহা গৌণ প্রয়োগ বুঝিতে হইবে)।

এই পঞ্চমহাযজ্ঞগুলি যে যুগপৎ প্রয়োজ্য (অর্থাৎ একই সংগে অব্যবহিত পারম্পর্য্যে অনুষ্ঠেয় একটীমাত্র কর্ম্ম) তাহা নহে; কারণ একটী অধিকারের (কর্ত্তব্যতার) সহিত ইহাদের সম্বন্ধ নাই, কিন্তু ঐগুলির পৃথক পৃথক অধিকারই (কর্ত্তব্যতাই) স্বতন্ত্রভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। যদি একটীমাত্র কর্ত্তব্যতার সহিত ঐগুলির সম্বন্ধ হইত তাহা হইলে উহাদের সবকয়টী মিলিয়া একটী কর্ম্ম হইবে, আর তাহা হইলে উহাদের তিনটী কিংবা চারিটী করা হইলেও (একটী যদি না করা হয়—বাদ পড়ে) তাহা হইলে কিছুই করা হইল না, যতটা করা হইয়াছে সবটাই না করার সামিল অর্থাৎ সবটাই বিফল হইবে। ইহার উদাহরণ যেমন, দর্শপূর্ণমাসযাগে আগ্নেয়, অগ্নী-ষোমীয় এবং উপাংশুযাজ এই তিনটী যাগ আছে ; ইহার মধ্যে একটী কি দুইটী মাত্র অনুষ্ঠিত হইলে অধিকার সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় দর্শপূর্ণমাস যাগটী সম্পন্ন হয় না। ইহার অপর দৃষ্টান্ত যথা, এই পঞ্চযজ্ঞেই যে বলিবৈশ্বদেব কর্ম্মটী রহিয়াছে তাহার মধ্যে যে বৈশ্বদেব-হোম আছে সেটী 'স্বিষ্টকৃৎ' নামক দেবতার হোমেতে সমাপ্ত : ইহার মধ্যে কোন একটীর অনুষ্ঠান যদি বাদ পড়ে তাহা হইলে আর কর্ত্তব্য হোমটী সম্পন্ন হয় না। বস্তুতঃপক্ষে এখানে এক একটী কর্ম্মেরই স্বতন্ত্রভাবে কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে। এসম্বন্ধে যে বিধিবাক্যগুলি রহিয়াছে তাহা এইরূপ,—"স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্ত হইবে", "দৈবকর্ম্মে নিত্যযুক্ত হইবে" ইত্যাদি। এস্থলে কর্ত্তব্যতাবোধক (বিধিবোধক) পদটীর অনুষঙ্গ করিতে হয় বলিয়া ইহাদের অনুষ্ঠানও পৃথক্। আর আতিথ্য কর্ম্ম সম্বন্ধে "ইহা ধন্য, যশস্য" ইত্যাদি বাক্যে পৃথক্‌ভাবেই অধিকার (কর্ত্তব্যতা) উপদিষ্ট হইয়াছে।

এইগুলির মধ্যে 'ব্রহ্মযজ্ঞ' প্রভৃতি চারিটী কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা স্বাধীন (নিজসুবিধামত যথা-নির্দ্দিষ্ট সময়ে করা যায়); কিন্তু আতিথ্যকর্ম্মটী (নৃযজ্ঞটী) স্বাধীন নহে; কারণ অতিথি উপস্থিত হইলে তবেই 'আতিথ্য' অনুষ্ঠিত হইতে পারে। অতিথিকে নিমন্ত্রণ করিয়া যে আতিথ্য কর্ম্ম করা হইবে তাহা হইতে পারে না ; কারণ নিমন্ত্রিত হইলে আর তাহার মধ্যে অতিথিত্ব থাকিবে না অর্থাৎ তাহা হইলে সে আর অতিথি হইবে না। যেহেতু যে ব্যক্তি অনিমন্ত্রিতভাবে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাকেই অতিথি বলে, এ কথা অগ্রে বলিব। অতএব এই যে পঞ্চ-মহাযজ্ঞ ইহাদের কোন একটীর অনুষ্ঠান যদি না হয় তাহা হইলে হয়ত প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া অন্য যেকয়টীর অনুষ্ঠান করা হইয়াছে তাহাও যে না করার সামিল হইবে এরূপ নহে।

এইজন্য যে ব্যক্তি অনগ্নিক (যাহার আধানসিদ্ধ অগ্নি নাই) সে বৈশ্বদেব কর্ম্ম করিবার অধিকারী নহে বটে কিন্তু তাহার পক্ষে স্বাধ্যায় (ব্রহ্মযজ্ঞ) এবং উদকতর্পণ (পিতৃযজ্ঞ) প্রভৃতি কর্ম্মগুলির অনুষ্ঠান অবশ্যই কর্ত্তব্য। (বিবাহের সময় থেকেই যে অগ্নি থাকিবে এমন নিয়ম নাই; কারণ) অপরাপর স্মৃতিমধ্যে অগ্নি গ্রহণ করিবার (ধারণ করিয়া রাখিবার) অন্য সময়ও বিহিত হইয়াছে; এইজন্য বিবাহকালেই যে অগ্নি পরিগ্রহণ অবশ্যকর্ত্তব্য তাহা নহে। (আর অগ্নি না থাকিলে অগ্নিসাধ্য ক্রিয়া যে বৈশ্বদেব কর্ম্ম তাহা করা চলে না)। এ সম্বন্ধে যে স্মৃতিবচন আছে তাহা এইরূপ,—"ভার্য্যা পরিগ্রহ সময় হইতে অথবা পিতৃদায় (পিতৃমরণ) সময় থেকে অগ্নিধারণ কর্ত্তব্য"।

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি--যে লোক বিবাহ করে নাই তাহারও ত দায়কাল হইতে অগ্নি-আধান হইতে পারে। পিতৃবিয়োগের পর থেকে সে অগ্নিধারণ করিবে—(ইহাও ত হইতে পারে)? ইহার উত্তরে বক্তব্য,--বিবাহ না করিয়াও অগ্নি-আধান করা সমীচীন হইত বটে যদি আধান বিধিটী স্বার্থ হইত অর্থাৎ কেবল অগ্নি ধারণ করাই যদি আধান বিধির প্রয়োজন হইত তাহা হইলে ঐরূপ বলা চলিত। কিন্তু বৈধ অগ্নি (শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মসম্পাদনযোগ্য অগ্নি) উৎপাদন করাই আধান বিধির প্রয়োজন। ঐ আহিত অগ্নিটী আবার শাস্ত্রীয় কর্ম্ম সম্পাদনের জন্যই আবশ্যক। শাস্ত্রীয় কর্ম্মকলাপ আবার পত্নীর সহিতই সম্পাদন করিতে হয়, কিন্তু তাহা একক অনুষ্ঠান করা শাস্ত্রবিহিত নহে। যদিও কোন কোন গৃহ্যসূত্রকার বলিয়াছেন যে "পরমেষ্ঠি প্রাণাগ্নি আধান করিয়া (?) অর্থাৎ পিতৃমরণের পর অগ্নি আধান করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে" কিন্তু তাহাও পত্নীর সহিতই অনুষ্ঠেয়। তখনই উহার 'দায় কাল'। আর, যাহার অগ্নি নাই তাহার পক্ষে যে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য নহে, এরূপও বলা চলে না। কারণ, "স্বধা-নিনয়নাদৃতে" ইত্যাদি বচনে অনুপনীত ব্যক্তির পক্ষেও শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। সেই অনুপনীত ব্যক্তির যে অগ্ন্যাধান আছে তাহাও নহে; যেহেতু বিদ্বান্ (বেদবিদ্যাসম্পন্ন) ব্যক্তিরই অগ্ন্যাধানে অধিকার; আর তখন তাহার উপনয়নই হয় নাই বলিয়া সে বেদবিদ্যাবিহীনই হইতেছে। তবে অনুপনীত ব্যক্তি শ্রাদ্ধে যে বেদমন্ত্র পাঠ করে তাহাও 'নিষাদস্থপতি' ন্যায়ে* সেই কর্ম্মমধ্যে যাহা আবশ্যক কেবল ততটুকু মাত্র বেদমন্ত্র সে যথাশক্তি পাঠ করিতে পারিবে। আর তাহার পিতৃব্য প্রভৃতিরা যদি অগ্নি গ্রহণ করে তাহা হইলে বেদবিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তিরই শাস্ত্রীয় কার্য্য করা সম্ভব হয় বলিয়া বেদবিদ্যাহীন ব্যক্তির যে কর্ম্মাধিকার হইল তাহা নহে। যদি বলা হয় যে, শ্রাদ্ধপ্রকরণেই অগ্ন্যাধান বিহিত হইয়াছে, তাহা হইলে কিন্তু শ্রাদ্ধের অঙ্গরূপেই অগ্ন্যাধান কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে বলিয়া শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গেলে অগ্নিও পরিত্যাগ করিতে হয়। (কিন্তু তাহা বিধি নহে)। কেহ কেহ এস্থলে অন্য স্মৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন, "লৌকিক অগ্নিতেও বৈশ্বদেব হোম কর্ত্তব্য"। "শুষ্ক অন্নের দ্বারা উহা করা যায়", এইরূপও আবার অন্য স্মৃতির নির্দ্দেশ আছে। ৬০

(যে লোক এই পাঁচটী মহাযজ্ঞ নিজ শক্তি অনুসারে নিত্য করিতে থাকে--ইহা পরিত্যাগ করে না, সে ব্যক্তি গৃহে বাস করিয়াও প্রতিদিন এই সূনাদোষে লিপ্ত হয় না।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটীতে পঞ্চমহাযজ্ঞের নিত্যত্ব বিধান করা হইতেছে, বাকী সব অনুবাদ। অর্থাৎ এখানে 'নিত্যত্ব' অংশটীতেই বিধি অবশিষ্ট অংশ অনুবাদস্বরূপ। এই পঞ্চমহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে গেলে যদি কোন কিছু বৈগুণ্য (অঙ্গহানি) ঘটে তথাপি এইগুলি কর্ত্তব্য। এ বিষয়টীও ঐ কর্ম্মের নিত্যতা হইতেই পাওয়া যায় (কারণ নিত্যকর্ম্মে অঙ্গহানি দোষাবহ নহে)। অতএব "শক্তিতঃ" ইহার অর্থ যথাসম্ভব (যেমন যোগাড় হইয়া উঠিবে সেইভাবেই) অনুষ্ঠেয়। "শক্তিতঃ" এখানে "আদ্যাদিগণের উত্তর তসিল (তস্) প্রত্যয় হয়"—এই নিয়ম অনুসারে (আদিতঃ ইত্যাদির ন্যায়) 'তস্' প্রত্যয় হইয়াছে। "হাপয়তি" এখানে ণিচ্ প্রত্যয়ের অর্থ বিবক্ষিত

*মীমাংসা দর্শনের "স্থপতিনিষাদঃ স্যাৎ শব্দসামর্থ্যাৎ" (৬।১।৫১ সূত্র) ইত্যাদি সূত্রে বিচারিত হইয়াছে,— 'এতয়া নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ" এই শ্রুতিবাক্যে 'নিষাদস্থপতির' পক্ষে রৌদ্রযাগ নামক যে ইষ্টি বিহিত হইয়াছে এস্থলে 'নিষাদ স্থপতি' বলিতে কি নিষাদগণের স্থপতি কোন ত্রৈবর্ণিক এইরূপ অর্থ হইবে অথবা 'নিষাদজাতীয় স্থপতি' এইপ্রকার অর্থ গ্রহণীয় হইবে? ইহাতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে 'নিষাদ' অত্রৈবর্ণিক হওয়ায় বেদবিদ্যায় অনধিকৃত হইলেও কেবলমাত্র ঐ যাগটির জন্য যেটুকু বেদবিদ্যা আবশ্যক তাহা কাহারও নিকট আয়ত্ত করিয়া লইয়া সে ঐ যাগ করিতে পারিবে।

নহে কিন্তু প্রকৃতিভূত অণিজন্ত 'হা' ধাতুর অর্থই গ্রহণীয়। অথবা ("হা—আপয়তি" এইভাবে বিভক্ত করিয়া) 'হা' ইহার অর্থ হনন; 'হন্' ধাতুর উত্তর, 'সম্পদ্'-আদিগণ মধ্যগত ধরিয়া কিব্প্ প্রত্যয় করিয়া হয় 'হা'; তাহাকে আপিত (প্রাপ্ত) করায় এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'আপ্' ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে কিব্প্ প্রত্যয় করিয়া হয় 'হাপ্'। এই প্রাতিপদিকটীর উত্তর আবার 'করণার্থে' ণিচ্ করিয়া "হাপয়তি" হইতে পারে। "ন হাপয়তি" ইহার অর্থ যে ব্যক্তি উহা ত্যাগ না করে। নিজ গৃহে বাস করিতে থাকিলে সূনাসকল অপরিহার্য্যভাবে জন্মিবে; তথাপি উহার পাপে সে বন্ধ হয় না, এইভাবে প্রশংসা করা হইল। ৬১

(যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য অর্থাৎ অবশ্যভরণীয় ব্যক্তিগণ, পিতৃগণ এবং নিজে—এই পাঁচজনের নিমিত্ত অন্নমুষ্টি গ্রহণ না করে সে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতে থাকিলেও বাস্তবিকপক্ষে জীবিত নহে।)

(মেঃ)—ঐ পঞ্চযজ্ঞ না করার নিন্দা বলা হইতেছে; ইহা দ্বারা প্রকৃত (আলোচ্য) বিধিটীরই প্রশংসা বুঝাইতেছে। কেহ কেহ এস্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির পরিবর্ত্তে চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত পাঠ স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতানুসারে এখানে পাঠটী হয় এইরূপ,—"দেবতাতিথিভৃত্যেভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চাত্মনে তথা। ন নির্ব্বপতি পঞ্চভ্যঃ"। "ন নির্ব্বপতি"="নির্ব্বাপ করে না", এখানে 'নির্ব্বাপ' বলিতে দান বুঝাইতেছে, কিন্তু কেবলমাত্র উহাদের নিমিত্ত (অন্নের) অংশ কল্পনা করা উহার অর্থ নহে। আর ঐ দান সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া এখানে চতুর্থী বিভক্তি হওয়াও সঙ্গত। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ইঁহাদের উদ্দেশে দান না করে সে "উচ্ছ্বসন্ অপি"=প্রাণধারণ করিলেও—শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিলেও "ন জীবতি"=জীবিত নহে, কিন্তু মৃতই হইয়াছে; কারণ জীবিত থাকার যাহা ফল (প্রয়োজন) তাহা উহা দ্বারা সিদ্ধ হয় না। এখানে "ভৃত্যাঃ" ইহা দ্বারা "বৃদ্ধৌ তু মাতাপিতরৌ" (১১।১০) ইত্যাদি শ্লোকে যাহাদের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাদের বুঝিতে হইবে; 'ভৃত্য' অর্থ এখানে দাস (চাকর) নহে; কারণ দাসগণকে যে দান করা হয় কর্ম্ম তাহার নিমিত্ত (কারণ) অর্থাৎ তাহাদের কর্ম্মের পারিশ্রমিকরূপেই সেই দান। অথবা যাহারা গর্ভদাস (জন্মাবধি দাস হইয়া আছে সেরূপ ব্যক্তি) বৃদ্ধাবস্থায় প্রভুগৃহে কর্ম্ম করিতে অসমর্থ হইলেও তাহাদের ভরণ করিতে হয়। গৃহস্থিত জরাজীর্ণ গবাদি প্রাণীকে যে অবশ্য ভরণ করিতে হয় তাহা অগ্রে দায়বিভাগ প্রকরণে বলিব। গৌতমও তাই বলিয়াছেন, "ক্ষীণশক্তি হইলে উহাদের পালন করা কর্ত্তব্য"। 'দেবতাদিগের উদ্দেশে নির্ব্বাপ' বলিতে ইহাই বুঝায় যে, অগ্নিতে আহুতি দেওয়া, অঙ্গনে বলি (ভোজ্যদ্রব্য) নিক্ষেপ করা। দর্শপূর্ণমাস যাগের দেবতাদিগের উদ্দেশে যেমন "অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি" ইত্যাদি মন্ত্রে হবির্দ্রব্যের জন্য মুষ্টিগ্রহণ করা হয় এবং তথায় 'নির্ব্বাপ' বলিতে যেমন দেবতার সহিত সেই বস্তুর সম্বন্ধকরণ বুঝায় এখানেও সেইরূপ 'বৈশ্বদেব' নামক দেবতাগণের উদ্দেশে প্রদেয় বস্তুটীর সম্বন্ধ সম্পাদন করাই 'নির্ব্বপতি' পদটী দ্বারা বোধিত হইতেছে। যেহেতু এইভাবে দেবতার সহিত হবির্দ্রব্যের যে সম্বন্ধ তাহাই নির্ব্বাপ; অন্য আর কি হইতে পারে? কাজেই "দেবতাদিগের উদ্দেশে নির্ব্বাপ করিবে" এখানে 'দেবতা' পদের উল্লেখ দ্বারাই ভূতসকলকেও বুঝাইতেছে; এজন্য ভূতবলিরূপে ভূতগণের আর পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। এখানে "আত্মনে" এইভাবে যে 'আত্ম' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে উহা দৃষ্টান্তস্বরূপ। যেমন ভোজন বিনা নিজের জীবনধারণ হইতে পারে না, তাহার জন্য অন্নগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী, কারণ জীবনটী হইতেছে প্রিয় বস্তু; শাস্ত্রেও এইরূপ বিধান দেওয়া হইয়াছে "সর্ব্বপ্রকারে নিজেকে রক্ষা করিবে", দেবতা প্রভৃতির নিমিত্তও সেইরূপ এইভাবে অন্নমুষ্টি গ্রহণ ও ত্যাগ (নির্ব্বাপ) অবশ্যকর্ত্তব্য। ৬২

(পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী যজ্ঞকে যথাক্রমে অহুত, হুত, প্রহুত, ব্রাহ্মাহুত এবং প্রাশিত এইনামেও শাস্ত্রমধ্যে অভিহিত করা হইয়াছে।)

(মেঃ)—কোন কোন বেদশাখায় এই পঞ্চযজ্ঞকে এই সমস্ত শব্দে (নামে) অভিহিত করিয়া বিধান করা হইয়াছে। কাজেই এই পঞ্চযজ্ঞ বিধানটী শ্রুতিমূলক; ইহা দেখাইয়া (জানাইয়া) দিবার জন্য সেই শাখান্তরে (বেদশাখামধ্যে) ইহাদের যেরূপ প্রসিদ্ধি (সংজ্ঞা) আছে তাহা উল্লেখ করিতেছেন। আর ঐ প্রকরণেই শ্রুতিমধ্যে 'অহুত' প্রভৃতি নামে উল্লেখ করিয়া যে দুই-একটী ধর্ম্ম (গুণ বা অঙ্গ) উহাদের উদ্দেশে বিহিত হইয়াছে, যাহা এখানে বলিয়া দেওয়া হয় নাই তাহাও ঐ সকল

কর্ম্মে অনুষ্ঠেয়রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এখানে যে এই 'অহুত' প্রভৃতি অন্য সংজ্ঞা (আলাদা নাম) নির্দ্দেশ করা হইল, ইহাও তাহার প্রয়োজন। যেমন ব্রহ্মযজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, উদ্বাহ, পরিক্রিয়া প্রভৃতি। ৬৩

(জপকে বলা হয় 'অহুত', হোমকে বলে 'হুত', ভূতবলির নাম 'প্রহুত', ব্রাহ্মণ-অতিথির পরিচর্য্যাকে বলা হয় 'ব্রাহ্ম্যহুত', আর পিতৃতর্পণকে বলে 'প্রাশিত'।)

(মেঃ)—'অহুত' নামে এই যে যজ্ঞের কথা বলা হইল তাহা ঐ জপ (স্বাধ্যায়রূপ ব্রহ্মযজ্ঞ) ছাড়া আর কিছু নহে, বুঝিতে হইবে। "স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিগণের অর্চ্চনা করিবে", এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে; এজন্য বেদাধ্যয়নটী জপার্থক (কেবলমাত্র পাঠই উহার প্রয়োজন)। অথবা 'জপ' ইহার অর্থ স্মরণাত্মক মানসিক ক্রিয়া (মনে মনে আবৃত্তি করা)। কারণ, ধাতুপাঠমধ্যে 'জপ্' ধাতুটী ব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করা এবং মনে মনে স্মরণ বা আবৃত্তি করা, উভয় অর্থেই পঠিত হইয়াছে। অগ্নিতে যে হোম করা হয় তাহার নাম 'হুত'। ভূতবলি অর্থাৎ কাক প্রভৃতি প্রাণীদের উদ্দেশে খাদ্যদ্রব্য ছড়াইয়া দেওয়ার নাম 'প্রহুত'। যদিও এই ভূতবলিটীও হোম তথাপি সাধারণতঃ অগ্নিতে যে আহুতি দেওয়া হয় তাহাকেই অধিকাংশ স্থলে (প্রায় সকল স্থলেই) হোম বলা প্রসিদ্ধ; একারণে এই ভূতবলিটী হোম নহে (কারণ, ইহাতে অগ্নিতে দ্রব্য প্রক্ষেপ করিতে হয় না), এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে; এইজন্য ইহাকে 'প্রহুত' বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা,—উহা শুধু হোম নহে, কিন্তু উহা প্রকৃষ্ট হোম, এইরূপ প্রশংসা বুঝাইতেছে। "দ্বিজাগ্র্যার্চ্চা"=ব্রাহ্মণগণের যে "অর্চ্চা"=পূজা তাহাকে বলে "ব্রাহ্ম্যহুত"। আতিথ্য কর্ম্মটীকেই 'দ্বিজাগ্র্যার্চ্চা' বলা হইয়াছে। ৬৪

(স্বাধ্যায় কর্ম্মে নিত্যযুক্ত হইবে এবং ইহলোকে দৈবকর্ম্মানুষ্ঠানে নিত্য নিযুক্ত থাকিবে। কারণ, মানব দৈবকর্ম্মানুষ্ঠানে নিত্য নিযুক্ত হইলে তাহা দ্বারা সে এই চরাচরাত্মক জগৎকে পোষণ করে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে আমরা বলিয়া দিয়াছি যে পাঁচটী মহাযজ্ঞের প্রত্যেকটী স্বতন্ত্রভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া উহাদের প্রত্যেকটীই স্বস্বপ্রধান কর্ম্ম, কিন্তু ঐ পঞ্চমহাযজ্ঞের সমষ্টি মিলিয়াই যে একটী কর্ম্ম তাহা নহে। সেই কথাটীই এই শ্লোকে পরিস্ফুট করিয়া দিতেছেন। যদি দারিদ্র্য প্রভৃতি দোষ নিবন্ধন অথবা অন্য কোনও কারণে যোগাযোগ না ঘটায় আতিথ্যাদি পূজা সম্ভব হইয়া না উঠে তাহা হইলে 'স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্ত' হইবে। দৈবকর্ম্মেও নিত্যযুক্ত হইবে; বৈশ্বদেব নামক কর্ম্মে দেবতাগণের উদ্দেশে অগ্নিতে যে হোম করা হয় তাহাই 'দৈবকর্ম্ম'। ভূতযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞও দৈবকর্ম্মই বটে; তথাপি এখানে প্রকরণ অনুসারে অগ্নিতে হোম করাকেই দৈবকর্ম্ম বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে (প্রশংসারূপ) অর্থবাদ বলিতেছেন,—। "দৈবে কর্ম্মণি যুক্তঃ"=যে ব্যক্তি দৈবকর্ম্মপরায়ণ সে "চরাচরং"=স্থাবর এবং জঙ্গম সকলকেই "বিভর্ত্তি"=ধারণ করে। সে সমগ্র জগতের স্থিতি হেতু হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ৬৫

(অগ্নিতে যথাবিধি প্রক্ষিপ্ত আহুতি সূক্ষ্মাকারে সূর্য্যে গিয়া উপস্থিত হয়। আর সূর্য্য হইতে বৃষ্টি জন্মে, বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়; তাহাতে জীবগণ জন্মে এবং রক্ষিত হয়।)

(মেঃ)—অগ্নিতে আহুতি দিলে যে সমগ্র জগতের স্থিতি হয়, ইহা কিরূপে সম্ভব? তাহাই বলিতেছেন,—। যজমান কর্ত্তৃক অগ্নিতে "প্রাস্তা"=প্রক্ষিপ্ত, "আহুতিঃ"=চরু, পুরোডাশ প্রভৃতি হোমীয় দ্রব্য, "আদিত্যম্ উপতিষ্ঠতে"=অদৃশ্য আকারে সূর্য্যে উপস্থিত হয়। সূর্য্য সর্ব্বপ্রকার রস আহরণ করেন (রশ্মি দ্বারা আকর্ষণ করেন)। এইজন্য হোমীয় দ্রব্যের রসও সূর্য্যে উপস্থিত হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে। তাহার পর সেই রস কালক্রমে সূর্য্যকিরণে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। তাহা হইতে ধান্য প্রভৃতি অন্ন (অদনীয় বস্তু, খাদ্যদ্রব্য) জন্মে। তাহা হইতে আবার "প্রজাঃ"=প্রাণিগণ জন্মে এবং জীবনধারণ করে। যজমান (যাগযজ্ঞকারী ব্যক্তি) অগ্নিতে আহুতি দিয়া এইভাবে সমস্ত জগতের প্রতি অনুগ্রহশীল হইয়া থাকে। পূর্ব্বশ্লোকে যে বিধি বলা হইয়াছে ইহা তাহারই শেষভূত (স্তুতিরূপ অর্থবাদ); কিন্তু এই শ্লোকটীর যথাশ্রুত

অর্থে তাৎপর্য্য নাই। কারণ, তাহা হইলে যে ব্যক্তি বৃষ্টি কামনা করে কেবল তাহারই ঐ সকল কর্ম্মে অধিকার হয় (যেহেতু বৃষ্টিকেই উহার ফল বলা হইয়াছে)। কিন্তু বৃষ্টিকামী ব্যক্তিরই যে ইহাতে অধিকার তাহা উপদিষ্ট হয় নাই। আর ইহাকে ঐ আলোচ্য প্রতিপাদ্য বিষয়টীর অঙ্গ বলিলেই যখন পদগুলির অন্বয় (সংগত অর্থ) সম্ভব হইতেছে তখন 'বৃষ্টিকামী ব্যক্তির ইহাতে অধিকার' এইরূপ কল্পনা করিবারও কোনও কারণ নাই। ৬৬

(সমস্ত প্রাণীই যেমন প্রাণ বায়ুকে অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করে সেইরূপ অপরাপর আশ্রমগুলি গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে।)

(মেঃ)—ঐ মহাযজ্ঞগুলি যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা অন্য প্রকারে দেখাইতেছেন। 'বায়ু' ইহার অর্থ প্রাণবায়ু; তাহাকে আশ্রয় করিয়া সকল প্রাণীই বাঁচিয়া থাকে; যেহেতু, যে প্রাণহীন তাহার জীবন নাই; কারণ প্রাণধারণ করাই হইতেছে জীবন। 'জন্তু' শব্দটীর অর্থ প্রাণিমাত্র—(সকল প্রকার প্রাণী)। 'সর্ব্ব' শব্দটী প্রয়োগ করিবার অভিপ্রায় এই যে, দেবর্ষিগণের মধ্যে 'অতিশয়' অর্থাৎ শক্তির আধিক্য আছে বটে কিন্তু তাঁহাদেরও জীবন এই বায়ুর অধীন। গৃহস্থও সেইরূপ সকল আশ্রমীর প্রাণতুল্য। এইজন্য যাহাতে সকলের উপজীব্য (আশ্রয় বা রক্ষক) হইতে পারা যায় সেইরূপ হওয়া উচিত, ইহাই এখানের তাৎপর্য্যার্থ। এস্থলে "ইতরাশ্রমাঃ" এখানে 'ইতর' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় যদিও এইরূপ বুঝাইতেছে যে গৃহস্থাশ্রম ছাড়া অন্যান্য আশ্রমও রহিয়াছে তথাপি ইহা দ্বারা অগৃহস্থের পক্ষে যে ইহা নিষেধ করা হইতেছে তাহা নহে। তবে স্নাতকের পক্ষে আতিথ্যদান প্রভৃতি বিশেষভাবে বিহিত হইয়াছে। অতএব অন্য আশ্রমগুলি যে গৃহস্থাশ্রমের তুল্য নহে তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য এখানে 'ইতর' শব্দটী বলা হইয়াছে। শাস্ত্রমধ্যে এরূপ উল্লেখও নাই, সকলে যে কেবল নিজের দ্বারা জীবনধারণ করিতে কিংবা পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করিতে পারে তাহাও নহে। 'ইতর' এমন 'আশ্রম'=ইতরাশ্রম, এইভাবে (কর্ম্মধারয়) সমাস হইয়াছে। ৬৭

(যেহেতু গৃহস্থাশ্রম দ্বারাই অপর তিনটী আশ্রম প্রতিদিন জ্ঞান এবং অন্নের দ্বারা উপকৃত হইতেছে অতএব গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ আশ্রম।)

(মেঃ) যেহেতু অপর তিনটী আশ্রমই গৃহস্থাশ্রম দ্বারা "জ্ঞানেন"=বেদার্থ ব্যাখ্যা দ্বারা "অন্নেন চ"=এবং অন্নদান দ্বারা "ধার্য্যন্তে" উপকৃত হইতেছে সেই কারণে "গৃহম্"=গৃহস্থাশ্রমটী "জ্যেষ্ঠাশ্রমঃ"=শ্রেষ্ঠ আশ্রম। এখানে "জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী" এইরূপ পাঠ যদি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে 'জ্যেষ্ঠাশ্রম' ইহা বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন হয় (জ্যেষ্ঠ হইয়াছে আশ্রম যাহার, এইরূপ ব্যাসবাক্য)। আর যদি "গৃহম্" এইরূপ পাঠ ধরা যায় তাহা হইলে ইহা বিশেষণ সমাস (জ্যেষ্ঠ এমন আশ্রম, এইভাবে কর্ম্মধারয় সমাস) হয়। এস্থলেও "গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে"=গৃহস্থগণের দ্বারাই উপকৃত হয়, ইহা ঔচিত্যের অনুবাদ, (যাহা উচিত বা গৃহস্থের কর্ত্তব্য তাহারই উল্লেখমাত্র); কিন্তু ইহা দ্বারা বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রমে যে অধ্যাপনা প্রভৃতি কর্ম্ম নিষিদ্ধ তাহা বলা হইতেছে না। কারণ, বানপ্রস্থ আশ্রমীর পক্ষেও "এই মহাযজ্ঞগুলির অনুষ্ঠান করিবে" এইভাবে এই পঞ্চমহাযজ্ঞরূপ কর্ম্মটী বিহিতই হইয়াছে। আবার প্রব্রজিত (সন্ন্যাসী) লোকের পক্ষেও সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা বিহিত; যথা,—"সকল প্রাণীর প্রতি সমভাব অবলম্বন করিবে, তাহারা হিংসাই করুক আর অনুগ্রহই করুক; নিজে হিংসা এবং অনুগ্রহে নির্লিপ্ত হইবে, কোন প্রকার আড়ম্বরযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে না" এইভাবে অনুগ্রহ করিবারও নিষেধ আছে বটে তথাপি বেদার্থ ব্যাখ্যা করিতে থাকা সন্ন্যাসীর পক্ষে বিহিত হইয়াছে। তবে তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যাভ্যাস বেশীভাবে সম্পাদন করিতে হয়, এইরূপ বিধান থাকায় বেদার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে ঐ দুইটী আশ্রমের লোকেরা বিশেষ প্রযত্ন দেন না। আবার ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিজ স্বার্থ (বেদাধ্যয়ন) লোপ পাইয়া যাইবে, এইজন্য তাহার পক্ষে বেদ অধ্যাপনা করা চলে না। অপিচ তাহার পক্ষে ভৈক্ষ দ্বারা জীবনধারণ করা উপদিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং তাহার পক্ষে অপরকে অন্নদান করা কিরূপে সম্ভব? এই সমস্ত কারণে গৃহস্থের পক্ষেই এটা সাধারণতঃ বেশীভাবে অনুষ্ঠান করা সম্ভব বলিয়া এখানে "গৃহস্থেনৈব"=কেবল গৃহস্থগণের দ্বারাই উপকৃত হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে। ৬৮

(সেই গৃহস্থাশ্রমটীকে যত্নপূর্ব্বক ধারণ করিয়া রাখা উচিত; ইহাতে পরলোকে অক্ষয়স্বর্গ এবং ইহলোকে অনন্ত সুখলাভ হয়। দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে ইহাকে সম্যক্‌রূপে ধারণ করিয়া থাকা অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার।)

(মেঃ)—"সঃ"=সেই গৃহস্থাশ্রম; "প্রযত্নেন"=বিশেষ যত্নসহকারে তাঁহার পক্ষে "সন্ধার্য্যঃ"= অনুষ্ঠেয় অর্থাৎ পালনীয়, যিনি স্বর্গ কামনা করেন এবং যিনি সুখ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। (সুখ কি রকম?) "অত্যন্তম্"-যে সুখের অন্ত নাই—(অনন্ত সুখ)। এই 'অত্যন্ত' শব্দটী দ্বারা সেই সুখের নিত্যতা (অবিনশ্বরতা) বোধিত হইতেছে। "যঃ"=যে গৃহস্থাশ্রমটী "অধার্য্যঃ"=ধারণ করা অসম্ভব, "দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ"=যাহাদের ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল (অসংযত) তাহাদের পক্ষে। ইহা দ্বারা যে বিষয়টী বলিয়া দেওয়া হইল সেটী এইরূপ,—। যেহেতু গৃহাশ্রমে থাকিতে গেলে স্ত্রী-সম্ভোগ, সুমার্জ্জিত অন্ন ভোজনাদি অবশ্যম্ভাবী, আর তাহার ফলে ইন্দ্রিয়সকল বিষয়াকৃষ্ট হয় বলিয়া দোষও অপ্রত্যাখ্যেয়, সেইজন্য এখানে এইরূপ বলা হইতেছে যে, অন্য আশ্রমগুলিতে যে পরিমাণ প্রযত্ন দিতে হয় এই গৃহস্থাশ্রমটীতে তদপেক্ষা অধিক প্রযত্ন দেওয়া উচিত। কারণ, এখানেও খুব বেশী ইন্দ্রিয়সংযম আবশ্যক। যেমন, ঋতু ভিন্ন কালে নিজ স্ত্রীতে উপগত হওয়া চলে না; পরস্ত্রী সংসর্গ করা চলিবে না; পঞ্চযজ্ঞাবশিষ্ট অন্নমাত্র ভোজন করিতে হয়। কাজেই ইন্দ্রিয়গুলিকে আকৃষ্ট করিবার বিষয় বিদ্যমান থাকিতে এইসব নিয়ম পালন করা খুবই কঠিন।

"স্বর্গম্ অক্ষয়ম্ ইচ্ছতা"=অক্ষয় স্বর্গ অভিলাষে। ইহা দ্বারা একথা বলা হইতেছে না যে, গৃহস্থাশ্রমে অনুষ্ঠেয় সকল প্রকার কর্ম্মেরই ফল স্বর্গ। কারণ, উহাদের মধ্যে কতকগুলি আছে নিত্যকর্ম্ম (যাহার ফল স্বর্গ হইতে পারে না); আবার কতকগুলি কর্ম্মের অন্যপ্রকার ফলই নির্দ্দেশ করা আছে। যেসকল কর্ম্মের ফলশ্রুতি নাই (কোন বিশেষ ফল উল্লিখিত হয় নাই) সেগুলির ফল স্বর্গ, ইহা কল্পনা করা যায় বটে, কিন্তু কেবলমাত্র সেই কর্ম্মগুলির ফল স্বর্গ, এইভাবে সেগুলিকে বিশেষ (পৃথক্) করিয়া এখানে যে অনুবাদ (উল্লেখ) করা হইয়াছে, এরূপ বলিবার কোন হেতু এখানে নাই। অতএব "স্বর্গম্ অক্ষয়ম্" ইহা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট এবং অনির্দ্দিষ্ট অভিলষিত (স্বর্গ প্রভৃতি) সর্ব্বপ্রকার ফলেরই অনুবাদস্বরূপ। (অর্থাৎ ইহা দ্বারা কেবল স্বর্গ ফলটীই নির্দ্দেশ করা হইতেছে না কিন্তু সকল প্রকার ফলই লক্ষ্য করা হইয়াছে)। আর একথাও বলা যায় না যে, ইহা স্বতন্ত্রই একটী অধিকার অর্থাৎ ফলসম্বন্ধ নির্দ্দেশ বা ফলশ্রুতি। কারণ, ইহা যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য অথচ ইহা স্বর্গফলক, এরূপ বলিতে পারা যায় না (যেহেতু যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্মের ফল স্বর্গ নহে)। আবার "সুখং চেহেচ্ছতা" ইহা দ্বারা সুখ ফলরূপে বিধেয় হইতেছে যে তাহা নহে, যেহেতু ইহা এখানে অবিধেয়ের তুল্য, এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, বুঝা যাইতেছে। কারণ, ইহলোকে সুখ কামনা যে কোন্ কর্ম্মের ফল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যেহেতু কোন বিশেষ সুখের উল্লেখ নাই। সুখ হইতেছে প্রীতি। আর সেই প্রীতিটী গ্রামলাভ, পুত্রলাভ ইত্যাদি প্রকার বিশেষণযুক্ত হইয়াই প্রতীত হয়—এতদ্বিষয়ক অথবা এতৎকারণক প্রীতি, এইরূপেই প্রতীতি জন্মে। কিন্তু কোন প্রকার বিশেষণ শূন্য নির্ব্বিশেষ প্রীতি অনুভব হয় না। সেরূপ প্রীতিও হইতে পারে বটে কিন্তু সেই অনবচ্ছিন্ন প্রীতি স্বর্গ ছাড়া আর কিছু নহে। কিন্তু সেই স্বর্গ ইহলোকে ভোগ্য নহে। কাজেই "সুখমক্ষয়মিচ্ছতা" এটী, ইহলোকের যে দৃষ্ট সুখ তাহা লাভ করিবার যে ইচ্ছা হয়, তাহারই অনুবাদ। অন্যান্য আশ্রমবাসিগণ গৃহহীন; তাঁহারা গাছতলায় বাস করেন, কিংবা পরগৃহে দুঃখেই থাকেন। অতএব ইহা অনুবাদ; তাহার সদৃশ হওয়ায় এটীও অনুবাদ ছাড়া আর কিছু নহে। ৬৯

(ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতগণ এবং অতিথিগণ ইঁহারা সকলেই গৃহিগণের নিকট প্রত্যাশা করেন। সুতরাং শাস্ত্রের নির্দ্দেশ জানিয়া তাঁহাদের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদন করা উচিত।)

(মেঃ)—ইঁহারা সকলে "কুটুম্বিভ্যঃ"=গৃহিগণের নিকট, "অর্থয়ন্তে"=গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, প্রত্যাশা করেন। ("আশাসতে"='আশাসন' করেন)—নিজ উপকার লাভ করিবার যে ইচ্ছা তাহাই আশাসন; ইহারই নাম আকাঙ্ক্ষা। এই কারণে "তেভ্যঃ"=ঐ দেবাদিগণের উদ্দেশে "কার্য্যং"=শাস্ত্রবিহিত হোমাদি কর্ত্তব্য। "বিজানতা"=শাস্ত্রের মর্য্যাদা (নিয়ম) বুঝিয়া; (কুটুম্বী= 'কুটুম্বযুক্ত'); 'কুটুম্ব' ইহার অর্থ পত্নী। কোন সাধারণ লোক, এমনকি নিকৃষ্ট লোকও যদি

গুরুতর আয়াস স্বীকার করিয়া (?) কোন আশা নিবন্ধ করে তাহা হইলে তাহা বিফল করা উচিত নহে, আর দেবতাগণ যদি সেরূপ করেন তবে তাহা কি বিফল করা যায়? ইহা স্তুতি। ৭০

(স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিগণের অর্চ্চনা করিবে, যথাবিধি হোম করিয়া দেবগণের পূজা করিবে, পিতৃগণকে শ্রাদ্ধের দ্বারা, মনুষ্যগণকে অন্নদান দ্বারা এবং ভূতগণকে বলিকর্ম্ম দ্বারা আপ্যায়িত করিবে।)

(মেঃ)—"স্বাধ্যায়মধীয়ীত" এই বাক্যটীর যাহা অর্থ এখানকার "স্বাধ্যায়েনার্চ্চয়েতর্ষীন্" এই বাক্যটীরও সেই একই অর্থ। শ্রদ্ধা, আদর সহকারে পাদ্য অর্ঘ, মাল্য, অনুলেপন দ্বারা যাহা করা হয় তাহা 'অর্চ্চা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহাও স্তুতিবোধক বাক্য। যেহেতু স্বাধ্যায় এবং ঋষিপূজা ইহাদের দুইটীর মধ্যে করণ সম্বন্ধ নাই। কারণ, বেদমন্ত্রসকল অগ্নি প্রভৃতি দেবতার স্তুতিবোধক। তথাপি উহারা ঋষিগণেরও (যেন) স্তুতি করিয়া থাকে। অতএব "স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিগণের অর্চ্চনা করিবে" ইহা বলা কেবল প্রশংসামাত্র। অথবা 'ঋষি' বলিতে এখানে মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণকে বুঝাইতেছে না; কিন্তু 'ঋষি' ইহার অর্থ বেদ। আর "স্বাধ্যায় অধ্যয়ন কর্ত্তব্য" ইত্যাদি স্থলের ন্যায় স্বাধ্যায় শব্দটীর অর্থও এখানে 'বেদ' নহে, কিন্তু উহা ক্রিয়াবাচক। সুতরাং "স্বাধ্যায়েনার্চ্চয়েতর্ষীন্" ইহার দ্বারা এই কথা বলা হইল যে, "অধ্যয়নের দ্বারা বেদের পূজা করিবে অর্থাৎ যথাবিধি বেদাভ্যাস করিবে"; ইহা ছাড়া অন্যপ্রকার পূজা সম্ভব নহে। "হোমৈর্দেবান্"=হোমের দ্বারা দেবগণের পূজা করিবে। এখানেও 'অর্চ্চা' (পূজা) ভাক্ত অর্থাৎ লাক্ষণিক বা গৌণার্থক। কারণ, হোমে দেবতা প্রধান নহে, যেহেতু সেখানে দেবতা কারক (সম্প্রদান) হইয়া থাকে। "পিতৄন্ শ্রাদ্ধেন"=শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতৃগণের অর্চ্চনা করিবে। এখানে নিয়োগটী (ক্রিয়াটী) যেভাবে উল্লিখিত সেইরূপেই (মুখ্য পূজা অর্থেই) গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ নিয়োগটী অর্থাৎ শ্রাদ্ধ ক্রিয়াটী শ্রাদ্ধবিধান প্রকরণে নিরূপণ করা যাইবে। "নৄন্"=অতিথি ভিক্ষুক প্রভৃতি মনুষ্যগণকে "অর্চ্চয়েৎ"=পূজা করিবে অর্থাৎ তাহাদিগকে সমাদরপূর্ব্বক অন্নদান করিবে। ৭১

(পিতৃগণের প্রীতি উৎপাদন করিবার নিমিত্ত ভোজ্য, জল, দুধ, অথবা ফল মূল দিয়া প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করিবে।)

(মেঃ)—"দদ্যাৎ" ইহার অর্থ 'করিবে'। "অহরহঃ"=প্রতিদিন। "শ্রাদ্ধম্":—এই নামটীর দ্বারা ঐ কর্ম্মের ধর্ম্ম (ইতিকর্ত্তব্যতা বা অনুষ্ঠান প্রক্রিয়া) অতিদেশ করা হইতেছে। 'শ্রাদ্ধ' ইহা হইতেছে পিতৃগণের উদ্দেশে অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম; ইহা অমাবস্যায় কর্ত্তব্য। এখানে 'শ্রাদ্ধ' এই নামটীর দ্বারা ঐ পিত্র্য কর্ম্মের যেসকল ইতিকর্ত্তব্যতা (অনুষ্ঠান প্রক্রিয়া) আছে তাহার অতিদেশ করা হইতেছে। "অন্নাদ্যেন"=খাদ্য অন্ন দ্বারা;—। অগ্রে "তিলৈ ব্রীহিযবৈঃ" (৩।২৬৭) ইত্যাদি শ্লোকে যাহা বিধান করা হইবে, ইহা তাহারই অনুবাদ (উল্লেখমাত্র)। এখানে অনুবাদ হইলেও পরে ইহার অর্থ বিবক্ষিত। "উদকেন"=জল দিয়া। "পয়ঃ" ইহার অর্থ দুগ্ধ। ৭২

(পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত যে শ্রাদ্ধকর্ম্ম তাহাতে পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত অন্ততঃ একটী ব্রাহ্মণও খাওয়াইবে। তবে ইহার যে বৈশ্বদেব কর্ম্ম তাহাতে একজনও ব্রাহ্মণ খাওয়াইতে হইবে না।)

(মেঃ)—বৈশ্বদেব কর্ম্মটীও শ্রাদ্ধনামেই বিহিত হইয়াছে। কাজেই শ্রাদ্ধের যত কিছু বিধান (অনুষ্ঠান) আছে সমস্তই তাহাতে অনুষ্ঠেয়রূপে প্রাপ্ত (উপস্থিত) হয়। এইজন্য "ন চৈবাত্রাশয়েৎ কঞ্চিৎ"=ইহাতে কোনও একটীও ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হইবে না, ইহা দ্বারা বলিয়া দিতেছেন যে, শ্রাদ্ধের কোন কোন ইতিকর্ত্তব্যতাভাগ এই বৈশ্বদেব কর্ম্মে লোপ পায় (তাহা অনুষ্ঠান করিতে হয় না)। "অত্র"=এই আহ্নিক (প্রতিদিন কর্ত্তব্য) শ্রাদ্ধে "বৈশ্বদেবং প্রতি"=বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে ব্রাহ্মণভোজন বিহিত (অবশ্য কর্ত্তব্য) নহে। কেহ কেহ এস্থলে বলেন,—শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন অন্য বিধিবলে প্রাপ্ত হইতেছে। তথাপি এখানে "একমপ্যাশয়েৎ" এস্থলে পুনরায় "আশয়েৎ"=খাওয়াইবে, এইরূপ উল্লেখ থাকায়, এই বাক্যটীর অপূর্ব্বতাই (অপ্রাপ্ততাই) বোধিত হইতেছে। সুতরাং ইহা দ্বারা এই কথাই জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, এই শ্রাদ্ধটীর এই পর্যন্তই অনুষ্ঠান যে ইহাতে পিতৃগণের উদ্দেশে কেবল একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই

ক্রিয়াটী সম্পন্ন হইবে, শ্রাদ্ধের অপরাপর যেসকল ইতিকর্ত্তব্যতা আছে, যেমন অর্ঘ্যপাত্র প্রভৃতি, 'অগ্নৌকরণ' হোম প্রভৃতি সেগুলির কোন কিছুই আর করিতে হইবে না। আর শ্রাদ্ধের পর ব্রহ্মচর্য্য, স্বাধ্যায় নিষেধ প্রভৃতি যেসমস্ত নিয়ম আছে তাহাও পালনীয় নহে। "একমপ্যাশয়েদ্ বিপ্রম্",—ইহার তাৎপর্য্য এই যে শ্রাদ্ধে তিনজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার নিয়ম আছে; কাজেই উভয় পক্ষে এক এক জন ব্রাহ্মণকে খাওয়ান বিধিবিহিত নহে; সুতরাং তাহার প্রাপ্তিও ছিল না; এজন্য ঐ অপ্রাপ্ত একত্ব এখানে বিধান করা হইতেছে। অন্তত একটী ব্রাহ্মণকেও খাওয়াইবে; তবে সম্ভব হইলে বহু ব্রাহ্মণও খাওয়ান যাইবে। "পিত্র্যর্থম্" ইহার অর্থ পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত। "পাঞ্চযজ্ঞিকম্"=যাহা পঞ্চযজ্ঞে সম্ভূত অর্থাৎ যাহা পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত। "পাঞ্চযজ্ঞিক" শব্দটী এখানে 'শ্রাদ্ধ' অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহা পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত তর্পণ হইতে পারে না। এইজন্য ঐ তর্পণ এবং ব্রাহ্মণভোজন উভয়ের সমুচ্চয় হইবে অর্থাৎ দুইটাই কর্ত্তব্য হইবে। বস্তুতঃ "অদ্ভিরেব তর্পয়ত্যদ্ভিঃ"=জল দিয়া যে তর্পণ করা হয় ইত্যাদি বচন থাকায় তদনুসারে উভয়ের বিকল্পও হইবে। ৭৩

(ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে অন্ন সিদ্ধ করিয়া গৃহ্য অর্থাৎ আবসথ্য অগ্নিতে যথাবিধি এই সমস্ত বক্ষ্যমাণ দেবতার উদ্দেশে হোম করিবে।)

(মেঃ)—বিশ্বদেবগণের নিমিত্ত যে পাক করা হয় তাহাকে বৈশ্বদেব পাক বলে। 'বিশ্বদেব' শব্দটী সকল দেবতাকে বুঝাইলেও কেবলমাত্র যাঁহারা সম্প্রদান (যাঁহাদের যাঁহাদের অন্ন দেওয়া হইবে) তাঁহাদিগকেই বুঝাইতেছে। আর তাহা হইলে ঐ অন্ন যে অতিথি প্রভৃতির নিমিত্ত ব্যবহার করা যাইবে তাহাও ইহা দ্বারা বলিয়া দেওয়া হইল। ঐ সিদ্ধ অন্ন দিয়া এইসমস্ত বক্ষ্যমাণ দেবতার উদ্দেশে হোম করিবে। এখানে "সিদ্ধস্য" এই শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় এইরূপ অর্থই বুঝাইতেছে যে, অন্ন পাকের পূর্ব্বে "দেবস্য ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে দেবতার উদ্দেশে যে নির্ব্বাপ (তণ্ডুলমুষ্টি গ্রহণ—এক এক দেবতার উদ্দেশে এক এক মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ) করা হয়, তাহা এখানে কর্ত্তব্য নহে। কেবল সকলের উদ্দেশে অন্ন পাক করা হইয়া গেলে সেই অন্ন দিয়া হোমাদি অনুষ্ঠেয়, ইহাই এখানে বিধিটীর অর্থ। "গৃহ্যে" গৃহ্য অগ্নিতে; যথাবিধি হোমাধিকরণের নির্দ্দেশ। "বিধিপূর্ব্বকম্",—অগ্নির পরিসমূহন (চতুষ্পার্শ্ব সম্মার্জ্জন), পর্য্যুক্ষণ (জলধারা দিয়া বেষ্টন) প্রভৃতি যেসমস্ত অনুষ্ঠান শিষ্টাচারক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই সমস্ত ইতিকর্ত্তব্যতা গ্রহণীয়, ইহা এই "বিধিপূর্ব্বকম্" পদটী দ্বারা বলিয়া দেওয়া হইল। "ব্রাহ্মণঃ" ইহা দ্বারা ত্রৈবর্ণিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই অধিকার (কর্ত্তব্যতা) বলা হইয়াছে। "অন্বহম্" ইহার অর্থ নিত্য (প্রতিদিন)। "আভ্যঃ দেবতাভ্যঃ" এইভাবে 'দেবতা' শব্দটী প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহাতে স্বাহাকার ('স্বাহা' এই শব্দটী) প্রয়োগ করিতে হইবে। যদি ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দেশ করা থাকে তাহা হইলে "অগ্নেরিদম্" ইত্যাদি প্রয়োগ হয়। কিন্তু দেবতা শব্দটীর উল্লেখ থাকায় "'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করিয়া দেবতাগণকে হবির্দ্দান দেওয়া হয়" এই নিয়ম অনুসরণ করিতে হয়। 'যাজ্যা' বেদমন্ত্র বিশেষ, বৈদিক যজ্ঞে পাঠ করিতে হয়; এই যাজ্যার শেষে 'বষট্' এই শব্দটী উচ্চারণ করিতে হয়, ইহাই বিধিবোধিত। কিন্তু স্মার্ত্ত হোমে ঐ বষট্কার নাই; (এখানে স্বাহাকারই প্রযোজ্য)। স্বাহাকারটী শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সকল কর্ম্মেই প্রয়োগ করা যায়। আর তাহা হইলে এখানে "অগ্নয়ে স্বাহা" ইত্যাদি প্রয়োগ হইবে; এই মন্ত্রে হোম কর্ত্তব্য। ৭৪

(প্রথমে অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ভাবে এবং পরে ঐ দুইটী দেবতার সম্মিলিতভাবে হোম করিতে হইবে—"অগ্নয়ে স্বাহা, সোমায় স্বাহা" এবং "অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা" এইভাবে হোম কর্ত্তব্য; বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে—"বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা" এইভাবে এবং তাহার পর ধন্বন্তরির উদ্দেশে "ধন্বন্তরয়ে স্বাহা" এই বলিয়া হোম করিতে হইবে।)

(মেঃ)—এখানে "আদৌ" এটী অনুবাদ। পাঠক্রম অনুসারেই অগ্নি প্রথমপ্রাপ্ত। (কাজেই "আদৌ"='প্রথমে অগ্নির' ইহা অপূর্ব্বার্থক নহে বলিয়া অনুবাদ)। ঐ দুইটী আহুতি পৃথক্ পৃথক্ হইবে। আর, ঐ অগ্নি এবং সোম এই দুইটীকে মিলিত করিয়া "অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা" এইরূপ প্রয়োগ হইবে। তাহার পর "বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা" এইরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে। ন্তরয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে একটী মাত্রই আহুতি প্রদেয়। ৭৫

("কুহ্বৈ স্বাহা, অনুমত্যৈ স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা, দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা" এবং শেষকালে "অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা" এই বলিয়া হোম করিতে হইবে।)

(মেঃ)—"সহ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ" ইহা দ্বারা বলা হইল—"দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা"। "তথা স্বিষ্টকৃতে অন্ততঃ"=আর সর্ব্বশেষে 'স্বিষ্টকৃৎ' হোম কর্ত্তব্য। এখানে 'স্বিষ্টকৃৎ' এটী গুণবাচক (বিশেষণ) পদ; আর 'অগ্নি' শব্দটী স্বতই 'গুণী' (বিশেষ্য) হইয়া রহিয়াছে। অন্য স্মৃতিমধ্যে বচনমধ্যেই "অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে"; এইরূপ বলিয়া দেওয়া আছে। আবার বেদমধ্যে সকল হোমেতেই "অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে" এইরূপে হোম কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। 'স্বিষ্টকৃৎ-হোম' যে অন্তে (সকলের শেষে) কর্ত্তব্য, ইহা পাঠ দ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে--শ্লোকটীতে যেভাবে নির্দ্দেশ আছে তাহা দ্বারাই উহা নিরূপিত হয় তথাপি এখানে "অন্ততঃ" এই পদটী প্রয়োগ করিয়া ইহাই জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে অন্য স্মৃতিমধ্যে যখন আরও বেশী আহুতি দিবার নির্দ্দেশ আছে তখন এখানে সেগুলির সমুচ্চয় করিতে হইলে সেইগুলিকে স্বিষ্টকৃৎ হোমের পূর্ব্বে আনিয়া বসাইতে হইবে--আহুতি দিতে হইবে। আচ্ছা, এই বৈশ্বদেব হোম যখন স্বরূপতঃ এক তখন এখানে যেসকল দেবতার উল্লেখ রহিয়াছে ইহাদের বিকল্প হওয়াই ত সংগত? (উত্তর)--এই হোমের একত্ব আবার কোথা থেকে আসিতেছে? (বৈশ্বদেব হোম স্বরূপতঃ এক নহে)। কারণ, এখানে "অগ্নেঃ সোমস্য চ" ইত্যাদি যে বচন ইহাই হইতেছে এই হোমের উৎপত্তিবাক্য। আর এই উৎপত্তিবাক্যে হোম যখন বিশেষ বিশেষ দেবতা দ্বারা অবরুদ্ধ (বিশেষণযুক্ত) হইতেছে তখন এই হোমগুলি যে ভিন্ন ভিন্ন তাহাই প্রতীত হইতেছে। ৭৬

(এই প্রকারে একাগ্রচিত্ত হইয়া হবির্দ্রব্য আহুতি প্রদান করিবার পর ইন্দ্র, যম, জলাধিপতি বরুণ এবং সোম এই সমস্ত দেবতা এবং তাহাদের অনুচরগণের উদ্দেশে পূর্ব্বাদিক্রমে দক্ষিণাবর্ত্তে বলি নিক্ষেপ করিবে।)

(মেঃ)- "সম্যক্" ইহার অর্থ অনন্যচিত্ত হইয়া, দেবতাকে ধ্যান করিতে থাকিয়া। এই প্রকারে এই সকল দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে হোম করিয়া তাহার পর চারিদিকে পর পর "প্রদক্ষিণম্"= দক্ষিণাবর্ত্তে, -। প্রথমে পূর্ব্ব দিকে, তাহার পর দক্ষিণ দিকে, এইভাবে দক্ষিণাবর্ত্তে। ইন্দ্র, অন্তক (যম), অপ্পতি (জলাধিপতি বরুণ) এবং ইন্দু ইঁহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশে পূর্ব্বাদিক্রমে এক-একটী দিকে, -। কেহ কেহ বলেন, 'ইন্দু' দেবতা হবির্ভাগ পাইবার অধিকারী নহেন। এইজন্য এখানে এই শব্দটী দ্বারা তাঁহার উদ্দেশে যদি বলি প্রক্ষেপ বিধান করা না হয় তাহা হইলে তিনি কিরূপে হবিভাগী হইতে পারেন? এই বলিহরণ কর্ম্মটীও যে হোম তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে যে যে দেবতার যে যে নাম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা বিবক্ষিত নহে, কিন্তু অন্য স্মৃতিমধ্যে যেভাবে নাম বলিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই সেই শব্দেই দেবতার উদ্দেশ করিতে হইবে। এখানে সেই সেই শব্দ উল্লেখ করিতে গেলে ছন্দোভংগ হইয়া পড়ে, এইজন্য তাহা গ্রহণ করা হয় নাই। "সানুগেভ্যঃ"=অনুগগণের সহিত—। 'অনুগ' অর্থে অনুচর; সেই সেই দেবতার অনুগামী পুরুষ। যেমন, পূর্ব্বদিকে "ইন্দ্রায় স্বাহা", "ইন্দ্রপুরুষেভ্যো স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে বলি প্রদান করিতে হইবে। ৭৭

(দ্বারদেশে "মরুদ্ভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে বলি নিক্ষেপ করিবে, জলে "অদ্ভ্যঃ স্বাহা" এই বলিয়া এবং উদূখল কিংবা মুষলে "বনস্পতিভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে বলি নিক্ষেপ করিবে।)

(মেঃ)- "মরুদ্ভ্যঃ ইতি", "অদ্ভ্যঃ ইতি" এবং "বনস্পতিভ্যঃ ইতি"—এই তিন স্থলে 'ইতি' শব্দটী দিবার অভিপ্রায় এই যে ঠিক ঐ শব্দগুলি স্বরূপতঃ অবিকৃতভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে। "অপ্সু" ইহা দ্বারা ঐ দেবতার উদ্দেশে বলি নিক্ষেপের অধিকরণ (স্থান) বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। "অদ্ভ্যঃ" এটী দেবতার নাম নির্দ্দেশ। "বনস্পতিভ্যঃ ইতি মুষলোলূখলে"=উলূখল কিংবা মুষলে "বনস্পতিভ্যো স্বাহা" এই মন্ত্রে বলি নিক্ষেপ করিবে। "মুষলোলূখলে" এখানে দ্বন্দ্ব সমাসে একবদ্ভাব হইয়াছে (সমাহার দ্বন্দ্বে একবচন হইয়াছে)। এজন্য এই দুইটী আধার (বলি নিক্ষেপ স্থান) বিকল্পিত হইবে। উদূখল এবং মুষল এদুটী গুণস্বরূপ; আর আহুতি হইতেছে প্রধান। কাজেই গুণের অনুরোধে প্রধানের (হোমের) আবৃত্তি (পুনর্ব্বার অনুষ্ঠান) সঙ্গত নহে। (এজন্য উদূখল এবং মুষল এদুইটী আধারের বিকল্প হইবে—উদূখলেই হউক

কিংবা মুষলেই হউক—ঐ মন্ত্রে একবার মাত্র বলি নিক্ষেপ করিলেই চলিবে।) আর একথা বলা যায় না যে, উদূখল-মুষলকে একত্র করিয়া সেইখানে ঐ আহুতি প্রক্ষেপ করা হইবে; কারণ উহা একত্র স্থাপিত হইলেও উহাদের পার্থক্য (পরস্পরের ভিন্নতা) স্পষ্টই প্রতীত হইয়া থাকে। যেহেতু দুধে-জলে যেমন একীভাব হয় ইহাদের সেরূপ মিশ্রণ সম্ভব নহে। সুতরাং এরূপ হইলে পর, এস্থলে যদি উদূখলে হোম হয় তাহা হইলে মুষলে হোম করা যায় না, আবার যদি মুষলে হয় তাহা হইলে উদূখলে হয় না। আর একই আহুতি ভাগ করিয়া যে দুই জায়গাতেই দেওয়া হইবে তাহাও সম্ভব নহে, কারণ আহুতির পরিমাণটী নিয়মবদ্ধই হইয়া থাকে (তাহা আর ভাগ করা চলে না)। কাজেই এখানে দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া নির্দ্দেশ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে ঐ দুইটী দ্রব্য একত্র সংযুক্ত অবস্থায় রাখিয়া যে-কোন একটীতে হোম করা উচিত। ৭৮

(শয়নগৃহের উপরি দিকে "শ্রিয়ৈ স্বাহা" এই বলিয়া, উহারই নিম্নদিকে "ভদ্রকাল্যৈ স্বাহা" বলিয়া এবং গৃহমধ্যে "ব্রহ্মণে স্বাহা", "বাস্তোষ্পতয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে বলি প্রক্ষেপ করিবে।)

(মেঃ)—'উচ্ছীর্ষক' ইহার অর্থ প্রসিদ্ধ দেবতাগৃহ, তাহার শীর্ষস্থানে "শ্রিয়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্রে বলি নিক্ষেপ করিবে। "পাদতঃ"=সেই গৃহেরই অধোভাগে "ভদ্রকাল্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্রে বলি দিবে। দ্বারদেশের পূর্ব্বভাগে এই দেবতার স্থান। অন্য কেহ কেহ বলেন, 'উচ্ছীর্ষক' ইহার অর্থ গৃহস্থের যে শয়ন স্থান তাহারই শিরোভাগ (ঊর্দ্ধদেশ) এবং 'পাদ' বলিতে তাহারই অধোভাগ। সুতরাং খট্বা (খাটিয়া) প্রভৃতিতে কিংবা যে স্থানে শয়ন করা হয় সেখানকার ভূমির উপর এই হোম (বলি প্রক্ষেপ) করিতে হয়। "ব্রহ্মবাস্তোষ্পতিভ্যাং",—এখানে দ্বন্দ্ব সমাসে উল্লেখ করা হইয়াছে বটে তথাপি "ব্রাহ্মণে স্বাহা" এবং "বাস্তোষ্পতয়ে স্বাহা" এই বলিয়া দুইটী পৃথক্ পৃথক্ আহুতি হইবে। 'অগ্নীষোম' দেবতার ন্যায় সেস্থলে উভয়ে মিলিতভাবে দেবতা হয় তথায় 'সহ' অথবা 'সমস্ত' এই শব্দ প্রয়োগ করেন। যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "তয়োশ্চৈব সমস্তয়োঃ", "সহ দ্যাবাপৃথিব্যোশ্চ" ইত্যাদি। এসব স্থলে দেবতাদ্বয়ের সাহচর্য্য প্রসিদ্ধ (উভয়ে মিলিতভাবে আহুতির দেবতা হইয়া থাকেন)। "বাস্তু" ইহার অর্থ গৃহ; সেই গৃহমধ্যে। ৭৯

(গৃহমধ্যে আকাশে "বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে বলি নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ "দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যঃ স্বাহা", "নক্তঞ্চারিভ্যো ভূতেভ্যঃ স্বাহা" বলিয়া আহুতি দিবে।)

(মেঃ)—"বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যঃ" এখানে 'চ' শব্দটী থাকায় এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতেছে যে ইহা একটীমাত্র আহুতি। "বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা" এই বলিয়া গৃহমধ্যে আকাশে কিংবা গৃহ হইতে নির্গত হইয়া আকাশে বলি নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। দিবাভাগের বৈশ্বদেব কর্ম্মে "দিবাচারিভ্যঃ" এই বলিয়া এবং রাত্রিকালের আহুতি হইলে "নক্তঞ্চারিভ্যঃ" এই বলিয়া আহুতি দিতে হয়। ঐ দুইটী স্থলেই "ভূতেভ্যঃ" পদটীর অনুষঙ্গ হইবে। কেহ কেহ বলেন ঐ দুইটী সায়ংকাল এবং প্রাতঃকালে বিভক্তভাবে প্রয়োগ করিতে হয়। (অর্থাৎ একই সময়ে দুইটীই উল্লেখ্য নহে)। বস্তুতঃ ইহা সঙ্গত নহে; কারণ সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে হোমের কথা আচার্য্য স্বয়ং বলিবেন। সায়ংকালে বৈশ্বদেব হোমে এই যে মন্ত্রপাঠ নিষেধ ইহা দ্বারা সেই সেই দেবগণের শব্দোদ্দেশ্যতা নিষিদ্ধ হইল বটে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার শব্দগুলি উল্লেখ (উচ্চারণ) করিয়া দেবতার উদ্দেশ করা নিষিদ্ধ হইল বটে কিন্তু মানস উদ্দেশ নিবারণ করিবে কে? (অর্থাৎ মনে মনে সেই দেবতার উদ্দেশ করা চলিবে); কারণ তাহা না হইলে হোমই সিদ্ধ হইবে না। (যেহেতু সেই সেই দেবতার বিষয় মনে মনে আলোচনা না হইলে ভিন্ন ভিন্ন হোম হইতে পারে না)। আচ্ছা, সায়ংকাল এবং প্রাতঃকাল সম্বন্ধে এই যে বিভাগ বলা হইল ইহা কোথা হইতে পাওয়া যাইতেছে? যদি বলা হয় গৃহ্যসূত্রকারগণ এইরূপ বলিয়াছেন: আচ্ছা, তাহাই হউক। (অর্থাৎ গৃহ্যসূত্র অনুসারে ঐপ্রকার বিভাগ স্বীকার করা হয়)। ৮০

(গৃহের উপরিতলে ঐ পূর্ব্বোক্ত বলি প্রদান কর্ত্তব্য; এইভাবে বলি প্রদান করা হইলে সর্ব্ববিধ অন্ন সুষ্ঠু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অবশিষ্ট সমস্ত অন্ন পিতৃগণের উদ্দেশে দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিবে।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটীর প্রথমার্দ্ধ পূর্ব্বশ্লোকে উপদিষ্ট আহুতিদ্বয়ের অঙ্গরূপে বিহিত হইতেছে। ইহা দ্বারা পূর্ব্বশ্লোকোপদিষ্ট আহুতিদ্বয়ের আধার (নিক্ষেপস্থান) বিধান করা

হইয়াছে। ঘরের উপরে যে ঘর তাহার নাম পৃষ্ঠবাস্তু (দোতলা অথবা চিলের ঘর)। আর একশালা (একতলা) ঘর যদি হয় অহা হইলে তাহার উপরে (ছাদ অথবা চাল)। সেইখানে "দিবাচারিভ্যঃ স্বাহা" এবং "নক্তঞ্চারিভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে বলি প্রদান কর্ত্তব্য। "সর্ব্বান্নভূতয়ে" এস্থলে তাদর্থ্যে চতুর্থী হইয়াছে; ইহা সম্প্রদানে চতুর্থী নহে। কারণ, এখানে কোন হোমাদির কথা বলা হয় নাই; আর এখানকার এই 'বলি' শব্দটী পূর্ব্বশ্লোকের উত্তরার্দ্ধে বিহিত বিষয়টীরই শেষস্বরূপ; বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত আহূতি দুইটীর কোন আধার নির্দ্দেশ করা হয় নাই বলিয়া ঐ দুইটীও আধারসাপেক্ষ। (এখানে "পৃষ্ঠবাস্তুনি" পদটী দ্বারা সেই আধার নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে)। "সর্ব্বান্নভূতয়ে" এটী দেবতা শব্দ হইতে পারে না; কারণ কোন স্মৃতিতেই বৈশ্বদেবকর্ম্মে ঐ প্রকার দেবতার উল্লেখ নাই। অতএব "সর্ব্বান্নভূতয়ে" ইহার অর্থ হইবে এইরূপ,—সর্ব্বপ্রকার অন্নের সদ্ব্যবহারের জন্য ইহা করা উচিত, এই বলি প্রদান করা হইলে সর্ব্ববিধ অন্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি অবয়বপ্রসিদ্ধি অনুসারে সঙ্গত অর্থ সিদ্ধ হয় তাহা হইলে সমষ্টি হইতে একটী অতিরিক্ত অর্থ কল্পনা করা সমীচীন নহে। যদি ইহাকে দেবতা বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে একটী অদৃষ্ট অর্থ কল্পনা করিতে হয়। "বলিশেষম্"=বলির শেষাংশটীকে,—। এখানে 'শেষ' শব্দটী থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, কোন একটী পাত্রে অবশিষ্ট অন্ন তুলিয়া লইয়া তাহা হইতে হোম করিতে হয়, কিন্তু পাকপাত্র (হাঁড়ী) থেকে অন্ন তুলিয়া লইয়া এই আহুতিগুলি প্রদান করা উচিত নহে। "দক্ষিণতঃ" ইহার অর্থ দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ মুখ হইয়া। "সর্ব্বং" ইহার অর্থ ঐ পাত্রে যে-পরিমাণ অন্ন তুলিয়া লওয়া হইবে তাহার সবটাই। ৮১

(কুকুর, পতিত মানুষ, চণ্ডাল, পাপরোগগ্রস্ত ব্যক্তি, পক্ষী এবং কৃমি কীট ইহাদের জন্য ভূতলে ধীরে ধীরে ঐ বলি নিক্ষেপ করিবে।)

(মেঃ)—একটী পাত্রে অন্ন তুলিয়া লইয়া কুকুর প্রভৃতি প্রাণীর উপকার করিবার নিমিত্ত ভূতলে (মাটীর উপর) অন্ন ফেলিয়া দিবে। "পাপরোগিণঃ"=কুষ্ঠ এবং ক্ষয়রোগ গ্রস্ত ব্যক্তি। "বয়ঃ" ইহার অর্থ পক্ষী। "শনকৈঃ"=ধীরে ধীরে, যাহাতে ভূতলোত্থিত ধূলি লাগিয়া না যায়। এখানে 'ভূতলে' বলা হইয়াছে বটে কিন্তু ইহা দ্বারা কোন পাত্র নিষেধ করা হয় নাই; কিন্তু শ্বপচ (চণ্ডাল), পতিত এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগগ্রস্ত ব্যক্তির হাতে দিবে না। ইহাতে তাহাদের উপকার করাই হয়। এইজন্য এখানে শ্লোকমধ্যে ঐ পদগুলিতে চতুর্থী বিভক্তি না দিয়া ষষ্ঠী বিভক্তি দেওয়া হইয়াছে। পক্ষীদের উদ্দেশে এমন জায়গায় বলি প্রদান করিবে যেখানে তাহারা নির্ভয়ে খাইতে পারে—কুকুর প্রভৃতির আক্রমণের ভয় যেখানে নাই। কৃমি কীটগণের উদ্দেশে এমন জায়গায় অন্ন নিক্ষেপ করিবে যেখানে ঐ সকল প্রাণী থাকা সম্ভব। ৮২

(যে ব্রাহ্মণ এইভাবে প্রতিদিন সর্ব্বভূতের অর্চ্চনা করেন তিনি তেজোময় শরীর ধারণ করিয়া ঋজুপথে পরম স্থান ব্রহ্মলোকে গমন করেন।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যাহা বলিয়া আসা হইল ইহা তাহারই উপসংহার। "সর্ব্বভূতানি" এখানে 'সর্ব্ব' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, মৃগ, কুক্কুট, মার্জ্জার প্রভৃতি অপরাপর যেসব প্রাণী গ্রামে থাকে তাহাদেরও অন্ন দিয়া উপকার করা উচিত। এখানে যে "অর্চ্চতি"=অর্চ্চনা করে, এইরূপ বলা হইয়াছে ইহার অর্থ অনুগ্রহ করা, কিন্তু উহার অর্থ পূজা করা নহে। কারণ, কুকুর প্রভৃতি প্রাণীকে পূজা করা সম্ভব নহে। উহাদিগকে যদি কেহ অবজ্ঞা করে, এইজন্য তাহা নিষেধ করিয়া দিবার নিমিত্ত "অর্চ্চতি" এইরূপ বলিলেন, কিন্তু "অনুগৃহ্ণাতি"=অনুগ্রহ করে একথা বলিলেন না। "পরং স্থানং"=পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। "পথা ঋজুনা"=সরল পথে; তিনি আর বহু সংসারযোনি ভ্রমণ করেন না। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এই যে "স গচ্ছতি পরং ধাম" এটী ফলবিধি না কি? (উত্তর)—না, তাহা নহে, ইহাই আমরা বলিব। এই যে বৈশ্বদেব কর্ম্ম ইহা নিত্যবিধি—(নিত্য কর্ম্ম)। আর নিত্য কর্ম্মে যে ফলশ্রুতি থাকে তাহা অর্থবাদ। বস্তুতঃ "স গচ্ছতি পরং স্থানং" এখানে কোন বিধি বিভক্তিই পঠিত হয় নাই। কারণ, এখানে যে বলা হইয়াছে "গচ্ছতি" ইহা বর্ত্তমান কালেরই উল্লেখ। "তেজোমূর্ত্তিঃ"=তাঁহার শরীর কেবল তেজঃস্বরূপ হইয়া যায়; তিনি পাঞ্চভৌতিক শরীর প্রাপ্ত হন না, কিন্তু কেবল জ্ঞানস্বরূপেই পরিণত হইয়া যান। অথবা, ইহা দ্বারা লক্ষণাবলে পাপশূন্যতা অর্থ বুঝাইতেছে; সুতরাং ইহার অর্থ, তিনি শুদ্ধস্বভাব হইয়া যান। এই যে 'ভূতবলি' ইহা ভূতানুকম্পা—জীবে দয়া। এতাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে

শাস্ত্রলঙ্ঘন সম্ভব নহে; কাজেই কোন প্রকার পাপের সহিত তাঁহার সম্পর্ক নাই। সুতরাং 'তিনি শুদ্ধস্বভাব হইয়া যান', ইহা বলা সংগতই হইয়াছে। তাহা না হইলে, পাপ হইতেছে মলস্বরূপ; কাজেই পাপযুক্ত হইলে তিনি 'তেজোমূর্ত্তি' হইতে পারেন না। আর, পাপ না থাকিলে তিনি অ-দুঃখরূপ যে শ্রেষ্ঠ স্থান—পরম ধাম প্রাপ্ত হন তাহাও যুক্তিযুক্তই হইয়া থাকে। ৮৩

(এইভাবে এই বলিকর্ম্ম সমাধা করিয়া প্রথমে অতিথি ভোজন করাইবে এবং ভিক্ষুক ও ব্রহ্মচারীকে যথাবিধি ভিক্ষা দান করিবে।)

(মেঃ)—অতিথির লক্ষণ কি তাহা অগ্রে বলিবেন। সেই অতিথি উপস্থিত হইলে তাহাকে প্রথমে ভোজন করাইবে। ভোজন করিবার নিমিত্ত গৃহে যাহারা উপস্থিত আছে তাহাদের অগ্রে ঐ অতিথিকে খাওয়াইবে। "ভিক্ষবে"=যে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে তাহাকে, "ভিক্ষাং দদ্যাৎ"= ভিক্ষা দিবে। অতি অল্প পরিমাণ অন্নদান করাকে ভিক্ষা বলা হয়। যেহেতু এইরূপ কথিতও আছে—"ভিক্ষা হইতেছে একমুষ্টি পরিমিত"। ইহা অন্তঃপুরে (মেয়েদের কাছে) প্রসিদ্ধ। "ব্রহ্মচারিণে বিধিবৎ"=ব্রহ্মচারীকে যথাবিধি দিবে। পাখণ্ড প্রভৃতি (বেদবাহ্য সম্প্রদায়ভুক্ত) অন্য ভিক্ষুককেও ভিক্ষা দিবে, তবে তাহাকে "বিধিবৎ" ('যথাবিধি') নহে। কিন্তু ব্রহ্মচারীকে যে ভিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা "বিধিবৎ"=যথাবিধি দিতে হইবে। স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক ভিক্ষাদান—স্বস্তি উচ্চারণ করাইয়া ভিক্ষাদান কর্ত্তব্য, ইহাই বিধি। অথবা, "ভিক্ষু" ইহার অর্থ সন্ন্যাসী; আর 'ব্রহ্মচারী' হইতেছে প্রথমাশ্রমী (উপনীত বালক)। 'চ' শব্দটী এখানে ছন্দের অনুরোধে বেজায়গায় বসান হইয়াছে। সুতরাং "ভিক্ষাং চ ভিক্ষবে" না হইয়া "ব্রহ্মচারিণে চ" এইরূপ পাঠ হইবে। এস্থলে এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে ('ভিক্ষু' অর্থ সন্ন্যাসী বলিলে) বানপ্রস্থাশ্রমীকে আর ভিক্ষা দেওয়ার উপদেশ থাকে না। সুতরাং এখানে এইভাবে অর্থ করিতে হইবে,—'যিনি ভিক্ষা করেন তিনি ভিক্ষু'; আর 'ব্রহ্মচারী' শব্দটী উহারই বিশেষণ। এরূপ অর্থ করা হইলে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী এই তিন আশ্রমের লোকেদেরই নিয়মমত ভিক্ষা দেওয়া অনুমোদিত হইয়া থাকে। আর পাখণ্ড প্রভৃতি বেদবাহ্য লোকেদের প্রতি পতিতাদি ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিতে হইবে। (পূর্ব্বে ৮৩ শ্লোকে) 'সর্ব্ব' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, এই ভিক্ষা-দানরূপ উপকার যথাশক্তি—সামর্থ্য অনুসারে অবশ্যকর্ত্তব্য। ৮৪

(গুরুকে যথাবিধি গোদান করিলে যে পুণ্যফল প্রাপ্ত হয় গৃহস্থ ত্রৈবর্ণিক প্রতিদিন ভিক্ষাদান করিয়া সেই পুণ্যফল লাভ করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—প্রতিদিন প্রার্থীকে যথাশক্তি অন্নদান কর্ত্তব্য। ইহা স্বতন্ত্র একটী অধিকার (কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ)। গুরুকে গোদান করিয়া লোকে যে ফললাভ করে ভিক্ষাদান করিয়াও সেই ফল পায়, কারণ উভয়স্থলেই গোব্রতের কোন বিশিষ্টতা (প্রভেদ) নাই। অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ বলা আছে যে, গোদান হইতে সর্ব্ববিধ ফল লাভ করা যায়, ইহাতে পাপমুক্তি হয়। অল্পোপকার কর্ম্ম-সকলের মহোপকার কর্ম্মের সহিত যদি ফলসাম্য বলা হয় (বড় কাজ করিলে যে ফললাভ ছোট কাজ করিয়াও সেই ফল পাওয়া যায়) ইহা যেখানে বলা হয় সেখানে লৌকিক (কৃষ্যাদি) স্থলের ন্যায় ফলের পরিমাণগত পার্থক্য আছে বুঝিতে হইবে। (যেমন লৌকিক কার্য্যে দেখা যায় যে ভূমিতে অল্প কর্ষণ করিলেও শস্য এবং অধিক কর্ষণ করিলেও শস্য জন্মে; কিন্তু প্রথম স্থলটীতে শস্যের পরিমাণ হয় অল্প আর পরবর্ত্তী ক্ষেত্রটীতে শস্যের পরিমাণ হয় অনেক বেশী; পারলৌকিক কর্ম্মকলাপ সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম বুঝিতে হইবে)। ঐ একই ফল পাওয়া যায় বটে তবে তাহা চিরস্থায়ী (দীর্ঘকালব্যাপী) নহে। বস্তুতঃ এই ন্যায়টী (নিয়মটী) বলিয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ নিয়ম যে, যে বস্তুটী এক পণ কাড়ি দিয়া কিনিতে পাওয়া যায় কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহা দশ পণ দিয়া কিনিতে যায়? অল্প পরিশ্রমসাধ্য এবং বহুকষ্টসাধ্য কর্ম্মের যদি একই রকম ফল হয় তাহা হইলে ঐ গুরুতর পরিশ্রমসাধ্য কর্ম্ম অনর্থক হইয়া পড়ে—(কেহই তাহা করিতে উৎসুক হয় না)। কেহ কেহ এই শ্লোকটীর প্রথমার্দ্ধটীতে "গাং দত্ত্বাঽগুর্ব্বথাবিধি" এইরূপ পাঠ ধরেন। এখানে "অগুঃ" এই পদটীতে যে 'নঞ্' আছে উহা অল্পার্থক বুঝিতে হইবে। সুতরাং "অগুঃ" ইহার অর্থ যাহার অল্প গরু আছে। "পুণ্যফলম্"=পুণ্যের ফল; 'পুণ্য' ইহার অর্থ ধর্ম্ম; তাহার ফল। ৮৫

(এক মুষ্টি ভিক্ষাই হউক আর এক ঘটী জলই হউক বেদার্থজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পূজাপূর্ব্বক উহা যথাবিধি দান করা কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে "বিধিবৎ" এই শব্দের দ্বারা যে বিধি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এখানেও উহা দ্বারা সেই বিধি বলা হইতেছে। জলপাত্রের কথা আগে বলা হয় নাই, এখানে তাহার উল্লেখ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, ইহা (জলপাত্র দান) কেবল ভিক্ষাদানের সময় নহে কিন্তু সকল সময়েই সকলের পক্ষে আবশ্যক। "সংকৃত্য" ইহার অর্থ পূজা করিয়া। "বিধিপূর্ব্বকম্"=বিধি হইয়াছে পূর্ব্বে যাহার তাহা 'বিধিপূর্ব্বক'। এখানে 'পূর্ব্ব' শব্দটীর অর্থ কারণ। এই যে দান ইহার মূলে বিধি অর্থাৎ শাস্ত্র নির্দ্দেশ রহিয়াছে, ইহাই বক্তব্য। অথবা 'বিধি' শব্দটীর অর্থ (স্বস্তি বাচন প্রভৃতি) ইতিকর্ত্তব্যতা। তাহা অগ্রে অনুষ্ঠেয়। পূর্ব্বে এইরূপ বলাও হইয়াছে, 'সৎকারপূর্ব্বক পূজা করিয়া ভিক্ষাদান কর্ত্তব্য'। "বেদতত্ত্বার্থবিদুষে"=বেদের যাহা তত্ত্বার্থ=পারমার্থিক অর্থ অর্থাৎ সংশয়শূন্য অর্থ, তাহা যিনি বিদিত আছেন তিনি বেদতত্ত্বার্থ বিদ্বান্; সেইরূপ ব্রাহ্মণকে "উপপাদয়েৎ"=দান করিবে। "ব্রাহ্মণায়" ইহা দ্বারা জাতিগত নিয়ম এবং "বিদুষে" ইহা দ্বারা গুণগত নিয়ম বলিয়া দেওয়া হইল। অতএব এখানে এইপ্রকার বিধান বলিয়া দেওয়া হইল যে, যাহা কিছু দান করিবার তাহা ব্রাহ্মণকেই দিবে; বেদার্থবিৎ ব্রাহ্মণকেই তাহা দিবে; এবং পূজাপূর্ব্বক তাহা দান করিবে—এইভাবে 'দা' ধাতুর অর্থের উদ্দেশে তিনটী বিষয়ের বিধান বলা হইল। ইহা পৌরুষেয় গ্রন্থ; কাজেই একই বাক্যে নানাপ্রকার বিধান হইতে পারে অর্থাৎ তাহাতে যে বাক্যভেদ হয় তাহা দোষাবহ নহে। ৮৬

(যেসব দাতা সৎপাত্র না জানিয়া ভস্মস্বরূপ অসার বেদার্থজ্ঞানরহিত ব্রাহ্মণে মোহবশতঃ হব্য কব্য প্রদান করে তাহাদের সেই দান মারা যায় অর্থাৎ নিষ্ফল হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—অপাত্রে দান করিলে দোষ হয়;—। [পূর্ব্বশ্লোকে দান করিবার উপদেশ করা হইয়াছে। এক্ষণে তাহারই নিষেধ স্থল বলিতেছেন।] আগেকার শ্লোকটীতে যেরূপ ব্যক্তিকে দান করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাকে 'পাত্র' (সৎ-পাত্র) বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই শ্লোকটীতে অপাত্রে দান নিষিদ্ধ করা হইতেছে। "নশ্যন্তি" ইহার অর্থ নিষ্ফল হয়। "হব্য" ইহার অর্থ দেবতার উদ্দেশে যে ব্রাহ্মণভোজনাদি করান হয়; আর পিতৃপুরুষের উদ্দেশে যে কর্ম্ম করা হয় তাহার অঙ্গস্বরূপ ব্রাহ্মণভোজনাদি হইতেছে 'কব্য'। ইহা শ্রাদ্ধকর্ম্ম। "ভস্মভূতেষু"=যাহা ভস্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা 'ভস্মভূত'। অথবা এই 'ভূত' শব্দটী উপমানার্থক; ইহার অর্থ 'ভস্মের ন্যায়', যেমন বলা হয় 'কাষ্ঠভূত'=কাষ্ঠের ন্যায়। আচ্ছা, ('ভূত' শব্দটীর দ্বারা) এই যে উপমানার্থকতা (সাদৃশ্যবোধকতা) বলা হইল, ভস্মের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য কি? (উত্তর)—ভস্ম যেমন কোন কাজে লাগে না, তাহা অবকর অর্থাৎ জঞ্জালস্বরূপ, তাহা ফেলিয়া দিতে হয়, সেইরূপ এই প্রকার ব্রাহ্মণকে সকল প্রকার শাস্ত্রীয় কর্ম্ম হইতে সরাইয়া রাখিতে হয়, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। "নরাণাম্ অবিজানতাং নশ্যন্তি" এইভাবে অন্বয় হইবে। "মোহাৎ দত্তানি দাতৃভিঃ"=দাতারা মোহবশতঃ যাহা কিছু দান করে। এখানে "অবিজানতাং" এবং "মোহাৎ" এই দুইটী পদ অনুবাদস্বরূপ। কারণ, যাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহার অনুষ্ঠান মোহবশতঃই করা হয়। ৮৭

(বিদ্যা এবং তপস্যা দ্বারা উৎকর্ষপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণের মুখরূপ যে অগ্নি তাহাতে যাহা আহুতি দেওয়া হয় তাহা দাতাকে ব্যাধি শোকাদি দুঃখকষ্ট হইতে এবং গুরুতর পাতক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—কিরূপ ব্রাহ্মণ 'ভস্মভূত' নহে তাহা বলিয়া দিতেছেন,—। "বিদ্যা-তপঃসমৃদ্ধেষু"= যাঁহারা বিদ্যা এবং তপস্যা দ্বারা সমৃদ্ধ (উৎকর্ষপ্রাপ্ত), তদ্‌ব্যতিরিক্ত ব্যক্তিরা 'ভস্মভূত'। 'সমৃদ্ধি' ইহার অর্থ অতিশয়-সম্পত্তি (আধিক্যপ্রাপ্তি)। যাঁহারা বহু বিদ্যা এবং অত্যধিক তপস্যাযুক্ত তাঁহাদেরই এরূপ (বিদ্যাতপঃসমৃদ্ধ) বলা হয়। যদিও বিদ্যা এবং তপঃ এই দুইটী পদার্থ এখানে অবয়বী যে ব্রাহ্মণ তাহারই সহিত সম্বন্ধযুক্ত (কিন্তু অবয়বস্বরূপ যে বিপ্র-'মুখ' তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে) তথাপি অবয়বস্বরূপ মুখ অবয়বী বিপ্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত (এবং বিদ্যাতপও সেই বিপ্রের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত) বলিয়া এই প্রকার পারম্পরিক সম্বন্ধ অনুসারে মুখকেও

'বিদ্যাতপঃসমৃদ্ধ' বলা হইয়াছে, অভেদান্বয় প্রাপ্ত হইয়াছে। 'বিপ্রগণের মুখ অগ্নির ন্যায়' এইভাবে উপমিত সমাস হইয়াছে। "উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ" ইত্যাদি সূত্রে ব্যাঘ্রাদি উপমানবাচক পদের সহিত উপমিত সমাস বিধান করা হইয়াছে; আর ঐ উপমানবাচক 'ব্যাঘ্রাদি' হইতেছে 'আকৃতিগণ'—(উহা কতকগুলি বিশেষ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে); কাজেই এখানে উপমিত সমাস হইতে কোন বাধা নাই। অগ্নিতে আহুতি দিলে তাহা যেমন সফল হয় কিন্তু ভস্মে আহুতি নিষ্ফল সেইরূপ ব্রাহ্মণমুখে যে ভোজন নিক্ষিপ্ত হয় তাহাও ঐ হুতস্বরূপ, এইভাবে ঐ ভোজনটীকেই প্রশংসা করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যাগ হোমাদির ফল যে মহৎ তাহা প্রসিদ্ধই আছে। এইজন্য ঐ অতি প্রসিদ্ধ গুণের দ্বারা গুরু ফলরূপে অপ্রসিদ্ধ ভোজনাদির উপমা দেওয়া হইয়াছে। "নিস্তারয়তি দুর্গাৎ";—। ব্যাধি, শত্রু, রাজা প্রভৃতির জন্য যে সঙ্কট উপস্থিত হয় তাহাকে বলে দুর্গ; তাহা হইতে রক্ষা করে; অর্থাৎ সে ব্যক্তি তাহা দ্বারা উৎপীড়িত হয় না. এবং পরলোকেও যে নরকাদি গতি হইতে পারে সেই গুরুতর পাপ হইতেও সে পরিত্রাণ করে। কেবল যে অভ্যুদয়ফলক কর্ম্মে এতাদৃশ সৎপাত্র দানের বিষয় হয় তাহা নহে কিন্তু নরকফলক যেসমস্ত কর্ম্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা হয় সেই প্রায়শ্চিত্তাত্মক কর্ম্মেও ঐপ্রকার গুণযুক্ত পাত্রেই দান করা উচিত। ৮৮

(গৃহে স্বয়ং সমাগত অতিথিকে হাত-পা ধুইবার জল, বসিবার আসন এবং নিজ শক্তি অনুসারে প্রস্তুত অন্ন বিধিপূর্ব্বক দান করিবে।)

(মেঃ)—"সম্প্রাপ্তায়" ইহার অর্থ স্বয়ং সমাগত,—নিমন্ত্রিত হইয়া আগত নহে; যেহেতু নিমন্ত্রিত হইলে আর অতিথি হয় না। স্বয়ং সম্প্রাপ্ত—কোন্ স্থানে স্বয়ং সমাগত তাহা অগ্রে "ভার্য্যা যত্রাগ্নয়োঽপি বা" ইত্যাদি শ্লোকে (৩।৯৩) বলিয়া দিবেন। আসন এবং উদক (জল) দিবে। প্রথমে পা ধুইবার উপযুক্ত জল, তাহার পর বসিবার জায়গা এবং ভোজন (খাইবার জিনিষ) দিবে। "যথাশক্তি সংস্কৃত্য" এটী অন্নের বিশেষণ। বিশেষভাবের (ব্যঞ্জনাদি সহিত) অন্ন সংস্কার করিয়া (প্রস্তুত করিয়া) দিবে অর্থাৎ ভোজন করাইবে। "বিধিপূর্ব্বকম্"—বিধি হইয়াছে 'পূর্ব্ব' যে দানে তাহাকে এইরূপ বলা হয়। 'বিধি' অর্থাৎ শাস্ত্র হইয়াছে 'পূর্ব্ব' অর্থাৎ নিমিত্ত অর্থাৎ প্রমাণ যাহার তাহা বিধিপূর্ব্বক। ৮৯

(যে লোক নিত্য শিলোঞ্ছবৃত্তি হন কিংবা যিনি নিত্য পঞ্চাগ্নিতে আহুতি দেন তাঁহাদের গৃহে যদি স্বয়ং সমাগত ব্রাহ্মণ পূজিত না হইয়া বাস করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহাদের সমস্ত পুণ্য লইয়া থাকেন।)

(মেঃ)—যে লোক অত্যন্ত দরিদ্র তাহারও অতিথি পূজার ব্যতিক্রম করা উচিত নয়। "শিলান্"= কৃষক শস্য কাটিয়া লইয়া যাইবার পর অবশিষ্ট যাহা মাঠে পড়িয়া থাকে,—। "উঞ্ছতঃ"=তাহা যে ব্যক্তি কুড়াইয়া সংগ্রহ করে,—। ইহা দ্বারা বৃত্তিসঙ্কোচের বিষয় বলা হইতেছে—যে লোকের নিজ জীবিকার্জ্জন সঙ্কুচিত অর্থাৎ যে অত্যন্ত দরিদ্র,—। "পঞ্চাগ্নীনপি জুহ্বতঃ"=যে ব্যক্তি পঞ্চাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন,—। ইহা দ্বারা এই কথাই বলা হইতেছে যে, শাস্ত্রানুষ্ঠানপরায়ণ এবং অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিও গৃহে সমাগত অতিথিকে যদি পূজা না করে—অন্নদানাদি দ্বারা সমাদর না করে তাহা হইলে তাহার সেই যে অনুষ্ঠান, সেই যে বৃত্তিসংযম সে সমস্তই নিষ্ফল হইয়া যায়। আর সেই কারণে "সর্ব্বং সুকৃতম্ আদত্তে"=অতিথি তাহার সমস্ত পুণ্য কাড়িয়া লয় অর্থাৎ নিষ্ফল করিয়া দেয়। "অনর্চ্চিতো বসন্"=পূজিত না হইয়া যদি সে বাস করে। এই কারণে অতিথির পূজা করিবে,—ইহাই এখানে বিধিটীর অর্থ (প্রতিপাদ্য)। এখানে "বসন্" এই পদটীর সামর্থ্য হইতে জানা যাইতেছে যে, অতিথি গৃহে সমাগত হইলে গৃহস্থের পক্ষে এই বিধি। 'পঞ্চাগ্নি' বলিতে 'ত্রেতা' অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি এবং আহবনীয় অগ্নি এই অগ্নিত্রয়, 'গৃহ্য' অগ্নি এবং 'সভ্য' অগ্নি এই পাঁচটী অগ্নি বুঝায়। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এই সভ্য অগ্নিটী আবার কি? ইহার উত্তরে প্রাচীনগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন,—। কোন লোক গ্রামান্তরে বাস করিতে থাকিলে যে অগ্নিতে লৌকিক অন্ন পাক করে অথবা যে লোক বহু পরিবার, যাহার বিশাল বাড়ী—অনেক ঘর তাহারই শীত দূর করিবার নিমিত্ত গৃহ্য অগ্নিশালা হইতে যে অগ্নি আনিয়া ব্যবহার করা হয় তাহার নাম 'সভ্য অগ্নি'। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, তাহা হইলে ঐ প্রোষিত ব্যক্তির হোম করা হইবে কোথায়? কারণ, গৃহ্য কর্ম্মসকল ঐ গৃহ্য অগ্নিতে কর্ত্তব্য, ইহাই ত

বিধি। (উত্তর)—এই বচন হইতেই কেহ কেহ মনে করেন (ব্যবস্থা দেন) যে প্রোষিত ব্যক্তি লৌকিক অগ্নিতেও বৈশ্বদেব হোম করিতে পারে। আর ইহার স্বপক্ষে তাঁহারা অন্য একটী স্মৃতিবচন উদ্ধৃত করেন, যথা—"যেখানে লেলিহান সুসমিদ্ধ অগ্নি দেখিতে পাইবে সেইখানে ব্রীহি, যব অথবা শুষ্ক ধান্যের দ্বারা হোম করিবে"। পূজ্যপাদ আচার্য্য কিন্তু এসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—। উপনিষৎমধ্যে (ছান্দোগ্য উপনিষদে) পঞ্চাগ্নিবিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে। সেখানে সেই পাঁচটী অগ্নির কল্পিত রূপ বলা হইয়াছে—(দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, ভূলোক, পুরুষ এবং স্ত্রী—ইহাদের প্রত্যেকটীকে অগ্নিরূপে, তদুপযুক্ত দ্রব্য সমিধ্‌রূপে এবং সেগুলির প্রত্যেকটীর উপযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন হবনীয় দ্রব্যও কল্পনা করা হইয়াছে)। সেইরূপে যে উপাসনা এবং যে বেদন অর্থাৎ উপলব্ধি (চিন্তা বা জ্ঞান) তাহাকে 'হোম' বলিয়া কল্পনা করা হয়। এই যে পঞ্চাগ্নি বিদ্যা ইহার ফল সকল শ্রৌতকর্ম্মের ফল অপেক্ষা অধিক। কারণ শ্রুতিমধ্যে সেস্থলে এইরূপ আম্নাত হইয়াছে, "যে ব্রাহ্মণ সুবর্ণ অপহরণ করে, সুরা পান করে, গুরুপত্নী গমন করে এবং ব্রহ্মহত্যা করে তাহারা চারিজনেই পতিত হয় এবং পঞ্চমতঃ তাহাদের সহিত সংসর্গকারী ব্যক্তিও পতিত হয়।" (কিন্তু এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তি ঐপ্রকার মহাপাতকিগণের সংসর্গেও দোষপ্রাপ্ত হন না।) পঞ্চাগ্নি বিদ্যারও যে ফল তাহাও নষ্ট হইয়া যায় যদি অতিথি আরাধিত (আপ্যায়িত) না হইয়া বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায়, এইভাবে অতিথি সৎকারের অতিশয় প্রশংসা করিয়া এই কথা জানাইয়া দেওয়া হইল যে ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য। প্রাতরাশকালেও অতিথিভোজনের নিয়ম আছে বটে কিন্তু সায়ংকালেও উহা করা না হইলে অধিক প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। আগেকার শ্লোকটীতে "যথাশক্তি" এই যে কথাটী আছে, কেহ কেহ ইহাকে অন্নের বিশেষণ বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা ইহার ব্যাখ্যাকল্পে এইরূপ বলেন, 'যথাশক্তি' অর্থাৎ একই হউক, দুই-ই হউক অথবা বহুই হউক সামর্থ্য অনুসারে অতিথি ভোজন করাইবে। ১০

(বসিবার জন্য কুশকাশাদি তৃণের আসন, বসিবার স্থান, হাত-পা-মুখ ধুইবার জল এবং চতুর্থতঃ মিষ্ট কথা, এগুলি কখন ধার্ম্মিক ব্যক্তির গৃহে লোপ পায় না, এগুলির অভাব হয় না।)

(মেঃ)—দারিদ্র্যবশতঃ সায়ংকালে অতিথিকে যদি অন্নদান করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে এরূপ মনে করা উচিত হইবে না যে, "ভোজন করানই হইতেছে অতিথি-সেবায় প্রধান, সেইটাই যখন আমার গৃহে সম্ভব হইতেছে না তখন আমার গৃহে আর ইহার প্রবেশ করিয়া কি হইবে?" কারণ, যে ব্যক্তি অতিথিকে ভোজন করাইতে অসমর্থ তাহার পক্ষে কুশাসনাদি দান করিয়াও অতিথি-পরিচর্য্যার বিধি সার্থক করা যাইতে পারে। অথবা, এই অতিথি সেবা বিধিটী কেবল অতিথি-ভোজনেই পর্য্যবসিত হয় না, কিন্তু অতিথি আসিয়া রাত্রিবাস করিলে তাহাকে শয়ন করিবার স্থান এবং আধার (শয্যা) দেওয়া উচিত—(ইহাও অতিথি সেবা)। "তৃণানি" ইহা দ্বারা পাতিবার, বিছাইবার চেটা মাদুর প্রভৃতিকেও বুঝান হইয়াছে। ভূমি অর্থাৎ বসিবার এবং শয়ন করিবার স্থান। "সুনৃতা বাক্" ইহার অর্থ প্রিয় অথচ হিতকর কথা—আলাপ-আলোচনা। অন্নের অভাব হইলেও এই বস্তুগুলি "সতাং গেহে"=ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের গৃহে সমাগত যে অতিথি তাহাকে দিবার জন্য "ন উচ্ছিদ্যন্তে"=উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু সকল সময়েই উহা অতিথিগণকে দেওয়া হয়—তাঁহারা দিয়া থাকেন। ১১

(যে ব্রাহ্মণ অন্যের গৃহে এক রাত্রি বাস করেন তাঁহাকে অতিথি বলা হয়। যেহেতু তাঁহার স্থিতি অনিত্য এইজন্য তিনি অতিথি নামে অভিহিত হন।)

(মেঃ)—অতিথি শব্দটীর অর্থ লোকমধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ নহে; এইজন্য অতিথির লক্ষণ বলিতেছেন। যিনি পরগৃহে এক রাত্রি বাস করেন তিনি অতিথি। ব্রাহ্মণকেই অতিথি বলা হয়, অন্য জাতিকে নহে। দ্বিতীয় দিবসে অতিথির পরিচর্য্যা করা না করাটী গৃহস্থের ইচ্ছাধীন। যে ব্যক্তি বিশেষ অভ্যুদয় কামনা করে তাহারই ঐ দ্বিতীয় দিবসাদিতে অতিথিপরিচর্য্যা করা কর্ত্তব্য, উহা নৈয়মিক নহে—(করিতেই হইবে এমন নিয়মবদ্ধ নহে)। এইজন্য আপস্তম্ব বলিয়াছেন, "অতিথিকে এক রাত্রি বাস করিতে দিবে। ইহা দ্বারা পার্থিব লোক জয় করা হয়—দ্বিতীয় রাত্রি বাস করাইলে আন্তরিক্ষ লোক জয় করা হয় এবং তৃতীয় রাত্রি বাস করাইলে

দিব্যলোক জয় করে"। এইভাবে দেখাইয়া দিতেছেন যে বিশেষ ফলাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে দ্বিতীয়াদি রাত্রিতে (দ্বিতীয় দিবস প্রভৃতিতে) অতিথি সেবা কর্ত্তব্য। অতিথি শব্দটীর ঐ অর্থটীই দৃঢ় করিয়া দিবার জন্য উহার ব্যুৎপত্তি দেখাইতেছেন "অনিত্যং হি স্থিতিঃ"। 'অতি' পূর্ব্বক 'স্থা' ধাতুর উত্তর কোন একটী ঔণাদিক প্রত্যয় করিয়া এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তি হইবে। ('অতি' উপসর্গ এবং 'স্থা' হইতে 'থি', এইরূপে 'অতিথি' শব্দটী নিষ্পন্ন। বস্তুতঃ 'অত্' ধাতু 'ইথিন্' প্রত্যয়।) ৯২

(যেখানে ভার্য্যা এবং অগ্নিত্রয় থাকে সেখানে গৃহস্থের গৃহে, যিনি এক গ্রামের অধিবাসী এবং যিনি সাঙ্গতিক অর্থাৎ বহুলোকের সহিত মেলামেশা, হাস্য-পরিহাস, ভাঁড়ামি করেন এমন কোন ব্রাহ্মণ যদি উপস্থিত হয় তবে তাহাকে অতিথি বলিয়া জানিবে না অর্থাৎ সেরূপ ব্যক্তি অতিথি বলিয়া গণ্য হইবে না—তাহার প্রতি আতিথ্য কর্ত্তব্য নহে।)

(মেঃ)—যিনি গৃহস্থের একই গ্রামে বাস করেন তিনি সায়ং বৈশ্বদেবকালে উপস্থিত হইলেও অতিথি নহেন। "সাঙ্গতিক" ইহার অর্থ সহাধ্যায়ী—সখা হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। পরে "বৈশ্যশূদ্রৌ সখা চেতি" ইত্যাদি শ্লোকে গৃহে আগত সখার প্রতি কর্ত্তব্য কি তাহার বিধান বলা হইবে। অথবা, যে ব্যক্তি নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা ঠাট্টা তামাসা করিয়া সকল লোকের সহিতই সঙ্গত (মিলিত) হয় তাহাকেও 'সাঙ্গতিক' বলে। সেরূপ লোক পূর্ব্বে দৃষ্ট না হইলেও (অপরিচিত হইলেও) তাহার অতিথিত্ব নিষেধ করা হইল—সে লোক অতিথি হইতে পারে না, (তাহার প্রতি আতিথ্য কর্ত্তব্য নহে) ইহা বলিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত। আবার কোন ব্যক্তি যদি প্রবাসস্থিত হয় তাহা হইলে কেহ এই সমস্ত যথানির্দ্দিষ্ট লক্ষণান্বিত হইলেও সে ব্যক্তি তাহার অতিথি পদবাচ্য নহে—তাহার অতিথি হইতে পারিবে না। (তাহার প্রতি আতিথ্য করিতে হইবে না)। তবে কিরূপ হইলে অতিথি হইবে? (উত্তর)—"উপস্থিতং গৃহে বিদ্যাৎ",—। যেখানে ইহার নিত্যকার বাসস্থান যাহাকে বসতি স্থান বলা হয় সেইখানে যদি উপস্থিত হয়,—। প্রবাসে অবস্থিত ব্যক্তির পক্ষেও "ভার্য্যা যত্রাগ্নয়শ্চ"=যেখানে তাহার ভার্য্যা এবং তিনটী অগ্নি থাকে সেখানে সে ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলেও অবশ্যই সেই গৃহস্থ ব্যক্তিটীর গৃহে 'অতিথি' হইতে পারিবে। সুতরাং সে ব্যক্তি যেমন অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি কর্ম্মের সংবিধান করিয়া (পত্নীর উপর ঐ কর্ম্মের ভার অর্পণ করিয়া, সম্যক্ ব্যবস্থা করিয়া) প্রবাসে থাকিতে পারে সেইরূপ অতিথির নিমিত্তও ভার অর্পণ করিবে। "ভার্য্যা যত্রাগ্নয়োঽপি বা" এখানে "বা" শব্দটী থাকায় এইরূপ অর্থ প্রতীত হইতেছে যে, যখন কোন ব্যক্তি ভার্য্যা এবং অগ্নি সঙ্গে লইয়া গিয়া প্রবাসে থাকে তখন সে অন্য গ্রামে থাকিলেও তাহার গৃহে 'অতিথি' হইতে পারিবে—(তাহার আতিথ্যকর্ম্ম কর্ত্তব্য হইবে)। আবার সে যদি বাড়ীতে উপস্থিত নাও থাকে কিন্তু সেখানে তাহার ভার্য্যা এবং অগ্নিত্রয় থাকে তাহা হইলেও সেখানে স্বগৃহে তাহার অতিথি হইতে পারিবে। সুতরাং সে ব্যক্তি যদি ভার্য্যার সহিত প্রবাসে থাকে আর তাহার অগ্নিত্রয় নিজ গৃহেই থাকিয়া যায় তাহা হইলে তাহার পক্ষে যে অতিথি পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা নহে। "বা" শব্দটী "উপস্থিতং গৃহে বিদ্যাৎ" ইহার সহিত অপেক্ষিত (অন্বিত), কিন্তু ভার্য্যা এবং অগ্নিত্রয় ইহাদের পরস্পরকে অপেক্ষা করিতেছে না (ইহাদের সহিত অন্বিত নহে কারণ তাহা হইলে ভার্য্যা এবং অগ্নি দুইটীর যে-কোন একটী কাছে থাকিলেই আতিথ্য কর্ত্তব্য হইবে)। ৯৩

(যেসমস্ত অল্পবুদ্ধি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ বার বার অতিথিরূপে অপরের পাক করা অন্ন ভোজন করিতে থাকে তাহার ফলে তাহারা পর জন্মে ঐ অন্নাদি দানকারী ব্যক্তির পশু হইয়া জন্মে।)

(মেঃ)—"উপাসতে"=উপাসনা করে; 'উপাসনা' অর্থ বার বার সেইরূপ করা। যে ব্রাহ্মণ এইরূপ মনে করিয়া যে-কোন স্থানে গিয়া উপস্থিত হয় যে 'আমি অতিথিরূপে গিয়া উপস্থিত হইলে অবশ্যই খাইতে পাইব, তাহারই এই নিন্দা করা হইতেছে। যে ব্যক্তির উহাই স্বভাব, অপরে যে অন্ন পাক করিয়াছে তাহা পুনঃ পুনঃ ভোজন করা যাহার স্বভাব, তবে কখন-কদাচিৎ (দুই একবার) ঐরূপ করিলে দোষ হয় না। "তেন"=সেই কর্ম্মের জন্য "প্রেত্য"=পর জন্মে "পশুতাং" =বলীবর্দ্দ (বলদ-বৃষ) প্রভৃতি জাতিতে জন্ম "ব্রজতি"=প্রাপ্ত হয়। সে ব্যক্তি ঐ অন্নাদি

প্রদানকারী লোকটীর গৃহে, হস্তী, গর্দ্দভ, অথবা অশ্ব হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যেলোক গৃহস্থ, যাহার স্থালীপাক (বৈশ্বদেবাদি) কর্ত্তব্য, তাহারই পক্ষে এইরূপ করা দোষের। ৯৪

(গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে সূর্য্যাস্তের পর সায়ংকালে যদি কোন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা—ফিরাইয়া দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। সায়ং বৈশ্বদেবকালেই উপস্থিত হউক কিংবা তাহার পরে গৃহস্থের ভোজনাদি সমাপ্ত হইয়া গেলেও আসুক সেই অতিথি যেন না খাইয়া তাহার গৃহে বাস না করে অর্থাৎ তাহাকে অতি অবশ্য খাওয়াইবে।)

(মেঃ)—সায়ংকাল হইতেছে সূর্য্যাস্ত থেকে রাত্রির প্রথম দিক্ পর্য্যন্ত। সেই সময়ে যদি অতিথি আসে তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা চলিবে না—ভোজন, শয্যা, এবং বসিবার আসন দিয়া পূজা (সমাদর) করিতে হইবে। ইহা কাহার কর্ত্তব্য? (উত্তর)—"গৃহমেধিনা"= গৃহমেধ যাহাদের আছে। 'মেধ' অর্থ যজ্ঞ; 'গৃহমেধ' ইহা হইতেছে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ সকলেরই নাম; সেই গৃহমেধ কর্ম্মে যাহারা অধিকারী তাহারা গৃহমেধী। সুতরাং 'গৃহমেধী' ইহার অর্থ গৃহস্থ। "সূর্য্যোঢ়" এটী অর্থবাদ; সূর্য্যের দ্বারা উঢ় অর্থাৎ প্রাপিত (প্রেরিত)। সূর্য্যাস্ত হওয়ারই জন্য সে ব্যক্তি দৈব দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে; কাজেই তাহাকে অবশ্যই পূজা করা উচিত। "কালে" ইহার অর্থ দ্বিতীয় বৈশ্বদেবকালে, যখন সায়ংকালীন ভোজন হয় নাই, "অকালে বা"= কিংবা সায়ং কালে যখন ভোজন ক্রিয়া মিটিয়া গিয়াছে, তাহা হইলেও। "অস্য গৃহে"=এই গৃহস্থের গৃহে, "অনশ্নন্=না খাইয়া, "ন বসেৎ"=অতিথি বাস করিবে না। যদি অবশিষ্ট অন্ন থাকে তাহা হইলে তাহা সেই অতিথিকে নিবেদন করিবে, আর তাহা যদি না থাকে তবে তাহার জন্য দ্বিতীয় বার অন্ন পাক করিতে হইবে। ৯৫

(যাহা অতিথিকে ভোজন করান হইবে না, গৃহস্থ তাহা স্বয়ং ভোজন করিবে না; অতিথিকে ভোজন করান ধন, আয়ু এবং স্বর্গ লাভের কারণ হয়।)

(মেঃ) ডাল, ঘি, দই, চিনি প্রভৃতি ভাল ভাল খাবার জিনিষ যাহা থাকিবে অতিথি উপস্থিত থাকিতে যতক্ষণ না তাহাকে উহা খাওয়ান হয় ততক্ষণ তাহা গৃহস্থ নিজে খাইবে না। তবে যবাগূরস, কটূক প্রভৃতি যেগুলি রোগীর পথ্য সেসকল দ্রব্য সেই অতিথি খাইতে ইচ্ছা না করিলে তাহাকে দিবে না। আর সেরকম জিনিষ অতিথিকে না দিয়া খাইলেও দোষ নাই। মোটের উপর 'সংস্কৃত সুস্বাদু অন্ন গৃহস্থ স্বয়ং (একক) খাইবে না, ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, খারাপ খাদ্য অতিথিকে খাইতে দিবে না। যাহা ধনের পক্ষে হিতকত তাহা 'ধন্য'; 'যশস্য' প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থও এইরূপ। ফল কথা, ইহা অর্থবাদ; কারণ, অতিথি উপস্থিত থাকিলে তাহাকে ভোজন করান নিত্য (অবশ্য করণীয়) কর্ম্ম। আর এই শ্লোকটী যখন পূর্ব্বোক্ত বিষয়েরই শেষভূত (অঙ্গস্বরূপ) তখন ইহা তাহারই প্রশংসাবোধক অর্থবাদ, এইরূপে অন্বয় করা সম্ভব হইলে এখানে স্বতন্ত্র একটী অধিকার (ফলবিধি) কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। ৯৬

(বসিবার আসন, বিশ্রাম করিবার স্থান, শয্যা, চলিয়া যাইবার সময় পিছনে পিছনে যাওয়া এবং সমীপে উপস্থিত থাকা, এগুলি বহু অতিথির উপস্থিতি ঘটিলে উত্তম, মধ্যম এবং অধম যে যেরূপ তাহার প্রতি সেইরূপ প্রয়োগ করিবে।)

(মেঃ)—যখন একই সময়ে বহু অতিথি আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহাদের প্রতি তাহাদের পরস্পরের উৎকর্ষ, অপকর্ষ এবং সমানতা অনুসারে ভাল মন্দ আসন প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবস্থা হয়, কিন্তু অবিশেষে সকলকে সমানভাবে সমাদর দেখান উচিত নহে। 'আসন'—যেমন 'বৃসী' প্রভৃতি (ব্রতস্থ ব্যক্তিগণের বসিবার আসনকে 'বৃসী' বলে)। "আবসথ" ইহার অর্থ বিশ্রাম করিবার স্থান। 'শয্যা', যেমন খট্বা প্রভৃতি। "অনুব্রজ্যা"—কেহ চলিয়া যাইবার সময় তাহার পিছনে পিছনে খানিকটা যাওয়া। "উপাসনং"=সেই অতিথির নিকট কথাবার্ত্তা লইয়া উপস্থিত থাকা। এই সমস্তগুলি উত্তম অতিথির প্রতি উত্তমভাবে প্রয়োগ করিতে হয়। যেমন, উত্তম অতিথি যখন চলিয়া যাইবেন তখন তাঁহার পিছনে পিছনে বহু দূরে পর্য্যন্ত যাইতে হয়, মধ্যম অতিথি হইলে নাতিদূরে যাইতে হয়, আর হীন (নিকৃষ্ট) অতিথি হইলে কয়েক পদমাত্র যাইলেই চলে। ৯৭

(সায়ংকালীন বৈশ্বদেব কর্ম্ম সমাপ্ত হইবার পর যদি অন্য কোন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহাকেও যথাশক্তি অন্নদান করিবে কিন্তু তখন আর বৈশ্বদেব বলি প্রদান করিতে হইবে না।)

(মেঃ)—'বৈশ্বদেব' কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে এখানে সর্ব্বার্থ (সকল প্রকার প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য) যে 'অন্ন' তাহাকে বৈশ্বদেব বলা হইয়াছে। সেই বৈশ্বদেব নিষ্পন্ন হইয়া গেলে অর্থাৎ সকলের ভোজন সমাপ্ত হওয়ায় অন্ন নিঃশেষ হইয়া গেলে যদি অন্য কোন অতিথি আসে তাহা হইলে তাহাকে পুনরায় অন্ন পাক করিয়া দিবে, কিন্তু সেই অন্ন পাক হইতে আর বলি প্রদান করিতে হইবে না। কেবল যে বলি প্রদান করিতে হইবে না তাহা নহে, কিন্তু অগ্নিতে হোমও করিতে হয় না। কারণ, সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে যে পাক করা হয় তাহা হইতেই বলিপ্রদান করিবার বিধান; কিন্তু মাঝখানে যদি আবার একবার পাক করিতে হয় তাহা হইলে তাহা হইতে ঐ বলি প্রদান করিবার বিধি নাই। ইহা অগ্রে "সায়ং ত্বন্নস্য" ইত্যাদি শ্লোকে বলিবেন। সুতরাং একদিনে যদি বহুবার পাক করা হয় তাহা হইলে প্রত্যেকটী বারেই বৈশ্বদেব কর্ত্তব্য নহে। "যথাশক্তি" ইহার অর্থ বিশেষ সংস্কার (আয়োজন) করিয়া অথবা সাধারণভাবে অন্ন পাক করিয়া তাহা দ্বারা অতিথির পূজা করিবে। ৯৮

(কোন ব্রাহ্মণ অন্যের গৃহে ভোজন লাভ করিবার নিমিত্ত সেখানে নিজ বংশ এবং গোত্র প্রকাশ করিবে না। ভোজন লাভের প্রত্যাশায় যে লোক ঐরূপ করে তাহাকে পন্ডিতগণ 'বান্তাশী' বা 'বান্তভোজী' বলিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—প্রসঙ্গচ্ছলে অতিথির নিজের কর্ত্তব্য কি সেসম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইতেছে,—। ভোজনলাভের প্রত্যাশায় 'আমি এই বংশে জন্মিয়াছি, অমুকের পুত্র' এইভাবে নিজ পরিচয় "ন নিবেদয়েৎ"=বলিবে না। "স্বে কুলগোত্রে"=নিজের 'কুল' অর্থাৎ পিতা পিতামহাদির পরিচয় এবং নিজের 'গোত্র'—যেমন গর্গগোত্র, ভার্গবগোত্র ইত্যাদি। অথবা 'গোত্র' ইহার অর্থ নাম; এইজন্য 'গোত্রস্খলিত' ইহার অর্থ, একটী নাম বলিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে তাহার বদলে অন্য একটী নাম বলিয়া ফেলা, এইরূপ কথিত হয়। (কবিকাব্যাদিতে প্রয়োগ আছে "উত গোত্রস্খলিতেষু বন্ধনম্"—কুমার ৪র্থ সর্গ)। নিজ অধ্যয়ন অর্থাৎ শাস্ত্রাধ্যয়ন বা বিদ্যা, তাহাও বলিবে না; ইহা অন্য স্মৃতিমধ্যে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই যে নিষেধ বলা হইল ইহারই অর্থবাদ বলিতেছেন,—। "ভোজনার্থং"—আমার বংশ এবং জাতি প্রখ্যাত, এইজন্য ভোজন লাভ করিতে ইচ্ছা করি, এই নিমিত্ত, এই হেতু নিজ বংশ এবং গোত্র জানাইয়া দিলে সে ব্যক্তি পন্ডিতগণ কর্ত্তৃক "বান্তাশী"= যে লোক বান্ত অর্থাৎ উদ্গীর্ণ (যাহা বমি করিয়া ফেলা হইয়াছে তাহা) ভোজন করে, সে 'বান্তাশী' এই নামে অভিহিত হয়। ৯৯

(ব্রাহ্মণের গৃহে যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সখা, জ্ঞাতি এবং গুরু উপস্থিত হন তাহা হইলে তাঁহাদের 'অতিথি' বলা হয় না।)

(মেঃ)—কোন ক্ষত্রিয় দূরপথগামী হইলেও এবং সে প্রথম ভোজনের সময়ে উপস্থিত হইলেও "ব্রাহ্মণস্য ন অতিথিঃ"=সে ব্রাহ্মণের 'অতিথি' বলিয়া গণ্য হইবে না। এই কারণে তাহাকে অন্নাদি অবশ্যই দিতে হইবে, এমন নহে। এইরূপ বৈশ্য এবং শূদ্রকেও যে অবশ্যই অন্নাদি দিতে হইবে, তাহা নহে। সখা এবং জ্ঞাতি, ইহারা দুই জন নিজেরই সমান; কাজেই ইহারা অতিথি নহে। গুরুকে প্রভুর ন্যায় সেবা করিতে হয় (এইজন্য তিনি 'অতিথি' হইতে পারেন না)। এইজন্য অন্যত্র কথিত হইয়াছে—"তাঁহাকে সমস্ত পাকক্রিয়া নিবেদন করিবে"। ১০০

(যদি কোন ক্ষত্রিয় অতিথিরূপে ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিলে তদনন্তর তাহাকেও ইচ্ছা হইলে খাওয়াইতে পারিবে।)

(মেঃ)—"অতিথিধর্ম্মেণ"=অতিথির ধর্ম্ম অনুসারে; অতিথির ধর্ম্ম (লক্ষণ) হইতেছে যাহার পথ্য-অন্ন ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, যে ভিন্নগ্রামবাসী অথচ ভোজনকালে উপস্থিত হইয়াছে। সেইভাবের কোন ক্ষত্রিয় যদি গৃহে উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহাকেও ভোজন করাইবে। এখানে "তমপি ভোজয়েৎ"=তাহাকেও ভোজন করাইবে, এইভাবে কেবল মাত্র ভোজন করাইবার কথাই বলা

হইয়াছে; এজন্য অতিথির প্রতি অন্যান্য যেসমস্ত উপচার (পরিচর্য্যা) করিবার বিধান আছে সেগুলি করিতে হইবে না। তবে প্রিয় হিত কথা—ভালভাবের আলাপ, মিষ্টকথা বলা গৃহে আগত যে কোন ব্যক্তির প্রতি জাতিনির্ব্বিশেষেই কর্ত্তব্য। তাহাকে ভোজন করাইবার সময় (উপযুক্ত কাল) ইহাই হইতেছে যে,—। "বিপ্রেষু"—অতিথি কিংবা যাঁহারা অতিথি নহেন এমন যে সব গৃহের নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণ আছেন "ভুক্তবৎসু"=তাঁহাদের প্রথমে ভোজন করান হইলে তাহার পর সেই ক্ষত্রিয়টীকে খাওয়াইতে হয়। "কামম্" ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে ইহা বাঁধা-ধরা নিয়ম নহে। সুতরাং এটী কাম্য বিধি (অনুষ্ঠান), কাজেই ইহা 'নিত্য' (অবশ্যকর্ত্তব্য) বিধি নহে। আর, কোন বিশেষ ফলও যখন নির্দ্দেশ করা নাই তখন স্বর্গই এখানে ঐ কাম্য অনুষ্ঠানটীর কামনার বিষয়। অথবা পূর্ব্বে "ধন্যং যশস্যং" (৩।৯৬) ইত্যাদি শ্লোকে যে ফল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহার সহিত এই কামনাটীর সম্বন্ধ করিয়া লইতে হইবে (অর্থাৎ এতাদৃশ গৃহাগত ব্যক্তিকে ভোজন করাইলে যশ প্রভৃতি লাভ করা যায়, ইহাই উহার ফল)। ১০১

(বৈশ্য এবং শূদ্রও যদি অতিথিধর্ম্মানুসারে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে ভৃত্যগণের সহিত খাওয়াইয়া দিবে।)

(মেঃ)—অতিথির ধর্ম্ম=অতিথিধর্ম্ম; তাহা যাহাদের আছে তাহারা অতিথিধর্ম্মী। অতিথির ধর্ম্ম কি তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। "কুটুম্বে প্রাপ্তৌ"='কুটুম্ব' অর্থাৎ গৃহে 'প্রাপ্ত' অর্থাৎ উপস্থিত—আগত যে বৈশ্য এবং শূদ্র তাহাদিগকেও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ভোজন করাইবে। তবে তাহাদের ভোজনের সময় হইবে ক্ষত্রিয়ের ভোজনকালের পর। এইজন্য বলিয়া দিতেছেন "ভোজয়েৎ সহ ভৃত্যৈস্তৌ"=তাহাদের দুইজনকে ভৃত্যের সহিত (সমকালে) খাইতে দিবে। 'ভৃত্য' অর্থ এখানে দাস (চাকর)। অতিথি, জ্ঞাতি এবং বান্ধবগণের খাওয়া হইয়া গেলে গৃহস্থ এবং তাহার পত্নীর ভোজনের পূর্ব্বে উহাদের (ভৃত্যগণের) খাইবার সময়। এখানে "সহ ভৃত্যৈঃ" ইহার অর্থ ভৃত্যগণের ভোজনের সমকালে, ইহাই মাত্র 'সহ' শব্দটী দ্বারা বোধিত হইতেছে। "আনৃশংস্যং"= কারুণ্য, অনুকম্পা "প্রয়োজয়ন্"=আশ্রয় করিয়া,—প্রকাশ করিয়া। ইহা দ্বারা উহাদের পূজ্যতা নিষেধ করা হইল অর্থাৎ উহারা যে পূজা পাইবে—উহাদিগকে যে পূজা করিতে হইবে তাহা নহে। কারণ, যাহাকে অনুকম্পা করিতে হয় সে অনুগ্রহের পাত্র, পূজার পাত্র নহে। যাহাদের প্রতি অনুকম্পা করা উচিত তাহাদিগকে অনুগ্রহ করা যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে তাহা অভ্যুদয়লাভের জন্য গৃহস্থ করিতে পারে কিংবা করে। কিন্তু উহা যদি করা না হয় তাহা হইলে যে অতিথিকে লঙ্ঘন করা হয় এরূপ নহে (কারণ উহাদের অতিথিত্বই নাই)। এখানে যাহা বলিয়া দেওয়া হইল তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—অতিথিকে ভোজন করাইলে যেরূপ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম হয় যাহার প্রতি অনুকম্পা করা উচিত তাহাকে অনুগ্রহ করিলে সেরূপ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম হইবে না কিন্তু তাহার তুলনায় নিকৃষ্ট ধর্ম্ম হইবে। অর্থাৎ কম পুণ্য হইবে। ১০২

(বন্ধু প্রভৃতি অপরাপর যাহারা প্রীতিবশতঃ গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহাদিগের জন্যও যথাশক্তি উত্তম অন্ন প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে নিজ ভার্য্যার সহিত বসাইয়া খাওয়াইবে।)

(মেঃ)—"সখ্যাদীন্"=সখি=সখা অর্থাৎ বন্ধু হইয়াছে আদি যাহাদের। 'আদি' শব্দটী প্রকারার্থক; (সুতরাং) সখ্যাদি ইহার অর্থ 'সখার মত' অর্থাৎ বন্ধুসদৃশ; সুতরাং উহা দ্বারা জ্ঞাতি, বন্ধু, সঙ্গত, সহাধ্যায়ী প্রভৃতি সকলকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু গুরু ইহার মধ্যে পড়িবেন না, তিনি বাদ (কারণ তাঁহার প্রতি আচরণ স্বতন্ত্র প্রকারের)। "সংপ্রীত্যা আগতান্"=যাহারা সম্যক্ স্নেহবশতই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন (কিন্তু অতিথিধর্ম্মে আসিয়া উপস্থিত নহে)। অতিথি-ধর্ম্মের বিষয়ই এখানে বলা হইতেছে; এজন্য তাহা নিষিদ্ধ করিবার নিমিত্ত বলা হইল "সংপ্রীত্যা"। তাহাদিগকে খাওয়াইবে। "প্রকৃত্য" ইহার অর্থ ভালভাবে অন্ন প্রস্তুত করিয়া। "যথাশক্তি" এখানে 'শক্তি' শব্দটী উপলক্ষণ স্বরূপ; সুতরাং ইহা দ্বারা এই কথা বুঝাইতেছে যে, নিজের ক্ষমতা যতটুকু এবং যে ব্যক্তি যেরূপ সমাদর পাইবার যোগ্য তাহার নিমিত্ত সেই পরিমাণ সেই মত অন্নসংস্কার করা উচিত। "ভার্য্যয়া সহ"=পত্নীর সহিত (পত্নীর ভোজন করিবার সময়ে)। স্বামীর ভোজন করিবার যাহা বিহিত সময় ভার্য্যারও ভোজনের তাহাই সময়, ভার্য্যার কোন স্বতন্ত্র ভোজনকাল নাই। এইজন্য অগ্রে (১০৬ শ্লোকে) এইরূপ বলা হইয়াছে, "সকলকে

দিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে ভক্ষণ করিবে"। মহাভারতে কিন্তু দেখান হইয়াছে যে স্বামীর ভোজনের পর ভার্য্যা ভোজন করিবে। দ্রৌপদী এবং সত্যভামার মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইতেছে সেখানে দেখা যায়, দ্রৌপদী স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কি তাহা বর্ণনা করিবার প্রসঙ্গে বলিতেছেন "সব কয়জন স্বামী ভোজন করিলে তাহার পর যাহা অবশিষ্ট অন্ন থাকে তাহাই আমি ভোজন করি"। স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করা স্ত্রীলোকদের ধর্ম্ম। অতএব এখানে এই শ্লোকটীতে এরূপ বিধান বলা হইতেছে না যে ভার্য্যার ভোজন করিবার সময় সখা প্রভৃতিকে ভোজন করাইবে (তাহাদিগকে ততক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে)। অথবা এখানে, "ভার্য্যয়া সহ"="ভার্য্যার সহিত ভোজন করিবে" এই 'সহ' শব্দটীর অর্থ ইহাও নহে যে একই পাত্রে গৃহস্বামীর পত্নীর সহিত সকলে ভোজন করিবে। কিন্তু ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ঐ সখা প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে একলা বসাইয়া খাওয়াইবে না, পরন্তু গৃহস্থ পত্নীও সেখানে ভোজন করিবে। কিন্তু ইহাতেও দোষ এই যে, "অবশিষ্টং তু দম্পতী" এই যে বচনটী ইহা বাধা প্রাপ্ত হয় (উহার সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে)। সুতরাং এখানে এইরূপ অর্থ করিতে হইবে, স্বামীর সম্মানভাজন কোন ব্যক্তির জন্য (সকলের সহিত ভোজনস্থান করা হইয়াছে কিন্তু তিনি উপস্থিত নাই। অতএব তাঁহার জন্য) যদি অপেক্ষা করিতে হয় (সেই ভোজনস্থানটী শূন্য থাকে) অথবা কেহ যদি তখন অরুচিবশতঃ খাইতে ইচ্ছা না করে তাহা হইলে সেইস্থানে (সেই পাত্রটীতে) পত্নী ভোজন করিবে। যেহেতু এইরূপ করিলে সৌহার্দ্য প্রকাশ হয় (খাতির করা হয়)। ১০৩

('সুবাসিনী', কুমারী, রোগী এবং গর্ভবতী নারী ইহাদিগকে অতিথির ভোজনের সঙ্গে সঙ্গেই খাইতে দিবে, কোন বিচার করিবে না—ইতস্ততঃ করিবে না।)

(মেঃ)—'সুবাসিনী' ইহার অর্থ নববিবাহিত বধূ, পুত্রবধূ এবং কন্যা। কেহ কেহ বলেন, যে সকল স্ত্রীলোকের শ্বশুরও জীবিত এবং পিতাও জীবিত তাহারা সন্তানবতী হইলেও তাহাদিগকে সুবাসিনী বলা হয়। ইহাদিগকে "অন্বক্ এব অতিথিভ্যঃ"=অতিথিভোজনের পিঠে পিঠেই—অতিথিরা খাইতে আরম্ভ করিলেই, সেই সময়েই খাইতে দিবে। কেহ কেহ এখানে "অন্বক্" ইহার বদলে "অগ্রে" এইরূপ পাঠ স্বীকার করেন। "অবিচারয়ন্"=বিচার (সন্দেহ) না করিয়া,—অতিথিগণকে এখনও খাওয়ান হয় নাই, ইহারা খাইবে কিরূপে, এই প্রকার সংশয় বা ইতস্ততঃ ভাব করা উচিত হইবে না। ১০৪

(যে অজ্ঞ লোক ইহাদিগকে খাইতে না দিয়া নিজেই আগে খাইতে থাকে সে বুঝিতে পারে না যে তাহার সেই ভোজন তাহাকে কুকুর, শকুনেরাই ভোজন করিতেছে।)

(মেঃ)—"এতেভ্যঃ"=ইহাদিগকে অর্থাৎ অতিথি হইতে আরম্ভ করিয়া ভৃত্য পর্য্যন্ত সকলকে "অদত্ত্বা"=না দিয়া, "পূর্ব্বং"=প্রথমে, "অবিচক্ষণঃ"=শাস্ত্রার্থে অনভিজ্ঞ যে ব্যক্তি "ভুঙ্ক্তে"=ভোজন করে, সে যখন মরিয়া যায় তখন তাহাকে কুকুর, শকুনিতে খায়। "স্বাং জগ্ধিম্ আত্মনঃ"=তাহারা তাহাকে যে খায় সেটা সে বুঝে না। সেই মূঢ়মতি ব্যক্তি এইরূপ মনে করে যে 'এখানে আমিই খাইতেছি', কিন্তু ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না যে, এই যে আমার খাওয়া ইহা কুকুর শকুনি দ্বারা আমার শরীর (ছিঁড়িয়া) খাওয়া। পরিণামে ইহার এইরূপই ফল হয় বলিয়া এই প্রকার বলা হইতেছে। ১০৫

(ব্রাহ্মণগণ অর্থাৎ অতিথিগণ, জ্ঞাতিগণ এবং ভৃত্যগণ ভোজন করিলে অতঃপর সর্ব্বশেষে অবশিষ্ট অন্ন গৃহস্বামী এবং তাহার পত্নী ভোজন করিবে।)

(মেঃ)—'বিপ্র'—ইহার অর্থ অতিথি, 'স্ব'—ইহার অর্থ জ্ঞাতি; তাহাদের ভোজন করা হইয়া গেলে তাহাদের খাইতে দিয়া যে অন্ন অবশিষ্ট থাকিবে তাহা "দম্পতী"=স্বামী ও স্ত্রী খাইবে। "পশ্চাৎ"=সকলের পিছনে, শেষে;—। ইহা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, সেইসকল ব্যক্তিদের জন্য অন্নাদি কল্পিত করিয়া (অগ্রভাগ তুলিয়া রাখিয়া) যাহা থাকিবে তাহাকে 'শিষ্ট'=অবশিষ্ট বলিয়া ধরা যায়; আর তাহা হইলে এতাদৃশ অবশিষ্ট অন্ন স্বামী ও স্ত্রী হয়ত সকলের অগ্রে খাইতে পারে (তাহাতে কোন দোষ হইবে না, এইরূপ বিবেচনা করিতে পারে)। এইজন্য বলিয়া দিতেছেন

"পশ্চাৎ";—(ঐরূপ করিলে চলিবে না, কিন্তু সকলের শেষে খাইতে হইবে)। এই বচনটী স্বামী ও স্ত্রীর ভোজনকাল বিধান করিবার জন্য বলা হইয়াছে। শ্লোকটীর প্রথম অর্দ্ধাংশ অনুবাদ স্বরূপ (শেষ অংশটী বিধিবোধক)। ১০৬

(দেবগণ, ঋষিগণ, মনুষ্যগণ, পিতৃগণ এবং গৃহদেবতাগণকে পূজা করিয়া তাহার পর গৃহস্থ 'শেষভোজী' হইবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানবিধি বলা হইয়াছে এবং পূর্ব্বশ্লোকে গৃহস্থের যে ভোজনকাল বিধান করা হইল, ইহা তাহারই অনুবাদস্বরূপ। কেহ কেহ বলেন ইহা দ্বারা অন্য একটী বিষয়েরও বিধান করা হইয়াছে। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের ভোজন করিবার সময় একই হইবে এবং সকলকে দিয়া যাহা থাকিবে সেই অবশিষ্ট অন্ন তাহাদের ভোজন করিতে হইবে, ইহাই বিধি, তাহা পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে। আর এই শ্লোকটীতে সেই ভোজনকালের যে একত্ব (যৌগপদ্য—একই সময়ে পতি এবং পত্নী উভয়ের যে ভোজন) তাহা স্ত্রীর পক্ষে নিষেধ করিয়া কেবল স্বামীর পক্ষেই ভোজনকাল বিধান করা হইতেছে। আর তাহা হইলে ভৃত্যগণের পূর্ব্বে এবং স্বামীরও আগে ভার্য্যা ভোজন করিতে পারে অথবা এইরূপ করিয়া সকলকে খাওয়াইতে পারে। ইহা করাও সঙ্গত হয়। কারণ, তাহা না হইলে ঐ সখা প্রভৃতির সহিত ভার্য্যা ভোজন করিতে পারিবে না, এইপ্রকার অর্থ কল্পনা করিতে হয়। আর তাহাতে পূর্ব্বে—১০৩ শ্লোকে —"ভোজয়েৎ সহ ভার্য্যয়া" এইস্থলে যাহা বলা হইয়াছে তাহার যথাশ্রুত অর্থ পরিত্যাগ করিতে হয়—ইহার পদগুলির যেরূপ অন্বয় প্রতীত হইতেছে তাহা ভঙ্গ করিতে হয়। আর মহাভারতে দ্রৌপদী-সত্যভামার আলাপ মধ্যে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে উহা বর্ণনা মাত্র, উহা কোন বিধি নহে। যদি উহা বিধিই হয় তাহা হইলে পত্নীর ভোজনকাল বিকল্পিত হইবে, ঐভাবে পূর্ব্বেও হইতে পারিবে এবং পরেও হইতে পারিবে।

এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ এ শ্লোকটী অনুবাদস্বরূপ। যদি বলা হয় ইহা অনুবাদ হইলে "গৃহস্থঃ শেষভুগ্ ভবেৎ" এখানে একবচনটী সঙ্গত হয় না (কারণ পূর্ব্ব শ্লোকে "অবশিষ্টং তু দম্পতী" এখানে দ্বিবচন রহিয়াছে—উহাতে পতি এবং পত্নীর ভোজনকালাদি বিধান করা হইয়াছে); ইহা বলাও ঠিক হইবে না। কারণ, স্বামী ও স্ত্রীর সহাধিকার হইতেছে —(একসঙ্গে মিলিতভাবে কর্ম্ম করাই বিধিবিহিত হইতেছে)। কাজেই এস্থলে সহার্থের ('সহ' শব্দটীর অর্থের) প্রাধান্য থাকায় দ্বিবচন বিভক্তি প্রাপ্ত হয় না। ইহার উদাহরণ যেমন, "ব্রাহ্মণঃ অগ্নিম্ আদধীত"=ব্রাহ্মণ অগ্নি আধান করিবে, এখানে একবচনেরই বিভক্তি রহিয়াছে, অথচ ভার্য্যার সহিতই উহা করিতে হয়। এস্থলে যেমন ভার্য্যার সহিত ঐ কর্ম্ম করিবার অধিকার থাকিলেও একবচন প্রয়োগ করায় কোনও বিরোধ হয় না, আলোচ্য স্থলটীতেও সেইরূপ একবচন প্রয়োগ বিরুদ্ধ হইবে না। ইহার কারণ কি? (ইহার কারণ এই যে) এরূপ স্থলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে একজন হয় প্রধান আর অন্যজন হয় গুণভূত (অপ্রধান)। আর যাহা অপ্রধান তাহা নিজ সংখ্যা ক্রিয়াপদটীর মধ্যে প্রকাশ করাইতে সমর্থ হয় না। এইজন্য এখানে যাহা প্রধান সেটীর মধ্যে যখন একত্ব সংখ্যা রহিয়াছে তখন পত্যর্থের মধ্যে পত্নীর অনুপ্রবেশ থাকিলেও একবচনের প্রয়োগই সঙ্গত। কারণ, একই 'গৃহস্থ' শব্দটী পত্নীরূপ অর্থও প্রকাশ করিয়া থাকে; পতি এবং পত্নীর সহত্ব বিবক্ষাতেই এরূপ হয়। দুইটী প্রধান কিংবা দুইটী অপ্রধান পদার্থ যদি একই জ্ঞানের বিষয় হয় অর্থাৎ একটীমাত্র জ্ঞান দ্বারাই যদি ঐ দুইটী পদার্থ গৃহীত হয় তবেই তাহাদের ঐপ্রকার সহত্ব বিবক্ষা হইতে পারে। (সুতরাং "গৃহস্থঃ শেষভুগ্ ভবেৎ" এখানে একবচন থাকিলেও দুই জনকেই বুঝাইতেছে। কাজেই এখানে পত্নীর ভোজনের পূর্ব্বে যে স্বামীর ভোজন বিধান করা হইতেছে, তাহা নহে। অতএব ইহাই স্থির হইল যে, এ শ্লোকটী অনুবাদস্বরূপ। আর প্রতিপাদ্য বিষয়টী সম্বন্ধে ধারণা দৃঢ় করিয়া দিবার জন্যই এই অনুবাদ বা পুনরুল্লেখ।

এখানে "গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ পূজয়িত্বা"=গৃহদেবতাগণেরও পূজা করিয়া, এই অংশটীতে যে 'দেবতা' পদটী রহিয়াছে কেহ কেহ বলেন এটী অর্থবাদ; কারণ "পূজয়েৎ"=পূজা করিবে, এই পদের সহিত উহার সম্বন্ধ রহিয়াছে; অতএব এখানে যে অর্চ্চাবিধি (পূজাবিধি) তাহাও গৌণ। কারণ, মুখ্য যে দেবতাপদার্থ তাহা পূজ্য (পূজার যোগ্য) হইতে পারে না; যেহেতু 'যজ্' ধাতু

কিংবা 'স্তু' ধাতুর সহিত সম্বন্ধ থাকিলে তবেই মুখ্য দেবতাত্ব সম্ভব হয়। এই দেবতাপদার্থ মুখ্য নহে বলিয়াই এখানে "গৃহ্যাঃ" এই বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে। কারণ, 'গৃহ্য'—ইহার অর্থ 'যাহা গৃহে বর্ত্তমান'। আর 'গৃহে বিদ্যমান দেবতা' বলিতে প্রতিমূর্ত্তি (প্রতিমা) সকলকেই বুঝাইবে। ইহার কারণ এই যে, মুখ্যদেবতা তাঁহাদেরই বলা হয় যাঁহারা যাগে সম্প্রদান হইয়া থাকেন অর্থাৎ যাঁহাদের উদ্দেশে হবির্দ্রব্যাদি ত্যাগ করা হয়; তাঁহারা কখনও গৃহসম্বন্ধী (গৃহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ ঐ 'গৃহ্য') হইতে পারেন না; ইহা শাস্ত্রপ্রমাণ অনুসারে সিদ্ধ হয় না। বস্তুতঃ যাঁহারা এখানে এইপ্রকার ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের মত (ঐ সিদ্ধান্ত) গ্রহণ করা হইলেও এখানে দেবতাপদার্থটীই গৌণ হয় কিন্তু পূজাপদার্থটী গৌণ হইতে পারে না। অর্থাৎ পূজার কর্ত্তব্যতা ঠিকই থাকে। কিরূপে ইহা হয়? (উত্তর—) গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে যষ্টব্য (পূজ্য) যে দেবতা তাহাকেই 'গৃহ্য' বলা হয়, এইরূপ বলা যুক্তিসঙ্গত। ১০৭

(যে লোক কেবল নিজের ভোজনের জন্য অন্ন পাক করে সে কেবল পাপ ভক্ষণ করিয়া থাকে, যেহেতু পঞ্চযজ্ঞাবশিষ্ট এই অন্নই ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের ভক্ষণীয়, ইহাই বিধি।)

(মেঃ)—কেবল পাপই সে লোক "ভুঙ্‌ক্তে"=খাইয়া থাকে, হৃদয়ে নিহিত করে, গ্রহণ করে, কিন্তু অন্নের কণামাত্রও তাহার উদরে প্রবেশ করে না, "যঃ পচেৎ"=যে ব্যক্তি পাক করায়, "আত্ম-কারণাৎ"=নিজের উদ্দেশে:—'আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত, এই বস্তুটী আমার ভাল লাগে, ইহাই পাক কর'—এই বলিয়া পাক করায়। অতএব যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত নয় তাহার পক্ষে কেবল নিজের জন্য পাক করা উচিত নহে। তবে যে ব্যক্তি আতুর তাহার যে উপায়ে শরীরধারণ হয় সেরূপ করা যুক্তিযুক্ত, তাহাতে যদি কোন শাস্ত্রবিধান লঙ্ঘন হয় তাহাও স্বীকার করা উচিত। কারণ এইরূপ শ্রুতিবচন রহিয়াছে, "সর্ব্বোতোভাবে নিজেকে রক্ষা করিবে"। শ্লোকটীর যেরূপ অর্থ দেখান হইল উহা কাহারও কাহারও সম্মত। কিন্তু ঐপ্রকার অর্থ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ ইহাতে অন্য স্মৃতিবচনের সহিত বিরোধ হয়। যেহেতু এইরূপ কথিত আছে,—"জগতে যাহা কিছু পরম আকাঙ্ক্ষিত, গৃহে যাহা প্রিয় বস্তু সে সমস্তই গুণবান্ ব্যক্তিকে দান করিবে, যদি 'তাহা অক্ষয় হউক' এইরূপ কামনা থাকে"। 'দয়িত'—ইহার অর্থ ইষ্ট বা স্পৃহণীয়। যদি তাহা পাক করা না হয় তাহা হইলে সেরূপ বস্তু দান করা কিরূপে সম্ভব? কাজেই এই শ্লোকটীর অর্থ এইরূপ হইবে,—। নিত্য যে পাক করা হয় সেস্থলে ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশ থাকিতেই পারে না (ব্যক্তিবিশেষকে উদ্দেশ করিয়া নিত্য পাক হইতেই পারে না)। কারণ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে তখন তাহাদের উদ্দেশ হইতে পারে, তাহাদের উদ্দেশে বিশেষরকম পাকের বন্দোবস্ত করা সম্ভব। আর তাহা না হইলে যেস্থলে অন্ন পাকে বিশেষ ব্যক্তি উদ্দিষ্ট থাকে না সেখানে তাহা অতিথি প্রভৃতিকে দেওয়া হয়। সুতরাং এখানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এইরূপ,—যে ব্যক্তি অন্ন পাক করিয়া ইহাদের না দিয়াই নিজে ভোজন করে তাহারই পক্ষে সেই পাক করা অন্ন ভোজনে এইপ্রকার দোষ হয়। অথবা ইহার অর্থ এইরূপ,—যে অন্ন পাক করা হইয়াছে তাহার সবটাই যদি অতিথি প্রভৃতির সেবায় ভুক্ত হইয়া যায়, খরচ হইয়া যায়, তাহা হইলে গৃহস্থ কেবল নিজের জন্য পুনর্ব্বার আর অন্ন পাক করিবে না, সেরূপ করা তাহার কর্ত্তব্য নহে। এইজন্য বশিষ্ঠ স্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, "অবশিষ্ট অন্ন গৃহস্বামী এবং তৎপত্নী ভোজন করিবে। যদি সমস্তটা ব্যয় হইয়া যায় তাহা হইলে পুনর্ব্বার আর পাক করা চলিবে না"। "যজ্ঞাশিষ্টাশনম্"=যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করা,—। পূর্ব্বে যে অবশিষ্ট অন্ন ভোজনের বিধান বলা হইয়াছে, ইহা তাহারই অর্থবাদ। 'যজ্ঞ'—যেমন জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি; তাহার 'শিষ্ট' অর্থাৎ যজ্ঞে উপযুক্ত (ব্যবহৃত) হইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে ইহা তাহাই অশন (ভক্ষণ), অর্থাৎ তাহার ফলের সহিত ইহার ফল তুল্য। ইহাই "সতাং"=শাস্ত্রানুষ্ঠানপরায়ণ গৃহস্থগণের পক্ষে, অতিথি প্রভৃতির ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য অশন-রূপে "বিধীয়তে"=বিহিত হয়। (ইহাই তাহারা ভক্ষণ করিবে, এইরূপই শাস্ত্রবিধি।) ১০৮

(রাজা, ঋত্বিক্, স্নাতক, গুরু, জামাতা প্রভৃতি প্রিয়জন, শ্বশুর এবং মাতুল, ইঁহারা যদি এক বৎসরের পর গৃহে আসেন, তাহা হইলে ইঁহাদিগকে মধুপর্ক কর্ম্ম দ্বারা পূজা করিবে।)

(মেঃ)—অতিথি পূজাপ্রসঙ্গে গৃহে সমাগত অন্য কাহারও কাহারও পূজার বিশেষ বিধান বলিয়া দিতেছেন। "রাজা"=যিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। রাজা বলিতে এখানে কেবল

ক্ষত্রিয়কে বুঝাইতেছে না। কারণ, এই যে মধুপর্ক কর্ম্ম দ্বারা সমাদর, ইহা সাধারণ পূজা নহে, ইহা অতি বড় পূজা (বিশিষ্ট সমাদর); সকল ক্ষত্রিয় (ক্ষত্রিয়মাত্রেই) ইহা পাইবার যোগ্য নহে (কিন্তু অভিষিক্ত ব্যক্তিই ইহা পাইবার যোগ্য; এইজন্য 'রাজা' অর্থ এখানে যিনি রাজ্যে অভিষিক্ত—তিনি যে জাতিই হউন)। স্নাতক এবং গুরুর সহিত একসঙ্গে সাধারণ ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ করাও সঙ্গত হয় না (এজন্যও এখানে 'রাজা' অর্থ ক্ষত্রিয় নহে)। কারণ, গুরুর সহিত তাহার পূজার সমতা হইতে পারে না। এসম্বন্ধে এইরূপ লিঙ্গও (জ্ঞাপক প্রমাণও) দৃষ্ট হয়। যেমন, সোম যাগের আতিথ্যেষ্টি বিষয়ক যে ব্রাহ্মণ (শ্রুতি) রহিয়াছে তথায় আম্নাত হইয়াছে "মনুষ্যগণের মধ্যে অন্য কোন রাজা আসিলে যেমন পূজা সমাদর কর্ত্তব্য হয় (এই সোমও সেইরূপ রাজার ন্যায়; এজন্য তাঁহার আতিথ্যকল্পে এই ইষ্টি—আতিথ্যেষ্টি কর্ত্তব্য)। এই কারণে ঐখানে মধুপর্ক-বিধিতে গো-বধ বিহিত হইয়াছে, এইজন্য অতিথিকে 'গোঘ্ন' বলা হয়।" ইহা দ্বারা 'মনুষ্যরাজ' সম্বন্ধেই, মনুষ্যগণের মধ্যে যে রাজা তাহার কথাই বলা হইয়াছে। কাজেই, যিনি জনপদের অধীশ্বর হইবেন তিনি ক্ষত্রিয়ই হউন অথবা অক্ষত্রিয়ই হউন তাঁহার প্রতিই এই মহতী পূজা (মধুপর্ক দান) কর্ত্তব্য। তবে শূদ্র যদি রাজা হয় সেখানে তাঁহার প্রতি এই মধুপর্কযুক্ত পূজায় মন্ত্রপাঠ কর্ত্তব্য নহে। আচ্ছা, শূদ্রের পক্ষেই মন্ত্র উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ, কিন্তু যে কর্ম্মে ব্রাহ্মণাদিরা শূদ্রকে কিছু সম্প্রদান করে তাহাতে ব্রাহ্মণাদির পক্ষে মন্ত্রপাঠ করা না হইবে কেন? (সুতরাং শূদ্র যদি রাজা হয় তবে তাহাকে মধুপর্ক দিয়া সম্মান করিবার সময় ব্রাহ্মণাদিরা মন্ত্রপাঠ করিবে না কেন?)। (উত্তর—) না, এস্থলে মন্ত্রপাঠ না করা দোষের নহে। কারণ, অর্ঘ্য যখন দেওয়া হয় তখন যাহাকে উহা দেওয়া হয় তাহার পক্ষে "ভূতেভ্যস্ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। (সুতরাং শূদ্রের পক্ষে তাহা করা কিরূপে সম্ভব?) আচ্ছা, মহাভারত মধ্যে এরূপ বর্ণনা ত দেখা যায় যে, শূদ্রও মধুপর্ক কর্ম্ম করিতেছে (মধুপর্ক দান করিতেছে)। "সেই ভগবান্ বাসুদেবকে তাঁহার উপযুক্ত আসন এবং মধুপর্ক ও একটী গরু বিদুর স্বয়ং যথাবিধি প্রদান করিলেন।" "ভগবতে"—ইহার অর্থ ভগবান্ বাসুদেবকে; বিদুর দিলেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য—বিদুর ভগবান্ বাসুদেবকে যে মুখ্য (আসন) মধুপর্ক দিয়াছিলেন তাহা নহে; কিন্তু মধুপর্কের যাহা সাধন (উপকরণ), সেই দধি দিয়াছিলেন; তাহাকেই এখানে গৌণভাবে 'মধুপর্ক' বলা হইয়াছে। "আয়ুর্ব্বৈ ঘৃতম্"=ঘৃত আয়ুস্বরূপ, ইত্যাদি উক্তির ন্যায় এখানেও যে প্রয়োজনে যেটা ব্যবহৃত হয় সেই নামে তাহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে। (মধুপর্কের জন্য দধি, মধু প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহৃত হয়; এই জন্য উহাকেই মধুপর্ক বলা হইয়াছে)। 'রাজা' এই শব্দটী যে কেবল ক্ষত্রিয়কেই বুঝায় তাহা নহে, কিন্তু ইহা জনপদের অধীশ্বরকেও বুঝাইয়া থাকে। (কাজেই এখানে 'রাজা' ইহার অর্থ রাজ্যে অভিষিক্ত যে কোন জাতীয় ব্যক্তি।)

"প্রিয়" ইহার অর্থ জামাতা। "স্নাতক"—বিদ্যা এবং ব্রত উভয় বিষয়েই যিনি স্নাতক হইয়াছেন (কিন্তু গৃহস্থ হন নাই)। এরূপ অর্থ না করিলে ঋত্বিক্ এবং গুরু সকলেই যখন স্নাতক তখন পৃথক্‌ভাবে 'স্নাতক' নির্দ্দেশ করিবার কোন সার্থকতা থাকে না। আবার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে স্থিত মাণবক 'ব্রতস্নাতক' হইলেও যতক্ষণ না বিদ্যাস্নাতক হয় ততক্ষণ তাহার পক্ষে ভৈক্ষচর্য্যাই বিহিত; কাজেই তাহার পক্ষে অতিথিধর্ম্মানুসারে ভোজন হইতে পারে না। অথবা, যে সবেমাত্র বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছে তাহাকে 'স্নাতক' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।* ইহাদিগকে "অর্হয়েৎ"=পূজা করিবে। "মধুপর্কেণ"=মধুপর্ক নামক কর্ম্ম দ্বারা। 'মধুপর্ক' এটী একটী বিশেষ কর্ম্মের নাম। গৃহ্যসূত্র হইতে ঐ কর্ম্মটীর স্বরূপ (পরিচয়) জানা যায়। "পরিসম্বৎসরান্"—এটী রাজা প্রভৃতি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ঐ সকল পূজার্হ ব্যক্তির বিশেষণ। 'পরিগত অর্থাৎ অতিক্রান্ত হইয়াছে সম্বৎসর যাঁহাদের তাঁহারা পরিসম্বৎসর'; ঐসকল ব্যক্তি 'পরি-সম্বৎসর' হইলে অর্থাৎ সম্বৎসর অতীত হইবার পর পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইলে মধুপর্ক-পূজা পাইবেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে অর্থাৎ সম্বৎসরের মধ্যে আসিলে "মধুপর্ক" পাইবেন না।

*স্নাতক তিন প্রকার—বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক এবং বিদ্যাব্রতস্নাতক। যিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই বেদগ্রহণ সমাপ্ত করিয়াছেন কিন্তু সময় অবশিষ্ট থাকায় 'ব্রত' পরিত্যাগ করেন নাই তিনি স্নাতক হইলে 'বিদ্যাস্নাতক' হইবেন। এইরূপ বেদগ্রহণ সম্পন্ন না হইলেও নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর যিনি ব্রহ্মচারিব্রত কলাপ সমাপ্ত করিয়াছেন তিনি 'ব্রতস্নাতক'। আর যিনি বিদ্যা এবং ব্রত উভয়ই সমাপ্ত করিয়া স্নাতক হইয়াছেন তিনি 'বিদ্যাব্রতস্নাতক'। আবার সমাবর্ত্তন করিয়া স্নাতক না হইলে গৃহী হওয়া যায় না বলিয়া গৃহস্থমাত্রেই স্নাতক পদবাচ্য। (অঃ—৩।২য় শ্লোকে কুল্লুক টীকা দ্রষ্টব্য।)

কেহ কেহ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেনঃ—ইঁহারা যদি সম্বৎসরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হন তাহা হইলে প্রথম মধুপর্ক-পূজার পর সম্বৎসর অতিক্রান্ত না হইলেও পুনরায় পূজা পাইবেন। অপর কেহ কেহ আবার বলেন, তাঁহাদের এই পূজা বাৎসরিক—বৎসরে একবার কর্ত্তব্য, কিন্তু যতবার আসিবেন ততবার এই পূজা হইবে না। সুতরাং এই মতানুসারে সম্বৎসরের পূর্ব্বে তাঁহারা আসিলেও তাহা সাম্বৎসরিক পূজার প্রতিবন্ধক হইবে না (সম্বৎসর পরে যদি আবার আসেন তাহা হইলে ঐ তৃতীয় আগমনটী দ্বিতীয় আগমনের পর সম্বৎসরমধ্যগত হইলেও উহা যদি প্রথম আগমনের সম্বৎসরান্তে ঘটে তাহা হইলে মধুপর্ক-পূজা বাধা পাইবে না, কিন্তু তাহা কর্ত্তব্য হইবে)। এখানে "পরিসম্বৎসরাৎ" এইরূপ পাঠান্তর আছে। ইহারও অর্থ ঐ সম্বৎসর বাদ দিয়া, সম্বৎসর পরে। ১০৯

(রাজা এবং শ্রোত্রিয় অর্থাৎ স্নাতক ইঁহারা যদি সম্বৎসর মধ্যে যজ্ঞকর্ম্মে উপস্থিত হন তাহা হইলে ইহাদের ঐ মধুপর্কবিধি অনুসারে পূজা করিতে হয় কিন্তু যজ্ঞ ছাড়া অন্য সময়ে আসিলে আর তাহা করিতে হইবে না, ইহাই নিয়ম।)

(মেঃ)—কেহ কেহ বলেন, সম্বৎসরের মধ্যে যজ্ঞরূপ নিমিত্তবশতঃ উঁহারা যদি আসেন তাহা হইলে তখন ইঁহাদের মধুপর্ক দিয়া পূজা করিতে হয়, ইহা জানাইয়া দিবার জন্য এই বচনটী (শ্লোকটী) বলা হইতেছে। অন্য কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বোক্ত রাজা এবং শ্রোত্রিয়েরই মধুপর্ক-পূজা সম্বন্ধে ইহা উপসংহার অর্থাৎ বিশেষ ব্যবস্থা। কারণ, ইহাকে যদি উপসংহার (বিশেষ ব্যবস্থা) বলা না হয় তাহা হইলে "ন ত্বযজ্ঞে" এই অংশটী সংলগ্ন হয় না। এখানে 'শ্রোত্রিয়' বলিতে পূর্ব্বোক্ত ঐ স্নাতককে বুঝাইতেছে। অথবা 'শ্রোত্রিয়'—ইহার অর্থ ঋত্বিক্। যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করিতে গেলে ঐ ঋত্বিক্‌কে মধুপর্ক দান করিবার বিধি আছে। এইরূপ অর্থ করিলে এইপ্রকার বিধির মূল শ্রুতিবচন পাওয়া যায়। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় শ্রুতিমধ্যে এইরূপ আম্নাত হইয়াছে, "যদি সম্বৎসর মধ্যে অনেকবার সোম যাগ করা হয় তাহা হইলে যে সমস্ত ঋত্বিক্‌কে অর্ঘ্যদান করা হইয়াছে তাঁহারাই ঐ যজমানের ঐ যাগকর্ম্মটী সম্পাদন করিয়া দিবেন"। এইভাবে এই শ্রুতিবাক্যটীই এই স্মৃতিবচনটীর মূলরূপে নিরূপিত হইয়া থাকে; তাহা না হইলে অন্য একটী অদৃষ্ট শ্রুতিকে ইহার মূল বলিয়া কল্পনা করিতে হয়। অন্য কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এখানে ঐ 'শ্রোত্রিয়' শব্দটী দ্বারা পূর্ব্বোল্লিখিত ঋত্বিক্ প্রভৃতি সকলকেই বুঝাইতেছে। এইজন্য দেখা যায় গোতম স্মৃতিমধ্যে উহাদের সকলকেই একসঙ্গে সমানভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা,— "ঋত্বিক্, আচার্য্য, শ্বশুর, পিতৃব্য, এবং মাতুল ইহাদের পূজায় মধুপর্ক বিধি প্রয়োজ্য"; ইহার পরই বলা হইয়াছে, "যজ্ঞ এবং বিবাহ ব্যাপারে সম্বৎসর মধ্যেও ইহাদের প্রতি মধুপর্কদান কর্ত্তব্য"। অতএব যজ্ঞরূপ নিমিত্তবশত সমাগত অর্ঘ্যভাজন সকল ব্যক্তিই সম্বৎসরের মধ্যেও অর্ঘ্য (মধুপর্ক) পাইবার অধিকারী হইবেন, ইহাই ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। আর "ন ত্বযজ্ঞে"=যজ্ঞভিন্নকালে নহে, এই যে নিষেধ ইহা সম্বৎসরের মধ্যে পুনর্ব্বার উপস্থিতি ঘটিলে, এইপ্রকার অর্থই বুঝাইতেছে, কিন্তু সম্বৎসর পরে যদি তাঁহাদের উপস্থিতি ঘটে তাহা হইলে এই নিষেধটী প্রয়োজ্য হইবে না।

এই শ্লোকটীর দ্বিতীয়পাদে ("যজ্ঞকর্ম্মণ্যুপস্থিতে" এখানে) অনেক প্রকার পাঠান্তর এবং তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ বলেন এস্থলে "ততে যজ্ঞে উপস্থিতৌ" এইরূপ পাঠ হইবে। তাঁহাদের মতানুসারে এখানে অর্থটী হইবে এইরূপ;—"ততে যজ্ঞে" অর্থাৎ যজ্ঞ প্রারব্ধ হইয়া গিয়াছে এমন সময়ে "উপস্থিতৌ"=উঁহারা দুইজন (রাজা এবং শ্রোত্রিয়) যদি উপস্থিত হন অর্থাৎ নিমন্ত্রণ করিয়া যদি আনীত হন তাহা হইলে উঁহাদের দুইজনের প্রতি মধুপর্ক ক্রিয়া করিতে হইবে; কিন্তু যজ্ঞ প্রারভ্যমাণ হইলে (যজ্ঞের প্রারম্ভে, গোড়ার দিকে) যদি আসেন তবে উহা কর্ত্তব্য হইবে না। এইপ্রকার মতবাদটীর উপর অন্য কেহ কেহ আবার দোষ দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, শ্রুতি-মধ্যে "সোম যাগে দীক্ষিত ব্যক্তি দান করিবে না" এইপ্রকারে সকলরকম দানই নিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু এখানে যদি মধুপর্ক দান করিবার অনুজ্ঞা দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহা ঐ শ্রুতিবচনের বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। আর একথাও এখানে বলা যায় না যে, এই যে মধুপর্কবিধি ইহা দান নহে, কিন্তু এখানে "অর্হয়েৎ"=পূজা করিবে, এইভাবে উল্লেখ থাকায় ইহা পূজারই বিধি। এরূপ বলা চলে না, কারণ, মধুপর্কে দধি দান, মাংসভোজনাদি দান বিহিত আছে। ইহাতে যদি বলা হয়,

এরূপ স্থলে ঐ পরকীয় বস্তু দধি, মাংস প্রভৃতি তাঁহারা স্বয়ংই লইয়া খাইতে থাকিবেন। ইহাও কিন্তু সংগত নহে; কারণ, ইহাতে চৌর্য্যদোষ ঘটে। ইহার উত্তরে যদি বলা হয় যে, এখানে ঐভাবে মধুপর্ক গ্রহণ করিবার বচন রহিয়াছে; কাজেই চৌর্য্যদোষ (চুরি করা) ঘটিবে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য, ঐপ্রকার শাস্ত্রার্থ হইলে এখানে 'দা' ধাতুর অর্থটীও অবশ্যই অন্তর্নিহিত থাকে। বস্তুতঃ শাস্ত্রমধ্যে 'দা' ধাতুটীর উল্লেখই রহিয়াছে। কারণ, "মধুপর্কং দদাতি"=মধুপর্ক দিবে, ইহাই শাস্ত্রবচন। অতএব, যজমান যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া মধুপর্ক দান করিবে, এরূপ বলা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ইহার উত্তরে হয়ত বলিতে পারা যায় যে, "দীক্ষিত ব্যক্তি দান করিবে না" এই নিষেধটী সোম যাগে দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজ্য; কিন্তু যজ্ঞমাত্রই যদি সোম যাগ হইত তাহা হইলে যজ্ঞমধ্যে নিযুক্ত হইয়া যদি যজমান উহাদের মধুপর্ক দান করে তবে ঐ বচনটীর সহিত বিরোধ হইতে পারিত। কিন্তু অপরাপর যজ্ঞ, যেমন দর্শপূর্ণমাসাদি যাগও ত রহিয়াছে। সুতরাং এই বিধিটী ঐ দর্শপূর্ণমাসাদি যাগ সম্বন্ধে প্রয়োজ্য হইবে অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসাদি যাগ আরম্ভ করিবার পর যদি উঁহারা আসিয়া উপস্থিত হন তাহা হইলে তাঁহাদের মধুপর্ক দান কর্ত্তব্য। এরূপ বলাও সংগত নহে; কারণ ইহাতে শিষ্টাচারবিরোধ ঘটে। যেহেতু সোম যাগ ছাড়া অন্য কোন যজ্ঞে শিষ্টগণ অর্ঘার্হ (পূজার্হ) ব্যক্তিকে মধুপর্ক দান করেন না। আর এই যে আচার ইহা দ্বারা বেদেরই আদর করা হয়—বেদবিধিই শিরোধার্য্য করা হয়। অতএব এখানে "যজ্ঞকর্ম্মণ্যুপস্থিতে" এই পাঠটীই সংগত। যজ্ঞ যখন আরম্ভ করা হয় সেই সময়ে উঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে শিষ্ট ব্যক্তিগণ উঁহাদিগকে মধুপর্ক দিয়া পূজা করেন, কিন্তু যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া (যজ্ঞ করিতে থাকিয়া) শিষ্টগণ মধুপর্ক দান করেন না। অতএব ইহাও আমরা বিচার করিব না। সাধারণভাবে যে দানের প্রাপ্তি হইতেছিল যজ্ঞমধ্যে তাহা নিষিদ্ধ হয় হউক, কিন্তু তাহারই জন্য যাহা শ্রুত অর্থাৎ বিশেষ একটী বিষয়ের উদ্দেশ্যে তাহার অংগরূপে যাহা বিহিত সেরূপ দান নিষিদ্ধ হইবে না; (তাহা সেই বিশেষ কর্ম্মে করা চলিবে)। যজ্ঞরূপ কর্ম্ম=যজ্ঞকর্ম্ম; সেই যজ্ঞকর্ম্ম উপস্থিত হইলে অর্থাৎ প্রাপ্ত হইলে। ১১০

(সায়ংকালে যে অন্ন সিদ্ধ করা হইবে তাহা দ্বারা পত্নী বিনা মন্ত্রে পূর্ব্ববর্ণিত বলি প্রদান করিবে। কারণ, ইহা 'বৈশ্বদেব' নামে প্রসিদ্ধ কর্ম্ম; ইহা প্রাতঃকালের ন্যায় সায়ং-কালেও কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—প্রথম অন্নপাক বিধি বলা হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় অন্নপাক বিধি নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইতেছে। "সায়ং"—ইহার অর্থ দিবা-অবসান বা প্রদোষ (রাত্রির প্রারম্ভ)। সেই সময়ে যে অন্ন সিদ্ধ করা হইবে তাহা দ্বারা পঞ্চযজ্ঞের সকলপ্রকার অনুষ্ঠানই পুনরায় কর্ত্তব্য, কেবল উহা হইতে ব্রহ্মযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞ এই দুইটী কর্ম্ম বাদ দিতে হইবে। আচ্ছা, এখানে বচনটীর মধ্যে (শ্লোকটীতে) "বলিং হরেৎ"=বলি প্রদান করিবে,—কেবল এইটুকু কর্ম্মই ত করিতে বলা হইয়াছে। আর এই যে বলিহরণ (বলিপ্রদান) ইহাই ভূতযজ্ঞ, এইরূপই ত প্রসিদ্ধি। সুতরাং এখানে পঞ্চযজ্ঞের ঐ হোম এবং অতিথি প্রভৃতিকে অন্নদান করিবার বিধি কোথায়? (অতএব ব্রহ্মযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞ বাদ দিয়া পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান পুনরায় সায়ংকালে কর্ত্তব্য, ইহা বলা যায় কিরূপে?) আর ইহার উত্তরে যদি বলা হয় যে এখানে "বৈশ্বদেবং হি নামৈতৎ"=ইহার নাম বৈশ্বদেব, এই 'বৈশ্বদেব' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে এই সিদ্ধ অন্ন সর্ব্বার্থ, অর্থাৎ ইহা দ্বারা সকল অনুষ্ঠানই যে কর্ত্তব্য তাহা ঐ 'বৈশ্বদেব' শব্দটীই বুঝাইয়া দিতেছে, —কারণ "বিশ্বেষাং দেবানাং"=সকল দেবতার নিমিত্ত "ইদং বিধীয়তে"=এই অন্ন বিহিত হইতেছে,—। "সায়ং প্রাতঃ"=প্রাতঃকালে যেরূপ করা হয় সায়ংকালেও সেইরূপ কর্ত্তব্য, ইহা জানাইয়া দিবার জন্যই এখানে 'প্রাতঃ' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে; এরূপ অর্থ না করিলে এই 'প্রাতঃ' শব্দটী অনর্থক হইয়া পড়ে; কারণ প্রাতঃকালে এই বৈশ্বদেব কর্ম্মটী ত আগেই বিহিত হইয়া আছে; সুতরাং এখানে আবার "সায়ং প্রাতর্বিধীয়তে" এরূপ বলিবার সার্থকতা কি? তদুত্তরে বক্তব্য,—ইহাতে যে প্রাতঃকালের ন্যায় সায়ংকালেও ব্রহ্মযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞও কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে? এইপ্রকার শঙ্কা হইলে ইহার উত্তরে বক্তব্য,—। এখানে বচনটীর মধ্যে "অন্নস্য সিদ্ধস্য" এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া এইপ্রকার অর্থ বুঝা যাইতেছে যে, যাহা অন্ন-সাধ্য কর্ম্ম তাহাই মাত্র কর্ত্তব্য, কিন্তু অধ্যয়নসাধ্য ব্রহ্মযজ্ঞ অথবা উদকসাধ্য তর্পণ কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং শ্লোকটীর পদগুলির এইপ্রকার সম্বন্ধ (অন্বয়) করিতে হইবে—"সিদ্ধ অন্নের

বলিহরণ ক্রিয়া করিবে, ইহা বৈশ্বদেব নামক কর্ম্ম, ইহা সিদ্ধ অন্নের দ্বারা উভয়কালে কর্ত্তব্য-রূপে বিহিত হয়"। এখানে 'অন্ন' শব্দটীর সাহচর্য্যে বৈশ্বদেব শব্দটীকে এইভাবে ঘুরাইয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়।

"অমন্ত্রম্"=বিনা মন্ত্রে;—। মন্ত্র=দেবতোদ্দেশ-শব্দযুক্ত স্বাহাকারান্ত শব্দ; অর্থাৎ যাহাতে দেবতার উদ্দেশ বুঝায় এমন শব্দ আছে অথচ শেষকালে 'স্বাহা' এই শব্দটীরও প্রয়োগ আছে তাহাই এখানে 'মন্ত্র' পদটীর দ্বারা বোধিত হইতেছে; যেমন "অগ্নয়ে স্বাহা" ইত্যাদি। এই-প্রকার মন্ত্র উচ্চারণ করাই এই সায়ংকালীন বৈশ্বদেব কর্ম্মে নিষিদ্ধ হইতেছে। কারণ, মন্ত্র বলিতে মুখ্যতঃ যাহা বুঝায় তাহা বৈশ্বদেব কর্ম্মে পাঠ করিবার বিধি নাই। তবে ঐ "অগ্নয়ে স্বাহা" ইত্যাদি শব্দগুলিকে যে মন্ত্র বলা হইতেছে ইহা প্রশংসামাত্র। কারণ, যাহা স্বাধ্যায়পঠিত নহে—বেদমধ্যে যাহা আম্নাত হয় নাই তাহা মন্ত্র নহে। যেহেতু, ঋক্, যজুঃ এবং সাম এই নাম-ত্রয়ে প্রসিদ্ধ বেদেরই যে অংশবিশেষ তাহাকেই বেদাধ্যয়নকারিগণ 'মন্ত্র' বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। আর বৃদ্ধব্যবহার হইতেই পদ-পদার্থের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়া থাকে অর্থাৎ কোন্ পদের কি অর্থ তাহা ব্যুৎপন্নগণের প্রয়োগ হইতেই জানিতে পারা যায়। (আর তদনুসারে বেদেরই অংশবিশেষের নাম মন্ত্র)। কিন্তু যেসকল শব্দ উচ্চারণ করিয়া বৈশ্বদেব কর্ম্ম বলিপ্রদান প্রভৃতি করা হয় সেগুলি স্বাধ্যায়মধ্যে কুত্রাপি আম্নাত হয় নাই। কেবল এইপ্রকার শ্রুতিবিধান মাত্র আছে যে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে হোম করিবে। আর, অন্য শ্রুতিবচনে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আছে যে 'স্বাহা' শব্দ কিংবা 'বষট্' শব্দ উচ্চারণ করিয়া দেবতাগণকে হবির্দ্রব্য দেওয়া হয়; এইভাবে সকল হোমেতেই যে 'স্বাহা' শব্দটী উচ্চারণ করিতে হয় তাহার বিধি বলা হইয়াছে। আবার 'যাজ্যা' নামক বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া যেখানে দেবতার উদ্দেশে হবির্দ্রব্য ত্যাগ করা হয় সেখানে ঐ যাজ্যানামক মন্ত্রের শেষে 'বষট্' এই শব্দটী উচ্চারণ করা নিয়ম। এইজন্য শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "যাজ্যা পাঠ করিলে শেষকালে 'বষট্' বলিবে"। আবার, 'স্বাহা' শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়, ইহা ব্যাকরণ স্মৃতিমধ্যে বলা আছে। এই সমস্ত কারণে, যাগে যখন দেবতা উদ্দেশ্য হয়, আবার উদ্দেশ্যত্ব হইতেছে 'শব্দাবগম্যরূপত্ব' (ইহার স্বরূপ কেবল শব্দ প্রয়োগ হইতেই অবগত হওয়া যায়), কাজেই দেবতার উদ্দেশ করিতে হইলে তখন "অগ্নয়ে স্বাহা" ইত্যাদি প্রকার শব্দবিন্যাস দ্বারাই তাহা করিতে হয়। (আর তাহাকেই—এইপ্রকার শব্দসংঘটনাকেই, এখানে প্রশংসাপূর্ব্বক মন্ত্র বলা হইয়াছে।)

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এই বলিকর্ম্মে যদি ঐসকল মন্ত্রপাঠ করা নিষিদ্ধ হয় তাহা হইলে যাগ নিষ্পন্ন হইবে কিরূপে? কারণ, 'এই বস্তুটী তোমার অর্থাৎ অমুক দেবতার, ইহা আর আমার নহে'—এইপ্রকার দেবতোদ্দেশ যতক্ষণ না করা হয়, ততক্ষণ ত যাগের স্বরূপ নিষ্পন্ন হয় না; যেহেতু কাহারও উদ্দেশবিহীন কেবল যে ত্যাগ, তাহা যাগ নহে, অর্থাৎ 'ইহা আমার নহে' —এইপ্রকার ত্যাগ বাক্যটী কেবল বলিলে তাহা যাগ হইবে না, কিন্তু ইহার সহিত 'ইহা অমুক দেবতার' এইভাবে 'দেবতোদ্দেশ' থাকা আবশ্যক, অর্থাৎ এই দুইটী বাক্য মিলিয়া যাগত্ব সিদ্ধ করিয়া থাকে। ইহার উত্তরে বক্তব্য, পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা সত্য। তবে এখানে জ্ঞাতব্য এই যে, এস্থলে কেবল শব্দই নিষিদ্ধ হইতেছে—শব্দ উচ্চারণ করিয়া দেবতোদ্দেশ করা নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু মানস দেবতোদ্দেশ নিষিদ্ধ হয় নাই। কাজেই পত্নী মনে মনে দেবতোদ্দেশ করিবে। যেমন, শূদ্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে না, কিন্তু তাহার বদলে সর্ব্বত্র 'নমঃ' এই শব্দটী উচ্চারণ করিয়া থাকে। শূদ্রের পক্ষে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিবার পরিবর্ত্তে যে কেবল 'নমঃ' এই শব্দটী উচ্চারণীয় তাহা গোতম স্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা,—"এই শূদ্রের পক্ষে মন্ত্রহীন 'নমঃ' শব্দ উচ্চারণ করা অনুমোদিত"। এই বচনে মন্ত্রের স্থানে 'নমঃ' শব্দ উচ্চারণ করা শূদ্রের পক্ষে উপদিষ্ট হইয়াছে। কাজেই তাহার পক্ষে কেবল 'নমঃ' শব্দটী মাত্র পাঠ করা বিধেয়, কিন্তু দেবতাপদ উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য নহে। আর এরূপ স্থলে বিনিয়োগ (শাস্ত্রনির্দ্দেশ) অনুসারে দেবতাও সিদ্ধ হইবে। ইহাও ঐ গোতম স্মৃতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে। তবে আচার্য্য এইরূপ বলেন যে, এস্থলে শূদ্রের পক্ষে 'স্বাহা' শব্দের বদলে 'নমঃ' শব্দটী উচ্চারণ করিতে হইবে, কিন্তু দেবতা-বোধক পদ উচ্চারণ করা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, সায়ংকালের যে বৈশ্বদেব হোম তাহার অনুষ্ঠান করিবে কে? (উত্তর)—কেন, ইহা ত বলাই হইয়াছে যে, বলি-প্রদান কার্য্যের ন্যায় এই বৈশ্বদেব হোমটীও পত্নীই সম্পাদন করিবে; কারণ, এখানে বচনমধ্যে

পত্নীর পক্ষেই সায়ংকালীন বলিহরণ কর্ম্মটী উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া সেই পত্নীই এখানে এই বৈশ্বদেব হোমেও সন্নিধান (উপস্থিতি বা নৈকট্য) বশতঃ প্রাপ্ত হইতেছে। ১১১

(অমাবস্যা তিথিতে সাগ্নিক দ্বিজাতি পিতৃযজ্ঞ নামক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া প্রতিমাসে পিণ্ডান্বাহার্য্যক নামক শ্রাদ্ধ করিবে।)

(মেঃ)—বৈশ্বদেব কর্ম্মমধ্যে যে শ্রাদ্ধের কথা বলা হইয়াছে তাহা বৈকল্পিক; এক্ষণে অপর একটী শ্রাদ্ধের কথা বলা হইতেছে; ইহা নিত্য কর্ম্ম (অবশ্যকরণীয়)। "চন্দ্রক্ষয়ে"=অমাবস্যা তিথিতে,—। সেই অমাবস্যায় আবার যে কোন সময়ে নহে কিন্তু "পিতৃযজ্ঞং নির্ব্বর্ত্ত্য"=শ্রুতিমধ্যে যে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ নামক ক্রিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা সম্পন্ন করিয়া;—। ইহা দ্বারা এই বিষয়টী পাওয়া যাইতেছে যে, ঐ পিতৃযজ্ঞ সম্পাদন করিবার যাহা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কাল (সময়) এই শ্রাদ্ধকর্ম্মটী করিবারও তাহাই কাল। এইজন্য শ্রুতিমধ্যে ইহা এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে "অমাবস্যা তিথিতে অপরাহ্নকালে 'পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ' নামক কর্ম্ম করিবে"। যে ব্যক্তি আহিতাগ্নি নহে তাহার পক্ষেও ইহা করণীয়। এইজন্য গৌতম বলিয়াছেন "অনাহিতাগ্নি ব্যক্তি এইভাবে নিত্য অগ্নিতে অন্ন পাক করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে" ইত্যাদি। "অগ্নিমান্"=পূর্ব্বে যে বৈবাহিক অগ্নির কথা বলা হইয়াছে সেই অগ্নি অথবা দায়কালে (পিতৃধন বিভাগকালে) যে অগ্নি সংগ্রহ করা হইয়াছে সেই অগ্নিযুক্ত। এখানে যে "বিপ্র"=ব্রাহ্মণ, এইরূপ বলা হইয়াছে ইহার অর্থ বিবক্ষিত নহে; সুতরাং ব্রাহ্মণের ন্যায় ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যও ইহা করিবে। কারণ, এইভাবে অন্য স্মৃতিমধ্যে অবিশেষে তিন বর্ণের পক্ষেই ইহা কর্ত্তব্য, এইরূপ বলিয়া দেওয়া আছে। "পিণ্ডান্বাহার্য্যকম্"='পিণ্ডান্বাহার্য্যক' ইহা এই শ্রাদ্ধ কর্ম্মটীর নাম। পিণ্ডসকলের 'অনু' অর্থাৎ পশ্চাৎ (পিঠেপিঠেই) যাহা 'আহৃত' হয় অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে 'পিণ্ডান্বাহার্য্যক' বলে। "মাসানুমাসিকম্"=যাহা মাসে এবং অনুমাসে (প্রতিমাসে) হয়; এখানে 'মাস' এবং 'অনুমাস' এই দুইটী শব্দ মিলিতভাবে মাসগত বীপ্সা অর্থাৎ প্রতিমাস এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। সুতরাং ইহা মাসে মাসে কর্ত্তব্য, এই কথা বলা হইল। আর তাহা হইতে ইহা যে নিত্য (অবশ্যকরণীয়) কর্ম্ম তাহাও সিদ্ধ হইতেছে। সত্য বটে যে এস্থলে 'মাসানুমাসিক' না বলিয়া কেবল 'অনুমাস' বলিলেও উহা দ্বারা মাসগত বীপ্সা প্রতীত হয়, সুতরাং 'মাস' শব্দটী অতিরিক্ত (নিরর্থক), তথাপি ইহা পদ্যগ্রন্থ, কাজেই এতাদৃশ গৌরব (আধিক্য) গণনা করা হয় না—উহা ধর্ত্তব্য নহে। এখানে "শ্রাদ্ধম্" এটীও ঐ কর্ম্মেরই নাম ছাড়া আর কিছু নহে; আর "কুর্য্যাৎ"=করিবে, এটী হইতেছে বিধি। ১১২

(পিতৃগণের উদ্দেশে যে মাসে মাসে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহাকে পণ্ডিতগণ 'অন্বাহার্য্য' এই নামে প্রসিদ্ধ বলিয়া জানেন। ঐ শ্রাদ্ধ উৎকৃষ্ট আমিষ দিয়া যত্নসহকারে কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—শ্রুতিবিহিত যে দর্শপূর্ণমাস যাগ তাহাতে ঋত্বিক্‌গণের দক্ষিণা হইতেছে 'অন্বাহার্য্য' (পাক করা অন্ন)। অমাবস্যা তিথিতে মাসে মাসে এই যে শ্রাদ্ধ করা হয় ইহাও পিতৃগণের অন্বাহার্য্য। ঐ অন্বাহার্য্য দ্বারা (পাক করা অন্ন দ্বারা) যেমন ঋত্বিক্‌গণ প্রীত হন সেইরূপ পিতৃগণও শ্রাদ্ধের দ্বারা প্রীত হইয়া থাকেন। ইহা দ্বারা এই কথা বলিয়া দেওয়া হইল যে এই শ্রাদ্ধকর্ম্ম 'পিত্রর্থ' (পিতৃগণের উদ্দেশে ইহা করা হয়)। তবে দর্শযাগ প্রভৃতি যেমন অগ্ন্যাদি দেবতার্থ শ্রাদ্ধকর্ম্মটী কিন্তু সেভাবে পিত্রর্থ নহে—শ্রাদ্ধে পিতৃগণ সেভাবে উদ্দেশ্যীভূত নহেন। কারণ দর্শযাগাদি অগ্নিপ্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে করা হইলেও অগ্ন্যাদি দেবতা ইহাতে প্রীত (প্রীতিপ্রাপ্ত) হন না, কিন্তু শ্রাদ্ধে পিতৃগণ প্রীত হন; ইহা তাঁহাদের উপকারের নিমিত্ত, প্রীতিসম্পাদনের জন্য করা হয়। এইজন্য এখানে "পিতৃণাম্" এইভাবে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে পিতৃগণের যদি কেবল দেবতাত্বমাত্র থাকিত (প্রীতিযোগ না থাকিত) তাহা হইলে এখানে চতুর্থী বিভক্তি না হওয়া সঙ্গত হইত না। এখানে "পিণ্ডানাং মাসিকং" —এইপ্রকার পাঠান্তর আছে। "অন্বাহার্য্যং বিদুর্বুধাঃ"=পণ্ডিতগণ ইহাকে 'অন্বাহার্য্য' এই নামে প্রসিদ্ধ বলিয়া জানেন। পিতৃযজ্ঞের ন্যায় ইহাও যে অবশ্যকর্ত্তব্য তাহা এই 'অন্বাহার্য্য' কথাটী দ্বারাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা কিন্তু কোন অঙ্গকর্ম্ম নহে; (ইহা প্রধান কর্ম্ম)। ইহা "আমিষেণ"=মাংসের দ্বারা "কর্ত্তব্যম্"=সম্পাদন করিতে হয়। "প্রশস্তেন"=যাহা নিষিদ্ধ নহে অথবা যাহা বিধিবোধিত (তাদৃশ মাংসের দ্বারা কর্ত্তব্য)। ইহা আচার্য্য স্বয়ং "দুই মাস

মৎস্যের মাংস দিয়া করিবে" ইত্যাদি বচনে বলিবেন। মাংস দ্বারা এই যে শ্রাদ্ধ করা ইহা প্রধান কল্প; ইহার অভাব ঘটিলে দধি, ঘৃত, দুগ্ধ এবং পিষ্টক প্রভৃতি দিয়া যে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য তাহার বিধান অগ্রে বলিয়া দিবেন। মাংস হইতেছে ভক্ত (ভাত) প্রভৃতি প্রধান খাদ্যদ্রব্যের ব্যঞ্জনস্বরূপ; কিন্তু কেবলমাত্র মাংসটাই আর মুখ্য খাদ্য নহে। এইজন্য আচার্য্য স্বয়ং অগ্রে বলিবেন "সূপ (ডাল), শাক প্রভৃতি অন্নের উপকরণগুলিও দিবে", "যতগুলি ব্রাহ্মণ এবং যে সমস্ত অন্নের দ্বারা" ইত্যাদি। ১১৩

(সেই শ্রাদ্ধে যেসকল সদ্‌ব্রাহ্মণকে খাওয়াইতে হয় এবং যে সমস্ত ব্রাহ্মণকে বর্জ্জন করিতে হয়, সেই শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ সংখ্যায় যতগুলি এবং যে যে অন্নের দ্বারা শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, সে সমস্ত বিষয় আমি সমগ্রভাবে বলিব।)

(মেঃ)—আচ্ছা, ঐ শ্রাদ্ধকর্ম্মে হোম, ব্রাহ্মণভোজন, পিণ্ডনির্ব্বপণ প্রভৃতি সবগুলি কর্ম্মই কি সমভাবে প্রধান এবং উহাদের সবগুলিকেই কি 'শ্রাদ্ধ' নামে অভিহিত করা যায় অথবা এখানে কোন কোনটী অঙ্গকর্ম্ম এবং ইহার কোনটী প্রধান কর্ম্ম? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—'শ্রাদ্ধ ভোজন করাইবে', 'ইহা দ্বারা শ্রাদ্ধ ভুক্ত হইয়াছে' এইপ্রকার যে প্রয়োগ করা হয় ইহাতে শ্রাদ্ধ এবং ভোজনের সামানাধিকরণ্য (অভেদ) রহিয়াছে বলিয়া এখানে ব্রাহ্মণ ভোজনটীই মুখ্য কর্ম্ম, এইরূপ অর্থই প্রতীত হইয়া থাকে। এইজন্য আচার্য্যও তাহাই বলিয়া দিতেছেন,—। "তত্র" =সেই শ্রাদ্ধে "যে দ্বিজোত্তমাঃ ভোজনীয়াঃ"=যেসকল সদ্‌ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হয়, "যে চ বর্জ্জ্যাঃ"=এবং যেসকল ব্রাহ্মণকে পরিহার করিতে হয়, "যাবন্তঃ"=সেই-সকল ব্রাহ্মণের সংখ্যা যত, যেমন "দৈবপক্ষে দুইজন ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি, "যৈশ্চান্নৈঃ" =এবং "তিল, ব্রীহি, যব" ইত্যাদি যে সমস্ত অন্নের দ্বারা উহা কর্ত্তব্য সে সমস্ত বিষয়ই আমি এক্ষণে বলিব, আপনারা তাহা শ্রবণ করুন। ইহাই (এই ব্রাহ্মণভোজনই) এখানে (এই শ্রাদ্ধ-কর্ম্মে) প্রধানতঃ সম্পাদন করিতে হয়; ইহা বিনা শ্রাদ্ধ কৃত (অনুষ্ঠিত) হয় না। অপর যাহা কিছু অঙ্গকর্ম্ম আছে তাহা 'আরাদুপকারক' অঙ্গই হউক অথবা 'সন্নিপত্যোপকারক' অঙ্গই হউক তাহা যদি সম্পন্ন না হয় তথাপি শ্রাদ্ধ কৃতই হইবে (শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইবে), তবে তাহা সগুণ (সাঙ্গ বা গুণযুক্ত) হইবে না, এই মাত্র। এইজন্য এইগুলির প্রাধান্য জানাইয়া দিবার নিমিত্ত পুনরুল্লেখ করা হইতেছে। ১১৪

(দৈবকর্ম্মে দুইজন ব্রাহ্মণ এবং পিতৃপক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণ অথবা উভয়পক্ষেই এক এক জন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে; নিজে অতিশয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইলেও ইহার অধিক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে প্রবৃত্ত হইবে না।)

(মেঃ)—যেভাবে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে অর্থাৎ যে ক্রম অনুসারে বক্তব্য বিষয়টীর নামোল্লেখ করা হইয়াছে সেই ক্রম অনুসারেই উহাদের বিশেষ বিবরণ বলা উচিত বটে তথাপি উহার মধ্যে যেটীর সম্বন্ধে অল্প বক্তব্য সেইটীর বিষয়ই প্রথমে বলা হইতেছে—যেসকল ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হইবে তাঁহাদের সংখ্যা কত তাহাই আগে বলিতেছেন, কিন্তু "যে ভোজনীয়াঃ"=যাঁহাদের ভোজন করান হইবে তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রথমে বক্তব্য হইলেও তাহা উপস্থিত ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। দেবগণের উদ্দেশে দুইজন ব্রাহ্মণ খাওয়াইবে। আর পিতৃগণের উদ্দেশে যে কর্ম্ম করা হইবে তাহাতে তিনজনকে খাওয়াইবে। "উভয়ত্র বা একম্"=অথবা দৈব এবং পিত্র্য উভয় স্থলেই একজন একজন করিয়া ব্রাহ্মণ খাওয়াইবে। 'পিত্র্য'—ইহার অর্থ 'যাহা পিতার উদ্দেশে করা হয়', এইভাবে এখানে পিতৃ শব্দের দ্বারা দেবতা নির্দ্দেশ করা আছে (সুতরাং কেবল পিতাই যে কর্ম্মে দেবতা তাহা 'পিত্র্য' কর্ম্ম এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে) বটে, তথাপি এস্থলে পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ—এই তিনজনই উদ্দেশ্য অর্থাৎ তিনজনই দেবতা। এরূপ স্থলে উহাদের এক এক জনের উদ্দেশে এক-একটী ব্রাহ্মণ খাওয়াইবে, কিন্তু সকলের উদ্দেশ্যে একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে না; কারণ এখানে উহারা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবেই দেবতা হইতেছেন। এইজন্য গৃহ্যসূত্রকার বলিয়াছেন "সকলের উদ্দেশে একজন ব্রাহ্মণকে খাওয়াইবে না"; "কয়জন ব্রাহ্মণকে খাওয়াইতে হইবে তাহা পিণ্ডগুলি দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে" অর্থাৎ যতগুলি পিণ্ড ততজন ব্রাহ্মণ। যেমন একটী মাত্র পিণ্ড সকলের উদ্দেশে প্রদান করা হয় না সেইরূপ একজনমাত্র ব্রাহ্মণকে সকলের উদ্দেশে ভোজন করান চলে না।

এখানেও আচার্য্য স্বয়ং বলিয়া দিবেন "কমপক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে।" আর ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবার জন্যই নিমন্ত্রণ করা হয়, কিন্তু কোন অদৃষ্ট উৎপাদনের নিমিত্ত যে কেবলমাত্র নিমন্ত্রণ করা হয় তাহা নহে। এই কারণে পিতৃকৃত্যে তিনজন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। আচার্য্যও এই কথা বলিবেন, "কম সংখ্যায় ব্রাহ্মণভোজন করাইবে না" ইত্যাদি। আর এইজন্য "বেদবিদ্যাসম্পন্ন একৈক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে" এই বচনটীও ঐরূপ অর্থই নির্দ্দেশ করিতেছে, বুঝিতে হইবে। উহার অর্থ, এক এক জনের উদ্দেশে এক এক জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। আরও কথা এই যে, এখানে 'উভয়পক্ষে একৈক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে' এরূপ অর্থ বিহিত হইতেছে না, কিন্তু বিস্তর ব্রাহ্মণ খাওয়াইবে না, এইভাবে যে অধিক ব্রাহ্মণ-ভোজন নিষেধ করা হইয়াছে তাহারই জন্য 'একৈক' এই অংশটীর অনুবাদ করা হইতেছে। ইহার উদাহরণ যেমন কাহারও বাড়ীতে কাহাকেও খাইতে নিষেধ করিবার জন্য বলা হয় (উহার বাড়ীতে খাইবে ত) 'বিষ খাও'; ইহার তাৎপর্য্য এই যে উহার বাড়ীতে খাইও না (যেহেতু তাহা বিষভক্ষণের সমান)। আচ্ছা, তাহাই যদি হয় তবে "দৈবপক্ষে দুইজন ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি বচনটীও ত বিধি হইতে পারিবে না; কারণ, ইহাকেও ঐভাবে অন্যার্থ বলা যায়, অর্থাৎ ইহাও ঐ বিস্তরপ্রতিষেধার্থক, এরূপ ত বলা যাইতে পারে! (সুতরাং ইহাকেই বা বিধি বলা হইবে কেন?) ইহার উত্তরে যদি বলা হয় যে, ইহাও বিধিই হইবে, কারণ পূর্ব্বে ইহার প্রাপ্তি ছিল না, তাহা হইলে বলিব "একৈকম্" ইত্যাদি অংশটীই বা বিধি হইবে না কেন? (ইহাও ত পূর্ব্বে হইতে প্রাপ্ত নাই?) এইপ্রকার সন্দেহ হইতেছে বলিয়া কেহ কেহ এস্থলে বলেন যে, এই দুইটীর একটীও বিধি নহে (অর্থাৎ "দ্বৌ দৈবে" ইহাও বিধি নহে এবং "একৈকম্" ইহাও বিধি নহে)। ইহাতে প্রশ্ন হইবে, ঐ দুইটীর কোনটীই যদি বিধি না হয় তাহা হইলে ভোজয়িতব্য ব্রাহ্মণের সংখ্যা জানা যাইবে কোথা হইতে অর্থাৎ কোন্ পক্ষে কয়জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে তাহা নিরূপণ হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা হয়—"কমপক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে" এই বচন হইতে সংখ্যা নিরূপিত হইবে। ইহাতে প্রশ্ন হয়, ঐ বচনটীতে দৈবপক্ষের যে উল্লেখ নাই?—দৈবপক্ষে কয়জন ব্রাহ্মণ তাহা যে উহাতে বলা হয় নাই? (উত্তর)—তাহা হইলে অন্য স্মৃতি হইতে ঐ সংখ্যা জানিতে হইবে। স্মৃত্যন্তরে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে, "অযুগ্মপক্ষে অর্থাৎ পিতৃপক্ষে সামর্থ্য অনুসারে" এবং "দৈবপক্ষে দুইজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে"। অথবা এই শ্লোকটীতে ("দ্বৌ দৈবে" ইত্যাদি মূল শ্লোকটীতে) ভোজয়িতব্য ব্রাহ্মণের সংখ্যারই বিধান বলা হইয়াছে; কারণ বিস্তর ব্রাহ্মণ ভোজনের যখন প্রাপ্তি নাই তখন তাহা নিষেধ করা অনর্থক, নিষ্কারণ। অতএব এখানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এইরূপ, —বিস্তর ব্রাহ্মণভোজনে যেসকল দোষ উপস্থিত হয় যে পরিমাণ ব্রাহ্মণভোজন করাইলে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা না থাকে সেই পরিমাণ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। আর তদনুসারে পিতৃপক্ষে হইবে বিজোড় (এক অথবা তিন) এবং দৈবপক্ষে হইবে দুইজন মাত্র। "সুসমৃদ্ধোঽপি"= অত্যন্ত ধনশালী হইলেও "ন প্রবর্ত্তেত বিস্তরে"=বাহুল্যে প্রবৃত্ত হইবে না। ১১৫

(ব্রাহ্মণভোজনের বাহুল্য করিতে গেলে তাহা সৎক্রিয়া, দেশ, কাল, শৌচ এবং ব্রাহ্মণগত সম্পৎ অর্থাৎ গুণবত্তা—এইগুলি নষ্ট করিয়া দেয়; অতএব বাহুল্যের দিকে ঝোঁক দিবে না।)

(মেঃ)—বাহুল্য করিলে যে দোষ হয় তাহা দেখাইতেছেন,—। এই কারণে বাহুল্য অনুমোদন করা হয় না। যদি ঐ 'সৎক্রিয়া' প্রভৃতি অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয় তাহা হইলে যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। "সৎক্রিয়া" ইহা অন্নের সংস্কারবিশেষ (ভাল করিয়া পবিত্রভাবে রন্ধন করা;—বহু লোকের আয়োজন স্থলে ইহা সম্ভব হয় না।) "দেশ"=দক্ষিণপ্রবণ স্থান (দক্ষিণ দিকে ঢালু জায়গা;—ইহাই পিতৃকৃত্যের প্রশস্ত স্থান); ইহা "অবকাশেষু চোক্ষেষু" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইবে। "কাল"=অপরাহ্নকাল—"মধ্যাহ্নকাল হইতে সূর্য্য সরিতে থাকিলে"। "শৌচ"=শ্রাদ্ধকারী, ব্রাহ্মণ এবং ভৃত্য, ইহাদের যে পবিত্রতা থাকা আবশ্যক তাহা। "ব্রাহ্মণ-সম্পদঃ"=গুণবান্ ব্রাহ্মণ লাভ করা। শ্রাদ্ধে এই গুণগুলি অবশ্য আশ্রয় করিতে হয়। কিন্তু 'বিস্তর' অর্থাৎ ব্রাহ্মণভোজনের বাহুল্য ঘটিলে ঐ গুণগুলি নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য এরূপ স্থলে 'বিস্তার' মানেই বৈগুণ্য (অঙ্গহানি, ত্রুটি)। ব্রাহ্মণের বাহুল্য হইলে ঐ বিস্তার বা বৈগুণ্য ঘটিয়া থাকে। "তস্মাৎ নেহেত"=অতএব তাহা করিবে না। ১১৬

(পিতৃগণের এই কৃত্যা অমাবস্যায় করিতে হয়; ইহা পিত্র্য অর্থাৎ পিতৃগণের উপকার বা তৃপ্তি সম্পাদন করে, ইহা পণ্ডিতগণের নিকট প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি এই কর্ম্মে নিরত থাকে—ইহা হইতে বিরত না হয়—তাহারও প্রেতকৃত্যা এবং লৌকিকী সংক্রিয়া সকল সময়ে অক্ষুন্ন থাকে অর্থাৎ তাহার পুত্রাদিরাও ইহলোকে এবং পরলোকে তাহার উপকার সাধন করে।)

(মেঃ)—দৈব কর্ম্মসকল দেবতার্থ নহে—দেবতার তৃপ্তি উৎপাদন করে না, কিন্তু এই পিত্র্য নামক কর্ম্ম সেরূপ নহে। কিন্তু ইহা "প্রথিতা"=খ্যাত বা প্রসিদ্ধ, "প্রেতকৃত্যা"= মৃত পিতৃগণের উপকারসাধকরূপে। "বিধুক্ষয়ে"=বিধু অর্থ চন্দ্র, তাহার ক্ষয় হইলে অর্থাৎ অমাবস্যা তিথিতে। এখানে "তিথিক্ষয়ে" এইরূপ পাঠান্তরও আছে। তবে "বিধিক্ষয়ে" এইরূপ একটী যে পাঠ আছে সেটী কিন্তু নির্দ্দোষ। সে পক্ষে এইরূপ অর্থযোজনা হইবে,—পিত্র্য নামে প্রসিদ্ধ যে "বিধি' অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম আছে তাহা 'ক্ষয়ে' অর্থাৎ গৃহে কর্ত্তব্য। "তস্মিন্"= সেই পিত্র্য কর্ম্মে, "যুক্তস্য"=যিনি তৎপর অর্থাৎ অনুষ্ঠানপরায়ণ সেই অনুষ্ঠান কর্ত্তার নিকট, "নিত্যম্"=নিশ্চিত, "উপতিষ্ঠতে"=উপস্থিত হয় "প্রেতকৃত্যা এব"=সেই প্রেতোপকারক কর্ম্মই;—। ফলিতার্থে এই যে, সেই ব্যক্তি যখন পরলোকগত হয় তখন তাহার উপকার (তৃপ্তি) সম্পাদনের নিমিত্ত তাহার পুত্রেরাও তাহার ঐ শ্রাদ্ধাদিরূপ উপকার করিয়া থাকে। এখানে এইপ্রকারে ইহাই প্রতিপাদন করা হইল যে, শ্রাদ্ধের ফল হইতেছে পুত্রপৌত্রাদি-সন্ততির অবিচ্ছেদ (পুত্রপৌত্রাদি-সন্ততির বিচ্ছেদ ঘটে না, বংশ অক্ষুন্ন থাকে)। তবে ইহাও ঠিক যে ঐ পুত্রপৌত্রাদি-সন্ততির অবিচ্ছেদ কামনাযুক্ত ব্যক্তি যে এই শ্রাদ্ধকর্ম্মের অধিকারী তাহা নহে; কারণ ইহা যে নিত্য কর্ম্ম, একথাও প্রতিপাদন করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন শ্রাদ্ধ নিত্য কর্ম্ম বটে. তবে যে ব্যক্তি সন্তানসন্ততির অবিচ্ছেদ কামনা করে তাহার পক্ষে ইহা স্বতন্ত্রই একটী বিধি। এই যে কর্ত্তব্যতা অর্থাৎ শ্রাদ্ধক্রিয়া, ইহা "লৌকিকী" অর্থাৎ স্মার্ত্তকর্ম্ম; (ইহা প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিহিত নহে), ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ১১৭

('হব্য' অথবা 'কব্য' সমস্তই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দেওয়া উচিত; যেহেতু গুণবত্তম শ্রেষ্ঠ সেই ব্রাহ্মণকে যাহা কিছু দেওয়া হয় তাহারই ফল সমধিক হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—"শ্রোত্রিয়" ইহার অর্থ 'ছান্দস' (ছন্দঃ অর্থাৎ বেদে যিনি অভিজ্ঞ)। মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণাত্মক সমগ্র বেদশাখা যিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন সেইরূপ ব্রাহ্মণকে "হব্যানি"=বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে যে ব্রাহ্মণভোজন শ্রাদ্ধের অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে তাহা দান করা উচিত। "কব্যানি"=পিতৃগণের উদ্দেশে যে ব্রাহ্মণভোজন শ্রাদ্ধের অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে। "অর্হত্তমায়"='অর্হত্তা' অর্থাৎ পূজ্যতা এবং যোগ্যতা;—। যিনি মহাকুলীন তিনি পূজিত হন; সুতরাং 'অর্হত্তম'—ইহার অর্থ যিনি মহাকুলে (উচ্চবংশে) জন্মিয়াছেন এবং যিনি বিদ্যা এবং সদাচারযুক্ত। "তস্মৈ দত্তম্"=সেইরূপ ব্যক্তিকে যাহা কিছু দেওয়া হয়, শ্রাদ্ধ ছাড়াও অন্য যাহা কিছু দেওয়া হয় তাহা "মহাফলম্"=সমধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে। অথবা ইহার অর্থ এই-রূপ,—। অশ্রোত্রিয় ব্যক্তিকে যে দান করা হয় তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। আবার—একজন ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় বটে কিন্তু তিনি অভিজন (আভিজাত্য), বিদ্যা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন নহেন, সুতরাং তাঁহাকে যাহা দেওয়া হয় তাহার ফল অতি অল্পই হয়; কিন্তু 'অর্হত্তম' ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া হয় তাহা 'মহাফল' হইয়া থাকে। ১১৮

(দৈবপক্ষে এবং পিতৃপক্ষে যদি একজন করিয়াও বেদবিদ্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হয় তাহা হইলে প্রচুর ফল লাভ করা যায় কিন্তু বেদবিদ্যাবিহীন বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়াও সে ফল হয় না।)

(মেঃ)—পূর্ব্বশ্লোকে যে বলা হইল 'অর্হত্তম' ব্রাহ্মণকে দেওয়া উচিত তাহাই এক্ষণে দেখাইয়া দিতেছেন,—। বেদবিদ্যাসম্পন্ন একজন ব্রাহ্মণকেও যদি ভোজন করান হয় তাহা হইলে প্রচুর ফললাভ হয়। বিদ্যাবত্তা যে কি তাহাও ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হইয়াছে—উহার অর্থ বেদার্থজ্ঞতা,—বেদের অর্থ জানা। এই জন্য বলিতেছেন "নামন্ত্রজ্ঞান্ বহূনপি"=যাহারা মন্ত্রজ্ঞ (বেদজ্ঞ) নহে এরূপ বহু ব্রাহ্মণকেও ভোজন করাইয়া সে ফল হয় না। 'অমন্ত্রজ্ঞ' এখানে 'মন্ত্র' শব্দটী মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক

বেদের বোধক। যদি পাঁচজন (পিতৃপক্ষে তিনজন এবং দৈবপক্ষে দুইজন) বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মেলা সম্ভব না হয় তাহা হইলে উভয়পক্ষে এক এক জন করিয়াও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, ইহাই এস্থলে বিধিটীর অর্থ। "পুষ্কলম্"—ইহার অর্থ পুষ্ট বা বিপুল (প্রচুর)। ১১৯

(বেদপারগ ব্রাহ্মণকেও দূর থেকে পরীক্ষা করিবে; কারণ সেই ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের হব্য এবং কব্যের তীর্থস্বরূপ, সকলপ্রকার দানেই তিনি অতিথিস্বরূপ।)

(মেঃ)—যেহেতু ইনি বেদপারগ অতএব ইঁহাকে ভোজন করাইতে হইবে, এমন নহে; কিন্তু "দূরাৎ পরীক্ষেত"=দূর হইতে পরীক্ষা করিবে। নিপুণভাবে জানিতে হইবে যে সেই ব্রাহ্মণের মাতৃবংশ এবং পিতৃবংশ পরিশুদ্ধ। এইজন্য উক্ত হইয়াছে, "মাতৃবংশে এবং পিতৃবংশে যাঁহারা দশ পুরুষ ধরিয়া বিদ্যাগ্রহণ এবং তপশ্চরণ করিয়া আসিতেছেন এবং সেই সব পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা যাঁহারা পবিত্র, যাঁহাদের ব্রাহ্মণ্য অক্ষুণ্ণ আছে, তাহা নিরূপণ করিয়া লইবে। ইহাই হইল দূর হইতে পরীক্ষা। এইরূপ যথার্থই যাঁহাদের বেদাধ্যয়ন, বেদার্থজ্ঞান এবং কর্ম্মানুষ্ঠান জ্ঞান আছে, তাহা জানিয়া লইতে হইবে। "বেদপারগঃ"=বেদের 'পার' অর্থাৎ সমাপ্তি যিনি লাভ করিয়াছেন তিনি 'বেদপারগ'। বেদের কেবল সংহিতাভাগ (মন্ত্রাংশ) কিংবা কেবল ব্রাহ্মণভাগ অধ্যয়ন করিলেই উপযুক্ত পাত্র হওয়া যায় না। এখানে যে এইরূপ নির্ব্বচন রহিয়াছে ইহা দেখিয়াই মনে হয় যে, যিনি বেদের একদেশ (অংশবিশেষ) অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাকে শ্রোত্রিয় বলা হয়। "তীর্থং তৎ হব্যকব্যানাং"=তাহা (তিনি) হব্য এবং কব্যের তীর্থস্বরূপ;—। তিনি তীর্থের ন্যায়, এইজন্য তাঁহাকে 'তীর্থ' বলা হয়। জলাশয় হইতে জল লইবার জন্য যেখান দিয়া নীচে নামা যায় তাহাকে বলে তীর্থ (ঘাট)। জলাভিলাষী ব্যক্তিরা সেই তীর্থ (ঘাট) দিয়া নীচের দিকে যাইতে থাকিয়া যেমন জল লাভ করে সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্রাহ্মণকে অবলম্বন করিয়া হব্য-কব্য সকল পিতৃপুরুষগণের নিকট উপস্থিত হয়, এইভাবে (ঐ ব্রাহ্মণের) প্রশংসা করা হইল। ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি অপরাপর কর্ম্মের দানেও ব্রাহ্মণ "অতিথিঃ"=অতিথিস্বরূপ;— যেমন স্বয়ং সমাগত অতিথিকে নিঃসন্দেহে দান করা হয় এবং সেই দানের ফলও সমধিক হইয়া থাকে সেইরূপ এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে হব্য-কব্যাদি দ্রব্যসকল নিঃসংশয়ে দান করা উচিত; তাহার ফল সমধিক হয়। ১২০

(বেদবিদ্যাবিহীন সহস্রগুণিত সহস্র অর্থাৎ দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ যেখানে ভোজন করেন সেখানে একজন মাত্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়া যদি প্রীত হন তাহা হইলে তিনি ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদের সকল ফল সাধন করিবার যোগ্য অর্থাৎ তাঁহাদের সমষ্টির সমকক্ষ।)

(মেঃ)—"অনৃচাম্" ইহার অর্থ যাহারা ঋক্‌সকলের অর্থ বিদিত নহে। বস্তুতঃ ইহা উপলক্ষণস্বরূপ (অন্য অর্থের জ্ঞাপক মাত্র); কারণ যাহারা 'অনৃচ্' (বেদবিদ্যাবিহীন) শ্রাদ্ধ ভোজনে তাহাদের প্রাপ্তিই নাই; যেহেতু শ্রাদ্ধে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকেই দান করিবার বিধি। "অনৃচাম্"—এটী সমাসান্ত বিধি অনুসারে "অনৃচানাম্" এইরূপ হওয়াই উচিত; কিন্তু ছন্দের অনুরোধে এখানে ঐ 'সমাসান্ত' করা হয় নাই; যেহেতু এইরূপ কথিত আছে, "ছন্দোমধ্যে মাষ শব্দটী প্রয়োগ করিতে গেলে উহার দীর্ঘস্বরের নিমিত্ত যদি ছন্দোভঙ্গ ঘটে তাহা হইলে উহা বরং 'মষ' এইরূপ প্রয়োগ করিবে তথাপি ছন্দোভঙ্গ করিবে না"। অথবা এটী "অনৃচাং" না হইয়া "অনৃচাঃ" এইরূপ প্রথমার বহুবচনান্ত পদ। তখন "সহস্রাণাং সহস্রম্ অনৃচাঃ যত্র ভুঞ্জতে" এইপ্রকার অন্বয় হইবে। যেমন, 'সহস্রং গাবঃ' ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়। "একঃ"= একজন, "প্রীতঃ"=যাঁহাকে ভোজন দ্বারা তৃপ্ত করা হইয়াছে এতাদৃশ, "মন্ত্রবিৎ"=বেদার্থজ্ঞ "সর্ব্বান্ তান্"=সেই সব কয়জন বেদজ্ঞানবিহীন ব্রাহ্মণগণকে "অর্হতি"=আত্মসাৎ অর্থাৎ নিজমধ্যগত করিয়া লন অর্থাৎ তিনি এককই তাহাদের সকলের সমষ্টির সহিত অভিন্ন হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের সকলের সহিত ঐ একজনের যদি অভেদ হয় তাহা হইলে সেই এক লক্ষ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে যে ফল হয় তাহা ঐ একজন ব্রাহ্মণকেই ভোজন করাইলে পাওয়া যায়, এইপ্রকার অর্থবোধ হওয়া এখানে সঙ্গত হয়। অবিদ্বান্ ব্যক্তির এই যে নিন্দা করা হইল ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে বিদ্বান্ ব্যক্তিকে ভোজন করাইবার যে বিধি বলা হইতেছে তাহার প্রশংসা করা। বাস্তবিকপক্ষে, ঐ সহস্রগুণিত সহস্রসংখ্যক (এক লক্ষ) ব্রাহ্মণ ভোজন এবং একজন ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল যে তুল্যরূপ তাহা বলা হইতেছে না। কারণ, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকেই ভোজন করান

বিধিবিহিত বলিয়া অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণভোজনের প্রাপ্তিই নাই। আর এমন যদি হয় যে, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ মিলিতেছে না, তখন পূর্ব্বোক্ত "শ্রোত্রিয়ায়ৈব" ইত্যাদি বচন অনুসারে অবিদ্বান্ বিপ্রেরও বিকল্পিতভাবে প্রাপ্তি হইতে পারে, আর তাহা হইলে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণভোজনের যে বাহুল্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল তাহা থাকে না; এজন্য এপক্ষে শ্লোকটীর যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ১২১

(হব্য এবং কব্য সকলপ্রকার দ্রব্যই জ্ঞানোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকে দান করা উচিত। কারণ, হস্তদ্বয় রুধিরলিপ্ত হইলে তাহা রুধির দ্বারাই শুদ্ধ, পরিষ্কৃত হয় না।)

(মেঃ)—'জ্ঞানোৎকৃষ্ট'—ইহার অর্থ জ্ঞানে অর্থাৎ বিদ্যায় যিনি উৎকৃষ্ট অর্থাৎ অধিক (বড় বা শ্রেষ্ঠ), তাঁহাকে কব্যদ্রব্য প্রদান করা উচিত। এখানে যে রুধিরলিপ্ত হস্তের উপমা দেওয়া হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ,—রুধিরলিপ্ত হস্তদ্বয়কে যদি রুধির দিয়াই মার্জ্জন (মাজা-ঘষা) করা হয় তাহা হইলে তাহা আরও বেশী রাঙা হইয়াই উঠে, কিন্তু তাহা নির্ম্মল হয় না, সেইরূপ অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে তাহাতে পিতৃপুরুষগণকে খুব বেশী অধোগামী করানই হইয়া থাকে। ১২২

(যে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ নহেন তিনি হব্য এবং কব্যের যতগুলি গ্রাস গলাধঃকরণ করেন, তিনি মৃত্যুর পর ততগুলি প্রতপ্ত লৌহপিণ্ড, প্রতপ্ত শূল, ঋষ্টি নামক অস্ত্র ভক্ষণ করেন।)

(মেঃ)—যদিও ইহা শ্রাদ্ধের প্রকরণ, তথাপি বিশেষ বচনবলে এখানে শ্রাদ্ধভোজনকারীর দোষ উল্লেখ করা হইতেছে। এইজন্য এইরূপ কথিত আছে, "সেই কারণে বেদবিদ্যাবিহীন ব্যক্তি যাহার তাহার নিকট দানগ্রহণ করিতে ভীত হয়"। "শূলর্ষ্টি"="শূল এবং ঋষ্টি"—ইহা অস্ত্রবিশেষ; "অয়োগুড়"—ইহার অর্থ লৌহপিণ্ড। যাঁহার জন্য শ্রাদ্ধের আয়োজন করা হইয়াছে তাঁহাকে যমদূতগণ উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড খাওয়াইয়া দেয়। তবে ব্যাসের বচন দেখিয়া জানা যায় যে, শ্রাদ্ধভোজয়িতার অর্থাৎ শ্রাদ্ধকর্ত্তারই এই দোষ, শ্রাদ্ধভোজনকারীর দোষ নাই। আবার, যাঁহাদের উদ্দেশ্যে এই শ্রাদ্ধভোজন করান হয় তাঁহাদেরও কোন দোষ হইতে পারে না। কারণ, ইহলোকে এক ব্যক্তি নিষেধ-লঙ্ঘন করিল, আর তাহার জন্য যে মৃতব্যক্তিরা দোষগ্রস্ত হইবে, ইহা বলা ত যুক্তিযুক্ত হয় না; যেহেতু ইহাতে 'অকৃতাভ্যাগম' প্রভৃতি দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে। কারণ, পুত্র যদি ঐরূপ কোন ব্রাহ্মণকে ভোজন করায় তাহাতে মৃত ব্যক্তিগণের অপরাধ কি? আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, (একজনের কর্ম্মে অপরের ফলভোগ যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে) পুত্র যে শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃগণের উপকার করে তাহাও ত সঙ্গত হয় না,—এই নিয়ম অনুসারে পিতৃগণের নিকট তাহাও ত প্রাপ্ত হইতে পারে না? (উত্তর)—তাহা প্রাপ্ত হইত না বটে যদি তাঁহাদের উপকারের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম বিহিত হইত। কিন্তু এস্থলে ত সেরূপ কোন বিধি নাই যে, শ্যেন যাগ যেমন শত্রুর অনিষ্ট (প্রাণবিয়োগ) ফলের জন্য অনুষ্ঠিত হয় সেইরূপ যে ব্যক্তি 'পিতার উপকার হউক' এইরূপ কামনা করিবে সে শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করিবে।* আর "তাবতো গ্রসতে প্রেতঃ"="যাহার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করা হয় তিনি ততগুলি উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড ভক্ষণ করেন" ইত্যাদি বচনটীকে ভোজয়িতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিলেও সঙ্গত হয়—(সেই ভোজয়িতা অর্থাৎ শ্রাদ্ধকারী পুত্রাদি ঐরূপ প্রতপ্ত লৌহপিণ্ড ভক্ষণ করে—এরূপ অর্থও সঙ্গত হয়।) যে শ্রাদ্ধকারীর শ্রাদ্ধে এতাদৃশ ব্রাহ্মণ ভোজন করে সে এইপ্রকার ফল লাভ করে, পদগুলির এখানে এইপ্রকার সম্বন্ধ করিলে তাহা সঙ্গত হয়। বস্তুতঃ অবিদ্বান্ ব্যক্তিকে ভোজন করাইবার এই যে নিষেধ ইহা এখানে এই প্রকরণে প্রতিপাদ্য। শ্রাদ্ধকারী পুরুষ যদি ইহা লঙ্ঘন করে তাহা হইলে ঐ শ্রাদ্ধকর্ম্মটীরই বৈগুণ্য ঘটিবে; আর সেই কর্ম্মটীর বৈগুণ্য হইলে ঐ শ্রাদ্ধকারীর শ্রাদ্ধাধিকারটী নিবৃত্ত হইবে, উহা পণ্ড হইয়া যাইবে, ইহাই মাত্র এখানে দোষ। আর তাহার ফলে, পিতৃগণের পক্ষে শ্রাদ্ধজনিত উপকারটী পাওয়া সম্ভব হইবে না। সুতরাং, এই বিধি লঙ্ঘন করিলে পুত্রেরই প্রত্যবায় হয়, ইহা বলাই সঙ্গত। আচ্ছা, এ সম্বন্ধে ভগবান্ ব্যাসদেবের

*এরূপ বলিলে শ্রাদ্ধ করাটা নিত্যকর্ম্ম না হইয়া কাম্য কর্ম্ম হইয়া পড়িবে কিনা বিবেচ্য।

সেই বচনটী কি (যাহার কথা পূর্ব্বে বলা হইল)? (উত্তর)—সে বচনটী এইরূপ,—কোন শ্রাদ্ধকারীর শ্রাদ্ধের হবির্দ্রব্যের যতগুলি গ্রাস 'অবিদ' অর্থাৎ বেদবিদ্যাবিহীন ব্যক্তি ভক্ষণ করে সেই ব্যক্তি অর্থাৎ শ্রাদ্ধকারী যমালয়ে গিয়া ততগুলি শূল ভক্ষণ করিয়া থাকে। এখানে "প্রেতঃ" ইহার বদলে 'প্রেত্য' এইরূপ পাঠান্তর আছে। সুতরাং সেপক্ষে শ্রাদ্ধভোজনকর্ত্তারই প্রেত্যতা বুঝায় অর্থাৎ পরলোকে শ্রাদ্ধভোজনকারীকে ঐরূপ লৌহপিণ্ড ভক্ষণ করিতে হয়। অতএব বেদবিদ্যাবিহীন ব্যক্তির পক্ষে শ্রাদ্ধে দৈব এবং পিতৃপক্ষের হব্য-কব্যদ্রব্য ভোজন কর্ত্তব্য নহে। ১২৩

(ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞাননিষ্ঠ, কেহ কেহ তপোনিষ্ঠ, কেহ কেহ তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠ, আবার কেহ কেহ কর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া থাকেন।)

(মেঃ)—সকলগুণের মধ্যে বেদবিদ্যারূপ গুণই শ্রেষ্ঠ; এইজন্য তাহার প্রশংসা করিবার নিমিত্ত এখানে গুণের বিভাগ বলিতেছেন। আর এই প্রশংসা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, বেদবিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তিকে দান করিবে, এইপ্রকার যে বিধি, ইহা দ্বারা তাহারই পোষণ করা হইতেছে। "জ্ঞাননিষ্ঠাঃ" ='জ্ঞানে' অর্থাৎ বেদবিদ্যায় 'নিষ্ঠা' অর্থাৎ উৎকর্ষ যাঁহাদের তাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠ; সুতরাং 'জ্ঞাননিষ্ঠ'—ইহার অর্থ জ্ঞানাধিকারী। 'জ্ঞানে নিষ্ঠা যাহাদের' এইভাবে ব্যধিকরণ (ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তিযুক্ত) পদগুলিরও বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে, কারণ ইহা অর্থ প্রত্যায়ক হইতেছে (ইহাতে অর্থবোধের কোন বাধা হইতেছে না)। যাঁহারা খুব ভালভাবে বেদ আয়ত্ত করিয়াছেন এবং সেই বেদপরায়ণ হইয়াই আছেন তাঁহাদিগকে এইরূপ (জ্ঞাননিষ্ঠ) বলা হইতেছে। অন্যান্য 'নিষ্ঠা'-শব্দান্ত পদগুলির পক্ষেও এইভাবে অর্থযোজনা হইবে। 'তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠ'—এখানে দ্বন্দ্বগর্ভ বহুব্রীহি সমাস; তপঃ এবং স্বাধ্যায়; তাহাতে নিষ্ঠা যাহাদের। 'তপঃ' বলিতে চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি, এবং 'স্বাধ্যায়' বলিতে বেদাধ্যয়ন বুঝায়। ('কর্ম্মনিষ্ঠ' এখানে) কর্ম্ম বলিতে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম বুঝাইতেছে। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, উক্ত গুণগুলি (জ্ঞান, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং কর্ম্ম এগুলি) সকলের মধ্যে সমবেতভাবে থাকা আবশ্যক। কারণ, যদি কাহারও মধ্যে ঐগুলির মধ্যে একটীমাত্র গুণ থাকে আর অন্য গুণগুলি না থাকে তাহা হইলে তাহাতে তিনি উক্ত দানগ্রহণের পাত্র হইবেন না। কিন্তু ঐ গুণগুলির সব কয়টী থাকা আবশ্যক, তবে কাহারও মধ্যে উহাদের মধ্যে কোন একটী গুণের উৎকর্ষ থাকিবার কথা বলা হইতেছে। এইজন্য 'নিষ্ঠা' শব্দটী সমাপ্তিবাচক হইলেও উহা এখানে লক্ষণা দ্বারা 'উৎকর্ষ' রূপ অর্থ বুঝাইতেছে। সুতরাং এখানে 'তন্নিষ্ঠ' (জ্ঞাননিষ্ঠ ইত্যাদি) ইহা দ্বারা 'তৎপরায়ণ' (জ্ঞানপরায়ণ ইত্যাদি) অর্থ বুঝাইতেছে। যদি কাহারও ঐ গুণগুলির সব কয়টী বিদ্যমান থাকে এবং তন্মধ্যে একটী গুণ উৎকর্ষ প্রাপ্ত ও অপরগুলি মধ্যম অবস্থায় থাকে তাহা হইলে তিনি অবশ্যই দানগ্রহণের পাত্র হইবেন। আবার, যাঁহাদের মধ্যে ঐ গুলির একটীও প্রকর্ষপ্রাপ্ত নহে তাঁহাদের মধ্যে ঐ সব কয়টী গুণ বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা 'পাত্র' হইবেন না। ঐগুলির সমুচ্চয় থাকা আবশ্যক, এইজন্য বেদার্থজ্ঞানবিহীন ব্যক্তির পক্ষে বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান থাকিতে পারে না, ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। কেহ কেহ এখানে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন;—। 'জ্ঞাননিষ্ঠ' ইহার অর্থ পরিব্রাজক। কারণ, ঐ পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর পক্ষেই কর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান অভ্যাস করা বিশেষভাবে বিহিত হইয়াছে। 'তপোনিষ্ঠ'—ইহার অর্থ বানপ্রস্থ; কারণ ঐ বানপ্রস্থকেই 'তাপস' বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। ইহা অগ্রে "গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা হইবে" (৬।২৩) ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইবে। 'তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠ'—ইহার অর্থ ব্রহ্মচারী। "কর্ম্মনিষ্ঠ" হইতেছে গৃহস্থ। এইজন্য যে লোক কোন আশ্রমের মধ্যে নাই শ্রাদ্ধে তাহাদের ভোজন করান নিষিদ্ধ। এই কারণে পৌরাণিকগণ বলিয়াছেন "যাহারা চারি আশ্রমের বহির্ভূত তাহাদিগকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য দান করিবে না"। ১২৪

(উক্ত চারিপ্রকার ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠ তাঁহাদেরই যত্নসহকারে যথাবিধি হব্য-কব্যদ্রব্য প্রদান করিবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে গুণের বিভাগ বলিলেন তাহার প্রয়োজন কি তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। "কব্যানি"=পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া যাহা দেওয়া যায় তাহাই 'কব্য'। তাহা জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে "প্রতিষ্ঠাপ্যানি"=প্রদেয় অর্থাৎ দান করা উচিত। "প্রযত্নতঃ"=যত্নসহকারে দিবে, এইরূপ উল্লিখিত হওয়ায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, সেরূপ লোকের অভাব হইলে পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার ব্রাহ্মণকেই দিবে, যেমন তাহাদিগকে 'হব্য' প্রদান করা হয়। পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম

করা হয় তাহাতে জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ পাত্র। এইজন্য কথিত হইয়াছে "সকল পাত্রের মধ্যেও তিনি শ্রেষ্ঠ পাত্র" ইত্যাদি। উঁহাদের চারিজনকেই কোনরূপ বিশেষ বা পার্থক্য না করিয়া অন্নদান করা যায়, ইহাই শ্লোকটীর তাৎপর্য্যার্থ। "যথান্যায়ম্" এখানে 'ন্যায়' ইহার অর্থ শাস্ত্রীয় বিধি বা পদ্ধতি। ১২৫

(যাহার পিতা শ্রোত্রিয় নহে কিন্তু পুত্র বেদপারগামী এবং যেখানে পুত্র শ্রোত্রিয় নহে কিন্তু পিতা বেদপারগ সেখানে এই দুইজনের মধ্যে তাহাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে যাহার পিতা হইতেছেন শ্রোত্রিয়। তবে অন্য ব্যক্তিটীও অবশ্যই সৎকার পাইবার যোগ্য, কিন্তু সেই পূজা তাঁহার নহে, তাঁহার মন্ত্র অর্থাৎ অধীত বেদেরই পূজা।)

(মেঃ)—"অশ্রোত্রিয়ঃ পিতা" ইত্যাদি শ্লোকটী সংশয় উত্থাপনের জন্য বলা হইয়াছে। যাঁহার পিতা 'অপাঠ' অর্থাৎ বেদপাঠে অনভ্যস্ত কিন্তু তিনি নিজে "বেদপারগঃ"=সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তিটীর পিতা বেদপারদর্শী, কিন্তু তিনি স্বয়ং মূর্খ—এই দুই-জনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তিটী উৎকৃষ্ট? এইপ্রকার সংশয় উত্থাপন করিয়া পরের শ্লোকটীতে তাহার সিদ্ধান্ত বলিয়া দিতেছেন। "অনয়োঃ"=এই দুইজনের মধ্যে—যিনি নিজে শ্রোত্রিয় কিন্তু তাঁহার পিতা মূর্খ এবং যিনি স্বয়ং মূর্খ কিন্তু তাঁহার পিতা শ্রোত্রিয়—ইহাদের দুইজনের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজে মূর্খ অথচ তাহার পিতা শ্রোত্রিয় তাহাকে "জ্যায়াংসং বিদ্যাৎ"=শ্রাদ্ধকর্ম্মে প্রশস্ত, শ্রাদ্ধগ্রহণের যোগ্য বলিয়া জানিবে; কারণ তাহার পিতা হইতেছেন শ্রোত্রিয়। পক্ষান্তরে অন্য ব্যক্তিটীকেও পূজা করা হয় বটে, কিন্তু সেরূপ স্থলে তিনি 'ব্রাহ্মণ' এই বিবেচনায় পূজা করা হয় না, কিন্তু তিনি যে মন্ত্র (বেদ) অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহারই পূজা করা হইয়া থাকে। (এরূপ বলিবার কারণ এই যে) শ্রাদ্ধে মন্ত্রের পূজা করিবার বিধান নাই (কিন্তু ব্রাহ্মণকে ভোজন করানই বিহিত); এজন্য ঐ প্রকার মূর্খপিতৃক স্বয়ং শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে না। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, উক্ত শ্লোক দুইটীর মধ্যে একটীতে সংশয় এবং অপরটীতে সিদ্ধান্ত দেখান হইয়াছে; আর এখানে অর্থবাদের আকারে এই কথাই মাত্র বলা হইতেছে যে, কোন ব্রাহ্মণের পিতা যদি শ্রোত্রিয় হন এবং তিনি নিজেও যদি শ্রোত্রিয় হন তবে ঐ দুইটী তাঁহার পক্ষে শ্রাদ্ধভোজনের কারণ হইয়া থাকে, কিন্তু কেবলমাত্র স্বয়ং শ্রোত্রিয় হইলে তাহাতে শ্রাদ্ধভোজনের অধিকার হয় না। পরন্তু, যে ব্যক্তি স্বয়ং বেদবিদ্যাবিহীন তাঁহার পিতা যদি শ্রোত্রিয় হন তাহা হইলে তাঁহাকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে, এরূপ বিধি-বিধান দেওয়া এখানে তাৎপর্য্য নহে। এইজন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "দূর থেকেই শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা করিবে" ইত্যাদি। আর এই শ্লোকটীতে উক্ত পরীক্ষার মধ্যে অধ্যয়ন পরীক্ষার এইভাবে নিয়ম করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, যিনি শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ হইবেন তাঁহার বেদাধ্যয়ন আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবে এবং তাঁহার পিতারও বেদাধ্যয়ন ছিল কি না, তাহাও পরীক্ষা করিবে। এইভাবে দুই পুরুষের অধ্যয়ন পরীক্ষা করিবার নিয়মবিধি বলা হইতেছে। তবে ঐ ব্রাহ্মণের জাতি পরীক্ষা এবং গুণ পরীক্ষায় আরও অধিক পুরুষ পর্য্যন্ত দৃষ্টি রাখিতে হয় (ইহা পূর্ব্বে ঐ "দূরাদেব পরীক্ষেত" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে)। আর এই শ্লোকটীতে ঐ পরীক্ষারই বিশেষ একটী বিষয় নির্দ্দেশ করা হইতেছে। কাজেই, এখানে পুনরুক্তি ঘটিতেছে না। ১২৬-১২৭

(শ্রাদ্ধে মিত্রকে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণরূপে ভোজন করাইবে না, কিন্তু ধনের দ্বারা মিত্রলাভ করিবে। যিনি শত্রুও নহেন এবং মিত্রও নহেন বলিয়া বুঝিবে সেই ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণের শ্রোত্রিয়ত্বাদি যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল কাহারও মধ্যে সেগুলি সব থাকিলেও যদি তাহার সহিত মিত্রতা থাকে অথবা ঐ শ্রাদ্ধের দান দিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা করিবার অভিপ্রায় থাকে তাহা হইলে সেরূপ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ হইবেন—; এইভাবে মিত্রতা প্রভৃতি নিমিত্তবশতঃ উঁহার নিষেধ বলিতেছেন। "মিত্র"—ইহার অর্থ শ্রাদ্ধকর্ত্তার নিজের সুখদুঃখ যিনি তাঁহার নিজের সুখদুঃখের সমান বিবেচনা করেন—নিজের সহিত অভিন্ন সেই ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। কিন্তু ধন এবং অন্য বস্তু দ্বারা সেই মিত্রকে সংগ্রহ করিবে (তাহার সহিত বন্ধুত্ব বজায় রাখিবে)। অথবা এখানে 'মিত্রতা'—ইহার অর্থ বিচ্ছেদ (বিরোধ) না হওয়া, কিংবা উপকার পাওয়া। কেবল যে

মিত্রকেই ভোজন করাইবে না তাহা নহে, কিন্তু "নারিং" (ন অরিং)=শত্রুকেও শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। "নারিং ন মিত্রং যং বিদ্যাৎ"=যাহাকে শত্রু কিংবা মিত্র বলিয়া না বুঝিবে—যাহার প্রতি অনুরাগও নাই এবং বিদ্বেষও নাই কিংবা অন্য কোনপ্রকার এমন সম্পর্ক নাই যে তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রীতিবশতঃ নিযুক্ত করা হইতেছে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে,—। এখানে শত্রু এবং মিত্র, এ দু'জনকে দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। মাতামহ প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণরূপে মুখ্যকল্পে তাঁহাদের উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু অনুকল্প পক্ষেই তাঁহাদের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শত্রুর প্রতিও যদি বন্ধুত্ব করা, অর্থ দেওয়া প্রভৃতি সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে বন্ধুত্ব করিবে—এইজন্য 'মিত্রসংগ্রহ' এইরূপ বলা হইয়াছে। তবে শত্রুতা সম্পাদন করিবে না। ইহার অর্থটী অগ্রে আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইবে। ১২৮

(যাহার শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য এবং হবির্দ্রব্যে বন্ধুত্বের প্রাধান্য থাকে তাহার ঐ শ্রাদ্ধ কিংবা হবির্দ্রব্য কোনটীই পরলোকে ফলপ্রদ হয় না।)

(মেঃ)—পূর্ব্বশ্লোকটীতে যে নিষেধ বলা হইল ইহা তাহারই অর্থবাদস্বরূপ। "মিত্র-প্রধানানি"—এখানে এই মিত্র শব্দটী ভাবপ্রধান (ইহার অর্থ মিত্রতা)। সুতরাং "মিত্রপ্রধানানি" —ইহার অর্থ যেখানে বন্ধুত্বের প্রাধান্য। এইভাবে শ্রাদ্ধটী অরি এবং মিত্র উভয়েরই শেষ (গুণ-ভূত), অর্থাৎ যে শ্রাদ্ধে অরি এবং মিত্র উভয়েরই প্রাধান্য, এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। "হবীংষি" —এখানে 'হবিঃ' শব্দটী লক্ষণা দ্বারা দেবতোদ্দেশ্যক দান কিংবা কেবল অদৃষ্টার্থক ব্রাহ্মণ-ভোজন বুঝাইতেছে। "প্রেত্য ফলং নাস্তি"=পরলোকে ফল নাই। আচ্ছা, এখানে 'প্রেত্য' এবং 'নাস্তি' এই দুইটী ক্রিয়ার কর্ত্তা যখন সমান নহে তখন কার্য্যটীই উৎপন্ন হইতে পারিবে না ত? কারণ, 'প্র' পূর্ব্বক 'ইণ্' ধাতুর কর্ত্তা হইতেছে শ্রাদ্ধকারী পুরুষ আর নঞর্থবিশিষ্ট যে অস্তিতা তাহার (অর্থাৎ 'নাস্তি' এই ক্রিয়াটীর) কর্ত্তা হইতেছে ফল। (দুইটী ক্রিয়ার কর্ত্তা অভিন্ন হইলে পূর্ব্বকালবোধক ক্রিয়াটীতে 'ক্ত্বাচ্' বা ল্যপ্ প্রত্যয় হয়, কর্ত্তা ভিন্ন হইলে হয় না।) ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন 'প্রেত্য'—এটী ল্যপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ নহে, কিন্তু ইহা স্বতন্ত্রই একটী শব্দ; ইহা অব্যয় পদ; ইহার অর্থ পরলোক। (এইজন্য অমরকোষে বলা হইয়াছে "প্রেত্যামুত্র ভবান্তরে"।) আর যদি বলা হয়, এখানে 'ফলং'—এই পদটী 'প্র' পূর্ব্বক 'ইণ্' ধাতুর কর্ত্তা তাহা হইলে এইভাবে উহার অর্থ করিতে হইবে, "তস্য ফলং"=তাহার ফল "প্রেত্য" =প্রকর্ষসহকারে আসিয়াও অর্থাৎ নিকটে আসিয়াও "নাস্তি"=হয় না অর্থাৎ ভোগ্যতা প্রাপ্ত হয় না। (ভোগযোগ্য হয় না।) ১২৯

(যে মানব মোহবশতঃ শ্রাদ্ধ দ্বারা বন্ধুত্ব সম্পাদন করে, সেই দ্বিজাধম 'শ্রাদ্ধমিত্র' নামে অভিহিত হয়; সে স্বর্গলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—"সঙ্গতানি"=বন্ধুত্ব "যঃ কুরুতে"=যে লোক করিয়া থাকে "শ্রাদ্ধেন"=শ্রাদ্ধের দ্বারা, "মোহাৎ"=মোহবশতঃ অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ না জানিয়া, "স স্বর্গাৎ চ্যবতে"=সে লোক স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হয়, অর্থাৎ স্বর্গলাভ করিতে পারে না। যে লোক স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হয় তাহার স্বর্গের সহিত সম্বন্ধ থাকে না, আবার যে লোক স্বর্গলাভ করে না তাহারও স্বর্গের সহিত সম্বন্ধ থাকে না—এইভাবে উভয়স্থলে সম্বন্ধ না থাকার সমানতা রহিয়াছে বলিয়া 'স্বর্গলাভ করে না' এই অর্থে বলা হইয়াছে 'স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হয়'। যেমন, কোন লোক স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে বিচ্যুত হইলে সে আর স্বর্গের সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকে না এই ব্যক্তিও সেইরূপ। ইহা দ্বারা এই কথাই বলা হইল যে, তাহার পক্ষে শ্রাদ্ধের ফলপ্রাপ্তি ঘটে না। যেহেতু এই-ভবেই ফলটী সকলের শেষ (অঙ্গরূপে সম্বন্ধ) হইতে পারে। "শ্রাদ্ধমিত্রং"=শ্রাদ্ধ হইয়াছে মিত্র যাহার সে শ্রাদ্ধমিত্র। শ্রাদ্ধ তাহার মিত্রলাভের হেতু হইয়া থাকে এইজন্য শ্রাদ্ধই মিত্র হইতেছে; কাজেই এখানে বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে। "দ্বিজাধমঃ"=দ্বিজগণের মধ্যে অধম। 'দ্বিজ' শব্দটী এখানে দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং শূদ্রও যখন শ্রাদ্ধ করিবে তখন সে তাহার কোন মিত্রকে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণরূপে ভোজন করাইবে না। আচ্ছা, শূদ্রের পক্ষে মিত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার প্রসঙ্গই ত নাই, কারণ সে ত ব্রাহ্মণ নহে? (উত্তর)—কে এইরূপ (পরিভাষা) নিয়ম করিয়াছে যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের মিত্র হইতে পারিবে না? যদি বলা হয়,

যাহারা সমানজাতীয় তাহাদেরই পরস্পর মিত্রতা হইয়া থাকে, কিন্তু হীনজাতীয়গণের সহিত উত্তম জাতীয়ের বন্ধুত্ব হয় না। ইহাও কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ, এইরূপ শ্রৌত ইতিহাসও রহিয়াছে "আরুণেয় শ্বেতকেতু এইরূপ বলিয়াছিলেন, পাঞ্চালদেশে আমার একজন ক্ষত্রিয় মিত্র আছে। আরও কথা, এই যে মিত্রপ্রতিষেধ, ইহা সম্বন্ধপ্রতিষেধের উপলক্ষণ; যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ আছে সে শ্রাদ্ধভোজনে নিষিদ্ধ, ইহাও পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণও শূদ্রের সহিত অর্থ সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে; যে ব্যক্তি 'পারশব' (শূদ্রাগর্ভজাত ব্রাহ্মণতনয়) তাহার জ্ঞাতিরাও ব্রাহ্মণ হইতে পারে। ১৩০

(ঐ যে দক্ষিণা অর্থাৎ ভোজনদান উহাকে সম্ভোজনী অর্থাৎ পাঁচজন একত্র বসিয়া ভোজন করা, এই নামে অভিহিত হয়, উহা পিশাচ ধর্ম্ম। অন্ধ গরু যেমন একটী ঘরের ভিতরে আবদ্ধ থাকে, অন্য জায়গায় যাইতে পারে না, সেইরূপ ঐ দানও ইহলোকেই থাকিয়া যায়, উহা পরলোকে যাইতে পারে না।)

(মেঃ)—'সম্ভোজনী' (সং-ভোজনী) এখানে 'সং' শব্দটী 'সহ' শব্দের অর্থ বুঝাইতেছে; যাহাতে 'সহ' অর্থাৎ পাঁচজনে একসঙ্গে ভোজন করা হয় তাহা 'সম্ভোজনী'। মিত্রতাবশতঃ একসঙ্গে ভোজন করা হয়। অথবা গোষ্ঠীভোজন (পাঁচজনে বসিয়া যে ভোজন করা তাহা) সম্ভোজন বলিয়া কথিত হয়। শ্রাদ্ধকে উপলক্ষ্য করিয়া যে বন্ধুসংগ্রহ ইহা পিশাচগণের ধর্ম্ম। রাস্তার লোক পিশাচপদবাচ্য (?)। ঐ যে দক্ষিণা উহা ইহলোকেই থাকিয়া যায়, উহা পরলোকে ফলদানে সমর্থ হয় না। অন্ধ গরু যেমন একই ঘরের ভিতরে আবদ্ধ থাকে সেইরূপ এই দক্ষিণাও ইহলোকেই থাকিয়া যায়; উহা দ্বারা কেবল বন্ধুত্ব সম্পাদনরূপ প্রয়োজনই সাধিত হয়; উহা পিতৃপুরুষগণের উপকার সম্পাদন করিতে পারে না। এখানে 'দক্ষিণা' শব্দটীর অর্থ দান। ১৩১

(ঊষর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন বপনকর্ত্তা শস্যফল লাভ করিতে পারে না সেইরূপ শ্রাদ্ধদানকারী ব্যক্তি বেদহীন ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধীয় হব্য-কব্য প্রদান করিয়া কোন ফল পায় না।)

(মেঃ)—'ইরিণ'—ইহার অর্থ ঊষর ক্ষেত্র (ক্ষার-ভূমি)। যে জমিতে বীজ বপন করা হইয়াছে অথচ তাহা অঙ্কুরিত হইতেছে না তাহার নাম 'ইরিণ'। সেখানে বপ্তা (বপনকর্ত্তা) কৃষক ফললাভ করে না। এইরূপ 'অনৃচে'=বেদাধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণে "হবিঃ" অর্থাৎ দৈব কিংবা পিত্র্য অন্ন (হব্য-কব্য) "দত্ত্বা"=প্রদান করিয়া "ন লভতে ফলম্"=ফললাভ করে না। "অনৃচে"—এটী সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত পদ। এখানে 'ঋচ্' শব্দটী 'বেদ'রূপ অর্থের উপলক্ষণ। ১৩২

(বেদবিদ্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে যে শ্রাদ্ধীয় ভোজন বিধিপূর্ব্বক দান করা হয় তাহা দাতা এবং প্রতিগ্রহীতা উভয়কেই ইহলোকে এবং পরলোকে ফলভাগী করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—এস্থলে ইহা বলা অবশ্য যুক্তিসঙ্গত যে, বেদবিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তিকে যে দান করা হয় তাহা দাতাকে ফলভাগী করে। কিন্তু যে সেই দান গ্রহণ করে সে ব্যক্তি আবার কি ফলভোগ করিবে? যদি বলা হয়, প্রতিগ্রহীতা অদৃষ্ট ফলভোগ করিবে তাহাও ঠিক হইবে না। কারণ, প্রতিগ্রহটী বিধির বিষয় নহে, যেহেতু দৃষ্ট ফললাভের উদ্দেশেই লোকে প্রতিগ্রহে (দানগ্রহণে) প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। (এজন্য প্রতিগ্রহে যে প্রবৃত্তি তাহা প্রমাণান্তরের বিষয় বলিয়া তাহা বিধির বিষয় হইতে পারে না।) আর যদি বলা হয় যে প্রতিগ্রহের দ্বারা দৃষ্ট ফল পাওয়া যায় তাহা হইলে বক্তব্য ঐ দৃষ্টফলটী যে কেবল বিদ্বান্ ব্যক্তিই লাভ করে এমন নহে, কিন্তু অবিদ্বান্ ব্যক্তিও তাহা লাভ করে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এইপ্রকার আপত্তি উঠিলে তদুত্তরে বক্তব্য, —উহা ঠিক বটে; তবে 'প্রতিগ্রহীতাও ফললাভ করে'—এইপ্রকার যে উক্তি ইহা কেবল প্রশংসা-মাত্র। সেই প্রশংসাটী এইরূপ,—বেদবিদ্যাযুক্ত ব্যক্তিকে এই যে দান ইহার এমনই প্রভাব যে ইহা দ্বারা প্রতিগ্রহীতাও অদৃষ্টফল লাভ করিয়া থাকে, আর দৃষ্টফল ত ইহার আছেই; সুতরাং যে ব্যক্তি ঐ দান করে সে যে অদৃষ্টফল লাভ করিবে তাহাতে আর কথা কি আছে? "প্রেত্য" —ইহার অর্থ স্বর্গে। ইহলোকে কীর্ত্তি হয়—'ইনি শাস্ত্রসঙ্গতভাবে কাজ করিতেছেন' এইভাবে সকল লোকে 'সাধুবাদ' দিয়া থাকে। "বিধিবৎ"—এ অংশটী অনুবাদমাত্র। ১৩৩

(বরং শ্রাদ্ধে বন্ধুকে ভোজন করাইবে তথাপি বিদ্বান্ শত্রুকেও ভোজন করাইবে না। কারণ, যে শত্রু সে যদি হব্য-কব্য ভক্ষণ করে তাহা হইলে তাহা পরলোকে নিষ্ফল হয়। বেদপারগ বহ্বৃচকে অর্থাৎ ঋগ্বেদাধ্যায়ীকে, শাখান্তগ অধ্বর্য্যুকে অর্থাৎ যজুর্ব্বেদাধ্যায়ীকে কিংবা সমাপ্তিক ছন্দোগ অর্থাৎ সামবেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে যত্ন-পূর্ব্বক শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে।)

(মেঃ)—'বেদপারগ, শাখান্তগ এবং সমাপ্তিক'—এ শব্দগুলি একার্থক। যাঁহারা মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণসমেত সমগ্র শাখা অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের ঐসকল নামে অভিহিত করা হয়—কিন্তু কেবলমাত্র মন্ত্রসংহিতা, কিংবা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ অথবা উভয়েরই একাংশ যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের ঐরূপ বলে না। যাঁহারা বেদের একটী মাত্র শাখা অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদেরও শ্রোত্রিয় বলা হয়। এজন্য ,তাঁহাদিগকে বাদ দিবার জন্য এইরূপ বলা হইল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "শ্রোত্রিয়কে দান করা উচিত"। বেদাধ্যয়নকারী ব্যক্তিকে শ্রোত্রিয় বলা হয়। 'বেদ' বলিতে মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদশাখা বুঝায়, আবার তাহার অংশবিশেষও বুঝায়। সুতরাং "শ্রোত্রিয়কে দান করা উচিত" বলিলে যে, কৃৎস্ন বেদশাখা যিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাকেই বুঝাইবে, তাহার মানে কি আছে? এইজন্য এখানে আবার 'বেদপারগ' ইত্যাদি শব্দগুলি বলা হইল। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, 'যাহারা আশ্রমী তাহাদের ভোজন করাইবে'—ইহাও ত আগে বলা হইয়াছে। সুতরাং যে ব্যক্তি সমগ্র বেদশাখা অধ্যয়ন করে নাই তাহার পক্ষে ত গার্হস্থ্যাদি আশ্রমে থাকা সম্ভব নহে। কারণ, পূর্ব্বে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে যে, "সমগ্র বেদ আয়ত্ত করিতে হইবে" (তাহার পর গৃহস্থাশ্রমে অধিকার)। ইহাই যদি সংশয় হয় তাহা হইলে বলিব, ব্রহ্মচারীও আশ্রমী; সে বেদাধ্যয়ন করিতেছে কিন্তু 'সমাপ্তিগ' হয় নাই, অর্থাৎ সমগ্র শাখা তাহার আয়ত্ত করা হয় নাই। সুতরাং তাহাকেও শ্রোত্রিয় বলা যায়, তাহাকেও শ্রাদ্ধে ভোজন করান যায়। এইজন্য এখানে 'বেদপারগ' ইত্যাদি বিশেষণগুলি প্রয়োগ করা হইয়াছে। এখানে, 'বেদপারগ, শাখান্তগ এবং সমাপ্তিগ' এই সব কয়টী শব্দ একার্থক; ইহাদের সব কয়টীই 'সমগ্র বেদ' এই অর্থটী প্রতিপাদন করিতেছে। যদিও ঐগুলির মধ্যে যে কোন একটী শব্দ বলিলেই বক্তব্য বিষয়টী সিদ্ধ হইত (বুঝান যাইত) তথাপি ছন্দের অনুরোধে ঐ একার্থক একাধিক শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে। "বেদ-পারগঃ"=যিনি বেদের পারে গমন করেন। "সমাপ্তিকঃ"=বেদ শাখার 'সমাপ্তি' অর্থাৎ অন্ত যাঁহার আছে। "অধ্বর্য্যু" শব্দটীর অর্থ এখানে যজুর্ব্বেদাধ্যায়ী, যিনি যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। 'অধ্বর্য্যু' বলিতে বিশেষ একজন ঋত্বিক্ও বুঝায়; সে অর্থটী এখানে অভিপ্রেত নহে। 'আধ্বর্য্যব' শব্দে বেদবিশেষরূপ অর্থ অভিহিত হয়। সেই বেদের সহিত যাহার অধ্যয়ন সম্বন্ধ আছে তাদৃশ পুরুষকেও অধ্বর্য্যু বলা হয়। 'ছন্দোগ'—ইহার অর্থ সামবেদাধ্যায়ী। অন্য স্মৃতি-মধ্যে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, যিনি ত্রিসাহস্র বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন তিনি 'সমাপ্তিক'। আর সে স্থলে 'সহস্র' শব্দটীর অর্থ সামবেদ; কারণ, সহস্রগীতি—এক হাজার গানের সহিত উহারই সম্বন্ধ রহিয়াছে—সামবেদেই সহস্র গান আছে। সেই সহস্রের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট যেগুলি সেগুলি 'সাহস্রী'। ঐপ্রকার তিন সাহস্রী বিদ্যা যাঁহার তিনি 'ত্রিসাহস্রবিদ্য'। সামগান—তাণ্ড, বম এবং ঔক্থিক্য, এই তিন প্রকার ভেদ; আবার সহস্রবর্ত্মা (হাজার গান অথবা শাখাবিশিষ্ট) সামবেদের বিদ্যা তিন প্রকার। (এইজন্য 'ত্রিসাহস্রবিদ্য' বলা হয়।) দশতয়ী অর্থাৎ দশমণ্ডল-যুক্ত ঋক্সংহিতা এবং চতুঃষষ্টি ব্রাহ্মণকে বলা হয় 'বহ্বৃচ'। কেহ কেহ বলেন অথর্ব্ববেদীয় ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না, এইপ্রকার নিষেধ জ্ঞাপন করিবার জন্য এই শ্লোকটী বলা হইয়াছে। 'যিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন' এইপ্রকারে বেদগত সমগ্রতা যদি বক্তব্য হইত তাহা হইলে ঐভাবে শ্লোকটী না বলিয়া এইরূপ বলিতেন, "যে ব্রাহ্মণ সমগ্র বেদশাখা অধ্যয়ন করেন তাঁহাকেই শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে'। ইহাতে শঙ্কা হইতে পারে, অথর্ব্ববেদীয় ব্রাহ্মণকে নিষেধ করাই অভিপ্রেত, এ পক্ষেও ত ঐপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করা চলে; কারণ ওপক্ষেও এইরূপ বলা যাইতে পারে; ঐ নিষেধ অভিপ্রেত হইলে "আথর্ব্বণিক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে না" এই প্রকার বলা হইত। আর ইহাতে সাক্ষাৎ নিষেধবোধক শব্দের দ্বারা নিষেধ প্রতীতি হয় বলিয়া ইহাতে লাঘবও হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে বক্তব্য, একটী বিষয় বিধান করা হইলে অন্য বিষয়-গুলির নিষেধ সেখানে (অর্থাপত্তিবলে) অবগত হওয়া যায়, কিন্তু সাক্ষাৎ নিষেধবোধক শব্দ দ্বারা কেবল নিষেধটীই মাত্র প্রতীত হইয়া থাকে। তবে মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রীয় উপদেশ অর্থাৎ শ্লোক-রচনা বিচিত্র রকমের। ১৩৪, ১৩৫

(যে শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তির শ্রাদ্ধে ইঁহাদের যে কোন একজন অর্চ্চিত হইয়া ভোজন করেন তাহার পিতৃপুরুষগণের সপ্ত পুরুষব্যাপী শাশ্বতী অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন তৃপ্তি হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—এস্থলে কেহ হয়ত এইরূপ বিবেচনা করিতে পারেন,—পিতৃকৃত্যে তিনজন ব্রাহ্মণ খাওয়াইবে, এইরূপ বলা হইয়াছে। আবার আগেকার শ্লোকটীতে ভিন্ন ভিন্ন শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণগণের কথাও বলা হইয়াছে। এরূপ স্থলে হয়ত এইপ্রকার শঙ্কা হইতে পারে যে, যাঁহারা একই বেদ অধ্যয়ন করেন সেরূপ তিনজন ব্রাহ্মণ ভোজনীয় নহে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণদেরই ভোজন করাইতে হয়। এইপ্রকার শঙ্কা নিরাস করিবার জন্যই এই শ্লোকটী বলিতেছেন। "এষাম্"=ইঁহাদের অর্থাৎ এই যে ত্রিবিধ 'ত্রৈবিদ্য' ইঁহাদের মধ্যে "অন্যতমঃ"=যে কোন একজনকে ভোজন করাইতে হয়। এখানে এই কথা বলিয়া দেওয়া হইল যে, সমান শাখাধ্যায়ীই হউক অথবা ভিন্ন শাখাধ্যায়ীই হউক (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইলেই চলিবে), তাঁহাদের ভোজন করাইবে। "অর্চ্চিতঃ" =সেই ব্রাহ্মণ পূজিত হইবেন অর্থাৎ অর্ঘ্য প্রভৃতি দিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে (যে তিনি যেন ভোজন করেন)। "সাপ্তপৌরুষী তৃপ্তিঃ",—যাহা সাত পুরুষ ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। 'অনুশতিক' প্রভৃতি শব্দে উভয় পদের বৃদ্ধি হয়; উহা 'আকৃতিগণ'; কাজেই 'সপ্তপুরুষ'—এই শব্দটীও ঐ গণের মধ্যে পড়িয়া যায়; এজন্য এখানে উভয়পদের বৃদ্ধি হইয়া 'সাপ্তপৌরুষ' এই প্রকার রূপ হইয়াছে। বস্তুতঃ 'সাপ্তপৌরুষ' এই পদটীর দ্বারা কালের মহত্ত্ব (আধিক্য) উপলক্ষিত হইতেছে মাত্র। সুতরাং ইহা দ্বারা এই কথাই বলা হইল যে, ইহাতে পিতৃগণের দীর্ঘকাল ব্যাপী তৃপ্তি হয়। ভবিষ্যতে যে পুত্রপৌত্রাদি সাতপুরুষ জন্মিবে কিংবা যাহারা জন্মিয়াছে তাহারা যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন পর্যন্ত পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তি হইবে ঐপ্রকার ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধ দান করিলে। "শাশ্বতী"—ইহার অর্থ অবিচ্ছিন্নভাবে, একটানা; মাঝে মাঝে বন্ধ হইয়া গিয়া যে পুনরায় উৎপন্ন হইবে তাহা নহে, কিন্তু সেই তৃপ্তি সদাসর্ব্বদাই চলিতে থাকিবে। ১৩৬

(হব্য-কব্যরূপে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করিবার ইহাই মুখ্য কল্প, অর্থাৎ প্রধান বা উৎকৃষ্ট বিধান। তবে সাধুগণ ইহার অনুকল্পরূপেও বক্ষ্যমাণ বিধান সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, বুঝিতে হইবে।)

(মেঃ)—"পিতৃযজ্ঞং তু নির্ব্বর্ত্ত্য" (৩।১১২) ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া পঁচিশটী শ্লোক যে বলা হইল তাহাতে এই কথাই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে,—অমাবস্যা তিথিতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য; আর তাহাতে এমন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হয় যিনি শ্রোত্রিয়, যাঁহার আচরণ সাধু অর্থাৎ শাস্ত্রানুগত, যাঁহার বংশমর্য্যাদা প্রখ্যাত, যিনি শ্রোত্রিয়ের পুত্র এবং যাঁহার সহিত শ্রাদ্ধকারীর কোন সম্বন্ধ নাই। (ইহাই আসল কথা); ইহা ছাড়া আর যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা সব অর্থবাদ। "এষঃ"=এইমাত্র যাহা বলিয়া আসা হইল তাহা, শ্রাদ্ধে নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তিতে ভোজন করাইবে—ইহা, "প্রথমঃ কল্পঃ"=মুখ্য বিধি। "অয়ং তু"=ইহার পর যাহা বলা হইবে তাহা "অনুকল্পঃ জ্ঞেয়ঃ"=অনুকল্প বুঝিতে হইবে। মুখ্য (প্রধান) বস্তু অথবা বিষয়টী পাওয়া না গেলে যাহা প্রতিনিধিন্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে বলে 'অনুকল্প'। আর এখানে "সদা" ইত্যাদি অংশটী ঐ অনুকল্পেরই প্রশংসারূপে বলা হইয়াছে। ১৩৭

(মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর, বিদ্যাগুরু অর্থাৎ আচার্য্য, দৌহিত্র, জামাতা, সম্বন্ধী সগোত্র প্রভৃতি বন্ধু, ঋত্বিক্ এবং যাজ্য—যজমান ইহাদের ভোজন করাইবে।)

(মেঃ)—"স্বস্রীয়"—ইহার অর্থ ভগিনীর পুত্র; "বিট্পতি"—ইহার অর্থ জামাতা; কারণ, 'বিট্' (বিশ্) শব্দটীর অর্থ সন্তান (এখানে কন্যাসন্তান; তাহার পতি)। কেহ কেহ বলেন 'বিট্পতি'—ইহার অর্থ অতিথি। কারণ, সেই অতিথি সকল মনুষ্যেরই পতি (অধিপতি বা গুরু)। লৌকিক ব্যবহারেও গৃহে অভ্যাগত ব্যক্তিকে ঐ 'বিট্পতি' শব্দে অভিহিত করা হয়। "বন্ধু"—ইহার অর্থ শ্যালক, সগোত্র প্রভৃতি। ১৩৮

(ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি দৈবকর্ম্মে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিবে না, কিন্তু পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম করা হয় তাহা উপস্থিত হইলে যত্নপূর্ব্বক ঐ ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিবে।)

(মেঃ)—এই বচনটীতে যে দৈবকর্ম্মে ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিতে নিষেধ করা হইতেছে তাহা নহে, কিন্তু সময়বিশেষে কাণ, শ্লীপদী প্রভৃতি ব্যক্তিকেও যে দৈবকর্ম্মে গ্রহণ করা যায়, তাহা অনুমোদন করা হইতেছে মাত্র। "পিত্র্যে কর্ম্মণি প্রাপ্তে"=শ্রাদ্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইলে যত্নসহকারে পরীক্ষা করিবে, কিন্তু দৈবকর্ম্মে তাহা অনাবশ্যক। দৈবকর্ম্মে সময় বিশেষে বক্ষ্যমাণ কাণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণকেও ভোজন করাইবে। ঐরূপ কোন্ কোন্ ব্যক্তিগণকে ভোজন করান অনুমোদিত তাহা অগ্রে দেখাইব। কেহ কেহ বলেন, যাহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করান নিষিদ্ধরূপে এখনই বলিতে আরম্ভ করা হইবে, ইহা তাহারই উপক্রম শ্লোক, কিন্তু ইহা দ্বারা দৈব কর্ম্মে কাণ প্রভৃতি ব্যক্তিকে ভোজন করান যে অনুমোদিত হইতেছে তাহা নহে। ১৩৯

(যে সমস্ত ব্রাহ্মণ চোর, পতিত ও ক্লীব, এবং যাহারা নাস্তিকবৃত্তি তাহারা হব্য-কব্য গ্রহণের অযোগ্য, অনধিকারী, একথা মনু বলিয়াছেন।)

(মেঃ)—'স্তেন'—ইহার অর্থ চোর। 'পতিত' বলিতে পঞ্চবিধ মহাপাতকের যে কোন একটী যাহা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 'ক্লীব'—ইহার অর্থ নপুংসক, স্ত্রী ও পুরুষ উভয় চিহ্ন-বিশিষ্ট, বাতরেতা এবং ষণ্ঢ (ইহারা সকলেই ক্লীব পদবাচ্য)। 'নাস্তিক',—যেমন লোকায়তিক (চার্ব্বাক সম্প্রদায়ভুক্ত) ব্যক্তি প্রভৃতিরা। দানের কোন পারলৌকিক ফল নাই, হোমের কোন পারলৌকিক ফল নাই, পরলোক বলিয়াই কিছু নাই—এইপ্রকার যাহাদের সিদ্ধান্ত, তাহারা 'নাস্তিক'; তাহাদের বৃত্তি অর্থাৎ আচার অর্থাৎ শাস্ত্রীয় উপদেশে শ্রদ্ধাহীনতা='নাস্তিকবৃত্তি'। নাস্তিকবৃত্তি হইয়াছে বৃত্তি যাহাদের তাহারাই 'নাস্তিকবৃত্তি'। ইহা উত্তরপদলোপী সমাস-নিষ্পন্ন। এখানে কেবলমাত্র 'নাস্তিক' বলিলেই চলিত ('বৃত্তি' শব্দটী দেওয়া অনাবশ্যক); তথাপি শ্লোকপূরণের জন্য ঐ 'বৃত্তি' পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে, অর্থাৎ 'নাস্তিকবৃত্তি' এইরূপ বলা হইয়াছে। অথবা, নাস্তিকদিগের নিকট হইতে বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা যাহাদের তাহাদের এইরূপ (নাস্তিকবৃত্তি) বলা হয়; তাহাদিগকে "হব্য-কব্যয়োঃ"=দৈব এবং পিত্র্যকর্ম্মে "অনর্হান্ মনুরব্রবীৎ"=অযোগ্য অর্থাৎ অনধিকারী বলিয়া মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা-দিগকে যে নিষিদ্ধ করা হইতেছে সেই নিষেধের প্রতি আদর (আগ্রহ) দেখাইবার জন্যই এখানে মনুর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা না হইলে, মনুই যখন সকল ধর্ম্মের বক্তা তখন পুনরায় 'মনু' বলা অনাবশ্যক। ১৪০

(যে লোক জটাধারী ব্রহ্মচারী, যে বেদাধ্যয়ন করে না, যে 'দুর্বাল', যে জুয়া খেলার জুয়াড়ি এবং যাহারা বহুলোকের যাজন করে তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না।)

(মেঃ)—"জটিল"—ইহার অর্থ ব্রহ্মচারী; কারণ সেই ব্রহ্মচারীরর পক্ষেই এই জটারূপ কেশ-বিশেষ ধারণ করা বিকল্পিতভাবে বিহিত হইয়াছে। এইজন্য বচনে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মচারী মুণ্ডিতমস্তক হইবে কিংবা জটাধারী হইবে। জটাটী এখানে ব্রহ্মচারীর উপলক্ষণ; কাজেই কোন ব্রহ্মচারী জটাধারী না হইয়া যদি মুণ্ডিতমস্তক হন তাহা হইলেও তিনি এস্থলে নিষিদ্ধ। সেই ব্রহ্মচারী যদি বেদাধ্যয়নসম্পন্ন না হয় তাহা হইলে তাঁহারই নিষেধ—তিনিই এখানে প্রতি-ষিদ্ধ। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, পূর্ব্বে ত বলা হইয়াছে, "বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ব্যক্তিকেই শ্রাদ্ধের দান দিবে"; সুতরাং যে বেদাধ্যয়নসম্পন্ন নহে, তাহার যখন প্রাপ্তিই নাই (তাহাকে শ্রাদ্ধের দান দিবার সম্ভাবনাই যখন নাই) তখন আবার নিষেধ হইতেছে কিরূপে? (উত্তর)—যে ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছে কিন্তু তাহার বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হয় নাই, বেদ গ্রহণ (আয়ত্ত) করা হয় নাই, তাহার পক্ষে শ্রাদ্ধ গ্রহণ করা সম্ভব হইতে পারে (এইজন্য তাহার নিষেধ করা হইল)। আচ্ছা, "বেদপারগ ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধের দান দিবে" একথাও ত বলা হইয়াছে? সুতরাং যে ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছে তাহার প্রাপ্তি কোথায়? (উত্তর)—তাহাই যদি হয় তবে এই কথা বলিব যে, যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে কিন্তু তাহা আয়ত্ত করিতে পারে নাই তাহাকেই এখানে 'অনধীয়ান' বলা হইতেছে। অথবা, "দৌহিত্র ব্রতস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মচারী হইলেও তাহাকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে" এইপ্রকার বচন আছে বলিয়া, যেহেতু সে দৌহিত্র অতএব তাহাকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে, ইহাতে তাহার বেদাধ্যয়ন বিবেচনা অনাবশ্যক, এইপ্রকার অর্থ কেহ হয়ত গ্রহণ

করিতে পারে। এইজন্য উহা নিষেধ করিবার নিমিত্ত এখানে "অনধীয়ান" দৌহিত্র হইলেও নিষিদ্ধ, এইরূপ বলা হইল। আর অনধীয়ান (বেদাধ্যয়নরহিত) ব্যক্তিই যখন নিষিদ্ধ হইল তখন সেই দৌহিত্র যদি বেদবিদ্যাসম্পন্ন হয় তাহা হইলে অবশ্য সে শ্রাদ্ধভোজনের অধিকারীই হইবে ইহা বুঝিতে পারা যায়।

"দুর্ব্বাল" ইহার অর্থ যাহার কেশ স্খলিত হইয়াছে (পড়িয়াছে গিয়াছে) অথবা যাহার কেশ লোহিত (তামাটে রঙের)। অথবা 'দুর্ব্বাল' বলিতে যাহার ইন্দ্রিয় বিকল অর্থাৎ অপটু। এপক্ষে প্রাচীনগণ এইভাবে অর্থ নির্ব্বচন করিয়া থাকেন,—। তাহার বস্ত্রের প্রয়োজন দুর্ব্বাদ্বারাই নিবৃত্ত হয়; কারণ সেরূপ লোক দুর্ব্বাদ্বারাই প্রাবরণ কার্য্য সম্পাদন করিয়া লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকে, বস্ত্রের অভাবে কেবল ততটুকু আচ্ছাদনে পুরুষাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া থাকে। "কিতব" ইহার অর্থ দ্যূতকার (যে জুয়া খেলার জুয়াড়ি)। "যাজয়ন্তি চ যে পূগান্"=যাহারা বহু লোকের অথবা সমষ্টির যাজন (পৌরোহিত্য বা ঋত্বিক্ কর্ম্ম) করেন। "পূগ" ইহার অর্থ সংঘ অর্থাৎ বহুর সমষ্টি। যাহারা 'ব্রাত্য' তাহাদের সমষ্টি লইয়া ব্রাত্যস্তোম প্রভৃতি যাগ করিতে হয়। আর, "ব্রাত্যানাং যাজনং কৃত্বা" ইত্যাদি বচনে ঐ ব্রাত্যগণের যাজন করা নিষিদ্ধই হইয়াছে। এস্থলে আমরা কিন্তু এইরূপ বলি যে, যে ব্যক্তি এক এক করিয়া ক্রমিকভাবে বহুলোকের যাজন করেন, বহুবার আর্ত্বিজ্য (ঋত্বিক্-কর্ম্ম) করেন তাঁহাকেও শ্রাদ্ধে ভোজন করাইতে নাই। এইজন্য বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি বহুলোকের যাজন কর্ম্ম করেন, কিংবা যিনি বহু ব্যক্তির উপনয়ন সম্পাদন করেন (তিনিও নিষিদ্ধ)"। কেহ কেহ বলেন, এখানে যখন "শ্রাদ্ধে ন ভোজয়েৎ"=শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না, এইরূপ বলা হইয়াছে তখন পিতৃপক্ষীয় শ্রাদ্ধেই ইহারা নিষিদ্ধ কিন্তু শ্রাদ্ধের দৈবপক্ষীয় ভোজনে নিষিদ্ধ নহে। ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে ; কারণ ঐ যে দৈবপক্ষ উহাও শ্রাদ্ধেরই অঙ্গ ; কাজেই উহাকেও 'শ্রাদ্ধ' বলাই উচিত (অর্থাৎ উহাও শ্রাদ্ধ ছাড়া আর কিছু নহে ; কাজেই উহাতেও ঐসকল ব্যক্তিকে ভোজন করান নিষিদ্ধ)। ১৪১

(চিকিৎসক, দেবলক, মাংসবিক্রয়ী এবং যাহারা নিষিদ্ধ পণ্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহাদেরও শ্রাদ্ধীয় হব্য-কব্যদ্রব্যে বর্জ্জন করিবে।)

-'চিকিৎসক'=বৈদ্য—ঔষধবিক্রয়ী। "দেবলকাঃ"=যাহারা প্রতিমার পরিচর্য্যা করে। জন্য যদি ঐ কাজ করে তবেই এই চিকিৎসক এবং দেবলক নিষিদ্ধ অর্থাৎ শ্রাদ্ধ কার্য্যে বর্জ্জনীয়; কিন্তু তাঁহারা যদি ধর্ম্মসঞ্চয় অভিলাষে উহা করেন তাঁহাদের পক্ষে ঐ চিকিৎসকত্ব কিংবা দেবলত্ব দোষাবহ নহে। "মাংসবিক্রয়ী"=সৌনিক (কসাই)। এখানে যদি চিকিৎসক, দেবলক এবং মাংসবিক্রয়ী এই তিনটী শব্দ দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত এইরূপ পাঠ স্বীকার করা হয় তাহা হইলে আগেকার শ্লোকটী থেকে "ন ভোজয়েৎ" ক্রিয়াপদটীর অনুষঙ্গ করিতে হইবে। "বিপণেন জীবন্তঃ"='বিপণ' ইহার অর্থ নিষিদ্ধ পণ্য, তাহাদ্বারা (তাহা বিক্রয় করিয়া) যাহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। নিষিদ্ধ পণ্য কোন্‌গুলি তাহা দশম অধ্যায়ে বলা হইবে। সেই নিষিদ্ধ পণ্যের দ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহারা পরিত্যাজ্য। হব্য এবং কব্য উভয়স্থলেই (তাহারা বর্জ্জনীয়)। যাহারা ধর্ম্মকর্ম্মের জন্যও মাংসবিক্রয় করে তাহারাও নিষিদ্ধ। কাহাকেও কেহ কিছু মাংস উপহার দিয়াছে ; অন্য একব্যক্তির সেই মাংস আবশ্যক হইয়াছে ; যে লোকটী মাংস উপহার পাইয়াছে তাহার হোমের উপযোগী ঘৃত আবশ্যক। হোমের উপযোগী ঘৃত বদল দিয়া সে ব্যক্তি সেই উপহৃত মাংসটি লইল। যাহাকে ঐ মাংসটী উপহার দেওয়া হইয়াছিল সে তাহা ঐ হোমার্থ ঘৃতের সহিত বিনিময় করিল। কাজেই এই বিনিময়টী ধর্ম্মার্থক (কারণ ঘৃতের দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার জন্যই সে ব্যক্তি ঐ প্রকার বিনিময় করিতেছে)। আর বিনিময়কেও বিক্রয় বলা হয়। এইজন্য এইভাবে ধর্ম্মার্থে যাহারা মাংসবিক্রয় করে তাহারাও নিষিদ্ধ হইতেছে। ১৪২

(যে ব্যক্তি গ্রামের সকলের আজ্ঞাকারী, যে লোক রাজার ভৃত্য, যে কুনখী, 'শ্যাবদন্তক', গুরুর প্রতিকূল আচরণকারী, অগ্নিত্যাগকারী এবং কুসীদজীবী অর্থাৎ সুদখোর, ইহারা সব শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়।)

(মেঃ)—"প্রেষ্য" অর্থ আজ্ঞাপালনকারী; যে ব্যক্তি গ্রামের সকলের দ্বারাই যে কোন স্থলে প্রেরিত হয়। এইরূপ, যে লোক রাজার প্রেষ্য। "কুনখী" অর্থাৎ নখরোগবিশিষ্ট; 'শ্যাবদন্তক'

অর্থাৎ যাহার দাঁতগুলি স্বভাবত কৃষ্ণবর্ণ অথবা প্রতি দুইটী দাঁতের মাঝখানে এক একটি ছোট ছোট কৃষ্ণবর্ণ দন্ত যাহার আছে। "প্রতিরোদ্ধা গুরোঃ"=যে লোক কথাবার্ত্তায় এবং অন্য প্রকারেও গুরুর প্রতিবন্ধকতা এবং প্রতিকূল আচরণ করে। "ত্যক্তাগ্নিঃ"=আহবনীয়াদি অগ্নিত্রয় কিংবা আবসথ্য অগ্নি (শালাগ্নি)—ইহাদের যে-কোন একটীকে যে ত্যাগ করিয়াছে। "বার্দ্ধুষিঃ"= জীবিকার অন্য উপায় থাকা সত্ত্বেও যে লোক ধনবৃদ্ধি করিয়া (সুদ খাটাইয়া) জীবিকা নির্ব্বাহ করে। "ধান্য বৃদ্ধি করিবার যে প্রক্রিয়া বলা হইয়াছে তাহাকেই বলা হয় বার্দ্ধুষিত্ব" এই প্রকার যে অর্থ নিরূপণ করা আছে তাহা ঐ বিশেষ শাস্ত্রেরই (বার্ত্তাশাস্ত্রেরই) বিশেষ পরিভাষা। সে অর্থ সার্ব্বত্রিক নহে বলিয়া তাহা এখানে গ্রহণীয় হইবে না। কারণ বৈয়াকরণগণের মতে ধান্যছাড়া অন্য বিষয়েরও বৃদ্ধির দ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহাদিগকে 'বার্দ্ধুষি' বলা হয়। আর, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিরূপণ করিবার বিষয়ে ঐ বৈয়াকরণগণের প্রামাণ্য অধিক, কারণ এ বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষপ্রকার অভিনিবেশ রহিয়াছে। ১৪৩

(যে লোক যক্ষ্মারোগগ্রস্ত, যে পশুচারণ করে, 'পরিবেত্তা', 'নিরাকৃতি', ব্রহ্মদ্বেষী, পরিবিত্তি এবং যে লোক কোন দলের নেতা—তাহাদের অর্থে জীবনধারণ করে—ইহাদের সব শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না।)

(মেঃ)—"যক্ষ্মী" ইহার অর্থ ব্যাধিগ্রস্ত ; কেহ কেহ বলেন রাজযক্ষ্মা (ক্ষয়) রোগগ্রস্ত। "পশুপালঃ"=যে লোক পাঁচনবাড়ী হাতে লইয়া পশুচারণ করে এবং তাহা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। "নিরাকৃতিঃ"=পঞ্চমহাযজ্ঞ করিবার অধিকার থাকা সত্ত্বেও যে তাহা না করে। আজও এইরূপ অর্থ প্রচলিত আছে,—যে ব্যক্তি নদ্ধা (ভারবহন ক্ষম) নহে এবং কাহারও উপ-জীব্য (আশ্রয়) নহে অর্থাৎ যে পাঁচজনের ভার বহন করিতে পারে না এবং অন্নদানও করে না তাহাকে 'নিরাকৃতি' বলা হয়। শতপথ ব্রাহ্মণ মধ্যেও এইরূপ আম্নাত হইয়াছে, "যে লোক দেবগণের অর্চ্চনা করে না, পিতৃগণেরও না এবং মনুষ্যগণেরও না" ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন "স্বাধ্যায়, শাস্ত্রজ্ঞান এবং ধন—এইসকল বিহীন ব্যক্তি 'নিরাকৃতি' নামে অভিহিত হয়"। ইহারা শব্দার্থসম্বন্ধে অভিজ্ঞ (ব্যুৎপন্ন) নহেন। কারণ, স্বাধ্যায়বিহীন ব্যক্তির এখানে প্রাপ্তিই নাই ; যেহেতু শ্রাদ্ধে শ্রোত্রিয়কে ভোজন করাইবার নিয়ম বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে লোক দেবগণকে নিরাকৃত (বিমুখ) করে সে 'নিরাকৃতি' শব্দবাচ্য, এইরূপ অর্থ বলিলে এখানে ধাত্বর্থটী ঐ অর্থটীর অনুগত হয়। আর ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মীর অভেদ বিবক্ষায় এখানে ঐ প্রকার 'নিরাকর্ত্তা' ব্যক্তিকে 'নিরাকৃতি' এই 'ক্তি' প্রত্যয়ান্ত শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা সঙ্গত হয়। (অভিপ্রায় এই যে 'নিরাকৃতি' এটী 'ক্তি' প্রত্যয়ান্ত শব্দ ; ইহার অর্থ নিরাকরণ ক্রিয়া ; ইহা ধর্ম্ম। আর যে তাহা করে সে নিরাকর্ত্তা ; সে ধর্ম্মী। সুতরাং 'নিরাকৃতি' ইহা দ্বারা 'নিরাকর্ত্তা' ব্যক্তিকে বুঝায় কিরূপে? ইহার জন্য বলিলেন ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী অভিন্ন, এইরূপ বিবক্ষায় ঐপ্রকার প্রয়োগ করা হয়)। কারণ, 'নিঃ' এই উপসর্গপূর্ব্বক এই ধাতুটী (আ-পূর্ব্বক 'কৃ' ধাতুটী) অপবর্জ্জন অর্থাৎ পরিত্যাগ অর্থ বুঝায়। এই জন্য 'নিরাকৃত' ইহার অর্থ বর্জ্জিত ; যেমন ভোজন হইতে নিরাকৃত, অধিকার হইতে নিরাকৃত ইত্যাদি। আবার 'আকৃতি' (আকারণা) ইহার অর্থ বর্জ্জন না করা ; নির্গত হইয়াছে 'আকৃতি' (আকারণা) যাহা হইতে সে নিরাকৃতি। অথবা, আকৃতি বলিতে সংস্থান অর্থাৎ অবয়বসন্নিবেশ বুঝায় ; আর 'নিঃ' এই শব্দটী কুৎসা (কুৎসিত) অর্থ বুঝায় (সুতরাং 'নিঃ' অর্থাৎ কুৎসিত হইয়াছে আকৃতি অর্থাৎ অবয়বসন্নিবেশ বা চেহারা যাহার সে 'নিরাকৃতি')। অতএব ইহা দ্বারা দুরাকৃতি (কুৎসিৎ চেহারার লোক) নিষিদ্ধ হইতেছে—যাহাকে দেখিতে কদাকার (যাহাকে দেখিলেই মনে একটা অশ্রদ্ধা বা ঘৃণার ভাব উদিত হয় তাহাকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না)। এইজন্য গোতম বলিয়াছেন "বাক্, রূপ, বয়স এবং চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি নিমন্ত্রণীয়"। "বাক্‌সম্পন্ন" ইহার অর্থ বাগ্মী এবং যাহার বাগিন্দ্রিয় পটু। কিন্তু 'বহুজিহ্ব' অর্থাৎ বহুভাষী ব্যক্তিকে ভোজন করান উচিত নহে।।'রূপসম্পন্ন' ইহার অর্থ যাহার অবয়বসন্নিবেশ অর্থাৎ চেহারা বা গড়নখানি মনোহর। 'বয়ঃসম্পন্ন' ইহার অর্থ মধ্যবয়সের লোক (আধাবয়সী বা জোয়ান) ; এইজন্য গোতম বলিয়াছেন "শ্রাদ্ধের দান—ভোজন—বৃদ্ধ অপেক্ষা যুবাপুরুষদের আগে দিতে হয়"। অথবা 'নিরাকৃতি' ইহা 'ক্তিচ্' প্রত্যয়ান্ত একটী সংজ্ঞাশব্দ (ইহা যৌগিক শব্দ নহে)। "ব্রহ্মদ্বিট্" ইহার অর্থ বেদবিদ্বেষী অথবা ব্রাহ্মণদ্বেষী ; কারণ 'ব্রহ্ম'শব্দটী বেদ এবং ব্রাহ্মণ উভয় প্রকার অর্থই বুঝায়। এই জন্য কথিত আছে "ব্রাহ্মণও ব্রহ্ম

নামে শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ"। "গণাভ্যন্তর এব চ";—'গণ' অর্থ সঙ্ঘ বা দল। যাহারা অনেকে মিলিত-ভাবে একই ক্রিয়াদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে তাহাদের 'গণ' বলা হয়; সেই দলের মধ্যে যে সকল চাতুর্ব্বির্দ্য ব্রাহ্মণ থাকে তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। 'পরিবেত্তা' এবং 'পরিবিত্তি' ইহাদের স্বরূপ অগ্রে বলা হইবে। ১৪৪

(কুশীলব, অবকীর্ণী, বৃষলীপতি, কাণ, পৌনর্ভব এবং যাহার গৃহে নিজপত্নীর উপপতি আছে, ইহাদের ভোজন করাইবে না।)

(মেঃ)—"কুশীলব"—যেমন, চারণ, নট, নর্ত্তক, গায়ন প্রভৃতি—। "অবকীর্ণী"=যে ব্রহ্মচারী হইয়াও স্ত্রীসংসর্গ করিয়াছে। "বৃষলীপতিঃ"=বৃষলী অর্থ শূদ্রাজাতীয়া নারী; তাহার পতি। দ্বিজাতির কোন নারী যাহার স্ত্রী নাই অথচ কেবল শূদ্রজাতীয়া নারীকেই যে বিবাহ করিয়াছে সে বৃষলীপতি। সুতরাং অন্য স্ত্রী না থাকিলে তবেই বৃষলীপতি বলা চলিবে, এইরূপ অর্থ প্রাচীনগণ স্বীকার করেন। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, "এই সমস্ত আচারগুলি বিগর্হিত অর্থাৎ নিন্দিত বলা হয়" ইত্যাদি বচনে বিগর্হিত আচারগুলি অন্য প্রকরণে সংগ্রহ করিয়া দেখান হইয়াছে কিন্তু শূদ্রজাতীয়া নারীকে বিবাহ করা সকলেই অনুমোদন করিয়াছেন, কাজেই তাহা বিগর্হিত অর্থাৎ নিন্দিত নহে। তবে কথা এই যে, যে ব্যক্তি সজাতীয়া নারীকে প্রথমে বিবাহ করিয়াছে তাহারই পক্ষে ঐ শূদ্রাবিবাহ অনুমোদিত। এই সমস্ত কারণে যাহার সজাতীয়া নারী ভার্য্যা নাই সে শূদ্রাবিবাহ করিলে বৃষলীপতি হইবে। তাহাকেই এখানে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। "পৌনর্ভবঃ"=পুনর্ভূ-পুত্র; যে স্ত্রীলোক পুনরায় অন্য পুরুষের সহিত বিবাহিত হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে নবম অধ্যায়ে বলা হইবে, "যে নারী পতি-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে" ইত্যাদি। "কাণ" ইহার অর্থ যাহার একটী চক্ষু বিকল। এবং যাহার গৃহে "উপপতিঃ"=নিজপত্নীর জার নিজপত্নীর অবস্থিতিকালে (জীবদ্দশায়) থাকে। সে ব্যক্তি সেই জারকে উপেক্ষা করে বলিয়া তাহার নিন্দা করা হইতেছে। এইজন্য এইরূপ কথিত আছে, "ব্রহ্মহত্যাকারী তাহার পাপ তাহার অন্নভোজনকারী ব্যক্তিতে লাগাইয়া দেয় এবং ব্যভিচারিণী পত্নী নিজ পতির মধ্যে নিজ পাপ লেপন করিয়া দেয়"। ১৪৫

(যে ব্যক্তি ভৃতকাধ্যাপক, যে ভৃতকাধ্যাপিত, যে শূদ্রের শিষ্য এবং শূদ্রের গুরু, যে লোক বাগ্‌দুষ্ট তাহারা সব এবং কুণ্ড ও গোলক—ইহারা ভোজনীয় নহে।)

(মেঃ)—"ভৃতকাধ্যাপক"=যিনি 'ভৃতক' হইয়া অধ্যাপক হন—অধ্যাপনা করেন অর্থাৎ 'যদি এই পরিমাণ ধন দান কর তাহা হইলে তোমাকে বেদ পড়াইব' এইভাবে ভৃতি অর্থাৎ বেতন সম্বন্ধে চুক্তি করিয়া যিনি অধ্যাপন কর্ম্মকে পণ্য করিয়া সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তিনি 'ভৃতকাধ্যাপক'। কায়বাহ (শরীবাহক—শিবিকাবাহক) প্রভৃতির স্থলে ইহাই ভৃতি (পারিশ্রমিক) রূপে প্রসিদ্ধ। পক্ষান্তরে যিনি আগে থেকে এভাবে কথায় বন্দোবস্ত করিয়া লন না যে এই পরিমাণ ধন দিলে এই পরিমাণ পড়াইব, কিন্তু আগে অধ্যাপনা করেন এবং পরে (শিষ্যের সামর্থ্য অনুসারে প্রদত্ত) অধ্যাপনার অর্থ বা দক্ষিণা গ্রহণ করেন তাঁহাকে 'ভৃতকাধ্যাপক' বলা হয় না। কারণ প্রথমতঃ অর্থদানের পরিমাণ নিরূপণ না করিয়াই অধ্যাপন বিহিত। এইরূপ, "ভৃতকাধ্যা-পিতঃ";—সত্যকাম প্রভৃতির ন্যায় যাহার স্বীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়াছে বলিয়া সে স্বয়ং ভৃতি (বেতন) প্রদান করিয়া অধ্যয়ন করে (কারণ অধ্যয়ন করা তাহার অবশ্যকর্ত্তব্য), তাহাকে এইরূপ (ভৃতকাধ্যাপিত) বলা হয়। পক্ষান্তরে, কোন উপাধ্যায় না মিলিলে যাহার পিতা প্রভৃতি অভিভাবক কাহাকেও ভৃতি (বেতন) দিয়া নিজ বালকটীকে অধ্যাপন করিতে প্রবৃত্ত করান তথায় তাহা বিগর্হিত আচার হইবে না। পিতা বালককে নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবেন, ইহা তাঁহার কর্ত্তব্য। এইজন্য এইরূপ কথিত হইয়াছে, "গুরুর প্রতি শিষ্য এবং যজমান স্বীয় পাপ লাগাইয়া দিয়া থাকে"। "শূদ্রশিষ্যঃ"=ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে যে লোক শূদ্রের শিষ্য—শূদ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছে। "গুরুশ্চৈব"=যে লোক শূদ্রের গুরু সেও। যদিও "শূদ্রশিষ্য" এখানে 'শূদ্র' এই পদটী সমাসে 'শিষ্য' এই পদটীর উপসর্জ্জনীভূত (গুণভূত) হইয়াছে (সুতরাং অন্য পদের সহিত ইহার সম্বন্ধ হইতে পারে না, কাজেই "শূদ্রস্য গুরুঃ"=শূদ্রের গুরু, এভাবে অন্বয় করা যায় না) তথাপি ইহা যখন স্মৃতিশাস্ত্র তখন বিবক্ষা অনুসারে ঐ প্রকার সম্বন্ধও গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ, এখানে গর্হিত (নিন্দিত) আচারই সকল পদের শেষ বা গুণভূত।

আর কেবল শূদ্রগুরুত্বই গর্হিত (নিন্দিত), কিন্তু অন্য কিছু অর্থাৎ কেবল গুরুত্ব নিন্দিত নহে। "বাগ্‌দুষ্টঃ" ইহার অর্থ পরুষভাষী কিংবা মিথ্যাবাদী। কেহ কেহ বলেন উহার অর্থ 'অভিশস্ত'—যাহার নামে অপবাদ আছে। "কুণ্ড ও গোলক" ইহাদের অর্থ অগ্রে বলা হইবে। ১৪৬

(যে লোক বিনা কারণে মাতা, পিতা ও গুরুকে পরিত্যাগ করে এবং যে লোক মহাপাতকী পতিত ব্যক্তিগণের সহিত বেদাধ্যাপন এবং যাজন প্রভৃতি ব্রাহ্মসম্বন্ধ ও বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করে তাহাকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না।)

(মেঃ)—পরিত্যাগ করিবার কোন কারণ না থাকিলেও যে ব্যক্তি মাতা, পিতা এবং আচার্য্যকে পরিত্যাগ করে। 'গুরু' এই শব্দটী সাধারণভাবে পূজনীয় ব্যক্তিকে বুঝায়; এজন্য ইহা উপাধ্যায় অর্থও বুঝায়। প্রশ্ন হইতে পারে, 'গুরু'শব্দটী যখন সাধারণভাবে পূজনীয় ব্যক্তিকে বুঝায় তখন আবার এখানে পৃথক্‌ভাবে মাতা, পিতার উল্লেখ করা হইল কেন, কারণ তাঁহারাও ত গুরু? অতএব 'গুরু' বলিতে এখানে আচার্য্যই বোদ্ধব্য। এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ, মাতা এবং পিতাকে যদি পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা না হয় তাহা হইলে 'গুরু' শব্দটী কেবল পিতাকেই বুঝাইবে, যেহেতু পিতা অকৃত্রিম গুরু; আর সকলে কৃত্রিম গুরু। কিন্তু পিতা মাতাকে পৃথক্-ভাবে উল্লেখ করা হইলে তখন গুরু শব্দটী সাধারণভাবে পূজনীয় ব্যক্তিকেই বুঝাইবে; যেমন শাস্ত্রান্তরে বলা আছে, "আচার্য্য হইতেছেন গুরুজনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ"। (মূলে বলা হইয়াছে "বিনা কারণে পরিত্যাগ করে"; সুতরাং ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কারণ থাকিলে পরিত্যাগ করা যায়? সে কারণটী কি? ইহার উত্তরে বলা যায়) "রাজঘাতক পিতাকে ত্যাগ করিবে" ইত্যাদি বাক্যে রাজহন্তৃত্ব প্রভৃতি ঐ পরিত্যাগের কারণ। 'মাতা এবং পিতাকে পরিত্যাগ করা' বলিতে ইহাই বুঝায় যে তাহাদের পদসেবা প্রভৃতি শুশ্রূষা না করা, তাঁহাদের সেবায় নিরত না হওয়া। গুরুর পরিত্যাগ বলিতেও ইহাই বুঝায়। অধিকন্তু 'অধ্যাপক গুরুকে পরিত্যাগ' ইহার অর্থ অধ্যাপক গুরু অধ্যাপনা করিতে সমর্থ হইলেও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র অধ্যয়ন করা। "পতিতৈঃ সংযোগং গতঃ"=পতিত ব্যক্তিগণের সহিত যে ব্যক্তি সম্বন্ধ করিয়াছে। 'ব্রাহ্ম সম্বন্ধ' যেমন যাজন, অধ্যাপন করা প্রভৃতি। 'যৌন সম্বন্ধ' যেমন কন্যাদান প্রভৃতি। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, উহারা সংসর্গিত্বহেতু যখন পতিত তখন সেই পতিত্বহেতুই ত উহারা বর্জ্জনীয় (তবে আবার এখানে স্বতন্ত্রভাবে উহাদিগকে বর্জ্জনীয় বলা হইতেছে কেন?) ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, "মহাপাতকী পতিত ব্যক্তির সহিত যে সংসর্গ করে এক বৎসর সংসর্গ করিলে তবে সে 'পতিত' হয়"। (সুতরাং এক বৎসর অন্তে পতিতত্ব নিবন্ধন সে বর্জ্জনীয় হইয়া থাকে।) আর এই বচনটীতে বলা হইতেছে যে, সম্বৎসরের মধ্যেই তাহাকে এই কার্য্যে বর্জ্জন করিবে। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি মূলে "সম্বন্ধসংযোগং গতঃ" একথাটা কি রকম বলা হইল? (কারণ 'সম্বন্ধ' এবং 'সংযোগ' এদুটী শব্দ একার্থক)। ইহার উত্তরে বক্তব্য, বৈশেষিকদর্শন প্রভৃতির প্রসিদ্ধি অনুসারে 'সম্বন্ধ' শব্দটী যেমন 'সংযোগ' প্রভৃতি অর্থের বোধক এখানে উহা সেরূপ কোন অর্থ বুঝাইতেছে না। কিন্তু এখানে সম্বন্ধ শব্দটীর অর্থ 'ক্রিয়া' ছাড়া আর কিছু নহে; কারণ, ক্রিয়াই সম্বন্ধের হেতু। আর সংযোগশব্দটীও এখানে 'যাজন' প্রভৃতি রূপ সাধারণ সম্বন্ধের জ্ঞাপক॥ ১৪৭।

(যে লোক ঘরে আগুন দেয়, মারণার্থে বিষ প্রয়োগ করে, কুণ্ড-গোলকের অর্থাৎ দ্বিবিধ জারজের অন্নভক্ষণ করে, সমুদ্রযাত্রা করে, লোকের খোসামোদ করে, তিলবীজাদিপেষণ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, সোমবিক্রয় করে, এবং মিথ্যাসাক্ষী তৈয়ারী করে তাহাকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না।)

(মেঃ)—"অগারদাহী"=যে ব্যক্তি অগার অর্থাৎ গৃহ দগ্ধ করিয়া দেয়। "গরদ"=গর অর্থাৎ বিশেষপ্রকার বিষ প্রদান করে যে। এখানে 'গর' শব্দটী দৃষ্টান্তস্বরূপ; ইহাদ্বারা সকল প্রকার বিষ প্রভৃতির নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "কুণ্ডাশী"=যে ব্যক্তি কুণ্ডের অর্থাৎ জারজ লোকের অন্ন ভক্ষণ করে। এইরূপ, যে "গোলাশী" অর্থাৎ 'গোল' নামক জারজের অন্ন ভক্ষণ করে। 'কুণ্ড' শব্দটী এখানে কুণ্ড এবং গোল উভয় প্রকার জারজেরই বোধক। (জীবিতপতিকা নারীর জারজ-সন্তানকে বলে 'কুণ্ড' আর বিধবানারীর জারজপুত্রকে বলে 'গোল')। "সোমবিক্রয়ী"=সোম একপ্রকার ওষধিবিশেষ; যে লোক ঔষধের জন্যই হউক আর যাগের জন্যই হউক ঐ সোমলতা

বিক্রয় করে। কেহ কেহ বলেন, 'সোমবিক্রয়ী' ইহার অর্থ জ্যোতিষ্টোমাদি যে সমস্ত যাগ সোমলতা দ্বারা সম্পাদন করিতে হয় তাহা যে বিক্রয় করে। যাগ হইতেছে ক্রিয়াত্মক; কাজেই যাগকে বিক্রয় করা সম্ভব নহে, কারণ ক্রিয়া মূর্ত্তিযুক্ত পদার্থ নহে (ক্রিয়ার কোন মূর্ত্তি নাই); ইহা সত্য বটে, তথাপি অজ্ঞলোকেরা ঐ প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়; এইজন্য তাহারই এই নিষেধ (অর্থাৎ বাচনিক বিক্রয়ও করিবে না; যে লোক কথা দ্বারাও সোমযাগ বিক্রয় করে সে বর্জ্জনীয়)। কারণ, এখনও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, অজ্ঞলোকেরা বলে 'আমি যে সুকৃত করিয়াছি তাহা তোমার হউক' ইত্যাদি। "সুকৃত"=সুকর্ম্ম, ইহা দ্বারা সুকৃতসাধ্য ধর্ম্মকে বুঝান হইতেছে। আরও দেখা যায় যে, লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে "যদি আমার অনিষ্ট করে তাহা হইলে যে সমস্ত যাগযজ্ঞ রাত্রিসত্র ইষ্টাপূর্ত্তাদি সৎকর্ম্ম তাহারা করিয়াছে সেগুলির ফলে তাহারা যে স্বর্গাদিলোক, পুণ্য, আয়ু এবং পুত্রাদিলাভ করিত তাহা নষ্ট হইবে" ইত্যাদি। যে লোক শপথ করে সে যেমন বর্জ্জনীয় সেইরূপ যে লোক কথাদ্বারাও ঐ সোম যাগ দানবিক্রয় করে তাহাকেও বর্জ্জন করা হয়। ইহাদ্বারা এইরূপ অনুমান করা যায় যে, এইপ্রকার শপথ, দান এবং বিক্রয় বাচনিকভাবে করাও অনুচিত। "সমুদ্রযায়ী"=সমুদ্র অর্থাৎ জলধি (সাগর), তাহাতে যে যাত্রা করে। "বন্দী"=স্তুতিপাঠক অর্থাৎ চারণ বা স্তাবক। "তৈলিকঃ"=যে ব্যক্তি তিল প্রভৃতি বীজ পেষণ করে, (ইহাই যাহার জীবিকা)। "কূটকারকঃ"=যে লোক মিথ্যা সাক্ষী তৈয়ারী করে। ১৪৮

(যে লোক পিতার সঙ্গে বিবাদ করে, যে অপরকে উৎসাহ দিয়া পাশা খেলায় প্রবৃত্ত করায়, যে অরিষ্ট জাতীয় মদ্য পান করে, যে কুষ্ঠ প্রভৃতি পাপরোগগ্রস্ত, যাহার নামে দুষ্কর্ম্ম করিবার অপবাদ আছে, দাম্ভিক এবং বিষাদি বিক্রয়কারী—ইহারা শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়।)

(মেঃ)—যে লোক পিতার সহিত বিবাদ করে, কটুকথা বলে; ধনসম্পত্তির বিভাগাদির জন্য অভিযোক্তা এবং অভিযুক্তরূপে আদালতে নালিশ-মোকদ্দমা করে। এইজন্য গৌতম বলিয়াছেন, "অনিচ্ছুক পিতার সহিত যাহারা বিভাগ করিয়া লয় তাহাদিগকে বর্জ্জন করিবে"। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি পূর্ব্বে (১৪৩ শ্লোকে) বলা হইয়াছে "যে গুরুর প্রতিরোধ করে তাহাকে বর্জ্জন করিবে", তবে আবার এখানে "পিত্রা বিবদমানশ্চ" এইরূপ বলা হইল কেন, ইহা ত পুনরুক্তি হইতেছে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, 'প্রতিরোধ করা' এক জিনিষ আর 'বিবাদ করা' আলাদা জিনিষ। প্রতিরোধ করা বলিতে ইহাই বুঝায় যে, গুরুর অভিপ্রেত যে কোন বস্তু—ইহা কিরূপে সম্পন্ন হইবে ইত্যাদি প্রকারে, যাহা তিনি অভিলাষ করেন তাহাতে বাধা দেওয়া; ইহাই প্রতিরোধ। ন্যায়সঙ্গত বিষয়েও যদি তাঁহার ইচ্ছা হয় তথাপি তাহার প্রতিবন্ধকতা করার নাম প্রতিরোদ্ধৃত্ব। সেস্থলে "প্রতিরোদ্ধা" ইহার বদলে "প্রতিরাদ্ধা" এইরূপ পাঠান্তরও আছে। ইহাতে অর্থটী দাঁড়ায় এইরূপ, যে ব্যক্তি গুরুর 'প্রতিরাদ্ধা' অর্থাৎ আভিমুখ্যে (সামনাসামনি) হিংসা করে—হস্তাদিদ্বারা চপেটাদি (চড়-চাপড়) দিয়া অপরাধ করে। এই পাঠান্তরপক্ষটী স্বীকার করা হইলে এখানে যে "পিত্রা বিবদমানশ্চ" বলা হইয়াছে ইহার স্বতন্ত্রতা পরিস্ফুট।

"কিতবঃ" ইহার অর্থ 'সভিক' অর্থাৎ যে লোক অপরকে পাশা খেলায় উৎসাহিত করে—প্রবৃত্ত করায়। আর যে ব্যক্তি নিজে পাশা খেলে তাহার সম্বন্ধে নিষেধ আগেই বলা হইয়াছে। কেহ কেহ 'কিতব' ইহার স্থলে "কেকরো মদ্যপ স্তথা" এই পাঠান্তর স্বীকার করেন। 'কেকর' ইহার অর্থ যে লোক চোখ কুঁচকাইয়া দেখে—বিস্ফারিতভাবে যাহার দৃষ্টি চলে না—কাজেই সে "অধ্যার্দ্ধদৃষ্টি' (আধকাণা অথবা 'টেরা')। কেহ কেহ বলেন 'কাতার' অর্থাৎ শুকপক্ষীর ন্যায় যাহার চক্ষুর পাতা এবং তারকা। "মদ্যপ" বলিতে সুরা ছাড়া অন্য 'অরিষ্ট' জাতীয় পদার্থ যে পান করে; এরূপ অর্থ করিবার কারণ এই যে, সুরাপানকারী ব্রাহ্মণ পতিত হইয়া থাকে; আর যে ব্যক্তি পতিত সে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত বলিয়া নিষিদ্ধ; সুতরাং তাহার সম্বন্ধে আবার নিষেধ বলা এখানে অনাবশ্যক। "পাপরোগী"=কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি; মনুষ্যসমাজে সে অতিশয় নিন্দিত; কাজেই তাহাকে 'পাপরোগী' বলা সঙ্গত। এখানে 'পাপরোগী' শব্দটী দ্বারা যখন নিষেধ বলা হইতেছে তখন আগে যে 'যক্ষ্মী' এই শব্দটীদ্বারা নিষেধ বলা হইয়াছে তাহাতে

দুশ্চিকিৎস ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি মাত্রই যে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা বলা যায় না (কারণ তাহা হইলে আর এখানের এই নিষেধটী সঙ্গত হয় না—ইহা পুনরুক্তি হইয়া পড়ে)। সুতরাং "যক্ষ্মী" ইহার অর্থ ক্ষয়রোগযুক্ত, এইরূপ বলাই সঙ্গত। কেন না, তাহা না হইলে, 'যক্ষ্মী' ইহা দ্বারাই যখন সকলপ্রকার রোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিষেধ সিদ্ধ হইতেছে তখন এখানে আবার "পাপরোগী" এই বলিয়া নিষেধ করিতেন না। "অভিশস্ত"=কোন লোক পাতক, উপপাতক করিয়াছে এসম্বন্ধে কোন নিশ্চয় না থাকিলেও সে তাহা করিয়াছে এইভাবে তাহার সম্বন্ধে লোকাপবাদ আছে। "দাম্ভিকঃ"=জনসমাজে খ্যাতির হইবে বলিয়া যেলোক কপটতাপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করে—'ইহা করা উচিত নয়' এইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বকই সে উহা করে। "রসবিক্রয়ী"=যে বিষ বিক্রয় করে: কারণ তাহাকেই এই নামে অভিহিত করা হয়। অন্যান্য স্থলে "উপাংশুভেদী রসদঃ", "রসদঃ সত্রী" ইত্যাদি বচনে বিষপ্রদানকারী ব্যক্তিকেই 'রসদ' বলা হইয়াছে। ১৪৯

(যে লোক তীর-ধনুক তৈয়ারি করে, যে 'অগ্রেদিধিষু' এবং যে 'দিধিষূপতি', যে মিত্রদ্রোহী, যে পাশাখেলা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং যে লোক পুত্রের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করে—তাহারা সব বর্জ্জনীয়।)

(মেঃ)—যে লোক শিল্পীর ন্যায় ধনুক ও শর নির্ম্মাণ করে। "যশ্চাগ্রেদিধিষূপতিঃ"=যে লোক অগ্রেদিধিষু এবং যে দিধিষূপতি;—এখানে 'দিধিষু' শব্দটী কাকাক্ষিগোলকন্যায়ে 'অগ্রে' এবং 'পতি' এই দুইটী শব্দের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত। ইহা স্মৃতিশাস্ত্র; এইজন্যই সমাসপ্রবিষ্ট একটী পদের সহিত ('দিধিষু' এই পদটীর সহিত) সমাসবহির্ভূত অন্য একটী পদেরও ('অগ্রে' এই পদেরও) সম্বন্ধ আছে, ধরা যায়। (ইহার স্বপক্ষে এই বলা যায় যে) স্মৃতির জন্য (স্মৃতি-উদ্‌বোধের জন্য) রেখা বা চিত্র এবং লোষ্ট প্রভৃতিও সংকেতরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং তাহা প্রয়োজন সম্পাদনও করিয়া থাকে। (সুতরাং স্মৃতিশাস্ত্রও সেই স্মৃতিস্বরূপ; নিবন্ধ বা গ্রন্থ তাহার উদ্বোধক সংকেতস্বরূপ। এজন্য এইভাবে অর্থনিষ্কাসন করা এখানে দোষাবহ নহে)। অতএব এস্থলে এরূপ আপত্তি করা সঙ্গত হইবে না যে, সমাসমধ্যে প্রবিষ্ট একটী শব্দ কিরূপে ভিন্নগতি দুইটী স্বতন্ত্র শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবে। বস্তুতঃ গৌতম-স্মৃতিমধ্যে উক্ত দুই প্রকার ব্যক্তিই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কাজেই তাহাও এস্থলে দুইটী স্বতন্ত্রপদের সহিত উক্ত একটী পদের যে বিভিন্ন সম্বন্ধ ধরা হইতেছে তাহার জ্ঞাপক ও সমর্থক। ইহা দ্বিপদ সমাস (কিন্তু 'অগ্রে, দিধিষু, পতি' এই তিন পদের সমাস নহে। কারণ ত্রিপদসমাস বলিলে 'অগ্রে-দিধিষূপতি' এইরূপ সমস্তপদ হয়)। কিন্তু 'অগ্রে-দিধিষূপতি' বলিয়া কোন শব্দ প্রসিদ্ধ নাই। 'অগ্রেদিধিষু' এবং 'দিধিষূপতি' কাহাকে বলে ইহাদের লক্ষণ কি, তাহা অগ্রে বলা হইবে।*

"মিত্রধ্রুক্"=যে লোক মিত্রদ্রোহী—বন্ধুর কার্য্য যাহাতে ব্যাহত হয় সেইরূপ কর্ম্ম যে করে। "দ্যূতবৃত্তিঃ"=দ্যূত (পাশাখেলা—জুয়া) হইয়াছে বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা যাহার সে দ্যূতবৃত্তি। আচ্ছা, পূর্ব্বশ্লোকে "কিতবো মদ্যপস্তথা" এই অংশে 'কিতব' শব্দের দ্বারা দ্যূতক্রিয়াসক্ত ব্যক্তির নিষেধ ত বলাই হইয়াছে? (তবে আবার এখানে "দ্যূতবৃত্তিঃ" এইরূপ পুনরুক্তি কেন?) ইহার উত্তরে বক্তব্য, 'কিতব' ইহার অর্থ দ্যূতক্রীড়ার প্রয়োজক বা প্ররোচনাদানকারী। কিন্তু যে ব্যক্তি 'দ্যূতবৃত্তি' হয় সে যে দ্যূতপ্রয়োজক হইবে, এরূপ নাও হইতে পারে। যে লোক নিজে পাশা খেলায় অভিজ্ঞ নহে কিংবা গুরুজনের (পিতা প্রভৃতির) ভয়ে নিজে পাশা খেলে না অথচ দ্যূতক্রীড়ার ব্যসন (নেশা) থাকায় সে অপরকে পাশা খেলায় প্ররোচিত করে; দেবতাদের শাপ আছে বলিয়াই ঐরূপ করে। এই প্রকার অর্থ বুঝাইবার জন্য 'কিতব' শব্দের দ্বারা তাহা নিষেধ করা হইয়াছে। অথবা 'দ্যূতবৃত্তি' অর্থ দ্যূতসভার স্থাণু, যাহারা কৃতশ্রীক হয় নাই (অর্থ উপার্জ্জন করিতে

*কুল্লুকভট্ট এবং গোবিন্দরাজ এস্থলে 'অগ্রেদিধিষূপতি' এটিকে একটীমাত্র শব্দ ধরিয়াছেন। কুল্লুকভট্টের মতে—'জ্যেষ্ঠা সহোদরা অবিবাহিতা থাকিতে যদি কনিষ্ঠা সহোদরার বিবাহ হয় তাহা হইলে ঐ কনিষ্ঠাকে বলা হয় 'অগ্রেদিধিষূ', আর জ্যেষ্ঠা ভগিনীটি হইবে 'দিধিষূ'। এসম্বন্ধে তিনি লৌগাক্ষির একটি বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন। গোবিন্দরাজের মতে অর্থটি অন্যপ্রকার। বস্তুতঃ অগ্রে ৩।১৬৩ শ্লোকে ভাষ্যমধ্যে মেধাতিথি স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত তাঁহার এখানকার উক্তিটা বিরুদ্ধ হয় কিনা বিবেচ্য।

পারে নাই অথচ দ্যূতসভায় স্থাণুবৎ সর্ব্বদা উপস্থিত থাকা যাহাদের স্বভাব)। "পুত্রাচার্য্যঃ"= পুত্র যাহার আচার্য্য অর্থাৎ আচার্য্য শব্দটীর মুখ্য অর্থ (উপনয়নদান পূর্ব্বক বেদাধ্যাপনাকারী ; তাহা) এখানে সম্ভব নহে। কারণ, পুত্র পিতার সেরূপ আচার্য্য হইতে পারে না। এইজন্য ইহার অর্থ, যে ব্যক্তি পুত্রের নিকট অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে। ১৫০

* (যাহার ভির্ম্মি-রোগ আছে, যাহার গণ্ডমালা আছে, যাহার শ্বেতী রোগ আছে, যে পিশুন অর্থাৎ কুমন্ত্রণাদানকারী, যে উন্মত্ত, যে অন্ধ এবং যে বেদনিন্দাকারী তাহারা সব বর্জ্জনীয়।)

(মেঃ)—এই শব্দগুলি সব বিশেষ বিশেষ ব্যাধিবোধক। "ভ্রামরী" ইহার অর্থ অপস্মার (ভির্ম্মি—হিষ্টিরিয়া) রোগ যাহার আছে। "গণ্ডমালী"=যাহার গণ্ডে (গালে) এবং গলায় মালার ন্যায় পিটকা (ছোট ছোট 'আব') হইয়া আছে। "শ্বিত্রী"=শ্বিত্র অর্থাৎ শ্বেতকুষ্ঠরোগ যাহার আছে। "পিশুনঃ"=যে লোক অপরের গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেয়—এইরূপ করা যাহার স্বভাব। অথবা 'পিশুন' ইহার অর্থ কর্ণেজপ অর্থাৎ কুমন্ত্রণা দেওয়া যাহার স্বভাব। "উন্মত্তঃ"=অস্থিরচিত্ত ; ধাতু (বায়ু) সংক্ষুব্ধ হওয়ায় যে পিশাচগৃহীত হইয়াছে (যাহাকে ভূতে ধরিয়াছে) ; এজন্য যা তা বলে এবং যা তা করে। "অন্ধ"=যাহার উভয় চক্ষুই বিকল। "বেদনিন্দকঃ"=যে বেদ নিন্দা করে। আচ্ছা, আগে (১৪৪ শ্লোকে) "ব্রহ্মদ্বিট্ পরিবিত্তিশ্চ" ইত্যাদি অংশে বলা হইয়াছে যে 'ব্রহ্মদ্বেষী' বর্জ্জনীয়। আর 'ব্রহ্ম' শব্দটী একাধিক অর্থের বাচক (ইহার অর্থ ব্রাহ্মণও হয় এবং বেদও হয়)। সুতরাং উহাদ্বারাই ত 'বেদনিন্দক' অর্থটী গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং এখানে 'বেদনিন্দক' বলা অনাবশ্যক, পুনরুক্তি মাত্র? ইহার উত্তরে বক্তব্য, না, তাহা নহে ; কারণ, বেদনিন্দা আলাদা জিনিষ এবং 'বেদবিদ্বেষ' আলাদা জিনিষ। কারণ 'দ্বেষ' হইতেছে মনের ধর্ম্ম ; আর সেই বিদ্বেষও আছে এবং তাহার উপর অপ্রীতিসূচক শব্দদ্বারা যে কুৎসা করা তাহাই নিন্দা। ১৫১

(যে লোক হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র এবং গরু এই সমস্ত পশুর গতিবিশেষ শিক্ষা দেয়, যে লোক নক্ষত্রবিদ্যায় জীবিকা অর্জ্জন করে, যে লোক পাখীর খেলা দেখাবার জন্য পাখী পোষে এবং যে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেয়—তাহাদের সব শ্রাদ্ধে বর্জ্জন করিবে।)

(মেঃ)—হস্তী প্রভৃতি পশুর 'দমক' অর্থাৎ শিক্ষাদানকারী—বিশেষপ্রকার গতিভঙ্গি যে ব্যক্তি শিক্ষা দেয়। "নক্ষত্রৈ র্যশ্চ জীবতি"=এবং যে লোক নক্ষত্রের দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে। এখানে 'নক্ষত্র' শব্দটী লক্ষণাদ্বারা নক্ষত্রবিদ্যা অর্থাৎ জোতিষশাস্ত্র বুঝাইতেছে। তাহাদ্বারা যে জীবিকার্জ্জন করে—অর্থাৎ জ্যোতিষিক বা গণক-কার। যে লোক শীকারার্থে বা খেলা দেখাইবার জন্য—শ্যেন প্রভৃতি পক্ষী পালন করে। "যুদ্ধাচার্য্য" ইহার অর্থ যিনি ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন। ১৫২

(যে লোক আবদ্ধজলস্রোতের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয় এবং যে ঐরূপ বাঁধ দিয়া দেয়, যে গৃহ-নির্ম্মাণকৌশল উপদেশ দেয়, যে দূতের কাজ করে এবং যে মূল্য লইয়া বৃক্ষরোপণ করে, তাহাদের শ্রাদ্ধে বর্জ্জন করিবে।)

(মেঃ)—স্রোত ইহার অর্থ জলাগম—অনবরত একদিক্ থেকে আর একদিকে যে জল আসে, তাহার "ভেদক" অর্থাৎ বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া সেই জলকে স্থলান্তরে লইয়া যায় ধান্যাদিবৃক্ষে সেচ দিবার জন্য। এবং যে লোক ঐ পূর্ব্বোক্তপ্রকার স্রোতের আবরণ দিতে (বাঁধ দিতে) নিরত থাকে। 'আবরণ' ইহার অর্থ আচ্ছাদন—যে জায়গা থেকে জল আসে সেটী বন্ধ করিয়া দেয়। "গৃহসংবেশকঃ"=গৃহের সন্নিবেশ উপদেশ দেয় যে, অর্থাৎ যে লোক বাস্তুবিদ্যাদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে; যেমন স্থপতি (রাজমিস্ত্রী), ছুতোর প্রভৃতি। কিন্তু যে লোক নিজগৃহের সন্নিবেশক—নিজেই নির্ম্মাণাদি করে সে বর্জ্জনীয় নহে। দূত—রাজার নিয়োগপালনকারী, রাজা যাহাকে ভৃত্যের ন্যায় নিযুক্ত করেন। যথার্থ দূতকে কেবল সন্ধি, বিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যেই নিযুক্ত করা হয়। যে লোক মূল্য লইয়া বৃক্ষরোপণ করে। তবে ধর্ম্ম-উদ্দেশ্যে পথের ধারে যে ব্যক্তি বৃক্ষরোপণ করে সে দূষণীয় নহে, কারণ সেরকম অনুষ্ঠান নিন্দিত আচার নহে। প্রত্যুত

বৃক্ষরোপণ করা শাস্ত্রমধ্যে বিহিতই হইয়াছে। কারণ, শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে 'দশাম্রবাপী' ব্যক্তি (যে ব্যক্তি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টসংখ্যক আম্রাদি বৃক্ষ রোপণ করে সে) নরকে যায় না।* ১৫৩

(যে লোক কুকুরের সহিত খেলা করে, যে লোক শ্যেনপক্ষীদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে 'কন্যাদূষক', হিংস্রপ্রকৃতি, 'বৃষলবৃত্তি' এবং 'গণযাজী' তাহাকে বর্জ্জন করিবে।)

(মেঃ)—"শ্বক্রীড়ী" ইহার অর্থ যে লোক কুকুর লইয়া খেলা করে—খেলার জন্য কুকুর পুষিয়া থাকে। "শ্যেনজীবী"=শ্যেনপক্ষী ক্রয় বিক্রয়াদি করিয়া যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পক্ষিপোষক—খাঁচা প্রভৃতির মধ্যে রাখিয়া যে লোক পাখী পোষে—সে বর্জ্জনীয়। "কন্যাদূষকঃ"=যে লোক কন্যাকে অর্থাৎ অবিবাহিত নারীকে দূষিত করে—কন্যাত্ব ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। "হিংস্রঃ"=যে লোক স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর—প্রাণিহত্যায় আসক্ত। "বৃষলবৃত্তিঃ"=শূদ্রের সেবা প্রভৃতি দ্বারা যে ব্যক্তি জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এস্থলে "বৃষলপুত্রঃ" এরূপ পাঠান্তরও আছে। যাহার কেবল শূদ্রানারীর গর্ভসম্ভূত পুত্রই আছে। "কেবল শূদ্রাপুত্রযুক্ত যে লোক" ইত্যাদি বচনে উহার নিন্দা করা হইয়াছে। "গণানাং যাজকঃ"=গণদেবতার যাগ যিনি করেন। 'গণযাগ' নামক কর্ম্মটী প্রসিদ্ধ। ১৫৪

(যে লোক সামাজিক আচারবিহীন, যে লোক নির্ব্বীর্য্য-নিরুৎসাহ বা ভীরু, যে লোক সর্ব্বদা যাচ্ঞা করে, যে কৃষিকর্ম্মের দ্বারা জীবিকা করে, যে লোক 'শ্লীপদী' এবং যে সাধুজননিন্দিত তাহাকে শ্রাদ্ধে বর্জ্জন করিবে।)

(মেঃ)—'আচারহীন' এখানে আচার বলিতে গৃহাগত ব্যক্তিকে পূজা প্রভৃতি করা যে লোকাচার আছে, যে লোক সেই আচারবর্জ্জিত। 'ক্লীব' ইহার অর্থ যাহার সাহস নাই—কর্ত্তব্যকর্ম্মে উৎসাহ নাই। "যাচনকঃ"=সে সর্ব্বদাই যাচ্ঞা করিয়া থাকে, এবং যাহার যাচ্ঞার জন্য লোকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। যাহার কাছে যাচ্ঞা করা যায় সে যে ঐ যাচ্ঞাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে, ইহা বস্তুস্বভাব—যাচ্ঞারই ধর্ম্ম লোককে আকুল করিয়া তোলা। "নন্দ্যাদিভ্যো ল্যুঃ" এই সূত্র অনুসারে যাচ্ ধাতু হইতে হয় 'যাচন'; আর তাহার উত্তর স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় করিয়া হইয়াছে 'যাচনক'। "কৃষিজীবী"=স্বয়ংসম্পাদিত কৃষিকর্ম্মদ্বারা যে জীবনধারণ করে অথবা জীবিকার উপায়ান্তর থাকিলেও অন্যের দ্বারা চাষ আবাদ করাইয়া তাহাতে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। "শ্লীপদী"=যাহার একটী পা বড়—মোটা (শ্লীপদরোগযুক্ত)। "সদ্ভিনির্নিন্দিতঃ"=হতভাগ্য লোক—বিনা কারণেও (দুর্ভাগ্যবশতঃ) যে ব্যক্তি সজ্জনগণের বিদ্বেষ বা নিন্দার পাত্র হয়। ১৫৫

(যে লোক মেষজীবী, অথবা মহিষজীবী, অন্যের বিবাহিত নারীকে যে বিবাহ করে এবং যে লোক পারিশ্রমিক লইয়া মড়া বহিয়া থাকে—ইহাদের সকলকে যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে।)

(মেঃ)—'ঔরভ্রিক' (উরভ্র+ষ্ণিক); 'উরভ্র' অর্থ মেষ; যে সেই মেষ ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকে, সেই অর্থের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। 'মাহিষিক' ইহার অর্থও এইরূপ (যে লোক মহিষ ক্রয় বিক্রয় করে)। "পরপূর্ব্বাপতিঃ"=যে লোক পরপূর্ব্বা নারীর পতি। পর (অন্য লোক) হইয়াছে পূর্ব্ব অর্থাৎ প্রথম স্বামী যাহার সেই স্ত্রীলোক 'পরপূর্ব্বা'; তাহার যে পতি অর্থাৎ ভর্ত্তা। যে নারী অন্য একজন পুরুষকে প্রদত্ত হইয়াছিল, কিংবা অন্য এক ব্যক্তির দ্বারা পরিণীতা হইয়াছিল, তাহাকে যে লোক পুনরায় বিবাহ করে; সে ব্যক্তি পুনরায় ভর্ত্তা হয় বলিয়া তাহাকে বলে 'পৌনর্ভব'। "সেই লোক পুনরায় পৌনর্ভব ভর্ত্তা হইতে পারে" ইত্যাদি শাস্ত্রবচনে তাহা বলা হইয়াছে। "প্রেতনির্যাপকঃ"=যে লোক বহু শব বহন করে। ইহাদের যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করা উচিত। ১৫৬

---

*স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন তিথিতত্ত্ব মধ্যে 'ষোড়শপিণ্ড' প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 'পঞ্চাম্রবৎ' এবং তাঁহার নিবন্ধের টীকাকার যে বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও "পঞ্চাম্রবাপী নরকং ন পশ্যেৎ" এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

(এই যে সমস্ত লোক ইহাদের আচার বিগর্হিত অর্থাৎ ইহারা ইহজন্মে গর্হিত কর্ম্ম করে কিংবা পূর্ব্বজন্মে গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল; ইহারা অপাংক্তেয় অধম ব্রাহ্মণ। এজন্য জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাদিগকে দৈব এবং পিত্র্য উভয় কর্ম্মেই বর্জ্জন করিবে।)

(মেঃ)—"বিগর্হিতাচারান্"='বিগর্হিত' অর্থাৎ নিন্দিত হইয়াছে 'আচার' অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান যাহাদের। কাণা, অন্ধ প্রভৃতি ব্যক্তিদের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম যে গর্হিত ছিল তাহা উহাদের ঐ কাণত্ব প্রভৃতি চিহ্নদ্বারা অনুমিত হয়; আর স্তেন (চোর) প্রভৃতি ব্যক্তিদের কর্ম্মানুষ্ঠান যে গর্হিত তাহা প্রত্যক্ষাদিদ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। "উভয়ত্র"=উভয় স্থলে অর্থাৎ দৈব এবং পিত্র্য উভয় কর্ম্মেতেই "বিবর্জ্জয়েৎ"=পরিহার করিবে। ইহারা "অপাংক্তেয়াঃ" =পংক্তিতে বসিবার অধিকারী নহে। 'পাংক্তেয়' এখানে 'পংক্তি' শব্দের উত্তর 'ভব' (বিদ্যমান) অর্থে 'ঢক্' (ষ্ণেয়) প্রত্যয় করিতে হইবে। আর "পংক্তিতে অ-ভব"=অপাংক্তেয়, ইহাদ্বারা অনর্হত্বই (অনধিকারিত্বই) প্রতীত হইতেছে। ইহারা অপরাপর ব্রাহ্মণের সহিত (এক পংক্তিতে বসিয়া) ভোজন করিবার অধিকারী নহে। এই কারণেই ইহাদিগকে 'পংক্তিদূষক' বলা হয়। অন্য যাহারা উহাদের সহিত একত্র উপবেশন করে তাহারাও (উহাদের সংস্পর্শে) দূষিত হইয়া যায়। ১৫৭

(বেদাধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণ তৃণাগ্নির ন্যায়—ঘাসের বা খড়ের আগুনের মত নিবৃত্ত হয়—কর্ম্মের যোগ্য হয় না; সুতরাং তাহাকে 'হব্য' প্রদান করা অনুচিত; কারণ ভস্মে আহুতি দেওয়া হয় না।)

(মেঃ)—স্তেন প্রভৃতি এই সমস্ত লোকেরা যেমন পংক্তিদূষক, বেদাধ্যয়নবর্জ্জিত ব্যক্তিও সেইরূপ উহাদের ন্যায়ই দোষগ্রস্ত—এই কথাটী জানাইয়া দিবার জন্য এখানে ইহার পুনরুল্লেখ করা হইল (কারণ অনধীয়ান ব্যক্তি যে বর্জ্জনীয় তাহা আগেই বলা হইয়াছে)। কেহ কেহ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, যথা,—। বেদাধ্যয়নসম্পন্ন কাণ প্রভৃতি ব্যক্তি যদি গর্হিত আচরণযুক্ত না হয় তাহা হইলে শ্রাদ্ধের দৈবপক্ষে তাহাদিগকে বসান যায়—কাজেই সময়বিশেষে তাহারা বর্জ্জনীয় নহে, ইহা জানাইয়া দিবার জন্য এখানে এই পুনরুল্লেখ। বেদাধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণ বর্জ্জনীয় বটে, কিন্তু যিনি বেদাধ্যয়নসম্পন্ন তাঁহাকে 'হব্য' (দৈবপক্ষীয় অন্ন) দেওয়া হইবে না কেন?—ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্যই এখানে 'হব্য' এই পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। 'হব্য' স্থলে কেবল অনধীয়ান ব্যক্তিই বর্জ্জনীয় (কিন্তু অধীয়ান কাণ প্রভৃতিরা বর্জ্জনীয় নহে), এবং যাহাদের আচরণ গর্হিত, ইহা দেখা যাইয়া থাকে তাহারাও উহাতে বর্জ্জনীয় হইবে। কাজেই বচনদ্বারা যাহাদের হব্য এবং কব্য উভয়স্থলেই গ্রহণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে তাহাদের দৈব এবং পিত্র্য উভয় পক্ষেই পরিহার করিতে হয়, কেবল যে পিতৃপক্ষীয় অন্নেই বর্জ্জন করিতে হইবে এরূপ নহে। এই-জন্য বশিষ্ঠ বলিয়াছেন "বেদবিৎ ব্রাহ্মণ যদি শরীরগত কোন দোষযুক্ত হন যে দোষ পংক্তিকে দুষ্ট করিতে পারে তথাপি মহর্ষি যম বলিয়াছেন যে, তিনি নির্দ্দোষ বলিয়া গণ্য হইবেন, তিনি পংক্তিপাবন হইতেছেন"। "তৃণাগ্নিরিব শাম্যতি"=তৃণের অগ্নি যেমন হবিদ্রব্য পরিপাক করিতে পারে না, কিন্তু হবিদ্রব্য আহুতি দিবামাত্রই তাহা শান্ত হয়—নিবিয়া যায়। সেই অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইলে সেই হুতদ্রব্যটী ভস্মীভূত হয় না। সেই হোম হইতে কোন ফলও হয় না। কারণ শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "যে অগ্নি সম্যক্ প্রজ্বলিত নহে তাহাতে হোম করিবে না। অগ্নিই হইতেছেন সকল দেবতাস্বরূপ"। এইরূপ বেদাধ্যয়নবিহীন যে ব্রাহ্মণ সে ঐ তৃণাগ্নিসদৃশ। এই কথাটাই বলিয়া দিতেছেন "ন হি ভস্মনি হূয়তে";—ঘাসের বা খড়ের আগুন যেমন আগে থেকেই ভস্মত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আহুতি দেওয়া হয় না, সেইরূপ ঐ প্রকার ব্রাহ্মণকেও ভোজন করান হয় না (অতএব তাহারা বর্জ্জনীয়)। ১৫৮

(পংক্তিভোজনের অনধিকারী ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধের দৈব এবং পিত্র্য পক্ষের দান দিলে দাতা যে ফল লাভ করে তাহা আমি সমস্তই বলিতেছি।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে নিষেধবিধিটী বলা হইল তাহারই ফল বলিতেছেন,—। যে লোক পংক্তির যোগ্য তাহাকে বলে 'পংক্ত্য'; যে 'পংক্ত্য' নহে সে অপংক্ত্য। দণ্ডের যোগ্য=দণ্ড্য, এই প্রকার 'দণ্ড্য' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; তদনুসারে 'পংক্ত্য' এই রূপটীও (শব্দটীও) সিদ্ধ

হইয়া থাকে। সেই 'অপংক্ত্য' ব্যক্তিদের দান করিলে দাতার যে "ফলোদয়ঃ"=ফললাভ হয়, সে সমস্ত বিষয় আমি এক্ষণে বলিতেছি, আপনারা অবহিত হউন। ১৫৯

(সংযমবিহীন ব্রাহ্মণ যে শ্রাদ্ধীয় অন্ন ভোজন করে, 'পরিবেত্তা' প্রভৃতিরা যে শ্রাদ্ধান্নভোজন করে এবং অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণগণ যাহা ভোজন করে তাহা রাক্ষসেরাই খাইয়া লয়—অর্থাৎ তাহা পিতৃগণের নিকট উপস্থিত হয় না।)

(মেঃ)—'অব্রত' ইহার অর্থ অসংযত অর্থাৎ শাস্ত্রানুষ্ঠান-বর্জ্জিত। যদিও 'পরিবেত্তা' প্রভৃতি ব্যক্তিরা শাস্ত্রবহির্ভূত অর্থাৎ তাহারা বিধিবিহিত কর্ম্মকলাপের অনধিকারী তথাপি তাহাদের পৃথক্‌ভাবে মনে রাখিবার জন্য কিংবা তাহাদের ভোজনে গুরুতর দোষ হয়, ইহা জানাইয়া দিবার নিমিত্ত তাহাদের কথাও বলা হইতেছে। অন্য অপাংক্তেয় ব্যক্তিরা—যেমন কাণা, শ্লীপদী প্রভৃতি। তাহারা শ্রাদ্ধে যে অন্নভোজন করে তাহা "রক্ষাংসি"=রাক্ষসেরা অর্থাৎ দেবদ্বেষীরা "ভুঞ্জতে"=খাইয়া লয়, কিন্তু তাহা পিতৃগণ প্রাপ্ত হন না। এই কারণে সেই শ্রাদ্ধটী নিষ্ফল হইয়া যায়, এই কথা বলা হইল। এখানে যে 'রাক্ষস' কথাটী বলা হইয়াছে উহা অর্থবাদ। ১৬০

(জ্যেষ্ঠ সহোদর অবিবাহিত থাকা সত্ত্বেও যে লোক বিবাহ করে এবং অগ্ন্যাধান প্রভৃতি কর্ম্ম করে তাহাকে 'পরিবেত্তা' বলিয়া জানিবে এবং তাহার সেই জ্যেষ্ঠ সহোদরটী হয় 'পরিবিত্তি'।)

(মেঃ)—অগ্রে অর্থাৎ প্রথমে জন্মিয়াছে যে সে 'অগ্রজ' : জ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা। এসম্বন্ধে অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ বলা আছে—"পিতৃব্যপুত্র, বিমাতৃপুত্র, অন্য লোকের স্ত্রীর গর্ভে নিজ পিতার উৎপাদিত পুত্র, ইহারা জ্যেষ্ঠ হইলেও কনিষ্ঠের বিবাহ এবং অগ্ন্যাধান দ্বারা পরিবেদন দোষ হয় না"। একারণে এখানে 'অগ্রজ' শব্দটীর অর্থ জ্যেষ্ঠ সহোদর (একই মাতার গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)। সে "স্থিতে"=স্থিত হইলে অর্থাৎ দারপরিগ্রহ এবং অগ্ন্যাধান না করিয়া থাকিলে,—। 'স্থিত' এখানে যে 'স্থা'ধাতুটী রহিয়াছে ইহা উক্ত দারপরিগ্রহ এবং অগ্নি সংযোগরূপ ব্যাপারের (ক্রিয়ার) নিবৃত্তি বুঝাইতেছে—এইরূপ অর্থেই এখানে উহার প্রয়োগ হইয়াছে। 'অগ্নিহোত্র' শব্দটী বিশেষ একটী কর্ম্মের বাচক বটে কিন্তু এখানে উহা 'অগ্ন্যাধান' অর্থ বুঝাইতেছে, কারণ উহা অগ্নিহোত্রের জনাই করা হয়। অন্য স্মৃতিমধ্যে এসম্বন্ধে এইরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ আছে, যথা,—উন্মাদরোগগ্রস্ত, পাপগ্রস্ত, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, পতিত, ক্লীব এবং ক্ষয়রোগগ্রস্ত জ্যেষ্ঠ সহোদর অপেক্ষার যোগ্য নহে অর্থাৎ ইহারা বিবাহ না করিলেও ইহাদের কনিষ্ঠ সহোদর যদি বিবাহ করে তাহা হইলে পরিবেদনদোষ হয় না। এই যে রোগাদির বিষয় কথিত হইল ইহা দ্বারা উহাদের বিবাহাদিকর্ম্মে অনধিকার উপলক্ষিত হইতেছে অর্থাৎ যে কোন শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কারণে জ্যেষ্ঠ সহোদর যদি বিবাহাদিকর্ম্মের অনধিকারী হয় তাহা হইলে কনিষ্ঠ সহোদর বিবাহাদি করিলে উক্ত দোষ ঘটিবে না। জ্যেষ্ঠ সহোদর যদি বিবাহাদি না করে তাহা হইলে কনিষ্ঠ সহোদর একটা নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করিবে। এইজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ বলা হইয়াছে, যথা,—"আট বৎসর অপেক্ষা করিবে, কেহ কেহ বলেন ছয় বৎসর অপেক্ষা করিলেই চলিবে"। এই যে আট বৎসর অথবা ছয় বৎসর ইহা কনিষ্ঠ সহোদরের যখন বিবাহকাল উপস্থিত হইবে তখন থেকে ধর্ত্তব্য। আর বিবাহের কাল তখনই প্রাপ্ত হয় যখন স্বাধ্যায়বিধির ব্যাপার বিরত হইয়া যায় অর্থাৎ সমাবর্ত্তনের পর বিবাহের যোগ্যকাল। আচ্ছা, ঐ যে আট বৎসর কিংবা ছয় বৎসর কাল অপেক্ষা করিবার বচনটী বলা হইল উহা ত প্রোষিতাধিকারে পঠিত হইয়াছে [অর্থাৎ কোন স্ত্রীলোকের স্বামী যদি দীর্ঘকাল প্রোষিত (বিদেশস্থ) হয় তাহা হইলে সে তাহার জন্য আট বৎসর কিংবা ছয় বৎসর অপেক্ষা করিবে, এই কথা উহাতে বলা হইয়াছে। তবে উহাকে 'পরিবেদন' পক্ষে আনা হইতেছে কিরূপে? স্বামী প্রবাসগত হইলে স্ত্রীলোকদের প্রবাসবিধি পালন করিবার যে পরিমাণ সময় তাহারই আলোচনার মধ্যে বলা হইয়াছে "ভর্ত্তা প্রোষিত হইলেও" ইত্যাদি। ইহার উত্তরে বক্তব্য,—"উহা ঠিক"। তবে একটী বাক্যের সহিত 'প্রোষিত' এই শব্দটীর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষতঃ অবগত হওয়া যাইতেছে, কিন্তু অন্য একটী বাক্যের সহিত উহার সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইলে সে সম্বন্ধে প্রমাণ কি আছে তাহা বলা উচিত।

বস্তুতঃ সেরূপ প্রমাণ নাই। ব্যাকরণমধ্যে যেমন "স্বরিত বিষয়ক আলোচনা চলিতেছে" এইরূপ বলিয়াই দেওয়া আছে এখানে কিন্তু সেরূপ কোন শব্দ নাই। আবার ঐ 'প্রোষিত' বিষয়টীর সহিত ঐ অধিকারের প্রতি অপেক্ষা না থাকিলে যে পরবর্ত্তী বাক্যটী অপরিপূর্ণ হয় তাহাও নহে। (সুতরাং ইহা কনিষ্ঠ ভ্রাতার সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবেই বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে)। বশিষ্ঠ স্মৃতিমধ্যে স্মার্ত্ত অগ্নিগ্রহণও নিষিদ্ধ হইয়াছে ; কারণ, অগ্নি শব্দটী যে 'শ্রৌত অগ্নি' বুঝাইবে এরূপ কোন বিশেষত্ববোধক শব্দ নাই। কেহ কেহ বলেন যে পিতা যদি অগ্ন্যাধান না করে তাহা হইলে সেক্ষেত্রে এই নিষেধবিধিটী পুত্রের পক্ষেও প্রয়োজ্য হইবে অর্থাৎ সেরূপ স্থলে পুত্রও অগ্ন্যাধান করিতে পারিবে না। কারণ, 'অগ্রজ' শব্দটী যৌগিক—(প্রকৃতি প্রত্যয়-যোগে 'যে অগ্রে জন্মে সে অগ্রজ' এই প্রকার অর্থের বোধক বলিয়া) পিতাও 'অগ্রজ' পদবাচ্য। (আর বচনটীতে বলা হইয়াছে 'অগ্রজ' যদি দারাগ্নিহোত্র সংযোগ রহিত হয় ইত্যাদি)। ইহার উত্তরে বক্তব্য, এরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে অপরাপর যে সকল অগ্রজ আছে (যেমন বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি) তাহাদের পক্ষেও এই বিধিটীকে প্রয়োগ করিতে হয় (কিন্তু সেরূপ শিষ্টাচার নাই)। বস্তুতঃ এই যে 'অগ্রজ' এবং 'অনুজ' ইত্যাদি ব্যবহার ইহা পিতা-পুত্রের পক্ষে প্রসিদ্ধ নহে। বিশেষতঃ অন্য স্মৃতিমধ্যে স্পষ্টই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অকৃত-দারাগ্নিসংযোগ থাকিলে" ইত্যাদি। "পূর্ব্বজঃ"=পূর্ব্বজ অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ সহোদর হয় 'পরিবিত্তি' —তাহাকে পরিবিত্তি বলা হয়। ১৬১

(পরিবিত্তি, পরিবেত্তা, যে কন্যাকে লইয়া পরিবেদন হয় সেই কন্যা, তাহার সম্প্রদানকর্ত্তা এবং পঞ্চমতঃ যাজক, ইহারা সকলে নরকে যায়।)

(মেঃ)—প্রসঙ্গতক্রমে পরিবেদনসম্পর্কিত অপরাপর ব্যক্তিদেরও দোষ দেখাইয়া দিতেছেন : ইহা দ্বারা ঐ পরিবেদনকর্ম্মের নিষেধ করা হইতেছে। ঐ বেদনের দ্বারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরি-নিষিদ্ধ বা পরিবর্জ্জিত অথবা পরিভূত হয় ; এইজন্য সে 'পরিবিত্তি'। জ্যেষ্ঠকে ঐভাবে পরিবর্জ্জিত করে বলিয়া ঐ পরিবেদনকারী হয় 'পরিবেত্তা'। এবং যে কন্যাটী দ্বারা পরিবিন্ন হয় সেও—তাহারা সকলে নরকে যায়। "দাতৃযাজকপঞ্চমাঃ"=দাতা অর্থাৎ ঐ কন্যার সম্প্রদানকর্ত্তা এবং যাজক হইয়াছে পঞ্চম যাহাদের—যে নরকগামীদের। 'দাতা' বলিতে ঐ কন্যার সম্প্রদানকারী পিতা প্রভৃতি বুঝাইবে ; কারণ, বিবাহে তাহারাই কন্যাদাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'যাজক' ইহার অর্থ যে পুরোহিত ঐ বিবাহে হোম করেন অথবা ঐ সম্বন্ধে যাহা যাহা অনুষ্ঠেয় তাহা বলিয়া দেন। অথবা 'যাজক' বলিতে এখানে ঐ পরিবেত্তা, পরিবিত্তি এবং ঐ কন্যার সম্প্রদানকারী ব্যক্তিদের জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ যিনি করেন সেই ঋত্বিক্ বুঝিতে হইবে। এই কারণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এরূপ করা উচিত যাহাতে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহে সে বিঘ্নকারী না হয়। আবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুরোধে কনিষ্ঠ ভ্রাতার উচিত বারো বৎসর, আট বৎসর কিংবা ছয় বৎসর অপেক্ষা করা। আবার কন্যার উচিত সেরূপ বরকে সম্প্রদান করিতে না দেওয়া। দাতা এবং যাজক হইয়াছে পঞ্চম যাহাদের তাহারা সব 'দাতৃযাজকপঞ্চম' এইভাবে এখানে দ্বন্দ্বগর্ভ বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে। ১৬২

(যে লোক মৃত ভ্রাতার পত্নীতে ধর্ম্মানুসারে নিয়োগযুক্ত হইয়াও কামানুরাগযুক্ত হইয়া পড়ে তাহাকে 'দিধিষূপতি' বলিয়া বুঝিতে হইবে।)

(মেঃ)—নিয়োগধর্ম্মানুসারে প্রবৃত্ত হইয়া মৃত ভ্রাতার পত্নীতে উপগত হইবার কালে যে লোক "অনুরজ্যেত"=ঐ কর্ম্মে প্রীতি অনুভব করে,—"কামতঃ"=কামবিকারযুক্ত হয় ; নিয়োগ-বিষয়ক যে বিধি আছে তাহাতে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে যে, যতদিন না গর্ভসঞ্চার হয় তাবৎ কাল প্রত্যেক ঋতুতে মাত্র একবার করিয়া উপগত হইবে। এই বিধি লঙ্ঘন করিয়া যে ব্যক্তি কামেচ্ছা, কামানুরাগ, গাঢ়-আলিঙ্গন, পরিচুম্বন প্রভৃতি করে এবং এক ঋতুতে একাধিকবার উপগত হয়, চিত্তে কামবিকার প্রাপ্ত হয়—সে যে ঐ নারীর প্রতি অনুরাগী হইয়াছে তাহা তাহার ঐ নারীর প্রতি কামিনীরূপে প্রেমদৃষ্টি, প্রেমবন্ধন, প্রেমবচন প্রভৃতি চিহ্ন হইতে অনুমিত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে ঐ ব্যক্তিকে 'দিধিষূপতি' বলিয়া বুঝিতে হইবে। 'অগ্রেদিধিষূপতি' কাহাকে বলে,

তাহার লক্ষণ কি তাহা অন্য স্মৃতি হইতে জানিয়া লইতে হইবে। তথায় এইরূপ বলা হইয়াছে অন্য স্মৃতিমধ্যে 'দিধিষূপতি' এবং 'অগ্রে দিধিষূপতি' এই দুইটী পদার্থেরই এইভাবে লক্ষণ করা হইয়াছে যথা,—"যে নারী পূর্ব্বে একবার অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিবাহিত হইয়াছিল তাহার পর পুনরায় বিবাহ করে তাহার দ্বিতীয়বার বিবাহে যে ব্যক্তি পতি হয় তাহাকে পণ্ডিতগণ 'দিধিষূপতি' বলেন। আর 'অগ্রেদিধিষূ' নারী যে ব্রাহ্মণের কুটুম্বিনী (ভার্য্যা) হয় তাহাকে 'অগ্রে-দিধিষূপতি' বলে। এখানে কিন্তু ঐ 'দিধিষূপতি' শব্দটীর ঐপ্রকার অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নহে; কারণ, 'পরপূর্ব্বাপতি'র সম্বন্ধে পূর্ব্বে পৃথক্‌ভাবেই বলা হইয়াছে। এইজন্য এখানে 'দিধিষূপতি' শব্দটীর অর্থ অন্য প্রকার হইবে (যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)। ১৬৩.

(পরস্ত্রীতে উৎপাদিত পুত্র দুই প্রকার হইয়া থাকে—'কুণ্ড' এবং 'গোলক'। পতি জীবিত থাকিতে তাহার স্ত্রীতে অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক যে সন্তান উৎপাদিত হয় তাহাকে বলে 'কুণ্ড'; আর পতি মৃত হইলে তাহার স্ত্রীতে অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক যে পুত্র উৎপাদিত হয় তাহাকে বলে 'গোলক'।)

(মেঃ)—পতি জীবিত থাকিতে সেই পতির গৃহে তাহার ভার্য্যাতে অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক গুপ্ত-ভাবে উৎপাদিত যে পুত্র তাহাকে 'কুণ্ড' বলে। এরূপ স্থলে সেই উপপতিটীকে তাহার পতি উপেক্ষা করিয়া থাকে অথবা বরদাস্ত করিয়া থাকে কিংবা সে ছলপূর্ব্বক গুপ্তভাবে ঐ পুত্র উৎপাদন করিয়া থাকে। আর পতি মৃত হইলে তাহার স্ত্রীতে অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক যে পুত্র উৎপাদিত হয় তাহার নাম 'গোলক'। কেহ কেহ বলেন যেখানে অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক পুত্র উৎপাদনে নিয়োগবিধি অনুসৃত হয় না সেরূপ স্থলে এইভাবে পুত্র হইলে তাহাদিগকে কুণ্ড-গোলক বলা হয়। ইহা কিন্তু ঠিক নহে। কারণ সেরূপ স্থলে তাহাদের ব্রাহ্মণত্বই নাই, কাজেই শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণভোজনের প্রকরণে তাহাদের প্রাপ্তি নাই অর্থাৎ তাহাদের কথা বলিবার কোন প্রসঙ্গ নাই। কাজেই নিয়োগবিধি অনুসারে পর কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্রকেই কুণ্ড এবং গোলক বলা হয়। আচ্ছা, ইহা কিরূপ হইল যে, নিয়োগবিধিবর্জ্জিত স্ত্রীলোকের যে পুত্র তাহার ব্রাহ্মণত্ব থাকিবে না, আর নিয়োগবিধিপূর্ব্বক উৎপাদিত পুত্রের ব্রাহ্মণত্ব থাকিবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, "সকল বর্ণের পক্ষেই তাহাদের সমানবর্ণের নারীর গর্ভসম্ভূত পুত্র সেই বর্ণের হইয়া থাকে" এইভাবে জাতির লক্ষণ বলিবার সময় পত্নীর (সমানজাতীয়তা আবশ্যক) এই কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এজন্য ঐ কুণ্ডগোলকেরও ব্রাহ্মণত্ব থাকিবে। কারণ 'পত্নী' এই শব্দটী 'ভর্ত্তৃ' শব্দের ন্যায় সম্বন্ধি-শব্দ—(ভরণীয়া ভার্য্যা থাকে বলিয়াই সে তাহার ভর্ত্তা হয়)। এইরূপ যজ্ঞে সংযোগ অর্থাৎ মিলিতভাবে কর্ত্তৃত্ব থাকে বলিয়াই পত্নী; এইভাবেই 'পত্নী' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি দেখান হয়। (যেহেতু "পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে" এই পাণিনীয় সূত্রে ঐরূপ ব্যুৎপত্তিই প্রদর্শিত হইয়াছে।) আর অন্য লোকের ভার্য্যার সহিত অন্য ব্যক্তির যে যজ্ঞাধিকার হইবে তাহাও সম্ভব নহে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, তাহাই যদি হয় তাহা হইলে নিয়োগধর্ম্ম অনুসারে যাহারা উৎপন্ন হয় সেই কুণ্ড এবং গোলকেরও ত ঐ একই নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মণত্ব থাকিতেই পারে না অর্থাৎ তাহারা সমান বর্ণের নিজ পত্নীতে যখন উৎপাদিত হয় নাই তখন নিয়োগবিধি অনুসৃত হইলেও কুণ্ড-গোলকের ব্রাহ্মণত্ব থাকে কিরূপে? তাহাদের যদি ব্রাহ্মণত্ব থাকে তবে নিয়োগবিধি অনুসৃত না হইলেও ব্রাহ্মণজাতীয়া নারীর গর্ভে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র জারজ হইলেও ব্রাহ্মণই ত হইবে? দশম অধ্যায়ে আমরা ইহার তত্ত্ব ও স্বরূপ নিরূপণ করিব। অথবা নারী নিয়োগবিধি অনুসারে নিযুক্তই হউক কিংবা তাহা নাই হউক অন্যোৎপাদিত পুত্রের মধ্যে কাহারও ব্রাহ্মণত্ব না হয় নাই রহিল। (প্রশ্ন)—তাহাই যদি হয় তবে তাহাদের যখন ব্রাহ্মণত্বই নাই তখন শ্রাদ্ধান্নভোজনে তাহাদের প্রাপ্তি প্রসঙ্গও ত নাই; সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে এই যে নিষেধ ইহাও ত সঙ্গত হয় না? (উত্তর)—পতিত ব্রাহ্মণের পক্ষে শ্রাদ্ধভোজন নিষিদ্ধ; তদনুসারে এই নিষেধ হইবে। আর দ্বিজাতির কর্ম্ম হইতে যে বিচ্যুতি তাহাই 'পতন'—(তাদৃশ পতনযুক্ত ব্যক্তি 'পতিত')। সুতরাং দ্বিজাতিজনোচিত কর্ম্ম না থাকায় পতিত ব্যক্তির পক্ষে শ্রাদ্ধভোজনের প্রাপ্তি হইবে কোথা হইতে? আর এসম্বন্ধে এইরূপ নিষেধও পূর্ব্বে "যাহারা স্তেন, পতিত" (১৫০ শ্লোক) ইত্যাদি বচনে অভিহিত হইয়াছে। ১৬৪

(যেসমস্ত জীব পরস্ত্রীর গর্ভে অন্য পুরুষ কর্তৃক উৎপাদিত হইয়াছে তাহাদের যে হব্য-কব্য প্রদত্ত হয় তাহা ইহলোকে এবং পরলোকে দাতার সেই দানকে বিনষ্ট করিয়া দেয়।)

(মেঃ)—"জাতি বুঝাইলে বহুবচনের প্রয়োগ হয়" এই নিয়ম অনুসারে "প্রাণিনঃ" এখানে বহুবচন হইয়াছে। তাহাদের ব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি উল্লেখ অবজ্ঞা করিতেছেন অর্থাৎ তাহারা 'ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইবে না; এইজন্য বলিতেছেন "প্রাণিনঃ";—তাহারা 'প্রাণী' (জীব) এইভাবেই তাহাদের উল্লেখ হইবে, অন্য কোন প্রকার শব্দে তাহাদের উল্লেখ হইবে না। এই কারণে তাহারা "হব্য-কব্যানি"=হব্য-কব্য দ্রব্যসকল "নাশয়ন্তি"=নিষ্ফল করিয়া দেয়। "প্রদায়িনাম্" =যাহারা দান করে তাহাদের। "পরিবেত্তা" প্রভৃতিরা লোকব্যবহারে বড় বেশী প্রসিদ্ধ নহে এবং তাহাদের সম্বন্ধে কোন শব্দস্মৃতিও (ব্যাকরণশাস্ত্রের ব্যুৎপত্তিও) নাই। এইজন্য তাহাদের বিভাগ-ব্যবস্থা দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত এখানে লক্ষণ বলা হইল। ১৬৫

(অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণ পংক্তিভোজনের উপযুক্ত যতজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করিতে দেখে অজ্ঞ দাতা সেই ততজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার ফল প্রাপ্ত হয় না।)

(মেঃ)—যাহারা পংক্তির যোগ্য অর্থাৎ পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিবার যোগ্য তাহাদিগকে বলে 'পংক্ত্য'। সজ্জনগণের সহিত অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধপালনপরায়ণ অপর্যুদস্ত ব্যক্তিগণের সহিত এক আসনে (পংক্তিতে— এক লাইনে) বসিবার ও ভোজন করিবার যে যোগ্যতা (অধিকার) তাহাই 'পংক্ত্যতা'। যাহার সেটী নাই সে অপংক্ত্য। সেই অপংক্ত্য ব্যক্তি "যাবতঃ পংক্ত্যান্"=পংক্তিভোজনযোগ্য বিদ্বান্, তপস্বী এবং শ্রোত্রিয় যাবৎসংখ্যক ব্যক্তিকে "ভুঞ্জানান্ অনুপশ্যতি"=শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিতে দেখে "তাবতাং"=সেই পরিমাণ ব্যক্তির ভোজনে "তত্র"= সেই শ্রাদ্ধে "ফলং"=পিতৃগণের তৃপ্তিরূপ যে ফল তাহা হয় না;—"দাতা ন প্রাপ্নোতি"=সেই শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় না। এই কারণে শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত স্তেন (চোর) প্রভৃতি পর্য্যুদস্ত (নিষিদ্ধ) লোককে সেই শ্রাদ্ধের স্থান হইতে সরাইয়া দেওয়া উচিত। "বালিশঃ" ইহার অর্থ মূর্খ। ১৬৬

(অন্ধ লোক যদি শ্রাদ্ধভোজনকারী ব্রাহ্মণদিগকে দেখে অর্থাৎ যেখান থেকে দেখিতে পাওয়া যায় সেরূপ জায়গায় থাকে তাহা হইলে সে নব্বুইজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার ফল নষ্ট করিয়া দেয়, কাণা লোক যদি দেখে তাহা হইলে ষাটজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার ফল, শ্বেত্রীরোগগ্রস্ত ব্যক্তি একশত ব্রাহ্মণভোজনের ফল এবং পাপরোগী এক হাজার ব্রাহ্মণভোজনের ফল নষ্ট করিয়া দেয়।)

(মেঃ)—আচ্ছা, অন্ধ ব্যক্তির পক্ষে দেখা কিরূপে সম্ভব যে ঐরূপ বলা হইল—"অন্ধ দেখিলে নব্বুই জনের" ইত্যাদি? (উত্তর)—তাহা ঠিক; তবে ইহা দ্বারা এই অর্থই লক্ষণাদ্বারা বোধিত হইতেছে যে, সেইরূপ দর্শনযোগ্য স্থানে যেন অন্ধের সন্নিধান (উপস্থিতি) না থাকে। অর্থাৎ যেখান থেকে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি দেখিতে পায় ততটা ফাঁকা জায়গা থেকে অন্ধ লোককে সরাইয়া দিবে। "কাণঃ ষষ্টেঃ"=কাণা লোক ষাটজনের ভোজন নিষ্ফল করিয়া দেয়। এখানে এরূপ অর্থ বক্তব্য নহে যে, ইহার অধিক (এই ষাটজনের অধিক ব্রাহ্মণকে) ভোজন করাইতে হইবে, কিন্তু কেবল মাত্র ইহাই সূচিত হইতেছে যে, ভোজনীয় ব্রাহ্মণের সংখ্যার অল্পতা দ্বারা দোষের অল্পতা এবং তাহার জন্য বিশেষ প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা হইবে। "শ্বিত্রী"=বিশেষ এক প্রকার কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্ত ব্যক্তিকে 'শ্বিত্রী' বলা হয়। "পাপরোগী" ইহার অর্থ প্রসিদ্ধ অর্থাৎ উহার অর্থ যে পাপরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তি তাহা প্রসিদ্ধ—সকলের জানা বিষয়। ১৬৭

(শূদ্রযাজক ব্যক্তি শ্রাদ্ধভোজনকারী যতজন ব্রাহ্মণকে নিজ অঙ্গের দ্বারা স্পর্শ করে শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তির ততজন ব্রাহ্মণভোজনের এবং দানের ফল হয় না।)

(মেঃ)—পংক্তিমধ্যে থাকিয়া যতজন ব্রাহ্মণকে অঙ্গের দ্বারা স্পর্শ করে। এস্থলেও অঙ্গ-স্পর্শই যে বিবক্ষিত তাহা নহে অর্থাৎ কেবল ছুঁইলেই যে দোষ হইবে তাহা নহে কিন্তু পূর্বে যেমন বলা হইয়াছে সেইভাবে সেইস্থানে থাকাটাও দোষাবহ। "পৌর্ত্তিকম্" ইহার অর্থ 'যাহা

পূর্ত্তকর্ম্মে বিদ্যমান', যেমন 'বহির্বেদিদান'। (যজ্ঞাদি কর্ম্মে নিযুক্ত না থাকা কালে যে দান অর্থাৎ যজ্ঞ বহির্ভূত যে দান তাহা বহির্বেদিদান)। তাহা হইতে যে ফল পাওয়া যায় তাহাকেই এখানে 'পৌর্ত্তিক ফল' বলা হইয়াছে। ১৬৮

(বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও যদি লোভবশতঃ এই শূদ্রযাজকের দান গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে কাঁচা মাটীর শরা প্রভৃতি পাত্র যেমন জলে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় তিনিও সেইরূপ বিনাশপ্রাপ্ত হন।)

(মেঃ)—প্রসঙ্গক্রমে এই শ্লোকে শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণের যে দান গ্রহণ করা উচিত নহে তাহাই বলিয়া দিতেছেন। বেদজ্ঞ ব্যক্তিও যদি সেই শূদ্রযাজকের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কোন দ্রব্যের দান গ্রহণ করেন—এখানে "লোভাৎ"=লোভবশতঃ—এ অংশটী অনুবাদস্বরূপ—তিনিও "বিনাশং ব্রজতি"=বিনাশপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁহার ধন, পুত্র, পশু, নিজ শরীর প্রভৃতির বিচ্ছেদ (বিনাশ) ঘটে। আর, যিনি বেদবিৎ নহেন সেরূপ কেহ যদি উহার দান গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি আছে অর্থাৎ তাঁহার ক্ষতি প্রভূতপরিমাণই হয়। তবে বেদবিৎ ব্যক্তি যদি ঐ দান গ্রহণ করেন তাহা হইলে খুব বেশী দোষ হয় না, ইহা আচার্য্য স্বয়ং বলিবেন। "আমপাত্রম্" ইহার অর্থ শরা প্রভৃতি কাঁচা মৃৎপাত্র—যাহা পোড়ান হয় নাই। "অম্ভসি" ইহার অর্থ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে। ১৬৯

(সোমবিক্রয়ী ব্যক্তিকে যে দান করা হয় সেটা দাতার পক্ষে পরজন্মে বিষ্ঠারূপে পরিণত হয়, চিকিৎসাব্যবসায়ী ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া যায় তাহা তাহার কাছে পূঁজ ও শোণিত হইয়া থাকে, দেবল ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া যায় তাহা নষ্ট হইয়া যায় এবং সুদখোর ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া যায় তাহাও নষ্ট হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—ঐ দানকারী ব্যক্তি সেইরকম যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে যেখানে বিষ্ঠা তাহার খাদ্য হইয়া থাকে। এইরূপ চিকিৎসক সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। "নষ্টং" ইহার অর্থ নিষ্ফল বা উদ্বেগজনক ; কারণ, যে বস্তু নষ্ট হইয়া যায় তাহা উদ্‌বেগ (উৎকণ্ঠা) জন্মাইয়া থাকে। "অপ্রতিষ্ঠম্"=যাহার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি বা স্থায়িত্ব নাই। এইভাবে নানা প্রকার শব্দের দ্বারা ইহাই প্রতিপাদন করা হইতেছে যে, ঐরূপ দান নিষ্ফল হয় এবং দানকারী ব্যক্তিও দোষ-গ্রস্ত হইয়া পড়ে। এখানে "নষ্টম্" এবং "অপ্রতিষ্ঠম্" এই যে দুইটী শব্দ রহিয়াছে ইহাদের মধ্যে অর্থগত কোন পার্থক্য আছে এরূপ মনে করা উচিত হইবে না, কারণ উভয়ের কার্য্যের মধ্যে কোন ভেদ নাই অর্থাৎ উভয়েরই কার্য্য (পরিণতি) একই প্রকার। ১৭০

(বাণিজ্যজীবী ব্রাহ্মণকে যাহা দান করা হয় তাহা ইহলোকে এবং পরলোকে কুত্রাপি ফলপ্রদ হয় না। ভস্মে আহুতি দিলে সেই দ্রব্যের যেমন পরিণতি ঘটে, কিংবা পৌনর্ভব' ব্রাহ্মণকে দিলে যেমন নিষ্ফল হয়, ইহাও সেইরূপ হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটীরও ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় হইবে। বাণিজ্যজীবী (দোকানদার) ব্রাহ্মণকে ভোজন করানটা নিষিদ্ধ কিন্তু সেই শ্রাদ্ধের সন্নিহিত স্থানে তাহার উপস্থিতিটাও যে নিষিদ্ধ এরূপ নহে। কারণ পূর্ব্বে যেমন "বীক্ষ্য"=দেখিয়া, এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে, আর তাহার ফলে লক্ষণা দ্বারা, যেখান থেকে দৃষ্টিগোচর হয় সেরূপ স্থানে থাকিলে, এই প্রকার অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে এখানে সেরূপ কোন নির্দ্দেশ নাই। 'পৌনর্ভব' কাহাকে বলে তাহা নবম অধ্যায়ে বলা হইবে। ১৭১

(অপর যে সকল অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণ আছে যাহাদের বিষয় আগে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদিগকে ভোজন করাইলে সেই অন্ন পরজন্মে দাতার ভক্ষণীয় মেদ, রক্ত, মাংস, মজ্জা এবং অস্থিরূপে পরিণত হয়, ইহা জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধান্ন দান করিলে তাহার ফল কি হয় তাহা দেখাইবার সময়ে অন্ধ প্রভৃতি যাহাদের নামত উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা ছাড়া অন্য যেসব অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণ এই কাণ্ডমধ্যেই উল্লিখিত হইয়াছে যেমন স্তেন (চোর) প্রভৃতি তাহাদের ভোজন করান হইলে

সেই অন্নদাতার নিজ ভক্ষণীয় অন্নরূপে মেদ, অসৃক্ (রক্ত), মাংস প্রভৃতিগুলি উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ অন্নদাতা সেইরূপ যোনিতে জন্মিয়া থাকে যেখানে ঐগুলি তাহার আহার; যেমন কৃমি, রাক্ষস বা ব্যাঘ্রাদি মাংসাশী, গৃধ্র প্রভৃতি যোনি। "মনীষিণঃ বদন্তি" ইহার অর্থ বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। সমস্ত বিষয়টীর তাৎপর্য্যার্থ এই যে, অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলে শ্রাদ্ধের যে অধিকার (কর্ত্তব্যতা) তাহা সম্পাদিত হয় না; আর তাহা না হইলে বিধি লঙ্ঘন করা রূপ দোষটী অবশ্যই ঘটিয়া থাকে, কারণ এটী হইতেছে নিত্যবিধি (নিত্যকর্ম্ম; না করিলে প্রত্যবায় হয়)। ১৭২

(অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণের দ্বারা পংক্তি দূষিত হইলে যে সকল উত্তম ব্রাহ্মণ তাহা শুদ্ধ করিয়া দেন আমি সেই সমস্ত পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণের কথা সমগ্রভাবে বলিতেছি, আপনারা শুনুন।)

(মেঃ)--"অপংক্ত্য" অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণগণের দ্বারা "উপহত" অর্থাৎ দূষিত পংক্তি পরিষদ্‌যোগ্য ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পাবিত হয় অর্থাৎ দোষরহিত করা হইয়া থাকে। তাঁহাদের বিষয় বক্ষ্যমাণশ্লোকে বলা হইতেছে, আপনারা শুনুন। "কার্ৎস্ন্যেন" ইহার অর্থ নিঃশেষে (কিছু বাকী না রাখিয়া) বলিতেছি। এই শ্লোকটীর অপরাপর পদগুলি অর্থবাদস্বরূপ। যেমন কোন দোষযুক্ত লোক এক পংক্তিতে ভোজন করিতে বসিয়া অপরাপর দোষশূন্য ব্যক্তিদিগকেও দূষিত করে সেইরূপ একজন পংক্তিপাবনও নিজ গুণের উৎকর্ষে অপরের দোষ দূর করিয়া দেন, ইহাই এস্থলের তাৎপর্য্যার্থ। তাই বলিয়া এরূপ স্থলে অপাংক্তেয় ব্যক্তিগণকে ভোজন করান যে অনুমোদন করা হইতেছে তাহা নহে, কিন্তু ব্রাহ্মণভোজন ব্যাপারে পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণকে সংগ্রহ করা অবশ্যকর্ত্তব্য, এই কথাই বলা হইতেছে। আর সেই পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণ পাওয়া গেলে যদি অন্য ব্রাহ্মণগুলিকে তাহাদের ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষ পর্যন্ত অতি নিপুণভাবে পরীক্ষা করা না হয় এবং তাঁহাদের যদি কোন পূর্ব্বোক্ত দোষ দেখিতে পাওয়া না যায়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে, তাহাতে যদি উহা বৃথা হয় হউক; এইজন্যই পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার উপদেশ দেওয়া হইতেছে। ১৭৩

(যাঁহারা সকল বেদে নিষ্ণাত এবং সকল বেদাঙ্গে অভিজ্ঞ অথচ যাঁহাদের পিতা-পিতামহগণ বিদ্বান্ শ্রোত্রিয় তাঁহারা পংক্তিপাবন বুঝিতে হইবে।)

(মেঃ)-- সকল বেদে যাঁহারা "অগ্র্যাঃ"--উত্তম অর্থাৎ সকল প্রকার সংশয় নিরাসপূর্ব্বক নিপুণভাবে বেদ আয়ত্ত করিয়াছেন। এইরূপ, যাঁহারা সকল 'প্রবচনে' অগ্রবর্ত্তী,--। যাহা দ্বারা বেদার্থ প্রোক্ত (প্রকৃষ্টভাবে উক্ত) হয় অর্থাৎ ব্যাখ্যাত হয় তাহা প্রবচন। সুতরাং 'প্রবচন' ইহার অর্থ এখানে বেদাঙ্গ (কারণ বেদাঙ্গগুলি দ্বারাই বেদের তাৎপর্য্য নিরূপিত হইয়া থাকে)। সুতরাং 'যাঁহারা সকল বেদ এবং সকল প্রবচনে অগ্র্য' ইহার অর্থ যাঁহারা ষড়ঙ্গ বেদ অভ্যস্ত করিয়াছেন অথবা অভ্যস্ত করিতেছেন। "শ্রোত্রিয়ান্বয়জাঃ"=যাঁহারা শ্রোত্রিয়ের বংশে জন্মিয়াছেন। যাঁহাদের পিতৃপিতামহও ঐ প্রকার বেদজ্ঞ। আচ্ছা, আগে যেরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে এই প্রকার ব্রাহ্মণকেই ত ভোজন করাইতে বলা হইয়াছে; সুতরাং এখন এমন একটা কি আধিক্য বা উৎকর্ষ নির্দ্দেশ করা হইল যাহাতে উঁহাদের 'পংক্তিপাবন' বলা হইতেছে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, কেহ যদি শ্রোত্রিয় (অধীতবেদ) হন তাহা হইলে বেদের অর্থজ্ঞান অল্প থাকিলেও তাঁহাকে দান করিবার বিধান বলা হইয়াছে। সেখানে কিন্তু বিদ্বত্তা অর্থাৎ বেদার্থজ্ঞানটীর উপর নির্ভর নাই। কারণ, ঐ বিদ্বত্তাবশতঃ যে কেহ পংক্তিপাবন হয় তাহা নহে। কিন্তু 'পংক্তিপাবনত্ব' কতকগুলি বিশেষ গুণের উপর নির্ভর করে (যেগুলি এখানে কয়েকটী শ্লোকে বলা হইতেছে)। সেই গুণের যদি অপচয় (হানি) ঘটে তাহা হইলে আর পংক্তিপাবনত্ব থাকে না। অতএব এখানে ইহাই বলা হইতেছে যে, বিদ্বান্ অর্থাৎ বেদের অর্থজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ যদি না মেলে তাহা হইলে কেবল শ্রোত্রিয় (অধীতবেদ) ব্যক্তিকে দান করিবে। ঐপ্রকার বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ না থাকিলে কেবল শ্রোত্রিয় ব্যক্তিকে যে দান করা হয় তাহাও মুখ্যই হইবে, তাহা গৌণ (অনুকল্প) নহে। "পংক্তিপাবনাঃ" এখানে যে বহুবচন তাহা ব্যক্তি অভিপ্রায়ে (জাতি অভিপ্রায়ে নহে), অর্থাৎ পংক্তিপাবন বলিতে কেবল একজনকেই বুঝায় না কিন্তু বহু ব্যক্তিই আছেন। শ্লোকে

'চ' শব্দ রহিয়াছে উহা সমুচ্চয়বোধক অর্থাৎ উল্লিখিত সবকয়টী বিষয়ের সমন্বয় ঘটিলে তবে 'পংক্তিপাবন' হয়। ১৭৪

(যিনি 'ত্রিণাচিকেত', যিনি পঞ্চাগ্নি, যিনি 'ত্রিসুপর্ণ', যিনি ষড়ংগবিৎ, যিনি ব্রাহ্মবিবাহের সন্তান এবং যিনি 'জ্যেষ্ঠসাম' গান করেন তিনি পংক্তিপাবন।)

(মেঃ)—'ত্রিণাচিকেত' ইহা যজুর্বেদের শাখাবিশেষের নাম, যেখানে "পীতোদকা জগ্ধতৃণাঃ" ইত্যাদি বাক্য আম্নাত হইয়াছে (কঠশাখা)। যে পুরুষ উহা অধ্যয়ন করেন তাঁহাকে এখানে 'ত্রিণাচিকেত' বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যাঁহারা ত্রিণাচিকেত নামক বেদভাগ অধ্যয়ন করেন তাঁহাদের কতকগুলি ব্রত (নিয়ম) পালন করিতে হয়; সেই ব্রত যিনি পালন করিয়াছেন তিনি 'ত্রিণাচিকেত' হইবেন। এস্থলেও কিন্তু 'ত্রিণাচিকেত' এই শব্দটী লক্ষণা দ্বারা তাদৃশ একজন লোককেই বুঝাইতেছে। এখানে এরূপ মনে করা উচিত হইবে না যে, কেবল ঐ 'ত্রিণাচিকেতত্ব' ইত্যাদি থাকিলেই পংক্তিপাবন হইবে, বস্তুতঃ পূর্বোক্ত শ্রোত্রিয়ত্ব প্রভৃতি গুণগুলি থাকা আবশ্যক, তাহার উপর বাড়্‌তিরূপে এই গুণটী থাকিলে তাহা পংক্তিপাবনত্বের কারণ হইবে। "পঞ্চাগ্নিঃ",—ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যানামক বিদ্যা আম্নাত হইয়াছে এবং "স্তেনো হিরণ্যস্য" ইত্যাদি বাক্যে তথায় উহার ফলও আম্নাত হইয়াছে। সেই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা অধ্যয়নসম্পন্ন যে পুরুষ তাহাকেও পূর্বের ন্যায় 'পঞ্চাগ্নি' বলা হইয়াছে। অন্য কেহ কেহ এখানে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—যাঁহার পাঁচটী অগ্নি আছে তিনি পঞ্চাগ্নি। 'ত্রেতা' নামে প্রসিদ্ধ তিনটী অগ্নি (দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি এবং আবহনীয়াগ্নি এই তিনটী অগ্নির নাম 'ত্রেতা'); সভ্য অগ্নি এবং আবসথ্য অগ্নি এই দুইটী অগ্নি - সাকল্যে পঞ্চাগ্নি। এগুলির মধ্যে 'সভ্য' অগ্নি তাহাকে বলে যাহা বহুদেশে বড় গৃহস্থেরা শীত দূর করিবার জন্য রক্ষা করিয়া থাকে। "ত্রিসুপর্ণঃ";—ত্রিসুপর্ণ নামক বেদমন্ত্র; ইহা তৈত্তিরীয় শাখায় (কৃষ্ণযজুর্বেদের শাখাবিশেষে) এবং ঋগ্বেদে "যে ব্রাহ্মণাস্ত্রিসুপর্ণং পঠন্তি" ইত্যাদিরূপে আম্নাত হইয়াছে। "ষড়ঙ্গবিৎ";—(ছয়টী অঙ্গ যাহার এইপ্রকারে) 'ষড়ঙ্গ' ইহার অর্থ বেদ; সুতরাং "ষড়ঙ্গবিৎ" ইহার অর্থ বেদবিৎ। "ব্রহ্মদেয়ানুসন্তানঃ";—ব্রাহ্মবিধি অনুসারে বরকে আহ্বান করিয়া যে কন্যা দান করা হইয়াছে তাহার 'অনুসন্তান' অর্থাৎ তাহার গর্ভজাত সন্তান। "জ্যেষ্ঠসামগঃ"; —বেদের আরণ্যকভাগে পঠিত জ্যেষ্ঠ নামক সাম যিনি গান করেন তাঁহাকে এইরূপ (জ্যেষ্ঠসামগ) বলা হয়। এস্থলেও ঐ সাম গান কিংবা তৎসম্বন্ধীয় ব্রত (নিয়ম) পালন করায় ঐ প্রকার পুরুষকেই লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলা হইয়াছে। ১৭৫

(যিনি বেদার্থবিৎ, যিনি বেদার্থের ব্যাখ্যা করেন, ব্রহ্মচারী, সহস্রদানকারী এবং শতবর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণ—ইঁহারা সব 'পংক্তিপাবন' বুঝিতে হইবে।)

(মেঃ)—"বেদার্থবিৎ"=যিনি বেদের অর্থ জানেন। আচ্ছা, আগে ত বলাই হইয়াছে 'ষড়ঙ্গবিৎ' ইত্যাদি (সুতরাং আবার "বেদার্থবিৎ" ইহা বলা হইতেছে কেন)? (উত্তর)—তাহা ঠিক; বেদাঙ্গসকল অধ্যয়ন না করিয়াও যিনি স্বয়ং প্রজ্ঞাপ্রভাবে বেদার্থ বুঝিয়া লইতে পারেন সেরূপ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এখানে বলা হইয়াছে "বেদার্থবিৎ"। অথবা আগে যাহা বলা হইয়াছে এখানে পুনঃ পুনঃ তাহারই অনুবাদ করা হইতেছে। অপরাপর গুণগুলি থাকিলেও বেদার্থজ্ঞান যদি না থাকে তাহা হইলে তিনি শ্রদ্ধার যোগ্য হন না। "প্রবক্তা" ইহার অর্থ ঐ বেদার্থেরই যিনি ভাল ব্যাখ্যা করিতে পারেন। "ব্রহ্মচারী"=প্রথমাশ্রমী। "সহস্রদঃ"=সহস্রদানকারী; এখানে দেয় বস্তুবিশেষের উল্লেখ নাই বলিয়া 'যিনি সহস্র গোদান করিয়াছেন' এইরূপ অর্থ হইবে। তবে এইরূপ বলা এখানে সংগত যে, 'সহস্রদ' ইহার অর্থ (বহুপ্রদ) যিনি বহু দান করেন; কারণ সহস্রশব্দটী 'বহু' অর্থের বোধক। অথবা ইহার অর্থ উদার। কারণ, এখানে সহস্র সংখ্যার সংখ্যেয়টী যে গরু এমন কোন প্রমাণ নাই। তবে বেদে এইরূপ অর্থবাদ আম্নাত হইয়াছে "গরুই যজ্ঞের জননীস্বরূপ"। এইজন্য যেস্থলে প্রদেয় সংখ্যেয় বস্তুটীর বিশেষত্ব সম্বন্ধে কোন নির্দেশ না থাকে তথায় গরুই ঐ সংখ্যেয় দ্রব্যরূপে নিরূপিত হয়। (অতএব 'সহস্রদ' ইহার অর্থ সহস্র গোদানকারী।) "শতায়ুঃ" ইহার অর্থ বৃদ্ধ বয়সের লোক; ইঁহার বয়স অত্যধিক হইয়া গিয়াছে,

কাজেই তাঁহার রাগদ্বেষাদি ক্ষীণ হইয়া থাকে; এজন্য ইনি পাবনত্ব প্রাপ্ত হন (অপরকে পবিত্র করিবার শক্তিলাভ করেন)। শত (বৎসর) হইয়াছে আয়ুঃ (বয়স) যাঁহার তিনি শতায়ুঃ। যদিও এখানে 'শত' এই সংখ্যাবাচক শব্দটীর পর কোন সংখ্যেয় পদার্থ উল্লিখিত হয় নাই তথাপি এখানে 'বৎসর'ই সংখ্যেয় হইবে ; কারণ, 'শতায়ুঃ' বলিতে শত বৎসর আয়ুঃ এইরূপ অর্থই প্রসিদ্ধ। অথবা 'শত' শব্দটী এখানে একটী নির্দ্দিষ্ট বিশেষ সংখ্যা (নবনবতির পরবর্ত্তী সংখ্যা) বুঝাইতেছে না, কিন্তু উহার অর্থ 'বহু'; সুতরাং 'শতায়ুঃ' ইহার অর্থ বহ্বায়ুঃ; আর ইহা দ্বারা এখানে বৃদ্ধ বয়সকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। গৌতমস্মৃতিমধ্যে কিন্তু এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, "কেহ কেহ বলেন পিতার ন্যায়, যুবা পুরুষদেরও শ্রাদ্ধান্ন দান সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য"। আর এই কারণেই এখানে ব্রহ্মচারীর উল্লেখ করা হইয়াছে; কারণ, সেই ব্রহ্মচারীই এখানে বয়সে নবীন। ১৭৬

(শ্রাদ্ধকর্ম্ম কর্ত্তব্যরূপে উপস্থিত হইলে তাহার পূর্ব্বদিবসে অথবা সেই দিনে যথানির্দ্দিষ্ট, পূর্ব্ববর্ণিত অন্যূন তিনজন ব্রাহ্মণকে যথাবিধি নিমন্ত্রণ করিবে।)

(মেঃ)—যেরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইতে হয় তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে শ্রাদ্ধের অপরাপর করণীয় কর্ম্ম বলা হইতেছে। "পূর্ব্বেদ্যুঃ"=আগের দিন অর্থাৎ যেদিন শ্রাদ্ধ করা হইবে তাহার পূর্ব্বদিবসে, যদি অমাবস্যায় কিংবা ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে তাহার আগের দিন চতুর্দ্দশীতে কিংবা দ্বাদশীতে। পরের দিন শ্রাদ্ধ করিতে হইবে এজন্য ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিবে। অথবা "অপরেদ্যুঃ"=যেদিন শ্রাদ্ধ করা হইবে সেই দিনেই। এখানে, "বা"=অথবা, ইহার দ্বারা যে বিকল্প বলা হইল ইহা নিয়মপালনের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিতেছে। শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করা হইলে সেই নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ এবং শ্রাদ্ধকারী দুইজনকেই কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়। যে ব্যক্তি সেই নিয়মগুলি পালন করিতে সমর্থ তিনি পূর্ব্বদিবসেই ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিবেন আর যিনি তাহা করিতে অসমর্থ তিনি সেই দিনেই ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবেন। তবে অধিক নিয়ম পালন করিলে ফল অধিক হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিতে হইলে তাঁহার নিকট সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতে হয়, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হয় এবং তাঁহাকে এই কার্য্যে ব্যাপৃত (নিযুক্ত) করিতে হয়। "ত্র্যবরান্"=ত্রি (তিন) হইয়াছে 'অবর' (ন্যূন কল্প) যাঁহাদের,—। যদি খুব কম হয় তবে তিনজন ব্রাহ্মণ অন্তত আবশ্যক। তবে যদি সামর্থ্য থাকে তাহা হইলে সাধ্যমত অধিক বিজোড় সংখ্যক (পাঁচ, সাত ইত্যাদি) ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে। বাকী পদগুলি শ্লোকপূরণের জন্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। "উপস্থিতে" ইহার অর্থ 'প্রাপ্ত হইলে' অর্থাৎ শ্রাদ্ধকর্ম্ম উপস্থিত হইলে। "যথোদিতান্" ইহার অর্থ 'নির্দ্দেশমত'—পূর্ব্বে যেমন বলিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই প্রকার ব্রাহ্মণগণকে। ১৭৭

(যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের জন্য নিমন্ত্রিত হইবেন তাঁহাকে সদা সংযম অবলম্বন করিতে হইবে এবং তিনি বেদপাঠ করিবেন না। ঐ শ্রাদ্ধ যাহার কর্ত্তব্য তাহাকেও এই বিধান পালন করিতে হয়।)

(মেঃ)—"পিত্র্যে" ইহার অর্থ শ্রাদ্ধে, নিমন্ত্রিত হইলে 'নিয়তাত্মা' হইতে হইবে। সংযতচিত্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে এবং স্নাতকব্রত প্রভৃতি অপরাপর যম ও নিয়ম রক্ষা করিবে। নৃত্য-গীতাদির নিষেধ পুরুষব্রত, সেগুলিও এখানে কর্ম্মের অঙ্গরূপে বিহিত হইতেছে। শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তির এরূপ করা উচিত যাহাতে ঐ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণের সময় হইতে সংযতেন্দ্রিয় হন, কারণ তাহা না হইলে শ্রাদ্ধটী দূষিত হইয়া যাইবে। আর তিনি বেদাধ্যয়নও করিবেন না। বেদের অক্ষর উচ্চারণরূপ যে বেদাধ্যয়ন তাহাই নিষিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু সন্ধ্যা-বন্দনা প্রভৃতিতে যে বেদমন্ত্র জপ করা হয় তাহা নিষিদ্ধ নহে। আর, যাহার পক্ষে এই শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য তাহাকেও ঐ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের ন্যায় সংযম পালন করিতে হইবে। সে ব্যক্তিও নিয়তাত্মা অর্থাৎ সংযতাত্মা হইবে, এইভাবে এখানে পদযোজনা কর্ত্তব্য। অতএব যিনি শ্রাদ্ধে ভোজন করিবেন এবং যিনি শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবেন তাঁহাদের উভয়ের পক্ষেই নিয়মপালন করা এবং বেদাধ্যয়ন না করা সমান অর্থাৎ দুইজনের পক্ষেই ঐ একই বিধি প্রযোজ্য। ১৭৮

(নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে যে নিয়ম পালন করিতে হইবে তাহার কারণ এই যে, পিতৃপুরুষগণ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের নিকট উপস্থিত হন, নিঃশ্বাস বায়ুর ন্যায় তাঁহাদের অনুগমন করেন এবং তাঁহারা বসিয়া থাকিলে তাঁহাদের কাছে বসিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইবেন তাঁহাকে 'নিয়তাত্মা' হইতে হইবে, এই যে বিধি বলা হইল তাহারই এটী অর্থবাদ। যেহেতু পিতৃপুরুষগণ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের নিকটে অদৃশ্য-রূপে উপস্থিত হন অর্থাৎ তাঁহার শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হন (তাঁহার শরীরকে আশ্রয় করেন), যেমন ভূতগ্রহাবেশ হয় অর্থাৎ লোকে ভূত কিংবা গ্রহ দ্বারা আবিষ্ট হয়। "বায়ুবৎ অনুগচ্ছন্তি" =বায়ুর ন্যায় অনুগমন করেন ;—প্রাণবায়ু যেমন পুরুষ গমন করিলে তাহার অনুগমন করে অর্থাৎ মানুষ চলিতে থাকিলে প্রাণবায়ু যেমন তাহাকে পরিত্যাগ করে না সেইরূপ পিতৃপুরুষ-গণও তাঁহাদের দেহে বায়ুস্বরূপ হইয়া থাকেন। "তথা"=সেইরূপ, "আসীনান্"=ব্রাহ্মণগণ বসিয়া থাকিলে "উপাসতে"=তাঁহাদের নিকটে বসেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ গমন করিতে থাকিলে পিতৃপুরুষগণও গমন করিতে থাকেন এবং ব্রাহ্মণগণ উপবেশন করিলে তাঁহারাও উপবেশন করেন। ফল কথা, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ পিতৃপুরুষগণের স্বরূপে পরিণত হন। এই কারণে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন বা স্বেচ্ছাচারী হওয়া অনুচিত। ১৭৯

(যে ব্রাহ্মণ যথাবিধি শ্রাদ্ধের হব্য-কব্যে নিমন্ত্রিত হইয়া কোন প্রকারেও পূর্ব্বোক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে, সেই পাপী ব্যক্তি মরিয়া শূকর হইয়া জন্মে।)

(মেঃ)—"কেতিত" ইহার অর্থ উপনিমন্ত্রিত হইয়া, "হব্যে কব্যে চ"=শ্রাদ্ধের দৈব পক্ষে এবং পিতৃপক্ষে,—নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিয়া অর্থাৎ শ্রাদ্ধের ভোজন স্বীকার করিয়া যদি "কথঞ্চিদপি"=কোন প্রকারে "অতিক্রামেৎ"=অতিক্রম করে অর্থাৎ লঙ্ঘন করে অর্থাৎ শ্রাদ্ধভোজন-কালে উপস্থিত না হয় এবং ব্রহ্মচর্য্যপালন না করে, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ শূকরত্ব প্রাপ্ত হয়। "কথঞ্চিৎ" ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক অথবা ভুলিয়া গিয়াই হউক। "যথান্যায়ম্" এ কথাটী শ্লোকপূরণের জন্য প্রয়োগ করা হইয়াছে (ইহা দ্বারা অতিরিক্ত কিছু বলা হয় নাই)। কেহ কেহ বলেন, "অতিক্রামেৎ" ইহার অর্থ 'আপনি ভোজন করিবেন' এইরূপ প্রার্থনা করা হইলে যদি তাহা গ্রহণ করা না হয়, তাহা হইলে তাহা অতিক্রম করা হয়। এইজন্য শ্রাদ্ধ-বিধান স্থলে বলা হইয়াছে, "নির্দ্দোষ ব্যক্তি কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইলে তাহা অতিক্রম করিবে না (অস্বীকার করিবে না)"। এরূপ বলা কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ, লোকে লালসাবশতই শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু শাস্ত্রবিধিবশত যে প্রবৃত্ত হয় তাহা নহে। সুতরাং কাহারও যদি লালসা না থাকে এবং তাহার ফলে সে যদি শ্রাদ্ধভোজন স্বীকার না করে তাহা হইলে তাহার দোষ কি? (সুতরাং তাহার ফলে সে ব্যক্তির অনিষ্ট হইবে কেন?)। ১৮০

(যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া স্ত্রীসঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ উপভোগ করে সে ব্যক্তি ঐ শ্রাদ্ধকারীর যাহা কিছু পাপ আছে তাহা প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—"বৃষল্যা সহ মোদতে"=বৃষলীর সঙ্গে রতিহর্ষ উপভোগ করে—এখানে 'বৃষলী' শব্দটী স্ত্রীলোকমাত্রেরই জ্ঞাপক (ইহা কোন বিশেষ স্ত্রী অর্থাৎ 'শূদ্রাস্ত্রী' এরূপ অর্থ বুঝাইতেছে না); কারণ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য সাধারণভাবে পালনীয় অর্থাৎ স্ত্রীলোকমাত্রই বর্জ্জনীয়, এইরূপ বিধান বলা হইয়াছে। এজন্য এখানে বৃষলী বলিতে ব্রাহ্মণী পত্নীও অবশ্যই গ্রহণীয় হইবে। আর সে পক্ষে, যে নারী 'বৃষস্যতি' অর্থাৎ স্বামীকে নিজ কামভাবের দ্বারা চালিত (চঞ্চল) করে সে বৃষলী,—এই প্রকার প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগলভ্য অর্থে কাম-মুখরা ব্রাহ্মণী স্ত্রীও বোধিত হইয়া থাকে। অতএব, এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ,—যে ব্রাহ্মণ 'শ্রাদ্ধে ভোজন করিব' এইরূপ স্বীকার করিয়া সেইদিন স্ত্রীসংসর্গ করে—এবং সেই স্ত্রীলোকের সহিত রতিসম্ভোগ বাসনায় সেইভাবের আলাপ, আলিঙ্গনাদি করে তাহার পক্ষে এইরূপ দোষ উপস্থিত হয়। "দাতুঃ" ইহার অর্থ যে শ্রাদ্ধ করে তাহার, "যৎ দুষ্কৃতম্"=যাহা কিছু পাপ থাকে তৎ সমুদয়ই ঐ ব্যক্তিতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা এই কথা মাত্র বলিয়া দেওয়া হইল যে, ঐ ব্রাহ্মণ অনিষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়; কারণ এরূপ না বলিলে, যেখানে শ্রাদ্ধকারীর কোন

পাপ না থাকে, শ্রাদ্ধকারী পুণ্যবান্ লোক হয়, সেখানে ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গে কোন দোষই হইবে না। "মোদতে"=মোদন (আমোদ) প্রাপ্ত হয় ; এখানে 'মোদন' ইহার অর্থ হর্ষ জন্মান। কাজেই (ক্রিয়ানিষ্পত্তিরূপ রতিসম্ভোগ না করিলেও) স্ত্রীলোকের সহিত কামমূলক আলোচনা এবং আলিঙ্গন প্রভৃতিও তাহার পক্ষে করা উচিত নহে। ১৮১

(ক্রোধশূন্য, সতত শৌচপরায়ণ, ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন, দণ্ডবিহীন মহাভাগ পিতৃগণ পূর্ব্বদেবতা —দেবতার পূর্ব্বেও পূজার্হ।)

(মেঃ)—"অক্রোধন" ইহার অর্থ ক্রোধশূন্য। "শৌচপরাঃ" ;—শৌচ অর্থাৎ শুদ্ধতা ; মৃত্তিকা এবং জল দিয়া বাহিঃশুদ্ধি এবং প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা অন্তঃশুদ্ধি যাঁহাদের আছে। এখানে "সততং" এটী শুদ্ধির বিশেষণ ; সুতরাং নিষ্ঠীবন প্রভৃতি করিয়া তৎক্ষণাৎ আচমন করা উচিত। "ব্রহ্মচারিণঃ"=যাঁহারা স্ত্রীসম্ভোগ পরিহার করেন। "ন্যস্তশস্ত্রাঃ"=যাঁহাদের দ্বারা শস্ত্র ন্যস্ত অর্থাৎ পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখানে 'শস্ত্র' শব্দ দণ্ডপারুষ্যেরও জ্ঞাপক অর্থাৎ যাঁহাদের মধ্যে দণ্ডগত পারুষ্য নাই, যাঁহারা দণ্ডাদণ্ডি (লাঠালাঠি) করেন না। "মহাভাগাঃ"=পিতৃগণ মহাভাগ; উদারতা, ধনবত্তা প্রভৃতি গুণের যে সমাবেশ তাহাই 'মহাভাগতা'। যেহেতু পিতৃগণের স্বরূপ এই প্রকার, আর সেই পিতৃগণ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আবিষ্ট হন সেইজন্য ঐ ব্রাহ্মণগণেরও তখন ঐ প্রকার রূপ ধারণ করা উচিত, এইভাবে এই অর্থবাদের দ্বারা এই অক্রোধনত্বাদিরূপ অর্থটীর বিধান করা হইতেছে। "পূর্ব্বদেবতাঃ" ;—এই পিতৃগণ পূর্ব্বের দেবতা অর্থাৎ কল্পান্তরেও ইঁহারা দেবতাই ছিলেন, এইভাবে প্রশংসা করা হইল। সর্ব্বাগ্রে পিতৃগণের অর্চ্চনা করা উচিত, এইজন্য 'পূর্ব্ব' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। ১৮২

(এই পিতৃগণের সকলেরই যাহা হইতে উৎপত্তি এবং যাহাদের পক্ষে যে পিতৃগণের যেসকল নিয়মসহকারে পূজা কর্ত্তব্য তাহা সমগ্রভাবে আমি বর্ণনা করিতেছি, আপনারা শুনুন।)

(মেঃ)—যাহা হইতে "এতেষাং"=এই পিতৃগণের উৎপত্তি এবং যে পিতৃগণ "যৈঃ উপচর্য্যাঃ" =যাহাদের দ্বারা পূজনীয়, যেমন 'সোমপ' নামক পিতৃগণ ব্রাহ্মণের পূজনীয়, 'হবিষ্মৎ' নামক পিতৃগণ ক্ষত্রিয়ের পূজ্য ইত্যাদি ;—সে সমস্তই "অশেষতঃ"=সমগ্রভাবে আমি এখন বলিতেছি, "নিবোধত"=আপনারা বুঝুন। "নিয়মৈঃ"=নিয়মের দ্বারা, এ অংশটী অনুবাদ (পুনরুল্লেখ) মাত্র ; কারণ "নিয়তাত্মা ভবেৎ" ইত্যাদি সন্দর্ভে পূর্ব্বেই 'নিয়ম' বিহিত হইয়াছে ; আর এখানে যে বহুবচন রহিয়াছে তাহার কারণ নিয়ম হইতেছে বহুসংখ্যক। ১৮৩

(হিরণ্যগর্ভ মনুর মরীচি প্রভৃতি যেসমস্ত ঋষিগণ পুত্র হইতেছেন পিতৃগণ সেইসকল ঋষিরই পুত্র, এইরূপ স্মৃতি রহিয়াছে।)

(মেঃ)—হিরণ্যগর্ভ হইতেছেন প্রজাপতি ; তাঁহার পুত্র হৈরণ্যগর্ভ মনু। ইহা প্রথমাধ্যায়ে "এইভাবে তিনি এইসমস্ত সৃষ্টি করিয়া এবং আমাকেও সৃষ্টি করিয়া" ইত্যাদি সন্দর্ভে বলা হইয়াছে। সেই মনুর 'মরীচি' প্রভৃতি যেসমস্ত পুত্র, যেমন 'অত্রি, অঙ্গিরাঃ' প্রভৃতি ঋষি ; সেই ঋষিগণের যাঁহারা পুত্র তাঁহারাই এই পিতৃগণ। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, পিতৃ প্রভৃতিরা ত সকলের আত্মীয়, তাঁহারাই পিতৃগণ। কারণ, এইরূপ বিধিনির্দ্দেশ রহিয়াছে "পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ ইঁহাদের পিণ্ডদান করিবে" ; এইরূপ, "পুত্র প্রভৃতিরা ইহার পর তিনজনকে পিণ্ডদান করিবে" ইত্যাদি। ইহাই যদি শাস্ত্রার্থ হয় তাহা হইলে "পিতৃগণ ঋষিগণের পুত্র, সোমপ নামক পিতৃগণ ব্রাহ্মণের পূজনীয়" ইত্যাদি কথা কিরূপে বলা সঙ্গত হয়? আর এখানে 'সোমপগণকে পিণ্ডদান করিবে অথবা পিতা, পিতামহ প্রভৃতিকে পিণ্ড দিবে' এইপ্রকার বিকল্প যে গ্রহীতব্য তাহাও বলা চলে না। কারণ, উৎপত্তিবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, ইহা 'পুত্রের কর্ত্তব্য'। আবার 'পুত্র' এই শব্দটী হইতেছে সম্বন্ধসাপেক্ষ ; ইহা সম্বন্ধিশব্দ। (শুধু পুত্রেরই যে উল্লেখ আছে তাহা নহে, কিন্তু পুত্রের সহিত পিতারও উল্লেখ রহিয়াছে), যেহেতু নির্দ্দেশ রহিয়াছে "যাহার

পিতা পরলোকগত হইয়াছেন" ইত্যাদি। অতএব এই প্রকরণটীর তাৎপর্য্য কি তাহা বলিয়া দেওয়া উচিত। (উত্তর)—তাহা বলা যাইতেছে। এখানে যাহা বলা হইতেছে পূর্ব্বোক্ত শ্রাদ্ধ-বিধিরই তাহা অঙ্গস্বরূপ স্তুতি—প্রশংসার্থবাদ। কারণ, ঐ 'সোমপ' প্রভৃতি পিতৃগণ যে শ্রাদ্ধের সম্প্রদান তাহা এখানে বলা হয় নাই। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, এখানেও ত "উপচর্য্যাঃ"=তাঁহাদের উপচার করা কর্ত্তব্য, এইপ্রকার বিধি রহিয়াছে? (উত্তর)—না, তাহা নহে; এখানে এই যে 'চর্' ধাতুটী রহিয়াছে উহা বিধির বিষয় হইতে পারে না, কারণ এই 'চর্' ধাতুটী একটী সামান্য ক্রিয়াস্বরূপ; যেহেতু দান, যাগ প্রভৃতি যেমন এক-একটী বিশেষ ক্রিয়া, "উপচর্য্যাঃ" এস্থলের উপ-পূর্ব্বক 'চর্' ধাতুর অর্থ যে উপচার তাহা সেরূপ কোন বিশেষ ক্রিয়া নহে, সেরূপ কোন অর্থও উহার বেদে প্রসিদ্ধ নাই। 'কৃ' ধাতুর ন্যায় এই 'চর্' ধাতুটীও সাধারণতঃ উহার সন্নিহিত যে ক্রিয়া তাহারই অর্থ বুঝাইয়া থাকে। এখানে শ্রাদ্ধই হইতেছে সন্নিহিত। কিন্তু ঐ শ্রাদ্ধও বিশিষ্ট সম্প্রদানের সহিতই বিহিত হইয়াছে; কাজেই সেই সম্প্রদান আর বিধির বিষয় হইতে পারে না—তাহার পুনর্বিধান হইতে পারে না। সুতরাং বিধেয়রূপে আর সম্প্রদান সন্নিহিত হইতে পারে না। আর যাহা সন্নিহিত নহে 'চর্' ধাতু তাহার সাধক (সমর্থক) হয় না। লৌকিক স্থলে "গুরুগণের উপচর্য্যা করা উচিত" ইত্যাদি প্রকার প্রয়োগ আছে বটে পরন্তু সেখানেও 'সম্প্রদান' অর্থ নহে, কিন্তু গুরুগণের পা ধুইয়া দেওয়া ইত্যাদি প্রকার শুশ্রূষারূপ অর্থই সেখানে বিবক্ষিত। বস্তুতঃ পিতৃগণের উপচর্য্যা বলিলে ঐ প্রকার অর্থও মোটেই সম্ভব হয় না; (কারণ মৃত পিতৃগণকে ঐ প্রকার শুশ্রূষা করা কিরূপে সম্ভব?)। বিশেষতঃ প্রকৃত অর্থাৎ আলোচ্য পূর্ব্ববিহিত যে বিষয় তাহার সহিত বিধিশেষ অর্থবাদরূপে একবাক্যতা করিলে যখন সামঞ্জস্য হয় তখন এখানে আর অন্য প্রকার অর্থ কল্পনা করা অর্থাৎ 'সোমপ' প্রভৃতিকে পিণ্ডদান করিবার বিধি কল্পনা করা সম্ভব হয় না। 'সোমপ' প্রভৃতির যেমন বর্ণনা করা হইয়াছে সেইভাবে যদি তাঁহাদের শ্রাদ্ধের দেবতারূপে বিধান করা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের যে উৎপত্তিবিষয়ক আভিজাত্য বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার উপযোগিতা থাকে না। পক্ষান্তরে ইহাকে যদি স্তাবক অর্থাৎ প্রশংসার্থবাদ বলা হয় তাহা হইলে সমস্তই সংগত হইয়া থাকে। এই অর্থবাদটীর তাৎপর্য্য এই যে, কেহ হয়ত পিতৃবিদ্বেষবশতঃ পিতৃকর্ম্মে (শ্রাদ্ধে) উপহতবুদ্ধি হইতে পারে (ইহা করিব না এই প্রকার নিশ্চয় করিতে পারে) এবং তাহাতে অনাদরযুক্ত হইতে পারে। সেরূপ স্থলে শাস্ত্র বলিয়া দিতেছেন,—না, এরূপ বিবেচনা করিও না যে, পিতৃপুরুষগণ মৃত মনুষ্য ছাড়া আর কিছু নহে, সুতরাং শ্রাদ্ধে তাঁহাদের যদি তৃপ্ত করা না হয় তাহা হইলে তাঁহারা আর কি অনিষ্ট করিবেন, আর যদিই বা তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে তৃপ্ত করা হয় তাহা হইলেই বা কি সুফল দান করিবেন? কারণ, ইঁহাদের প্রভাব বড় বেশী। যে হিরণ্যগর্ভ সমস্ত জগতের প্রভু, মনু হইতেছেন তাঁহারই পুত্র এবং এই পিতৃগণ হইতেছেন তাঁহারই পৌত্র। আর এই কারণেই এখানে বলা হইতেছে যে, ইঁহারা সেই ঋষিগণের পুত্র। মনুর অন্য যেসব পুত্র আছেন ইঁহারা তাহারা নহেন, কিন্তু ইঁহারা 'মরীচি' প্রভৃতি ঋষি; ইঁহাদের প্রভাব জগদ্‌বিখ্যাত। আর এই পিতৃগণ হইতেছেন সেইসব ঋষিগণেরই পুত্র। যাঁহারা শাস্ত্রার্থ অনুধাবন করেন এমন সব লোকও বহু-প্রকার; কাজেই তাঁহারা এই অর্থবাদ শুনিয়া ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন—উহার অনুষ্ঠান করেন।

কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, পিতৃগণের উপর 'সোমপ' প্রভৃতি দৃষ্টি করা উচিত অর্থাৎ পিতৃগণকে 'সোমপ' প্রভৃতিরূপে চিন্তা করিতে হয়। ইঁহারা যে এইরূপ বলেন তাহাতে কোন প্রমাণ নাই; কাজেই ইহা উপেক্ষা করাই উচিত। কারণ, সূর্য্যের উপর ব্রহ্মদৃষ্টি করিবার যেমন বচন আছে—("আদিত্যং ব্রহ্মেত্যুপাসীত" ইত্যাদি বচনে তাহা বিহিত হইয়াছে), এস্থলে কিন্তু পিতৃগণের উপর 'সোমপ' প্রভৃতি দৃষ্টি (চিন্তা) করিবার বিধায়ক সেরূপ কোন বচন নাই। কেহ কেহ আবার বলেন যে, শাস্ত্রমধ্যে এইরূপ বিধি আছে যে, "গোত্র এবং নাম গ্রহণ (উল্লেখ) করিয়া পিতৃগণকে পিণ্ডদান করিবে"; এই যে 'সোমপ' প্রভৃতি ইহাই ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে ঐ গোত্র (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পক্ষে পিতৃগণের গোত্র উল্লেখ করিতে হইলে 'সোমপ-গোত্র পিতঃ অমুক' ইত্যাদি প্রকার বলিতে হইবে)। এরূপ বলাও অসংগত। কারণ, এই যে 'সোমপ' প্রভৃতি ইহা নামেরই নির্দ্দেশ, ইহা গোত্রের নির্দ্দেশ নহে। যেহেতু "সোমপানাম্" এইরূপে "পিতৄণাম্" ইহার সহিত সমানাধিকরণ্যে উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতে যদি বলা হয়, 'সোমপ' ইত্যাদি শব্দগুলি যদি গোত্রের নাম হয় তাহাতেও ত এইগুলিকে 'নাম' বলা সঙ্গত হয়,

তাহা হইলে ইহার উত্তরে বক্তব্য, এরূপ স্থলে গোত্রের উল্লেখ করিতে হইলে "পিতৃণাং সোমপা গোত্রম্"=পিতৃগণের গোত্র হইতেছে 'সোমপ' এইভাবে ব্যধিকরণ (পদদ্বয়ের বিভিন্ন বিভক্তি প্রয়োগে) উল্লেখ করিতে হয়, কিন্তু "পিতরঃ সোমপাঃ"=পিতৃগণ সোমপ, এইভাবে সামানাধিকরণ্যে প্রয়োগ করা সংগত হয় না। আর ইহাতে যদি বলা হয় যে, গোত্র এবং সন্তানের অভিন্নতা বিবক্ষায় ঔপচারিকভাবে গোত্রের দ্বারা সন্তানের উল্লেখ করা হয়, এরূপও দেখা যায়, ইহার উদাহরণ যেমন 'বভ্রু মন্দু' (বভ্রুগোত্রীয় মন্দুনামক ব্যক্তি) ইত্যাদি—তাহা হইলে ইহার উত্তরে বক্তব্য, এই গোত্র পদার্থটী কি তাহাই তবে নিরূপণ করা হউক। বংশের যিনি আদিপুরুষ, যিনি বিদ্যা, বিত্ত, শৌর্য্য, ঔদার্য্য প্রভৃতি গুণসমন্বিত হওয়ায় প্রসিদ্ধতম তিনি বংশের সংজ্ঞাকারী, তাঁহারই নামে বংশের উল্লেখ হইয়া থাকে। (ইহাই যদি গোত্র হয়) তাহা হইলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল বর্ণেরই ত অবান্তর গোত্রভেদ থাকে। বংশের সন্তান পুরুষগণ 'আমরা অমুকের বংশে জন্মিয়াছি' এইভাবে যে আদিপুরুষকে স্মরণ করিয়া থাকে তাঁহারই নামে সেই বংশের উল্লেখ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ভৃগু, গর্গ, গালব প্রভৃতিকে যেমন লোকে গোত্ররূপে স্মরণ করিয়া থাকে কেহ ত কখন সেভাবে 'আমরা সোমপ' এরূপ স্মরণ বা উল্লেখ করে না। ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ঐ ভৃগু, গর্গ প্রভৃতি নামেই গোত্র উল্লেখ করা উচিত। যেহেতু ঐগুলিই হইতেছে মুখ্য (আসল) গোত্র। কারণ গোত্র শব্দটী ঐ ভৃগু প্রভৃতি নামেতেই রূঢ় (রূঢ়িবশতঃ প্রয়োগযুক্ত)। আর যে গোত্রের লক্ষণ বলা হইল 'সংজ্ঞাকারী আদিপুরুষ গোত্র'—এটী ঐ ব্রাহ্মণগণের গোত্রের লক্ষণ নহে; কারণ, ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতি জাতি যেমন অনাদি, এই যে গোত্র ইহাও সেইরূপ অনাদি। যেহেতু পরাশর নামক একজন লোকের জন্মের পর যে কতকগুলি ব্রাহ্মণের 'পরাশরগোত্র' এই-প্রকার উল্লেখ করা হয় ইহা বলা যাইতে পারে না। কারণ, এরূপ হইলে বেদের আদিমত্তা প্রসংগ হইয়া পড়ে; (যেহেতু বেদে যে পরাশরগোত্রের উল্লেখ আছে তাহা ঐ পরাশরের জন্মের পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা সম্ভব হয় না। কাজেই, পরাশরের জন্মের পর উহা রচিত হইয়াছে, এইরূপ বলিতে হয়। অথচ তাহাও সমীচীন নহে। কাজেই 'গোত্র' পদার্থটী বংশের আদিপুরুষকৃত নহে, কিন্তু উহা নিত্য)। অতএব এই যে 'গোত্র' শব্দটী ইহা যখন নিত্য তখন পিতৃপুরুষগণের উদকতর্পণ প্রভৃতি স্থলে ঐ গোত্রেরই উল্লেখ করা উচিত। পক্ষান্তরে বংশমধ্যে যাহারা বংশের সংজ্ঞাকারী পুরুষ তাহারা নিত্য নহে, কিন্তু তাহারা ইদানীন্তন (আধুনিক বা পরবর্ত্তিকালীন)। আর যাহা নিত্যার্থক নিত্য শব্দ তাহা দ্বারা প্রয়োগ নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইলে বৈদিক কর্ম্মে অনিত্য 'সোমপ' প্রভৃতি অনিত্যার্থক অনিত্য শব্দ প্রয়োগ করা সংগত নহে। এই সমস্ত কারণে ব্রাহ্মণগণ উদকতর্পণাদিস্থলে যাঁহাদের যেরূপ গোত্র তদনুসারে "গার্গ্যায় অথবা গর্গ-গোত্রায় স্বধা ইদম্ উদকম্ অস্তু" ইত্যাদি প্রকার শব্দের দ্বারা উদ্দেশ করিয়া তাহার পর পিতা প্রভৃতির নাম উচ্চারণকরত উদকদানাদি করিবে।

পরন্তু ক্ষত্রিয়াদিবর্ণের পক্ষে এভাবে গোত্র ব্যবহার নাই। কারণ, একজন ব্রাহ্মণ যেমন নিজ গোত্র অব্যভিচরিতভাবে স্মরণ করিয়া থাকে, ক্ষত্রিয় প্রভৃতির সেভাবে গোত্রস্মৃতি নাই। এইজন্য ঐ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির যে গোত্র তাহা লৌকিক গোত্রই হইয়া থাকে; আর সে পক্ষে পূর্ব্ব-কথিত, বংশের প্রসিদ্ধতম সংজ্ঞাকারী আদিপুরুষই গোত্র, এই যে লক্ষণ, ইহা খাটে। আর এই কারণে শ্রাদ্ধ প্রভৃতি স্থলে ঐ গোত্রের দ্বারাই তাহাদের পিতৃগণের উল্লেখ করা হয়, গোত্রের ঐ নামধেয়টী আদিমৎ হইলেও ক্ষতি হয় না। কিন্তু ঐ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পিতৃগণকে 'হবির্ভুক্' প্রভৃতি গোত্র উল্লেখ করিয়া উদকদানাদি করা চলিবে না। কেহ কেহ আবার বলেন, যাহাদের পিতা প্রভৃতির নাম অজ্ঞাত তাহাদের পক্ষে এই 'সোমপ' প্রভৃতি নাম উল্লেখ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবার বিধান; তাহারা শ্রাদ্ধ করিবার সময় বলিবে "সোমপান্ আহ্বয়ামি, সোমপেভ্যঃ স্বধা" ইত্যাদি। ইহাও কিন্তু সমীচীন নহে; কারণ, এরূপ স্থলে এই প্রকার শাস্ত্রোপদেশ রহিয়াছে "যিনি নাম জানেন না তিনি শুধু পিতামহ এবং প্রপিতামহ এই বলিয়াই পিণ্ডদান করিবেন।" বস্তুতঃ কথা এই যে, এইগুলিকে অর্থবাদরূপে আলোচ্য শ্রাদ্ধবিধিটীর অংগ বলিয়া যদি একবাক্যতা রক্ষা করা না যাইত, এবং তাহা দ্বারা এইগুলির সার্থকতা যদি না হইত, তাহা হইলে এইসমস্ত কল্প (পক্ষান্তর) আশ্রয় করা যাইত। কিন্তু ঐভাবে একবাক্যতা করিয়া অন্বয় রক্ষা করা যখন সম্ভব (ইহা দ্বারাই সার্থকতা দেখান যখন সম্ভব) তখন বাক্যভেদ কল্পনা করিয়া (ইহাকে স্বতন্ত্র বিধায়ক বাক্য বলিয়া) অন্য অর্থের বিধি স্বীকার করা ন্যায়সংগত নহে। ১৮৪

(সোমসদ্ অর্থাৎ সোমপগণ বিরাটের পুত্র, তাঁহারা সাধ্যগণের পিতা, ঋষিগণ এইরূপ স্মরণ করিয়া থাকেন। 'অগ্নিষ্বাত্ত' নামক পিতৃগণ দেবগণের পিতা ; এবং মারীচ নামক পিতৃগণ লোকপ্রসিদ্ধ।)

(মেঃ)—এই বক্ষ্যমাণ শ্লোকগুলি শ্রাদ্ধেরই অর্থবাদ ; কারণ সবগুলির মধ্যে একবাক্যতা রহিয়াছে (একই শ্রাদ্ধ বিধির সহিত সবগুলি অন্বিত হইয়া রহিয়াছে)। এগুলিকে বিধি বলা যায় না, কারণ এখানে সাধ্যগণের পিতৃগণকে শ্রাদ্ধের সম্প্রদান বলিয়া বিধান করা হইতেছে না। সাধ্যগণ হইতেছেন দেবতা, কাজেই তাঁহারা যে তাঁহাদের পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবেন তাহা বলা চলে না। কারণ, দেবতাগণের শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিবার অধিকার নাই, যেহেতু তাঁহারা কোন কর্ম্মে নিযোজ্য হইতে পারেন না। দেবতাগণকে কোন শাস্ত্রীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করা (অধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা) সম্ভব নহে, কারণ তাহা হইলে আর তাঁহাদের দেবতাত্ব থাকে না। (ইন্দ্র যদি কোন কর্ম্ম করেন তাহা হইলে যে কর্ম্মে ইন্দ্র দেবতা সে কর্ম্মে দেবতাত্ব থাকিতে পারে না—ইন্দ্র নিজে—নিজের উদ্দেশে আহুতি দিতে পারেন না)। সুতরাং এরূপ স্থলে দেবতা যদি কোন কর্ম্মের কর্ত্তা হন, তাহা হইলে আর তিনি সম্প্রদানরূপে দেবতা হইবেন না। আবার যাগের যে সম্প্রদানত্ব তাহাই দেবতার রূপ, তাহা ছাড়া দেবতার অন্য কোন রূপ নাই। বিরাজের সুত= বিরাট্সুত; 'সোমসদ্' তাঁহাদের নাম; তাঁহারা সাধ্যগণের পিতা। এস্থলে এই অর্থবাদটীর দ্বারা এইপ্রকার অর্থ বোধিত হইতেছে,—এই শ্রাদ্ধরূপ নিত্যকর্ম্মটী এমনই একটী বিশিষ্ট কর্ম্ম যে, প্রাচীন দেবতা সাধ্যগণ, যাঁহাদের সকলপ্রকার কর্ত্তব্যই সমাধা করা আছে, তথাপি তাঁহারা পিতৃগণের অর্চ্চনা করেন ; অতএব ইহা সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। "অগ্নিষ্বাত্তাঃ"= অগ্নিতে পক্ক যে চরু, পুরোডাশ প্রভৃতি তাহা যাঁহারা ভক্ষণ করেন তাঁহারা 'অগ্নিষ্বাত্ত'; তাঁহারা "দেবানাং"—ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের পিতৃগণ। 'মরীচি' হইতে যাঁহারা জন্মিয়াছেন তাঁহারা মারীচ; তাঁহারা "লোকবিশ্রুতাঃ"=লোকপ্রসিদ্ধ। ১৮৫

('বর্হিষদ্' নামক পিতৃগণ অত্রির পুত্র। তাঁহারা দৈত্য, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সর্প, রক্ষঃ সুপর্ণ এবং কিন্নরগণের পিতৃগণ।)

(মেঃ)—এই যে দৈত্য প্রভৃতি ইহারা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মে অনধিকারী, কেবল এখানে বিধিবিহিত শ্রাদ্ধ কর্ম্মটীর প্রশংসা-অর্থবাদরূপে উহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ দৈত্য প্রভৃতিদের স্বরূপ কিরূপ তাহা ইতিহাসমধ্যে প্রসিদ্ধ আছে। 'সুপর্ণ' ইহার অর্থ বিশেষ একজাতীয় পক্ষী। 'কিন্নর'—ইহারা তির্য্যক্ জাতি, ইহাদের মুখটী অশ্বের মুখের ন্যায়। এস্থলে যে প্রশংসা অর্থবাদ বলা হইয়াছে সেটী এইরূপ,—এই পিতৃকর্ম্মটী এতই প্রশস্ত যে, দৈত্য, দানব এবং রাক্ষস ইহারা যজ্ঞধ্বংসকারী হইলেও ইহারাও এই কর্ম্মটী লঙ্ঘন করে না এবং কিন্নর প্রভৃতি তির্য্যক্জাতিদের বোধ এবং স্মৃতি কিছুই নাই, তথাপি তাহারাও ইহা অতিক্রম করে না। 'বর্হিষদ্' নাম; ইঁহারা অত্রি হইতে জন্মিয়াছেন। ১৮৬

(ব্রাহ্মণদের পিতৃগণের নাম 'সোমপ', ক্ষত্রিয়দের পিতৃগণের নাম 'হবির্ভুক্' ; বৈশ্যদের পিতৃগণের নাম 'আজ্যপ', আর শূদ্রদের পিতৃগণের নাম 'সুকালিন্'।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটীর যাহা অর্থ তাহা আগেই বলা হইয়াছে। যাঁহারা সোম পান করেন তাঁহারা সোমপ; সুতরাং জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের দেবতা যে ইন্দ্র প্রভৃতি তাঁহারাই সোমপ (কারণ, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ হইতেছে সোমযাগ ; তাহাতে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে সোমরস আহুতি দিতে হয়)। 'হবির্ভুক্'—যাঁহারা চরু, পুরোডাশ প্রভৃতি হবির্দ্রব্য ভোজন করেন। 'আজ্যপ'—যাঁহারা আঘার, আজ্যভাগ, প্রযাজ প্রভৃতি আজ্যসাধ্য কর্ম্মের দেবতা (তাঁহারা আজ্য অর্থাৎ যজ্ঞিয় সংস্কৃত ঘৃত পান করেন)। "সুকালিনঃ" :—যাঁহারা 'সু' অর্থাৎ শোভনভাবে 'কালিত' করেন অর্থাৎ কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া দেন তাঁহারা 'সুকালিন্'; কর্ম্মের সমাপ্তিকালীন যে হোম সেই হোমের যাঁহারা দেবতা; ইঁহাদের বিষয় "অয়া শ্চাগ্নেস্যনভিশস্তি" ইত্যাদি মন্ত্রে বিধি নির্দ্দেশ রহিয়াছে। ১৮৭

বলিতেছেন যে, পিতৃকার্য্য হইতেছে প্রধান আর দৈব কর্ম্ম তাহার অঙ্গ। দৈবকার্য্য যে পিতৃকার্য্যের অঙ্গ তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছেন "দৈবং" ইত্যাদি। "হি"=যেহেতু "দৈবং"= শ্রাদ্ধের দেবপক্ষীয় যে ব্রাহ্মণভোজন তাহা পিতৃকার্য্যেরই "আপ্যায়নম্"=বৃদ্ধিজনক। তাহা স্বতঃপ্রধান নহে, কিন্তু তাহা পিতৃকার্য্যেরই পোষক। ১৯৩

(সেই পিতৃগণের রক্ষাস্বরূপে অগ্রে দৈবপক্ষীয় ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে। কারণ রক্ষাবিহীন যে শ্রাদ্ধ তাহা রাক্ষসগণ কাড়িয়া লয়।)

(মেঃ)—"আরক্ষভূতং";—যাহাকে বলে রক্ষা তাহাই 'আরক্ষ'; 'আরক্ষভূত' ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে আরক্ষার নিমিত্ত। অথবা 'আরক্ষভূত' এখানে 'ভূত' এই শব্দটী উপমাবোধক; ইহার অর্থ—উহা রক্ষার সদৃশ (করা হয়)। আর, যেহেতু উহা রক্ষার জন্য অনুষ্ঠিত হয় সেই কারণে দৈবপক্ষীয় ব্রাহ্মণকে অগ্রে "নিয়োজয়েৎ"=নিমন্ত্রণ করিবে এবং আসনে বসাইয়া দিবে। বাকী অংশটা অর্থবাদ। "রক্ষাংসি"=ইতিহাসবর্ণিত একপ্রকার প্রাণী; তাহারা অদৃশ্যভাবে থাকিয়া ঐ শ্রাদ্ধক্রিয়াকে "বি-প্রলুম্পন্তি"=পিতৃগণের নিকট হইতে ছিনাইয়া কাড়িয়া লয়। এখানে একটী জিজ্ঞাসা উঠে, শ্রাদ্ধের এই দেবগণ কাহারা? (উত্তর)—গৃহ্যসূত্রমধ্যে ঐ দেবপক্ষের জন্য "বিশ্বান্ দেবান্ হবামহে" এই মন্ত্রটীর বিনিয়োগ বিহিত হইয়াছে; ইহা হইতে বুঝা যায় 'বিশ্বদেব' নামক দেবগণই ঐ দেবতা। আর পুরাণমধ্যেও বলা হইয়াছে "শ্রুতিনির্দ্দেশ হইতেছে 'বিশ্বদেব'গণ দেবতা। ১৯৪

(সেই শ্রাদ্ধকর্ম্মে আদিতে অর্থাৎ প্রারম্ভে দৈব কর্ম্ম এবং অন্তে অর্থাৎ সমাপ্তিতেও দৈব কর্ম্ম যাহাতে অনুষ্ঠিত হয় সেইভাবে তাহা সম্পাদন করিবে। কারণ, তথায় আদিতে এবং অন্তে কেহ যদি পিতৃকর্ম্ম করে তাহা হইলে সে শীঘ্রই সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়।)

(মেঃ)—আদি এবং অন্ত=আদ্যন্ত; দৈবকর্ম্ম হইয়াছে 'আদ্যন্ত' যাহার তাহা 'দৈবাদ্যন্ত'। ফলিতার্থ এই যে, শ্রাদ্ধের আদি অর্থাৎ উপক্রম (আরম্ভ) করিতে হইবে দৈবকর্ম্মে। এইজন্য দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণকে প্রথমে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। 'অন্ত' ইহার অর্থ সমাপ্তি। সুতরাং সমাপ্তিকালে প্রথমে পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিয়া পরে দৈবপক্ষীয় ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিতে হয়। শ্রাদ্ধে গন্ধপুষ্পাদিদান প্রভৃতি যেসকল অনুষ্ঠান আছে তাহাও প্রথমে দেবপক্ষে, পরে পিতৃপক্ষে কর্ত্তব্য, ইহা আচার্য্যগণের অভিমত। পরন্তু, এখানে এরূপ অর্থ অভিপ্রেত নহে যে, এসকল স্থলেও প্রথমে দৈবপক্ষে গন্ধাদি দান করিয়া পরে পিতৃপক্ষে গন্ধাদিদান করতঃ পুনরায় যে দৈবপক্ষে গন্ধাদিদান করিয়া ঐ গন্ধাদিদানরূপ অনুষ্ঠানটীর সমাপ্তি হইবে; কারণ, ইহাতে একই কর্ম্মের আবৃত্তি (একাধিকবার) অনুষ্ঠান হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ কথা এই যে, দৈবাদ্যন্ততা ইহা প্রয়োগধর্ম্ম অর্থাৎ সমগ্র কর্ম্মটীর ধর্ম্ম, কিন্তু ইহা ঐ কর্ম্মের মধ্যে যে সকল অবান্তর অনুষ্ঠান আছে সেগুলির ধর্ম্ম নহে। (কাজেই সেগুলির প্রত্যেকটীতে 'দৈবাদ্যন্ততা' অনুসরণীয় নহে)। তবে গন্ধমাল্যদান প্রভৃতি যেসকল পদার্থ (অনুষ্ঠান) আছে সেগুলিতে দৈবপক্ষ থেকে যাহাতে আরম্ভ হয় সেইভাবে কাজটী করা উচিত, ইহা বিশেষভাবে বলিয়া দেওয়া হইতেছে। কারণ, প্রথম অনুষ্ঠানটী যেখান থেকে আরম্ভ হইয়াছে অপরাপর অনুষ্ঠানগুলিও সেইখান থেকেই আরম্ভ করা যুক্তিযুক্ত। যেহেতু একটী অনুষ্ঠান অপর একটী অনুষ্ঠানকে নিয়মবন্ধ (একটী ক্রম বা পারম্পর্য্য ধারাযুক্ত) করিয়া দেয়। এইজন্য এইরূপ কথিত আছে, "অঙ্গ কর্ম্ম-সকল প্রকৃতিভূত কর্ম্মে অনুসৃত কাল অনুসারে আরব্ধ হইয়া থাকে"। "তৎ"=তাহা অর্থাৎ সেই শ্রাদ্ধকর্ম্ম, "ঈহেত"=করিবে। এই শ্লোকটীর বাকী অংশটা অর্থবাদ। "পিত্রাদ্যন্তম্ ন তদ্ ভবেৎ"=পিতৃকর্ম্মে তাহার আরম্ভ এবং পিতৃকর্ম্মে তাহার সমাপ্তি হইবে না। এখানে আদিতে এবং অন্তে দৈবকর্ম্মের অনুষ্ঠান যখন বিহিত হইয়াছে তখন আদ্যন্তে পিতৃকর্ম্মের অনুষ্ঠান আর প্রাপ্ত নহে। আর যাহা প্রাপ্ত নহে (যাহার প্রসক্তি নাই) তাদৃশ অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ হইতে পারে না। কাজেই, এরূপ স্থলে লৌকিক বাক্যের যেরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয় আদ্যন্তে পিতৃকর্ম্মের কর্ত্তব্যতানিষেধরূপ এই বাক্যটীরও সেইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে (অর্থাৎ ইহা নিষেধবিধি নহে)। কারণ, লৌকিক বিষয়ে দেখা যায়, কোন কিছু করিতে বলিয়া তাহার

বিরুদ্ধটীর নিষেধ করা হইয়া থাকে, যদিও সেই নিষেধ্য বিষয়টীর সেখানে কোন প্রসঙ্গই নাই। (সুতরাং নিষেধটীতে তাৎপর্য্য নাই। ইহার উদাহরণ যেমন) 'ক্রিয়া দ্রব্যকেই বিনীত করে অর্থাৎ অভীপ্সিতরূপে পরিণাম প্রাপ্ত করায় কিন্তু যাহা দ্রব্য নহে তাহার কোন পরিবর্ত্তন করে না'।*

"ক্ষিপ্রং নশ্যতি সান্বয়ঃ"=শীঘ্রই সবংশে ধ্বংস হয়। ইহা নিন্দার্থবাদ; ইহাদ্বারা সন্তান বিচ্ছেদ বলা হইয়াছে। অতএব ভক্ষ্যদ্রব্যের পরিবেশন প্রভৃতি সকল প্রকার অনুষ্ঠানই দৈবাদি-ক্রমে কর্ত্তব্য (প্রথমে দেবপক্ষের ব্রাহ্মণকে, পরে পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণকে অন্নপরিবেশনাদি করিতে হইবে)। তবে, এইরূপ করিবার পর মাঝখানে যদি কোনও ব্রাহ্মণের জন্য অতিরিক্ত অন্ন প্রভৃতি আনিয়া দিতে হয় কিংবা যিনি পিপাসিত তাঁহার জন্য পানীয় জল প্রভৃতি দিতে হয় তখন আর দৈবাদিক্রমে তাহা করিতে হইবে না, কিন্তু যাঁহার উহাতে ইচ্ছা হইয়াছে—উহা আবশ্যক হইয়াছে, কেবল তাঁহাকেই উহা দিতে হইবে। কারণ, যিনি উহা চাহেন না তাঁহাকে যদি অপরের অনুরোধে উহা খাইতে দেওয়া হয় তাহা হইলে "ব্রাহ্মণগণকে ভোজন দ্বারা তৃপ্ত করিবে" এই যে প্রধান বিধি তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পড়ে (যেহেতু যিনি পুনরায় অন্নপানাদি গ্রহণে অনিচ্ছুক তাঁহাকে অন্যের অনুরোধে তাহা খাইতে হইলে তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হয় না, কিন্তু অতৃপ্তিই ঘটিয়া থাকে)। আরও কথা এই যে, যাঁহারা খাইতে বসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ হয়ত মিষ্টরস ভালবাসেন আবার অন্য একজন হয়ত অম্লরস ভালবাসেন। এরূপ স্থলে বচনে এইরূপ বলিয়া দেওয়া আছে যে, "নানাবিধ ভক্ষ্য ও ভোজ্যদ্রব্য এবং সুবাসিত পানীয় বস্তু তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিবে"। বহুপ্রকার পানীয় পদার্থ থাকা সত্ত্বেও যদি অপরের অনুরোধে নিজ অনভিপ্রেত কোন একটী রস কাহাকেও খাইতে হয়, তাহা হইলে তাহাতে তাঁহার ব্যাধি জন্মাইয়া দেওয়া হইতে পারে। অতএব ভোজন বিষয়ে প্রথমে দৈবপক্ষে আরম্ভ এবং সমাপ্তি হইবে অর্থাৎ যাহা কিছু ভক্ষ্য বস্তু দিবার আছে তাহা দিয়া দিবে (পরে পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণকে অন্নাদি দান কর্ত্তব্য)। ১৯৫

(পবিত্র এবং জনসমাগমবর্জ্জিত স্থানে গোময় লেপন করিবে। এবং সেই স্থানটী যাহাতে দক্ষিণদিকে ঢালু হয় তাহাও যত্নসহকারে ঠিক করিয়া লইবে)।

(মেঃ)—"শুচি" ইহার অর্থ যেখানে ছাই, হাড়ের টুকরা কিংবা খোলামকুঁচি প্রভৃতি দ্বারা দূষিত হয় নাই। "বিবিক্ত" অর্থ যেখানে বেশী লোকের সমাগম নাই। "দক্ষিণাপ্রবণং"=দক্ষিণ-দিকে ঢালু। সেইরকম কোন একটী স্থান যত্নসহকারে নিরূপণ করিবে। যদি স্বাভাবিকভাবে সেরকম জায়গা পাওয়া না যায় তবে নিজে চাঁচিয়া-মুছিয়া সেইরূপ জায়গা করিয়া লইবে। আর সেই জায়গাটী গোময় দ্বারা লেপিয়া দিবে। এখানে গোময় দ্বারাই লেপন করিবার বিধি রহিয়াছে; কাজেই মাটী বা অন্য কোন বস্তু ব্যবহার করা চলিবে না। ১৯৬

(ফাঁকা জায়গায়, কিংবা স্বভাবতঃ শুদ্ধ অরণ্য প্রভৃতি স্থলে, নদীতীরে কিংবা পবিত্র ক্ষেত্রে অর্থাৎ তীর্থে পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণ সদা সন্তুষ্ট হন)।

(মেঃ) "অবকাশ" অর্থ ফাঁকা জায়গা। 'চোক্ষ' ইহার অর্থ অরণ্য প্রভৃতি যে স্থান স্বভাবতঃ শুদ্ধ, যেখানে গেলে মন প্রসন্ন হয়। "জলতীর"=নদীর নিকটবর্ত্তী স্থান—নদীতীর প্রভৃতি। "বিবিক্তেষু"=যেখানে বেশী জনসমাগম নাই সেরূপ স্থানে; তীর্থস্থানে। ইহা স্বতন্ত্র একটী বিধিবাক্য; কাজেই পূর্ব্ববচনটীতে যে গোময় প্রলেপ দিবার নিয়ম বলা হইয়াছে তাহা এখানে খাটিবে না। কারণ ঐ জায়গাটী সেইরূপ পবিত্র করিয়া লইবে, ইহাই বচনটীতে উপদিষ্ট হইয়াছে। আর যেখানে কর্ম্মস্থলটীকে পবিত্র করিয়া লইতে হয় সেইখানেই ঐ গোময়লেপনের নিয়ম। কিন্তু যেসকল স্থান স্বভাবতঃ শুদ্ধ সেখানে "জল দিয়া ধুইয়া লইবে"—ইহা দ্বারাই সেই স্থানটী কর্ম্মের যোগ্য হইয়া উঠে। এইসকল স্থানে "দত্তেন"=শ্রাদ্ধ করা হইলে তাহাতে পিতৃগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ১৯৭

*এটী নীতিশাস্ত্রের কথা। সুতরাং এখানে 'ক্রিয়া' এবং 'দ্রব্য' দুইটী পদার্থই পারিভাষিক। বুদ্ধির আটটী গুণের কথা কৌটিল্যের নীতিশাস্ত্রে বলা হইয়াছে। সেই আটটী গুণযুক্ত বুদ্ধি যাহার আছে, তাহাকে 'দ্রব্য' বলা হইয়াছে। তাদৃশ ব্যক্তি সকল প্রকার 'ক্রিয়া'র (নীতিশাস্ত্রীয় বিষয়ের) উপযুক্ত হইয়া থাকে। এই কথাই "নাদ্রব্যে নিহিতা কাচিৎ ক্রিয়া ফলবতী ভবেৎ" এই নীতিবাক্যে বলা হইয়াছে।

(কুশসংযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ আসন পাতিয়া দিবে। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ স্নান এবং আচমন করিয়া আসিলে তাঁহাদিগকে ভালভাবে সেই আসনে বসাইবে)।

(মেঃ)—"উপক্লৃপ্ত" ইহার অর্থ বিন্যস্ত করা (পাতিয়া দেওয়া)। "পৃথক্ পৃথক্"=বিভক্ত ভাবে—প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা আসন হইবে। লম্বা কাষ্ঠফলক (তক্তা) প্রভৃতি একটী আসন ধৌত হইলেও সকলের বসিবার জন্য দিবে না। তাঁহারা ভোজনকালে যাহাতে একজন আর একজনকে না ছুঁইয়া ফেলেন সেইভাবে তাঁহাদিগকে বসাইবে, এইপ্রকার অর্থ বুঝাইয়া দিবার জন্য এখানে 'পৃথক্' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। "বর্হিষ্মৎসু" ইহার অর্থ কুশনির্ম্মিত আসনও বিছাইয়া দিতে হইবে। "উপস্পৃষ্টোদকান্"=যাঁহারা স্নান এবং আচমন করিয়াছেন। "তান্"=তাঁহাদিগকে অর্থাৎ আগে থেকে যাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া রাখা হইয়াছে তাঁহাদিগকে সেই আসনে বসাইবে। ১৯৮

(সেই সকল অনিন্দিত ব্রাহ্মণকে আসনে বসাইয়া গন্ধদ্রব্য এবং সুগন্ধি মাল্য দ্বারা দৈবাদি-ক্রমে অর্চ্চনা করিবে।)

(মেঃ)—বসাইবার পর গন্ধদ্রব্য এবং মাল্যের দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। কুঙ্কুম, কর্পূর প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য দিবে। মাল্য=পুষ্পনির্ম্মিত মালা। এখানে যে 'সুরভি' শব্দটী রহিয়াছে উহা মাল্যের বিশেষণ। গন্ধহীন পুষ্প দিবে না। 'সুরভি' এটীকে গন্ধেরও বিশেষণ বলা সঙ্গত ; কারণ অসুরভি (উগ্র) গন্ধও আছে ; তাহা বাদ দিবার জন্য সুরভি গন্ধ বলা হইয়াছে। অথবা, 'সুরভি' ইহা স্বতন্ত্র একটী দ্রব্য; ইহার অর্থ ধূপ। প্রথমে দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণকে দিয়া তাহার পর পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণকে দিতে হইবে। এখানে পুনরায় এই যে "দৈবপূর্ব্বকম্" বলা হইল ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যতক্ষণ না ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হন ততক্ষণ সকল অনুষ্ঠানই দৈবাদিক্রমে কর্ত্তব্য, এইরূপ নিয়ম বোধিত হইতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিতে আরম্ভ করিলে যদি পুনর্ব্বার পানীয় এবং ব্যঞ্জনাদি দেওয়া হয় তাহাতে আর এ প্রকার নিয়ম নাই। এরূপ না বলিলে এখানে যে ঐ পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে উহার সার্থকতা কি? "অজুগুপ্সিতান্ বিপ্রান্"=অনিন্দিত ব্রাহ্মণগণকে। ইহাও অনুবাদ স্বরূপ ; ঐ প্রকার ব্রাহ্মণই পূর্ব্বে বিধি-বিহিত হইয়াছে। অথবা "অজুগুপ্সিত" এখানে অতীতকাল বোধক 'ক্ত' প্রত্যয় দ্বারা উল্লেখ থাকিলেও প্রকৃতিভূত ধাত্বর্থ যে জুগুপ্সা তাহা করিতে নিষেধ করাই হইতেছে ; কারণ অগ্রে বলা হইবে যে, "তাঁহাদের জুগুপ্সা করিবে না, নিন্দা করিবে না"। "অজুগুপ্সিতান্" এটীকে অর্থবাদ বলিলে সমগ্র পদটীর স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে হয় ; সমগ্র পদটীর অর্থ ত্যাগ করা অপেক্ষা কেবল 'ক্ত' প্রত্যয়টীর অর্থ ত্যাগ করা ভাল (কারণ ইহাতে প্রকৃত্যংশ ধাত্বর্থ যে জুগুপ্সা সেটী তবু নিষেধের বিষয় হইতে পারে)। ইহাকে অনুবাদ বলিলে সমগ্র পদটীই অনর্থক হইয়া পড়ে। ১৯৯

(তাঁহাদের অর্ঘ্যজল এবং 'পবিত্র'যুক্ত তিল দিয়া শ্রাদ্ধকারী ব্রাহ্মণ সেই ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া 'অগ্নৌ-করণ' কর্ম্ম করিবে।)

(মেঃ)—সেই শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণ কুঙ্কুম প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য অনুলেপন করিলে, মাল্য গ্রহণ করিলে এবং সুগন্ধি ধূপের গন্ধ গ্রহণ করিতে থাকিলে তাঁহাদিগকে অর্ঘ্যের জল দিবে। আর সেই অর্ঘ্যের সঙ্গে 'পবিত্র'যুক্ত তিলও দিবে। 'পবিত্র' বলিতে (প্রাদেশপ্রমাণ সাগ্র) কুশ বুঝায়। "তেষাং"=সেই ব্রাহ্মণগণকে "উদকম্ আনীয়"=জল দিয়া, তাঁহাদিগের অনুমতি লইয়া "অগ্নৌ কুর্য্যাৎ"=অগ্নিতে হোম করিবে—(অগ্ন আহুতি দিবে), সেই ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া ইহা করিবে—এইভাবে পদগুলির সম্বন্ধ (অন্বয়) হইবে। "সহ" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সব কয়জন ব্রাহ্মণই একসঙ্গে অনুমতি দিবেন। এখানে এইপ্রকার এই বিধিটীর সামর্থ্য বা আকাঙ্ক্ষা অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে ঐ ব্রাহ্মণগণের নিকট অনুজ্ঞা (অনুমতি) চাহিবার জন্য 'বাক্য' প্রয়োগও করিতে হইবে। কারণ, তাঁহাদের নিকট অনুমতি না চাহিলে তাঁহারা অনুমতি দিবেন না। অতএব ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে অনুমতি চাহিবার জন্য "অগ্নৌ করবাণি" অথবা "অগ্নৌ করিষ্যে"=মহাশয়, আমি অগ্নিতে হোম করিব, ইত্যাদিপ্রকার প্রার্থনাবাক্যগুলি হইবে। আবার এই বিধিরই আকাঙ্ক্ষা অনুসারে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণগণ অনুমতিবোধক বাক্যও

প্রয়োগ করিবেন। তবে কিন্তু প্রার্থনা বাক্যই কি আর অনুমতিদানের বাক্যই কি, সমস্তই সাধুশব্দে (সংস্কৃত ভাষায়) প্রয়োগ করিতে হইবে (গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করা চলিবে না)। গৃহ্যসূত্রকারগণ ইহা বলিয়াও দিয়াছেন, যথা,—। "অগ্নৌ করবাণি" অথবা "অগ্নৌ করিষ্যে" এই বলিয়া অনুমতি চাহিবে আর ব্রাহ্মণগণও "ওঁ কুরু" এইরূপ বলিবেন। ২০০

(হবির্দ্রব্য দ্বারা অগ্নি এবং সোম-যম, ইহাদের প্রথমত যথাবিধি আপ্যায়িত করিয়া পরে পিতৃগণকে তৃপ্ত করিবে।)

(মেঃ)—অগ্নিতে যাহা করিতে হইবে তাহা বলা হইতেছে। "অগ্নেঃ" এখানে চতুর্থী বিভক্তির অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। "সোমযমাভ্যাং" এখানে দ্বন্দ্বসমাস রহিয়াছে; সুতরাং 'অগ্নী-ষোম' এখানে যেমন দুইজনে মিলিয়া একটী দেবতা 'সোম-যম' এখানেও উভয়ে মিলিতভাবে একটী দেবতা। 'অগ্নি' এবং 'সোম-যম' এই দুইজন দেবতাকে প্রথমত হবির্দ্রব্য প্রদান করিয়া আপ্যায়ন করিয়া পরে "সন্তর্পয়েৎ পিতৃন্"=পিতৃগণকে তৃপ্ত করিবে। অর্থাৎ পিন্ডনির্ব্বপণ (ঠিক করিয়া রাখা) এবং ব্রাহ্মণ ভোজন কর্ম্ম করিবে। গৃহ্যসূত্রমধ্যে কিন্তু 'অগ্নৌকরণ' হোমের দেবতা অন্যপ্রকার বলা হইয়াছে। যাঁহাদের বিশেষ একটী গৃহ্যসূত্র নাই অর্থাৎ তদনুসারে কাজ করা হয় না তাঁহাদের জন্য এই দেবতার উল্লেখ। "আপ্যায়ন" ইহার অর্থ পোষণ—পুষ্ট করা; কারণ, বেদের অর্থবাদমধ্যে এইরূপ উক্ত হইয়াছে "দেবগণ হবির্দ্রব্যদ্বারা পুষ্ট হইয়া থাকেন"। ২০১

(অগ্নি না থাকিলে ব্রাহ্মণের হস্তের উপরেই এই হোমকর্ম্মটী সমাধা করিবে; কারণ, বেদবিদ্‌গণ বলেন যে ব্রাহ্মণ এবং অগ্নি অভিন্ন।)

(মেঃ)—বিবাহকাল হইতে স্থাপিত কিংবা দায়গ্রহণকাল হইতে স্থাপিত 'স্মার্ত্ত অগ্নি' না থাকিলে কিরূপে এই অগ্নৌকরণ হোম হইবে, এই কারণে তাহারই জন্য এইপ্রকার বিধান বলা হইতেছে। আর, লৌকিক অগ্নিতে পিতৃযজ্ঞ করা নিষিদ্ধ; কাজেই তাহা আছে কি নাই সে কথা বিচার বিবেচনা করা অনাবশ্যক। আচার্য্য স্বয়ং ইহা বলিয়া দিবেন "লৌকিক অগ্নিতে পিতৃযজ্ঞের হোম কর্ত্তব্য নহে" ইত্যাদি। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—ঐ স্মার্ত্ত অগ্নির অভাব হইবে কেন?—ইহা কিরূপে সম্ভব? (উত্তর)—কোন ব্যক্তি যদি প্রবাসগত (বিদেশস্থ) হয় তখন তাহার অগ্নি নাই অথচ শ্রাদ্ধের দ্রব্য, স্থান এবং ব্রাহ্মণ মিলিয়াছে, তখন অমাবস্যা না হইলেও তাহাই তাহার পক্ষে শ্রাদ্ধের উপযুক্ত কাল হইবে—কেবল অমাবস্যাই যে শ্রাদ্ধের কাল তাহা নহে। সেরূপ স্থলে ঐ প্রবাসস্থিত ব্যক্তিটী যদি পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণ পাইয়া যায় এবং শ্রাদ্ধের দ্রব্য 'কালশাক' প্রভৃতিও পাইয়া যায় তখন তাহার পক্ষে এইভাবে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, ইহাই বলিয়া দেওয়া হইতেছে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, যে ব্যক্তি প্রবাসগত তাহার শ্রাদ্ধ করিবার অধিকার হইবে কিরূপে? যদি এমন হয় যে, বিদেশে পত্নীও সঙ্গে আছে তাহা হইলে সেখানে অগ্নিও লইয়া যাইতে হইবে। কারণ, যজমান এবং তাহার পত্নী উভয়েই অগ্নি ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, ইহা শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। যেহেতু শ্রুতিমধ্যে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, "প্রবাসে থাকিয়া অগ্নিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারিবে না"। তবে এমন যদি হয় যে গৃহস্বামী একাকী প্রবাসে থাকিতেছে তাহা হইলে তাহার নিকট শ্রৌত বা স্মার্ত্ত অগ্নি না থাকিতে পারে বটে। কিন্তু তাহলেও সকল দ্রব্যের স্বত্ব যখন উভয়ের মধ্যবর্ত্তী এবং পত্নীর সহিত একসঙ্গে শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠান করাই যখন শাস্ত্রবিধি তখন পত্নী কাছে না থাকিলে কোন দ্রব্য ত কেবল নিজ ইচ্ছামতে গৃহস্বামী শ্রাদ্ধে ব্যবহার করিতে পারে না, কারণ তাহাতে পত্নীরও যখন স্বত্ব রহিয়াছে তখন তাহার ইচ্ছা বা সম্মতি না থাকিলে কিরূপে উহা ব্যবহার করা চলে? যেহেতু যে দ্রব্য একাধিক ব্যক্তির সাধারণ স্বত্বযুক্ত তাহা দান করা মোটেই সিদ্ধ হয় না যদি তাহাতে একজনের সম্মতি না থাকে। ইহার বিপক্ষে যদি এইরূপ বলা হয় যে, ইহাই যদি সিদ্ধান্ত বা নিয়ম হয় তাহা হইলে এই নিয়ম অনুসারে তীর্থক্ষেত্রেও ত শ্রাদ্ধ হয় না অর্থাৎ তীর্থক্ষেত্রেও কেহ একাকী শ্রাদ্ধ করিতে পারে না, (কারণ সেখানেও পত্নী তাহার সঙ্গে নাই)। আর তাহা হইলে,—"পুষ্করতীর্থমধ্যে যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহার ফল অক্ষয় হইয়া থাকে এবং সেখানে যে তপস্যা করা হয় তাহারও ফল খুব বেশী। মহাসমুদ্র এবং প্রভাসতীর্থেও ঐরূপ ফল হয়, জানিতে হইবে"—ইত্যাদি প্রকার বচন সকল বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এইপ্রকার আপত্তির উত্তরে বক্তব্য,

ইহা কোন দোষের নহে। কারণ, যে ব্যক্তি ভার্য্যার সহিত তীর্থযাত্রা করে এবং অগ্নি তাহার সঙ্গে থাকে তাহার পক্ষেই ইহা বিধি। পক্ষান্তরে আলোচ্য স্থলে যদি এমন হয় যে, কেহ ভার্য্যার সহিত প্রবাসে আছে তাহা হইলে তাহার পক্ষে শ্রৌত-স্মার্ত্ত অগ্নির অভাব হইবে না। আর যদি সে একাকী প্রবাসে থাকে তাহা হইলে তাহার অগ্নি থাকিবে না বটে কিন্তু যে দ্রব্য সে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে ব্যয় করিতে যাইতেছে তাহাতে পত্নীর ইচ্ছা (সম্মতি) আছে কিনা, ইহা যখন জানা যায় না তখন তাহার পক্ষে শ্রাদ্ধ করিবার অধিকার থাকিতে পারে না।

ইহার উত্তরে বক্তব্য, বিদেশে যাইবার সময় পত্নীর কাছে এইরূপ অনুজ্ঞা (সম্মতি) লইবে 'আমি ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করিব'। তাঁহার সম্মতি পাইলে তখন সে ব্যক্তি প্রবাসে শ্রাদ্ধ করিবার অধিকারী হইবে। আবার, উপনয়নের পূর্ব্বে যখন অগ্নি পরিগৃহীত থাকে না তখন সেই শ্রাদ্ধকারী ঐভাবে ব্রাহ্মণের হস্তে 'অগ্নৌকরণ' হোম করিবে, সেজন্যও এই বিধি বলা হইতেছে। কারণ, যাহার উপনয়ন হয় নাই তাহারও শ্রাদ্ধ করিবার অধিকার আছে। ইহা পূর্ব্বে "শ্রাদ্ধকর্ম্ম ছাড়া অন্য সময়ে অনুপনীত ব্যক্তি বেদ উচ্চারণ করিবে না" ইত্যাদি স্থলে বলা হইয়াছে। আরও কথা, যে ব্যক্তি সমাবর্ত্তন স্নান করিয়াছে অথচ তাহার বিবাহ করা হয় নাই ইতিমধ্যে যদি তাহার পিতার মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে তাহারও অগ্নি নাই (অথচ তাহাকে শ্রাদ্ধ করিতে হয়)। আচ্ছা, এরূপ স্থলে পরমেষ্ঠী মরণে অর্থাৎ পিতার মরণ ঘটিলে সে ব্যক্তি অগ্নি-আধান করিতে পারে, কঠশাখার মধ্যে ত এরূপ বিধান আম্নাত হইয়াছে? (উত্তর)—এ বিধানটী বিবাহিত ব্যক্তির জন্য, কিন্তু সাধারণভাবে অবিবাহিত স্নাতকের পক্ষে ইহা প্রয়োজ্য নহে। (এ সম্বন্ধে তত্ত্ব কথা এই যে) স্মার্ত্ত অগ্নি গ্রহণ করিবার কাল দুইটী—বিবাহের সময় অথবা পিতৃদায়কালে (পিতার মৃত্যুর পর), এইরূপই শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। এরূপ হইলে পর, যে ব্যক্তি বিবাহকালে অগ্নি-আধান করে নাই, কারণ, পিতা তাহাকে বিভক্ত করিয়া দেন নাই; কিংবা সে যদি তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত একসঙ্গে বাস করে তাহা হইলে "ভ্রাতারা অবিভক্ত-ভাবে বাস করিতে থাকিলে তাহাদের পক্ষে সাধারণভাবে একটী ধর্ম্মই প্রয়োজ্য হইবে অর্থাৎ একজনের (জ্যেষ্ঠের) অনুষ্ঠান দ্বারাই সকলের অনুষ্ঠান সিদ্ধ হইবে—সকলকে আর পৃথক্ পৃথকভাবে অনুষ্ঠান করিতে হইবে না"; তাহা হইলে সেরূপস্থলে অগ্নি-পরিগ্রহ করিবার জন্য দায়কালটী ঐ দ্বিতীয়কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর 'দায়কাল' হইতেছে তখন যখন পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হন। কাজেই সেই সময়কে লক্ষ্য করিয়া এইরূপই বিধান (অগ্নি না থাকিলে ব্রাহ্মণের হস্তে হোমবিধি)। শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে "শুদ্ধ হইয়া পিতৃগণকে পিণ্ডদান করিবে", "ভ্রাষ্ট্র (চুল্লী) হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া জাগরণ করিবে"। আর এ কথাও বলা যায় না যে, এই অগ্ন্যাধানটী শ্রাদ্ধের অঙ্গ। কারণ, তাহা হইলে ঐ শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে অগ্নি-আধান করা যায় না, আবার অগ্নি না থাকিলে শ্রাদ্ধও হয় না। আবার ঐ অগ্নিকে যে ত্যাগ না করা তাহাও সম্ভব নহে; (কারণ যাহা শ্রাদ্ধের অঙ্গ শ্রাদ্ধান্তে তাহা অন্য কর্ম্মের অনুপযোগী। অথচ) শাস্ত্রমধ্যে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে "ইহা ঔপসদ অগ্নি (আবসথ্য অগ্নি); পাকযজ্ঞ ঐ অগ্নিতে কর্ত্তব্য"। আবার, যে ব্যক্তির ভার্য্যা নাই পাকযজ্ঞে তাহার অধিকারও নাই। কারণ, শ্রুতিমধ্যে দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে "পত্নী দ্বারা বিধিপূর্ব্বক দৃষ্ট হইলে তবে ঘৃতটী 'আজ্য' হইবে", "পত্নী ব্রত গ্রহণ করিবে"। আর এস্থলে এ কথাও বলা সঙ্গত হইবে না যে, পত্নী যদি বিদ্যমান থাকে তবেই ঐ আজ্যাবেক্ষণ এবং ব্রতগ্রহণ কর্ম্মটী কর্ত্তব্য (কিন্তু পত্নী না থাকিলে উহা বাদ দিলেই চলিবে)। এরূপ বলা সঙ্গত হইবে না, কারণ ঐ আজ্যাবেক্ষণ এবং ব্রতগ্রহণ কর্ম্ম দুইটী নিত্যকর্ম্মরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে; (আর যাহা নিত্য কর্ম্ম তাহা অবশ্য করণীয়,—বাদ দেওয়া যায় না)। আর এপক্ষে "ঔপসদ অগ্নি" এই যে বিধি রহিয়াছে ইহাও পরিত্যাগ (লঙ্ঘন) করিতে হয়।

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, পিতার মৃত্যুই ত 'দায়কাল'—ধনসম্পত্তি বিভাগের সময়। কারণ, শাস্ত্রমধ্যে এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে "পিতার সপিণ্ডীকরণ করিয়া তাহার পর পুত্রগণ ধনসম্পত্তি ভাগ করিয়া লইবে"। (উত্তর)—উহা (সপিণ্ডীকরণানন্তর কাল) ধনসম্পত্তি বিভাগের সময় বটে কিন্তু উহা 'দায়কাল' নহে। আবার বিভাগ হইয়া গেলে ঐ নিয়মটী খাটিবে না (যে জ্যেষ্ঠের অগ্নি থাকিলে কনিষ্ঠগণের পৃথক অগ্নি অনাবশ্যক কিম্বা পৃথক অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন);

কারণ, তখন তাহাদের পক্ষে "সমস্ত ধর্ম্মক্রিয়া পৃথক্ কর্ত্তব্য", ইহাই বিধি। আর, বিভক্ত ভ্রাতারা যদি পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধ করে, অতিথি প্রভৃতির পূজা করে, তবেই তাহা ধর্ম্ম্য ক্রিয়া হইবে অর্থাৎ সেই ক্রিয়া ধর্ম্মসংগত হইবে। আর যে ব্যক্তি বেদবিদ্যা সমাপ্ত করিয়া আসিয়াছে তাহার পক্ষে "ভ্রাতারা নবশ্রাদ্ধ একসঙ্গে করিবে" ইত্যাদি বচনগুলিও প্রয়োজ্য নহে। কিন্তু যে লোক অল্প বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছে তখন সে রতিবশত নিজপত্নীতেই আসক্ত থাকিব (পরনারী গমন করিব না), এইরূপ বিবেচনা করিয়া বিবাহ করিতে পারে। সে আগে থেকেই বেদার্থ আলোচনা করিতে নিযুক্ত ছিল বলিয়া একবৎসরমধ্যে যদি সেই আরব্ধ বেদবিদ্যা (বেদার্থবিচার) সমাপ্ত করে তখন তাহার পক্ষে এই নিয়ম বলা হইয়াছে যে "পিতার সপিণ্ডীকরণ করিয়া ধন সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইবে"।

এইরূপ, যে ব্যক্তির ভার্য্যা মারা গিয়াছে সে পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিতে থাকিলেও যতদিন না তাহার পুনরায় পত্নীসংগ্রহ হয় ততদিন তাহার অগ্নি থাকিবে না—তাহার পক্ষে অগ্নির অভাব হইবে। মোটের উপর কথা এই যে, "পত্নীর সহিত যাগযজ্ঞাদি করিতে হইবে" এই ভাবে নিয়ম থাকায় পত্নীযুক্ত ব্যক্তিরই অগ্নি থাকিবে; কাজেই যে লোক বিবাহ করে নাই তাহার পক্ষে অগ্নিগ্রহণ করাও হইতে পারে না (সুতরাং তাহার পক্ষে অগ্নির অভাবই থাকে)। এইরূপ হইলে পূর্ব্বোক্ত ঐ আহুতিদুইটী ব্রাহ্মণের হস্তে নিক্ষেপ করিবে। কোন্ ব্রাহ্মণের হস্তে? (উত্তর)—যাঁহাদের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে তাঁহাদেরই মধ্যে একজনের হস্তে,—দৈবপক্ষে যাঁহাকে বসান হইয়াছে তাঁহার হস্তে অথবা নিমন্ত্রিত অপর একজন ব্রাহ্মণের হস্তে। "যো হ্যগ্নিঃ" ইত্যাদি অংশটী এখানে অর্থবাদ। "মন্ত্রদর্শিভিঃ";—যাঁহারা বেদার্থবিৎ, ইহা তাঁহাদের মতানুমোদিত। ২০২

(যাঁহারা স্বভাবতঃ ক্রোধপরবশ নহে, যাঁহারা অল্পেই প্রসন্ন হন এবং যাঁহারা জগতের পুষ্টি সাধন করিতে তৎপর সেই সমস্ত উত্তম ব্রাহ্মণকে প্রাচীনগণ শ্রাদ্ধের দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—এ শ্লোকটী অর্থবাদ ছাড়া আর কিছু নহে। শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণকে দেবতাবুদ্ধিতে দেখিবার কথা বলা হইতেছে। অগ্নি হইতেছেন দেবতা। সেই অগ্নিতে যাহা আহুতি দেওয়া হয় তাহা দেবতারা ভক্ষণ করেন; অগ্নি দেবতাদের মুখস্বরূপ। ব্রাহ্মণও এইরূপ; সেই ব্রাহ্মণের হস্তে যাহা দেওয়া হয় তাহাও দেবতারা নিশ্চয়ই ভোজন করিয়া থাকেন। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, দেবতাদের স্বরূপ আবার কিরূপ যাহার জন্য ব্রাহ্মণকেও দেবতাস্বরূপ বলা হইতেছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "অক্রোধনান্"=যাঁহারা ক্রোধের অধীন নহেন। প্রাচীন মুনিগণ এরূপ (ব্রাহ্মণগণকে দেবতা) বলেন কেন? তাহারই প্রয়োজন দেখাইয়া দিতেছেন, এইপ্রকার স্বভাবসম্পন্ন যে সমস্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাদের হস্তে পূর্ব্বোক্ত আহুতি দুইটী দিবে। কেহ কেহ ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ বলেন,—আগে "অক্রোধনাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে এইপ্রকার বিধি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, পিতৃগণের উদ্দেশে যাঁহাদের নিমন্ত্রণ করা হয় সেই সমস্ত প্রশংসনীয় ব্রাহ্মণগণের 'অক্রোধনত্ব' প্রভৃতি ধর্ম্ম (গুণ) থাকা উচিত, আর এই শ্লোকটীতে বলা হইতেছে যে শ্রাদ্ধের দেবপক্ষের জন্য যাঁহাদের নিমন্ত্রণ করা হইবে তাঁহাদেরও ঐ গুণ থাকা আবশ্যক। এই জন্যই এখানে "শ্রাদ্ধে দেবান্" এইরূপ বলিয়াছেন। "পুরাতনাঃ"=প্রাচীনগণ অর্থাৎ মুনিগণ এইরূপ বলিয়াছেন। "পুরাতনাঃ" এস্থলে "পুরাতনান্" এই প্রকার দ্বিতীয়া বিভক্তি-যুক্ত পাঠও আছে। সে পক্ষে অর্থটী এইরূপ,—এই সমস্ত পুরাতন দেবগণকে অর্থাৎ 'সাধ্যগণ' প্রভৃতি যাঁহারা পূর্ব্বসৃষ্টির দেবতা তাঁহারা এই সৃষ্টিতে শ্রাদ্ধের দেবতারূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। "লোকস্যাপ্যায়নে যুক্তান্"=যাঁহারা লোকের পোষণে—জগতের পুষ্টিসাধন করিতে তৎপর। এই প্রকার ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধভোজন করেন। এস্থলে এরূপ মনে করা উচিত হইবে না যে, ব্রাহ্মণগণ ত ঐহিক সুখ পাইবার অভিলাষে লোভবশতই স্বার্থে (ভোজনে) প্রবৃত্ত হইবেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে পূজা করা হইবে কেন? যে হেতু তাঁহারা "লোকস্যাপ্যায়নে যুক্তাঃ"=লোক অর্থাৎ দ্যুলোক, ভূলোক এবং অন্তরিক্ষলোককে আপ্যায়িত (পরিপুষ্ট) করিয়া থাকেন অতএব তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে। ২০৩

(অগ্নিতে আহুতি দিবার যে সব পরিপাটী আছে সেগুলি অপসব্যে অর্থাৎ দক্ষিণহস্তে সমাধা করিয়া পিণ্ডদানের ভূমিতে দক্ষিণ হস্তে জল দিবে।)

(মেঃ)—অগ্নিতে যাহা কিছু করিতে হয়, যেমন "অগ্নয়ে স্বধানমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতি নিক্ষেপ করা প্রভৃতি কার্য্য তাহা 'অপসব্যং"=দক্ষিণহস্তে করিতে হয়, বাম হস্তে কিংবা উভয়হস্তে করা চলিবে না; কারণে "উভয় হস্ত সংযোগ ছাড়িয়া দিয়া" ইত্যাদি বচনে উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, হস্তদ্বয় সংযুক্ত করতঃ কাজ করা উচিত, এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে; তাহারই নিষেধ বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে "অপসব্যেন"। ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে। অগ্নিতে যে সকল আহুতি দেওয়া হয় তাহার যাহা "আবৃৎপরিক্রমঃ"=পরিপাটী বা একাধিকপ্রকার অনুষ্ঠান তাহারই 'অপসব্যতা' এখানে বিধিদ্বারা বিহিত হইতেছে। দৈবকার্য্যে যেমন উত্তরমুখে কাজ করা হয় সে ভাবে এই আহুতি প্রদান হইবে না, কিন্তু ইহা দক্ষিণমুখে করিতে হইবে। হাতা দ্বারা হবির্দ্রব্যসহযোগে উহা করিতে হইবে; উহা উত্তরদিকে হইবে না কিন্তু জল দিয়া তর্পণ যেমন দক্ষিণমুখে পিতৃতীর্থে দ্বারা করা হয় ইহাও সেইরূপ কর্ত্তব্য। এখানে "সর্ব্বম্" এইরূপ উল্লেখ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, পরিবেশনাদি অপরাপর কর্ম্ম-গুলিও ঐ দক্ষিণহস্তে কর্ত্তব্য। দক্ষিণহস্তে জল দিবে—(তাহার উপর পিণ্ডদান হইবে)। "নির্বপেদ্ ভুবি" ইহার বদলে "নির্ব্বপেৎ শনৈঃ" এইরূপ পাঠান্তরও আছে। পূর্ব্বে যে রজতনির্ম্মিত পাত্র গ্রহণের কথা বলা হইয়াছিল তাহা বামহস্তে গ্রহণ করিবার জন্য এই বিধি।* "আবৃৎ" ইহার অর্থ আবৃত্তি (একাধিকবার অনুষ্ঠান)। ২০৪

(পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হোম করিয়া যে হবির্দ্রব্য অন্ন অবশিষ্ট থাকিবে তাহা হইতে একাগ্রমনে তিনটী পিণ্ড করিয়া পূর্ব্বশ্লোকে যে ভাবে জল দিবার বিধান বল হইল সেই ভাবে দক্ষিণমুখ হইয়া পিতৃতীর্থে পিণ্ডদান করিবে।)

(মেঃ)—হোম করিবার নিমিত্ত পাত্রে যে অন্ন গ্রহণ করা হইয়াছিল সেই হুতাবশিষ্ট অন্ন হইতে তিনটী পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া "নির্ব্বপেৎ"='নির্ব্বপণ' করিবে অর্থাৎ পিতৃগণের উদ্দেশে কুশের উপর নিক্ষেপ করিবে। 'পিণ্ড' বলিতে সংহত দ্রব্য (জড়ো করা—ডেলা করা জিনিষ) বুঝায়। সুতরাং ছড়ান অন্ন দেওয়া উচিত নয়। "ঔদকেন বিধিনা"= ঠিক আগের শ্লোকটীতে "অপসব্যেন' ইত্যাদি বচনে যেরূপ বিধান বলা হইয়াছে সেইভাবে পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। এখানে এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে,—ব্রাহ্মণভোজনের জন্য যে অন্ন পাক করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা হইতে কি অন্ন লইতে হইবে, এই ভাবে সেই হবির্দ্রব্যের সংস্কার করিতে হইবে অথবা পিণ্ডের জন্য আলাদা করিয়া চরু পাক করিতে হইবে? ঐ যে হবির্দ্রব্য উহার পরিমাণই বা কত? কারণ, বিশেষ বিশেষ যাগাদির চরু পাক করিবার জন্য যেমন "চারিমুঠা ব্রীহি লইবে" ইত্যাদি বচনে পরিমাণ বলিয়া দেওয়া আছে এখানে কিন্তু সেরূপ কোন নির্দ্দেশ নাই ত। কাজেই ঐ ভাবে মুষ্টিগ্রহণ এখানে সম্ভব নহে। (উত্তর)—ইহা বিচার করাই হইয়া গিয়াছে। এখানে যখন কোন বিশেষ পরিমাণের উল্লেখ নাই তখন ইচ্ছামত উহা গ্রহণ করা চলিবে। তবে যতটা লইলে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ততটা অবশ্যই লইতে হইবে। এখানে পূর্ব্বশ্লোকোক্ত উদকদানবিধির অতিদেশ করা হইয়াছে; ইহাতে বুঝা যায় যে নিজহস্তে এবং দক্ষিণহস্তেই এই কাজ করিতে হইবে, রজতপাত্রে ইহা করা চলিবে না। 'সমাহিত' শব্দটী এখানে শ্লোক পূরণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে (উহা জ্ঞাতজ্ঞাপক অনুবাদ)। ২০৫

(সংযত হইয়া কুশের উপর যথাবিধি পিণ্ড নিক্ষেপ করিয়া সেই কুশের গোড়ায় লেপভাগী পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডসংসর্গযুক্ত হাতটী ঘসিয়া চাঁচিয়া দিবে।)

(মেঃ)—সেই পিণ্ডগুলিকে "ন্যুপ্য"=কুশের উপর দিয়া, সেই হাতটী সেই কুশগুলির উপর ঘসিয়া চাঁচিয়া দিবে—যে কুশের উপর পিণ্ডদান করা হইয়াছে তাহাতেই ইহা করিতে হইবে।

*এখানে ভাষ্যে "অন্যথা রাজতভাজনপ্রাপ্তয়ে সব্যহস্তবিধিঃ" এইরূপ পাঠ রহিয়াছে। এটী—"অন্যথা রাজতভাজনপ্রাপ্তেঃ, অপসব্যহস্তবিধিঃ" এইপ্রকার পাঠ হইলে অর্থটী সঙ্গত হয়। এপক্ষে অর্থ—যে হেতু তাহা না হইলে "রাজতৈঃ ভাজনৈঃ" ইত্যাদি বচন অনুসারে (এই উদকদানাদিও) রজতপাত্রে কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। এই জন্য 'অপসব্য'=দক্ষিণ হস্তে উহা করিবার বিধি বলা হইল।

ঐ কুশের গোড়ার দিকেই ইহা করিতে হয়; কারণ, অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ বিধিই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—। জল যেমন হাতে লাগিয়া যায় পিণ্ড দিবার জন্য হস্তে যে অন্ন লওয়া তাহা সে ভাবে লাগিয়া যাইতে নাও পারে; কাজেই কুশে হাত ঘষিলে যে পিণ্ডসংসৃষ্ট হস্তসংলগ্ন অন্ন সেই কুশে লাগিয়া যাইবে, তাহার কোন মানে নাই। কাজেই যদি কিছুমাত্রও পিণ্ডসংসৃষ্ট অন্ন হাতে লাগিয়া নাও থাকে তবুও পিণ্ডদানের পর সেই কুশে হাত ঘষিতেই হইবে। যেহেতু এরূপ করাটা যে কেবল 'প্রতিপত্তি' কর্ম্ম তাহা নহে; সুতরাং (হাতে কিছু লাগিয়া না থাকিলে) ঘষিবার প্রয়োজন হয় না বলিয়া হাত ঘষা হইবে না—এরূপ করা চলিবে না (ইহা বিধিসঙ্গত হইবে না)। বস্তুতঃ এখানে এমন কথা কিছু বলা হয় নাই যে "হস্তসংলগ্ন অন্ন ঘষিয়া চাঁচিয়া দিবে" কিন্তু হস্তই ঘর্ষণ করিতে বলা হইয়াছে। ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে—"আচ্ছা এরূপ হইলে, হস্তসংলগ্ন অন্নই যদি ঘষিয়া চাঁচিয়া দেওয়া—ঐ বিধিটীর অর্থ না হয় তাহা হইলে, "লেপভাগিনাম্"=হস্তে লিপ্ত অন্ন যাঁহাদের ভাগে—উহাই যাঁহারা গ্রহণ করেন (তাঁহাদের নিমিত্ত হস্ত ঘর্ষণ করিবে), এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহার সার্থকতা থাকে কৈ? কাজেই হস্তে যদি পিণ্ডলেপ না থাকে তাহা হইলে তাঁহারা ত আর কিছু পাইতে পারেন না। সুতরাং ইহা কি কথা বলা হইতেছে যে, হস্তে কিছু সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও হস্ত ঘর্ষণ করিতেই হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—মূর্ত্তিযুক্ত অন্ন হয়ত কদাচিৎ হস্তে লাগিয়া থাকিতে নাও পারে। কিন্তু পিণ্ডগুলি গ্রহণ করা হইলে পিণ্ডগত উত্তাপের প্রভাবে ঐ অন্নের রস হাতে লাগিয়া যায়। তাহাকেই এখানে 'লেপ' বলা হইয়াছে। "লেপভাগিনাম্" এখানে যে সম্বন্ধে ষষ্ঠী হইয়াছে তাহা দ্বারা ইহাই বোধিত হইতেছে যে এই লেপটী তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। অথচ ইহাও ঠিক যে ঐ লেপভাগী পিতৃগণকে প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায় না; কাজেই হস্তস্থিত ঐ পিণ্ডলেপের সহিত তাঁহাদের স্ব-স্বামিত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধও ঘটাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। অতএব এস্থলের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, (পিণ্ডদান করিয়া হস্তলেপ ঘর্ষণকালে) মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিবে যে, যাঁহারা লেপভাগী এই ভাগটী তাঁহাদের হউক। অথবা ঐ প্রকার শব্দই তাঁহাদের উদ্দেশে উল্লেখ করিবে। অন্য কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ বলেন যে, প্রপিতামহের পূর্ব্ববর্ত্তী (ঊর্দ্ধতন) যে সমস্ত পিতৃগণ তাঁহাদিগকে 'লেপভাগী' বলা হয়। তাঁহাদের মতানুসারে ঐ সকল পিতৃগণের নাম জানা না থাকিলে 'প্রপিতামহপিত্রে স্বধা', 'প্রপিতামহ-পিতামহায় স্বধা' ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ করতঃ তাঁহাদের উদ্দেশ করিতে হয়। "হস্তং নিমৃজ্যাৎ" এখানে 'হস্ত' শব্দটীতে একবচন প্রয়োগ করিয়া ইহাই জানাইয়া দিতেছেন যে, একমাত্র দক্ষিণহস্ত দ্বারাই পিণ্ডনির্ব্বপণ কর্ত্তব্য। "প্রযতঃ"=সংযত হইয়া,—এটী অনুবাদস্বরূপ, কারণ ইহা পূর্ব্বেই বিহিত হইয়াছে। "বিধিপূর্ব্বকম্"=বিধি অনুসারে; ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে, শাস্ত্রান্তরে যেরূপ বিধান আছে তাহাও অনুসরণীয়। এ সম্বন্ধে শঙ্খস্মৃতি মধ্যে এইরূপ বিধান আছে,—"গন্ধ, মাল্য, ধূপ, আচ্ছাদন এবং অভিপ্রেত প্রিয় বস্তু পিণ্ডের উপর দিবে"। তবে কিন্তু এখানে পিণ্ডদানের যেরূপ বিধান রহিয়াছে উহা আচার্য্য নিজ মতানুসারেই বলিয়াছেন। কাজেই এখানে কেবল সেই বিধানটীই যদি অনুসরণীয় হয় তাহা হইলে "বিধিপূর্ব্বকম্" ইহা বলা অনর্থক হইয়া পড়ে (ইহার কোন সার্থকতা থাকে না)। কাজেই শাস্ত্রান্তরে এ সম্বন্ধে যেরূপ বিধান আছে তাহা অনুসরণ করিবার জন্যই বলিয়াছেন "বিধিপূর্ব্বকম্"; অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরে এ সম্বন্ধে যেরূপ বিধান আছে তাহাও গ্রহণ করিতে হইবে। ২০৬

(আচমন করিয়া উত্তরদিকে মুখ ফিরাইয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া তিন বার ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করতঃ মন্ত্রপাঠ সহকারে ছয় ঋতুর নমস্কার করিবে এবং পিতৃগণকেও নমস্কার করিবে।)

(মেঃ)—কুশের উপর পিণ্ডদান করিয়া উত্তরদিকে মুখ ফিরাইবে। এটা বামাবর্ত্তেই কর্ত্তব্য। কারণ অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে যে, "বামাবর্ত্তে উত্তরদিকে ফিরিয়া" ইত্যাদি। উত্তরদিকে মুখ করিয়াই আচমন করিবে। আচমন পূর্ব্বক তিনবার প্রাণায়াম করিবে। "অসূন্ আয়ম্য"=ইহার অর্থ শ্বাস রুদ্ধ করিয়া। প্রাণায়াম করিবার সময়ে "সশির গায়ত্রী জপ করিতে হয়", এখানে কিন্তু তাহা কর্ত্তব্য নহে; ও বিধি এখানের জন্য নহে। "শনৈঃ"=ধীরে ধীরে—যাহাতে বেশী কষ্ট না হয় এমনভাবে। এইজন্য উপদিষ্ট হইয়াছে, "যেমন শক্তি সেইরূপ

প্রাণায়াম করিয়া"। ঐ উত্তরমুখ হইয়াই "বসন্তায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে একবার মাত্র নমস্কার করিবে। পিতৃগণকেও নমস্কার করিবে;—"মন্ত্রবৎ"="নমো বঃ পিতরঃ" ইত্যাদি মন্ত্র সহকারে। তবে পিতৃগণকে নমস্কার করিতে হইলে তাহা পিণ্ডের দিকে মুখ ফিরাইয়া অর্থাৎ দক্ষিণমুখ হইয়াই কর্ত্তব্য। যেহেতু এ সম্বন্ধে স্মৃত্যন্তরে বলা হইয়াছে যে "পিণ্ডের অভিমুখে ফিরিয়া" (পিতৃগণকে নমস্কার করিবে)। ২০৭

(পূর্ব্বে যে জলটী পাত্রে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহারই অবশিষ্ট অংশ পিণ্ডগুলির নিকটে ধীরে ধীরে পুনর্ব্বার দিয়া দিবে; তাহার পর সেই পিণ্ডগুলি যে ক্রমে দেওয়া হইয়াছিল সেই ক্রমে একমনে সেইগুলির ঘ্রাণ লইবে।)

(মেঃ)—পিণ্ডদানের পূর্ব্বে যে পাত্র থেকে জল লইয়া কুশের উপর দেওয়া হইয়াছিল সেই পাত্র হইতেই জল লইয়া পুনরায় পিণ্ডসমীপে দিবে। এখানে "শেষং" এই শব্দটী দিবার তাৎপর্য্য এই যে, উহা দ্বারা সেই জলের 'প্রতিপত্তি' করা হয়; এই প্রকার অর্থ গ্রহণ করিলে তবেই এই শেষ শব্দটীর প্রয়োগ সঙ্গত হয়। কাজেই যদি ঘটনাক্রমে সেই পাত্রে আর জল না থাকে তাহা হইলে পুনর্ব্বার পাত্রান্তর হইতে উহাতে জল লইতে হইবে না। কিন্তু গৃহ্যসূত্রমধ্যে বলা হইয়াছে যে এই 'উদকনিনয়ন'টী নিত্য কর্ম্ম। (সুতরাং ঐ পাত্রে জল না থাকিলে পাত্রান্তর হইতে জল লইয়াও উহা করিতে হইবে; কারণ উহা অবশ্যকরণীয়।) সেই পিণ্ডগুলির 'অবঘ্রাণ' লইবে। 'অবঘ্রাণ' ইহার অর্থ গন্ধ উপলব্ধি করা। গৃহ্যসূত্রমধ্যে বলা হইয়াছে যে পিণ্ডের চরু ভক্ষণ করিবে। "যথান্যুপ্তান্" ইহার অর্থ যে ক্রমে পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহকে পিণ্ড দেওয়া হইয়াছিল সেই ক্রমে। "সমাহিতঃ"=একমনে, ইহা শ্লোকপূরণার্থক; (ইহার কোন সার্থকতা—অজ্ঞাত জ্ঞাপকতা নাই)। ২০৮

(ইহার পর যথাক্রমে সব কয়টী পিণ্ড হইতে অতি অল্প অল্প অংশ কাটিয়া লইয়া সেই স্থলে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণগণকে প্রথমে খাইতে দিবে।)

(মেঃ)—"স্বল্পিকা মাত্রা"=অত্যন্ত অল্প মাত্রা অর্থাৎ অবয়ব বা ভাগ (অংশ), তাহা লইয়া,—। যে ব্রাহ্মণকে যে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে বসান হইয়াছে সেই পিতৃপুরুষের পিণ্ড হইতে তাঁহাকে কিঞ্চিন্মাত্র খাওয়াইতে হইবে। "অনুপূর্ব্বশঃ" ইহার অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। "তান্ এব বিপ্রান্" এখানে "তান্" এই যে 'তদ্' শব্দটী রহিয়াছে ইহা আলোচ্যমান পদার্থকেই বুঝাইতেছে; কাজেই "অগ্ন্যভাবে তু" ইত্যাদি (২০২ শ্লোকে) যাহাদের কথা বলা হইয়াছে তাহাদের সকলকে বুঝাইতেছে না। "পূর্ব্বম্"=প্রথমে অর্থাৎ অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য হইতে তুলিয়া দিবার পূর্ব্বে। ২০৯

(পিতা জীবিত থাকিলে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃপুরুষগণকেই কেবল পিণ্ডদান করিবে। অথবা নিজের সেই জীবিত পিতাকে শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকে যে ভাবে ভোজন করান হয় সেইভাবেই শ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি ভোজন করাইবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে "পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে"। এখন প্রশ্ন এই যে, এই 'পিতৃপুরুষগণ' বলিতে কাহাদিগকে বুঝায়? পিতৃশব্দটীর অনেকগুলি অর্থ থাকিলেও প্রধানতঃ উহা জন্মদাতা পিতাকেই বুঝাইয়া থাকে। আবার, যাঁহারা আগে মারা গিয়াছেন তাদৃশ পিতা, পিতামহ প্রভৃতি এবং পরলোকগত অপরাপর আত্মীয়স্বজন—ইহাদের সকলকেই 'পিতৃ' শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়। এইজন্য "নমো বঃ পিতরঃ"=হে পিতৃগণ! আপনাদের নমস্কার, ইত্যাদি মন্ত্রসকলে বহুবচন রহিয়াছে; এবং এই 'নিগদ' নামক মন্ত্রসকল মৃত ব্যক্তি মাত্রকেই বুঝাইতে পারে। আর এই কারণেই যখন স্ত্রীলোকের শ্রাদ্ধ করা হয় তখন ঐ 'পিতৃ' শব্দটীর স্থানে 'মাতৃ' প্রভৃতি শব্দ উল্লেখরূপ ঊহ করা হয় না। তখন "নমস্তে মাতঃ, নমস্তে পিতামহি" ইত্যাদি বলা হয় না। আর এই কারণে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধস্থলে "পিতরঃ" এই বহুবচনের পরিবর্ত্তে 'পিতঃ' এই প্রকার এক বচন সংখ্যার ঊহ করা হয়। এই জন্য গৃহ্যসূত্রকার বলিয়াছেন "মন্ত্রগুলিকে একবচনান্ত করিয়া ঊহ করিবে"। সে স্থলে "নমো বঃ পিতরঃ" ইহার বদলে "নমস্তে পিতঃ" এই প্রকার ঊহ করিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজ ভ্রাতার

কিংবা পিতামহ প্রভৃতির একোদ্দিষ্ট করে তাহাকে মন্ত্রসকল এই ভাবে উহ করিতে হয়, যথা,—"নমস্তে ভ্রাতঃ, নমস্তে পিতামহ, নমস্তে পিতৃব্য" ইত্যাদি। পিতৃব্য প্রভৃতিরা যদি নিঃসন্তান হন তাহা হইলে ভ্রাতুষ্পুত্রের পক্ষে তাঁহাদের শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে যথা,—"যে ব্যক্তি যাহার ধন গ্রহণ করিবে তাহাকে তাহার পিণ্ডদান করিতে হইবে" ইত্যাদি। আবার দেবতাবিশেষ অর্থেও পিতৃশব্দটীর প্রয়োগ আছে; সে স্থলে ঐ পিতৃশব্দটী জন্ম-মরণশীল পদার্থকে বুঝায় না; কিন্তু চিরসত্য একটী অর্থকে বুঝায়। নিরুক্তকার যাস্ক এইজন্য দৈবত-কাণ্ডে বলিয়াছেন যে, পিতৃগণ মধ্যলোকবাসী; "রুদ্রাক্ষধারী দেবতারা পিতৃগণ"।

'পিতৃ' শব্দটী এইভাবে অনেকার্থক বলিয়া উহার কোন্ অর্থটী গ্রহণ করিতে হইবে তাহাই বলিয়া দিতেছেন,—। "ম্রিয়মাণে তু পিতরি"=পিতা জীবিত থাকিলে, "পূর্ব্বেষাম্"=তাহার পূর্ব্বপুরুষগণকে অর্থাৎ পিতামহ, প্রপিতামহ এবং তাঁহার পিতা ইহাদিগকে "নির্ব্বপেৎ"= পিণ্ড দিবে। তিনজনকেই পিণ্ডদান করিতে হইবে, কারণ, "পূর্ব্বেষাং" এখানে বহুবচনের প্রয়োগ রহিয়াছে। এই জন্য গৃহ্যসূত্রমধ্যে বলা হইয়াছে "যদি পিতা এবং পুত্র উভয়েই আহিতাগ্নি হয় তাহা হইলে পিতা যাহাদিগকে পিণ্ড দিবেন পুত্রেরও তাহাদিগকেই পিণ্ড দিতে হইবে।" আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, "পিণ্ড চতুর্থগামী হইবে না" এইরূপ ত বচন রহিয়াছে (তাহা হইলে পুত্র ঊর্দ্ধ্বতন চতুর্থ ব্যক্তিকে অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রপিতামহকে পিণ্ড দেয় কিরূপে)? (উত্তর)—তাহা ঠিক; কিন্তু এখানে ত চতুর্থ পিণ্ড দেওয়া হইতেছে না (যেহেতু ঊর্দ্ধ্বতন চতুর্থ পুরুষকে পিণ্ড দেওয়া নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু চারিটী পিণ্ড দেওয়াই নিষিদ্ধ)। এ সম্বন্ধে পক্ষান্তরে বলিয়া দিতেছেন "বিপ্রবদ্ বা" ;—। ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত এবং নিয়মযুক্ত ব্রাহ্মণগণকে যেমন নিমন্ত্রণপূর্ব্বক পূজা করা হয়, ভোজন করান হয়, ঠিক সেইভাবে যাহার পিতা জীবিত আছেন সে ব্যক্তি তাঁহাকে ভোজন করাইবে। "শ্রাদ্ধম্" ইহার অর্থ শ্রাদ্ধের জন্য যে অন্ন তাহা। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, যে হেতু তিনি পিতা অতএব তাঁহাকে শ্রাদ্ধে খাওয়াইতে হইবে, ইহাতে তিনি কি জাতি অথবা গুণাগুণ কিরূপ, এ সমস্ত বিবেচনা করা চলিবে না। এই জন্য প্রাচীনগণ এইরূপ বলিয়াছেন, "পিতার প্রীতির নিমিত্ত শ্রাদ্ধ করা হয়। মৃত পিতার প্রীতি সম্পাদন যদি কর্ত্তব্য হয় তাহা হইলে পিতা জীবিত থাকিলে কি এমন সঙ্কোচ যে তাঁহাকে ভোজন করান হইবে না"। এখানে 'স্বকম্' এটী অনুবাদস্বরূপ (ইহার কোন সার্থকতা নাই); কারণ 'পিতা' এটী সম্বন্ধিশব্দ (কাজেই নিজ ছাড়া তিনি পর নহেন)। এস্থলে পিতাকে ভোজন করানটাই বিধিবিহিত এবং সেটা তাঁহার (পিতার) পক্ষে হিতকর অর্থাৎ সেটা তাঁহার উপকারে আসে। কিন্তু পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কুশের উপরই পিণ্ডদান করিতে হয়; (কিন্তু জীবিত পিতার জন্যও যদি ইহা করা হয় তাহা হইলে) 'এতৎ তে' ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। (একটী পাত্রের উপরেই কাহাকেও খাইতে দিতে হয় বলিয়া) এই কুশগুলি যদি সেই পাত্রের স্থানাপন্ন হয় তাহা হইলে জীবিত পিতাকে যখন তাহার উপর পিণ্ডদান করা হইতেছে তখন দানের পর তাহাতে তাঁহার স্বত্বও জন্মিয়া গিয়াছে; আর তাহা হইলে 'সেই পিণ্ড হইতে অল্প পরিমাণ অংশ তুলিয়া লইয়া ব্রাহ্মণগণকে খাওয়াইবে' এই বিধি অনুসারে কার্য্য করা চলে না। কারণ যিনি জীবিত তাঁহার অধিকারাপন্ন বস্তু তাঁহার ইচ্ছা অনুসারেই ব্যবহার করা চলে। (কাজেই তিনি যদি ইচ্ছা না করেন তাহা হইলে তাঁহার অধিকারভুক্ত ঐ পিণ্ডের অত্যল্প অংশও কাহাকেও দেওয়া যায় না।) আবার পিণ্ডের উপর অঞ্জনাদি দান করিবার বিধি আছে। কিন্তু ঐ পিণ্ডটীতে তাহা করা চলে না, ইহাতে 'অর্দ্ধজরতীয়' নীতি উপস্থিত হইয়া পড়ে (একই পদার্থ কিয়দংশ মানিব কিয়দংশ মানিব না, এই প্রকার যে নীতি তাহাই অর্দ্ধজরতীয়ন্যায়—সুবিধাবাদ)। পিতার ঐ পিণ্ডে যে অঞ্জনাদি দেওয়া চলে না তাহার কারণ, যদি অঞ্জনাদি দ্বারা ঐ পিণ্ডটীর সংস্কার করা হয় তাহা হইলে তাহাতে পিতার কোনও ইষ্টসিদ্ধি হয় না। কাজেই ঐ অঞ্জনাদি দানকে অদৃষ্টার্থক বলিতে হয়। আবার ঐ পিণ্ডটী যদি অঞ্জনাদিলিপ্ত না হয় তাহা হইলেই তাহা নিজ পিতার কিংবা অন্য কাহারও ভোজনযোগ্য হইতে পারে। (কাজেই তাহাতে অঞ্জনাদি দেওয়া চলে না)। এইভাবে কোন স্থলে পিণ্ডে অঞ্জনাদি দেওয়া হইবে আবার স্থলবিশেষে সুবিধামত তাহা দেওয়া হইবে না, এরূপ করিলে সেই 'অর্দ্ধজরতীয়নীতি' আসিয়া পড়ে। এই সমস্ত কারণে বলিতে হয় যে, এপক্ষে অর্থাৎ জীবিত পিতাকে যখন বসাইয়া শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করান হয় সেপক্ষে কেবল পিতামহ এবং

প্রপিতামহ এই দুই জনেরই উদ্দেশে পিণ্ডদান কর্ত্তব্য (পিতার জন্য পিণ্ডদান কর্ত্তব্য নহে)। এস্থলে গৃহ্যসূত্রকারগণ বলেন যে, "যে ব্যক্তির পিতা জীবিত তাহার পক্ষে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ কিংবা শ্রাদ্ধ কোনটাই কর্ত্তব্য নহে"। কাজেই তাহার পক্ষে ঐ কর্ম্ম আরম্ভ করাই চলিবে না; আর যদিই বা আরম্ভ করে তাহা হইলে অগ্নৌকরণ হোম পর্য্যন্ত করিয়া সেইখানেই তাহা সমাপ্ত করিতে হইবে। ২১০

(যাহার পিতা মারা গেছেন অথচ পিতামহ জীবিত আছেন সে ব্যক্তি ঐ শ্রাদ্ধ করিবার সময় পিতার নাম উল্লেখ করিয়া পিণ্ডাদি দিয়া পরে প্রপিতামহকে পিণ্ডাদি দিবে।)

(মেঃ)—"পিতার নাম উল্লেখ করিয়া" ইহার দ্বারা পিতার আবাহন, পিণ্ডদান এবং ব্রাহ্মণ-ভোজন ইত্যাদি কর্ম্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। "কীর্ত্তয়েৎ প্রপিতামহম্"=প্রপিতামহের নাম উল্লেখ করিবে;—। জীবিত পিতামহকে পিণ্ডদান করিবে না। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পুরুষকে পিণ্ড দিবে। কারণ "পিতার পিতৃগণকে পিণ্ড দিবে" এই প্রকার স্মৃতি বচন রহিয়াছে। ২১১

(অথবা পিতামহ সেই শ্রাদ্ধে বসিয়া ভোজন করিবেন, ইহা মনু বলিয়াছেন। অথবা তাঁহার অনুমতি লইয়া নিজ ইচ্ছানুসারে পিণ্ডদান করিতে পারে।)

(মেঃ)—জীবিত পিতাকে যেমন শ্রাদ্ধে ভোজন করান হয় পিতামহকেও সেইরূপ ভোজন করাইবে। পিতামহের অনুমতি লইয়া স্বয়ংই কাজ করিবে অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে পিণ্ডদান করিবে। এরূপস্থলে পিতামহের ঊর্দ্ধতন দুই পুরুষকে পিণ্ডদান করিতে পারে অথবা কেবল একজনকেই (প্রপিতামহকেই) পিণ্ড দিতে পারে,—ইহাই এই শ্লোকটীর "কামং" এবং "স্বয়ং" এই দুইটী শব্দের তাৎপর্য্যার্থ। ২১২

(সেই ব্রাহ্মণগণের হস্তে 'পবিত্র' সমন্বিত অর্থাৎ কুশাগ্রযুক্ত তিল মিশ্রিত জল দিয়া সেই পিতৃপুরুষগণের নামোল্লেখ করত 'স্বধা অস্তু' এই বলিয়া সেই পিণ্ডের অগ্রভাগ হইতে কিছুটা তুলিয়া দিবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "পিণ্ডগুলি হইতে অত্যল্প অংশ তুলিয়া লইয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে খাইতে দিবে", তাহার কাল এবং দেশ সম্বন্ধে ইহা বিধি। পিণ্ডের অগ্রভাগ হইতে কিয়দংশ লইতে হইবে। ব্রাহ্মণের হস্তে কুশ এবং তিলমিশ্রিত জল দিয়া তাহার পর পিণ্ডের কিয়দংশ দিবে। "স্বধৈষামস্ত্বিতি ব্রুবন্",—। "এষাম্" এই সর্ব্বনামপদটীর দ্বারা পিতৃপুরুষগণের বিশেষ বিশেষ যে নাম আছে তাহা লক্ষ্য করা হইয়াছে। এস্থলে এইপ্রকার অন্বয় হইবে,—যাঁহাদের যাহা নাম তাহা উল্লেখ করিয়া তাহার পর 'স্বধা অস্তু' এইরূপ বলিবে। অতএব এখানে 'স্বধা' শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি দিয়া নাম উল্লেখ করিতে হইবে। যেমন "স্বধা দেবদত্তায় অস্তু, স্বধা যজ্ঞদত্তায় অস্তু" ইত্যাদি। এখানে এইভাবে যদি ব্যাখ্যা করা যায় তাহা হইলে আর অন্য শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হয় না। ২১৩

(অন্নের পাত্রটী দুই হাতে ধরিয়া পিতৃগণকে মনে মনে চিন্তা করত ধীরে ধীরে তাহা ব্রাহ্মণগণের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিবে।)

(মেঃ)—স্বয়ং দুই হস্তে "অন্নস্য বর্দ্ধিতং"=অন্নপূর্ণ পাত্রটী ধারণ করিয়া "বিপ্রান্তিকে"= পাকশালা হইতে আনিয়া যেখানে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান হইতেছে সেইখানে "উপনিক্ষিপেৎ"= ব্রাহ্মণগণের সমীপে স্থাপন করিবে। কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—'বর্দ্ধিত' ইহার অর্থ বর্ত্তুলাকার করা (ডেলা পাকান) অন্ন বুঝায়। তাহা ব্রাহ্মণগণের সমীপে পিতৃপুরুষগণকে ধ্যান করিতে করিতে—আপনার জন্য এই অন্ন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যেমন 'বিকির' নিক্ষেপ করা হয় সেইভাবে রাখিবে। এরূপ ব্যাখ্যাটী কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ, অগ্রে আচার্য্য স্বয়ং এইরূপ বলিবেন, "সমস্ত অন্ন আনিয়া পরিবেশন করিবে"। এই জন্য এখানে এই কথাই বলা হইতেছে যে, পরিবেশনের নিমিত্ত অন্য স্থান হইতে অন্নপূর্ণ পাত্রটী আনিয়া তাহা সেইখানে রাখিয়া দিবে। ২১৪

(দুই হাতের সংযোগ ছাড়িয়া দিয়া অর্থাৎ এক হাতে ধরিয়া যে অন্ন পরিবেশনের নিমিত্ত আনা হয় দুষ্টবুদ্ধি অসুরগণ তাহা নষ্ট করিয়া দেয়।)

(মেঃ)—দুই হাতে ধরিয়া অন্ন উপনয়ন করিবে,—পরিবেশন করিবে, এক হাতে নহে। পরিবেশনই উপনয়ন ('উপ'=নিকটে 'নয়ন'=লইয়া যাওয়া)। আর সে সম্বন্ধে আগে যাহা বলা হইল (দুই হাতে ধারণ করা) তাহা উহার ধর্ম্মরূপে বিহিত হইতেছে। এ শ্লোকটী তাহারই অর্থবাদ। উভয় হস্তের দ্বারা যাহা 'মুক্ত' অর্থাৎ বর্জ্জিত—অপরিগৃহীত (যাহা পরিগৃহীত নহে) সেইভাবে যে অন্ন পরিবেশনের জন্য লইয়া যাওয়া হয় তাহা অসুরগণ "বিপ্রলুম্পন্তি"=বিনষ্ট করিয়া দেয়। "সহসা"=বলপূর্ব্বক; "দুষ্টচেতসঃ"=পাপাত্মা, "অসুরাঃ"=দেবদ্বেষিগণ। "উভয়োঃ হস্তয়োঃ" এখানে অধিকরণে সপ্তমী হইয়াছে (ইহার অর্থ উভয় হস্তে), "মুক্তম্" ইহার অর্থ যাহা অবস্থিত নহে। নিষেধার্থক শব্দের সহিত অন্বয় থাকিলেও, বিধ্যর্থকস্থলে যেমন কারকবিভক্তি হয় সে স্থলেও সেইরূপই কারকবিভক্তি হইয়া থাকে; যেমন "গ্রামাৎ ন আগচ্ছতি"=গ্রাম থেকে আসিতেছে না, "আসনে ন উপবিশতি"=আসনে বসিতেছে না ইত্যাদি স্থলে নিষেধার্থক শব্দ থাকিলেও (অপাদান প্রভৃতির অভাব বুঝাইলেও) যথাক্রমে পঞ্চমী এবং সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে। (এখানেও সেইরূপ "মুক্তং" কথাটী থাকিলেও উহার অর্থ 'অবস্থিত' ইহা ধরিয়াই সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে)। ২১৫

(অন্নের গুণ অর্থাৎ উপকরণ, সূপ অর্থাৎ ডাল, শাক প্রভৃতি এবং দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু প্রভৃতিগুলি এক মনে যত্ন সহকারে ভূমির উপর সাজাইয়া রাখিবে।)

(মেঃ)—"গুণ" ইহার অর্থ ব্যঞ্জন; পরবর্ত্তী বিবরণটীতে এই ব্যঞ্জনেরই প্রকারভেদ দেখান হইয়াছে। সূপ, শাক প্রভৃতিগুলি (পাত্রে করিয়া) ভূমির উপরেই "বিন্যসেৎ"=সাজাইয়া রাখিবে, কিন্তু কাষ্ঠময় ফলকাদিতে উহা রাখিবে না। ২১৬

(নানাপ্রকার ভক্ষ্য, ভোজ্য এবং ফল ও মূল এবং উৎকৃষ্ট মাংস ও সুগন্ধি পানীয় দ্রব্য—এসবগুলিও পরিবেশন করিবে।)

(মেঃ)—ধানা—(যব ভাজা, খই, মুড়ী প্রভৃতি), পুলিপিঠা প্রভৃতি পদার্থগুলিকে বলে ভক্ষ্য; খর এবং বিশদ যে আহার্য্য তাহাকেই বলে ভক্ষ্য। 'ঘৃতপূর' প্রভৃতি দ্রব্য ভোজ্য। ২১৭

(একমনে ঐগুলি সব উপস্থাপিত করিয়া প্রত্যেকটী পদার্থের গুণ কি তাহা বর্ণনা করিতে করিতে সংযতভাবে ধীরে ধীরে পরিবেশন করিবে।)

(মেঃ)—"উপনীয়"=ব্রাহ্মণের নিকটে এই সমস্তগুলি উপঢৌকন করিয়া তাহার পর পরিবেশন করিবে। খাইবার জায়গায় লইবে। যদিও যিনি ভোজন করিতেছেন তাঁহাকে পরিবেশন করিতে গেলে তাঁহার খাইবার জায়গার কাছে লইয়া যাওয়া দরকার হয় তবুও সেগুলি তাঁহাদের খাইবার জায়গার কাছাকাছি এমনভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে তাঁহাদের উচ্ছিষ্টের সহিত উহা সংসৃষ্ট না হয়। "গুণান্ প্রচোদয়ন্"—গুণ বর্ণনা করিতে করিতে;—ঐ ভক্ষ্য এবং ভোজ্য পদার্থগুলির যাহার যেটী গুণ যেমন অম্লত্ব প্রভৃতি, সেই গুণগুলি প্রকাশ করিতে থাকিয়া—যেমন, এটী অম্ল, এটী মধুর, এটী খাণ্ডব (খণ্ডখাদ্য—খাঁড়) ইত্যাদি গুণ জানাইয়া দেওয়া হইলে তাঁহাদের যাহার যেটী ভাল লাগে তাহাকে সেটী দিবে। "শনকৈঃ"=ধীরে ধীরে—এটী অনুবাদস্বরূপ, ইহা শ্লোক পূরণ করিবার জন্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। ২১৮

(অন্ন পরিবেশনকালে কদাচ চোখের জল ফেলিবে না, ক্রোধ প্রকাশ করিবে না, মিথ্যা কথা বলিবে না, পা দিয়া অন্ন স্পর্শ করিবে না এবং তাহা হাতে তুলিয়া নাচাইবে না।)

(মেঃ)—"অস্র" ইহার অর্থ অশ্রু, রোদন;— তাহা "ন পাতয়েৎ"=করিবে না। সাধারণতঃ ইহাই ঘটে যে, প্রেত শ্রাদ্ধাদিস্থলে ইষ্টজন বিয়োগজনিত দুঃখ বোধ হওয়ায় চোখের জল পড়ে; তাহা নিষেধ করা হইতেছে। তবে যদি হঠাৎ আনন্দজনিত অশ্রুপাত ঘটে তাহা দোষাবহ হয় না। "ন জাতু"=কখনও অশ্রুবিমোচন করিবে না। "ন কুপ্যেৎ"=ক্রোধযুক্ত হইবে না। "নানৃতং বদেৎ" মিথ্যা কথা বলিবে না;— যদিও এই মিথ্যাকথন নিষেধটী পুরুষার্থ নিষেধরূপেই স্থলান্তরে উক্ত

হইয়াছে তথাপি এখানে ইহা কর্ম্মার্থ নিষেধও বটে। অন্ন উচ্ছিষ্টই হউক অথবা অনুচ্ছিষ্টই হউক তাহা পা দিয়া স্পর্শ করিবে না। আর এই অন্ন "ন অবধূনয়েৎ"=কাঁপাইবে না অর্থাৎ হাতে তুলিয়া নাচাইবে না। হস্তাদি দ্বারা উর্দ্ধে চালনা করিয়া আবার নিম্নে ফেলিবে না। কেহ কেহ ইহার এইরূপ অর্থ বলেন,—কাপড় চোপড় নাড়িয়া যেরূপ ধূলা ঝাড়া হয় সেরূপ কিছু অন্নের উপর করিবে না। ২১৯

(অন্নের নিকট যে চোখের জল পড়ে তাহাতে ঐ অন্ন পিতৃলোকের ভোগ্য হয় না কিন্তু তাহা প্রেতযোনির নিকট উপস্থিত হয়, ক্রোধ করিলে তাহাতে ঐ অন্ন শত্রুভোগ্য হয়, মিথ্যা বলিলে কুক্কুরভোগ্য হয়, পা দিয়া ছোঁয়া হইলে তাহা রাক্ষসেরা পায় আর অন্ন নাচাইলে তাহাতে উহা দুষ্কর্ম্মকারীদের কাছে গিয়া পড়ে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বশ্লোকে যে নিষেধ করা হইল ইহা তাহার অর্থবাদ। অশ্রুবিমোচন করা হইলে তাহা শ্রাদ্ধটীকে প্রেতগণের নিকট প্রেরিত করে, তাহা পিতৃগণের উপকারে আসে না। 'প্রেত' বলিতে এখানে ভূতযোনির ন্যায় যোনিবিশেষই বক্তব্য, কিন্তু অচিরমৃত অথচ সপিণ্ডীকরণ হয় নাই এমন যে 'প্রেত' তাহা এখানে বিবক্ষিত নহে। "রক্ষাংসি" ইহারাও ভূতপ্রেতের ন্যায় প্রাণিবিশেষ বুঝিতে হইবে। অরি=শত্রু,—ইহার অর্থ প্রসিদ্ধ। আর "দুষ্কৃতি" ইহার অর্থ যাহারা দুষ্কর্ম্ম করে সেই সমস্ত পাপীরা। ২২০

(ব্রাহ্মণগণের যাহা যাহা ভাল লাগে সেই সমস্ত দ্রব্য ব্যাজার-বিরক্ত না হইয়া তাঁহাদিগকে দিবে; আর 'ব্রহ্মোদ্য' আলোচনা করিবে; কারণ পিতৃগণ ইহা পছন্দ করেন।)

(মেঃ)—"যৎ যৎ"=যাহা যাহা অর্থাৎ অন্ন, ব্যঞ্জন এবং পানীয় দ্রব্য যেটী তাঁহারা অভিলাষ করেন "তৎ তৎ"=সেই সমস্ত বস্তু "অমৎসরঃ"=লুব্ধ না হইয়া (নিজের কোন লোভ তাহাতে যেন না থাকে), "দদ্যাৎ"=দিবে। 'মৎসর' ইহা লোভের নাম। "রোচেৎ"=প্রীতি উৎপাদন করে (ভাল লাগে),—। "ব্রহ্মোদ্যাঃ কথাঃ"=ব্রহ্মমধ্যে অর্থাৎ বেদমধ্যে যে সমস্ত কথা (আখ্যান) কথিত আছে, যেমন দেবাসুরযুদ্ধ, বৃত্রবধ, সরমাকৃত্য ইত্যাদি। অথবা "কঃ স্বিদেকাকী চরতি" ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরসূচক বেদভাগ; তাহার আলোচনা করিবে। এস্থলে "ব্রহ্মাদ্যাশ্চ কথাঃ" এইরূপ পাঠান্তরও আছে; ইহার অর্থ প্রধানতঃ ব্রহ্মবিষয়ক মন্ত্রার্থ নিরূপণাত্মক 'কথা' অর্থাৎ আলোচনা; ইহাতে লৌকিক শব্দ প্রয়োগ করা চলিবে। "পিতৄণাম্ এতদীপ্সিতম্"=ইহা পিতৃপুরুষগণের ঈপ্সিত—অভিলষিত অর্থাৎ ইহা তাঁহারা পছন্দ করেন; এটী অর্থবাদস্বরূপ। ২২১

(পিতৃপক্ষের দিকে বেদ পড়িয়া শুনাইবে; ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, আখ্যান, ইতিহাস এবং পুরাণ ও খিলাংশ অর্থাৎ শাস্ত্রগ্রন্থের পরিশিষ্টাংশও পড়িয়া শুনাইবে।)

(মেঃ)—'স্বাধ্যায়' ইহার অর্থ বেদ। 'ধর্ম্মশাস্ত্র' যেমন মনুপ্রভৃতির গ্রন্থ। 'আখ্যান'—বহ্বৃচ বেদমধ্যে সৌপর্ণ আখ্যান, মৈত্রাবরুণ আখ্যান প্রভৃতি। 'ইতিহাস' যেমন মহাভারত প্রভৃতি। 'পুরাণ'—যাহাতে সৃষ্টি প্রলয় প্রভৃতির বর্ণনা আছে ব্যাসাদি প্রণীত সেই সমস্ত গ্রন্থ। 'খিল'—যেমন 'শ্রীসূক্ত', 'মহানাম্নিক' প্রভৃতি (এগুলি ঋগ্বেদের পরিশিষ্ট স্বরূপ)। এই সব পাঠ করিতে হয়। ২২২

(স্বয়ং সন্তুষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণগণের হর্ষ উৎপাদন করিবে; তাঁহাদিগকে ধীরে ধীরে খাওয়াইবে; তাঁহাদিগকে বার বার অন্ন ব্যঞ্জনাদির নাম ধরিয়া তাহা লইবার কথা জিজ্ঞাসা করিবে।)

(মেঃ)—"তুষ্টঃ"=স্বয়ং সন্তুষ্ট থাকিয়া,—। দুঃখ জন্মিবার কারণ থাকিলেও দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কিংবা অন্য কোন প্রকারে নিজের দুঃখ প্রকাশ করিবে না, কিন্তু হৃষ্টের ন্যায় থাকিবে। "ব্রাহ্মণান্ হর্ষয়েৎ"=পরপ্রযুক্ত সঙ্গীতাদি দ্বারা কিংবা প্রসঙ্গতঃ আগত অবিরুদ্ধ পরিহাস দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে হর্ষযুক্ত করিয়া তুলিবে। এ সময়ে যদি বহুক্ষণ বেদ পাঠ করা হয় তাহা হইলে তাহাতে উহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত বিরক্ত হইতে পারেন। তখন উহা বন্ধ করিয়া দিয়া ছোট ছোট আখ্যান পাঠ করিয়া কিংবা সঙ্গীতাদি দ্বারা তাঁহাদিগের হর্ষ উৎপাদন করিবে। "শনৈ-র্ভোজয়েৎ"=ধীরে ধীরে খাওয়াইবে,—। আরও কয়েক গ্রাস অন্ন গ্রহণ করুন, এ দ্রব্যটী ভাল,

খাওয়া ভাল ইত্যাদি প্রকার প্রিয়বাক্য ব্যবহার করিয়া ভোজন করাইবে; "শনৈঃ"=ধীরে ধীরে—কোন রকম তাড়াহুড়া করিবে না, অথবা সেরূপ বলিবে না। "অন্নাদ্যেন"=পায়স প্রভৃতি দ্বারা; "গুণৈশ্চ"=ব্যঞ্জনের দ্বারা,—ভোজন পাত্রে দিবার জন্য হাতে করিয়া লওয়া হইয়াছে যে ব্যঞ্জন তাহা সরস এবং সুরস এইরূপ বলিয়া তাহা খাইবার জন্য উৎসাহিত করিবে। 'এই পুলি-পিঠাগুলি খাইতে সুস্বাদু, এই ক্ষীরিণী দ্রব্যটী বড়ই সুরস' এইভাবে পাত্রমধ্যস্থিত দ্রব্যগুলির গুণ প্রকাশ করিতে থাকিয়া দিবার জন্য তাহা হাতে তুলিয়া ধরিয়া তাঁহাদের সম্মুখে থাকিয়া বার বার এইরূপ বলিবে। ইহাই "পরিচোদয়েৎ" এই কথাটী দ্বারা যে পরিচোদনা করিতে বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্যার্থ। ২২৩

(দৌহিত্র ব্রতস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মচারী হইলেও যত্নসহকারে তাহাকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে। তাহাকে কম্বলের আসন বসিতে দিবে। ভূমির উপর তিল ছড়াইয়া দিবে।)

(মেঃ)—শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ভোজনের যে অনুকল্প আছে সে পক্ষে দৌহিত্রকে যত্নসহকারে খাওয়াইতে বলা হইতেছে। 'কুতপ' অর্থ ছাগলোমসঞ্জাত সূত্রের দ্বারা নির্ম্মিত কম্বলসদৃশ বস্ত্র। উত্তরদেশে ইহা 'কম্বল' নামে পরিচিত। সেই 'কুতপ' দ্রব্য আসনরূপে দিবে। ইহা যে কেবল দৌহিত্রকেই দিবার বিধান তাহা নহে কিন্তু অন্য স্থলেও দিবে। কারণ আচার্য্য স্বয়ং অগ্রে বলিয়া দিবেন যে "তিনটী দ্রব্য শ্রাদ্ধে পবিত্র—প্রশস্ত", এই প্রকার শ্রাদ্ধে সাধারণভাবেই উহার বিধান বলা হইয়াছে। আর ভূমির উপরে তিল ছড়াইয়া দিবে। ২২৪

(তিনটী পদার্থ শ্রাদ্ধে পবিত্রতা সম্পাদন করে,—দৌহিত্র, 'কুতপ' এবং তিল। এইরূপ, শুচিতা, ক্রোধশূন্যতা এবং ত্বরা না করা—এই তিনটীও শ্রাদ্ধে প্রশংসিত হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—"পবিত্রাণি" ইহার অর্থ পবিত্রতা সম্পাদনকারী—সাধুত্বসম্পাদক। এই শ্লোকটীর প্রথমার্দ্ধ অনুবাদস্বরূপ, আর দ্বিতীয়ার্দ্ধটী বিধিবোধক। 'শৌচ' ইহার অর্থ অশুচিসংসর্গ পরিহার করা। অথবা, যদি অসাবধানতাবশতঃ অশুচিতা ঘটে তাহা হইলে মৃত্তিকা, বারি প্রভৃতি দ্বারা শাস্ত্র নির্দ্দেশমত যে শুদ্ধি তাহাই 'শৌচ'। 'অত্বরা'—শান্তভাবে (ধীরে ধীরে) ভোজনাদির অনুষ্ঠান সম্পাদন। ২২৫

(সমস্ত অন্ন অতি উষ্ণ থাকিবে; তাঁহারা কথা না কহিয়া তাহা ভোজন করিবেন। পরিবেশনকারী জিজ্ঞাসা করিলেও ব্রাহ্মণগণ ঐ খাদ্যদ্রব্যের কোন গুণাগুণ প্রকাশ করিবেন না।)

(মেঃ)—"অত্যুষ্ণ" ইহার অর্থ উষ্ণ; যাহা উষ্ণকে অতিগত (প্রাপ্ত) হইয়াছে। 'প্রপর্ণ' শব্দটী যেমন 'প্রপতিতপর্ণ' রূপ অর্থ বুঝায় (প্রপতিত হইয়াছে পর্ণ অর্থাৎ পত্র যাহা হইতে তাহা 'প্রপর্ণ' অথবা 'প্রপতিতপর্ণ'); এই 'অত্যুষ্ণ' শব্দটীও সেইরূপ। "সর্ব্বং" ইহার অর্থ অন্ন এবং ব্যঞ্জনাদি উপকরণ। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, যে দ্রব্য উষ্ণ ভোজন করা উচিত তাহারই পক্ষে এই উষ্ণতা বিধান করা হইতেছে, কিন্তু দধিমিশ্রিত অন্ন প্রভৃতির উষ্ণতা বিহিত নহে, কারণ উহা উষ্ণভোজন করা প্রীতিকর নহে, অধিকন্তু উহাতে ব্যাধি জন্মে। আর তাহা হইলে "ব্রাহ্মণগণ যাহাতে ভোজন করিয়া হৃষ্ট হন সেইরূপ করিবে" এই যে বিধি বলা হইয়াছিল তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। উষ্ণ অন্ন ভোজন করিবার বিধি থাকায় বুঝা যাইতেছে যে সমস্ত অন্ন একবারে ভোজনপাত্রে দিবে না, কারণ সেরূপ করিলে যাঁহারা পরিমাণে বেশী ভোজন করেন তাঁহাদের অন্ন শীতল হইয়া যাইবে। এইজন্য খাওয়া হইলে আবার দিবে। ইহাতে এরূপ বলা সঙ্গত হইবে না যে অবশিষ্ট অন্ন উচ্ছিষ্ট বলিয়া তাহা ভোজনকারীদের দেওয়া উচিত নহে। কারণ ভোজনবিধি ঐরূপই বটে (যে, যাহা ভুক্তাবশিষ্ট থাকে তাহা উচ্ছিষ্ট হয়), কিন্তু যিনি ভোজন করান (পরিবেশন করেন) তাঁহার পক্ষে যতক্ষণ না ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি হয় ততক্ষণ পরিবেশন করাটা একটী ক্রিয়ারই অন্তর্গত। আবার এখানে অন্নাদি যে পরিগ্রহস্বরূপ তাহাও নহে। এই জন্যই ভোজনে যে অন্নাদি পরিবেশন করা হয় তাহাতে প্রতিগ্রহকালীন পাঠ্য মন্ত্রও বলিতে হয় না। "বাগ্যতাঃ"='যত' অর্থাৎ সংযত করা হইয়াছে বাক্ যাহাদের দ্বারা। এখানে 'যত' শব্দটীর যে পরনিপাত হইয়াছে উহা ছান্দস। অথবা 'বাগ্দ্বারা যত'=বাগ্যত; এ পক্ষে "সাধনং কৃতা" এই নিয়ম অনুসারে সমাস হইয়াছে।

আর তাহা হইলে 'যত' এস্থলে কর্তৃবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় হয়। বাক্যের নিয়মন (সংযম) হইতেছে বাক্যের ব্যাপার নিষিদ্ধ। আবার শব্দ উচ্চারণ করাই হইতেছে বাক্যের ব্যাপার; সুতরাং তাহা নিষেধ করা হইতেছে। অতএব এখানে এইপ্রকার বিধান করা হইতেছে যে পরিস্ফুটই হউক আর অপরিস্ফুটই হউক কোনরূপ শব্দ উচ্চারণ করা উচিত নহে। ঐ হবির্দ্রব্যের (খাদ্যদ্রব্যের) গুণও বলিবে না। "ইষ্ট সাধু ব্যক্তিগণ ভোজন করিতে করিতে দাতাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিবেন না" এইরূপ স্মৃতিও আছে। আচ্ছা, "ন ব্রূয়ুঃ" এই নিষেধটী না বলিলেও ত চলিত; কারণ বাক্ ব্যাপার নিবৃত্ত করিয়া ভোজন করিবার বিধান থাকায় খাদ্যের গুণাগুণ বর্ণনা করা ত সম্ভব নহে? (উত্তর)—তাহা ঠিক; ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইতেছে যে আকার-ইঙ্গিতেও তাহা প্রকাশ করিবে না। কারণ, "ব্রূয়ুঃ" এখানে 'ব্রূ' ধাতুর অর্থ 'প্রতিপাদন করা'। সুতরাং "ব্রূয়ুঃ" ইহার অর্থ যে কেবল শব্দ উচ্চারণ করা তাহা নহে। ২২৬

(অন্নের মধ্যে যতক্ষণ উষ্ণতা থাকে, ব্রাহ্মণগণ যতক্ষণ কথা বন্ধ করিয়া খাইতে থাকেন এবং যতক্ষণ না খাদ্যদ্রব্যের গুণ প্রকাশ করা হয় ততক্ষণ পিতৃগণ ভোজন করেন।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে বিধি বলা হইয়াছে ইহা তাহারই অর্থবাদ। 'উষ্মা' ইহার অর্থ উষ্ণতা। ২২৭

(মাথায় পাগ্ড়ি জড়াইয়া যে ভোজন করা হয়, দক্ষিণমুখ হইয়া যে ভোজন করা হয়, এবং জুতা পরিয়া যে ভোজন করা হয় তাহা রাক্ষসেরা খাইয়া লয়।)

(মেঃ) -'বেষ্টিত' ইহার অর্থ পাগ্ড়ী প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টন করিয়া। উত্তরদেশের লোকেরা এইরূপ করে--মাথায় কাপড় জড়াইয়া রাখে। কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, মস্তকে যদি চূড়ার ন্যায় কেশ থাকে তাহা দ্বারাও 'বেষ্টতশিরাঃ' হয়। এরূপ বলিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। কারণ সেরূপ স্থলে কেশগুলিই বেষ্টিত হইয়া থাকে কিন্তু মস্তক বেষ্টিত হয় না। আর কেশগুলিই মস্তক নহে; যেহেতু কেশ হইতেছে মস্তকে অবস্থিত। তবে এস্থলে সূত্র প্রভৃতির নিষেধ নাই অর্থাৎ সূত্রাদি দ্বারা যদি শিরোবেষ্টন করা হয় তাহা হইলে উহা নিষিদ্ধ নহে; কারণ তাদৃশস্থলে উহাকে বেষ্টন (পাগ্ড়ী) করা বলা হয় না; ইহা লোকব্যবহার নহে। শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণের পক্ষে দক্ষিণমুখে ভোজন করাটা দোষের, এইরূপ যখন নির্দ্দেশ রহিয়াছে তখন শ্রাদ্ধের স্থানটী অল্পপরিসর হইলে দক্ষিণ দিক্ ছাড়া অন্য দিকে মুখ করিয়া ভোজন করা যায়, ইহা অনুমোদন করা হইতেছে। কারণ, উত্তরদিকে মুখ ফিরাইয়া ভোজন করিবার যখন বিধি তখন দক্ষিণমুখ হইবার প্রসঙ্গই নাই। (কিন্তু অল্পপরিসর প্রদেশে স্থানাভাবে দক্ষিণমুখ হইয়া বসা সম্ভব; এই জন্য তাহার নিষেধ করা হইতেছে)। "উপানহৌ" অর্থ চামড়ার চটিজুতা। কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ চামড়ার জুতা (বুটজুতা)। "রাক্ষসেরা ভোজন করে" কিন্তু পিতৃপুরুষগণ তাহা ভোজন করেন না, এইভাবে উহার নিন্দা করা হইল। ২২৮

(ব্রাহ্মণগণ যখন ভোজন করিতে থাকিবেন তখন চণ্ডাল, শূকর, মোরগ, কুকুর, রজস্বলা নারী এবং ক্লীব—ইহারা যেন তাঁহাদের দেখে না।)

(মেঃ)—'বরাহ' অর্থ শূকর অর্থাৎ গ্রাম্য শূকর। যদিও এখানে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, চণ্ডালাদিরা দূর হইতে নিজেদের উপস্থিতি দ্বারাও যেন না দেখে তথাপি শিষ্টগণ বলেন যে সেই ভোজনের স্থানে উহারা যেন সন্নিহিত না হয় (দূরে থাকিলে দোষ নাই)। এইজন্যই ইহারই অর্থবাদরূপে অন্য একটী ক্রিয়া বলা হইয়াছে যে "শূকর কোন বস্তুর ঘ্রাণ লইলে তাহা নষ্ট হয়"। আবার ইহাও সম্ভব নহে যে, কেহ কোন বস্তু দেখিবে না অথচ তাহার ঘ্রাণ লইবে। তবে উহারা যদি কর্ম্মস্থলের সন্নিহিত হয় তাহা হইলে এইরূপ করা উহাদের স্বভাব, তাহারই ইহা অনুবাদরূপে বলা হইতেছে। শূকর যে-কোন বস্তু শুঁকিয়া থাকে। মোরগ পাখার ঝাপটা দিয়া ধূলা লাগাইয়া দেয়। এই সমস্ত কারণে পরিশ্রিত (আবৃত) স্থানে ভোজন করিতে দিবে, এইপ্রকার বিধি বলা হইল। ইহার প্রয়োজন এই যে, ঐ সকল দোষের সম্ভাবনা না থাকিলে অপরিশ্রিত (অনাবৃত) স্থানেও ভোজন করিতে দেওয়া যায়। 'ষণ্ড' অর্থ নপুংসক অর্থাৎ ক্লীব। ২২৯

(হোমে, দানকালে, ব্রাহ্মণভোজনের সময়ে, যাগীয় হবির্দ্রব্যে কিংবা শ্রাদ্ধকর্ম্মে ইহারা যাহা দেখে তাহা বিপরীত স্থানে যাইয়া পড়ে।)

(মেঃ)—"হোমে" ইহার অর্থ অগ্নিহোত্রাদিহোমে কিংবা শান্তিহোমে। "প্রদানে"=অভ্যুদয়ের জন্য যে গো, সুবর্ণ প্রভৃতি দান করা হয়, সেরূপস্থলে। "ভোজ্যে" ইহার অর্থ ব্রাহ্মণভোজন-কালে—যেখানে ধর্ম্মের জন্য ব্রাহ্মণভোজন করান হয়। "দৈবে হবিষি"=দর্শপূর্ণমাসাদিযাগীয় হবির্দ্রব্যে। "পিত্র্যে"=শ্রাদ্ধে অনুষ্ঠীয়মান যে কর্ম্ম উহাদের দৃষ্টিগোচর হয়; "তদ্ গচ্ছত্যযথা-তথম্";—যাহার জন্য সেই শ্রাদ্ধ করা হয় তাহার বিপরীত হইয়া যায়। যদিও ইহা শ্রাদ্ধের প্রকরণ তথাপি বচনবলে এই নিষেধটী শ্রাদ্ধ ছাড়া হোমাদি অন্যান্য স্থলেও প্রযোজ্য। ২৩০

(শূকর কোন বস্তু শুঁকিলে তাহা নষ্ট অর্থাৎ দূষিত বা অপবিত্র হইয়া যায়। মোরগ নিজ ডানা বা পাখনার বাতাসের দ্বারা বস্তুকে দূষিত করিয়া দেয়। কুকুর কোন বস্তুর উপর দৃষ্টিপাত করিলে তাহা অপবিত্র হইয়া যায় এবং চণ্ডালের স্পর্শে যজ্ঞীয় দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়।)

(মেঃ)—মোরগ ডানার বাতাস দিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। ইহার ব্যাখ্যা আগেই বলা হইয়াছে। যেরকম জায়গায় থাকিলে ইহারা দেখিতে পায় সেখান থেকে ইহাদিগকে সরাইয়া দেওয়া উচিত। চণ্ডাল স্পর্শ প্রভৃতিগুলি এখানে আলোচ্য শ্রাদ্ধ কর্ম্মসম্বন্ধেই প্রয়োজ্য, কিন্তু সাধারণভাবে স্পর্শাদি ক্রিয়ার স্বরূপকে বুঝাইতেছে না। কাজেই একথা বলা সঙ্গত হইবে না যে, চণ্ডালাদির স্পর্শ যখন সাধারণভাবেই নিষিদ্ধ তখন আলোচ্য স্থলে তাহার প্রাপ্তিই নাই। সুতরাং তাহা নিষেধ করা অনর্থক। অতএব এখানে 'অবর-বর্ণজ' ইহার অর্থ 'শূদ্র'। আর শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধ স্পর্শ করাই নিষিদ্ধ কিন্তু সে নিজে যে শ্রাদ্ধ করে তাহা স্পর্শ করা নিষিদ্ধ নহে। বস্তুতঃ এখানে ঐ স্পর্শাদি ক্রিয়ার অর্থ স্বরূপতঃ (চণ্ডালেরই স্পর্শ এইরূপ) বিবক্ষিত হইলেও এখানে যে অন্নপানাদি স্পর্শে দোষ হয় বলা হইতেছে তাহা নহে (যে হেতু তাহা ত দূষণীয় বটেই) কিন্তু নদীতীর প্রভৃতি যে অনাবৃত স্থান শ্রাদ্ধ করিবার জন্য আশ্রয় করা হইয়াছে সেই জায়গাটীতে চণ্ডালস্পর্শাদি নিষিদ্ধ। কারণ ঐ প্রকার স্থান যে বায়ু এবং সূর্য্যকিরণ প্রভৃতি দ্বারা শুদ্ধ হয় তাহা বলা হইয়াছে। অতএব এতাদৃশস্থলে চণ্ডালস্পর্শ প্রভৃতির সম্ভাবনা আছে বলিয়া তাহা নিষেধ করা যুক্তিযুক্ত। ২৩১

(কাণা, খোঁড়া, হীনাঙ্গ কিংবা অতিরিক্তাঙ্গ কোন লোক শ্রাদ্ধকারীর ভৃত্য বা বেতনভোগী হইলেও তাহাকে শ্রাদ্ধস্থল হইতে সরাইয়া দিবে।)

(মেঃ)—'প্রেষ্য' ইহার অর্থ বেতনভোগী। "প্রেষ্যোঽপি" এখানে 'অপি' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, শ্রাদ্ধকারীর কোন আত্মীয় ব্যক্তিও যদি ঐ রকম হয় তাহা হইলে তাহাকেও শ্রাদ্ধস্থল হইতে সরাইয়া দিবে। 'খঞ্জ' ইহার অর্থ যে গমন করিতে অপটু; জঙ্গমাদি নহে। হীনাঙ্গ—যেমন, যাহার হাতের বা পায়ের একটী আঙ্গুল নাই ইত্যাদি; অতিরিক্তগাত্র—যেমন, যাহার এক হাতে ছয়টী আঙ্গুল আছে। এইরূপ, ষণ্ড, কুণি, খণ্ডীক, শ্লীপদী প্রভৃতি। ২৩২

(যদি কোন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ভোজনলাভের জন্য আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে পূর্ব্ব-নিমন্ত্রিত শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া তাঁহাকেও যথাশক্তি পূজা করিবে।)

(মেঃ)—অতিথিরূপে উপস্থিত "ব্রাহ্মণং ভিক্ষুকং"=ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণকেও সেই শ্রাদ্ধে ভোজনে প্রবৃত্ত শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া যথাশক্তি পূজা করিবে—তাঁহাকে খাইতে দিয়া কিংবা ভিক্ষা দিয়া সঙ্গতভাবে সমাদর করিবে; কারণ সেদিনের সেই যে অন্ন পাক করা হইয়াছে তাহা অতিথির জন্যই করা হইয়াছে। ২৩৩

(ব্রাহ্মণগণ যেখানে ভোজন করিয়াছেন তাহারই সম্মুখের ভূমি জল দিয়া ভিজাইয়া সকল প্রকার অন্নব্যঞ্জনাদি একসঙ্গে লইয়া সেই ভূমির উপর ছড়াইয়া দিবে।)

(মেঃ)—"সার্ব্ববর্ণিকং"=সকল বর্ণের; এখানে 'বর্ণ' শব্দটীর অর্থ প্রকার। সকল প্রকার ব্যঞ্জনযুক্ত অন্ন "সমনীয়"=একসঙ্গে করিয়া, "বারিণা আপ্লাব্য"=জল দিয়া প্লাবিত করিয়া,

"ভুক্তবতাং"=ব্রাহ্মণগণ তৃপ্ত হইয়াছি এই প্রকার বচন বলিলে "অগ্রতঃ"=সম্মুখে, "সমুৎসৃজেৎ"= নিক্ষেপ করিবে (ঢালিয়া দিবে); এক জায়গায় নয়—কিন্তু "বিকিরন্"=ছড়াইয়া দিয়া, "ভুবি"= ভূমির উপর দিবে, কিন্তু কোন পাত্রের উপর দিবে না। আবার কেবল ভূমির উপরই দিবে যে তাহা নহে কিন্তু অগ্রে বলিয়া দিবেন যে "এই বিকিরদান কুশের উপর কর্ত্তব্য"। শঙ্খ বলিয়াছেন "বিকিরদান একবার অথবা তিনবার কর্ত্তব্য"। ২৩৪

(যাহারা অগ্নিসংস্কারের যোগ্য না হইয়া মারা গিয়াছে, যাহারা গুরু প্রভৃতি ত্যাগ অথবা নির্দ্দোষ কুলনারীকে ত্যাগ করিয়াছে কুশের উপর যে ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্ট অন্ন ত্যাগ করা হয় এবং এই যে 'বিকির' দান করা হয় ইহা তাহাদের ভোগ্য অংশ হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—'অসংস্কৃত' বলিতে যাহাদের তিন বৎসর বয়স হয় নাই, তাহাদের অগ্নিসংস্কার (দাহ) করিতে নাই; "প্রমীতানাং"=সেই অবস্থায় যাহারা মারা গিয়াছে। পাত্রস্থ যে উচ্ছিষ্ট অন্ন এবং কুশের উপর এই যে 'বিকির' (অগ্নিদগ্ধার পিণ্ড) দেওয়া হয় ইহা তাহাদের ভাগধেয়; যাহা 'ভাগ' অর্থাৎ অংশ তাহাকেই ভাগধেয় বলে। কারণ তাহাদের যে শ্রাদ্ধরূপ উপকারটী নাই, এরূপ নহে। "ত্যাগিনাং"=যাহারা গুরু প্রভৃতি ত্যাগ করিয়াছে। অথবা "কুলযোষিতাং ত্যাগিনাং"=যাহারা নির্দ্দোষ কুলনারীদের ত্যাগ করিয়াছে। তবে এই শাস্ত্রের মতানুসারে অনূঢ়া কন্যাদের কুলযোষিৎ বলা হয়, এইভাবে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন। এই কারণে তাহাদিগকে ঐ উচ্ছিষ্ট অন্ন দিতে হয়। ইহাতে এরূপ আপত্তি করা সঙ্গত হইবে না যে, উচ্ছিষ্ট দ্রব্য যখন অপবিত্র তখন তাহা কিরূপে মৃত ব্যক্তিগণের অংশরূপে প্রদত্ত হইতে পারে? কারণ, বচন বলে উহাদের অপবিত্রতা নাই, যেমন 'সোমের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র নহে। (অর্থাৎ শাস্ত্রবচন আছে বলিয়া যেমন একই হুতাবশিষ্ট সোমরস একই পাত্রে সকল ঋত্বিগ্‌গণ ভক্ষণ করিতে পারেন, তাহা যে উচ্ছিষ্ট দোষযুক্ত সুতরাং অপবিত্র এরূপ নহে, এস্থলেও সেইরূপ)। ২৩৫

(ভূমির উপর যে উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্রাহ্মণগণের ভোজনকালে পতিত হয় তাহা সরলস্বভাব আলস্য-শূন্য দাসগণের ঐ শ্রাদ্ধে প্রাপ্য।)

(মেঃ)—ব্রাহ্মণগণের ভোজন পাত্রস্থিত উচ্ছিষ্ট অন্ন কিভাবে কাজে লাগাইতে হয় তাহা আগে বলা হইয়াছে; আর এখন এই শ্লোকে বলা হইতেছে যে ভূমিতে পতিত উচ্ছিষ্ট অন্ন দাসবর্গের প্রাপ্য। "অজিহ্ম"=যে কুটিল স্বভাব নহে; "অশঠ" অর্থ অনলস। তাদৃশ ভৃত্যবর্গের উহা প্রাপ্য অংশ। এই কারণে প্রচুর পরিমাণে অন্ন ব্রাহ্মণগণকে দিবে যাহাতে খাইবার সময় কিছু অন্ন ভূমির উপর পড়িয়া যায়। ২৩৬

(মৃত ত্রৈবর্ণিকের সপিণ্ডীকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধে দৈবপক্ষ শূন্যভাবে ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে হয় এবং একটী মাত্র পিণ্ডদান করিতে হয় অর্থাৎ উহাতে দৈবপক্ষ নাই, কেবল প্রেতপক্ষ এবং একজন ব্রাহ্মণ ভোজন ও একটী মাত্র পিণ্ডদান বিহিত।)

(মেঃ)—মৃত দ্বিজাতির পক্ষে যতদিন না সপিণ্ডীকরণ কর্ম্ম হয়;—। অচিরমৃত ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। তাঁহার পিণ্ডদান ঊর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষ দুই-জনের সহিত কর্ত্তব্য নহে। তবে কিভাবে উহা করিতে হইবে? (উত্তর—)—"পিণ্ডমেকং চ নির্ব্বপেৎ"=একটী পিণ্ডই দিবে। এখানে 'চ' শব্দটী 'এব' শব্দের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহার অর্থ—কেবলমাত্র সেই প্রেত ব্যক্তিকেই একটী পিণ্ড দিবে। আর কেবল তাহারই উদ্দেশে একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। অন্য স্মৃতি মধ্যে এই প্রেত-শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বিশেষ প্রকার অনুষ্ঠান উপদিষ্ট হইয়াছে; যথা,—"এই প্রেতশ্রাদ্ধে আবাহন এবং 'অগ্নৌকরণ' থাকিবে না। 'অগ্নৌকরণ' বলিতে এখানে 'অগ্নৌ করিষ্যে' এই অনুমতি প্রার্থনাবাক্যটী মাত্র নিষিদ্ধ, কিন্তু উহার হোমটী নিষিদ্ধ নহে। এই জন্য গৃহ্যসূত্র মধ্যে প্রেতশ্রাদ্ধের বিষয় বলিতে থাকিয়া হোম করিবার কথাও বলা হইয়াছে। যে সময়ে ঐ প্রেতশ্রাদ্ধ কর্ম্মটী করিতে হয় এবং যতদিন উহা করিতে হয় তাহা অন্য স্মৃতি মধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে; যথা,—। "একাদশ দিবসে আদ্য-শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য"। "এক বৎসর যাবৎ প্রতি মাসে মৃত তিথিতেও উহা কর্ত্তব্য এবং প্রত্যেক সম্বৎসরেও ঐ শ্রাদ্ধ মাসিক শ্রাদ্ধের ন্যায় কর্ত্তব্য"। এই জন্য কঠশাখায় এইরূপ আম্নাত হইয়াছে "এইভাবে সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ করণীয়"। উক্ত বচনে যে "একাদশ দিবসে" এইরূপ

বলা হইয়াছে উহা দ্বারা অশৌচ নিবৃত্তিকাল উপলক্ষিত হইয়াছে অর্থাৎ যে দিন অশৌচ নিবৃত্ত হইবে তাহার পরদিবসে উহা কর্ত্তব্য। কারণ শ্রুতি মধ্যে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে যে, "শুচি হইয়া পিতৃগণকে পিণ্ডদান করিবে"। গৃহ্যস্মৃতি মধ্যে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে যে, সম্বৎসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণ করিতে হয়। এই শ্লোকে এই যে শ্রাদ্ধের কথা বলা হইয়াছে ইহা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ; আর ঐ যে পিণ্ডদান উহাও ইহার অঙ্গ। তবে শ্রৌতসূত্র মধ্যে যে বলা হইয়াছে "পিতৃগণকে পিণ্ডদান করিবে, এইরূপ বচন রহিয়াছে বলিয়া পিতার পিতামহ এবং প্রপিতামহকেও এই সঙ্গে পিণ্ডদান করিবে" ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে; কারণ সপিণ্ডীকরণ করা না হইলে এস্থলে প্রেতের সহিত তাঁহাদের পিণ্ডদান করা যুক্তিযুক্ত নহে। বিশেষতঃ শ্রৌতসূত্র হইতেছে স্মৃতিস্বরূপ; উহা দ্বারা শ্রুতির অর্থকে অন্যথা করা যায় না। ২৩৭

(এই মৃত ব্যক্তিটীর সপিণ্ডীকরণ যথাবিধি করা হইলে পুত্রগণ ঐ পূর্ব্বোক্ত পরিপাটী অনুসারেই তাহার পিণ্ডদান করিবে।)

(মেঃ)—যখন কিন্তু সপিণ্ডীকরণ করা হইয়া যাইবে তখন "অনয়া এব আবৃতা"=এই পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধের পরিপাটী অনুসারেই তিন পুরুষকে পিণ্ডদান করিবে। "আবৃৎ" ইহার অর্থ ইতি-কর্ত্তব্যতা (পরিপাটী, অনুষ্ঠান পারম্পর্য্য)। "সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিতে হইলে দৈবপক্ষের অনুষ্ঠান আগে করিতে হয়; আর তাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃগণকেই ভোজন করাইতে হয়; প্রেতের জন্য স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান করিবে না"। 'পিতৃগণ' বলিতে এখানে, আগে যাঁহাদের সপিণ্ডী-করণ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে যাঁহারা পিতৃবর্গের মধ্যে (পিতৃলোকে) প্রেরিত হইয়াছেন সেইরূপ পিতামহ প্রভৃতিকে বুঝায়; তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে। "পুনঃ প্রেতং ন নির্দ্দিশেৎ" এইখানে এই যে 'পুনঃ' শব্দটী রহিয়াছে ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ পূর্ব্ব পিতৃগণের ব্রাহ্মণেতেই প্রেতের আবাহন করিতে হইবে; কারণ ঐ স্থলে ঐ পূর্ব্ব পিতৃগণের সকলের সহিত প্রেতের সংসর্গ (একীভাব অথবা সমতা) হইবে; যেহেতু ঐ প্রেতকে ঐভাবে পূর্ব্ব পিতৃগণের সহিত সংসৃষ্ট (সমতাপ্রাপ্ত) করাইবার জন্যই ঐ সপিণ্ডীকরণ কর্ম্মটীর অনুষ্ঠান করা হয়।* বিষ্ণুস্মৃতি মধ্যে এই প্রকার নির্দ্দেশ আছে বটে যে, "প্রেতের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে; প্রেতের পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ ইঁহাদেরও উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে" কিন্তু এস্থলেও এমন কিছু নির্দ্দেশ নাই যে প্রেতের উদ্দেশে পৃথক্-ভাবে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এরূপস্থলে ইহাই করিতে হয়,—যেমন একটী হবির্দ্রব্য যদি বহু দেবতার জন্য উদ্দিষ্ট হয় সেখানে সেই একটী মাত্র হবির্দ্রব্যই বহু দেবতার উদ্দেশে একবার মাত্র হোম করা হয় ঠিক সেইরূপ বহু পিতৃপুরুষের উদ্দেশে একজন মাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হয়, ইহাতে কোনপ্রকার অসঙ্গত কিছু করা হয় না। আর তাহা হইলে 'সহপিণ্ড-ক্রিয়া' এস্থলে যে 'সহ' শব্দটী রহিয়াছে তাহারও সার্থকতা রক্ষিত হয়। এবং পিতৃপক্ষে যুগ্ম (জোড় অর্থাৎ দুই জোড়া) ব্রাহ্মণ ভোজনও করাইতে হয় না। (বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ছাড়া পিতৃপক্ষে যুগ্ম ব্রাহ্মণ নিষিদ্ধ)। 'অথবা উভয়পক্ষেই এক একজন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে'—এই প্রকার বিধান যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহাদের মতানুসারে যেমন সকলের উদ্দেশ্যে একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয় ইহাও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

ভাল, এইরূপই যদি হয় তাহা হইলে, 'পিতৃকৃত্যে তিনজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে' এইরূপ যে নির্দ্দেশ আছে তাহা ত অনাবশ্যক হইয়া যায়; কারণ, সকল সময়ে একজন ব্রাহ্মণেতেই তিন-জনের সহোদ্দেশ হইতে পারে ত—এক একজন ব্রাহ্মণেই তিনজন পিতৃপুরুষকে উদ্দেশ করা যায়; কাজেই সেখানে আর পৃথক্ পৃথক্ ব্রাহ্মণ গ্রহণ করা অনাবশ্যক নহে কি? সুতরাং সেখানে আর তাঁহাদের পৃথক্ গ্রহণ নাই। (উত্তর)—কেন? পৃথক্ গ্রহণ নাই কেন? গৃহ্য-সূত্র মধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, "একজন ব্রাহ্মণ হইবে না; সকলের পিণ্ডের যেরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা দ্বারাই অনুষ্ঠানটী ব্যাখাত হইল"। আরও কথা, সপিণ্ডীকরণে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে "অর্ঘ্যের জন্য প্রেতের অর্ঘ্যপাত্রটীর দ্বারা পিতৃপুরুষগণের অর্ঘ্যপাত্রগুলিতে জল

*ইহা অন্যান্য নিবন্ধকারগণ অনুমোদন করেন না এবং শিষ্ট ব্যবহারও নহে। সপিণ্ডীকরণে প্রেতের জন্য শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ স্বতন্ত্রই হইয়া থাকে। তবে প্রেতের অর্ঘ্য এবং পিণ্ড যথাবিধি প্রদানের পর পিতামহাদির অর্ঘ্য এবং পিণ্ডের সহিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সমন্বয় (সংমিশ্রণ) করিতে হয়।

ঢালিয়া দিবে"। এরূপ যখন নির্দ্দেশ রহিয়াছে তখন নিকটে যদি স্বতন্ত্র একটী জলসমন্বিত প্রেতার্ঘ্যপাত্র স্থাপিত না থাকে তাহা হইলে কোন্ পাত্র হইতে ঐভাবে পিতৃপুরুষগণের অর্ঘ্য-পাত্রে জলদান করা হইবে? যদি বলা হয় পিতৃপুরুষগণের পাত্রের সহিত যে প্রেতার্ঘ্যপাত্র সম্মিলিত হইয়া আছে তাহা হইতে উহা করা হইবে, তাহাও কিন্তু সংগত নহে; কারণ, ঐ অর্ঘ্য পাত্র পিতামহ প্রভৃতির জন্যই স্থাপিত হইয়াছে, উহা মৃত পিতার জন্য নহে। আর একজনের জন্য যাহা কল্পনা করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা অপর একজনের জন্য ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নহে। ইহাতে যদি বলা হয় যে, আগে অর্ঘ্যদান করিয়া পরে ঐ সন্নয়ন (অর্ঘ্যসমন্বয়) করিতে হইবে, তাহাও কিন্তু সংগত হয় না; কারণ, তাহা হইলে অর্থ দাঁড়ায় এই যে, অর্ঘ্যদান করিয়া ঐ সন্নয়ন কর্ম্মটী অর্ঘ্যদানেরই জন্য বলিয়া অপর একটী স্বতন্ত্র অর্ঘ্যের জন্য সেই সন্নয়নার্থ জল অর্ঘ্যপাত্রে ঢালিয়া দিবে। ইহাতে কিন্তু বচনটী বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে—বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু পূর্ব্বে (প্রথমে) যেরূপ ব্যবস্থা বলা হইয়াছে যে প্রেতের অর্ঘ্যপাত্র স্বতন্ত্র, তাহাতে কোন বিরোধ হয় না।

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এই প্রেত পদার্থটী কি? সপিন্ডীকরণের পর আর প্রপিতামহকে (বৃদ্ধ-প্রপিতামহকে?) পিন্ডদান করা হয় না; কারণ প্রেত তাহাদের মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে (মিলিত হইয়াছে। বস্তুত পিন্ড চতুর্থ পুরুষগামী নহে—কিন্তু পুরুষত্রয়াশ্রয়ী)। এইজন্য এ সম্বন্ধে এইরূপ স্মৃতিবচন রহিয়াছে,—"যাহার সপিন্ডীকরণ করা হইয়াছে সেই প্রেতের উদ্দেশ্যে যে লোক পৃথক্‌ভাবে পিন্ডদান করে সে তাহাতে বিধি বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া থাকে, তাহার ফলে তাহাকে পিতৃহত্যার পাতকী হইতে হয়"। বস্তুত সেই প্রেতের উদ্দেশ্যে পৃথক্‌ভাবেই পিন্ডদান করা হয়, কিন্তু সকলের উদ্দেশ্যে একটী পিন্ড প্রদান করা হয় না। সপিন্ডীকরণে "যে সমানাঃ" ইত্যাদি যে মন্ত্র পাঠ করা হয় তাহাও উহা সমর্থন করে। ইহার উত্তরে বক্তব্য, এই যে 'প্রেত' শব্দটী ইহা প্র-পূর্ব্বক 'ই' ধাতুর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যে তাহা নহে, (ইহা যৌগিক শব্দ নহে), কিন্তু 'রূঢ়'—ইহার অর্থ 'মৃত ব্যক্তি'।* এই জন্য 'ইদানীং প্রেত' ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে। কারণ, দূর পথে যে ব্যক্তি গেছে তাহাকে যে প্রেত বলা হয় এরূপ নহে। যে ব্যক্তি বহুদিন পূর্ব্বে 'প্রেত' হইয়াছে কিংবা এক্ষণে প্রেত হইয়াছে তাহাদের উভয়ের মধ্যেই সমানভাবে ক্রিয়াটীর (প্র-'ই' ধাতুর অর্থটীর) সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন "কোন ব্যক্তি ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিলেই সে তখন 'যে সমানাঃ' ইত্যাদি মন্ত্রটীর অর্থের বিষয় হয়"। আবার "প্রেতকে উদ্দেশ্য করিয়া তিন দিন অন্ন দিবে" ইত্যাদি বচনটীতে 'নব মৃত লোক' এই অর্থে 'প্রেত' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে; এখানে সদ্যোমৃত লোককে 'প্রেত' বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে "যঃ সপিন্ডীকৃতং" ইত্যাদি বচনে "পৃথক্ পিন্ডেন যোজয়েৎ" এইরূপ যে বলা হইয়াছে তাহার অর্থ এইরূপ,—কোন ব্যক্তির সপিন্ডীকরণ করা হইয়া গেলে তাহার আর একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য নহে; যখনই তাহার শ্রাদ্ধ করা হইবে তখনই তিন পুরুষকে পিন্ডদান করিতে হইবে; এমন কি পিতার মৃতাহে (মরণ তিথিতে) যে শ্রাদ্ধ করা হইবে তাহাতেও তিন পুরুষকেই পিন্ডদান করিতে হইবে, কেবলমাত্র পিতাকে পিন্ডদান করিলে চলিবে না এই জন্য এই শ্লোকটীতে "এই নিয়ম অনুসারেই পিন্ডদান কর্ত্তব্য" এই প্রকারে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের ইতিকর্ত্তব্যতা অতিদেশ করা হইয়াছে (অর্থাৎ ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইয়াছে যে পিতার সপিন্ডীকরণের পর পুত্রগণ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের বিধি অনুসারেই তাঁহার শ্রাদ্ধ করিবে)। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এই শ্লোকটীর "অনয়া এব আবৃতা" এস্থলে "অনয়া" এই পদটী দ্বারা আলোচ্যমান বিষয়কেই ত লক্ষ্য (অভিপ্রেত) করা হইয়াছে; কারণ, ইহা সর্ব্বনাম শব্দ; আর সর্ব্বনাম শব্দ সকল নিকটবর্ত্তী যে অর্থ তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে; আর এখানে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের বিধানটীই ত নিকটস্থ আলোচ্যমান বিষয়; (সুতরাং 'উহা দ্বারা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের ইতিকর্ত্তব্যতা অতিদেশ করা হইয়াছে' ইহা বলা কিরূপ সংগত)? (উত্তর)—না, তাহা নহে। কারণ, পিতার সপিন্ডীকরণ করা হইয়া গেলে কেবলমাত্র পিতারই পিন্ডদান যদি বক্তব্য হয় তাহা হইলে এখানে যে

*মিতাক্ষরাকার যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে (আচার অঃ—২৫৪ শ্লোক) বলিয়াছেন "প্রেতত্বং চ ক্ষুত্তৃষ্ণোপজনিতাত্যন্ত দুঃখানুভবাবস্থা", "বিশিষ্টদুঃখানুভবাবস্থা"। মরণের পর সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মৃত ব্যক্তিটি ক্ষুধাতৃষ্ণাদিকাতর হইয়া সর্ব্বদা কষ্ট অনুভব করিতে থাকে। তাহার তখন একটা বিশিষ্ট দেহও থাকে, যাহা দ্বারা সে ঐ প্রকার অনুভব করে। কিন্তু সেই দেহের উপর তাহার কোন স্বাতন্ত্র্য বা কর্ত্তৃত্ব থাকে না। উহাই 'প্রেতদেহ'।

পৃথক্ নির্দ্দেশটী রহিয়াছে তাহা সঙ্গত হয় না। "সহপিণ্ডক্রিয়ায়াং তু" এখানে যে 'তু' শব্দটী রহিয়াছে ইহা দ্বারা পূর্ব্বে আলোচিত যে একোদ্দিষ্ট বিষয়ক ইতিকর্ত্তব্যতা তাহা হইতে ইহার পার্থক্য জানাইয়া দেওয়া হইতেছে। সপিণ্ডক্রিয়া (সপিণ্ডীকরণ) করা না হইলে আগে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই বিধি (সেই নিয়ম অনুসারেই পিণ্ডদান কর্ত্তব্য); কিন্তু সপিণ্ডীকরণ করা হইয়া গেলে আর ঐ বিধিটী মনে রাখা চলিবে না অর্থাৎ ঐ নিয়ম অনুসারে পিণ্ডদান করা চলিবে না। এই জন্য (এই 'তু' শব্দটী থাকায়) পার্ব্বণ শ্রাদ্ধবিষয়ক যে ইতি-কর্ত্তব্যতা তাহা ঐ একোদ্দিষ্ট বিধি দ্বারা ব্যবহিত হইলেও তাহারই অতিদেশ করা হইতেছে, বুঝিতে হইবে; কারণ, উহাই এখানে বুদ্ধিস্থ (মনের মধ্যে উদিত হইয়া রহিয়াছে)। আরও কথা এই যে, সপিণ্ডীকরণ করা হইয়া গেলে যখন একোদ্দিষ্ট করিতে হয় তখন তিন পুরুষকে পিণ্ডদান কর্ত্তব্য, ইহা অমাবস্যায় যদি করা হয় তবেই এইরূপ বিধি; ইহাই যদি বক্তব্য হয় তাহা হইলে আমরা যেরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিলাম তাহা হইতে ইহার পার্থক্য রহিল কি? কারণ, আমাদের প্রদর্শিত অর্থটীতেও কি "সপিণ্ডীকরণ করা হইয়া গেলে" এই কথাটী বলা হইতেছে না? বস্তুতঃ মনুপ্রণীত এই স্মৃতিশাস্ত্র মধ্যে শ্রাদ্ধের অন্য একটী কাল এবং "প্রতি সম্বৎসর মৃতাহে" এইভাবে দুইবার শ্রাদ্ধ প্রতীত হইতেছে যে তাহা নহে, সেরূপ হইলে ঐভাবে ব্যাখ্যা করা চলিত। কাজেই সকল স্থলে একইভাবে শ্রাদ্ধের বিধান রহিয়াছে বলিয়া একোদ্দিষ্টই সকল স্থলে কর্ত্তব্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে মহাভারতের বচনটী বিরুদ্ধ হইয়া যায়। কারণ তথায় তীর্থ প্রকরণে এইরূপ বলা হইয়াছে "তিনি শ্রাদ্ধের দ্বারা পূর্ব্বপুরুষগণকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন"; (এখানে একোদ্দিষ্টের কথা নাই)।

স্মৃত্যন্তরে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে বটে যে "প্রতি সম্বৎসর মাসিক-শ্রাদ্ধের ন্যায় শ্রাদ্ধ করিবে" কিন্তু সেখানেও ঐ 'মাসিক' শব্দটী দ্বারা প্রতি মাসের অমাবস্যায় যে শ্রাদ্ধ করা হয় সেই শ্রাদ্ধকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ, ঐ অমাবস্যায় যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহাই সকল শ্রাদ্ধের প্রকৃতি; (তাহারই ইতিকর্ত্তব্যতা অন্যান্য শ্রাদ্ধে অতিদিষ্ট হইয়া থাকে)। যেহেতু সেই অমাবস্যা শ্রাদ্ধতেই শ্রাদ্ধের সব কয়টী ধর্ম্ম (ইতিকর্ত্তব্যতা) উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু "এক বৎসরকাল প্রত্যেক মাসেই প্রেতের শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য" এই বচনে যে প্রতিমাস কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাকে এখানে 'মাসিক' বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। (আর পূর্ব্বোদাহৃত "মাসিকার্থবৎ" এই বচনাংশটীতে যে এই প্রকার মাসিক-একোদিষ্টকে লক্ষ্য করিয়া তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা অতিদেশ করা হইয়াছে যে তাহাও নহে)। কারণ, মাসিক শ্রাদ্ধের যে কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্ম্ম (ইতিকর্ত্তব্যতা) উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা নহে; তাহা যদি হইত তবে উহাকে ঐ সকল ধর্ম্ম দ্বারা অন্য শ্রাদ্ধ হইতে ভিন্ন করা যাইত। বস্তুতঃ পক্ষে আদ্য-একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ যেটী আছে সেটী ব্রাহ্মণের পক্ষে মরণের একাদশ দিনে কর্ত্তব্য, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ত্রয়োদশ দিনে অনুষ্ঠেয় ইত্যাদি যে বিধি তাহা এই মনুস্মৃতিতেও আছে। এই জন্য একোদ্দিষ্টকে 'মাসিক' বলা সঙ্গত নহে। যেহেতু 'মাস' রূপ কালের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া ('মাসে কর্ত্তব্য' বলিয়া) উহাকে মাসিক বলিতে হয়। কিন্তু ঐ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধটী কেবলমাত্র যে মাসেরই সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহা নহে; কারণ, মাস ছাড়া অন্য কালের (একাদশ দিবস, ত্রয়োদশ দিবস ইত্যাদি প্রকার বিশিষ্ট একটা সময়ের) সহিতও যে উহার সম্বন্ধ আছে তাহা আগে দেখান হইয়াছে। "শুচি হইয়া পিতৃগণকে পিণ্ডদান করিবে" ইত্যাদি বচনে যাহা বলা হইয়াছে তদনুসারে এক মাসের পরেও শ্রাদ্ধ করা হয়, আবার মাসেই যে তাহা করা হয় এরূপ নহে; এই জন্য এখানে ঐ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধটী 'মাসিক' শব্দের দ্বারা অভিহিত হইতেছে না অর্থাৎ এখানে 'মাসিক' বলিতে ঐ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বুঝায় না। প্রত্যুত অমাবস্যা শ্রাদ্ধের উৎপত্তি বাক্যে 'পৌর্ণমাসিক' শব্দ রহিয়াছে, আর 'পিণ্ডসকল দ্বারা মাসিক শ্রাদ্ধ করা হয়', এইভাবে উহা নিয়মযুক্ত করা হইয়াছে, উহা যে অন্য কালে কর্ত্তব্য সেরূপ অন্য কোন কাল বিশেষেরও উল্লেখ নাই, অথচ উহাতে ঐ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধেরই ধর্ম্ম (ইতিকর্ত্তব্যতা) রহিয়াছে;—এই সমস্ত কারণে ঐ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে অমাবস্যা শ্রাদ্ধেরই ইতিকর্ত্তব্যতা অতিদিষ্ট হওয়া যুক্তিযুক্ত। আমান্ন দ্বারা যে শ্রাদ্ধ তাহারও প্রকৃতি পার্ব্বণ শ্রাদ্ধই অথাৎ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ অনুসারেই তাহা করিতে হয়। সুতরাং পার্ব্বণ শ্রাদ্ধই যখন উহার প্রকৃতি তখন তদনুসারে তিন পুরুষকে পিণ্ডদান করিতে হয়। কিন্তু বিশেষ বচন দ্বারা তাহা একোদ্দিষ্ট রূপে সম্পাদন করিবার জন্য বিধান বলা হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্কের যে একটী বচন আছে, "এক বৎসর মৃত তিথিতে প্রতি মাসে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য; প্রতি বৎসরেও এইরূপ শ্রাদ্ধ মৃত তিথিতে কর্ত্তব্য; আর আদ্য শ্রাদ্ধটী একাদশ দিবসে অর্থাৎ অশৌচান্তের পরদিনে কর্ত্তব্য"—এখানেও কিন্তু ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রকার ইতিকর্ত্তব্যতাই বলা হইতেছে; এখানেও অমাবস্যায় যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহাই যে উহার প্রকৃতি ইহা বুঝা যায়। এই জন্য এখানে শ্রাদ্ধটী প্রতিমাসে কর্ত্তব্য হওয়ায় 'মাস' রূপ কালের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বটে তথাপি অন্যান্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে 'মাসিক' শ্রাদ্ধের ধর্ম্ম (ইতিকর্ত্তব্যতা) যে অতিদিষ্ট হইবে তাহা বলা সংগত নহে। কারণ একটী ভিক্ষুক অপর একটী ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষা করে না। যেহেতু ঐ মাসিক শ্রাদ্ধটীও অন্য শ্রাদ্ধের বিকৃতি। (অর্থাৎ মাসিক শ্রাদ্ধের নিজের যখন কোন উপদিষ্ট ধর্ম্ম নাই, কিন্তু তাহা অন্য শ্রাদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ করে তখন কোনও শ্রাদ্ধই ঐ মাসিক শ্রাদ্ধ অনুসারে কর্ত্তব্য হইতে পারে না, কিন্তু ঐ মাসিক যাহার ইতিকর্ত্তব্যতা অনুসরণ করে অন্য শ্রাদ্ধেরও দরকার হইলে তাহারই ধর্ম্ম অনুসরণ করাই যুক্তিসংগত)। আরও কথা এই যে, শ্রাদ্ধ একটীই। সুতরাং "মাসিকার্থবৎ" এই স্থলের 'মাসিক' শব্দটী যখন 'সাধারণ শ্রাদ্ধ' এই অর্থেরই বোধক তখন উহাকে একোদ্দিষ্টরূপ একটী বিশেষ অর্থের বোধক বলিয়া স্বীকার করিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই।

যাজ্ঞবল্ক্যও ঐরূপই বলিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের "মৃতাহনি তু" ইত্যাদি ঐ বচনটীতে যদি উহার অব্যবহিত পূর্ব্বশ্লোকোক্ত বিষয়টীর সহিত সম্বন্ধ ধরিতে হয় তাহা হইলে তথায় সপিণ্ডীকরণের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া সেই সপিণ্ডীকরণেরই ইতিকর্ত্তব্যতা গ্রহণীয় হয়। কারণ, ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ঐ সপিণ্ডীকরণের বিষয়ই উপদিষ্ট হইয়াছে। যেহেতু উহার পূর্ব্বে "এতৎ সপিণ্ডীকরণং"=ইহাই সপিণ্ডীকরণ, এরূপ বলা আছে; এবং তাহার পরের শ্লোকটীতে "অর্ব্বাক্ সপিণ্ডীকরণাৎ"=সম্বৎসর পূর্ণ হইলে যতক্ষণ না সপিণ্ডীকরণ করা হয়, এইরূপ বলিয়া "মৃতাহনি তু কর্ত্তব্যম্ প্রতিমাসং তু বৎসরম্" ইত্যাদি শ্লোকটী বলা হইয়াছে। (কাজেই এখানে প্রতিমাসে যে শ্রাদ্ধ করা হইবে সপিণ্ডীকরণের ইতিকর্ত্তব্যতাই তাহাতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।) অতএব "মৃতাহনি তু কর্ত্তব্যম্" ইত্যাদি ঐ বচনটীতে যে "এবম্"=এই প্রকারে এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে উহা দ্বারা অমাবস্যা কর্ত্তব্য যে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ তাহারই ধর্ম্ম (ইতিকর্ত্তব্যতা) অতিদেশ করা হইয়াছে কিন্তু মাসিকের ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইতেছে না; এখানে "প্রতিমাসং" এই পদের দ্বারা উল্লিখিত মাসিক শ্রাদ্ধটী উহার সন্নিহিত হইলেও তাহা এস্থলে ধর্ম্মাতিদেশের প্রতি কারণ হইবে না। আমরা এই যে অর্থ নির্দ্দেশ করিলাম ইহাই মন্ত্রের দ্বারাও বেশী সমর্থিত হয়। এ সম্বন্ধে এইরূপ মন্ত্র রহিয়াছে, "সংসৃজ্যধ্বং পূর্ব্বৈঃ পিতৃভিঃ সহ";—। এখানে "পূর্ব্বৈঃ পিতৃভিঃ"—ইহা দ্বারা বর্ত্তমান পিণ্ডকেই বলা হইতেছে। "সংসৃজ্যধ্বম্" এখানে যে বহুবচন রহিয়াছে তাহা পূজা (গৌরব) অর্থ বুঝাইতেছে। ইহাতে যদি বলা হয়, যে সকল পিণ্ডে একটী পিণ্ডের বিভক্ত অংশগুলি নিক্ষিপ্ত (সংসৃষ্ট বা মিলিত) করান হইবে ঐ "সংসৃজ্যধ্বম্" কথাটী সেই পিণ্ডগুলিকেই বুঝাইতেছে আর যাহাকে নিক্ষিপ্ত (সংসৃষ্ট বা মিলিত) করান হইতেছে তাহাকে "পূর্ব্বৈঃ পিতৃভিঃ" এই পদদ্বয় দ্বারা বুঝান হইয়াছে এবং এখানে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বহুবচনের প্রয়োগ হইয়াছে। আর তাহা হইলে "পূর্ব্বৈঃ পিতৃভিঃ" কেবল এই একটী স্থলের বহুবচনকেই শিষ্ট প্রয়োগ বলিলে চলিয়া যায়; তাহা না হইলে, "সংসৃজ্যধ্বম্" ইহাও যদি ঐ নিক্ষিপ্যমাণ পিণ্ডটীকে বুঝায় তাহাতে দুইটী স্থলেই বহুবচনটীকে অযথার্থ কল্পনা করিতে হয় ("পূর্ব্বৈঃ পিতৃভিঃ" এবং "সংসৃজ্যধ্বম্" এই দুই স্থলেই একটী বিষয়কে বুঝাইবার জন্য বহুবচনের প্রয়োগ হইয়াছে, এইরূপ বলিতে হয়)। এই প্রকার এই যে আপত্তি উত্থাপন করা হইতেছে ইহা কোন কাজের নহে। কারণ, একটী পিণ্ডকে যে তিন ভাগ করা হয় সেই এক একটী অংশ অপর তিনটী পিণ্ডের এক একটীর সহিত সংসৃষ্ট (মিলিত) করান হয়। যেহেতু এইরূপ বচন রহিয়াছে, "চতুর্থ পিণ্ড উৎসর্গ করিবার পর পিণ্ডটীকে তিন ভাগ করিয়া তিনটী পিণ্ডের মধ্যে রাখিবে"। কাজেই এখানে একই সংগে যে তিনটী পিণ্ডেরই অধিকরণতা বুঝাইতেছে তাহা নহে (অর্থাৎ তিন ভাগে ভাগ করা একটী পিণ্ডের তিনটী অংশ একই সংগে অপর তিনটী পিণ্ডের মধ্যে স্থাপিত হইতেছে না, কিন্তু পর পর)। কাজেই উক্ত পিণ্ড তিনটীকে লক্ষ্য করিয়া যে ঐ বহুবচন হইয়াছে তাহা বলা চলে না। আর "সংসৃজ্যধ্বম্" ইহা যদি এক একটী পিণ্ডকে

বুঝায় তাহা হইলে উহাতে যে বহুবচন রহিয়াছে তাহা আর পদার্থান্তরের সহিত অন্বয়ের অনুরূপ হয় না (কারণ তাহা একত্ব অর্থবোধক অথচ ইহা বহুত্ববোধক)। আবার "পূর্ব্বেভিঃ" ইহা নিক্ষিপ্যমাণ পিণ্ডটীকে বুঝাইতেছে বলিয়া "এভিঃ" এই পদের দ্বারা তাহাকে উল্লেখ করাও সংগত হয় না। বস্তুত এই মন্ত্রটী ত আর বিধিপ্রতিপাদক নহে, কাজেই উহার ঠিক অর্থ কি তাহা নিরূপণ করিবার জন্য আমাদের যত্ন করা অনাবশ্যক। কিন্তু ইহা অভিধায়ক—বা বিনিযুজ্যমান অর্থের প্রকাশক। মন্ত্রের বিনিয়োগ অনুসারে তাহার অর্থ করিতে হয় এবং তাহা গুণস্বরূপ। বিনিয়োগ আবার সংসর্গ স্বরূপ (কারণ সংসর্গই বাক্যার্থ), তাহাই ঐরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। একবচন কিংবা বহুবচনরূপ যে সংখ্যা তাহা এখানে বিনিয়োগলব্ধ নহে কিংবা মন্ত্রের ঐ অর্থ প্রকাশ হইতেও আসে না, কেবল তাহা পদার্থের সহিত সম্ভব অনুসারেই অন্বিত হয়। তাহাও আবার মন্ত্রের পূর্ব্বে জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বে যে "চতুর্থং পিণ্ড মুৎসৃজ্য ত্রৈধং কৃত্বা" ইত্যাদি বচনটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে উহার ঐ 'চতুর্থ' শব্দটী 'পূর্ব্বতর' পিণ্ডকে বুঝাইতেছে, এইরূপ বলাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, সপিণ্ডীকরণ স্থলে পিতাই প্রথম; আর তাঁহাকে অপেক্ষা করিয়া (তাঁহার) যিনি প্র-পিতামহ তিনি হন পূর্ব্ব এবং চতুর্থ (সুতরাং তাঁহাকে যে পিণ্ড দেওয়া হয় তাহা চতুর্থ পিণ্ড)। এরূপ বলাও সমীচীন নহে। কারণ, পূর্ব্ব পুরুষগণের পিণ্ড স্থাপন করিয়া পরে চারি জনের যাহা পূরণ তাহা হয় চতুর্থ; কাজেই যেটী 'প্রেতপিণ্ড' সেইটাই চতুর্থ হইয়া থাকে। যেহেতু এই যে সপিণ্ডীকরণরূপ শ্রাদ্ধ কর্ম্মটী করা হয় ইহা পিতৃপক্ষ থেকেই আরম্ভ করিতে হয় কিন্তু প্রেতপক্ষ হইতে ইহার আরম্ভ নহে (অর্থাৎ প্রেতের কার্য্যটী ইহাতে আগে করা হয় না)। কারণ, এ সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে "পিতৃগণকেই ভোজন করাইবে, পুনরায় 'প্রেত' শব্দপ্রয়োগ করিয়া উল্লেখ করিবে না"। যাঁহার মতে প্রেতকে প্রথম পিণ্ডদান তাহার পর তাহার (প্রেতের) পিতাকে পিণ্ডদান ইত্যাদি ক্রমে কাজ করা হয়, তাঁহার পক্ষেও এই নিয়ম করা হইয়াছে. ঐ যেটী চতুর্থ পিণ্ড সেটীকেই এইভাবে তিন অংশে ভাগ করিতে হয় এবং তাহা তিনটী পিণ্ডের মধ্যে রাখিতে হয়. ইহারই বিধান করা হইতেছে। কারণ ঐ সম্বন্ধে যে বাক্যটী আছে তাহা এইরূপ "চতুর্থং পিণ্ডমুৎসৃজেৎ ত্রৈধং কৃত্বা"। আর এখানে 'চতুর্থং' এবং 'পিণ্ডং' এই দুইটী পদের অনন্তরই রহিয়াছে "উৎসৃজেৎ"; এই জন্য ঐ দুইটী পদের সহিতই "উৎসৃজেৎ" ইহার সম্বন্ধ রহিয়াছে বুঝা যাইতেছে। (সুতরাং উহার অর্থ চতুর্থ পিণ্ডটীকে উৎসর্গ করিবে)। আর "ত্রৈধং কৃত্বা"=তিনভাগ করিয়া, এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে জিজ্ঞাসা হয় কাহাকে এই তিনভাগ করিতে হইবে? তখন পিণ্ডই উহার সন্নিহিত বলিয়া পিণ্ডকেই তিন ভাগ করিবে, এইরূপে পদার্থগুলির সম্বন্ধ হইয়া থাকে। আর ঐ প্রকার সম্বন্ধ হইলেই বাক্যটীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া যায় বলিয়া উহা 'চতুর্থং' এই পদটীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত, এরূপ বলিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। এখন দাঁড়ায় এই যে, যে কোন পিণ্ডকেই তিন ভাগ করিতে পারা যায়; তখন অন্য স্মৃতির বচন অনুসারেই নিরূপণ করিতে হয় যে কোন্ পিণ্ডটীকে তিন ভাগ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে অন্য স্মৃতির এইরূপ বচন রহিয়াছে, "প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করতঃ চারিটী পিণ্ড প্রদান করিয়া পিণ্ডদাতা "যে সমানাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দুইটী পাঠ করতঃ 'আদ্য' পিণ্ডটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিবে"। এখানে 'আদ্য' বলিতে যে ক্রমে পিণ্ডদান করা হয় সেই ক্রমে যেটী আদ্য (প্রথম), কিন্তু চারিপুরুষের মধ্যে যিনি আদ্য-পুরুষ তাঁহার পিণ্ডটী যে 'আদ্য' পিণ্ড এরূপ নহে। কারণ তাহা হইলে পিতার প্রপিতামহ ঐ 'আদ্য' হইয়া থাকে, যেহেতু তিনি উঁহার পিতামহের পূর্ব্ববর্ত্তী; আবার উঁহার পিতামহও উহার পিতার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া তিনিও 'আদ্য' হইতে পারেন। এইভাবে অনবস্থা হয় বলিয়া 'আদ্য' বলিতে কাহাকে বুঝায় তাহা নিরূপণ করা যায় না। পক্ষান্তরে পিণ্ডদানের স্থলে 'আদি' প্রভৃতি ক্রম নিয়মবদ্ধই থাকে; কাজেই সেখানে আদিত্ব ব্যবস্থিত (একটীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ—যে পিণ্ডটী প্রথম দান করা হয় কেবল সেইটীই 'আদি' হইয়া থাকে)। এইভাবে দেখা যাইতেছে যে, 'চতুর্থ' এই পদটী দ্বারা বিশিষ্ট যে পিণ্ড সেটী তিন ভাগ করিতে হইলে যে ক্রমে পিণ্ডদান করা হইয়াছে তদনুসারে যেটী আদ্য (প্রথম) সেটীকেই তিন ভাগ করা যুক্তিযুক্ত। এই জন্য কঠশাখায় যে বলা হইয়াছে "পূর্ব্ব প্রেতেরই বিভাগ করা ইষ্ট বলিয়া প্রতীত হইতেছে" তাহাতে জিজ্ঞাসা করি এই ইষ্টতাটী কি?

আর যে বলা হইয়াছে "যেহেতু ইহাকে পিণ্ডত্রয় মধ্যে অন্তর্ভাবিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই জন্য আর তাঁহাকে দান করিতে হয় না" ইহাও কোন কাজের কথা নহে। কারণ, এখানে (যুক্তি অনুসারে) যে দান করা হয় না তাহা নহে, কিন্তু বচন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই দান করা হয় না। যেহেতু বচন আছে "পিণ্ড চতুর্থপুরুষগামী হইবে না"; অন্য বচন যথা, "তিনপুরুষের মধ্যে পিণ্ডের স্থিতি"। আর "পুনঃ প্রেতং ন নির্দ্দিশেৎ" এই প্রকার যে নিজের কাল্পনিক পাঠ আছে এবং ইহার ব্যাখ্যা স্বরূপেও যে বলা হইয়াছে "পূর্ব্বমৃত পিতৃগণের মধ্যে মৃত পিতাকে সপিণ্ডীকরণ দ্বারা অন্তর্ভাবিত করা হইলে পুনরায় তাহাকে পিণ্ডদান করা নিষেধ করিয়া দিতেছেন", এস্থলে বক্তব্য এই যে এখানে নিষেধার্থক 'ন' দিয়া ঐ প্রকার পাঠটী নাই কিন্তু সমুচ্চয়ার্থক 'চ'কারই ঐ স্থানের পাঠ। আর যদিই বা ঐ 'ন'কারযুক্ত পাঠটী থাকে তাহা হইলেও পূর্ব্বোদাহৃত "যঃ সপিণ্ডীকৃতং প্রেতং" ইত্যাদি বচনে যে পৃথক্ পিণ্ডদান নিষেধ করা হইয়াছে তাহার যেরূপ গতি (তাৎপর্য্য) পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এই বচনটীরও গতি সেইরূপ বুঝিতে হইবে। (অর্থাৎ পিতার মৃতদিবসেও তিনপুরুষেরই শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, কেবলমাত্র পিতার পিণ্ডদান করিলে চলিবে না)। আর, "সপিণ্ডীকরণের পর প্রতি বৎসর পিতামাতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধই পুত্রের কর্ত্তব্য কিন্তু অন্য সকলের অর্থাৎ পিতামহাদির পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়" ইত্যাদি কতকগুলি বচন বলা হয় বটে কিন্তু এগুলি যদি স্মৃতিমূলক হয় তাহা হইলে এগুলির প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইলে আর 'অমাবস্যা শ্রাদ্ধ' এরূপ নামোল্লেখের কোন প্রয়োজনই হয় না। বস্তুতঃ শিষ্টপরিগৃহীত কোন স্মৃতির মধ্যেই ঐ বচনগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। (সুতরাং ঐগুলির প্রামাণ্য নাই)। অতএব পিতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে হইলে যে তাঁহার পিণ্ড তাঁহার পূর্ব্বমৃত পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ড হইতে পৃথক্‌ভাবে প্রদান করিতে হইবে এই প্রকার বিশেষ বিধান স্বীকার করিবার পক্ষে কোন হেতু নাই। অতএব এস্থলে শিষ্টাচার পরিত্যাগ করা উচিত নহে। (আর একোদ্দিষ্ট স্থলেও তিনপুরুষকে পিণ্ডদান করাই শিষ্টাচার, কেবলমাত্র পিতাকে একটী পিণ্ড দেওয়া ব্যবহার নহে)। আর এই পক্ষটীই যে যুক্তি সঙ্গত তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বমৃত পিতৃগণের পিণ্ডদান আলাদা করা আবশ্যক, ইহা কাহারও কাহারও অভিমত, এইভাবে উহা দেখান হইয়াছে। "মৃত দ্বিজাতির সপিণ্ডীকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার শ্রাদ্ধ দৈবপক্ষ বর্জন করিয়া কর্ত্তব্য এবং কেবল তাহার উদ্দেশে একটী পিণ্ডদানই করিতে হয়"।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে পিতা মৃত হইলে এবং পিতামহ জীবিত থাকিলে পিতার সপিণ্ডীকরণ বৈকল্পিক (উহা করিলেও হয় এবং না করিলেও চলে)। ইহা "জীবিত ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া অন্যকে পিণ্ডদান করিবে না" এই বচনটী যখন অনুসরণ করা হয় সেই পক্ষের ব্যবস্থা; আর যখন "ইহা অগ্রতা অর্থাৎ প্রথমে (সর্ব্বাগ্রে) কর্ত্তব্য" এই পক্ষটী স্বীকার করা হয় তখন জীবিত পিতামহকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত প্রেতকে সংসৃষ্ট (সমন্বয়) করিয়া দিতে হয়। আর এই মতানুসারে পিতার জীবদ্দশায় পুত্র মারা গেলে তাহার সপিণ্ডীকরণও বিকল্পে করা যায়। যাহার মাতা জীবিত আছে তাহার ভার্য্যার মৃত্যু হইলে যদি তাহার সন্তান না থাকে তাহা হইলে তাহারও (ঐ নিঃসন্তানা ভার্য্যারও) সপিণ্ডীকরণ কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে এইরূপ বচন রহিয়াছে "প্রমত্ত অর্থাৎ সন্তানবিহীনা নারীর শ্রাদ্ধাদি তাহার স্বামী করিবে এবং সেরূপ স্বামীর শ্রাদ্ধাদিও ঐ স্ত্রী করিবে"। "সুতৈঃ" ইহার অর্থ সন্তান (পুত্র অথবা কন্যা)। যদিও এখানে 'সুত' এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে তথাপি ইহা দ্বারা ঐ পুত্রস্থানাপন্ন অন্যান্য ব্যক্তি যাহারা প্রেত কার্য্যের অধিকারী তাহাদেরও লক্ষ্য করা হইয়াছে; অবশ্য তাহাদের মধ্যে কাহারও পক্ষে উহা করা যদি বিশেষ বচন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। ২৩৮

(যে লোক শ্রাদ্ধভোজন করিয়া উচ্ছিষ্ট অন্ন শূদ্রকে খাইতে দেয় সেই মূঢ় কালসূত্র নামক নরকে যায়, সেখানে তাহার মাথাটী থাকে নীচু দিকে আর পাদুখানি থাকে উপর দিকে, এই অবস্থায় তাহাকে থাকিতে হয়।)

(মেঃ)—যদিও এখানে শ্রাদ্ধভোজনকারীর পক্ষে দোষ বলা হইতেছে বটে তথাপি শ্রাদ্ধকর্ত্তার পক্ষেই এই নিষেধটী পালন করিবার উপদেশ; সুতরাং ঐ শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তির এ সম্বন্ধে

সাবধান হওয়া উচিত, যাহাতে সে শূদ্রকে ঐ শ্রাদ্ধোচ্ছিষ্ট অন্ন না দেয় সেইরূপ করা উচিত। ঋত্বিক্ সম্বন্ধে যে নিয়ম আছে তাহা যেমন যজমানের কর্ত্তব্য, ইহাও সেই প্রকার। "বৃষল" ইহার অর্থ শূদ্র। "অবাক্‌শিরাঃ"=যাহার পদদ্বয় ঊর্দ্ধ্ব দিকে থাকে। সপিণ্ডীকরণের কথা আগে বলা হইতেছিল, এটী তাহারই পক্ষে নিয়ম, পাছে কেহ এইরূপ বুঝে এই জন্য এখানে 'শ্রাদ্ধ' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে; (শ্রাদ্ধ মাত্রেই ইহা অনুসরণীয়)। ২৩৯

(যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া সেই দিন বৃষলীগমন করে তাহার পিতৃপুরুষগণ ঐ বৃষলীর বিষ্ঠায় সমগ্র সেই মাসটী শয়ন করিতে বাধ্য হন।)

(মেঃ)—'বৃষলী' এ শব্দটী ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ যে কোন জাতীয় স্ত্রীলোক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রাচীনগণ এইরূপ বলেন। যে স্ত্রীলোক "বৃষস্যতি" অর্থাৎ কামভাবের দ্বারা স্বামীকে বিচলিত করে সে বৃষলী। সেরকম নারী ব্রাহ্মণীই হউক অথবা অন্য জাতীয়াই হউক তাহার সহিত সংসর্গ করা সেদিন নিষিদ্ধ। এইজন্য অন্য স্মৃতি মধ্যে এইরূপ বচন আছে "সে দিনে ব্রহ্মচারী হইয়া সংযত থাকিবে"। "বৃষলীতল্প" এখানে 'তল্প' শব্দটী দ্বারা মৈথুনসংযোগ লক্ষ্য করা হইয়াছে। কেবলমাত্র যে তাহার শয্যায় আরোহণ করা নিষিদ্ধ তাহা নহে। "তদহঃ" এখানে যে 'অহ' শব্দটী রহিয়াছে উহা অহোরাত্রের উপলক্ষণ। কেবলমাত্র দিবাভাগেই নিষিদ্ধ নহে কিন্তু রাত্রিতেও উহা নিষিদ্ধ। "পুরীষে" ইত্যাদি অংশে যাহা বলা হইয়াছে তাহা উক্ত কর্ম্মের নিন্দার্থবাদ, উহা হইতে নিবৃত্ত করাই ইহার তাৎপর্য্য। "পিতরঃ তস্য"=ঐ শ্রাদ্ধ-ভোজনকারীর পিতৃপুরুষগণ। ইহাও ঐ অর্থবাদরূপে ব্যাখ্যেয়। তবে এস্থলে এইরূপ বলাই সঙ্গত যে এই নিয়মটী উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য। ইহা শ্রাদ্ধভোজনকারীর পক্ষে নৈমিত্তিক ধর্ম্ম; শ্রাদ্ধভোজনরূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে তাহার পক্ষে ইহা পালনীয়রূপে বিহিত হইতেছে। আবার প্রকরণ অনুসারে ইহা কর্ম্মার্থ (ইহা দ্বারা সেই কর্ম্মটীর বৈগুণ্য ঘটে; কাজেই শ্রাদ্ধকারীর পক্ষেও ইহা পালনীয়)। ২৪০

(ব্রাহ্মণগণকে 'স্বদিতং' অর্থাৎ ভাল লাগিয়াছে ত, এই প্রকার প্রশ্ন করিয়া তাহার পর তাঁহাদিগকে তৃপ্ত জানিয়া আচমন করাইবে। তাঁহারা আচমন করিলে তাঁহাদিগকে বলিবে "অভিরম্যতাম্"=বিশ্রাম করুন।)

(মেঃ)—আচমন করিবার জল, অন্ন এবং পানীয় দিয়া 'স্বদিতম্' এই শব্দটী উচ্চারণ করিয়া প্রশ্ন করিবে। অন্য স্মৃতি মধ্যে যেরূপ নির্দ্দেশ আছে তদনুসারে অন্ন লইয়া এই প্রকার প্রশ্ন করিতে হয়। কারণ, কাহারও কাহারও এইরূপ স্বভাব যে আরও কিছু অন্ন খাইবার জন্য লইতে ইচ্ছা থাকিলেও তাহা যদি নিকটে না থাকে তাহা হইলে কষ্ট করিয়া আর খোঁজ করেন না, দিবার কথা আর বলেন না; কিন্তু তাহা যদি কাছে থাকে তাহা হইলে গ্রহণ করেন। "তৃপ্তানাচাময়েৎ"=তাঁহারা তৃপ্ত হইলে তাঁহাদিগকে আচমন করাইবে। কেহ কেহ বলেন এক্ষণে "তৃপ্তাঃ স্থ"=আপনারা তৃপ্ত হইয়াছেন ত, এই শব্দটী উচ্চারণ করিয়া প্রশ্ন করিবে। তাহার পর তাঁহারা তৃপ্ত হইয়াছেন জানিয়া "স্বদিতং" এই শব্দটী উচ্চারণ করিয়া বর্দ্ধিত করিবে। অগ্রে ইহা আচার্য্য স্বয়ং বলিবেন—"পিতৃ কর্ম্মে 'স্বদিতং' এই কথাটী বলিতে হইবে"। তাঁহারা আচমন করিলে তাঁহাদিগকে বলিবে—"অভিতঃ"=উভয় স্থলে এখানেই হউক অথবা নিজ গৃহেই হউক খুসিমত "রম্যতাম্"=বসুন—বিশ্রাম করুন। ২৪১

(তাহার পর সেই ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধকারীকে বলিবেন "স্বধা অস্তু"। যেহেতু সকল পিতৃকৃত্য স্থলেই স্বধা শব্দ উচ্চারণ করাটী হইতেছে শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ।)

(মেঃ)—ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিয়া গৃহগমনের অনুজ্ঞা পাইলে তাহার পর 'স্বধা' এই কথাটী বলিবেন। 'স্বধা' শব্দটী উচ্চারণ করা শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। "সর্ব্বেষু পিতৃকর্ম্মসু"= শ্রাদ্ধটী পক্বান্ন দ্বারাই করা হউক অথবা অপক্ক অন্ন (আমান্ন দ্বারাই) করা হউক—শ্রাদ্ধ মাত্রেই ইহা প্রয়োজ্য। ২৪২

(তাঁহারা ভোজন করিলে পর তদনন্তর অবশিষ্ট অন্নের কথা তাঁহাদিগকে জানাইবে। তাহাতে তাঁহারা যেরূপ বলেন সেই ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া তাহার পর সেই অন্ন সেইভাবে ব্যবহার করিবে।)

(মেঃ)—ভুক্তাবশিষ্ট অন্নের কথা তাঁহাদিগকে জানাইবে; তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে—('ইহা আছে কি করিব')। তাহার পর তাঁহাদের অনুজ্ঞা পাইয়া তাঁহারা যেরূপ বলেন সেইরূপ করিবে। কাজেই অনুমতি না পাইলে তাহা অন্যরূপে ব্যবহার করা চলিবে না। ২৪৩

(পিতৃকার্য্যে 'স্বদিত' এইরূপই বলিতে হয়, গোষ্ঠ শ্রাদ্ধে 'সুশৃত' বলিতে হয়, অভ্যুদয় শ্রাদ্ধে 'সম্পন্ন' বলিতে হয় এবং দৈব শ্রাদ্ধে 'রুচিত' বলিতে হয়।)

(মেঃ)—সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত অন্য ব্যক্তিও এই সমস্ত শব্দ বলিয়া আনন্দ উৎপাদন করিবে। কেহ কেহ বলেন, এই সমস্ত শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভোজনাদিতে যাহাতে প্রবৃত্ত হয় সেইরূপ করিতে হইবে। কাজেই শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি পরিতৃষ্ট হইয়া বলিবেন—'আপনারা আরও ভোজন করুন—ভাল খাওয়া হয় নাই'। এখানে "স্বদতু" এইরূপ পাঠও আছে। ইঁহারা যে এখানে এই প্রকার অর্থ দেখাইয়া ব্যাখ্যা করেন, ইহা অন্য স্মৃতিবচন কিংবা শিষ্টাচার দ্বারা সমর্থিত হয় কি না তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক। অতএব ব্রাহ্মণগণ ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে শ্রাদ্ধকারীই হউক অথবা অন্য কেহই হউক এইভাবে তাঁহাদিগকে প্রীত করিবে। "গোষ্ঠে"=একধারে গরুগুলি দাঁড়াইয়া থাকিলে (কুল্লুকভট্ট মতে—গোষ্ঠশ্রাদ্ধে) 'সুশৃত' এই কথা বলিবে। এখানে "স্বদিতম্" ইত্যাদি সবকয়টী স্থলেই 'অস্তু' এই পদটীও আছে বুঝা যাইতেছে। 'দৈব শ্রাদ্ধ' স্থলে 'রুচিত' অথবা 'রোচিত' বলিতে হয়। ২৪৪

(অপরাহ্নকাল, কুশ, গৃহ সম্মার্জন ও লেপন, তিল, যথাশক্তি অকার্পণ্যে দান, অন্নসংস্কার-পারিপাট্য এবং উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ—এগুলি শ্রাদ্ধ কর্ম্মের সম্পৎস্বরূপ—ফলবৃদ্ধিকারক।)

(মেঃ)—অপরাহ্নকালে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। "শ্রাদ্ধকর্ম্মসু সম্পদঃ"=শ্রাদ্ধকর্ম্মে এই বস্তুগুলি সম্পাদন করা উচিত। যদিও এখানে 'অপরাহ্ন' কালটী সাধারণভাবে সকল শ্রাদ্ধের বিহিত কাল বলা হইয়াছে তথাপি সকল শ্রাদ্ধই অপরাহ্নকালে কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু এ সম্বন্ধে স্মৃত্যন্তরে এইরূপ বচন রহিয়াছে,—"দেবকার্য্য পূর্ব্বাহ্নে করিতে হয়, পিতৃকার্য্য অপরাহ্নে কর্ত্তব্য, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ মধ্যাহ্নে এবং বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ প্রাতঃকালে করণীয়"। "বাস্তুসম্পাদনং" =বাস্তু অর্থাৎ গৃহ তাহার সম্পাদন অর্থাৎ চূণ প্রভৃতি দ্বারা দেওয়াল সম্মার্জ্জন (চূণকাম) করা, গোময় দ্বারা ভূমি লেপন করা এবং সেই ভূমিটী হইবে দক্ষিণ দিকে ঢালু। "সৃষ্টি" ইহার অর্থ ত্যাগ অর্থাৎ কৃপণতা না করিয়া অন্নব্যঞ্জন দান করা। "মৃষ্টি" ইহার অর্থ মার্জ্জন অর্থাৎ বিশেষভাবে অন্নসংস্কার করা। কেহ কেহ "শ্রাদ্ধসর্ম্মসু সম্পদঃ" ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—'ইহা সম্পৎ' অর্থাৎ বিভবশক্তি; তাই বলিয়া এগুলি না থাকিলে যে শ্রাদ্ধ করিবে না তাহা নহে। ২৪৫

(কুশ, 'পবিত্র', পূর্ব্বাহ্নকাল, সর্ব্বপ্রকার হবিষ্যান্ন, পবিত্রতা এবং পূর্ব্বশ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, এইগুলি সব হব্যসম্পৎ অর্থাৎ দেবকর্ম্মে প্রশস্ত।)

(মেঃ)—"দর্ভাঃ" ইহার অর্থ প্রসিদ্ধ (কুশ)। "পবিত্রং" ইহার অর্থ মন্ত্র। "হবিষ্যাণি"= যাহা হবির্দ্রব্যের পক্ষে হিতকর অর্থাৎ উপযুক্ত, সেগুলির সম্বন্ধে পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইবে। "পবিত্রং"=পবিত্রতা—শুদ্ধাচার। "যচ্চ পূর্ব্বোক্তং"=পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে যাহা বলা হইল, যেমন, বাস্তুসম্পাদন, সৃষ্টি, মৃষ্টি, এবং শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচার পরায়ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এগুলি সব "হব্য সম্পদঃ"=হব্যের সম্পৎ; 'হব্য' ইহার অর্থ দেবতার উদ্দেশে যে যাগাদি এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়। এখানে 'হব্য' শব্দটী দৈবকর্ম্মের উপলক্ষণ। ২৪৬

(মুনির অন্ন, দুগ্ধ, সোমলতা, অবিকৃত মাংস এবং অক্ষার লবণ—এইগুলি স্বভাবতঃ সাধারণভাবে হবিষ্য বলিয়া ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—"মুন্যন্ন"=মুনির অন্ন; 'মুনি' ইহার অর্থ বানপ্রস্থাশ্রমী; তাঁহার অন্ন, যেমন বন সঞ্জাত নীবারধান্য প্রভৃতি। ইহা কিন্তু গ্রাম্য ব্রীহি প্রভৃতি শস্যেরও উপলক্ষণ। এই জন্য

পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে "হবিষ্যাণি চ সর্ব্বশঃ" এখানে 'সর্ব্ব' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে (গ্রাম্য এবং আরণ্য সকল প্রকার শস্য যাহা মুনির খাদ্য)। কয়েকটী শ্লোক পরে "হবির্যচ্চিররাত্রায়" =যে হবিষ্য দ্রব্য দীর্ঘকালব্যাপী ফলপ্রদ ইত্যাদি সন্দর্ভে আরম্ভ করিয়া "তিলৈর্ব্রীহিযবৈর্মাষৈঃ" ইত্যাদি অংশে গ্রাম্য শস্যগুলিকেও হবিষ্য দ্রব্যের মধ্যে বলা হইয়াছে। "পয়ঃ"=দুগ্ধ এবং দুগ্ধসঞ্জাত দধি প্রভৃতি; কারণ অন্য স্মৃতি বচনে এবং শিষ্টাচারে উহাও হবিষ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। "সোম", ইহা ওষধি বিশেষ। "অনুপস্কৃত" ইহার অর্থ অবিকৃত যাহা প্রতিষিদ্ধ নহে; কসাইখানার মাংসাদি অনুপস্কৃত। "অক্ষারলবণং"=অক্ষার লবণ;—। এস্থলে এইরূপ সন্দেহ হয়,—'অক্ষার লবণ' ইহা কি স্বল্পবগর্ভ নঞ্ সমাস? অথবা ইহা শুদ্ধ নঞ্ সমাস? ইহা ক্ষার লবণ হইতে স্বতন্ত্র একটী লবণ বিশেষ, যাহার জন্য ইহা ভোজন করা অনুমোদিত। ইহা বিশেষ একপ্রকার লবণই হওয়া উচিত। যদি এখানে স্বল্পবগর্ভ নঞ্ সমাস হয় তাহা হইলে দুইটী 'বৃত্তি' আশ্রয় করিতে হয় এবং 'ক্ষার' ও 'লবণ' এই দুইটী পদের প্রত্যেকটীর সহিত 'নঞ্' পদটীর ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধও স্বীকার করিতে হয়; ইহাতে গৌরব (আধিক্য) হইয়া থাকে। (কাজেই 'যাহা ক্ষারলবণ নহে' তাহাই 'অক্ষারলবণ' এইভাবে এখানে শুধু নঞ্ সমাসই স্বীকার্য্য)। "প্রকৃত্যা হবিঃ"=স্বভাবতঃ (সাধারণভাবে) হবিষ্য; যদি কোন বিশেষ নির্দ্দেশ না থাকে তাহা হইলে ইহা হবিষ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। "হবিষ্য খাইয়া থাকে", "হবিষ্য প্রাতরাশ হইতে ভোজন করিতেছে" ইত্যাদি প্রকারে সাধারণভাবে যেসব নির্দ্দেশ আছে তথায় হবিষ্য শব্দের এইরূপই অর্থ বুঝিতে হইবে। ২৪৭

(সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধি বিদায় দিয়া, পাঠাইয়া দিয়া সংযতভাবে দক্ষিণদিকে ফিরিয়া পিতৃগণের নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করিবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্ব শ্লোকটীতে যাহা বলা হইল তাহা প্রাসঙ্গিক। এক্ষণে আলোচ্য বিষয়টীরই অবশিষ্ট অংশ বলিতেছেন। "বিসর্জ্জ্য" ইহার অর্থ 'খুসিমত বিশ্রাম করিতে বলিয়া'। "ব্রাহ্মণান্ তান"=যে ব্রাহ্মণগুলি ভোজন করিলেন তাঁহাদিগকে। তাহার পর দক্ষিণ দিক্ অবলোকন করিতে থাকিয়া "ইমান্ বরান্"=এই অভিলষিত বিষয়গুলি "পিতৄন্ যাচেত"—নিজ পিতৃপুরুষগণের নিকট প্রার্থনা করিবে। নিজ পিতৃপুরুষগণকে চিন্তা করিতে করিতে 'আপনারা প্রসন্ন হইলে আমাদের এই সকল বিষয় পূর্ণ হউক' এইভাবে প্রার্থনা করিতে হইবে। ২৪৮

(আমাদের বংশে অধিক দাতা হউক, বেদাধ্যয়ন এবং সন্তান সন্ততি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা যেন আমাদের ক্ষুণ্ণ না হয় এবং দান করিবার উপযুক্ত প্রচুর দ্রব্য আমাদের থাকুক।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটী মন্ত্রের ন্যায় পাঠ করিতে হইবে। ২৪৯

(এইভাবে পিণ্ডদান সম্পন্ন করিয়া সেই বর প্রার্থনার পর সেই পিণ্ডগুলিকে কোন গরু, ব্রাহ্মণ কিংবা ছাগকে দিয়া খাওয়াইবে অথবা সেগুলি আগুনে কিংবা জলে ফেলিয়া দিবে।)

(মেঃ)—"তদনন্তরং" ইহার অর্থ ঐ বর প্রার্থনা করিবার পর। "পিণ্ডান্"=পিতৃগণের উদ্দেশে যে পিণ্ডদান করা হইয়াছিল সেই পিণ্ডগুলি গবাদি প্রাণীকে দিয়া খাওয়াইবে। অগ্নিকে খাওয়াইবে,—অগ্নিতে প্রক্ষেপ করাই অগ্নিকে খাওয়ান। এস্থলে "প্রাশয়েৎ" ইহার বদলে "প্রাপয়েৎ" এইরূপ পাঠান্তরও আছে। ২৫০

(কেহ কেহ ব্রাহ্মণ ভোজনের পর পিণ্ডদান করেন। আবার কেহ কেহ ঐ পিণ্ডগুলি পাখীদের খাইতে দেন অথবা তাহা আগুনে কিংবা জলে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—"পরস্তাৎ" ইহার অর্থ ব্রাহ্মণ ভোজনের পরে—ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইলে কেহ কেহ হবির্দ্রব্য সম্পাদন করেন। "বয়োভিঃ" ইহার অর্থ পাখীদের দিয়া, "খাদয়ন্তি অন্যে"=অন্য কেহ কেহ খাওয়াইয়া থাকেন। পূর্ব্ব শ্লোকে পিণ্ডের যেরূপ প্রতিপত্তি (সদ্‌গতি) বলা হইয়াছে তাহার উপর অধিক এই দুইটী প্রতিপত্তি। "অনলঃ"=অগ্নি; ইহা পূর্ব্ববর্ণিতেরই

অনুবাদ। ব্রাহ্মণ ভোজনের পরে এই যে পিণ্ডদান বিধি ইহাও ঐ ব্রাহ্মণগণের উচ্ছিষ্ট সমীপে করাই শাস্ত্রসম্মত। ২৫১

(পিতৃকার্য্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং তাহাতে ব্যাপৃত পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নী যদি পুত্রসন্তান কামনা করেন তাহা হইলে তিনি ঐ পিণ্ডত্রয়ের মধ্যম পিণ্ডটী সম্যক্ অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক ভক্ষণ করিবেন।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে প্রতিপত্তি বলা হইল উহা আদিম এবং অন্তিম এই দুইটী পিণ্ডের পক্ষেই প্রয়োজ্য। কিন্তু ঐগুলির মধ্যে মধ্যম পিণ্ডটীকে—যেটী মধ্যম সেইটীকে মাত্র ধর্ম্মপত্নী পুত্রসন্তান কামনায় খাইতে পারে—যে পত্নী কাম এবং অর্থের বশীভূত হয় না। কেবল স্বামীরই পরিচর্য্যা করা আমার কর্ত্তব্য, মনে মনেও ব্যভিচার করা আমার উচিত নহে, এই প্রকার নিয়ম যে স্ত্রীলোক অবলম্বন করিয়াছে সে 'পতিব্রতা'=পতিপরায়ণা। "পিতৃপূজনে"= শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে "তৎপরা"=শ্রদ্ধাযুক্তা। যে স্ত্রী যত্নসহকারে পিতৃগণের আরাধনায় নিযুক্ত হয়,—। "সম্যক্=আচমনাদি বিধি অনুসারে নিয়মপালনপূর্ব্বক সেই পত্নী উহা "অদ্যাৎ"=ভোজন করিবে। ২৫২

(ঐভাবে পিণ্ড ভক্ষণ করিলে তিনি যে পুত্র প্রসব করিবেন সে আয়ুষ্মান্, যশস্বী, মেধাবী, ধনবান্, প্রজাসম্পন্ন, সাত্ত্বিক এবং ধার্ম্মিক হইবে।)

(মেঃ)—সেই পিণ্ড ভক্ষণ করিয়া "সুতং সূতে"=পুত্র প্রসব করিবে। 'মেধা' ইহার অর্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার শক্তি; সেই শক্তি দ্বারা যে সমন্বিত অর্থাৎ যুক্ত সে "মেধাবী"; 'সত্ত্ব' ইহা একটী গুণ বিশেষ, ইহা সাংখ্যশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ; ইহার দ্বারা অস্তিত্ব, ধৈর্য্য, উৎসাহ প্রভৃতি সূচিত হয়: সেই সত্ত্বগুণযুক্ত যে তাহাকে সাত্ত্বিক বলে। ২৫৩

(পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পিণ্ডগুলির প্রতিপত্তি অর্থাৎ সদ্‌গতি করিবার পর হস্তদ্বয় প্রক্ষালণ করিয়া আচমন করিবে এবং জ্ঞাতিগণকে ভোজন করাইবে। জ্ঞাতিগণকে সমাদর-পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া বান্ধবগণকেও ভোজন করাইবে।)

(মেঃ)—পিণ্ডগুলির সদ্‌গতি করা হইলে পর সেই হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। তাহার পর আচমন অনুষ্ঠান করিবে। "জ্ঞাতিপ্রায়ং"=যাহা জ্ঞাতিগণের নিকট 'প্রৈতি'=উপস্থিত হয় তাহা 'জ্ঞাতিপ্রায়'; সেইরূপ করিবে অর্থাৎ জ্ঞাতিগণকে দিবে। তাহাদিগকে সৎকার (সমাদর) করিয়া (ভোজন করাইয়া) বান্ধবগণকে দিবে। 'জ্ঞাতি' হইতেছে সগোত্র ব্যক্তিরা, আর 'বান্ধব' হইতেছে মাতৃপক্ষীয় এবং শ্বশুরপক্ষীয় লোকেরা। এস্থলে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, পূর্ব্বে যে বলা হইল অনুমতি চাহিবার পর ব্রাহ্মণগণ যেরূপ বলিবেন সেইরূপ করিবে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যদি তাঁহারা বলেন, এই অবশিষ্ট অন্নাদি আমাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দাও তাহা হইলে 'বৈশ্বদেব হোম' প্রভৃতি অন্নসাধ্য যে কৃত্যগুলি রহিয়াছে সেগুলির কি গতি হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, ঐ কর্ম্মের নিমিত্ত আবার অন্ন পাক করিতে হইবে। অথবা, ব্রাহ্মণগণকে ঐভাবে যে অন্ন শেষ আছে ইহা নিবেদন করা হয়, ইহা অদৃষ্টার্থক; কাজেই নিত্যকর্ম্মের ন্যায় উহাও অবশ্য কর্ত্তব্য (তাঁহাদিগকে অবশ্যই জানাইতে হইবে)। আর ঐভাবে "শেষমন্নমপ্যস্তি ক দেয়ম্" এইরূপ জিজ্ঞাসা করা হইলে তাঁহাদিগকেও ইহার উত্তরে এইরূপ বলিতে হইবে যে "ইষ্টেভ্যো দীয়তাম্"=ইষ্ট ব্যক্তিদের উহা দেওয়া হউক। কিন্তু যদি তাঁহারা উহা বাড়ী লইয়া যান তাহা হইলে আর "ইষ্টেভ্যো দীয়তাম্" একথা বলা হয় না। ইহাতে ঐ কাজটী বৈকল্পিক হইয়া পড়ে (তাহা হইলে আর উহা 'নিত্য' কর্ম্ম হয় না)। ২৫৪

(যতক্ষণ না ব্রাহ্মণগণ চলিয়া যান ততক্ষণ তাঁহাদের সেই উচ্ছিষ্ট পড়িয়া থাকিবে। তাহার পর তাঁহারা চলিয়া গেলে ঐ উচ্ছিষ্ট মার্জ্জনা করিয়া 'গৃহবলি' অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই ঋষিনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম।)

(মেঃ)—ভোজন করিবার কালে যাহা কিছু ভোজন পাত্রে সংলগ্ন থাকে এবং ভূমির উপর পতিত হয়, যতক্ষণ না ব্রাহ্মণগণ সেই স্থান হইতে চলিয়া যান, ততক্ষণ তাহা পরিষ্কার করিবে না। "ততঃ=তাহার পর অর্থাৎ শ্রাদ্ধ কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া গেলে পর "গৃহবলিং

কুর্য্যাৎ"=বৈশ্বদেব হোম এবং প্রতিদিন কর্ত্তব্য যে অতিথি ভোজন প্রভৃতি কর্ম্ম তাহা করিবে। এখানে 'বলি' শব্দটী অনন্তরকরণীয় কর্ম্মগুলির মধ্যে একটী দৃষ্টান্ত মাত্র। (সুতরাং কেবল গৃহবলিই নয় কিন্তু অন্যান্য কৃত্যগুলিও কর্ত্তব্য)। কেহ কেহ এখানে এইরূপ বলেন যে, 'বলি' শব্দটীর ভূতযজ্ঞরূপ অর্থটীই অধিক প্রসিদ্ধ। এজন্য উহা শ্রাদ্ধের পরে কর্ত্তব্য হইলেও অগ্নিতে যে বৈশ্বদেব হোম করা হয় তাহা শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে করিলে শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয় না। আর ইহাতে এরূপ আপত্তি করা সঙ্গত হইবে না যে, পিতৃকৃত্য শ্রাদ্ধরূপ একটী কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া তাহার মাঝখানে বৈশ্বদেব হোমরূপ অপর একটী কর্ম্ম করা যায় কিরূপে (কারণ ইহা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ)? যেহেতু দ্ব্যহকল্পে (দুই দিনে একটী শ্রাদ্ধ সাঙ্গ হয় এই পক্ষে) যেমন আগের দিন ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া রাখা হইলেও ঐ আগের দিনটীর সায়ংকালে এবং কর্ম্ম দিবসের প্রাতঃকালে হোম করা হয় ইহাতে উহা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের বিরোধী হয় না সেইরূপ বৈশ্বদেব হোমও উপসর্দাগ্নিতে করা হয়, তাহা বিরুদ্ধ হয় না। এইজন্য ভূতযজ্ঞ এবং তাহার পরবর্ত্তী কৃত্যগুলিরই উৎকর্ষ হয় (সেইগুলিই শ্রাদ্ধের পরে কর্ত্তব্য) কিন্তু উহার পূর্ব্ববর্ত্তী অনুষ্ঠানগুলির উৎকর্ষ হইবে না। যাঁহারা এইরূপ বলেন তাঁহাদের এইপ্রকার উক্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, যদি শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে অগ্নিতে বৈশ্বদেব হোম করা হয় এবং তাহার পর শ্রাদ্ধ সারিয়া বলিপ্রদান (ভূতবলি) করা হয় তাহা হইলে দেবযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞের মধ্যে ব্যবধান পড়িয়া যায়। আর তাহা হইলে ঐ দুইটী কর্ম্মের মধ্যে আনন্তর্য্যরূপ যে ক্রম আছে (দেবযজ্ঞের পরক্ষণেই ভূতযজ্ঞ কর্ত্তব্য, এইরূপ যে ক্রম নিয়ম আছে) তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার বৈশ্বদেব যজ্ঞের কালটীর যদি বাধা জন্মান না হয় তাহা হইলে পিতৃ শ্রাদ্ধের কাল উত্তীর্ণ হইয়া যায়। অতএব পঞ্চমহাযজ্ঞের যাহা কিছু অনুষ্ঠান তাহা শ্রাদ্ধের পরেই কর্ত্তব্য। ২৫৫

(যে হবির্দ্রব্য পিতৃগণকে প্রদান করিলে তাহা তাঁহাদের দীর্ঘকাল তৃপ্তিদায়ক এবং যাহার ফলও অনন্ত হয় তাহা আমি সমগ্রভাবে বলিতেছি।)

(মেঃ)—"চিররাত্রায়" এখানে 'চিররাত্র' এই শব্দটীর অর্থ দীর্ঘকাল। "যচ্চ আনন্ত্যায় কল্পতে"=এবং যাহা পিতৃগণের দীর্ঘকাল তৃপ্তিদায়ক হয় সে দুইটী বিষয়ই আমি বলিতেছি। মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য এইরূপ বলা হইল। ২৫৬

(তিল, যব, ব্রীহি, মাষকড়াই, জল, মূল এবং ফল এইগুলি বিধিপূর্ব্বক প্রদান করা হইলে পিতৃগণ মানবের উপর এক মাসকাল প্রীত থাকেন।)

(মেঃ)—এখানে যে তিল প্রভৃতি শস্যের উল্লেখ করা হইয়াছে উহা দ্বারা যে অন্য জাতীয় ধান্য নিষিদ্ধ হইতেছে তাহা নহে কিন্তু ঐগুলি প্রদান করিলে বিশেষ ফলপ্রাপ্তি ঘটে ইহা জানাইয়া দিবার জন্যই ঐগুলি নাম ধরিয়া বলা হইয়াছে। এই দ্রব্যগুলি বিধিপূর্ব্বক প্রদত্ত হইলে এক মাসকাল পিতৃগণ প্রীত থাকেন। এখানে "বিধিবৎ পিতরঃ নৃণাম্" ইত্যাদি পদগুলি অনুবাদস্বরূপ; ইহা শ্লোক পূরণার্থক। ২৫৭

(মৎস্যমাংসে পিতৃগণের দুই মাসকাল প্রীতি থাকে, হরিণ মাংসে তিন মাস, মেষমাংসে চারি মাস এবং বন্যকুক্কুটাদি পক্ষীর মাংসে পিতৃগণ পাঁচ মাস প্রীতি অনুভব করেন।)

(মেঃ)—'উরভ্র' অর্থ মেষ। 'শকুন' বলিতে বন্যকুক্কুটাদি বন্য পক্ষী। 'মৎস্য'—যেমন বোয়াল মাছ প্রভৃতি। ২৫৮

(ছাগ মাংসে ছয় মাস, 'পৃষত' মৃগের মাংসে সাত মাস, 'এণ' মৃগের মাংসে আট মাস এবং 'রুরু' মৃগের মাংসে নয় মাস পরিতৃপ্ত থাকেন।)

(মেঃ)—'রুরু, পৃষত এবং এণ' এই শব্দগুলি বিশেষ বিশেষ জাতীয় মৃগবোধক। রৌরব, পার্ষত এবং ঐণেয়—এই তিন স্থলে বিকারার্থে তদ্ধিতপ্রত্যয় হইয়াছে। ২৫৯

(বরাহ এবং মহিষের মাংসে দশ মাস আর শশক ও কূর্ম্মের মাংসে এগার মাস প্রীতি অনুভব করেন।)

(মেঃ)—'বরাহ' বলিতে বন্যবরাহ লক্ষ্য করা হইয়াছে। ২৬০

(গোদুগ্ধ এবং পায়স ইহা দ্বারা পিতৃগণ সম্বৎসর তৃপ্ত থাকেন; আর বৃদ্ধ ছাগের মাংসে দ্বাদশ বৎসরব্যাপী তৃপ্তি লাভ করেন।)

(মেঃ)—সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারা যে সম্বন্ধ অভিহিত হয় এবং অনুমান দ্বারা যে সম্বন্ধ বোধগম্য হয় ইহার মধ্যে শব্দাভিহিত সম্বন্ধটীই প্রবল; এই জন্য এখানে "গব্যেন পয়সা"=গোদুগ্ধের দ্বারা, এইভাবে এই পদদ্বয়ের সম্বন্ধ হইবে, কিন্তু প্রকরণ অনুসারে প্রাপ্ত যে 'মাংস' তাহার সহিত "গব্যেন" ইহার সম্বন্ধ হইবে না। (কাজেই "গব্যেন মাংসেন"=গোমাংসের দ্বারা, এরূপ অন্বয় হইবে না)। কেহ কেহ কিন্তু এখানে "পায়সেন চ" এই "চ" শব্দটীকে সমুচ্চয়ার্থক ধরিয়া এইভাবে ব্যাখ্যা করেন, 'গব্য মাংস, গব্য দুগ্ধ এবং গব্য পায়স দ্বারা'। "পায়স" ইহার অর্থ পয়োবিকার অর্থাৎ দুগ্ধসঞ্জাত দ্রব্য, যেমন দধি প্রভৃতি। আর 'পয়ঃ (দুগ্ধ) দ্বারা সুসম্পাদিত অন্ন' অর্থে যে পায়স তাহা প্রসিদ্ধ। 'বাধ্রীনস' ইহার অর্থ বৃদ্ধ ছাগ। এ সম্বন্ধে নিগম মধ্যে এইরূপ উক্তি আছে, "যে ছাগল জল পান করিতে গেলে তাহার তিনটী অয়ব জল স্পর্শ করে, যাহার ইন্দ্রিয়সকল ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, এতাদৃশ শ্বেত বর্ণ বৃদ্ধ যে ছাগ তাহাকে যাজ্ঞিকগণ পিতৃকৃত্যে ব্যবহার্য্য 'বাধ্রীনস' বলিয়া থাকেন"। জল পান করিতে গেলে যাহার 'কর্ণদ্বয় এবং জিহ্বা' এই তিনটী গাত্র জল স্পর্শ করে তাহাকে বলে 'ত্রিপিব', কারণ, সে তিনটী অঙ্গ দ্বারা পান করে। শঙ্খ বলিয়াছেন গোমাংস ভক্ষণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; ইহা মধুপর্ক এবং অষ্টকা শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্যস্থলে প্রয়োজ্য। ২৬১

(কাল শাক, শাজারু, গণ্ডার, লোহিত ছাগের মাংস, মধু এবং সর্ব্বপ্রকার মুনিজনোচিত অন্ন এগুলি অনন্ত তৃপ্তিপ্রদ হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—"কাল শাক"; ইহা প্রসিদ্ধ বিশেষ এক প্রকার শাক। অথবা কৃষ্ণ বাস্তুক শাকেরই (বেতো শাক) জাতিভেদ। "মহাশল্ক" বলিতে শল্যক (শাজারু) কথিত হয়। অথবা ইহার অর্থ শল্কযুক্ত মৎস্য বিশেষ। "খড়্গ" ইহার অর্থ গণ্ডার। "লোহামিষম্"=লোহের মাংস; লোহ=কৃষ্ণবর্ণ অথবা সর্ব্বাঙ্গ লোহিত বর্ণ ছাগ। এই জন্য পুরাণ মধ্যে কথিত হইয়াছে,—"কৃষ্ণবর্ণ এবং লোহিত বর্ণ ছাগের মাংস অনন্ত তৃপ্তিপ্রদ"। 'লোহ' শব্দটীতে লক্ষণা করিয়া লোহবর্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) এবং সেইরূপ বর্ণবিশিষ্ট ছাগ বুঝায়। লোহ কৃষ্ণবর্ণ এবং তাম্র লোহিতবর্ণ; এই উভয় অর্থেই 'লোহ' শব্দটীর প্রয়োগ হইয়া থাকে। যদিও মেষ প্রভৃতি পশুরও এই প্রকার বর্ণ হইতে পারে তথাপি অন্য স্মৃতি মধ্যে যেরূপ প্রসিদ্ধি আছে তদনুসারে উহা এখানে ছাগ অর্থেই গ্রহণীয়। অন্য কেহ কেহ বলেন 'লোহপৃষ্ঠ' এই নামে প্রসিদ্ধ একপ্রকার পক্ষীকে এখানে সংক্ষেপে 'লোহ' বলা হইয়াছে; যেমন 'দেবদত্ত'কে 'দত্ত' বলিয়াও ডাকা হয়। তবে উক্ত উভয়প্রকার অর্থেরই সমর্থনকল্পে শিষ্টাচার (শিষ্টপ্রয়োগ) আছে কিনা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। 'মধু' ইহার অর্থ মাক্ষিক (মৌচাক হইতে সংগৃহীত রস)। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, বিশেষ বিশেষ দ্রব্যে বিশেষ বিশেষ কাল ধরিয়া তৃপ্তি অনুভব করেন, এই প্রকার যাহা বলা হইল ইহার সকল স্থলেই যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণীয় নহে (ঐ বিশেষ বিশেষ সময়েতে তাৎপর্য্য নাই); কিন্তু ঐগুলি দ্বারা তাঁহাদের অতিশয় প্রীতি জন্মে, ইহাই হইতেছে আসল বক্তব্য। কারণ, বাধ্রীনসমাংসে শ্রাদ্ধ করিলে যদি দ্বাদশ বৎসর তৃপ্তি থাকে তাহা হইলে আর দ্বাদশ বৎসর শ্রাদ্ধ করিতে হয় না। ইহা কিন্তু "মরণকাল পর্য্যন্ত পিতৃপুরুষের কার্য্য অনুষ্ঠেয়" এই বচনটীর সহিত বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। ২৬২

(বর্ষাকালে মঘা নক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশী তিথিতে মধুমিশ্রিত যে কোন দ্রব্য পিতৃপুরুষগণকে দেওয়া যায় তাহা তাঁহাদের অক্ষয় তৃপ্তিপ্রদ হয়।)

(মেঃ)—"যৎ কিঞ্চিৎ"=যাহা কিছু অন্ন (খাদ্যদ্রব্য) "মধুনা মিশ্রং"=মধু সংযুক্ত করিয়া;—। ত্রয়োদশী তিথিতে, বর্ষা ঋতুতে, মঘা নক্ষত্রে,—। এখানে ঋতু, নক্ষত্র এবং তিথি এগুলির সমুচ্চয় বুঝাইতেছে অর্থাৎ একই দিনে ঐ তিনটীর সমাবেশ হওয়া আবশ্যক। আপস্তম্বের বচন অনুসারে বর্ষাকালে ত্রয়োদশী, অষ্টমী এবং দশমী তিথিতেও ঐভাবে শ্রাদ্ধ করা উচিত। ইহাতে মঘা নক্ষত্রের সমাবেশ বিবক্ষিত নহে। তবে "মঘা নক্ষত্রযুক্ত হইলে অধিক ফল" ইহাও আপস্তম্ব বলিয়া দিয়াছেন। ২৬৩

(পিতৃপুরুষগণ এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন, আমাদের বংশে কি এমন পুত্রসন্তান জন্মিবে যে বর্ষাকালে মঘাযুক্ত ত্রয়োদশীতে এবং হস্তীর ছায়া পূর্ব্বদিক্‌গত হইলে দধি, ঘৃত সমন্বিত পায়স দিয়া আমাদের তৃপ্তিসাধন করিবে।)

(মেঃ)—বর্ষাকাল প্রভৃতি ধর্ম্মযুক্ত যে ত্রয়োদশী লইয়া আলোচনা করা হইতেছে তাহারই সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইতেছে। পিতৃপুরুষগণ এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন,—। আমাদের বংশে সেইরূপ উৎকৃষ্ট গুণযুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করুক, যে পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশী তিথিতে আমাদিগকে মধু ও ঘৃতসংযুক্ত পায়স দিবে। এবং "কুঞ্জরস্য"=হস্তীর "প্রাক্‌ছায়ে"=ছায়া পূর্ব্ব দিকে যাইলে অর্থাৎ অপরাহ্নের পরবর্ত্তী সময়ে,—। কারণ দিনের শেষভাগে পূর্ব্ব দিকে হস্তীর ছায়া পড়িলে তাহা দীর্ঘ হইয়া থাকে। এখানে "প্রাক্‌ছায়াং" এইরূপ পাঠান্তরও আছে। ছায়াতেই ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান হয়। তবে ঐ ব্রাহ্মণভোজনের পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মকলাপ ঐ গজচ্ছায়ার সমীপবর্ত্তী স্থানে করা যায় যদি সবগুলি অনুষ্ঠান সেই ছায়ার মধ্যে সম্পাদন করা সম্ভব না হয়, কারণ সেগুলি অঙ্গকর্ম্ম। কিন্তু সম্ভব হইলে প্রধান কর্ম্মটী এবং তাহার অঙ্গকর্ম্মগুলি ঐ গজচ্ছায়াতেই কর্ত্তব্য। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—হস্তীচ্ছায়া বলিতে চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ বুঝায়; কারণ অসুর রাহু হস্তীর আকার ধারণ করিয়া সূর্য্যকে তমঃসমাবৃত করিয়াছিল"। এরূপ ব্যাখ্যা কিন্তু সঙ্গত নহে; যেহেতু তথায় 'হস্তী' শব্দটীর প্রয়োগ গৌণ (উহা গৌণার্থক)। বস্তুতঃ অন্য স্মৃতিমধ্যে হস্তিচ্ছায়াকে গ্রহণ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "হস্তিচ্ছায়া, চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ" ইত্যাদি বচনে উহা উল্লিখিত হইয়াছে। ২৬৪

(কোন লোক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পিতৃগণকে যাহা কিছু বিধিপূর্ব্বক সম্যক্ প্রদান করে তাহা ঐ পিতৃপুরুষগণের পক্ষে পরলোকে অনন্ত অক্ষয় তৃপ্তি সম্পাদন করে।)

(মেঃ)—"যদ্ যৎ" এখানে এই যে বীপ্সা (একাধিকবার উল্লেখ) রহিয়াছে ইহা দ্বারা যাহা নিষিদ্ধ নহে এতাদৃশ সর্ব্ববিধ অন্ন (খাদ্যদ্রব্য) প্রদান করা যায়, ইহা অনুমোদন করা হইতেছে। "বিধিবৎ" ইহা সম্যক্ এই শব্দটীরই অনুবাদস্বরূপ। "শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ"=শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া;—ইহাই এখানে বিধান করা হইতেছে। সুতরাং শ্রদ্ধাসহকারে দান করিতে হইবে। সেইভাবে যাহা দেওয়া হয় তাহা পরলোকে পিতৃগণের পক্ষে অনন্ত এবং অক্ষয় হয়। 'অনন্ত' ইহা দ্বারা কালিক সীমা নিষেধ করা হইতেছে। আর "অক্ষয়" ইহা দ্বারা পরিমাণগত ক্ষয় নিষেধ করা হইয়াছে। উহা সকল সময়ের জন্য প্রভূত পরিমাণ হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ২৬৫

(কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী বাদ দিয়া দশমী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত তিথিগুলি শ্রাদ্ধ কর্ম্মে যেমন প্রশস্ত অন্য কোন তিথি সেরূপ নহে।)

(মেঃ)- দশমী প্রভৃতি তিথিগুলিতে শ্রাদ্ধ করিলে তাহার ফল অধিক হয়, ইহা শাস্ত্রবচনের প্রামাণ্য হইতে জানা যায়। তবে শ্রদ্ধা জন্মিলে অন্য তিথিগুলিতেও শ্রাদ্ধ করা যায়। কিন্তু চতুর্দ্দশীতে শ্রাদ্ধ করাটা একেবারে নিষিদ্ধ। ২৬৬

(জোড়া তিথি এবং জোড়া নক্ষত্রে পিতৃপুরুষগণের কার্য্য করিলে লোকে সকল কাম্য বস্তু লাভ করিয়া থাকে আর বিজোড় তিথি এবং বিজোড় নক্ষত্রে পিতৃকৃত্য করিলে পরিপুষ্ট সন্তান লাভ করে।)

(মেঃ)—'যুক্ষু"=যুগ্ম দিনে,—যেমন দ্বিতীয়া, চতুর্থী প্রভৃতি জোড় তিথি। এইরূপ, 'ঋক্ষ' ইহার অর্থ নক্ষত্র; যুগ্ম নক্ষত্র—যেমন ভরণী, রোহিণী, আর্দ্রা প্রভৃতি নক্ষত্রগুলি হয় জোড় নক্ষত্র। এইরূপ, অযুক্ষু=অযুগ্ম তিথিনক্ষত্রে:—প্রতিপদ্, তৃতীয়া, পঞ্চমী, সপ্তমী, নবমী প্রভৃতিগুলি বিজোড় তিথি বলিয়া কথিত হয়। দ্বিতীয়া, চতুর্থী, ষষ্ঠী, অষ্টমী, দশমী—এগুলি যুগ্ম তিথি। নক্ষত্র স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। এইরূপ একাদশী প্রভৃতি অযুক্ (বিজোড়) তিথি এবং নক্ষত্রও দ্রষ্টব্য। "সর্ব্বান্ কামান্"=সকল প্রকার কাম্য বস্তু;—:

ঐ কাম্যবস্তুসকল ইতিহাস এবং পুরাণ মধ্যে পৃথক্‌ভাবে বলা আছে। "পুষ্কলাং প্রজাম্" =ধন, বিদ্যা, বল এবং পৌরুষ দ্বারা পরিপুষ্টকে বলে 'পুষ্কল'; তাদৃশ সন্তান। ২৬৭

(পিতৃকার্য্যে যেমন শুক্লপক্ষ অপেক্ষা কৃষ্ণপক্ষ প্রশস্ত সেইরূপ শ্রাদ্ধের পক্ষে পূর্ব্বাহ্ণ অপেক্ষা অপরাহ্ণ প্রশস্ত।)

(মেঃ)—"পূর্ব্বপক্ষ" ইহার অর্থ শুক্লপক্ষ; 'অপরপক্ষ' অর্থ কৃষ্ণপক্ষ। চৈত্র এবং শুক্লপক্ষ হইতে (চৈত্র মাসের শুক্ল প্রতিপদ্ হইতে) মাস আরম্ভ। শ্রাদ্ধের পক্ষে যেমন শুক্লপক্ষ অপেক্ষা কৃষ্ণপক্ষ উৎকৃষ্ট অর্থাৎ প্রকৃষ্ট ফলপ্রদ হয় সেইরূপ পূর্ব্বাহ্ণ অপেক্ষা অপরাহ্ণ উৎকৃষ্ট; বিশেষ বচন অনুসারে ইহা নিরূপিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে কখন কখন পূর্ব্বাহ্ণেও শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—যাহা প্রসিদ্ধ তাহাই ত দৃষ্টান্ত হয় (ইহাই নিয়ম); কিন্তু শ্রাদ্ধকর্ম্মে অপরপক্ষ (কৃষ্ণপক্ষ) যে পূর্ব্বপক্ষ (শুক্লপক্ষ) হইতে বিশিষ্ট ইহা ত কোথাও বলা হয় না। ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বশ্লোকে "কৃষ্ণপক্ষে দশম্যাদৌ" ইত্যাদি বচনে উহা বলা হইয়াছে। তবে আমরা বলি, "অপ্রাপ্ত অজ্ঞাত বিষয়ের বোধক বলিয়া ঐ বাক্যগুলি বিধি প্রতিপাদক" মীমাংসাদর্শনের এই সূত্র সূচিত অধিকরণোক্ত নিয়ম অনুসারে জানা যায় যে, অপ্রসিদ্ধ বিষয়ও দৃষ্টান্ত হইতে পারে। আবার দৃষ্টান্ত বাক্য হইতে বিধিও অবগত হওয়া যায়। ২৬৮

(প্রাচীনাবীতী ও কুশহস্ত হইয়া দক্ষিণ হস্তে পিতৃতীর্থে পিতৃকার্য্য সকল করণীয়। ইহা মরণকাল পর্য্যন্ত অনলসভাবে যথাবিধি কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—যাহা কিছু পিতৃকৃত্য আছে তাহাতেই এইরূপ বিধি। শ্লোকোক্ত (প্রাচীনাবীতিত্ব প্রভৃতি) পদার্থগুলি আগে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। "অতন্দ্রিণা" ইহার অর্থ আলস্যশূন্য হইয়া, শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া। "আ নিধনাৎ"=মরণকাল পর্য্যন্ত;—ইহা যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। "দর্ভপাণিনা"=হস্তে পবিত্র ধারণ করিয়া,—। এই জন্য কথিত হইয়াছে "দর্ভ বলিতে 'পবিত্র' বুঝায়"। ডগার দিকে গ্রন্থি দেওয়া কুশ দিয়া তৈয়ারি করা যে বস্তু তাহাকেই দর্ভময় পবিত্র বলা হয় (কুশের আঙ্‌টী)। ২৬৯

(রাত্রিকালে শ্রাদ্ধ করিবে না কারণ তাহা 'রাক্ষসী বেলা'—রাক্ষসগণের কাল। এইরূপ উভয় সন্ধ্যায় এবং সূর্য্য সবেমাত্র যখন উদিত হইয়াছেন তখনও শ্রাদ্ধ করিবে না।)

(মেঃ)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি অপরাহ্ণকালে যখন শ্রাদ্ধ করিবার বিধান বলা হইয়াছে তখন রাত্রি প্রভৃতি কালে শ্রাদ্ধ করিবার সম্ভাবনা কোথায়? আর যদি বলা হয় বিশেষ বচন অনুসারে অন্য সময়েও শ্রাদ্ধ করা যায় (কিন্তু সেই বিশেষ বচনই বা কোথায়?)। এই প্রকার আপত্তির উত্তরে বক্তব্য, পূর্ব্বপক্ষবাদীর আপত্তিটী সত্য বটে। তবে "পূর্ব্বাহ্ণ অপেক্ষা অপরাহ্ণ উৎকৃষ্ট", এই প্রকার যে বলা হইয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যায় যে পূর্ব্বাহ্ণকাল অপেক্ষা অপরাহ্ণকাল যখন উৎকৃষ্ট তখন পূর্ব্বাহ্ণকালেও উহার কর্ত্তব্যতা আছে, কিন্তু তাহা উৎকৃষ্ট নহে, এইরূপে সাধারণভাবে পূর্ব্বাহ্ণকালেও শ্রাদ্ধের কর্ত্তব্যতা জ্ঞান হইয়া থাকে। এইজন্য কেহ কেহ বলেন, কদাচিৎ পূর্ব্বাহ্ণেই শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য আর অপরাহ্ণকালটী তাহারই পরবর্ত্তী শ্রাদ্ধকাল। "চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণকালে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য" এইরূপ বিধান থাকায় সেই সাদৃশ্যবশতঃ রাত্রি প্রভৃতি কালেও হয়ত কেহ শ্রাদ্ধ করিতে পারে (কারণ চন্দ্রগ্রহণ রাত্রিকালে এবং উভয়গ্রহণ উভয় সন্ধ্যাকালেও হইতে পারে)। তাহা নিষেধ করিবার জন্য বলিতেছেন "রাত্রৌ শ্রাদ্ধং ন কুর্ব্বীত" ইত্যাদি। অতএব সন্ধ্যাকালে চন্দ্র এবং সূর্য্য উভয়ের গ্রহণ হইতে পারে বলিয়া এবং রাত্রিকালে চন্দ্র-গ্রহণ হয় বলিয়া সেই সমস্ত কালে গ্রহণ হইলে শ্রাদ্ধ করাটীর বিকল্প হইবে। আবার অন্য কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত আপত্তির পরিহারকল্পে এইরূপ বলেন,—মধ্যাহ্নকালটী পূর্ব্বাহ্ণ এবং অপরাহ্ণ হইতে স্বতন্ত্র; এই নিষেধ বচনটী দ্বারা জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে ঐ মধ্যাহ্নকালেও শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। "সূর্য্যে চৈবাচিরোদিতে"=সূর্য্য সবেমাত্র উদিত হইলে (তখন শ্রাদ্ধ করিবে না);—। সূর্য্য যখন প্রথম উদিত হন তখন পূর্ব্বাহ্ণকাল; এইজন্য তখন শ্রাদ্ধ নিষেধ করা হইতেছে। "রাক্ষসী" ইহা অর্থবাদ। ২৭০

(পূর্ব্বে যেরূপ বিধান বলা হইল সেই অনুসারে হেমন্ত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা ঋতুতে বৎসরে তিনবার শ্রাদ্ধ করিবে। কিন্তু পঞ্চযজ্ঞবিধির অন্তর্গত যে শ্রাদ্ধ তাহা প্রত্যহ করিবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বোক্ত "বিধিনা"=ইতিকর্ত্তব্যতা সমূহের দ্বারা—পূর্ব্বদিনে ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখা ইত্যাদি প্রকারে বৎসরে তিনবার শ্রাদ্ধ করিবে। কোন্ কোন্ মাসে কর্ত্তব্য?- ইহারই উত্তরে বলিতেছেন "হেমন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষাসু"=হেমন্ত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা ঋতুতে। পূর্ব্বে (১১২ শ্লোকে) প্রতিমাসে শ্রাদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে; এখানে আবার বৎসরে তিনবার উহা করিতে বলা হইতেছে। কাজেই উহাদের বিকল্প হইবে। "পাঞ্চযজ্ঞিকম্"=পঞ্চমহাযজ্ঞ মধ্যে যে শ্রাদ্ধ উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা প্রত্যহ কর্ত্তব্য। আর এই প্রত্যহ কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধটীতে প্রাচীনাবীতিত্ব, দক্ষিণ হস্তে পিতৃতীর্থ, উত্তর মুখ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন এই কয়টী মাত্র ইতি-কর্ত্তব্যতা থাকিবে। ইহা জানাইয়া দিবার জন্যই এখানে প্রত্যহ কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধটীর পুনরুল্লেখ। এইরূপ, সম্বৎসর মধ্যে তিনবার মাত্র শ্রাদ্ধ করিবার এই যে বিধান ইহা অনাহিতাগ্নি ব্যক্তির পক্ষেই প্রয়োজ্য,—এইভাবে কোন কোন প্রাচীনগণ ইহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তবে এ সম্বন্ধে প্রমাণ কি তাহা কেবল তাঁহারাই জানেন অর্থাৎ এইপ্রকার ব্যাখ্যা অপ্রামাণিক। ২৭১

(পিতৃযজ্ঞের মধ্যে যে হোম আছে তাহা লৌকিক অগ্নিতে করা বিধিসঙ্গত নহে। আহিতাগ্নি দ্বিজের পক্ষে অমাবস্যা ছাড়া অন্য তিথিতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য নহে।)

(মেঃ)—পিতৃযজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ যে হোম তাহা "পৈতৃযজ্ঞিক হোম"; তাহা "লৌকিকে অগ্নৌ"=স্মার্ত্ত অগ্নিতে "ন বিধীয়তে"=কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই। অতএব অনাহিতাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে সম্বৎসর মধ্যে তিনবার শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। লৌকিক অগ্নিতে সম্বৎসর মধ্যে তিনবার শ্রাদ্ধ করা হইলেও তাহা করাই হইল বটে তথাপি সম্বৎসর (মাসে মাসে) যাহা করিতে হয় সে তুলনায় উহা না করারই সামিল। কারণ, যেমন, যে লোক একপ্রস্থ পরিমাণ অন্ন ভোজন করিতে পারে সে যদি তাহা অপেক্ষা কম খায় তাহা হইলে তাহার সেই খাওয়াটী না খাওয়ার মধ্যে ধর্ত্তব্য হইয়া থাকে। প্রাচীনগণ এই বচনটীকে পূর্ব্বশ্লোকের অর্থবাদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ, এখানে এই কথাই বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, বিবাহকালাদিতে যদি লৌকিক অগ্নিগ্রহণ করা না হয় তাহা হইলে শ্রাদ্ধের অঙ্গ-স্বরূপ যে হোম তাহা কর্ত্তব্য নহে। আর কেবলমাত্র হোম করাটাই যখন নিষিদ্ধ হইতেছে তখন ঐ হোম ছাড়া অপরাপর যে সকল ইতিকর্ত্তব্যতা (অনুষ্ঠান) আছে তাহা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে, যে ব্যক্তি অগ্নিগ্রহণ করে নাই তাহার পক্ষে শ্রাদ্ধে অধিকারই থাকে না; কারণ, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের অঙ্গরূপে হোম করিবার বিধান রহিয়াছে। ইহার উদাহরণ—যেমন, দর্শ-পূর্ণমাস যজ্ঞে 'আজ্যাবেক্ষণ' (যজ্ঞিয় ঘৃতটী বিধিপূর্ব্বক দেখা) একটী কর্ম্ম; কিন্তু অন্ধ ব্যক্তি উহা করিতে অসমর্থ; কাজেই তাহার পক্ষে দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞে অধিকার নাই। (সেইরূপ শ্রাদ্ধে যখন হোম করাটী শ্রাদ্ধেরই অঙ্গ, আর তাহা স্মার্ত্ত অগ্নিতে করা চলে না, তাহা হইলে যে সাগ্নিক নহে তাহার পক্ষে ঐ শ্রাদ্ধাঙ্গ হোম করা অসম্ভব হয় বলিয়া শ্রাদ্ধ করিবার অধিকারই তাহার থাকে না। কাজেই এরূপ স্থলে ঐ হোমটী বাদ দিয়া অপরাপর অনুষ্ঠান-গুলিও তাহার পক্ষে করা চলিবে না)। পক্ষান্তরে যেরূপ বিধান বলা হইল (কেবল হোমটী বাদ দিয়া অপরাপর কর্ম্ম কর্ত্তব্য) সেপক্ষে যিনি সাগ্নিক তিনি হোমযুক্ত শ্রাদ্ধ করিবেন আর যিনি অনগ্নিক তিনি ঐ হোম বাদ দিয়াও শ্রাদ্ধ করিবেন, এইপ্রকার অর্থই এস্থলে সূচিত হইতেছে। আর তাহা হইলে পূর্ব্বে "অগ্ন্যভাবে তু" ইত্যাদি শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে ইহাই তাহার বিষয়স্থল অর্থাৎ এইরূপ পক্ষটীকে লক্ষ্য করিয়াই পূর্ব্বে "অগ্ন্যভাবে তু" (৩।২০২) ইত্যাদি বিধানটী বলা হইয়াছে।

কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, এখানে যে 'পিতৃযজ্ঞ' বলা হইয়াছে উহা দ্বারা 'পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ' নামক ক্রিয়াটীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর তাহা স্মার্ত্ত লৌকিক অগ্নিতে কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাদের এই প্রকার উক্তি কিন্তু যুক্তিসঙ্গত নহে। তবে এরূপ হইতে পারে যে, হোম যখন নিত্য তখন অনাহিতাগ্নি ব্যক্তিও অন্নপাক করিয়া তাহা দ্বারা হোম করিবে। "ন দর্শেন বিনা শ্রাদ্ধম্"=অমাবস্যা বিনা অন্য সময়ে সাগ্নিকের পক্ষে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য

নহে। ইহা দ্বারা গ্রহণাদি স্থলে আহিতাগ্নির পক্ষে শ্রাদ্ধ নিষেধ করা হইল। ইহা কিন্তু শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। কেহ কেহ এস্থলে বলেন, "ন দর্শেন বিনা" ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে অনাহিতাগ্নি ব্যক্তি মাসে মাসেই শ্রাদ্ধ করিবে; বৎসরে তিনবার শ্রাদ্ধ করিবার বিধানটী তাহার পক্ষে প্রয়োজ্য নহে। অন্য কেহ কেহ আবার বলেন যে, বচনটীতে ঐ প্রকার পাঠই নাই। বস্তুতঃ এখানে ইহাই বলা হইয়াছে যে, আহিতাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে অমাবস্যাশ্রাদ্ধ ছাড়া মঘাশ্রাদ্ধাদি অপরাপর শ্রাদ্ধ অবশ্যকর্ত্তব্য নহে, কিন্তু অমাবশ্যাশ্রাদ্ধই তাহার পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে অনাহিতাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে হেমন্তাদিকালেও যে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাও অবশ্যকরণীয়। ২৭২

(ব্রাহ্মণগণ স্নান করিয়া প্রতিদিন জল দিয়া যে পিতৃগণের তর্পণ করেন তাহা দ্বারাই তাঁহারা পিতৃযজ্ঞের সমগ্র ফল পাইয়া থাকেন।)

(মেঃ)—পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত যে শ্রাদ্ধ প্রতিদিন কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে ইহা তাহারই বৈকল্পিক অনুষ্ঠান। স্নান করিয়া যে উদকতর্পণ করা হয় তাহা দ্বারাই পিতৃযজ্ঞক্রিয়ার ফল লাভ করেন। সুতরাং "অন্তত একজন ব্রাহ্মণকেও ভোজন করাইবে" এই প্রকার যে বিধান বলা হইয়াছে তাহা আর অবশ্যকর্ত্তব্য নহে। কিন্তু উদকতর্পণটী অবশ্যকর্ত্তব্য। ২৭৩

(পিতৃগণকে বসুস্বরূপ, পিতামহগণকে রুদ্রস্বরূপ এবং প্রপিতামহগণকে আদিত্যস্বরূপ বলা হয়; ইহা বেদ মধ্যে উল্লিখিত চিরন্তন শ্রুতি।)

(মেঃ)—যদি কেহ পিতৃগণের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ শ্রাদ্ধকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত না হয় এজন্য তাহাদিগের প্রবৃত্তি উৎপাদনের নিমিত্ত এইরূপ বলা হইতেছে। বসু প্রভৃতি দেবতাগণ তিন স্থানে (অন্তরিক্ষলোক প্রভৃতিতে) থাকেন; পিতৃগণও সেইরূপ; আর তাঁহারাই পিণ্ড পাইবার অধিকারী। এই জন্য ইঁহাদিগকে দেবতারূপেই দেখা উচিত। "শ্রুতিরেষা"=বেদ মধ্যে এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। এই কারণে এই উক্তিটী "সনাতনী"=অতি পুরাতন; কারণ বেদ হইতেছে নিত্য (আর সেই বেদ মধ্যেই এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে)। ২৭৪

(প্রতিদিন 'বিঘস' ভোজন করিবে অথবা 'অমৃত' ভক্ষণ করিবে। ব্রাহ্মণাদিকে ভোজন করাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার নাম 'বিঘস'; আর যজ্ঞের অবশিষ্ট যে দ্রব্য তাহাই 'অমৃত'।)

(মেঃ)—শ্লোকটীর প্রথম চরণে, অতিথি প্রভৃতিকে ভোজন করাইবার পর যে অন্ন অবশিষ্ট থাকে তাহা ভোজন করিবার যে বিধি আছে, তাহারই অনুবাদ করা হইতেছে। ইহা মাঙ্গলিক; আর যে সকল শাস্ত্রে (আদি, মধ্য ও অবসানে) মঙ্গল-উক্তি থাকে তাহা মঙ্গলের আলয়,—তাহা প্রথিত হয়। পিতৃকর্ম্ম অপেক্ষা দৈবকর্ম্ম অধিক প্রশস্ত। "যজ্ঞশেষং"=যজ্ঞাবশিষ্ট;—। এই শ্লোকার্দ্ধে ইহাই বলা হইল যে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের হবিঃশেষ ভোজন বিঘসের তুল্য। আর শ্লোকটীর শেষার্দ্ধে সৌহার্দ্দরূপে ব্যাখ্যা করিয়া দেখান হইতেছে যে উহা বেদার্থ। এস্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে বেদের কোন কোন শাখায় প্রথমার্দ্ধে বর্ণিত বিষয় দুইটীর বিধি আছে; এই জন্য এসম্বন্ধে ভ্রান্তি নিরাস করিয়া দিবার নিমিত্ত বলিতেছেন,—। যে ব্যক্তি 'বিঘস' অশন (ভক্ষণ) করে সে বিঘসাশী। 'অমৃত' হইয়াছে ভোজন যাহার সে 'অমৃতভোজন'। 'ভুক্তশেষ' ইহা দ্বারা ভরণীয় (পোষ্য) বর্গের ভুক্তাবশিষ্ট। অথবা ইহার অর্থ অতিথি প্রভৃতির ভুক্তাবশিষ্ট; যেভাবে পাঠ (আলোচনা) চলিতেছে তাহার সামর্থ্য অনুসারে এইরূপ অর্থ ধরিতে হয়। অন্য কেহ কেহ বলেন, "ভুক্তশেষ" ইহার অর্থ এখানে শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজনের অবশিষ্ট অংশ, কারণ শ্রাদ্ধেরই আলোচনা চলিতেছে। এই জন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "পিতৃগণ যাহা সেবা করিয়াছেন তাহা ভোজন করিবে"। কাজেই এই ভোজনটী শ্রাদ্ধের অঙ্গ, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। আবার অন্য কেহ কেহ এইরূপ বলেন, এই যে ভোজন ইহা নিয়মবিধি এবং ইহা পুরুষার্থ। কারণ "বসূন্ বদন্তি" ইত্যাদি পূর্ব্বশ্লোকে শ্রাদ্ধের প্রকরণ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কাজেই এই ভোজনটী শ্রাদ্ধের অঙ্গ হইতে পারে না। "যজ্ঞশেষম্" ইহার অর্থ যজ্ঞে ব্যবহৃত যে দ্রব্য তাহারই অবশিষ্ট অংশ। ২৭৫

(পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যেরূপ বিধান তৎসমুদয়ই আমি আপনাদিগকে এই বলিলাম। এক্ষণে দ্বিজাতিগণের যাহা যাহা প্রধান বৃত্তি তাহাই বলিব, আপনারা শুনুন।)

(মেঃ)—যদিও 'পাঞ্চযজ্ঞিক' ইহা দ্বারা যে পঞ্চমহাযজ্ঞের নির্দ্দেশ করা হইতেছে তাহা মধ্যবর্ত্তী অপরাপর আলোচিত বিষয়গুলির দ্বারা ব্যবহিত হইয়াছে তথাপি তাহারই এখানে উপসংহার করা হইতেছে। মঙ্গল লাভই ইহার প্রয়োজন। আর এই শ্লোকটীর শেষার্দ্ধের দ্বারা, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে যাহা বলা হইবে তাহারই অংশবিশেষ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঐ দুইটীর প্রয়োজন কি তাহাও বলা হইয়াছে। "দ্বিজাতিমুখ্যবৃত্তীনাং";—দ্বিজাতিগণের মধ্যে যাঁহারা মুখ্য (প্রধান) তাঁহাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের "বৃত্তি" অর্থাৎ জীবিকা বা কর্ম্ম;—। অথবা দ্বিজাতিগণের যাহা যাহা প্রধান বৃত্তি;—তাহা কি কি সেটী অগ্রে দেখান হইবে। ২৭৬

ইতি শ্রী ভট্টমেধাতিথিবিরচিত মনুভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায়॥৩॥

**(ইতি শ্রীমন্‌মহামহোপাধ্যায়যোগেন্দ্রনাথশর্ম্মশ্রীচরণান্তেবাসি-
শ্রীমৎক্ষেত্রমোহনবিদ্যারত্নাত্মজশ্রীভূতনাথশর্ম্মকৃত
মনুস্মৃতির তৃতীয় অধ্যায়ের মেধাতিথিভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।)**